সংখ্যা - ১, ৩, ৫, ৭-১৩, ১৬-১৯, ২১-২৩, ২৫-৩০,
৩৪-৪০, ৪২-৫০

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার-সমালোচক
পরা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র।

—:০:—

দ্বিতীয় বর্ষ।

(১৩৩০ ভাদ্র হইতে শ্রাবণ ১৩৩১)

—:০:—

সম্পাদক

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ,
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্,
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ ১২৭, ১২৮।

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ সূচি ।

দ্বিতীয় বর্ষপূর্ব্বার্দ্ধ ।

১ম-২৫শ সংখ্যা ।

প্রবন্ধ	সংখ্যা—পৃষ্ঠা
বর্ষ প্রবেশ	১।১
ব্রহ্মণ্য দেব	১।৩
সম্ভাষণী	১।৫
শাখা ও বিধি	১।৭
পত্রিকের উপলব্ধি	১।৯, ২।৮
সম্ভাষণ	১।১১
প্রচার প্রসঙ্গ	৬।১০, ৭।১৪, ৮।১০, ৯।১৪, ১০।১১, ১১।১২, ১২।১৩, ১৩।১৯ ১৪।১১, ১৭।১২, ১৮।১২, ২৩।১০ ।
বর্ণাভিজ্ঞান	
ভগবজ্ঞান	
নাগরীয় প্রশ্নোত্তর	
গৌড়ীয় মঠের আয় ব্যয় তালিকা	
ভগবৎ প্রসাদ	
শাস্ত্র	
যোগপীঠ ও ভক্ত	
সাধুর উপলব্ধি	
মঠোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র	
পূর্ব্ব উপাখ্যান	
আচার্য্য	
তৃণাদপি সুনীচ	
ভগবদনুভূতি	
প্রেয়ঃ ও প্রেয়	
ভক্তিপথে বিচার	
গুরুতত্ত্ব	
কাম	
কীর্ত্তনে নিষ্ঠাবন	
কার্ত্তিক-বিধি	৬।১
বর্ষাব্রত-বিধি	৬।৫
প্রেরিত পত্র	৬।৭, ১০।৯ ১৩।৬, ২১।১০
সাধকতা	৬।৮
মঠের উৎসব	৭।১
আচার্য্যত্ব	৭।৪
বৈদ বর্ণাশ্রম	৭।৬
দোষ চতুষ্টয়	৭।৮
গৃহস্থ ভক্ত ও বৈরাগী	৭।১২
সমালোচনা	৭।১৩ ১৩।৮, ১৯।১১, ২২।১১ ২৩।৮, ২৪।৪, ২৫।৪
বেদে বর্ণ-বিধান	৮।১
দীক্ষিত	৮।৩
কাশীতে বন্যা	৮।৫
কায়-মনঃপর্ণ	৯।১
বাদ ও পরিবাদ	৯।৪
ক্রোধ	৯।৬
অদ্বয়জ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স	৯।১০
সিদ্ধান্ত	১০।১
হরিশরণ ওঙ্কারগৃহে	১০।৬, ১৮।২, ২২।৫
শারদীয়া পূজা	১১।১
বিরোধ ভঞ্জন	১১।৪
দুর্গা	১১।৭
সংবর	১২।১
গুরুকরণের আবশ্যকতা	১২।৩
পরমাণু বিচার	১২।৬
শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের আয়ব্যয় তালিকা	১২।৯
সোমাদিপাদ	১৩।১

অহংগ্রহ
ঢাকা প্রকাশের প্রতিবাদ
ভক্তে ভোগবুদ্ধি
লোভ
জীব ও ব্রহ্ম
পাঠকের উপলব্ধি
অর্থপ্রকাশক
ঢাকা মহোৎসব
প্রতিবাদ
গৌড়ীয় ভজন-প্রণালী
হরিভাস
নিবেদন
শ্রীবিগ্রহ
শ্রীগৌরবিগ্রহ
প্রত্যুত্তর
মনোধর্ম
চাতুর্মাস্য ১৮।৯, ১৯।৪
ভাব ১৯।১
তারকব্রহ্ম নাম কীর্তনীয় কি না ? ১৯।৩
জবাব কথা ১৯।৮
স্মার্ত ও বৈষ্ণব ২০।১
কে আমি ? ২০।৪, ২১।৫
২৬দিন ২০।৭
সামাজিক অভিজ্ঞ ২০।১১
লৌকিক ও অপ্রাকৃত ধর্ম ২০।১২
জবাব-সমালোচনা ২১।১
নিমাই ২২।১, ২৩।৪, ২৪।১, ২৪।৮
গুরুসেবা ২৩।১
শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার আয়-ব্যয় তালিকা ২৩।১১
প্রশ্ন ও সমাধান ২৪।৯
বিচক্ষে-বিরোধ (পত্র) ২৪।১০
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ২৪।১
জাতি বুদ্ধি ২৪।১২
ভারতীয় ১।১২, ৪।১৪, ৫।১১, ৬।১৩, ৭।১৫, ৮।১৩, ৯।১৩, ১০।১৫, ১১।১৩, ১২।১৪, ১৩।১০, ১৪।১২, ১৫।১২, ১৬।১৫, ১৭।১২, ১৮।১২, ১৯।১৪, ২০।১৪, ২১।১৫, ২২।১৫, ২৩।১৩, ২৪।১৩,২৪।১৪
বৈদেশিক ১।১৫, ৪।১৩, ৫।১৪, ৬।১৪, ৭।১৩, ৮।১৩, ৯।১৫, ১০।১৩, ১১।১৫, ১২।১৫, ১৩।১২, ১৪।১৫ ১৫।১৫, ১৬।১৩, ১৭।১৫, ১৮।১৩, ১৯।১৫, ২০।১৩, ২১।১৩, ২২।১৩ ২৩।১৩, ২৪।১৪ ।
বৈজ্ঞানিক ও কৃষি ১।১৫, ৪।১৪, ৮।১৫, ১০।১৪, ১৩।১৪, ২৪।১২ ।

'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ সূচী।

২৬—৫০শ সংখ্যা।

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
প্রকৃত ভোক্তা কে ?	২৬।১
গীতার ভূমিকা	২৬।৪, ২৭।১, ৩৩।১
নিমাই (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	২৬।৬, ২৯।৮, ৩০।১৩, ৩৩।৫, ৩৪।১৪, ৩৬।৮, ৩৮।১২, ৩৯।১১, ৪০।১৪, ৪২।১২, ৪৩।১৩, ৪৬।১৩, ৪৮।১২
জাতিবুদ্ধি (পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)	২৬।৯
বৈষ্ণব ঠাকুর	২৬।১২
গৌড়ীয়ের বেশ	২৬।১২
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি	২৬।১৪
প্রচার প্রসঙ্গ	২৬।১৪, ২৯।১৪, ৩০।৭, ৩১।৬, ৩২।১৪, ৩৩।১২, ৩৬।১২, ৩৭।১৪, ৩৮।১৪, ৩৯।১৩, ৪০।১৬, ৪৪।১৬, ৪৬।৮, ৪৯।১৪
গৌড়ীয় মঠে আচার্য্য-প্রকটোৎসব (নিমন্ত্রণ পত্র)	২৬।১৫
হরিসেবন শুকপক্ষে	২৭।৪, ৩৩।১, ৩৫।৪, ৪৩।৯
নিষ্কিঞ্চনতা	২৭।৭, ২৯।৫
শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের আবশ্যকতা	২৭। ৩
শ্রীব্যাসপূজা	২৮।১
১৩। শ্রীশ্রীগুরু-প্রশস্তি	২৮।১
১৪। ভক্তার্যহ্	২৮।২
১৬। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি	২৮।৩, ২৮।৫
১৭। ভক্তি-প্রসূন	২৮।৬
১৮। অভিনন্দন পত্র	২৮।৭
১৯। ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি	২৮।১২
২০। প্রতিনমস্কার	২৮।১৩
২১। পরিক্রমার আমন্ত্রণ	২৮।১৫
শ্রীধাম দর্শন	২৯।১
কলিতে সন্ন্যাস	২৯।৩
প্রতিবাদ	২৯।১২, ৩৭।৭, ৪০।১২, ৪৯।১০
পরিক্রমার নিমন্ত্রণ পত্র	২৯।১৫, ৩০।৯
শ্রীগৌর স্তব	৩০।১
প্রেমস্বরূপ	৩০।৪
A unique celebration (A. B. Patrika 1st March 1924)	৩০।৮
অপূর্ব্ব মহোৎসব	৩০।১৫
৩০। শ্রীধাম পরিক্রমা (পদ্য)	৩০।১৩
৩১। কাকড়ের মাঠ (পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)	৩০।১৩
৩২। শ্রীগোবর্দ্ধনের স্বরূপ	৩০।১১
৩৩। নদীয়ার চাঁদ	৩০।১৪
৩৪। শচীর দুলাল	৩০।১৫
৩৫। নিবেদন	৩০।১৫
সম্পাদকীয় নিবেদন	৩০।১৫
৩৭। শ্রীধাম পরিক্রমা (বিবরণ)	৩১।১
৩৮। দৈনন্দিন লিপি (শ্রীপুলিন ভোজন)	৩১।৭
৩৯। প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ	৩১।১০, ৩৪।১২, ৩৯।১৩, ৩৪।১২ ৩৫।১১, ৩৯।১০, ৩৭।১৩
৪০। দর্পহারী ভগবান্	৩১।১১
৪১। কলুর বলদ	৩১।১৩, ৪৬।৯, ৪৯।৮
৪২। জাতিবা	৩১।১৪
৪৩। সাম্প্রতিকী	৩২।১, ৩৪,৬
৪৪। কালধর্ম্ম (চন্দ্রশেখরের বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত)	৩২।৩
৪৫। নদীয়ার আলোচনা	৩২।৬
৪৬। অভিভাষণ	৩২।৮
৪৭। কাশিমীর পত্র	৩২।১১
৪৮। সুদর্শন	৩৪।১
৪৯। পথে দেখা	৩৪।৩
৫০। বড় না জাগরণ ?	৩৪।৯
৫১। শক্তিবজ্র	৩৪।১১, ৩৫।৮
৫২। অর্চ্চনাধিকার	৩৫।১
৫৩। চরিতভা	৩৬।১
৫৪। অষ্ট মহাজনী	৩৬।৪
৫৫। কে গা ?	৩৬।৭

	প্রবন্ধ	সংখ্যা—পৃষ্ঠা
৫৬।	বৈষ্ণবাচার	৩৯।১৪
৫৭।	ভৃগুপদি শ্লোক	৩৭।১১
৫৭ (ক)।	সংশোধন	৩৯।১৫,
৫৮।	সূত্র-বিবেক	৩৮।১
৫৯।	অন্তরজান	৩৮।৫, ৩৯।৭
	কীর্তন-বিবেক	৩৮।৮
৬১।	অমোঘ কাহিনী	৩৮।১০
৬২।	চরিতকথা	৩৯।১
৬৩।	ভগবানের ভোগ্য কি ?	৩৯।১০
৬৪।	সমালোচনা	
৬৫।	উপদেশ	
৬৬।	প্রায়শ্চিত্ত	
৬৭।	ঘংসরতঃ	
৬৮।	প্রত্যুত্তর	
৬৯।	দর্শন	৪১।১২, ৪২।৯
৭০।	প্রেরিত পত্র	৪১।১৪, ৪৩।৫, ৪৯।৯
৭১।	সাময়িক প্রসঙ্গ ৪২।১, ৪৩।১, ৪৩।১, ৪৪।১, ৪৭।১, ৪৭।১, ৪৮।১, ৪৮।১৫, ৪৯।১, ৫০।১	
৭২।	ভগবদ্দেব কথা .	
৭৩।	আত্মপ্রবঞ্চনা	
৭৪।	শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের আয়ব্যয় তালিকা (১৩৩০ সাল)	৪২।১৪
৭৫।	ভক্ত সঙ্গে ভগবান্ (শ্রীধর)	৪৩।৭, ৪৪।৭
৭৬।	প্রহ্লাদের উপদেশ	৪৩।১১, ৪৫।১৪
৭৭।	প্রভাব	৪৩।১৫, ৪৪।৪
৭৮।	নীলাচলে মহাপ্রভুর গৌরমূলক	৪৪।১০
৭৯।	আমি কে ?	৪৬।১৩
৮০।	পুরী দর্শন	৪৫।৪, ৪৭।৫
৮১।	জীবের নিত্যধর্ম	৪৪।৭
৮২।	শুদ্ধি-বৈষ্ণবাচার	৪৫।১০
৮৩।	জন্মমৃত্যুরহস্য	৪৫।১২, ৪৭।১৫, ৪৯।৭
৮৪।	শুচিতা-মার্জন	৪৭।৫
৮৫।	বৈষাসা	

	প্রবন্ধ	সংখ্যা—পৃষ্ঠা
৮৬।	সংসারে মুক্তা	৪৭।৮
৮৭।	অধাপুর	৪৯।১৪
৮৮।	'বোকা, তুমি খাবে কি ?'	৪৭।১৪, ৪৯।৬
৮৯।	বেদনাহ	৪৮।৭
৯০।	বিরহ	৪৮।৪
	বৈষ্ণবের ভাষা	৪৮।৮
	ভাষীর কে ?	৪৮।১০
	রাজসাহী বৈষ্ণব সভা	৪৮।১৪
	জাগতিক প্রসঙ্গ	৪৯।১৫
	ভ্রমসোধন	৪৯।১৫
	মনোরথ	৫০।৫
	পরতত্ত্ব	৫০।৭
	নিতাই	৫০।৮

	ভারতীয়।	বৈদেশিক।
২৮শ সংখ্যা	১১ পৃষ্ঠা	১৬ পৃষ্ঠা
২৯শ	১৪ ,,	১৬ ,,
৩০শ	১৫ ,,	———
৩০শ		১৬
৩১শ		১৬
৩২শ		
৩৩শ	১৬	———
৩৪শ	১৫	১৬
৩৫শ	১৬	———
৩৭শ	১৫ ,,	
৩৮শ	১৫ ,,	
৩৯শ	১৫ ,,	
৪০শ ,,	১৬ ,,	———
৪১শ ,,	১৫ ,,	১৬ ,,
৪২শ ,,		———
৪৩শ ,,	১৫	১৬
৪৫শ ,,	১৫	১৬ ,,
৪৬শ ,,		———
৪৭শ ,,		———
৪৯শ		
৫০শ		

গৌড়ীয়

প্রাণকিশোর মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিণী মাসিক পত্রিকা। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধী বিষয়-বার্ত্তা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৩০

বর্ষ-প্রবেশ

শ্রীরাধা-মদনমোহনজিউর অভিন্নতনু গৌড়ীয়ের প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধী [illegible] দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। দ্বাদশবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়া বিশ্বের [illegible] হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিলেও আধিষ্ঠীয় [illegible] সহিত আর্য্যাবর্ত্তবাসী গৌড়ীয় অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে বদ্ধ। কেবল ভারতবাসী কেন, জম্বুদ্বীপের সকল মানবগণের একমাত্র উপাস্য ভগবানের সেবক-সূত্রে গৌড়ীয়ের সহিত জম্বুদ্বীপের অধিবাসিবর্গের কোন বৈষম্য নাই। জম্বুদ্বীপবাসী কেন, দূর প্রক্ষ শাল্মলী প্রভৃতি সপ্তদ্বীপবাসিগণের সহিত গৌড়ীয়ের কোন বৈষম্য নাই। বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্মের ভিত্তি যাহাদের নিকট দেদীপ্যমান, তাঁহারা যে দ্বীপেরই অধিবাসী হউন না কেন, তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয় সর্ব্বদাই গ্রথিত। শ্রীগৌরসুন্দরের উদার প্রেমধর্ম্ম সকল জগতে চতুর্দ্দিক ভূবর্লোক বিরজা ও ব্রহ্মলোকে সর্ব্বত্রই একবাক্যে সমাদৃত। যেখানে সকল সদ্‌গুণনিলয় প্রেমধর্ম্মের সহিত বিরোধ বাসনা সেখানেই অশান্তি, অপ্রসন্নতা ও ভেদনীতি প্রবল। অন্যত্র [illegible] সেবাতাৎপর্য্যপর হইয়া নিখিল [illegible] গৌড়ীয়ের উপাস্য ভগবান্ গৌর হইয়া ভগবৎ প্রীতির সাহচর্য্য প্রদান করিয়াছেন। যেখানে চৈতন্যদেবের সহিত মতভেদ প্রকাশ বা প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্বে সেইখানেই প্রেমের অভাব সহিত প্রীতিরহিত হইয়াই অন্তরালে প্রেমকে চেষ্টা [illegible] স্বরূপদর্শন বঞ্চিত হইয়াছে সুন্দরের উদার [illegible] প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ভগবানের সেবা-ধর্ম্মে যোগ্যতা আছে। যাঁহাদের ভক্তিধর্ম্মে যোগ্যতা, তাঁহারাই গৌড়ীয়ের অনুসরণ করিতে পারেন, আর যাঁহারা ভগবৎ-প্রীতিরহিত তাঁহারা গৌড়ীয়ের সহিত মতভেদ করিয়া আপনাদিগের অগৌড়ীয়ের আচরণ প্রচার করিয়া হরি-প্রেম হইতে বঞ্চিত হন ও প্রেমকে পশুপক্ষীর বা নশ্বর মানবসম্পত্তির কামের সহিত এক করিয়া ফেলেন। নিত্যপ্রেম নশ্বর বস্তুসমূহের মধ্যে কখনই আবদ্ধ নহে। এই লোকাতীত নিত্যপ্রেম নরনারীর হৃদয়ে অবাক্ত অবস্থায় সুপ্তাবস্থিত থাকিলেও প্রেমিক গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবে কেবলমাত্র উন্মেষিত হয় না, অধিকন্তু অনুক্ষণ নবনবায়মান হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রাজ্যে প্রেমের অস্ফুট প্রকাশ লক্ষিত হইলেও তাহাও আবৃত হইয়া নশ্বর ধর্ম্মাকর্ষিত ধারণায় পর্য্যবসিত হয়।

বিগত বর্ষে 'গৌড়ীয়ে'র নবাবিষ্কৃত প্রকাশের মুখ্য অপ্রাকৃত বস্তুর উদ্দেশে সেবা-ধর্ম্মই প্রত্যেক প্রবন্ধে ও প্রস্তাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও কেহ কেহ সেইগুলি নিজ নিজ যোগ্যতার অভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তথাপি পার্থিব বিজ্ঞান-রহস্য তাঁহাদিগকে [illegible] অগ্রসর করাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই তাড়নায় অনেকে অধোক্ষজ- [illegible] অসমর্থ হইয়াছেন এবং জ্ঞানের জেয় বস্তুরূপে ভগ তাঁহাদের ভবসাগরের প্রবল [illegible] জন্য নিমগ্ন হইবার [illegible] করিয়াছে। যাহারা [illegible] প্রতারিত, তাহাদিগকে [illegible] করিতেছি যে, অধোক্ষজ [illegible] অধোক্ষজ বস্তু বিজ্ঞান [illegible] কিন্তু ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা নহে যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে অপর বিষয় মীমাংসার ন্যায় নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া সত্য বস্তুকে বিকৃত করা যায়। 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত বিজ্ঞানসমূহ আরোহ-পন্থাগত, সুতরাং প্রাকৃত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমে তাহাকে পরিমার্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্জ্জিত করিবার প্রয়াস তাহাদিগের পক্ষে শোভনীয় নহে।

বিগত বর্ষে 'গৌড়ীয়ে' প্রধানতঃ শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং অধোক্ষজ-সেবা সম্বন্ধে অজ্ঞ ভোগি-সম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা ঘোষিত হইয়াছে। যেহেতু বিষয়টী অভিনব, তজ্জন্য আমরা ধীর পাঠকগণকে সর্ব্বতোভাবে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হরিকথা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করি। অবহিত চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই তাঁহারা জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

প্রবর্ত্তমান বর্ষে আমরা বিপ্রলম্ভবর্ষের আলোচ্য বিষয়টী নানাপ্রকারে সুধী পাঠকবর্গের নিকটে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। সকলের সহিত যথাযোগ্য প্রারম্ভিক সম্ভাষণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত হিতকর উপদেশাবলী প্রচার-কার্য্যই যেন আমাদের সফল হয়। নির্ম্মৎসর সাধুদিগের কথা আমাদিগের অসাধুচিত্তে আপাতবিষম বোধ হইলেও উহাই পরিণামে হিতকর হইবে জানিয়া আমরা [illegible] এবং সাধুসঙ্গে আসক্তি-প্রভাবে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিতে যেন প্রবৃত্ত হই। শাস্ত্র এবং গুরুবর্গই এই কার্য্যে আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। আরোহ-পথের পথিকের চেষ্টাসমূহ আমরা গ্রহণ করিতে না পারায় কেহ যেন আমাদিগের কার্য্যে বাধা না দেন। আরোহ-বাদী যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাতে সত্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যের

অবতারবাদ স্বীকার করিলে আরোহ-বাদীর ন্যায় ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। আমাদিগের কোন কথাই নিজের কল্পিত নহে, কিন্তু ঐগুলি নিরন্তকুহক নিত্যসত্যমাত্র, তাহাই বৈষ্ণব জগতে ভগবানের অভিব্যক্তি।

ব্রহ্মণ্য দেব

'ব্রহ্মণ্য' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়। যিনি ব্রাহ্মণের একমাত্র সম্বন্ধ বা বিষয় বস্তু তিনি ব্রহ্মণ্যদেব। আমরা শান্তিপর্বে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্দ্ধনঃ।
ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥"

ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণপ্রিয় পুরুষই ব্রহ্মণ্যদেব। অর্থাৎ ভজনশীল বা সেবারত জনই ভক্ত এবং ভক্তপ্রিয় ভগবান্।

শ্রীআহ্নিক চন্দ্রিকা বলেন—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥"

দেবকীপুত্র, মধুসূদন, পদ্মপলাশলোচন, চ্যুতিরহিত বিষ্ণুই ব্রহ্মণ্যদেব।

শ্রুতিবেদ বলেন যে এই বিষ্ণুর পরমপদ নিত্যসূরিগণ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন।

"ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততং ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥"

এই ঋক্ মন্ত্র মূলে দৃশ্য, বিষয় বা শক্তিমৎতত্ত্বের একত্ব দ্রষ্টা, আশ্রয় বা শক্তির বহুত্ব; এবং দর্শন ক্রিয়ার নিত্যত্ব সংস্থাপিত।

ব্রহ্মণ্যদেব কখনও অব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজিত হন না। শাস্ত্র বলেন—"নাহরেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" পূজক এবং পূজ্য বস্তু সমজাতীয় না হইলে পূজা সিদ্ধ হয় না। পূজা করিতে হইলে পূজককে পূজ্যের সম্মুখে উপবিষ্ট হইতে হয় এবং ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া দ্বারা স্বরূপ ধ্যান পূর্ব্বক পূজায় নিযুক্ত হইতে হয়।

পূজ্য বস্তু লৌকিক এবং পূজক নিত্যতায় থাকিলে সর্ব্বাঙ্গীন পরিচর্য্যা হইতে পারে না। পূজ্য বস্তু দিব্য বা অপ্রাকৃত থাকিয়া পূজক যদি ভূতপ্রেত স্থানীয় হয় তবে পূজক পূজ্যকে ভূতপ্রেতরূপেই দর্শন করে এবং তদ্দ্বারা ভূতপ্রেতেরই পূজা সিদ্ধ হয় দিব্য বস্তুর পূজা হয় না। পূজ্য ও পূজকে পরিমাণগতভেদ থাকিবে ইহা স্বাভাবিক কিন্তু জাতীয়ত্বে কোন ভেদ নাই। পূজ্য ও পূজকের পরিমাণগতভেদ না থাকিলে পূজার কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। আবার জাতীয়ত্বে সম না হইলে পূজার অধিকার লাভ অসম্ভব। সুতরাং বেদবাক্যের সিদ্ধান্ত এই যে—পূজক ও পূজ্য সমজাতীয় অর্থাৎ উভয়েই দিব্য বা অপ্রাকৃত বস্তু। পূজ্য বিভু বস্তু সুতরাং পূজকের বিষয়; পূজক অণুবস্তু সুতরাং বিষয়ের আশ্রিত বা অধীনতত্ত্ব; পূজারূপ ক্রিয়া নিত্য এবং পূজ্য পূজক ও পূজা ক্রিয়ার দিব্য সমন্বয়ে এক অদ্বয় জ্ঞান।

ব্রহ্ম অর্থাৎ যিনি স্তোকে অতিক্রান্ত তাহার বিষয় মাত্রা বা জড়াবিদ্যাতত্ত্বদেবী। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পরায়ণ বা সেবোন্মুখ তাঁহারই বিষয় ব্রহ্মণ্যদেব বা মায়াধীশ ভগবান।

জীব মাত্রই ব্রাহ্মণ। "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ" সকলেই ব্রহ্মা হইতে জাত সর্ব্বজীবেরই ব্রহ্মণ্য দেবের সেবায় অধিকার, বলিয়া ব্রাহ্মণ। আবার সকলেই ব্রহ্মণ্যদেব হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ; সংস্কারাদ্বিজোভবেৎ। কারণ সকলকেই স্বরূপে ভগবদ্দাস আবার স্বরূপবিচারে আত্মার সকলেই ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য

উপাসক ব্রাহ্মণ। নিত্যস্বরূপবিস্মৃতিক্রমে জীবের দ্বিতীয় অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে জীব শোকে অভিভূত হয় তখনই তাহার শূদ্রপরিচয়। কিন্তু সুষুপ্তিকালেও যেমন প্রাণীমাত্রের চেতন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় না তদ্রূপ শোকাচ্ছন্নজীব শূদ্র আখ্যা লাভ করিলেও তাহার নিত্যস্বরূপ গত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম তিরোহিত হয় না। যে কালে জীব পুনরায় ব্রহ্মণ্যদেবে সেবোন্মুখবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য উপনীত হন তখন তিনি ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত হন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৬৮ শ্লোক আমাদিগকে ব্রহ্মণ্যদেবে প্রণতি শিক্ষা দিয়াছেন।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

এই শ্লোকে প্রথমেই নমস্' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং শেষেও দুইবার 'নমস্' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ 'ন'এই বর্ণকে নিষেধসূচক এবং 'ম' এই বর্ণ অহঙ্কার বাচক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ 'নমঃ' শব্দ দ্বারা জীব যাবতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হন। শ্রীমদ্ভাগবত বদ্ধজীবের চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তৎ তৎ অহঙ্কারে অভিভূত হইলে জীব ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপা গ্রহণে অসমর্থ হয়।

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।"

বদ্ধজীবের সর্ব্বপ্রথম অহঙ্কারই জন্মের অভিমান। জীব নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া যখন দ্বিতীয় অভিনিবেশবশতঃ নিজকে রক্তমাংসের দেহ বলিয়া ধারণা করে তখনই তাহার জন্মের অভিমান উপস্থিত হয়। এইরূপ অভিমান বৃথা জীব সকলকে বেদ 'শূদ্র'ও ভাগবতে 'গোখর' আখ্যা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অভিমান ঐশ্বর্য্যগত। ভগবানই একমাত্র ভোক্তা সর্ব্বজীবই তাহার ভোগ্য'—এই সম্বন্ধজ্ঞান আচ্ছাদিত হইলেই ঐশ্বর্য্যগত অভিমানের উৎপত্তি। তৃতীয় অভিমান পাণ্ডিত্যের অভিমান। চতুর্থ সৌন্দর্য্যের অভিমান। এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারই শূদ্র বা শোককারীর ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য সেবা বা আত্মধর্ম্ম ভক্তি। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্মম পূরুষা।"

সুতরাং ব্রাহ্মণ এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মণ্যদেবের প্রণত।

ব্রহ্মণ্যদেব পরম কৃপালু, উঁহার বিগ্রহ, নিত্যসর্ব্বমঙ্গলকর বস্তুর শুভাশুধ্যায়ী। তিনি সাধুজনের পালনকর্ত্তা দুষ্কৃতিজনের বিনাশকারী। দুষ্কৃতিজনের প্রতি দণ্ডও তাঁহার ব্যতিরেক কৃপা। তিনি এইরূপে জগতের হিত করিয়া থাকেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর সর্ব্বকারণের কারণ। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়পালক হৃষীকেশ বা গোবিন্দ। তিনিই জীবের পুনঃ পুনঃ প্রণম্য।

অতিন্ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থে শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে এই শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জীবকুলকে প্রণিপাত শিক্ষা দিয়াছেন। আবার তৎপরে জীবের স্বরূপ ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞাপক শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।"

অর্থাৎ আমি শমদমাদি গুণসম্পন্ন সকল ব্রাহ্মণ নহি, আমি প্রজাপালক নরপতি বা ক্ষত্রিয় নহি, আমি গোবাণিজ্য কৃষ্যাদিবৃত্তি সম্পন্ন বৈশ্যও নহি,

অথবা আমি ত্রিবর্ণসেবক শূদ্রও নহি। কিংবা আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী বা সন্ন্যাসীও নহি। আমি একমাত্র সর্ব্বেশ্বর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণদাস শুদ্ধজীবাত্মা। তিনি প্রকৃত বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। যাঁহার আত্মা প্রবুদ্ধ, যিনি সেবোন্মুখ বা সেবারত তিনি নির্গুণ ব্রাহ্মণ অথবা তাহার নির্গুণ ব্রহ্মণ্যের চরম পরিণত ভক্তাবস্থা। ভক্তে যাহারা ব্রাহ্মণতার অভাব দর্শন করেন, যাহারা লক্ষ মুদ্রায় সহস্র মুদ্রার অভাব দেখিতে প্রয়াসী তাহারা মাৎসর্য্যপরায়ণ নাস্তিক।

"তস্মের ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

চিদ্‌চিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রেমভক্তির যাজন করিবেন। অব্রাহ্মণে ভক্তিবৃত্তি উদিত হয় না। শূদ্র বা লোকান্তর জীবে যে মিশ্রভক্তি দৃষ্ট হয় তাহা মায়িক অনিত্য বস্তুর প্রতি রাগ মাত্র, অধোক্ষজ ও অক্ষর বস্তুর প্রতি সেবাবৃত্তি নহে। এইজন্য বেদ পুনরায় বলেন—

"এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

হে গার্গি, সেই অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট না হইয়া যে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ অর্থাৎ শূদ্র।

"অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"।

আর যিনি অক্ষর বস্তুতে সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত উদিতব্রহ্ম হইলেই জীবভক্তিপদবীতে অধিরূঢ় হন।

——

প্রাপ্তপত্র—সত্য-বাণী।

শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয় জলপাইগুড়ি হইতে লিখিয়াছেন।

মহাশয়,

এই কাগজের সভক্তি দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন যদিও এই কাগজের ভাগ্যে ঘটে নাই, তথাপি গৌড়ীয় পাঠ করিলেই যেন সশরীরে আপনাদিগকে দেখিলাম বলিয়া বোধ হয়। ইহা আমার পক্ষে মহদনুগ্রহই বলিতে হইবে। সেই সাহসে কাগজ আপনাদের দুয়ারে পাঠাই, যদি ঘৃণা না হয়, তবে মাঝে মাঝে "সত্যবাণী" আপনাদের 'গৌড়ীয়ে' এক পার্শ্বে স্থান দিবেন। এইখানে আত্মনিবেদন স্বরূপ একটী কথা বলিয়া রাখি—এই কাগজের নামের শেষে অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচনের ন্যায়, ভক্তি বিরোধী অভিমান-চিহ্নস্বরূপ "গোস্বামী" শব্দ আছে। ইহা পৈত্রিক আমল হইতে সরকারী কাজে কাগজ পত্রে ব্যবহারিক রূপতে প্রচলিত মাত্র। শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট নামের শেষে "দাস" পদবী দিয়াই কৃত কৃতার্থে মনে করি। বলিতেও আনন্দ আসে, এই দাস হইতে জানি আরও কত কোটী জন্ম যায়।

"সেবক কৃষ্ণের পিতামাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই।
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয় বিক্রয়।
সেবক-বৎসল প্রভু চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায়।
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ।

অন্য হেন না মানিহ কদাচিত মনে।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবানে।
বহুকোটী জন্মে যে করিল বিষ্ণুদাস্য।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থনা।
গদ্গদত্ব হয় কালে বলি নারায়ণ।
তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্য: ২৩ অ:।

অনেকদিন যাবত মনের কথা চাপা পড়ায় গুমরিয়া মরিতেছি। শাস্ত্রের প্রকৃত সহজ অর্থ প্রকাশ করিবার উপায় নাই; কারণ, বৈষ্ণব-বেশ-ধারীদের মধ্যে অধিকাংশই মধুর ভজন, রসাস্বাদন, রায় রামানন্দের পরিচ্ছেদোক্ত "আন্ত এব পরোরদ:" রাস পঞ্চাধ্যায়, শ্রীচণ্ডিদাস-পদাবলী ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দিনে তিন লক্ষ নাম জপ, ছোট হরিদাসের প্রতিরূপ শিক্ষা এই সকল কথা শোনে কে?

তারপর যাঁহারা শিক্ষিতাভিমানী ভদ্রলোক, তাঁহারাও আমাদের ভাবগতিক দেখিয়াই অবাক্! মালা-তিলক দেখিলেই নাক সিঁটকানি সাধারণতঃ ভদ্রগণের স্বভাব মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদেরই বা দোষ কি? কারণ, কলিজীবের সংসার-সুখ-ভোগ কামিনী, কাঞ্চন। আর এই সুখের ভাণ্ডারে মোটামালা ও রং-বেরঙ্গের তিলকধারী-কীট ঢুকিয়া —সকল সুখ ভোগ সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয়।

তবু যে এখনও আমরা মোটামালা, Fashionable তিলক নিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে বড় গলায় কথা বলিতে পারি, শাস্ত্রবাণী সাচ্চায় বিচার আওড়াইতে পারি, ইহা আমাদের সৌভাগ্য ও তাঁহাদের শিষ্টতার পরিচায়ক বলিতে হইবে। ভাগ্যে কলিকাল! মানুষের হৃদয়ে পূর্ব্বের ন্যায় কাম শক্তি নাই। নতুবা রাবণবংশ ধ্বংসের মত গোষ্ঠীশুদ্ধ বিনাশ পাইতাম।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাঙ্গাল হায়রান। বহুদিন হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া অসীম সাহসে শাস্ত্র সত্যবাণী-প্রচারকল্পে হাতে পায় ধরিয়া গোদাই প্রভুদিগকে বলিয়া আসিতেছি: "বাবা সকল! ভাই সকল! আর ভাল নয়, এখন আর সেই দিন নাই যে, টাকার তোড়া পায় ফেলিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ দিবে? এখন Good Morning Good Evening এর কাল আসিয়াছে দণ্ডবৎ শরীর-দ্বারা নয়, বাক্য-দ্বারা। তোমরাও যেমন সদাচার বিহীন—কাগজে পত্রে গোদাই, তাহারাও তেমন বাক্য দ্বারা ভক্তিভাব স্তুতি-প্রকাশ করিয়া খালাস।

বিশেষতঃ সাধুসেবা পরম উপায়—মনে করিয়া স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যাদ্বারা তোমাদের পদসেবা করাইতে আর তাঁহারা রাজী নহেন। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের কোটাংশের এক অংশও পবিত্রতা তোমাদের অধিকাংশের চরিত্রে নাই। সুতরাং তোমরা তেমন সাধুও নও যে নিজের প্রভাব-বিস্তারদ্বারা অসদ্বৃত্তি বিদূরিত করিতে পার, বরং—অসদ্বৃত্তিগুলি সহজে বিসর্পিত হইতেই বহুস্থলে দেখা যায়। এই সমস্ত কারণেই তাঁহারা অনেকবার ঠকিয়া শিখিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন, স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন স্পর্শন, এমন কি কাষ্ঠনারী-দর্শনে কামোদ্রেক সম্ভাবনা ইত্যাদি মহাপাপ বলিয়া স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন"।

আহা! আর কই যাও? উহাদের ব্যবহারে ও ইন্দ্রিয়তর্পণে আঘাত পড়ায়,—লাঠি, ঢেলা, দা, কুড়াল, যার যা আছে নিয়া উর্দ্ধশ্বাসে আমাকে আক্রমণ। কিন্তু আমি যদিও অসহায় কাঙ্গাল তথাপি কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সুদর্শন

আমাকে অনেকবার রক্ষা করিতেছেন। সেই বলে আমার ঐ সমস্ত ভ্রুকুটিতে ভয় হয় না। আরও আশ্চর্য্য! মহাসত্য প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহাদের শাস্ত্র-ব্যাখ্যায়—বংশ নিমূল, মহা পাষণ্ডী হইয়া পড়িলাম।

যাহা হউক, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় তাঁহাদের অনুগ্রহে একঘরে হইলাম। ইহা আমার পক্ষে বহু জন্মের সুকৃতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মাছের কাঁটা আমি চক্ষুর অপেক্ষা শ্রীতুলসীযুক্ত মহাপ্রসাদে রসনা এবং হৃদয় উভয়েই মহাতৃপ্ত! কৃপাময় নিরপেক্ষ গৌড়ীয়-পাঠক মহোদয়গণ! আশীর্ব্বাদ করিবেন এই নিত্য তৃপ্তি সুখ যেন ভুলি না। অধম আমি দণ্ডবৎ ইতি—

'দাসানুদাস—"কাঙ্গাল"।

রাগ ও বিধি।

ভগবদ্ভজনে দুই প্রকার মার্গ পরিলক্ষিত হয়। একটীকে বিধিমার্গ ও অপরটীকে রাগমার্গ বলে। ইহাদিগকে কখনও কখনও যথাক্রমে মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ বলা হয়। যেখানে শাস্ত্র ও গুরু শাসন-ক্রমে কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তির উন্মেষ হয় তখন আমরা বৈধী ভক্তিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হই। আর যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকর সমূহের ভাবমাধুর্য্যশ্রবণে "ঐভাব আমার কিরূপে হইবে" এই লোভ উৎপন্ন হইলে শাস্ত্রযুক্তির ও শাসনের অপেক্ষা না করিয়াই আমাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে লোভ-মূলা রুচি হয়, তখন আমাদের রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়। যেখানে শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা প্রবল, সেখানে উক্ত লোভোদয়ের অবকাশ অল্প। লোভোৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতেধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।"

লোভোৎপত্তি স্থলে শাস্ত্র আলোচনার আবশ্যক হয় না। যাঁর যোগ্যাযোগ্যতা বিচার উচিত হয় না, কেবল লোভের বিষয় শ্রবণ বা দৃষ্টিগোচর হইলেই লোভ স্বয়ং উৎপন্ন হয়। "তত্র লৌল্যমপি মূলমেকলং।" রাগমার্গের ভক্তিলাভে তত্ত্ব লোভই একমাত্র মূল্য। এই লোভ জীবের বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতি সাপেক্ষ। সংসারাবদ্ধ ভাব প্রবল থাকিতে ভজনে লোভ হয় না, লোভেই লোভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বৈধমার্গে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানই প্রবল। ইনি ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা—এই বুদ্ধি হৃদয়ে এক সম্ভ্রম সঞ্চার করে। এই সম্ভ্রমকেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বলে। ইহা দ্বারা ভক্তের হৃদয়বর্ত্তী ভাবের শৈথিল্য সম্পাদিত হয়। ভাব শিথিলীকৃত হইলে সেবাদ্বারা ভগবান্ প্রীত হয়েন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীভগবানের উক্তিতে আমরা লক্ষ্য করি—

"সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা।"

(আদি ৩।১৩-১৭)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তিতেই প্রীত হয়েন। সেই প্রেমভক্তি পাইলে ভক্তগণ ঐ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তিকে আদর করেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখই চরম প্রাপ্য বলিয়া জানেন। এই প্রেমভক্তি রাগমার্গেই সাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য করুক রাগমার্গে রুচি সিদ্ধ হয়। এখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের স্থল নাই।

লোভোৎপত্তি জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না থাকিলেও লোভনীয় বস্তুর পাইবার উপায় জানিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা লক্ষিত হয়, কারণ শাস্ত্রবিচারদ্বারাই ও শাস্ত্র প্রতিপাদিত যুক্তি দ্বারাই ঐ উপায় প্রদর্শিত হয়। উদাহরণস্বরূপে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তির দুগ্ধপানে লোভ জন্মে, তখন কিরূপে দুগ্ধ পাওয়া যাইবে তাহা জানিবার জন্য সে ব্যস্ত হয়। তখন কাহারও উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া দুগ্ধ অপহরণাদি অবৈধ উপায় অবলম্বনে নিরত হয়, তখন তাহার দুগ্ধপ্রাপ্তিও দুর্ঘট হয়, অধিকন্তু তাহাকে প্রহারভোগ করিয়া কষ্টও পাইতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশের অপেক্ষা লক্ষিত হইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে দুগ্ধবতীর লক্ষণাক্রান্তা গাভী ক্রয় করিয়া তাহাকে আনয়ন, দুগ্ধাদি প্রদান ও গোদোহনের প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহার দুগ্ধপানের কামনা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কেবলমাত্র সজাত-লোভের বলেই অভিজ্ঞের উপদেশ ব্যতিরেকে দুগ্ধ সংগৃহীত হয় না। সেইরূপ হরিভজনে লোভোৎপত্তি হইলে তাহার জন্য উপায় জানিতে শাস্ত্রোপদেশের ও সাধু গুরু পদাশ্রয়ের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, তদ্ব্যতীত ভজনে হরিভজনোপায় জানা যায় না। কোন কোন ব্যক্তি সাধুমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অনুরাগ হইয়াছে পরিচয় দিয়া নূতন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া ও তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন-তৎপর হইয়া অসঙ্গত লোক দিয়া তিনি সিদ্ধ এই কথা প্রচার করিয়া অসতর্ক লোকগুলিকে বিপথে পরিচালন করেন। অধুনা স্ত্রীলোকের সঙ্গ করিয়া ভজন-প্রণালীকে উদাহরণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এইরূপ সম্প্রদায়ের উল্লঙ্ঘনকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং।"

ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের হেতু—এ কিরূপ কথা শাস্ত্র আদেশ করিলেন? তবে চাই কি? ঐকান্তিকী হরিভক্তিই ত প্রার্থনীয় বস্তু! এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট মর্ম্ম এই যে যদি কেহ শাস্ত্রশাসন না মানিয়া লোভেই প্রবৃত্ত হইয়া গুরুভজনপ্রণালী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নূতন প্রণালী অবলম্বন ও প্রবর্ত্তন করেন তাহা হইলে তাহার ফল স্বরূপ উৎপাতই লভ্য, হরিভক্তি পাওয়া যায় না। ইহা আমাদের নিজের যুক্তি নহে, রাগাত্মিকা ভক্তির রসাচার্য্য স্বয়ং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এইরূপ হঠাৎ ভক্তগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া "আমার মত স্বতন্ত্র" এরূপ বুদ্ধি পোষণ করিতে পারেন না। যাঁহারা তাহা করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় ভক্ত নহেন, আর চারি সৎ সম্প্রদায়ের তাঁহারা কেহই নহেন। সুতরাং তাঁহারা ভক্তই নহেন, কেননা সম্প্রদায় ভিন্ন ভক্তভক্ত নাই, "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।" শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু শ্রীভক্তি-রসামৃত সিন্ধুতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

লোভনীয়ভাবলাভাকাঙ্ক্ষিব্যক্তি রাগমার্গে ব্রজবাসিগণের অর্থাৎ শুদ্ধ মধুর রসের উপাসক-বৃন্দের অনুসরণে সাধকরূপে এমন কি 'সিদ্ধাবস্থায় ও সেবারত হইবেন, স্বয়ং প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন না। আবার বলিয়াছেন—

"শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্তিগিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।"

বৈধীভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে যে অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, সেগুলি এই রাগভক্তিতেও অঙ্গ বলিয়া সুধীগণ জানিবেন। ইহা রূপানুগ ভজন প্রণালীর মূল কথা। ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে রাগ সেখানে হয়, তাহা অনুরাগের বিষয় নহে, ভগবদ্বিরাগেরই লক্ষণ।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন এ লোভবিশিষ্ট ভক্তের কোন শাস্ত্র অপেক্ষণীয়, তাহা হইলে তিনি জানিয়া রাখুন সকল উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই ঐ শাস্ত্র এবং তৎপ্রতি পণ্ডিত ভক্তি যাহাতে সম্যক বিবৃত হইয়াছে, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি তদুপকারক গ্রন্থ সকলও তাদৃশ ভক্তের অপেক্ষণীয় শাস্ত্র।

রাগানুগভজন হইতে রাগাত্মিকা ভক্তির পুষ্টি। তাঁহার সূত্রস্বরূপে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।"

শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ এখানে টীকা করিয়াছেন,—প্রেষ্ঠ বা প্রিয়তম শব্দের অর্থ নিজভাবোচিত লীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ। নিজ সমীহিতজন অর্থে স্বাভিলষণীয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতা বিশাখা রূপমঞ্জরী প্রভৃতি। যদিও শ্রীকৃষ্ণই প্রেষ্ঠ, তথাপি তদীয় প্রিয়জনের উজ্জ্বলভাবে একান্ত নিষ্ঠা বলিয়া তদীয় প্রিয়জনই অধিক স্বাভিলষণীয়। ব্রজেবাস অর্থে অসামর্থ্যে মানসবাস।

মূলকথা ভজনমার্গ ই আনুগত্য ধর্ম্ম সংরক্ষিত। সাধুমার্গ ও শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে আনুগত্য ধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটে। সুতরাং স্বপ্রণালী-প্রবর্ত্তনশীল কখনও ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। সাধুগণ সাবধান, ইহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা সৎপ্রয়ত্নে কর্ত্তব্য।

—০:::০—

পথিকের উপলব্ধি।

হে মহাপুরুষ! আমি আজ মহেন্দ্র সুযোগে আপনার গৌড়ীয় পত্রখানি পড়িয়া সানন্দে আমার অন্তঃকরণের একটী ভাব প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়াছি। কলির প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য গৌড়ীয় পত্রিকা প্রচার করিয়াছেন তাহা আজ শুভক্ষণে আমাকে ভাবে পাগল করিয়াছে। জানিনা আমি কেমন হইয়া গিয়াছি। আমি আপনার পত্রিকা হইতে মাত্র একটী কথা বা অতি উচ্চ, অতি মহান ও ভাবার সামগ্রী তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। আগে আমার ধারণা ছিল নিতাই গৌর, হরিবোল বলা বা ধর্ম্মের জন্য দু বাহু তুলে নাচা ও ধর্ম্মচেষ্টা করা ভণ্ডামি মাত্র। কিন্তু আজ সে ভ্রম সংশোধন হওয়ায়, এ পত্রিকার দ্বারা নূতন জীবনের গঠন হওয়ায় সুবিমল প্রেমলাভে জীবন ধন্য। আমি এক কথায় আমি আমার লক্ষ্যস্থান চিনিতে পারিয়াছি "সংসারের সুখ দুঃখ কয়দিনের? এ সংসারে কেউ কাহারও দুঃখ দূরও করিতে পারে না। আর অল্পই দূর করিলে কাল বশ কষ্ট উপস্থিত, কাল বশ কষ্ট দূর করিলে সংসারের নানা-রকমের বিঘ্ন উপস্থিত, যাহা যাহা ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ হয় তার উপায় করা মহতের কর্ত্তব্য" ভগবানকে ডাকা, ভগবানের জন্য কাঁদা, তাঁর কার্য্যে প্রাণকে উৎসর্গ করা এই যে মহৎ উপদেশ মহান লক্ষ স্থান বুঝিয়ে দিয়েছেন তাহার জন্য আমি সেই মহাপুরুষকে বার বার নমস্কার করি এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই পথহারা পথিক অনেক পথ ঘুরিয়া পুনঃ অনেক জ্বালা সহ

করিয়া যখন প্রকৃত পথ পাইয়াছি তখন যেন আর এ পথ হইতে বিচ্যুতি না ঘটে ইহাই আমার প্রার্থনা।

অনেকদিন হইতে জীবের কর্ম সংসারের কাজ করা,না করা কর্ম করা এই উভয় সমস্যার মাঝখানে পড়িয়া আমি আমার জীবনটী নষ্ট করিয়াছি। দুই কূল রাখিতে গিয়া দুই কূলই হারাইয়াছি। যখন কূল পাইয়াছি, যখন ভগবানের আশীষ কল্পনায় অনেক পথ ঘুরে ঘুরে এ পথের সন্ধান পাইয়াছি তখন হে ভগবন তোমার পথে আমায় নিয়ে যাও, তোমার কর্মে আমাকে ঘুলিয়ে দাও, তোমার জন্য তোমার ভালর জন্য যা করতে হয় আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও, ভগবন! আমি যে কেমন হয়ে গেছি কেমন ছিলাম জানি না! আজ মনে হচ্ছে সংসারের জীবগুলো কার মায়ায় মোহিত হয়ে কি কাজ করতে ছুটছে, কার কতটুকু শক্তি যে মহাশক্তিকে গ্রাহ্য না করে নিজেই কর্মকর্তা হয়ে সংসারটাকে ওলট পালট করতে চলেছে। সবাই মত্ত, সকলে পথহারা পথিকের মত আজ এ পথ কা'ল ও পথ এইরূপে গন্তব্য স্থান ঠিক না পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা আমার মত এখন ও পথহারা পথিক আছে তাদের পায়ে ধ'রে বলছি ভাই সব একবার বুঝে দেখ যে কার্য্যের জন্য স্বার্থ লইয়া দেশ দেশান্তরে এতটা ওজ সোল বাঁধাচ্ছ সে কার্য্য কয়দিনের এবং তা ভোগ ক'রে কে সুখী হবে? বড় দুঃখ হচ্ছে,যে লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মানবজন্ম পাইয়াছ তাহা কি এই কার্য্যের জন্য? আবার মরিয়া জ্বালা ভোগকরবার জন্য? একবার অনুভব কর, একবার হৃদয়ঙ্গম কর :—

এমন সাধের জনম আর ঘুরে না হরিবোল বলরে।
কত লক্ষযোনি ভ্রমণ করে মানব জনম পেয়েরে॥
জন্ম যখন হয়েছে তাই মৃত্যু তখন হবেরে,
হাতের দিনের শেষের পথে কারে সঙ্গে নিবিরে,
বল নাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
সময় থাকতে ডাক যদি তবেই তারে পাবিরে
ম'রে গেলে আনাগোনা কত যোনি ঘুরবি রে,
কেউ কারো না কেউ কারো নয় কেন
ভুলে আছরে,
(এখন) ম'রে গেলে মড়া বলে তখন
তারা কে রে?

আজ আমাকে কে ডাকে কে জানে! গৌড়ীয় মঠ, তোমার মহিমা অপার, আজ একটী উপদেশ আমার জীবনটা নূতন করে দিলে। ভগবান আমি যে কেমন হয়ে গেছি? আমি সত্য সত্যই পাগল হলাম! আহা এ পাগল হওয়ায় যদি ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ হয়, এ পাগল ভাবে যদি পাপপূর্ণ জন্মের সফলতা হয় তবে আমাকে এমনই করে পাগল করে দাও। আমি কিছু জানিনা, মূর্খ, তোমার গান করতে তোমার নাম করতে বেদপাঠ তার যতি ও দর্শন চাই না কেবল আমাকে তোমার নামে মজিয়ে দাও, তোমার পথের পথিক করে দাও। গৌড়ীয় মঠ, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আরও পথহারা পথিককে আমার মত পাগল করে পথ দেখিয়ে দাও। গীতায় পড়েছি ও গান করেছি ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাক্য সুধা :—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাংশান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

কোথা যাব কে বলিবে কোথা মোর স্থান।
এসেছি কোথায় কেন কে দিবে সন্ধান॥
দিক হারা হয়ে ঘুরি ভব সাগরে।
কোথায় চালাই তরি মরি যে ঘুরে॥

ভবতারা চিদাকাশে লক্ষ্য নাহি হয়।
(কত) বাসনা তারকারাজি সন্দেহ ঘটায়॥
মাঝে মাঝে সংসারের বিপদ ঝটিকা এসে।
তোলপাড় তরি দেহ যায় বুঝি ভেসে॥
ঘূর্ণি চক্র গ্রহচক্র পড়ি যায় বার।
পারি না বেগ উত্তারিতে (যাত্রী) কাঁদে অনিবার॥
বড়রিপু আদি যাত্রী অন্তিম নিকট হেরে।
শেষের সাধন মন্ত্র নারায়ণ বলে॥
কর্ত্তব্য বিচ্যুতি হয় তাহাদের বোলে॥
এইরূপে বুদ্ধিলোপ তরী নিজে যায়।
জানি না কোথায় যায় তরবা কোথায়॥
বিপদ আপদ আদি করি পরিহার।
ভগবানে নির্ভরতা করিয়াছি সার॥

তাঁর পায়ে পড়িলে তাঁর ভক্ত কাঁদিলে নিশ্চয়ই তিনি এ ভবসমুদ্র হ'তে উদ্ধার করবেনই। তাই বড় আশায় বড় আকুল আর্ত্তনাদে ডাকছি ভগবান যখন গৌড়ীয় পত্রিকার একটী উপদেশে আজ আমার পথ ঠিক হয়েছে তখন যেন আর পথহারা কর না, আর সংসারের জ্বালা ভোগ করিবার জন্য অহংভাব দোষণ করিতে প্রশ্রয় দিও না এই আমার নিবেদন, এই আমার প্রার্থনা, এই জন্য গৌড়ীয় মঠের মহৎসাধুকে শত শত নমস্কার।

ঘরপ্রীফক

পথহারা পথিক

শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়

ধানবাদ।

ঞি, টি, এম অফিস।

———o———

সম্ভাষণ

স্বাগত স্বাগত আজি নূতন বরষে,
হে সুধী পাঠকগণ!
নব আগমন ল'য়ে মনের হরষে
তোমা করি সম্ভাষণ।
দুয়ারে দুয়ারে তোমা আনন্দ সম্ভার
ল'য়ে চন্দ্র উপনীত।
নিত্যবিতে প্রেম সুধা শ্রেষ্ঠ উপহার
সুধীমাংসা নবনীত।
কথা বলে' কত লোকে সরল সরবা
আশ্বাস্য ডাকে ডাকে।
তোমা' সবে হুসারিব, যেন বিষভরা
রস না রসনা চাখে।
প্রেমদাতা গৌরশশী ঐ যে ভাসিল গো
পূর্ণতত্ত্ব ভগবান্!
শুদ্ধ জ্ঞানালোকে ঐ চৌদিক হাসিল গো
গেল সুদূরে অজ্ঞান।
যেবা যথা অন্ধকারে আছ এখনো গো,
এই আলো পথে এস।
আঁধারে মরিতে নাহি দিব কখনো গো
আঁধার হউক শেষ।
কোটী চাঁদিমা উজালা গৌরচরণ গো
শীতল অমিয় ভাসে।
হেন সিনিগধ আলা ধর বরণ গো
চরণ রহিছ ভালে।
গুরুবাঞ্ছা নিত্যানন্দ, তাঁর স্মরণ গো
লইলে সে গৌর সুখী।
সঁপিয়া গুরুদেবে সাধু স্মরণ গো
নিত্যকাল শুধু সুখী॥
অসাধুরে সাধুজ্ঞানে কি ফল লভিলে
সাধুতে ভক্তি না হোলো।

সাধুভক্তসেবা বিনা অকাজে মরিলে
গোরা কৃপা নাহি পেলো ॥
এই কথা নিতি আমি তোমা' বলিব গো
নিশ্চিত পথ দাও।
তোমা লাগি সাধুপথে নিতি চলিব গো,
এবে হরি হরি কও ॥

প্রচার প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ বিভাগে প্রচার—পারলাকেমিডিতে কয়েক দিবস বহুপতলোও সঙ্গে হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীমহারাজ ও গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গপ্রভুপ্রমুখ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার ভক্তবৃন্দ নগর কীর্ত্তন করিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার করেন স্থানীয় পঞ্চিয়ামঠে ও পদ্মনাভ নাট্যমন্দিরে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই প্রচারে রাজাসাহেবের দেওয়ান শ্রীযুক্ত সেষাচার্য্য পট্টনায়ক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও বন বিভাগের রেঞ্জার শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর পট্টনায়ক মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়াছেন ও শুদ্ধভক্তিকথার অত্যন্ত সমাদর করিয়াছেন। ব্রজকিশোর বাবু বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাকার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়া বৈষ্ণবজগতের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

উড়িষ্যায় প্রচার—বালেশ্বর রেমুণায় ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ শ্রীসভার ভক্তগণ সম্প্রতি তথায় নগর কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত স্থানে শুদ্ধভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। তিন দলে কীর্ত্তন বাহির হয়। প্রত্যেক দলে শতাধিক লোক সঙ্গে থাকিয়া কীর্ত্তন রস আস্বাদন করেন ও সকলকে আস্বাদন করান।

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ—নারায়ণগঞ্জের সুযোগ্য মিউনিসিপাল ভেটারিনারি সার্জ্জন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় মহোদয় বিগত সপ্তাহের শুক্রবারে সুচিয়াল শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে যথাযথভাবে জননী ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। গোস্বামিদাসের চাবিকাটীর মালিক বলিয়া যাঁহাদের বড়াই, তাঁহারা লজ্জা করিয়া চাবি খুলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর মতানুযায়ী শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা অনুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম করিলে বৈষ্ণবসমাজে এত বিভ্রাট ঘটিত না।

গৌড়ীয় প্রেস—পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন গৌড়ীয় মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিদণ্ডি শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রযত্নে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারাঙ্গরূপে তৎসংলগ্ন গৌড়ীয়ের নিজ যন্ত্র স্থাপিত হইতেছে।

ভারতীয়

নাগপুরে 'জাতীয় পতাকা' আন্দোলন—মধ্যপ্রদেশ-নাগপুরে 'জাতীয় পতাকা' লইয়া সেইরূপই হুলস্থুল কাণ্ড চলিতেছে। আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ১৪৮৯ জন ভলন্টিয়ার গ্রেপ্তার হইয়াছেন; তন্মধ্যে ১০৫০ জনের কারাদণ্ড হইয়াছে। এইরূপ ধরপাকড় ও জেলের ঘুম সত্ত্বেও আন্দোলন কিছুমাত্র কমে নাই —পূর্ব্ববৎ যথারীতি ভলন্টিয়ারগণ 'জাতীয় পতাকা' লইয়া গবর্ণমেণ্টের নিষিদ্ধ স্থানের ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হইতেছেন। ভারতের নানাস্থান হইতে ভলন্টিয়ারগণ আসিয়া নাগপুরের

আমোদনে যোগ দিতেছেন দেখক পাঠাইয়াছে।

বঙ্গ-গৌরব সার আশুতোষ— —এই সেদিন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' বিভাগ খুলিয়া আসিলেন। আবার আগামী জানুয়ারীমাসে ভারতের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের যে অধিবেশন বাঙ্গালোর নগরে হইবে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসে গণিত, রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। এমন যে বৃহৎ ব্যাপার তাহার সভাপতি হইবেন একজন বাঙ্গালী। বাঙ্গালী ইহাতে নিশ্চয়ই গৌরব অনুভব করিবেন।

ডাক্তার কিচলুর মুক্তি—অন্তরীণ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে সহরের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং সহরবাসিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

আবার স্নেহলতা—গত ২৩শে শ্রাবণ কুষ্টিয়া মহকুমার বড়ুবরড়া গ্রামে একটী মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মৈত্র মহাশয় সম্প্রতি কার্য্যস্থল হইতে বাটী আসিয়াছেন। সমাজের দুষ্ট পণপ্রথা অনুযায়ী অধিক পণ দিয়া বরের পিতার "খাই" মিটাইয়া পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতার বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না। পিতাকে এই বিষম দায় ও সর্ব্বনাশ চিন্তা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কন্যাটি গত বুধবার প্রাতে উদ্বন্ধনে মরণ বরণ করিয়া লইয়াছে। —আনন্দবাজার।

স্বামী ও পিতৃ হত্যা—লোধিয়ানের জোড়াখুনের মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামী মুদাস্সত জনাৎ তাহার স্বামী এবং পিতাকে বাঘের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়া হত্যা করে। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ হইয়াছে।

উমরপুরে কৃষাণ বিদ্রোহ—উমরপুর রাজ্যের প্রায় ২ হাজার প্রজার সহিত রাজসরকারের সৈন্যদের এক লড়াই হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন ধরিয়া জায়গীরদারদিগের সহিত কৃষাণদিগের মনোমালিন্য চলিতেছিল। ইহার ফলে কৃষাণগণ তাঁহাদিগকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে এবং নিজেরা আদালত স্থাপন করিয়া নিজেদের বিবাদ মিটাইবার ব্যবস্থা করে। একদল সরকারী সৈন্য ১৩ই জুলাই তারিখে কৃষাণদের একটী গ্রাম অবরোধ করে। কৃষাণগণ লাঠি, বন্দুক ও তরবারি হস্তে সৈন্যদলের সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধের ফলে সৈন্যেরা প্রায় ৫০০ কৃষাণকে বন্দী করে। একজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়। এই যুদ্ধে স্ত্রীলোকেরাও লাঠি হস্তে লড়াই করিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

গঙ্গা ও যমুনার বন্যা—কালীঘাটের গঙ্গায় বন্যা হইয়াছে, দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে রাস্তার উপর জল উঠিয়াছে। অনেক বাড়ীতেই জল ঢুকিয়াছে। এটোয়ার সংবাদ,—যমুনা এবং চম্বলেও বন্যা হইয়াছে। বিস্তর জিনিষপত্র নষ্ট হইয়াছে, মানুষও মরিয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলে সতীনবাবু—বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন গতকল্য হগলীজেল হইতে বর্দ্ধমান জেলে স্থানান্তরিত

করা হইয়াছে। পাঠকগণ জানেন রাজনৈতিক কয়েদিগণের প্রতি জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ ইনি সম্প্রতি এথেলটেলে ২৪ দিন অনশনে ছিলেন।

স্বধাম প্রয়াণ—ত্রিপুরার ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর গত সোমবার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

অবসর উত্তরপাড়ার মাননীয় প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি ত্রিশবৎসরের অধিককাল হাইকোর্টে জজয়তি করিয়াছেন। তাঁহার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে হাইকোর্টের উকীল ও জজদিগের উদ্যোগে হাইকোর্টের এক বিচারকক্ষে সভা হইয়াছিল।

দুরাচারে দণ্ড—যশোহরের সেসন জজ মিঃ এম, সি, ঘোষের নিকট একটী সতীত্বহরণ মোকদ্দমার বিচার হয়। দুরী আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন। মিঃ ঘোষ আসামীদিগকে ৫ বৎসরের জন্য কারাগারে পাঠাইয়াছেন।

সতীত্ব হরণের ভীষণ সংবাদ নানাস্থান হইতে আসিতেছে। বাস্তবিক নারীরা যথার্থই অবলা তাঁহাদের ধর্ম্মনষ্ট হইতেছে, ইহা মানুষের আর সহ্য করা উচিত নয়। মিঃ ঘোষ বদমায়েসদিগের বেশ শিক্ষা দিয়াছেন। সমুদয় স্থানের হাকিমেরাই যদি এইরূপ শিক্ষা দেন, তবে দুষ্ট লোকের ত্রাস হইতে পারে।

মান্দ্রাজে ভীষণ বন্যা—গত ৩রা আগষ্ট তারিখ মান্দ্রাজের দক্ষিণ কানারা অঞ্চলে ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। নেত্রবতী নদীর পারের অনেক গ্রাম এখনও জলমগ্ন রহিয়াছে। বাড়ীঘরাদি অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নদীতে মৃত গো-মহিষাদি ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক লোকের প্রাণনাশ ঘটিয়াছে। সাহায্যের জন্য প্রত্যহ অন্ততঃ এক হাজার টাকা আবশ্যক। সাহায্য সমিতি এবং কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

লোকের আতঙ্ক—ইণ্ডিয়ান ডেলি টেলিগ্রাফে এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গণপতি সহায়ের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম সত্য হইলে বড় ভীষণ কথা। কয়থারের তালুকদার রাজা প্রতাপ বাহাদুর সিং ও বি ই এম এল সি গত ১৭ই জুলাই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেই স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার নাকি জোরজবরদস্তি করিয়া তার দেখাইয়া শোককাতরা বিধবারাণীর নিকট হইতে সমস্ত চাবিপত্র লইয়া গিয়াছেন। একে রাজা মহারাজের পদত্যাগ সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিবার সুযোগ পাইতেছে, তাহাতে এই ব্যাপার। ধনবান লোকত' সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে। কয়োয়ার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বোধ হয় ইস্তাহার বাহির করিবেন।

ওলিচাতায় হিন্দুসভা—বারাণসীতে যে হিন্দু মহাসভা হইবে তাহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার জন্য গত মঙ্গলবার ইউনিভারসিটী ইন্‌স্টিটিউটে ও বুধবার আর্য্য-সমাজ-মন্দিরে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উভয় স্থলেই স্বামী প্রজ্ঞানন্দ হিন্দু সংগঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই মহাসভা কোন ধর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে নহে। হিন্দু সমাজ ক্রমে ক্ষয় পাইতেছে তৎপ্রতিরোধ করে এই মহাসভা।

বৈদেশিক

জার্ম্মাণীর বিষম অবস্থা—খাদ্যের দুর্মূল্যতা জন্য বার্লিনে অত্যন্ত অশান্তির উদয় হইয়াছে। সোসিয়ালিষ্টগণ গবর্ণমেণ্ট প্রতি অপ্রত্যয় ভোট পাশ করিয়াছেন। ক্যাবিনেটকে অবসর লইতে হইয়াছে, কনজারভেটিভ পার্টির আর হৈমম্যান ক্যাবিনেট গঠিতেছেন। ইহাতে সকল দলের সভ্য থাকিবেন।

তুরস্ক সন্ধি—সমেনের ১০ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ ও তুরস্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ সংক্রান্ত সাধারণ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। তুরস্কের পক্ষে ইসমেত পাশা এবং মার্কিণের পক্ষে মার্কিণ রাজদূত মিঃ গ্রু সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে খাদ্যের দাম—জার্ম্মাণীতে এক পাউণ্ড (প্রায় আধ সের) মাখনের দাম ১০০,০০০ মার্ক, মাংস ১০০,০০০ মার্ক, শূকরের মাংস ৯০০,০০০ মার্ক, রুটি ২৪০ মার্ক। সব দর মার্কে এক বড়া কড়ি।

জার্ম্মাণীতে শ্রমিক বিভ্রাট

গাড়ী চলাচল বন্ধ

লণ্ডন ১০ই আগষ্ট

জার্ম্মাণীর খবরে প্রকাশ যে, জার্ম্মেনীর সর্ব্বত্র শ্রমিকদিগের অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। আবার ইহাও প্রকাশ যে, ধর্ম্মঘটের কার্য্যাদির জন্য হামবার্গের জাহাজঘাট হইতে ১২০০০ মজুরকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

বার্লিনে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এবং গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে।

জারমাণীকে জবাব।—লণ্ডনের খবরে প্রকাশ যে বৃটিশ সরকার জারমাণীকে আজাদ জবাব দিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, যাহাতে ফরাসীর সঙ্গে আঁতাত ভাঙ্গিয়া যায় বৃটিশ তাহা করিতে প্রস্তুত নয়।

তুর্কী সেনাপতির অবসর—আঙ্গোরার খবরে প্রকাশ যে, তুর্কী সেনাপতি মুস্তফা পাশা ও সেকিফ পাশাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছে। এখন তুর্ক পুলিস এজেণ্ট আঙ্গোরাতে যাইতেছে।

বৈজ্ঞানিক

হৃদযন্ত্রের কার্য্য

মানুষ যদি তাহার হৃদযন্ত্রের কার্য্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিত ও বুঝিত তাহা হইলে মানুষের জীবন দীর্ঘ হইত। প্রত্যেক মানুষের নিজের হস্তের মুষ্টি অপেক্ষা হৃদযন্ত্রের আকার বড় নহে। ফুসফুসের পার্শ্বে বুকের সম্মুখ ভাগে দুইটি পঁজরার মধ্যে হৃদ যন্ত্র অবস্থিত।

হৃদযন্ত্রের প্রায় সমস্ত অংশই মাংসযুক্ত পেশী দ্বারা প্রস্তুত। কিন্তু ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, মধ্যে গহ্বর আছে। অন্যান্য পেশীর ন্যায় ইহাও সঙ্কুচিত হয় কিন্তু এই পেশীর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহার জন্য ইহার নানা অংশ নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং ঠিক পরে পরে উহাদিগের সঙ্কোচন হয়। দেখা গিয়াছে যে যদি কোন জীবন্ত প্রাণীর হৃদযন্ত্র তাহার শরীর হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়, তবে কিয়ৎক্ষণের জন্য হৃদয় শরীরের অভ্যন্তরে যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে।

এই নিয়মিত সঙ্কোচনের ফলে হৃদয় হইতে চাপ প্রাপ্ত হইয়া দুই শিরে রক্ত প্রবাহিত হয়।

একদিকের রক্ত বড় ধমনী সকলের দিকে যায়। তথায় ইহা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং অপরদিকের রক্ত হৃৎযন্ত্রের অপর ভাগে যায়। তথায় আসিয়া বাধা পায়। তথা হইতে রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয় এবং এইরূপে শরীরকে রক্ত প্রদান ও পুষ্ট করে।

যে সকল স্থিতিস্থাপক নল দিয়া রক্ত গমনাগমন করে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ধমনী ও শিরা বলে। উহার রক্তে পূর্ণ থাকায় হৃৎযন্ত্র যখন নূতনরক্ত তথায় প্রবাহিত করিবার জন্য হৃৎযন্ত্রকে জোরে চাপ দিতে হয়। এই রক্ত হৃৎযন্ত্র কর্তৃক একবার চাপ পাইয়া বাহির হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। কারণ ধমনীতে রক্ত ফিরিয়া হৃৎযন্ত্রে আসিতে না পারে সেজন্য বাধা দিবার ব্যবস্থা আছে। হাতের কব্জীর নাড়ীতে হাত দিলেই হৃৎযন্ত্র কিরূপভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই স্থানে যে নাড়ী অনুভূত হয় তাহা হৃৎযন্ত্রের চাপের প্রাপ্ত রক্ত-আহিনিত হইয়া ধমনী দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তের নলে যায় এবং তাহা হইতে শিরা বাহিয়া পুনরায় হৃৎযন্ত্রের চলা এবং নাড়ীর গতি বুঝিতে পারি, এমন কি শুনিতেও পাই। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ঘোড়ার মত প্রাণীর শরীরে হৃৎযন্ত্র হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া সমস্ত শরীরের ঘুরিয়া যাইয়া পুনরায় হৃৎযন্ত্রে প্রবেশ করিতে অর্দ্ধমিনিট সময় লাগে।

হৃৎযন্ত্র কিরূপ আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করে তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। প্রত্যেক মানুষের বুকের অভ্যন্তরে গড় পড়তায় এই যন্ত্র মিনিটে ৭৫ বার চলে অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪৫০০ বার চলে। হিসাব করিলেই দেখা যাইবে যে দৈনিক ১০৮০০০ বার কিম্বা বৎসরে ৩৯৪০০০০০ বার চলে এবং যদি মানুষ ৭০ বৎসর বাঁচে তবে ২৭৬০০০০০০০ বার হৃৎস্পন্দন হয়। পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা ১,৭০০০০০০০০ হইলে সমস্ত মানবগণের হৃৎযন্ত্র প্রতি মিনিটে ১২৭০০০,০০০,০০০, বার চলে অর্থাৎ এই বৃহৎ মানবজাতির হৃৎযন্ত্র সকল প্রতি সেকেণ্ডে ২১১১১১১১১ বার চলে।

আমাদিগের হৃৎযন্ত্র চারিটি বিভাগে বিভক্ত। ইহার দুইটিতে রক্ত জমে, তাহা হইতে রক্ত বাহির হইয়া অপর দুই বিভাগে আসে, তথা হইতে চাপ পাইয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। যখন এই দুইটী বিভাগ সঙ্কুচিত হয় তখন ইহার প্রথম বিভাগের অপরিষ্কৃত রক্ত চাপদ্বারা ফুসফুসে প্রবাহিত করে, তথায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া রক্ত পরিষ্কৃত রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত করে। যখন হৃৎযন্ত্র চলে তখন দশ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত হৃৎযন্ত্র কর্তৃক চাপ প্রাপ্ত হইয়া তীরবেগে বহির্ভূত হয়।

এই হিসাবে এক মিনিটে ৭৫ বার হৃৎযন্ত্র চলিলে ৭৫০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত করে। অর্থাৎ প্রতিঘণ্টায় ৪৫০০০ ঘন ইঞ্চি প্রতিদিন ১,০০০,০০০ ঘন ইঞ্চি ও বৎসর ২২৪০০০ ঘন ফুট পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎযন্ত্র যদি জল তুলিবার জন্য পম্প হইত তাহা হইলে এক বৎসরে ১৯৬০০০ মণ জল উপরে তুলিত। মাত্র মুষ্টির মত বড় একটি ক্ষুদ্র পেশীর দ্বারা এতটা কার্য্য হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বৎসরে যতটা রক্ত হৃৎযন্ত্র কর্তৃক পাম্প করা হয়, তাহা যদি একটা জলাধারে রাখা যাইত তবে তাহা ৬১ ফুট লম্বা ৬১ ফুট চওড়া এবং ৬১ ফুট উঁচু হইত অথবা বৃত্তাকার কোন জলাধারে রক্ত রাখিবার ইচ্ছা করিলে ৫০ ফিট ব্যাস, ১১০ ফিট উচ্চ জলাধারের প্রয়োজন হইত এবং তাহাতে ১,৭০০,০০০ গ্যালন জল ধরিত। (প্রতি গ্যালন প্রায় তিন সের দশ ছটাক) পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমস্ত হৃৎযন্ত্র একত্র করিলে ৪৮১ ফুট উঁচু হয়,—ইজিপ্টের পিরামিডও এত উঁচু। সকল মানবের হৃৎযন্ত্র একবৎসর একত্রে যে কার্য্য করে তাহাতে ৭২৮৪০ ফুট উচ্চ, ৭২৮৪০ ফুট লম্বা ও ৭২,৮৪০ ফুট চওড়া এক বৃহৎ পুষ্করিণী জলে পূর্ণ করা যায়। হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গ ২৯০০০ ফুট উচ্চ, সেই হিসাবে ঐ পুষ্করিণী গৌরী শৃঙ্গের আড়াই গুণ উচ্চ হইবে।

(সঞ্জীবনী)।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই ভাদ্র, ৪৩৩০ { ৩য় সংখ্যা

ভগবৎ প্রসাদ।

প্রসাদ শব্দের অর্থ অভিধানে অনেকপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে অনুগ্রহ ও কৃপাবশিষ্ট ও বটে। ভগবৎ প্রসাদ অর্থে ভগবানের অনুগ্রহ কিম্বা তাঁহার কৃপাবশিষ্ট। ভগবৎ প্রসাদ বলিলে, তত্ত্ববিচারে, ভগবানের কেবল অনুগ্রহ ও তাঁহার কৃপাবশিষ্ট একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভগবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া কখনও গুরুরূপে, কখনও সাধুরূপে, কখনও নামরূপে কখনও শাস্ত্ররূপে আবার কখনও প্রসাদরূপে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যেমন নামের সেবা করিতে করিতে নামই স্বয়ং নামসাধকের নিকট নিজ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হন, সেইরূপে প্রসাদের সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রসাদ প্রতিদিন সেবন করিতে করিতে প্রসাদের কৃপায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রসাদ সেবকের নিকট প্রকাশিত হন। ভগবান্‌কে পাইবার যাহাদের ইচ্ছা আছে তাহাদিগের অন্য কোনও সাধনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। কেবলমাত্র মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ সেবনই ভগবানকে পাইবার একমাত্র সহজ উপায়। ভগবানের প্রসাদকে মহাপ্রসাদ এবং বৈষ্ণবের কৃপাবশেষকে মহামহাপ্রসাদ বলে। যথা—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ১৬শ পরিচ্ছেদে

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান।

একমাত্র প্রসাদ ভক্ষণের দ্বারাই যে ভগবানের কৃপা লাভ হয় এবং তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহা মুখে বলিলে, তাহা প্রবন্ধে লিখিয়া প্রকাশ করিলে বোধ হয় অনেকেরই বিশ্বাস না হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র ও সাধুমুখে শুনিয়াছি যে প্রসাদ সেবাতেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায় এবং আমার ও দৃঢ় বিশ্বাস যে যাঁর কেহ এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখেন অর্থাৎ

কিছুদিন প্রসাদ ভক্ষণ করেন তবেই প্রসাদের কি গুণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। রসগোল্লার কিরূপ আস্বাদন, নিরামিষ-সাত্ত্বিক দ্রব্যের কিরূপ উৎকারিতা নিতে পাইবে না বুঝিলে কেমন করিয়া দ্রব্যের আস্বাদন ও গুণাগুণ বুঝিতে পারা যাইবে? শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামির জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস নামক এক ব্যক্তি কেবল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের দ্বারাই অচিন্ত্য ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে কোনও বৈষ্ণব আছেন শুনিতেন তখন তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। যদি তিনি প্রসাদ দিতে অস্বীকার করিতেন তবে কালিদাস লুকাইয়াও তাঁহার প্রসাদ সেবা করিতেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য, ১৬শ পরিচ্ছেদে—

"রঘুনাথ দাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহ বড় শূরা॥
সৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সভার উচ্ছিষ্ট তেঁহ করিলা ভোজন॥

তিনি ব্রাহ্মণ বা শূদ্রকুলোদ্ভব বৈষ্ণব, কালিদাস তাহার কিছু বিচার করিতেন না, বৈষ্ণব হইলেই তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের আবার প্রাকৃত জাতি বিচার আছে তাহা তাঁহারা হৃদয়ে স্থান পাইতে না, কারণ তিনি জানিতেন যিনি জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন তিনিই বৈষ্ণব এবং তিনিই সর্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। যাহারা কৃষ্ণের অভক্ত তাহারা কেহ শূদ্র কেহ বা শূদ্রাধম যবন মধ্যে গণ্য। শাস্ত্রও বলেন যথা—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য;
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদিবিচার॥"

একদিবস এই কালিদাস শুনিলেন যে খড়্ ঠাকুর নামে একজন পরম বৈষ্ণব সেইখানে বাস করেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার প্রসাদ পান নাই। এই খড়্ ঠাকুর কুমিয়ালি বংশীয় হইতে উৎপন্ন হওয়ায় কালিদাস তাঁহার নিকটে যাইয়া ও কতকগুলি আম ভেট দিয়া সেই খড়্ ঠাকুরের ও তাঁহার পত্নীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। খড়্ ঠাকুরও তাঁহার পত্নীসহ কালিদাসের যথা সম্মান করিয়া তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। কালিদাস বলিলেন আমি অদ্য আপনার এখানে প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু খড়্ ঠাকুর আপনাকে অতি নীচ কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিলেন—তিনি নিকটস্থ কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে তাঁহার প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বৈষ্ণব সর্ব্বদাই আপনাকে নীচ দেখেন। আপনি নিরভিমানী অন্তে দিবে মান। তাই খড়্ ঠাকুরও কালিদাসের নিকট আপনাকে নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিলেন। কালিদাস বলিলেন আমার এক বাঞ্ছা হয় যে, আপনি আমার নিয়ে একবার আপনার শ্রীচরণযুগল ধারণ করেন এবং আমাকে আপনার পদধূলি দেন। খড়্ ঠাকুর বলিলেন আমি অতি নীচ আপনি আভিজাত্য বিশিষ্ট সজ্জন, আমাকে আপনার ওকথা বলা উচিত নহে। কালিদাস একটী শ্লোক পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইলেন—যথা হরিভক্তিবিলাসে—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথা হ্যহং॥

চতুর্বেদী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানযোগ্য এবং গ্রহণ পাত্র। ভক্ত আমার ন্যায় পূজ্য।

শ্লোক শুনিয়া বড় ঠাকুর বলিলেন—এই শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা নহে; যিনি কৃষ্ণ ভক্ত তিনি নীচ নহেন। কিন্তু আমি নীচ আমাতে কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও নাই। কালিদাস তাহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় মাগিলেন; বড় ঠাকুরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর গমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কালিদাস কিছুদূরে একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। বড় ঠাকুর সেই আম্রগুলি ভগবানে নিবেদন করিয়া তাঁহার পত্নীসহ সেই আম্রপ্রসাদ গ্রহণানন্তর আঁটি ও খোসা বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। পরে কালিদাস যেখানে বড় ঠাকুরের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল সেই স্থানের ধূলী সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে সেই আম্র আঁটি গুলিও খোসাদি দূর করিয়া তুলিয়া পরমানন্দে চুষিতে লাগিলেন এবং চুষিতে চুষিতে প্রেমের উন্মাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে কালিদাস গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব বাস করিতেন সকলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। এই কালিদাস যেদিন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ১৬শ পরিচ্ছেদে—

"এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়-দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে।
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তার উপর মহা কৃপা কৈলা।"

ভগবানের দৈবী মায়া জয় করিতে হইলে তাঁহার আশ্রয় কিম্বা তাঁহার প্রসাদ সেবা বিশেষ প্রয়োজন। যিনি নিত্য অন্ন ফল মূল অন্ন মিষ্টান্নাদি শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া শেষে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন তিনিই মায়াকে জয় করিতে পারেন। যথা শরণাগতিতে—

"তুলসী মৃত্তি, দেখিয়া মোর,
পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়।

এইরূপ পরমকল্যাণপ্রদ মহাপ্রসাদে যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে নাই তাহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা-শালী. মহাপ্রসাদে অবিশ্বাস ও অনাদর জন্য তাহাদের সকল সাধন ভজন পণ্ড হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন যথা—পাদ্মে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।
মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নাম ব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে যাহা-দিগের স্বল্পপুণ্য, হে রাজন্, তাহাদিগের কিছুতেই বিশ্বাস জন্মে না।

যদি সৌভাগ্যক্রমে মহাপ্রসাদ আমাদের কাহারও নিকট আগমন করেন তবে কালাকালের কোনও বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মান করা কর্ত্তব্য। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণ সঙ্গে অতি প্রত্যূষে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং ভট্টাচার্য্যও সেই সময়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন মহাপ্রভু তাঁহার হস্তে কিছু প্রসাদান্ন দিলেন, ভট্টাচার্য্য কালাকালের বিচার না করিয়া মহা আনন্দিত হইয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করতঃ নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী পাঠ করিলেন যথা—পাদ্মে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা। ১।
ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ।২।

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, প্রসাদ মাত্রে ভক্ষণ করাই বিধি, ইহাতে কাল বিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীহরির অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্রে শিষ্ট লোক ভোজন করিবেন ইহাতে দেশ ও কালের

কোন নিয়ম নাই। ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যের প্রসাদ গ্রহণে মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীভগবানে কোনও দ্রব্য নিবেদিত হইলে তাঁহার কৃপায় তাহা অমৃত হইয়া যায় তখন সেই বস্তুর জড়গুণ লোপ পায় এবং উহা অপ্রাকৃত গুণ ধারণ করে। ভগবানকে কোনও বস্তু নিবেদন করিয়া খাইলে সেই প্রসাদে যুগপৎ শরীর রক্ষা ও ভগবানে ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ভক্ত মহারাজ প্রহ্লাদ ভগবানে বিষপ্রদত্ত বিষ নিবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই বিষও অমৃত হইয়াছিল। ইহাই ভগবানের অলৌকিক শক্তির পরিচয় এবং তাঁহার ভক্তবৎসলতার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। ভক্তই এই সকল রহস্য বেশ বুঝিতে পারেন। এই সকল বিষয় অভক্তের বোধগম্য নহে। ভগবান্ গীতাতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, ওহে অর্জ্জুন! আমার ভক্ত, পত্র, পুষ্প, ফল, জল দ্বারা কিন্তু ভক্তির সহিত আমাকে অর্পণ করিয়া থাকে তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করি। যথা—গীতাতে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

(গীঃ, ৯ অঃ, ২৬ শ্লোঃ)।

প্রযতাত্মা ভক্তগণ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। দেবতান্তর উপাসকগণ অনেক আয়াসপূর্ব্বক বহু সম্ভার দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল পূজা করে আমি তাহা গ্রহণ করি না। যে হেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ ক্রমে আমার পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্‌কে প্রত্যেকের সাধ্যমত পবিত্র সাত্ত্বিক উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি প্রদান করাই উচিত। তিনি ভক্তের হৃদয়ভাবই দেখেন, বিদ্যাবুদ্ধি কি জাতি ধনাদির দিকে লক্ষ্য করেন না। মূর্খ ব্যক্তিও যদি সরলান্তঃকরণে "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া ভগবানে সামান্য খাদ্যাদি অর্পণ করে তাহাও ভগবান্ পরম সমাদরে গ্রহণ করেন কিন্তু কোন জাত্যভিমানী, কুলীন, পণ্ডিত কি ধনী দম্ভ সহকারে প্রচুর পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়াও ভগবানে নিবেদন করে, তাহাও ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি ভাবগ্রাহী, ভক্তের হৃদয়টী সরল কি কুটিল তাহাই তিনি অগ্রে অবলোকন করেন, পরে ঐকান্তিকভক্তেরই সামান্য তণ্ডুলকণাও গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথা—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

মূর্খ ব্যক্তি "বিষ্ণায় নমঃ" বলে, ধীর ব্যক্তি "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া থাকে; কিন্তু পুণ্য উভয়েরই তুল্য; কারণ জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। অনেকের ধারণা মহাপ্রসাদ কেবল শ্রীক্ষেত্রেই পাওয়া যায়; কারণ যাহা জগন্নাথদেবের প্রসাদ তাহাই মহাপ্রসাদ। কিন্তু তাহা ভুল; যাহা ভগবানে অর্পিত হয় তাহাই মহাপ্রসাদ। ভগবানে যেখানে যাহা নিবেদন করেন তাহাই মহাপ্রসাদ। সুতরাং আমরা যাহা আহার করি তাহা অগ্রে ভগবানে অর্পণ করিয়া পশ্চাতে সেই প্রসাদ সেবন করাই উচিত। যদি আমরা পবিত্রভাবে সাত্ত্বিক খাদ্য দ্রব্যাদি ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে কাতর প্রাণে তাঁহাকে নিবেদন করি, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেই দ্রব্যগুলি সাদরে স্বীকার করিবেন এবং উহাই মহাপ্রসাদ হইবে। যথা নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তি—

যা প্রীতিরিন্দুরার্পিতে মুররিপোঃ কুম্ভার্পিতে বাদৃশী

যা গোবর্দ্ধন-মৃত্তি, যা চ পুষ্পকে স্তন্তে যশোদার্পিতে। যা যা তে মুনিভাবিনী-বিনিহিতেঽন্নেঽন্নাপি তামর্পয়॥

হে মুরারিপো! বিদুরার্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, কুচীদত্ত অন্নে যে তোমার প্রীতি, শ্রীদামের চিপিটকে তোমার যে প্রীতি, যশোদার্পিত স্তন-দুগ্ধে তোমার যে প্রীতি, ভরদ্বাজ সমর্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, সবরিকাদত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, ব্রজাঙ্গনাদিগের অন্নরে তোমার যে প্রীতি এবং মুনিপত্নীদিগের অর্পিত-অন্নে তোমার যে প্রীতি, সেই প্রীতি এই অন্নের প্রতিই অর্পণ কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারক শ্রীশ্রীপাদ-রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার "শ্রীউপদেশামৃত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর এবং উপস্থ এই ছয়টীর বেগ ভক্তির অতিশয় প্রতিকূল। এই জিহ্বাবেগ দমনের সহজ উপায় একমাত্র প্রসাদ সেবা। এই জন্য ভক্তগণ প্রসাদ সেবনকালে সাধুকে সাবধান করিয়া রাখেন—সাধো! সাবধান (ভাইরে,)

শরীর অবিদ্যাজাল, ছয়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয় সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় দুর্ম্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে॥
এক বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥

শাস্ত্র।

সংস্কৃত শাস্ ধাতু হইতে শাস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন। 'শাস্' ধাতুর অর্থ 'শাসন করা'। যাহা আমাদের মনোধর্ম্মরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার শাসক তাহাই শাস্ত্র। আমরা ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, ত্বাক এবং মানস এই ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষ দ্বারা বৈভববস্তুকে বিচার করিতে যাইয়া যখন অস্থির ও অসৎ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি বা অনুমান, আর্ষ, অর্থাপত্তি, অভাব, ঐতিহ্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাস্তববস্তু ভগবান্ ও ভক্তজীবের অস্তিত্বপর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে সাহসী হই তখন আপ্তোপদেশ শব্দ বা শাস্ত্র আমাদের নিয়ামক এবং শাসকরূপে উপস্থিত হইয়া নিরন্তরহৃৎক সত্যের বাণী বলিয়া থাকেন। অতীন্দ্রিয় বস্তু বিচারেই আমরা প্রত্যক্ষাদির ব্যভিচার দেখিতে পাই সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু-জ্ঞানে ঐ প্রত্যক্ষাদির দ্বারা আক্রান্তিত হইবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? একমাত্র ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবদোষরহিত বচনাত্মক শাস্ত্রই শ্রদ্ধা বা যথার্থ জ্ঞান দানে সমর্থ।

আয়াসপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ নিরন্তরহৃৎক নিত্য সত্যই যথার্থ শাস্ত্র। স্বকপোলকল্পিত বা দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন মত কখনও শাস্ত্রপদ বাচ্য নহে। বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী সংবাদে আমরা জানিতে পারি যে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্র পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। মনুর প্রথম শ্লোক—

'স ত্রয়ীবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামধর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ', ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে,' চতুঃশ্লোকী ভাগবতেরপ্রারম্ভে "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যে এবং মৎস্যপুরাণ ৩য় অধ্যায় শাস্ত্রোৎপত্তিপ্রসঙ্গে, তন্ত্রসমর্থধৃত (১৩ সংখ্যা) ব্রাহ্ম-প্রভাসখণ্ড বাক্যে আমরা বিশেষ ভাবে জানিতে পারি যে একমাত্র ভগবদুপদিষ্ট আম্নায় বাক্যই শাস্ত্র। ব্রাহ্ম বচন উদ্ধারপূর্ব্বক শ্রীপরাশরমুনি বলেন—

P29475

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।
যচ্ছাস্ত্রকুলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্র প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্মতৎ।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ; ভারত (মহাভারত ও সাত্বত পঞ্চরাত্রলক্ষণাত্মক সমূহ) রামায়ণ এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ তাহাও শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত, এতদ্ব্যতীত গ্রন্থসমূহ কুবর্ত্মস্বরূপ।

মানবের অধিকার ভেদে শাস্ত্র ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। যথা মৎস্য পুরাণে—

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তদ্বদেচ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।

সাত্বত শাস্ত্রে সর্ব্বেশ্বর পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরির মাহাত্ম্য ও জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা বর্ণিত হইয়াছে। রাজস শাস্ত্রে ব্রহ্মাদি দেবতার মাহাত্ম্য মূর্ত্তিবিগ্রহাদির উপদেশ, এবং তামসিক পুরাণে—অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং পশুবধ, মদ্যপানাদির বিধানও বর্ণিত হইয়াছে, এবং সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে সরস্বতী ও পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাজস ও তামস শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একান্ত বহির্ম্মুখ জীবসমূহকে স্থূলফলে প্রলুব্ধ করিয়া ভগবানের দিকে উন্মুখ করা। কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধকণ্টককে নিষ্কাসিত করিয়া উভয় কণ্টকই দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে ইহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, কিন্তু অবিবেকিগণ এক কণ্টক উন্মোচন করিতে গিয়া দ্বিতীয় কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া পড়েন। আমরা দেখিতে পাই বৈশেষিকাদি ঋষিগণ পর্য্যন্ত শ্রুতির মধুপুষ্পিত বাক্যে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তকুহক সত্যের সন্ধান পায় নাই। শ্রীব্যাস ভক্তসূত্র ১১ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"তেষামপি পাশুপত্যেনাপ্রচারদর্শনাৎ নানাদেবতা-প্রতিপাদকপ্রাচুর্য্যদর্শনাচ্চানৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুরধিগম ইতি তদবস্থ এব সংশয়ঃ" অর্থাৎ পুরাণাদি বেদপ্রামাণিক শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় প্রচলিত অংশে নানা দেবতার মহিমা ও উপাসনার বিষয় উল্লেখ দেখিয়া অর্ব্বাচীন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে সুতরাং জীবাত্মার উপাস্য বা সম্বন্ধ বস্তু সম্বন্ধেও সংশয়াপন্ন হয়। পুনরায় ১২ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"যৎখলু পুরাণজাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রক প্রতীষ্যাপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধি-লব্ধমাবির্ভাবিতম্। যশ্চায়ের সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে"। শ্রীবেদব্যাস নিখিলপুরাণশাস্ত্র ও বেদান্ত প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তে প্রসন্নতার অভাব লক্ষ্য করিলেন তখন শ্রীনারদের নিকট কারণজিজ্ঞাসু হইয়া সমাধিস্থ হইলেন ও সমাধিতে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম বিশদভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় বা তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। শ্রীগীতা শাস্ত্রও সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত বলিয়া সকল আচার্য্য কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছে। বৃহৎসংহিতা—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।"

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি শাস্ত্রতাৎপর্য্য-জ্ঞানের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উপক্রম অর্থে গ্রন্থের আরম্ভ —শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতার সারগ্রাহী হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে আরম্ভে, উপসংহারে অর্থাৎ গ্রন্থের শেষে, অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃপুনঃ আত্মধর্ম্ম সর্ব্বেশ্বর ভগবানে ভক্তির কথাই উপদেশ দিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এস্থানে

শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল না। শাস্ত্র কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি বিবিধ মার্গের অবতারণা করিয়া ঐ সকলের কতটুক প্রয়োজনীয়ত্ব এবং মূল্য প্রদর্শন করেন বলিয়া উহাদিগকে স্বৈরধর্ম্মস্বরূপে গ্রহণ করা সারগ্রাহীর কর্ত্তব্য নহে যেমন গীতায় কর্ম্মজ্ঞানাদির প্রশংসা দেখা যায়। কিন্তু আত্মধর্ম্মের উদ্দেশক হইলেই তাহাদের মূল্য, নতুবা নহে।"

"যৎকরোষি যদশ্নাসি তৎকুরুষ্বমদর্পণম্। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদুদ্দেশক কর্ম্মেরই প্রশংসা দেখা যায়। এবং না যাহোগ নামক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে জ্ঞানী ও যোগী হইতে—শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমো মতঃ, এবং উপসংহারে—মামেকং শরণং ব্রজ ইত্যাদি বাক্যে আত্মধর্ম্ম অধোক্ষজে ভক্তিই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইহা প্রমাণিত হয়।

অপারকরুণাময় ভগবান বিমুখজীবকে উন্মুখ করিয়া নিত্যসেবারূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান জন্য শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ।
শাস্ত্র-গুরু-আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।
ইহার দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে।
তুমি কেন এত দুঃখী তোমারে আছে কোন্ধন।
তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন।
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ, জীবে কৃষ্ণ উপদেশ।

বেদান্তের ১।১।৩—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে প্রত্যক্ষ-প্রমাণাদির অবিষয় অধোক্ষজভগবান শাস্ত্রমুখেই জীবের নিকট পরিচিত হন বলিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের শিষ্টের পালন, ও দুষ্টের দমন এই বিবিধ লীলাই নিত্য। পরম কারুণিক ভগবান্ একদিকে যেমন জীবের দুর্গতি দেখিয়া আত্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন, অপর দিকে তিনি মোহনশাস্ত্রও জগতে প্রচার করিয়া অহমিকাপরায়ণ দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন দুষ্কৃতিগণকে আরও মোহিত করিয়াছেন। যথা স্কান্দে—

এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
সৃষ্টানি সৃষ্টানি চান্যানি মোহো যেষাং ভবার্ণবে।

শিবাগমকে উমাদেবী বলিতেছেন—বামাচারকল্পিত পাশুপত, যোগ, নাকুল, ভৈরব প্রভৃতি শাস্ত্র মোহিত জীবকে মোহন করিবার জন্য আমিই সৃষ্টি করিয়াছি।

বরাহ পুরাণে শ্রীভগবান মহাদেবকে মোহ শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য আবেশ করিতেছেন—

এষমোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।

পদ্মপুরাণে শঙ্কর বৌদ্ধবাদ মায়াবাদ রূপ অসৎ শাস্ত্র কলিতে প্রচার করিবেন বলিয়া উমাদেবীকে বলিতেছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা।

একদিকে যেমন বৈশম্পায়নাদি ঋষিগণ বেদের কর্ম্মবাদে মোহিত, অপরদিকে আসুরিকগণ অতি বিদ্যায় পড়িয়া মোহিত। বৌদ্ধ বেদ অস্বীকার করিয়া নাস্তিক এবং মায়াবাদীগণ বেদ স্বীকার করিয়া অধিকতর নাস্তিক। স্পষ্ট প্রমাণ মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যে তাহারা প্রত্যক্ষ বিচারের প্রাধান্য প্রদর্শন করেন সুতরাং ভগবানের মায়ায় মোহিত। শ্রীগীতা বলেন—

মানের যে প্রশস্তত্বে মাত্রামেত্রাং তরতি সে।
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং

উপনিষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল—ব্রহ্মবিদ্যা বৃদ্ধিতে তেন লভ্যা। শাস্ত্র জ্ঞানের অতিরিক্ত তত্ত্ব। যিনি শাস্ত্রে প্রপন্ন হইবেন পরে যিনি অধিক সেবাবৃত্তি বিশিষ্ট তিনিই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

শুক ভাগবতই গুরু ভাগবতের ধর্মার্থ অপরকে বলিয়া দিতে পারেন এইজন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ বাণী—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

সুতরাং শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বপ্রথম শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরু দেবের সম্মুখে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি লইয়া যাইতে হইবে। শাস্ত্র প্রবেশের অন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"

ভোগপীঠ ও ভক্ত

শ্রীভগবানের অসংখ্য শক্তির কথা বেদে উল্লিখিত আছে। "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ইহাদিগের মধ্যে শ্রীলীলা শক্তিত্রয়ের অন্যতম লীলা শক্তি হইতে ধামাদি তত্ত্বপবৈভব। শ্রীধাম গোলোক বৃন্দাবন নবদ্বীপ অভিন্নতত্ত্ব এই লীলা-শক্তির প্রকাশ বিশেষ। শ্রীলীলাশক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্গত, সুতরাং তাহার প্রকাশ চিজ্জগৎ। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম অপ্রাকৃততত্ত্ব, প্রাকৃত গোচর নহে। অতএব প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞানের বলে মুগ্ধ হইয়া শ্রীধাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, আর শ্রীধামকে অপ্রাকৃত অধোক্ষজতত্ত্ব জ্ঞানে সেবা করা —এ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। অক্ষজ জ্ঞানে ভোগ-তাৎপর্য্যবশতই পরিদৃষ্ট ভোগত্যাগপর্য্যন্ত শ্রীধামদর্শন হয় না।

দেখিতে পাওয়া যায় যে আধুনিককালে তথা কথিত প্রত্নতত্ত্ববিদের চেষ্টাফলে অনেক নূতন নূতন বৃত্তান্ত জীবের জ্ঞানগোচর হইতেছে: তবে স্থূল বিশেষে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদভিমানীর গবেষণার ফল একই বিষয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। অক্ষজ বিচারের ফল এইরূপ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর দর্শন বিভিন্ন। দেহ ও মন ভেদে জীবনিচয় পরস্পর হইতে পৃথক। নির্ম্মল আত্মবৃত্তিতে সকলের স্বরূপ এক হইলেও ভোগবৃত্তিতে কলুষিত থাকিয়া ভ্রমপ্রমাদকরণা-পাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা -বিপ্রলিপ্সা (আত্ম-পরবঞ্চনেচ্ছা) দোষচতুষ্টয়যুক্ত বিচার প্রণালী-অবলম্বন করিয়া বদ্ধজীব পরস্পর হইতে বিভিন্ন, সুতরাং তাহাদের মনীষা অনেক স্থলে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত বলিয়া বোধ হইলেও তাহা ঐ দোষ চতুষ্টয়বিমুক্ত নহে। অতএব একই বিষয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মত পোষণ করিবেন ইহাতে আর বিস্ময় কি থাকিতে পারে? প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন, তাই একই স্থানের সম্বন্ধে মীমাংসায় উপ-নীত হইতে গিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্নমুখী হ'ন। স্বরূপ সম্বন্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত, কুতবমিনার সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারিতেছেন না। শিলালিপির পাঠোদ্ধারে প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণকে পরস্পরের দোষ উল্লেখ করিতে দেখা গিয়াছে। সামান্য প্রাকৃতবস্তু সম্বন্ধেই তাঁহাদের একাধিকের বিচার সমীচীন হইতে পারে না। হয়ত কাহারও বিচার অভ্রান্ত নাও হইতে পারে, তখন অপ্রাকৃত ধামতত্ত্ব নিরূপণে তাঁহাদের যোগ্যতা কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন লীলাস্থলী গুলির পরিচয় কোন্ প্রাতত্ত্ববিদ্ কোন্ বিচারমূলে দিতে সমর্থ? স্বয়ং শ্রীভগবান্ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ অভ্রান্ত ও নিঃসংশয়ভাবে ঐগুলি নির্দ্দেশ করিয়া জীবের বৃন্দাবন-সেবার সম্ভাবনা করিয়া দিয়াছেন, কোন্ অক্ষজবাদী তাহার ধারণা করিতে যোগ্য? কোন্ স্থপতিবিদ্ তাঁহার কোণপরিমাপকযন্ত্র (sextant), সমতলমাপকযন্ত্র (level) প্রভৃতির সাহচর্য্যে রাধাকুণ্ড আবিষ্কারে সমর্থ? কোন্ প্রাকৃত ভাষার অভিজ্ঞতাভিমানী কেশীঘাটের তত্ত্বনিরূপণের দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারেন? কোন্ ব্যবহারাজীব যমুনের রহস্যোদ্ঘাটনে ক্ষম? "অপ্রাকৃত বস্তু কভু নহে প্রাকৃতগোচর।"

বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত তত্ত্ব। ইহা প্রাকৃত ভোগ্যবস্তু নহে বলে, আমাদের বাহ্য-ভোগ্যবিষয়সংগ্রহতৎপর ইন্দ্রিয়নিচয়ের গম্য হইবেন। প্রাকৃতবিচারবিভাবিত অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত ব্যক্তিগণ সাধারণ অন্যান্য ভোগ্য স্থলের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপধাম আপনাদের জড়বিচারাধীন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহা তাহাদের কখনও অধিগম্য নহে। চিৎপরিকরের ন্যায় চিন্ময়ধামও আশ্রয়তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, উহা অক্ষজজ্ঞানের অধীন নহেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং" (কঠোপনিষদ্)। সেবাবৃত্তির পরিণতিক্রমে যিনি ভক্ত, ভগবান্ ও তদ্রূপবৈভব চিন্ময়ধামের কৃপা প্রাপ্ত হ'ন তিনিই তত্ত্ববস্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি ধাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অন্যে কি তাঁর মর্ম্ম বুঝিবে? কোকিল চূতমুকুল আস্বাদন করে, আর কাক নিষ্ফল আস্বাদন করে। যাহার যেরূপ অধি-কার, তাহার সেইরূপ প্রাপ্তি। খলিল খন্তাবের শ্রীধাম তত্ত্বনির্ণয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, ইহা প্রত্যেক ভক্তেই জানেন। তদ্দ্বারা ধাম নিরূপিত হইতে পারে এ বিশ্বাস যাহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান, ভোগ-বুদ্ধি হৃদয়ে লইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয় ইহা যাহাদের ধারণা, প্রাকৃতজীবসঙ্গের সহায়তায় তদ্রূপ-বৈভবের উপলব্ধি সম্ভবপর ইহা যাহাদের আশা, তাঁহারা বৈষ্ণবাভিমানী ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়, অথবা ইহাই স্বাভাবিক। বৈষ্ণবতা আর বৈষ্ণবা-ভিমানী হ'ন না, যেখানে বৈষ্ণবাভিমান সেখানে অবৈষ্ণবতাই প্রবল, "আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়—অক্ষজ জ্ঞান-মাত্রকে অবলম্বন করিয়া শ্রীধামতত্ত্ব নিরূপণে উদ্যোগ করেন নাই, তিনি অপ্রাকৃত সেবামুখে শ্রীধামের অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত ধাম দর্শন করিয়া কলিহতজীবকে কৃপাপূর্ব্বক সেই ধামে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধ শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজী, সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী, সিদ্ধ শ্রীল চৈতন্য দাস বাবাজী প্রমুখ প্রকৃষ্টজনকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত অন্যান্য অনুভূতির অনুমোদিত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটায় শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া মূর্ত্তির প্রাকট্য করিয়া ভক্ত-জনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধনামা মহাত্মা শিশিরকুমারের গবেষণা শ্রীধামের অবস্থিতি বিষয়ে যাঁহার অনুগমনে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ বিদ্বৎ-মণ্ডলীর সভাপতি কুলিয়া সহর নবদ্বীপবাসীর পরলোকগত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ বি, এল মহোদয়ের প্রবল অনুসন্ধিৎসা তাঁহার

অভ্রান্ত মীমাংসায় নিঃসংশয় হইয়া অনুবর্ত্তনে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আরও বহু স্বধীসভ্য স্ব স্ব অপেক্ষ দর্শনের ফল যাহার অপ্রাকৃত দর্শনের অনুকূল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনের ফল অক্ষরজ্ঞান-বৃত্তগণের বোধগম্য করিয়া অক্ষজ বিচার প্রণালী সহযোগে তাহাদিগকে দিয়া স্বীকার করাইয়াছিলেন, অক্ষজ বিচারের উপযোগী উপাদান সমূহ, যথা—সরকারী "কাগজ পত্র, দলিল দস্তাবেজ" সর্ব্বাপেক্ষা যাহারই অধিক করতল গত ছিল ও যিনি সেগুলির যথোচিত ব্যবহার করিয়া প্রাকৃত বিচারপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের হৃদয় হইতে সন্দেহ নিরাস করিয়াছিলেন, যাহার পাশ্চত্য ও প্রাচ্য পাণ্ডিত্য প্রত্নতত্ত্বগবেষণার সম্পূর্ণ উপযোগী থাকায় পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিচারপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কোবিদ্‌গণ বহুচেষ্টা ও বিচার করিয়াও যাহার ধাম নির্ম্মলকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোকসমক্ষে যথেষ্ট আভিজাত্য, পদবী, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা থাকাসত্ত্বেও সেগুলিকে পদদলিত করিয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে গৌর কৃষ্ণভজনে মত্ত থাকিয়া পার্ষদবৈষ্ণবোচিত জীবদয়াবলে নিজ অপ্রাকৃত অনুভূতি জীবকুলকে দান করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানপরতাকে ধর্ম্ম নামে প্রচার নিপুণ কতক জীবগণ এরূপ হরিবিমুখ যে তাঁহার সে দানের গৌরব না করিয়া তাহার অগৌরবকরণ জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। কতকগুলি বিগ্রহব্যবসায়ী, কতিপয় ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি স্বীয় প্রতারণামূলক ব্যবসায় বর্দ্ধন বাসনে যেখানে সেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাস্থলী বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক অসতর্ক মানবগণের নিকট অজস্র অর্থ দোহন করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা সংসাধন করিতেছেন। আবার কোন কোন স্বীসঙ্গী পরস্ত্রীপালক অজব্যক্তি দ্বারা উদাসীন সজ্জায় পবিত্র বেশের অমর্য্যাদাপূর্ব্বক তাহার অনুকরণ করিয়া অথবা গৃহস্থের বেশে সমালোচনোপলক্ষণে শুদ্ধ ভাগবতবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে ঘোরতর অপরাধ করিতেছে। মল্লজীবী বিগ্রহব্যবসায়িগণ বক্তৃতা করিতে স্পর্দ্ধা করেন নাই, তদপেক্ষা অধিক দাম্ভিকতা সহযোগে বৈষ্ণবাপরাধকেই জীবনের ব্রত করিয়া তাহারা শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটা সম্বন্ধে দুর্ভাগা ভোগিগণের হৃদয়ে সন্দেহ জন্মাইয়া নিজ নিজ স্বকপোলকল্পিত ভেদ্ জন্মভিটা খাড়া করিয়া জড়ীয় ভোগের চূড়ান্ত করিবার মানস করিয়াছেন, শ্রীধামকে ভোগ্য-দর্শনে দেখিতে গিয়া তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে ও তাঁহাদের নিজের ন্যায় বিমুখ অনুগত লোকগুলিকেও দুর্দ্দশায় পাতিত করিবার যত্ন প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে আমাদের এক মাসিক সহযোগিনী শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রচারিণী এই নাম ধরিয়াও শ্রীশ্রীগৌর লীলাস্থলী জন্মভিটা সম্বন্ধে কোন এক অশিক্ষিত ব্যক্তি এখনও সফলকাম হইতে নাই বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়াছেন ও সাহিত্য পরিষৎ কেন তাঁহাকে সাহায্য করিয়া জন্মপ্রতিষ্ঠ করেন নাই তজ্জন্য পরিষৎ প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা সাহিত্যপরিষৎ কলিকাতায় বৃন্দাবনধামকে আনিয়া ফেলিবার যত্ন করিলেই শ্রীধাম সরাসর কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন, ভক্তের অপ্রাকৃত সেবাফলে প্রাপ্য শ্রীধাম সম্বন্ধে ভোগময় জড়ীয় সাহিত্যসেবক সাহিত্যপরিষৎ অনধিকার চর্চ্চা করিয়া এক মত প্রকাশ করিলেই তাহাই যে পরমার্থপ্রয়াসী ভক্তগণ স্বীকার করিবেন এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় না। সহযোগিনী এই অবৈষ্ণব ধারণার বশে অন্ধে ধারণ করিয়া ভাল করিয়াছেন

বলিয়া মনে হয় না। সাধারণের প্রকৃত অর্থ দিয়া বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধের সহায়তা করিতে পরিষৎ সদস্যগণ বাধ্য. এ ধারণা সহযোগিনীর কিরূপে হইল? সহযোগিনীকে আমরা সরল অন্তঃকরণে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই বৃত্তি লইয়া শুদ্ধসাধুভক্তের সঙ্গ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে, আমাদের শ্রীনামপ্রচার সার্থক হইবে।

সাধুর উপলব্ধি

১। সাড়াটি বরষ, তোমারে সেবিয়া,
কত যে আনিষ্ট পেয়েছি।
লিখা বা আমি জানাব তা কা'রে,
তাইত বসিয়া ভাবিছি॥

২। প্রথম যে দিনে, মোরে কৃপা করি,
আমার নিকটে আসিলে।
তোমারে তখন, চিনিতে নারিনু,
তাই অনাদর পাইলে॥

৩। কিছু ক্রমে ক্রমে, সে ভ্রম আমার,
কোথায় গেল যে চলিয়া।
কিরূপ আনন্দে, দিন মম যায়,
জানাব তাহা কি কহিয়া॥

৪। প্রতি প্রবন্ধেতে, কত উপদেশ,
আমারে তুমি যে অর্পিলা।
বহুজন সঙ্গে, ফিরিয়া যা কভু,
জীবনে নাহিক পাইলা।

৫। আউল বাউল, কর্ত্তা ভজা আদি,
কুসঙ্গে পড়িয়া বৃথা।
বহুদিন আমি, কাটায়ে দিয়েছি,
আর না যাইব ভুলিয়া।
আমি কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ সে পরম আরাধ্য।
বৃথা কালক্ষয়,
জীবে যা' করে আবদ্ধ।

৭। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি, ফিরিছে অনেকে,
জড়েতে আবদ্ধ হইয়া।
অকৈত্ব জ্ঞানেতে, পালিত তাহারা,
চিজ্জ্ঞান নাহি লভিয়া॥

৮। অধোক্ষজ জ্ঞান, জীবনে কখন,
শুনি নাই কারো কাছেতে।
তুমি দয়া করি, মোরে দেখাইলা,
অকৈত্ব জ্ঞান যাহাতে।

৯। বিধিরোধ যাগ, সাধন উপায়,
অধিরোঢ় সর্ব্বনাশ হে।
শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া, যারে মোরা দেখি,
পড়িছে বিষম ফাঁসে সে।

১০। কত তত্ত্ব কথা শুনালে আমারে,
ভুলিব নাহিক জীবনে।
এ পাঞ্চ ভৌতিক, দেহ যতদিন,
ভজিব তোমার চরণে।

১১। নূতন বরষে, মনের হরষে,
ভজিব তোমায় সাদরে।
তব গুণরাশি, আনন্দেতে ভাসি,
কহিব যতনে সবারে।

১২। দন্তে তৃণ ধরি, সবারে কহিব,
সেবহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবে।
মানব জনম, করিতে সার্থক,
ইচ্ছা থাকে যদি জীবনে।

১৩। পরম যতনে, নিত্য পাঠ কর,
ভকতি ধন যে লভিবে।
অনায়াসে তুমি, এ ভব তরিবে,
বৃন্দাবনে শেষে যাইবে॥

১৪। তুমি কৃষ্ণদাস পাবে নিত্য সেবা,
চৌরাশী ভ্রমিতে হবে না।

লভিবে হে তুমি,
কোন দুঃখ আর রবে না ॥
১৪। গৌড়ীয় যাদের জীবন সর্ব্বস্ব,
তাঁহারই আমার বন্ধু।
তাঁহার চরণে, লইয়া শরণ,
তরিব এ ভবসিন্ধু।

শ্রীমঠে প্রাপ্ত দ্রব্য তালিকাবশিষ্ট।

তৈল

শ্রীযুক্ত বলাই চাঁদ সাধুখাঁ	।৮
হরিবন্ধু ঘোষাল রায়	।৮
সতীশ চন্দ্র সাধু খাঁ	৵৩
গণেশ চন্দ্র ঘোষ	৵৪
ভগবান দাস	৵২৷৹
অজ্ঞাত নামা	৵২৷৹
নিত্যানন্দ সাহা কোং	।৮
চুনীলাল মণ্ডল কোং	৵৸৹
ভগবান দাস মদন লাল	।৮
উমাচরণ সাধু খাঁ	।৮
হরিচরণ গড়াই	৵৫
তারক চন্দ্র সাধুখাঁ	৵৩
ভক্তির চন্দ্র সাধুখাঁ	
চুনী লাল শীল	।৩
বিপিন বিহারী ধা	
বিধি চাঁদ বিহারী লাল	
ক্ষেত্রমোহন সাধু খাঁ	
নটবর দালাল	
চুনী লাল শীল	
পার্ব্বতী চরণ কুণ্ডু	
বিপিন বিহারী দত্ত	
বিধি চাঁদ বিহারী লাল—ভবানীপুর	৵২৷৹
ভবানী চরণ সাধুখাঁ	৵২৷৹
শরৎ চন্দ্র বসু	৵৪৷৹
বি, সি, লাল	৵২৷৹
চণ্ডীচরণ সাধু খাঁ	৷৮
	৫৵৩

ঘৃতে

চারুচন্দ্র পাত্র

দধিযা

শশীভূষণ সেন

লবণ

কেশব লাল পোদ্দার

চিনি

সীতানাথ দাসাধিকারী

সুজী

ব্রজেন্দ্র নাথ নিয়োগী বিহারী লাল দে ৵৭

১৪৸৩

আলু

পোস্তা হইতে সংগৃহীত

মাসিক চাঁদা।

১। জে, বি, দত্ত	৩০৲
২। শ্রীযুক্ত ধীরেশ চাঁদ ঘোষ	৩০৲
৩। পুলিনবিহারী মণ্ডল	১৮৲
৪। কালিদাস দত্ত	১৭৲
৫। বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস	১৬৲
৬। দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬৲
৭। চুনীলাল শীল শ্রীনিবাস লাল মিত্র	
৮। শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	

৯।	সুরেন্দ্র নাথ হাজরা	
১০।	আশুতোষ পাত্র	
১১।	বলাইচাঁদ পাল	
১২।	নরেন্দ্রকুমার দত্ত	
১৩।	বিনোদবিহারী মিত্র	
১৪।	নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়	
১৫।	ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য	
১৬।	বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৲
১৭।	মহাদেব চক্রবর্ত্তী	৬৲
১৮।	সুরেন্দ্রনাথ হাজরা	৬৲
১৯।	বলাইচাঁদ মল্লিক	৭৲
২০।	নৃপেন্দ্রনাথ বসু	৫৲
২১।	মধুসূদন সরকার	৫৲
২২।	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৲
২৩।	পান্নালাল নাগ	৪৲
২৪।	নেপালচন্দ্র সিকদার	৩৲
২৫।	এ, চক্রবর্ত্তী	৩৲
২৬।	বিপিনবিহারী বিশ্বাস	৩৲
২৭।	রজনী কান্ত চট্টোপাধ্যায়	৩৲
২৮।	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	
২৯।	প্রফুল্লচাঁদ বসু	১৲
		২৭৫৷০

শ্রীগৌড়ীয় অফিস

আয়ের তালিকা

পূর্ব্ব প্রকাশিত তালিকা
শ্রীযুক্ত বসন্তবিহারী পোদ্দার
" মদনমোহন বর্দ্ধণ
মাসিক চাঁদা আদায়
সূচনা প্রণামী
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয় ১০৮৷৫
সেবাভিক্ষা ৫৬৩৷০
হাওলাৎ জমা ৭২৯৷৭৪
৫০১৷১৭৷৪

খরচের তালিকা

চাউল পরিদ	১৭৪৸৵১৫
বাজারি খরকারী ইত্যাদি	৯১৭৸৵ ৫
ডাল	৯৯১৸৷০
তৈল	১৫৮৸ ১০
চিনি, গুড়	১৫৩৸৵১৫
ঘৃত	১৪১৷৵১০
লবণ	১৬৷৵১৫
মশলা	২৫ ৫৫
কাষ্ঠ ও কয়লা	১৫৯৷ ৫
বাসনপত্র	৪২৷৵১৫
দুগ্ধ	৫২৯ ৵১০
কেরোসিন তৈল	২৪৷৵১৫
গৃহসংস্কার ইত্যাদি	৬৮৪৸৵ ৫
পাথের খানাদি	৬৩৭৷৵ ৫
পারিশ্রমিক	২৫৫৷৵১০
মেরামতাদি	৪৯৲
ডাকখরচা	৯২৩ ৵১০
বিবিধ	২৭০৸৵০
পত্র, গ্রন্থাদি মুদ্রাঙ্কন	২১১৷৵০
চিকিৎসা	৬২৷৵৫
গত বৎসরের হাওলাৎ শোধ	১৬৫৸৵২১
	৫০১৷১৭৷৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
৯: উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,
কলিকাতা।
তারিখ—২২শে শ্রাবণ ১৩৩০।

বিপুলসম্মানপুরঃসরনিবেদনম্—

আগামী ৯ই ভাদ্র ইং ২৬শে আগষ্ট রবিবার হইতে ১৪ই আশ্বিন ইং ২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মাসব্যাপী ভগবান্ ও ভক্তগণের আবির্ভাব মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন. এতৎসহ উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীগিরিনাথ দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়,বিদ্যাবাচস্পতি)।
শ্রীযদুনন্দন দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিরত্নাকর)।
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল্, ভক্তিশাস্ত্রী)।
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ,)।
শ্রীযুগলবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন আচার্য্যত্রিক)।
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

উৎসব তালিকা।

রবিবার ৯ই ভাদ্র ২৬শে আগষ্ট শ্রীবলদেবের জন্মোৎসব। সোমবার ১৭ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব মঙ্গলবার ১৮ই ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীনন্দোৎসব। শনিবার ২৯শে ভাদ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব। সোমবার ৩১শে ভাদ্র ১৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীললিতা সপ্তমী। মঙ্গলবার ১লা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব। শুক্রবার ৬ঠা আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব। শনিবার ৭ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর শ্রীভক্তিবিনোদ জন্মোৎসব। শনিবার ৭ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর সাধারণ মহোৎসব। রবিবার ৮ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী। সোমবার ৭ই আশ্বিন ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব ও উৎসব সমাপ্তি।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

উষায়—অরুণোদয় কীর্ত্তন।
প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী।
পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা।
প্রদোষে—হরিকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

"পৃথু উপাখ্যান"

প্রজাবৎসল, প্রণতবৎসল, ঈশ্বরপরায়ণ মহারাজ অঙ্গরাজ তনয় উল্লম্বভাব বেণ স্বীয় দুঃশীলতা হেতু ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ মুনির অভিশাপক্রমে গতায়ু হইলে রাজ্যে অরাজকতা বশতঃ প্রবল দস্যুগণের অত্যাচারে প্রজা সকলের মধ্যে অশান্তি সন্দর্শনে মুনিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলে ভগবান নারায়ণের অংশে পৃথুর জন্ম হইল। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ পৃথুর

শুভ লক্ষণাদি দর্শন করিয়া তাহাকে যথাবিধি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরেই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, অন্নক্লিষ্ট প্রজাপুঞ্জের সকরুণ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া পৃথিবী ওষধি সমূহের বীজ গ্রাস করিয়াছেন স্থির করিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে লক্ষ্য করতঃ শর যোজনা করিলেন। ধরণী পৃথু মহারাজের ক্রোধে ভীতা হইয়া প্রাণভয়ে গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্যাধ কর্ত্তৃক অনুসৃতা বন্যের ন্যায় পলায়ন পরায়ণা, পৃথু তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ধরণী প্রবলপরাক্রমশালী পৃথুর ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ অসম্ভব বুঝিয়া পলায়ন হইতে বিরতা হইয়া কাতর স্বরে মহাত্মা পৃথুর শরণাপন্ন হইলে শরণাগতা, ভীতা ধরণীকে পৃথু ক্ষমা করিলেন। ধরণীও মহারাজ পৃথুর ইচ্ছানুরূপ বিবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া প্রজাপুঞ্জের সুখবিধান করিলেন। গ্রাম, সুবৃহৎ নগর, বিবিধ দুর্গ, ব্রজ, শিবির, আকর, খেট প্রভৃতি জনপদ সমূহ স্থাপিত হইল। প্রজা সকল অকুতোভয়ে স্বস্ব স্থানে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি পৃথু যজ্ঞ করিতে মানস করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে সরস্বতী তীরে বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শত অশ্বমেধের সংকল্প করিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞপতিরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় ব্রহ্মা, শিব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা, দানব, দৈত্য, গুহক তথা ভগবৎ পার্ষদ কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয়,সনকাদি ঋষিগণ শ্রীভগবানের অনুগমন করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ দ্বারা ভগবান অধোক্ষজের অর্চ্চনকালে ঈর্ষাপরায়ণ ইন্দ্র যজ্ঞপশুটী অপহরণ করিয়া আকাশমার্গে পলায়ন কালে মহর্ষি অত্রি দেখিতে পাইয়া পৃথুকে জ্ঞাপন করিলেন। পৃথুতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া ধাবমান হইলে ইন্দ্র অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন এবং পৃথুতনয় অশ্ব লইয়া যজ্ঞস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। ভীত হইয়া ইন্দ্র পলায়ন করিলেও যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার আশা ইন্দ্রের প্রবল ছিল। অতএব সেই অশ্ব যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইলে ইন্দ্ররাজ প্রগাঢ় অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া—স্বীয় শরীর আকর্ষণ পূর্ব্বক সুশোভিত যূপ হইতে পশুরূপে হরণ করিয়া গমনকালে অত্রি পৃথুরাজতনয়কে জ্ঞাপন করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ পৃথুরাজতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া খরতর শর নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্ররাজ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। বিপুল পরাক্রমশালী পৃথু দেবরাজ ইন্দ্রের এতাদৃশ হীনকর্ম্মে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের বধার্থে অস্ত্র গ্রহণ করিলে ব্রহ্মা, অমিত-তেজঃশালী ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধারম্ভ পার্থিব বন্ধুর প্রতি অনাসক্ত বিষ্ণুসেবাভিলাষী পৃথুরাজের কর্ত্তব্য নহে এবং বৈর কর্ত্তৃক কর্ম্মের বিঘ্ন সম্ভাবনা ও কর্ম্মের অনিত্যতা তথা অনিত্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হইয়া নিরন্তর ভগবদারাধনাই কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ দান করিলে উভয়ের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইল। তদনন্তর পৃথু রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ অশেষ যশঃ বিস্তার পূর্ব্বক অবনিমণ্ডল শাসন করিয়া অবশেষে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনন্তর পৃথুর মহাসত্র নামক যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি সমূহ আহূত হইয়া উপস্থিত হইলে ভগবান বিষ্ণুই আত্মার আরাধ্য এই উপদেশ দান করিয়া ভগবদ ভজনে উদাসীন ব্যক্তিগণকে ভগবৎধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া ও ভগবদ্ভজনতৎপর ব্যক্তিগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া বলিলেন যেন কোন রাজকুলের তেজঃ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের প্রতি প্রভাব প্রকাশ না করে। তৎপরে যখন ব্রাহ্মণ ও দেবতা সকল পত্নীপতি প্রভৃতি আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন তখন সূর্য্যের ন্যায় অমিত তেজস্বী চারিজন ব্রহ্মর্ষি আগমন করিলে পৃথু তাহাদের যথারীতি সম্মান-

[পূর্ব্বক সংসারানলে তপ্ত ব্যক্তিদের পরম কল্যাণ] অনায়াসে কি প্রকারে লাভ হয় জানিতে ইচ্ছা করিয়া প্রার্থনা করিলেন। পৃথুর এই প্রকার গম্ভীর, সর্ব্বহিতযুক্ত সুমধুর প্রশ্নে ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার আনন্দিত হইয়া বলিলেন "নিখিল শাস্ত্রাদির সম্যক বিচারে নিশ্চিত হইয়াছে যে অনাদ্য বস্তুতে অনাসক্তি ও ভগবানে রতিই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম। অনাদ্য বস্তুতে আসক্তি ক্রমে জীবের চিত্ত বিকার, স্মৃতি নাশ ও জ্ঞান ভ্রষ্ট হয় এবং জীব অনিত্য বিষয়ে মত্ত হইয়া সংসারে বাস করে। বিবেকী পুরুষগণ ইন্দ্রিয়-পতিত, সর্ব্বব্যাপী, পরমপুরুষ, নিত্যকাল বর্ত্তমান শ্রীভগবদ্গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত হন। ভগবানের পাদ-পঙ্কজপলাশ সমূহের বিলাস স্মরণ মাত্রেই আত্মাদের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়। অতএব জীবের পরম মঙ্গল শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হউন।" সনৎকুমার পৃথুকে এইরূপে জীবের পরম কল্যাণ বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া বিষয় সমূহ শ্রীভগবানে নিবেদন করিয়া সমাহিত চিত্তে অনাসক্ত হইয়া নিরন্তর আত্মানুশীলনে নিযুক্তহইলেন

পৃথুর বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ ও দ্রবিণ নামে পাঁচটী পুত্র ছিল।

অনন্তর পুত্রহস্তে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি সমর্পণ করিয়া একান্তভাবে হরিভজন মানসে পত্নীসহ তপোবনে প্রস্থান করতঃ বানপ্রস্থ ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শুষ্কপত্র, ফলমূল ভক্ষণ, কোনদিন বা অম্বুমাত্র পান, মৌনব্রত, অনাবৃতস্থানে বাস প্রভৃতি কঠোর বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া শুদ্ধ-ভক্তির উদয়ে নিরন্তর হরিস্মরণ করিতে করিতে বিষ্ণুধামে গমন করিলেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

বৈষ্ণব আচার—মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত আমড়াগড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসের নিকট হইতে বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ বিধি সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা "শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী," তাঁহারা বিশুদ্ধ গৃহস্থাশ্রমেই থাকুন, আর ভিক্ষাশ্রম গ্রহণ করিয়াই থাকুন তাঁহাদের জন্য ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর রচিত স্মৃতি গ্রন্থ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসমতে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারাই শ্রাদ্ধবিধি বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মাশ্রিতের প্রেতশ্রাদ্ধ নাই। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর বহু পরে যাঁহার অভ্যুদয় সেই পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ব্যবস্থা বা ভবদেব পদ্ধতির অনুজ্ঞা পাল্য নহে। উক্ত দাস মহাশয় যেরূপ কর্ম্মিব্রাহ্মণগণের অত্যাচার বর্ণন করিয়াছেন ও যথামগত বৈষ্ণবের জাতিগণ দ্বারা যে "পর্ণ নরদাহ" করাইবার কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, বৈষ্ণবের প্রতি যেরূপ সামাজিক অত্যাচার আজ অভিনব নহে। যে ভুবনবন্দ্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু পাণ্ডিত্যদৃপ্ত ব্রাহ্মণব্রুবকুলে শাস্ত্র-বিচার অনুযায়ী শুদ্ধ-ব্রাহ্মণলক্ষণবিশিষ্ট কাহাকেও না পাইয়া ঠাকুর শ্রীল হরিদাস সেই তত্তল্লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়া নিরপেক্ষতার আদর্শ রাখিয়াছেন, তাঁহারই বিপথগামী গৌণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সঙ্গ করিয়া স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর কৃশপত্তলিকা কল্পনায় গড়িয়া তাহার দাহ করিয়া প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক সমাজ চিরদিনই স্ব স্ব ভোগবৃত্তি উচ্ছেদক বৈষ্ণবতার উপর নির্য্যাতন তৎপর। সুতরাং কর্ম্মিদল নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে যাহাই করুন, বৈষ্ণব তাহাতে বিচলিত হ'ন না। তিনি জীবে দয়া বশতঃ কর্ম্মীর নিকট শুদ্ধভক্তি যাচ্ঞা প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ হ'ন না।

গৌড়ীয় মঠে উৎসব—বিগত রবিবার শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব দিবস হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী শ্রীভগবান্ ও ভক্তের আবির্ভাব মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমাগত শুদ্ধ সাধু বৈষ্ণব প্রত্যহ শ্রবণ কীর্ত্তন নগর পরিক্রমা প্রভৃতি সাধন করিতেছেন ও বহু ভদ্রমহিলা ও মহোদয় সমবেত হইয়া শ্রীহরি-কথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবনে ধন্য হইতেছেন। এই মহোৎসব ব্যাপারে দোষদৃষ্টি নির্ব্বিশেষে সকলেই সমাদৃত হইয়া বৈষ্ণবের তৃণাধিক-হীনাভিমান ও মহামহিমত্ব দর্শনের সুযোগ পাইতেছেন। সকলেই অতি সাদরের সহিত আমন্ত্রিত হইতেছেন, তাঁহারা রীতিমত যোগদান করিয়া শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের সেবা ফললাভ করুন। স্থানান্তরে আমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম
গবেষণাপূর্ণ বহু চিত্রে চিত্রিত
মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়।

আগামিবর্ষ হইতে গৌড়ীয়ের মূল্য
বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম।
শ্রীগৌড়ীয় সেবায় অগ্রিম
বিংশ বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৩ | ৫ম সংখ্যা

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ।

চরমে হিতকর বস্তুই শ্রেয়ঃ শব্দ বাচ্য এবং আপাত-মধুর বা ক্ষণিক প্রীতিদায়ক বস্তু প্রেয়ঃ বলিয়া অভিজ্ঞাত। জীবের ধারণা ও আদর্শ অনুসারে শ্রেয়ের প্রকারও বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দার্শনিকগণের মধ্যে শ্রেয়ো বিচারে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। মিল্, এপিকিউরাস্ ও চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ প্রেয়কেই শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিহিত করেন। শূন্যবাদিগণ অচিৎ পরিণতি বা নির্ব্বাণকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণা করেন। অদ্বয়জ্ঞানোপাসকগণ "স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ রহিত চিন্মাত্র বিজ্ঞানকেই" শ্রেয়ঃ আখ্যা প্রদান করেন এবং আস্তিক ভাগবতগণ ভগবৎ সেবালাভরূপ প্রয়োজনকেই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ বলিয়া জানেন। গৌড়ীয়গণের পরম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণ-কারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন।

"শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং—
পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।

"পরং" শব্দের দ্বারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনই জীবের পরমশ্রেয়োবিধায়ক ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই গৌড়ীয়ের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮।২৫১ সংখ্যায় পুনশ্চ রায়রামানন্দ-মুখে জীবের শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিয়াছেন,—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥"

ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ, সাধুসঙ্গই জীবের একমাত্র চরমকল্যাণের সোপান। শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৮।১৩ বলেন,—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

নিমেষকালমাত্র ভগবৎসঙ্গির সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম শ্রেয়ো লাভ হয়, তাহার সহিত কর্ম্মফল স্বর্গ, বা জ্ঞানফল মোক্ষ, বা মর্ত্যজীবের আকাঙ্ক্ষিত দুষ্কৃতজাত কিছুমাত্র তুলনা হয় না।

কঠোপনিষৎ নাচিকেতা উপাখ্যানে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। উদ্দালকিপুত্র নচিকেতা

ক্রুদ্ধ পিতার কাছে পুনরায় গমনে কোনও কথা বলিবার সময়ের তখনও নচিকেতার অপেক্ষায় রহিলেন। প্রত্যাগত যমরাজ অতিথির সেবা দর্শনে উপযুক্ত সংস্কার বিধানপূর্বক নচিকেতাকে তিনটী বর যাচ্ঞা করিতে বলিলেন। নচিকেতা দুইটি বরে আত্মার স্বরূপ জানিতে চাহিলেন। যমরাজ নচিকেতাকে সেই বরের পরিবর্তে শতবর্ষজীবী পুত্র, পৌত্র, গোপশু, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, সাম্রাজ্য, ঈপ্সিতস্ত্রী, অপ্সরা, উত্তমা স্ত্রী এবং মনুষ্যলোকের অন্যান্য প্রীতিপ্রদ বস্তু দিতে চাহিলেন কিন্তু বুদ্ধিমান নচিকেতা ঐ সকল আপাতপ্রীতিকর বস্তুর নশ্বরতা জ্ঞাপন করিয়া যমরাজের নিকট পুনঃ পুনঃ আত্মার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য
বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো
মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ই পুরুষের আত্মার্থিবস্তু। বুদ্ধিমান্ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এই উভয় বস্তুর তত্ত্ব সম্যক্ বিচার করিয়া প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়কে পৃথক্ করিয়া শ্রেয়কেই গ্রহণ করিবেন। মন্দবুদ্ধিগণ দেহাদি নশ্বর বস্তু রক্ষার জন্য প্রেয়কে বরণ করিয়া থাকে।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই পুরুষের বন্ধনের কারণ হইতে পারে।

"তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।"

প্রেয়ঃ যে প্রকার ক্ষণিক ভোগ প্রদান করিয়া জীবের আত্মোন্নতির অর্গলস্বরূপ হয় শ্রেয়ও তদ্রূপ আত্মার চরম প্রয়োজনের জন্য উদ্দিষ্ট না হইলে আত্মবিনাশের হেতু হইয়া জীবের বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। প্রোজ্জিত কৈতব ভুক্তিমুক্তি চরম শ্রেয়ঃ বা নিঃশ্রেয়স শব্দ বাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

জীব লক্ষ লক্ষ জন্মের পর বহু সুকৃতিফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরম প্রয়োজনসাধক এই অতি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে। কিন্তু তাহাও আমার চিরস্থায়ী বা বহুদিন স্থায়ী নহে, নলিনীদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য। মৃত্যু প্রতিক্ষণ জীবকে গ্রাস করিবার জন্য পশ্চাতে ধাবিতেছে। অতএব যিনি বুদ্ধিমান হইবেন তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অত্যন্ত অনিশ্চিত ক্ষুদ্র প্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ লাভে সময় হরণ না করিয়া একমাত্র নিশ্চিত শ্রেয়ো লাভে যত্ন করিবেন। কারণ, কুক্কুর, শূকরাদি নিকৃষ্ট যোনিতেও প্রেয়োদানাত্মক বিষয়লাভের নিশ্চয়তা আছে কিন্তু মনুষ্য জন্ম ব্যতীত অন্য কোনও জন্মেই শ্রেয়ঃ লাভ হয় না।

শ্রেয়ঃপ্রার্থী জীবের সংখ্যা অতি অল্প তাই যমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন :—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

বহুসংখ্যক ব্যক্তিই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। আবার অনেকে শ্রবণ করিয়াও প্রণিপাত ও সেবোন্মুখতার অভাবে উপলব্ধি করিতে পারেনা। আত্মতত্ত্বের কীর্ত্তনকারী তুরবিৎ আচার্য্যও দুর্লভ এবং প্রণত শিষ্যও খুব বিরল। প্রণত বা শরণাগত জনই একমাত্র শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। আমরা শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই শ্রীঅর্জ্জুন লোকশিক্ষার্থে বদ্ধজীব, মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া নিজে নিজে কত প্রকার শ্রেয়ঃ কল্পনা করে তাহার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্জ্জুন গুরুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্ষাত্রধর্ম্ম, যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক বৃত্তি ভিক্ষাদ্বারা জীবন যাপন করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া ধারণা করিলেন।

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে

অর্জুনযখন দেখিলেন তাঁহার স্বকপোলকল্পিত শ্রেয়োদ্বারা শান্তি পাইতেছেন না তখন তিনি ভগবানে শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসু হইলেন —

হচ্ছেদ্বঃ সাম্প্রতিষ্ঠং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥

হে ভগবন, আমি তোমাকে এতদিন সখা বুদ্ধি করিয়া তোমার প্রপন্ন না হইয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি আপনার প্রপন্ন শিষ্য হইলাম, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক নিশ্চিত শ্রেয়বিষয়ে শিক্ষা দান করুন।

জ্ঞানমার্গ সাধারণ আরোহবাদী হইয়া শ্রেয়নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের নিঃশ্রেয়স্ লাভ হইবেনা। হয় আমরা শ্রেয়কে বরণ করিয়া মুক্তিবাদী হইয়া পড়িব নয় মুক্তিবাদী হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করিব। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন :—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"

উত্তমশ্রেয়জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ, পরব্রহ্মে নিত্য সেবোন্মুখ, এবং ষড়্বেগজয়ী গোস্বামী শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইবেন। সদ্গুরু ব্যতীত অসদ্গুরু কখনও শ্রেয়োদান করিতে পারেনা। অসদ্গুরু মুক্তি ও মুক্তিকামী সুতরাং আত্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তে দেহ ও মনোধর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। সুতরাং শ্রেয়জিজ্ঞাসু ব্যক্তির উক্ত বিবিধ লক্ষণোপেত সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ভক্তিপথে বিচার।

শ্রু ধাতুর অর্থ সেবা। অতএব শ্রবণ শব্দ দ্বারা সেবা-রূপ ক্রিয়াকেই লক্ষ্য করিতেছে। পিতামাতা, ধন জনাদির সেবা হইতে আমরা অনিত্য কল্যাণকে আবাহন করিতে পারি; কিন্তু নিত্য কল্যাণ সাধন করিতে হইলে শ্রীভগবানের সেবা আবশ্যক। সেই শ্রীভগবান তত্ত্বতঃ কি বস্তু, কোন কবিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয় এবং সেবকের নিহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ এতদ্বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান অগ্রেই লাভ করা উচিত। পূর্ব্বে সেব্য-সেবক-সেবা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ না করিয়া যদি কেহ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যে অজ্ঞাতসারে পরতত্ত্বের সেবা লাভ না করিবেন এ বিষয়ের নিশ্চয়তা কোথায়?

শাস্ত্রেই সেব্য-সেবক-সেবা সম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু স্বাধীনভাবে শাস্ত্রআলোচনায় নিযুক্ত না হইলে আমরা ঐ আলোক লাভ করিতে পারি না। বদ্ধজীবের বুদ্ধিতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষচতুষ্টয় অবস্থিত এবং সেই জন্য মলিনবুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গেলে প্রকৃত সর্ব্ববোধের ন্যায় প্রকৃত অর্থের স্থানে বিপরীতার্থ গৃহীত হইয়া যায়। শাস্ত্রও অনন্ত বিদ্যার এক জীবনে লব্ধীত হইবার নহে এবং জীবের অধিকার ভেদে নানারূপ উপদেশে পরিপূর্ণ থাকা হেতু মলিনবুদ্ধির দ্বারা সমন্বয়ের অযোগ্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে সমন্বয়ে অসমর্থ হইয়া অনেকেই নাস্তিক ও কুতার্কিক হইয়া গিয়াছেন এবং অজ্ঞাত সরল মতি জীবগণকে তাঁহারা কুটবুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট করতঃ কল্যাণের পথে যাইতে দেন না। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ণ বিকাশ না থাকায় তদ্ভাষায় লিখিত শাস্ত্রবাক্যের বাক্যার্থই যখন সাধারণের বিশেষভাবে অবগম্য হয় না, তখন লক্ষ্যার্থ যে আরো বুঝিতে পারিবেন না ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

নিজ চেষ্টায় শাস্ত্রোক্তলা বুদ্ধি লাভ করা যায় না বলিয়া শ্রীভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য করতঃ মানবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" এই উপদেশ হইতে আমরা দেখিতেছি যে শাস্ত্রজ্ঞতা অপেক্ষা এই উভয় গুণ যাঁহাতে বর্ত্তমান তাঁহারই নিকট হইতে শাস্ত্র কথা শুনিতে হইবে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু আচরণশূন্য অতএব অতত্ত্বদর্শী, তিনি আচার্য্য হইবার অযোগ্য কেবল তিনি তত্ত্বদর্শন হীন, তত্ত্ব অবগত তিনি

কে বলিবেন? যিনি শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহার নিকট উক্ত শব্দের কথা শ্রবণ করিলে যেমন সম্যক জ্ঞান লাভ হয় না; তদ্রূপ অতত্ত্বদর্শীর নিকট তত্ত্বকথা শুনিলেও বিশেষ কোন লাভ হইবার নহে, বরং বিপরীত ধারণা বদ্ধ মূল হইবার সম্ভাবনা, যাহা পরিত্যাগ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়।

হীরক খণ্ড যেমন দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের সংখ্যাও পৃথিবীতে বিরল ও কদাচিৎ দৃশ্য। আবর্জ্জনা-রাশির ন্যায় প্রচুর পরিমাণে অতত্ত্বদর্শী গুরুর সংখ্যা জগতে পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ মানববৃন্দই এই শেষোক্ত গুরুগুলির অধীন। বদ্ধ জীবের বুদ্ধিতে যে বিপ্রলিপ্সা দোষ আছে তাহার স্বভাব এই যে তদ্দোষ জীবকে বঞ্চিত করা এবং যে কেহ সেই জীবের আনুগত্য করিবে তাহাকেও বঞ্চিত করা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অতত্ত্বদর্শী গুরুগুলিকে উক্ত বিপ্রলিপ্সা দোষ আক্রমণ করা হেতু তাহারা যে তত্ত্বকথা জানেন না উহা বলিতে পারিতেছেন না এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্বদর্শী যথার্থ গুরুর নিকট আত্মনিবেদন নিজেরা ও তাঁহাদিগের শিষ্যগণ বঞ্চিত হইতেছেন। কূপ-মণ্ডূক যেমন কূপের বাহিরে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না সেইরূপ অতত্ত্বদর্শী গুরুবৃন্দ ও তাহাদিগের শিষ্যসমূহ অন্য কথা শুনিতে চাহে না এবং কাহাকেও শুনিতে দিতে চাহে না। ভেক গর্জ্জন সদৃশ অসার তত্ত্বজ্ঞানহীন কথাগুলিকে, সাধুবেশধারী রাবণের ন্যায় এই সমুদয় কলির চর, জগতে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে ইতঃস্তত ধাবমান। যিনি ইহাদের ছলনায় অভিভূত হইয়া যাইবেন, তাহার উন্নতির আশাটী পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। অতএব হংসজ্ঞানে বক সঙ্গকারে ইহাদের সঙ্গত্যাগ, প্রত্যেক সরলমতি ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য এই তিনটীতে ঐক্য করিয়া চলিতে হইবে। তাহার অভিপ্রায় যে তত্ত্বদর্শী গুরু কখনও অশাস্ত্রীয় কথা বলিবেন না এবং শাস্ত্রবহির্ভূত সাধুজন অনাদৃত আচরণও করিবেন না। যেখানে গুরু অতত্ত্বদর্শী, সেই স্থলেই আচরণ ও উপদেশ অশাস্ত্রীয় হইতে পারে। অতএব অতত্ত্বদর্শী গুরুর অধীনস্থ শিষ্যবৃন্দকে সতর্ক করাই ঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশ্য। ঠাকুর মহাশয়ের কথামত তাহারা যদি সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র কথায়ন করিতে থাকে, ক্রমশঃ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিতে পারিবে। নতুবা বিপ্রলিপ্সার দাস হইয়া কৃপমণ্ডূকবৎ জীবন অতিবাহিত করা ব্যতিত তাহাদিগের আর গত্যন্তর নাই।

অনেকের ধারণা যে "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু" এই বিশ্বাসটী কিন্তু অন্ধবিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। বিচারের পারংগত অবস্থায় যখন জ্ঞাতব্য আর কিছু বাকি না থাকে, তখন যে চিত্তের স্থিরতা হয় তাহাই উক্ত বিশ্বাস শব্দের লক্ষ্যার্থ। সংশয়যুক্ত অবস্থায় যে মনের সঙ্কল্পাত্মক ভাব বিশেষ, তাহা অন্ধবিশ্বাস শব্দের দ্বারা লক্ষিত। সে বিশ্বাস উচ্চ মীমাংসা প্রদানান্তর আর স্থির থাকিতে পারে না, কারণ মনের বিকল্প ধর্ম্ম তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতত্ত্বদর্শী গুরুবর্গ অন্ধবিশ্বাসকে যথার্থ বিশ্বাস মনে করে এবং শিষ্যবর্গকে বলিয়া থাকে "ঢেকি ঢেকি" জপিলেও ভগবানকে পাওয়া যায়, যারা তাহারাও অন্ধবিশ্বাস সাহায্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যদি সেই সমুদয় ব্যক্তি উক্ত মীমাংসার কথা শুনিতে থাকে, তাহা হইলে অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করতঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং বুঝিতে পারে যে অন্ধবিশ্বাসে বস্তু মিলাইতে পারে না, বরং উহা যথার্থ বিশ্বাসের পথের কণ্টক স্বরূপ।

বিচারশক্তি মানবেই আছে। পশুপক্ষী ইত্যাদি জীবনে ঐ বিচার শক্তি না থাকাতে, উক্ত দেহে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান হইবার যোগ্যতা নাই। বিচারের দ্বারা অসত্য নিরসন এবং তৎকালে সত্যের প্রকাশ সাধিত হইয়া থাকে। অতএব বিচারের আবশ্যকতা নাই যাহারা বলেন, তাহারাও বিপ্রলিপ্সা দোষে দূষিত এবং অসঙ্গতে সঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বিচার করিলে পাছে তাহাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং শিষ্যরক্ষা করা অসুবিধা জনক ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাই তাহারা বিচার করিতে চাহেনা ও শিষ্যবর্গকে করিতেও দেয় না। অনাবশ্যক হইলে শাস্ত্রকারগণ কেন বা তত্ত্ববিচারকে স্থান দিয়াছেন।

একটু মাত্র বিচারশীল ব্যক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অবশ্য শুষ্ক তর্ক পরিত্যাজ্য কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য যে বিচার তাহা শাস্ত্রানুমোদিত তাই ভাল। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছেন। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।" যেখানে সিদ্ধান্ত উচ্চসীমায় উপনীত সেই খানেই পরতত্ত্বের ধারণা সুনিশ্চল ও অপসিদ্ধান্ত দোষ শূন্য। সেই ব্যক্তিই সেব্য, সেবক ও সেবা বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আর ইতর তত্ত্বের সেবায় লোভ নাই এবং প্রবৃত্তও হইতে হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের কপিলোক্তিকেও বিচারপর না হইলে অবিদ্যাবন্ধন মুক্তহইয়া নিত্যাভক্তি লভ্য হয় না এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

গুরুক্রব।

"গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য নাহি মিলে এক" এই উক্তি গুরুক্রবদিগের পক্ষেই প্রয়োগ করা হয়। নচেৎ যথার্থ গুরু লাখ লাখ মিলে না। গুরুক্রব বলিতে যাঁহাদিগের প্রকৃত গুরুর লক্ষণ নাই, অথচ নিজেকে গুরু পরিচয়ে পরিচিত করিয়া শিষ্য সংগ্রহতৎপরতাই লক্ষিত হয়, তাঁহাদিগকেই বুঝায়। অনেক সংসারাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি শ্রীগুরুকরুণার সন্তোষসাধনে ব্যস্ত থাকিয়া গুরুসভায় শৌক্ষ্যরাজ্যে বিচারপূর্ব্বক শিষ্যের অর্থ স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োগ করিয়া নিজেকে ও অনুগত শিষ্যগণকে বিপথে চালিত করিতেছেন। গুরুতত্ত্ব অতি উচ্চ তত্ত্ব, তাহার গভীর দায়িত্ব। সুতরাং গুরুক্রবগণ অত্যন্ত লঘু, তাঁহাদিগের কোন দায়িত্ব বোধ নাই। সাধারণ লৌকিক জগতে যিনি কতকগুলির নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারই কত দায়িত্ব, তখন ব্যক্তিগণকে পরিচালিত করিতে কত যোগ্যতার প্রয়োজন নচেৎ সমস্ত ক্রিয়াটী পণ্ড হইয়া যাইবে। আর যে ক্রিয়ার সহিত আমাদের নিত্যমঙ্গলের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সেই পরমার্থ দ্বারা গুরুপদাশ্রয় ও দীক্ষায় আমরা অত্যন্ত উদাসীন হইয়া আছি এ বড় বিস্ময়ের বিষয়। যদি উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল বিশাল নদী বা সমুদ্র পার হইতে গিয়া অনুপযুক্ত (আনাড়ী) কর্ণধারের হস্তে নৌকা পরিচালনের ভার সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন না। আর নানা বিষয় প্রলোভনগ্রাহ্য সংবলিতসংসারসিন্ধু পারের ব্যবস্থার ভার আমরা গুরুক্রবের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করি, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নৌকা যেমন সুদক্ষ কর্ণধারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হয়, সেইরূপ স্বীয় নিত্য মঙ্গল জন্য সাধুগুরুর চরণাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক, অসাধু গুরুক্রবকে গুরুত্বে বরণ করিয়া কোন লাভ নাই, সমূহ ক্ষতি। সাধুগুরু তিনি, যিনি স্বয়ং তত্ত্ব বস্তু পাইয়াছেন ও আশ্রিতজনকে তাহার সন্ধান দিয়া তৎপ্রাপ্তির সহায়তা করিতে যোগ্য। তিনি নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বিক্ষেপ ও মানসিক চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত দ্রষ্টাদর্শী ও শিষ্যের সংশয় ছেদনে দক্ষ। তাঁহাতে নিজ ভোগতাৎপর্য্যের কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই, তিনি সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবা রত। অনাসক্ত ভাবে শ্রীভগবৎ সেবোপকরণ দ্বারা শ্রীভগবৎ সেবা করেন, সেগুলিকে ভোগবুদ্ধি জ্ঞানে ভোগ করিতে ব্যস্ত হন না, অথচ প্রাপঞ্চিক বলিয়া সেগুলির ত্যাগেও ব্যস্ত হ'ন না, জাগতিক সমস্ত বস্তুকে ভগবৎ সেবার যোগ্য জানিয়া তদ্দ্বারে নিরন্তর শ্রীহরিসেবারত থাকেন। গুরুক্রবগণ অপর পক্ষে তাহাদিগকে ভোগ করিতেই ব্যস্ত থাকেন, অথবা সেগুলি ত্যাগ করিয়া ভগবৎসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হ'ন। তাঁহাদের আশ্রয় আমাদের নিত্য মঙ্গল অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক নিত্য ভগবদ্ধাম লাভ বিষয়ে বিশেষ অন্তরায়। সুতরাং তাঁহাদের আশ্রয় লইয়া যাঁহারা সমূহ অমঙ্গল আবাহন করিতেছেন, শুভেচ্ছুগণ তাঁহাদের সদ্বুদ্ধির

প্রশংসা করেন না, তাঁহাদের বুদ্ধি অসৎ।

যিনি সদ্‌গুরু, তিনি নিজে আচারপ্রচারমুখে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ, পরম্পরাগত সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম ধরিয়া তাহার একান্ত উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বয়ং অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যোগে শ্রীমন্ত্র সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক আমার পারম্পর্য্যের একান্ত প্রয়োজনীয় বোধের আদর্শ জগতের সম্মুখে জাজ্বল্যমান রাখিয়া গিয়াছেন। যেখানে সেই আমার পারম্পর্য্য বা গুরুপ্রণালী উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে স্থলে আমার পারম্পর্য্যক্রমে শ্রীভগবান্ নারায়ণ হইতে যে নিয়ন্তৃকৃষ্ণ সত্য অবরোহ প্রণালীতে অবতরণ করিয়া আসিতেছেন, সেই নিত্যসত্যকে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিমার্জ্জিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধিতে কেহ নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন, সে স্থলে সত্যবস্তুকে বিকৃত করা হইয়াছে। এরূপ গুরুক্রবের আশ্রয়ে বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, অবাস্তব বস্তুলাভই ত্যাগের ফল হইয়া দাঁড়ায়। নূতন ছড়া নাম, নূতন গৌরাঙ্গনাগরীবাদ, নূতন শ্রীবেশ দুষ্ট ভজনপ্রণালী, উদারতার ছলে সদাচারের প্রতি অনাদর নিজস্বার্থে ইন্দ্রিয়তোষণ প্রকৃতির প্রবর্ত্তনকারী ও তদনুগগণ গুরুক্রব, তাঁহাদিগকে পারমার্থিক ছদ্মবেশ জ্ঞানে বর্জ্জন করিতে, নচেৎ আমরা নিত্যমঙ্গলের পথ খুঁজিয়া পাইব না। কোন কোন গুরুক্রব উদারমতের ভাণ করিয়া শিখাধারণ, তিলক সেবা, কণ্ঠে শ্রীমালিকা পরিধান প্রভৃতি বৈষ্ণবদাসোচিত বেশকে অনাবশ্যক বোধে তাহা গ্রহণ করাইবার প্রয়ত্ন করেন না। অথবা শিষ্যকে জীবচিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভগবৎপ্রসাদ সেবা করিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন না। অনাচার প্রচারকারী এইসকল গুরুক্রব শিষ্যের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাঁহারা শিষ্যকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত রাখিবার উপযোগী নিরপেক্ষতা তাঁহাদের নাই তাঁহারা নিরপেক্ষতা রূপ সাধুত্বের প্রকৃত লক্ষণ শূন্য, আবার তাহার উপর ঐসকল কপটিগুরুকে নিজের গুরু করিয়া তাহাদের সঙ্গক্রমে আরও অধঃপতিত হন।

কতকগুলি গুরুক্রবকে লোকে সামাজিক ব্যবহারকল্পে করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে অসৎসঙ্গের তালিকাভুক্ত করেন না কিন্তু আর এক শ্রেণীর গুরুক্রব আছে যাহারা সামাজিক বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নানাবিধ পাপাচার লিপ্ত হয়, আর সেইগুলিকে ভজন বলিয়া চালাইয়া আসিতেছে। সেই অসচ্চরিত্র দুশ্চরিত্রাসক্ত ব্যক্তিও সমাজের কোন কোন স্থলে সমাদর, ততদূর না হইলেও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয় সামাজিক হিসাবেও এটী বড় ক্ষোভের বিষয়। সমাজের উচিত এই সকল পাপাচারকে কোনও মতে ভজনের অঙ্গ বলিয়া প্রচলিত না হয়।

পরমার্থপ্রয়াসিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার গুরুক্রবগণের সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া সাধুগুরু পাদাশ্রয়ে জীবন ধন্য করুন ইহাই আমাদের সদাশয় পাঠকপাঠিকাগণের নিকট সানুনয় প্রস্তাব। তদ্দ্বারা আমরাও ধন্য হইব, আমাদের শ্রীগৌড়ীয়সেবা সার্থক হইবে।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ।
যো বক্তি ভ্রান্তরহিতমন্ত্রাদেন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

কাম।

কাম, ষড়রিপুর অন্যতম। রিপু অর্থাৎ শত্রু বিরোধী ইত্যাদি। কাম শব্দে বাসনা বা ইচ্ছাদি ইহা রজোগুণ সম্ভূত। কামের ন্যায় দুরাশয় বৈরি মানুষের আর নাই। ইহা দ্বারা চালিত হইলে এমন কোন অন্যায় কর্ম্ম নাই যে মানুষে না করিতে পারে। মোহ বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই কামাদের সর্ব্ব প্রকার বাসনার উদ্ভব। কাম-দ্বারা আকৃতচিত্ত হইয়া জীবের সংসার গতি উপস্থিত হয় এবং অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হইয়া জীব মহা ক্লেশের বিষয় হইয়া থাকে। ক্লেশগুলি সত্য না হইলেও বর্ত্তমানে আমাদের হইতেছে সন্দেহ নাই অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান

অভাবে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আমাদের বর্তমানে যে ঔপাধিক আমি তাহাও এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে কেহ বলিতেছেন আমি ব্রাহ্মণ, কেহ বলিতেছেন আমি ক্ষত্রিয়, আবার কেহ কেহ আমি বৈশ্য, শূদ্র, ইংরাজ, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, জন্তু, খড় ইত্যাদি নানা প্রকার অভিমানে ব্যস্ত আছেন। ইহারা ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই কামকে গর্হণ করিয়া নীতিকে সমাদর করেন, কারণ নীতি ছাড়া কোন মনুষ্যত্ব নাই। পশুজীবন হইতে নীতি আমাদিকে মানুষকে পৃথক্ করিয়াছে। এই নীতিশাস্ত্র হইতে পবিত্র ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম বলিয়া একটী ধর্ম সৃষ্ট হইয়াছে। উহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ভেদে চারিটী প্রয়োজন স্থির করিয়া অসংখ্য বিধি বিধানও সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে কামকে পরিত্যাগের যে চেষ্টা আছে তাহা আবার অজ্ঞাত বাসনার দ্বারা আবৃত। সর্বপ্রকার কাম, কামদেবশ্রীকৃষ্ণকে নিরোধিত না হওয়া পর্যন্ত কাম দূর হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কামের স্বরূপ ও তাহা পরিত্যাগের যে বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা এই।

কামপ্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য প্রেমত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে শ্রীগীতায় কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
যাহে ভীষ্মদ্রোণের বাক্যাদি কোন বাধা॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

ইহা হইতে জানা যাইতেছে কাম অন্ধতম একটী অসৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিই উহার প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ প্রেম ভাস্করের উদয়েই তাহার অপগম হয়। একমাত্র গোপীগণের বাঞ্ছাই কামগন্ধহীন কারণ তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কৃতা কৃষ্ণসুখের জন্য। তাঁহারাই যথার্থ নিষ্কাম।

বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি মার্গে গমনরূপ, সুরাপান পশুহত্যাদি যে সমস্ত ব্যবস্থা তাহা নৈসর্গিক প্রকৃতিকে ক্রমান্বয়ে নিবৃত্তির বশীভূত করিয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা থাকিলেও তাহা হইতে সত্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কত তাহা শাস্ত্র অন্যস্থানে বলিয়াছেন। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। কাম উপভোগের দ্বারা দূরীভূত হয় না বরং অগ্নিতে ঘৃত আহুতির ন্যায় বাসনার বৃদ্ধি হয়। বিচারদ্বারা স্থির হইয়াছে কাম মানুষের স্বরূপগত ধর্ম নহে। বিরূপ ধারণ করিলে কাম আমাদের প্রতিপালকের স্থান অধিকার করে। আমরাও কামের উপাসনা আরম্ভ করি। কিছুকাল উপাসনা করিলে বুঝিতে পারি, কাম আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারে না। তখন বিচার আসিয়া দেশ, কাল, কারণের কঠিন নিগড় আমাদের বদ্ধতা অনুভব করাইয়া দেয়। তাহা হইতে অতিক্রান্ত হইতে গিয়া শ্রীগীতা শাস্ত্রের দৈবী হ্যেষা গুণময়ী শ্লোকের প্রতি অমনোযোগী হইয়া মুক্তির জন্য যে চেষ্টা করা হয় তাহাও কামের প্রকার ভেদ। যাহারা নিজ চেষ্টায় প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
শ্রদ্ধে মাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

দুঃখের বিষয় এইরূপ শরণাপন্ন হইতে গিয়াও আমরা নানাপ্রকার গুপ্ত কামের সেবা করিয়া বসি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারা বলিয়া একটী দ্রব্য আছে তাহা সংশোধন ও উত্তমরূপে জারণ করিয়া সেবন করাইলে অনেক

নৈতিক ব্যক্তি ভাল হয়। অবশ্যোদ্বিত অবস্থায় থাকিলে কেহ পরিপাক ক্রিয়ার সমর্থ হয় না। যখন ব্যক্তি প্রথমতঃ যৌবন অতিক্রান্ত হইয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় তখন কামকে কৃষ্ণ-প্রেমার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর ইচ্ছাতে কৃষ্ণেচ্ছানুগত করিয়া না দিয়া ও প্রীতি বিরহিতে তদাপ্রয়ানন্দ পক্ষ-গুলির কর্ম্ম অবরুদ্ধ করিতে না পারিয়া স্ব স্ব ভাবে বিচ্ছেদ হইয়া অনেকে ওর্দ্ধ্বানুগতা ছাড়িয়া যে নানাবিধ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, তাহার নির্দ্দর্শন স্বরূপ আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, সখী-ভেকী, সার্ত্ত, জাত গোসাই, অতিবাড়ী, গোপীবল্লভি, গৌরাঙ্গনাগরী এই তেরটী সম্প্রদায় বর্ত্তমানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিপক্ষে থাকিয়া স্ব স্ব বিকল মতের পরিচয় দিতেছে। ইহাদের ভিতর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যেন একটী কামের চিত্র তাঁহাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

উপরিউক্ত তেরটী সম্প্রদায়ের মধ্যে নদীয়া নাগরী বলিয়া সম্প্রদায়টী নিতান্ত আধুনিক। ইহারা নবীন ভজন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণকে আর চান না। কারণ তাঁহাদের রস অত্যন্ত প্রবল। রসের আকর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিকট তাঁহাদের গতি হয় না। অত্যন্ত প্রাকৃত কামবিদ্ধ হইয়া নবদ্বীপের মাঝেই শ্রীগুরু গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবে পাইতে চান। ছি, ছি, গৌরনাগরী তুমি অত্যন্ত প্রাকৃত কামাসক্ত হইয়া যে অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, সুধী সমাজ তাহাকে বড়ই অনাদর করেন। যে কৃষ্ণ সেই গৌর ইত্যাদি বলিয়া লীলাগত মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য নষ্ট করা তোমার স্বতন্ত্রতেছেন অর্থাৎ স্বতন্ত্র-ইচ্ছার উপর স্বীয় ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা প্রয়াস অত্যন্ত প্রাকৃত কামান্ধতার পরিচয় নয় কি? আচ্ছা ব্যবহারিক জগতে যে একটী প্রবাদ আছে তাহাতে প্রাদেশিক ভাবে ও কতকটা বোঝা যায়। যদিও স্ত্রী জানেন ইনি আমার স্বামী তথাপি অন্তঃপ্রকোষ্ঠগত ব্যবহারাবলী বহিঃপ্রকোষ্ঠে জনসমক্ষে প্রকাশ করিলে লোক সমাজে হাস্যাস্পদ ও তাহার উন্মত্ত চিত্তের পরিচয় নয় কি? বস্তুটী যদিও অবয় জ্ঞানাত্মক দেশ ও কালের দ্বারা তাহা পরিচ্ছেদ হয়না। তথাপি শুদ্ধ অবস্থায় দেশ ও কালের অবস্থান হইয়া আছে। তাহা না বুঝিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হয়, অন্তঃপ্রকোষ্ঠগত মাধুর্য্যলীলা বহিঃ প্রকোষ্ঠে উদ্ঘাটনের বিগ্রহে পাইবার প্রয়াস নাগরীকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা কি তিনি একবার ভাবিবেন? গৌর-সুন্দরকে অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিচয় দিতে গিয়া চিরকালের জন্য গৌরকে ভুলিয়া যাওয়া তাহাদের প্রতিকূল অনুশীলনের ফল। সাধন ও সিদ্ধভক্তির অবস্থার ভেদে ভগবানের বিবিধলীলা সাধন অবস্থায় তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরূপে আমাদের সহায় হইয়া এই দিকে তাঁহার রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কান্তির পশ্চাতে "কৃষ্ণস্বরূপ" ভজনবিজ্ঞের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। উভয়লীলার সামঞ্জস্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা কখন গৌর কখন কৃষ্ণকে লইয়া যে টানাটানি করি তাহাতে উভয় লীলা মিলনে যে প্রচুর মাধুর্য্য তাহা অনুভব করিতে পারিনা। তাই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের শেষে লিখিয়াছেন

চৈতন্য লীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুহেঁ মিলে হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥

দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়লীলার ওতপ্রোতভাবে অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া যে অনভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাহার ফলে নদীয়া নাগরী উদ্ভাবিত। আমাদের মনে রাখা উচিত ভজনমার্গেও বেশ বিচার আছে, নতুবা অনেক সময় রসাভাসকেই রস বলিয়া প্রতিপন্ন করে। অনেক সময় বিকৃত সিদ্ধান্তের দ্বারা নানাবিধ কাল্পনিক উপাসনা সৃষ্টি হয়। এই দুই প্রকার দোষ দুষ্ট ব্যক্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মালিক শ্রীলপ স্বরূপ গোস্বামী বিশেষ অনাদর করেন ও তাহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যাইতে দেন না।

জীব যত বহু চেষ্টা করিয়াও কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়না। বদ্ধজীবে বিপ্রলিপ্সা বলিয়া এক প্রকার দোষ আছে তাই মায়াদেবী পুনঃ পুনঃ বঞ্চনা করেন। ভগবানে ও সাধুগুরু চরণে নিষ্কপট শরণাপত্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণীক না হওয়া পর্য্যন্ত কামনার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই। অনেকে সাধুগুরুচরণে আসিয়াও কামের দুর্দ্দম-

মন খবরটাকে ঢুকে চাপা দিয়া যেরূপ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, কালে তাহা ছড়াইয়া পড়ে অপরাধ ধরাই তাহাদের শেষ গতি হয়। অনেকে আমার শ্রীগুরুদেবের উপদেশাবলী ও মানসিক চিন্তাস্রোতের বিপরীত কার্য্য করেন।

তাহাতে তাহার মনের ধারণা গুরুদেব আমাদের মত একজন ক্ষুদ্র জীব নন। সেই সব অনভিজ্ঞ লোক জানে না যে শ্রীগুরুদেব আমাদের হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তির দর্শক। তিনি সর্ব্বাধীশ নহেন, বেশ, কাল, করণের নিগড়ে তিনি বদ্ধ নহেন। আমরা এমন কোন স্থান জানিনা যে হৃদয়ের কলঙ্কবৃত্তিগুলি চাপা দিয়া গুরুকে ফাঁকি দিব। ফাঁকি দিতে গেলে নিজেই ফাঁকির ভিতর পড়িয়া যাইতে হয়। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে শ্রীগোপালদেবই সাক্ষীপ্রদানে আমাদের সকল সঙ্কেত ভঞ্জন করেন। তিনি আমার হৃদয়ের দ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ।

যিনি নানাবিধ মতবাদীর মত খণ্ডন করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের উৎকর্ষ দেখাইয়া দেন। ভক্তিবিশিষ্ট্যপূর্ণ যোগ্যতার অভাবে অসংলগ্নধারের কুসিদ্ধান্তের অসাক্ষাতে পথচারী হইয়া গেলে সংসিদ্ধান্তালোক পথ প্রদর্শন করেন ও মনের শাসন (ক্রীড়া বা রঙ্গ) কঠোরোক্তিদ্বারা ছেদন করেন তিনিই সদ্গুরু। তাহারই শিক্ষা প্রভাবে আজ শ্রীগৌড়ীয় সর্ব্ব প্রকার জাগতিক কাম শ্রীগুরু-সেবায় নিয়োজিত করিয়া ভক্তি পথের পথিকগণের পথ নীরাজন কার্য্যে ব্যস্ত।

কীর্ত্তনে বিজ্ঞান।

ভগবান্ কি এবং কিরূপেই বা তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ মনুষ্য হৃদয় সমুৎসুক। শাস্ত্রকারগণ ধ্যান, ধারণা, নামসংকীর্ত্তনাদি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ পন্থা মনুষ্য হৃদয়ের সহজ যোগ্যতা তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ভগবান অসীম। অসীমের পূর্ণ ধারণা করা সসীম মনুষ্যের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির দ্বারা সম্ভবপর নহে। উক্ত চিন্তাশক্তি দ্বারা অনন্তের চিন্তাকল্পিতে গিয়া আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা দেখা যাউক।

দেখা যায় কোনও বিষয় চিন্তা করিতে হইলে মনের একাগ্রতা বিশেষ আবশ্যক কারণ মন সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত। এক বস্তুর চিন্তায় মনকে অধিকক্ষণ স্থির রাখা সাধারণতঃ অসম্ভব। নিজ্জনে আহ্নিক করিতে বসিলাম কিন্তু কোথায় আহ্নিক! সাংসারিক নানাবিধ বিষয় ক্ষণে ক্ষণে মনে উদিত হইয়া ক্ষণে লয় হইতে লাগিল। অলী যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু আশে ধাবিত হয় মনও তদ্রূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে লাগিল কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিলাম না। জানার আহ্নিক হইল না। বিক্ষিপ্ত মন বশে না আসিলে একাগ্র না হইলে চিন্তিত বিষয় কিরূপে ধারণাযোগ্য হইতে পারে? বিক্ষিপ্ত মন সংযত করিয়া চিন্তিতবিষয়ে একাগ্র ভাবে নিয়োজিত করিলে চিন্তিত বিষয় বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। পাঠাভ্যাসরত বালক পাঠাভ্যাস কালীন যদি ক্রীড়া কৌতুকাদি চিন্তা করিতে থাকে তবে কি তাহার পাঠাভ্যাস হয়? তদ্রূপ বিষয়ক বিরাট ব্যাপার চিন্তা করিতে হইলে কিরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া প্রয়োজন তাহা অনুমেয়। পরের সংকীর্ত্তনাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্বে চিন্তাস্থ জ্ঞানময় যোগের বিষয় আলোচনা করা যাউক। যোগ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা মনঃসংযোগ করিয়া ভগবানকে চিন্তা করিবার প্রথা আছে। মন কেনই বা সদা বিক্ষিপ্ত ও যোগাভ্যাস দ্বারা মনস্থির কিরূপ সম্ভবপর, তাহার বিজ্ঞান সম্মত কি কারণ থাকিতে পারে তাহা অগ্রে দেখা যাউক, পরে নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা মনস্থির অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য কি না বিচারান্তরে ভক্ত পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করা যাইবে। অন্ধকার যেমন আলোকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকর, কৃষ্ণ বস্ত্র যেমন শ্বেতবস্ত্রের উৎকর্ষসাধক, নিকৃষ্ট যেমন উৎকৃষ্ট বস্তুর ধারণোদ্দীপক, শব্দময় নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে যোগ বা প্রাণায়াম কি তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

জাগতিক সমস্ত দৃষ্টবস্তু অণুপরমাণু দ্বারা এই অণুপরমাণু সকল পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ

করিতেছে। এই কারণে স্বরূপতঃ পুঞ্জিত হইয়া বহু পরমাণুগঠিত সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইহা সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ আছে। আমাদের এই অণুপরমাণু গঠিত দেহও পৃথিবী দ্বারা সদা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সংলগ্ন আছে। তাহাকেই দেহের গুরুত্ব কহে। স্বরূপপরমাণুগঠিত ক্ষীণকায় ব্যক্তি অধিক পরমাণুপূরিত স্থূলকায় ব্যক্তি অপেক্ষা লঘু কারণ স্থূলকায় ব্যক্তির অধিক পরমাণু পৃথিবী কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হইতেছে, বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ একটী আনুমানিক সরলরেখার উপর উপস্থিত। যদিও একটী দণ্ড ঠিক মধ্যস্থলে, উপরিভাগ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত, আনুমানিক সরলরেখা বিশিষ্ট একটী ছিদ্র করা যায় ও সেই দণ্ডটী পৃথিবীর উপর এরূপভাবে রাখা যায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা দণ্ডের মধ্যবর্ত্তি আনুমানিক ছিদ্রপথের ভিতর পড়ে তবে উক্ত দণ্ডটী পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। দণ্ডের বক্রতা ঘটিলে উক্ত দণ্ড আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দণ্ডের একবিন্দু হইতে নিম্নস্তরে গমন বিষয় দণ্ডের চঞ্চলতা হেতু পতন অবশ্যম্ভাবী। বাজীকরগণ এই প্রক্রিয়ার নিম্নস্থের শূন্যস্থিত তারের উপর ঠিক বসিয়া তদুপরি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেহে যে মেরুদণ্ড আছে তাহা শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতি হেতু উক্ত মেরুদণ্ড সরলভাবে রাখিলে উৎসর্গদ্বার হইতে নরক পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তিস্থানের ছিদ্রপথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা পতিত হয়। যোগাভ্যাসপ্রক্রিয়ায় মেরুদণ্ড এইরূপ সরল রাখিবার প্রথা আছে। এখন অণু কি তাহা দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন একটী অণু একটী ধন ও আটটী ঋণ তড়িৎ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক অণুকে আটটী ঋণ ও একটী ধন তড়িৎকণ প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় বাস করে। দেখাগিয়াছে যে একটী সজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ ও একটী বিজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই বিজাতীয় তড়িৎ উভয়ের আকর্ষণের ফলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে ধনায় বা অণুতে পরিণত হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ শক্তি থাকিয়া যায়। ইহা হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উদ্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সজাতীয় তড়িৎকণ যখন অণু হইতে বিচ্যুত হইয়া আলাদিদা অবস্থায় থাকে তখন তাহার প্রত্যেকের শক্তি একটী অণুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। মনে করুন আপনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া আর একখণ্ড প্রস্তরে আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাতে অক্সিজেন নির্গত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত প্রস্তর নিঃশেষ হইয়া গেল। আপনি কি বুঝিলেন? বুঝিলেন ঐ অক্সিজেন, সংঘর্ষে উদ্ভোলিত প্রস্তরের প্রত্যেক অণুর ভিন্ন জাতীয় এবং তড়িৎকণ সুপ্তাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় শূন্যে নিজ নিজ স্বভাব দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অক্সিজেন ধারণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে। ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অণু যদি পুনঃসংযুক্ত হয় তবে যে প্রস্তর সংঘর্ষ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই পুনর্গঠিত হইবে।

—o—

প্রচার প্রসঙ্গ।

হরিকথা চর্চ্চিবের দিনে কলিকাতাবাসীর জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বিষয় সেবাময় কর্ম্মীর সমূহ সহরে বাস করিয়া জীবদশায় ইন্দ্রিয়তর্পণের কতই না সুযোগ করিয়া লইতে ব্যস্ত। এই সুখের দিনে হরিকথা প্রচার তাঁহাদের আপাত শান্তিভঙ্গ করিতেছে সত্য কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যেমন ইন্দ্রিয়তর্পণ ও বিষয় সুখমত্ত হওয়া প্রয়োজন তাহার মধ্যে নিত্যকালের জীবের নিত্যবৃত্তিটুকু একেবারে শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতে দেওয়াও সঙ্গত নহে। গৌড়ীয়মঠের সেবা প্রচার কার্য্যের পূর্ব্বে সহরবাসী মোটাকতক মনোবাদী চরিত্রহীন ভাড়াটিয়ার মুখে ভাগবতের বক্তৃতার নামে নিম্নোল্লিখিত পরাক্রান্তা শুনিবার সুযোগ পাইতেন, রাসলীলার কামনিক ব্যাখ্যা শুনিয়া হরিসেবা হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হইয়া ব্যবসাদারদিগকে গুরু শিক্ষক পাঠক কথক বলিয়া তাহাদের উদর

হরাইতেন এবং আপনাদিগকে ধন্যা মনিয়া করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সে গুলির কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে। ধর্মব্যাজের প্রকৃত সত্যের কথা শুনিবার অবকাশ উপস্থিত হওয়ায় ধার্ম্মিকব্রুবগণের কষ্টের সীমা নাই। কিন্তু এইরূপ কেন স্বীকার করিতে নিলিলেই তাঁহারা আসল ও নকল জিনিষ নিশ্চেই চিনিয়া লইতে পারিবেন। গৌড়ীয় মঠে অধোক্ষজ সেবা, যাজন সত্য বিজ্ঞান, পরন্তু:পাপনোদনের নিষ্কপট চেষ্টা, রাইভাস্থর স্থানের ব্যবহারে ইন্দ্রিয়তর্পণের সঙ্কোচ প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়াও যদি কপট ধর্ম্মব্যবসিগণের স্থানের উন্নয় না হয় তাহাহইলে আর তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা করিয়া আমরা বৃথা কালক্ষেপ করি কেন? অপরাধযুক্ত নাম, প্রাকৃত বিচার লইয়া পরমার্থ আলোচনা ও মায়াবাদী গৌর-নাগরী বা ব্যবসায়ীবঙ্গণের পাঠ ও বক্তৃতা সত্যের আবরণ মাত্র। ইন্দ্রিয়পরায়ণ কপট সম্প্রদায় গৌড়ীয়ের কীর্ত্তন ও প্রচার দর্শনে বিচলিত হইবেন সন্দেহ নাই এবং কপটতা বিস্তারেও পরাঙ্মুখ হইবেন না আমরা জানি তথাপি আমরা তাদৃশ কপটতার অচিরেই অন্তর্দ্ধানলীলা দর্শন করিব এরূপ আশা পোষণ করি।

গত সোমবার রাত্রিতে—দেশ প্রসিদ্ধ উদারচেতা বহু সাধুকর্ম্মে অগ্রণী শ্রীযুক্ত মদন মোহন বর্ম্মন মহাশয়ের গৃহে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ প্রমুখ ভক্তগণ সমবেত কয়েক-জন পশ্চিম দেশীয় বিশিষ্ট ভদ্র লোককে শ্রীহরিকথা শুনাইয়া ছিলেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত মদন ঘাস অধিকারী মহাশয়ের অতি সুমিষ্ট এসরাজ সহযোগে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুকণ্ঠ কীর্ত্তনে উপস্থিত সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তগণের উদ্যম পশ্চিম দেশবাসিগণের মধ্যেও শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রেমধর্ম্মের প্রচার বিশেষ ভাবে হউক্।

কপটতা ধর্ম্ম নহে:—

শ্রীঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন "বৈষ্ণবের রমাস্থান,দিব্য চিন্তা-মণি ধাম" তথাপি পাষণ্ডিগণ ছলনা উপলক্ষে ধাম বাস করিবার চেষ্টা করিতে পারেন এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও তাহা বিশ্বাস করে না। তাহারা হরিসেবার ব্যপদেশে ইন্দ্রিয়ভোগে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকায় ছলনার জাতি গোস্বামীর বেশে পরদারাপহরণ করিতে পারে। যে ক্ষেত্রে বিবাহিত পত্নীকে তাহার স্বামী ত্যাগ করে তথায় প্রীতি সন্দর্ভ আস্বাদনের ফলে ব্যভিচার সংঘটিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাদের প্রত্যেক শিরায় শিরায় পুরুষানুক্রমে দূষিত শোণিত প্রবাহিত হেতু চরিত্রহীনগণ যতই কেন না বংশমর্য্যাদার ভাণ প্রদর্শন করুন্ না কেন, কার্য্যকালে পাঠকগণেও নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়া পূর্ব্বপুরুষের নামে কলঙ্ক প্রচার করে।

অপরাহ্ণ পরিক্রমা—শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহানামোৎসব ব্যাপারে ভক্তগণ অনেকগুলি দলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যহ স্থানে স্থানে কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন। আগামী কল্য রবিবার অপরাহ্ণ ৩ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইবে। নগর ও নগরোপকণ্ঠবাসী ভক্তগণ সকলে যোগদান করুন ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতীয়।

হিন্দু সংগঠন:—গত রবিবার বৈকাল বারভাঙ্গা মহারাজের সভাপতিত্বে তত্রত্য হিন্দুদিগের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় মহারাজ বলেন যে, ভারতের সমস্ত হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত দরকার এবং আর্য্যদের বিভিন্ন সম্প্রদায় যথা—বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতির ভিতর প্রাচীনকালে যে সম্বন্ধ ছিল তাহার পুনঃস্থাপন আবশ্যক। অতঃপর পণ্ডিত মদনমোহন শর্ম্মাও ঐ সকল প্রস্তাবের উপর জোর দিয়া বলেন এবং অবশেষে বলেন যে,

তাহার নিকটস্থ অন্ততঃ সংবাদ হইবেন, তিনি আসা

আকাশে গুড় পতন ঃ—গত শনিবার শেষ রাত্রে ডিট্রয়টের লিফটবেরী মাতেণ্ট্রইস্থিত একটী দালানের সর্ব্বোচ্চ পতিত ছওয়ার ৫ জন লোক চাপা পড়ে। উহারা ঐ স্থানে বাসে ঘুমাইতেছিল। পতনের শব্দে সন্নিকটস্থ লিফটবেরী লোকান হইতে লোকজন আসে ও তিন জনকে উদ্ধার করে। তৎপর ফায়ার ব্রিগেডের লোক আসিয়া অপর দুই জনকে উদ্ধার করে। ঐ দুই জন খুব সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। তিন জনকেই তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

"কেশরীর" সম্পাদক গত ৮ই তারিখে লাহোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট "কেশরী" পত্রের সম্পাদক লালা শ্যামলালকে ৫ শত টাকার ২টী জামীন দিবার এবং ৫ হাজার টাকার এণ্ট ব্যক্তিগত জামীন দিতে আদেশ দিয়াছেন। গত ২৮শে মে তারিখের একটী প্রবন্ধই নাকি এই আদেশের কারণ।

হাওড়ায় ফিরাঙ্গী ডাকাত হাওড়ার গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ তিনজন এংলো- ইণ্ডিয়ানকে ডাকাতী অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে দুই জন টিকিটপরীক্ষক আছে, প্রকাশ যে, হাওড়া ষ্টেশনে একখানা টিকা গাড়ী ভাড়া করা লইয়া চারিজন ভারতীয়ের সঙ্গে তাহাদের কলহ হয় এবং তাহার ফলে মারামারি হয়। ভারতীয়দিগের মধ্যে একজন ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশের ছেলে ছিল। সে অভিযোগ করিয়াছে যে, সাহেবেরা নাকি তাহার নিকট হইতে একটী সোণার বোতাম এবং নগদ ৮৫৲ টাকা ছিনাইয়া লইয়াছে, তদন্ত চলিতেছে।

জাপান সাহায্য তহবিল— জাপানের ভূমিকম্পবিধ্বস্ত, বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ বড়লাট যে সাহায্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে পাঞ্জাবের গবর্ণর ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢোলপুরের মহারাজা উক্ত তহবিলে ২৫০০৲ টাকা ও ষ্টাফকোর্ট বাটলার ৫০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন।

ধোলপুরের রাজা মতিচাঁদ জাপানের বিপদ্গ্রস্তদের সাহায্যার্থ ১০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পরলোকে:— আলিপুরের পাব্লিক প্রসিকিউটর জেনেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

—:—

শ্রীশবাবুর আক্রমণ ঃ—ঢাকার শ্রীশ বাবুর উপর আক্রমণ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী শচীন্দ্র গুহ এবং শ্যামাপদ বসুর মোকদ্দমার শেষ শুনানী শুরু হইয়া গিয়াছে। দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সাক্ষ্য লইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ৪৪৯ এবং ১৯ (গা) ধারা এবং শচীন্দ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র-আইনের ১৯ (ঘ) ধারা অনুসারে অভিযোগ আনিয়া মোকদ্দমা সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

—:—

রাজাবাড়ী মঠ ঃ—বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা চাঁদরায় ও কেদার রায় কর্ত্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত রাজাবাড়ীর মঠটী গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

—:—

পরলোকগত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের যে কয়টী কীর্ত্তিকীর্ত্তিরেখা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া তাঁহাদের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, তন্মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের কীর্ত্তিস্তম্ভ। যাহারা শ্রদ্ধাস্পদ গোয়ালন্দ, ঢাকা কিংবা চাঁদপুরের দিকে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই মঠটিকে দর্শন করিয়াছেন। বহুদূর হইতেই ইহা দৃষ্টিপথে পতিত হইত। বিক্রমপুরের আর কোথাও এতাদৃশ প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল না। এই মঠের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই সুন্দর মঠটি যে বিক্রমপুরের গৌরব ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উহার গাত্রস্থ ইষ্টক সমূহে অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র, ফুল কাটা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইত। এরূপ গঠনের ঘর বাঙ্গলা দেশে এখন আর নাই।

রাজাবাড়ী কাইট্টশোঠের প্রায় লাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মঠটি অবস্থিত ছিল।

মঠটি বর্ত্তমান সময়ে ৮০ ফিট উচ্চ ছিল। ইহার নিম্নাংশের বেষ্টন ১২০ ফিট ছিল।

—:—

বঙ্গদেশে ভূমিকম্প।

মৈমনসিংহ ঃ—গত সোমবার ভোর রাত্রের ভূমিকম্পে মৈমনসিংহ সহরের কলেজগৃহের ল্যাবোরেটরীতে আগুন লাগিয়া বহু ক্ষতি হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় কুল গৃহের বারান্দা পড়িয়া একজন পশ্চিমার মৃত্যু হইয়াছে, ২ জন বিশেষরূপ আহত হইয়াছে। উহা ব্যতীত সহরের অন্যান্য স্থানেও অনেক আহত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে মফঃস্বলে বিশেষ ক্ষতি ও অনেকগুলি লোকের প্রাণহানি হইয়াছে।

—:—

আগরতলায় :—দুর্গাবাড়ী এবং কৃষ্ণকিশোরপ্রাসাদ, ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এবং আরও অনেক গৃহ এবং কুমিল্লার কলেজগৃহের খিলান ফাটিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে ক্ষতি হইয়াছে। সোনাটীতেও অনেক গৃহ ফাটিয়া গিয়াছে এবং কম্পনের সময় বহুলোক রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

—:—

কলিকাতা ঃ—৭।৫০ মিনিটের সময় কলিকাতায় বেশ একটু ভূমিকম্প হইয়াছিল।

—:—

শ্রীরামপুরঃ—রাত্রি ৩টা ৫৭ মিনিটের সময় শ্রীরামপুরে প্রায় ১ মিনিট ব্যাপী ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কোন ক্ষতি হয় নাই।

—

জামালপুরঃ—রাত্রি প্রায় ৩টার সময় প্রায় ১ মিনিটব্যাপী ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল।

—:—

পাটুয়াখালী ঃ—রাত্রি প্রায় ৩টার সময় এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত কোনও ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

—

বরিশাল ঃ—রাত্রি চারিটার সময় এখানে এক মিনিটব্যাপী প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল।

—:—

লালাজী স্বাস্থ্য :—পাঠক শুনিয়া সুখী হইবেন যে লালা লাজপৎ রায়ের স্বাস্থ্য দিন দিনই উন্নতির দিকে চলিতেছে। তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং শরীরের উত্তাপও পূর্ব্বাপেক্ষা কম আছে। সুখের কথা এই যে লালাজী এখন বেশ বল পাইতেছেন। যদি কতদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে পারেন, তবে তিনি আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা লাভ করিতে তাঁহাকে অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

—:—

বৈদেশিক।

জাপানে অনেক সাম্রাজী বাস করে। বিগত ভূমিকম্পের পর প্রলয়ে তাহাদের কি দশা হইয়াছে, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। শুনিতেছি, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইতেছে। ইওকোহামার অনুসন্ধানের যে ফল বাহির হইয়াছে তাহাতে জাপানের অন্যান্য প্রদেশ লোকের নাম আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর নাম আদৌ নাই। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা!

ইটালী গ্রীস বিরোধ—গত ৭ই তারিখে লয়েড জর্জ্জ একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন— ইটালী গ্রীসকে চাপিয়া মারিতেছে অথচ ইংলণ্ড তাহার কোন প্রতিবিধানই করিতে পারিতেছে না। গ্রীস অব নেসনে ব্যাপারটি মীমাংসা করিবার ভার দিবার জন্য ইংলণ্ড যে সৎপরামর্শ দিল তাহা কেহই গ্রাহ্য করিলনা। উহার ফলে এই হইবে যে গ্রীস ভাঙ্গিয়া যাইবে। বাস্তবিক ইটালীর দাবী গ্রাহ্য হওয়ার অর্থ ইউরোপে ইংরাজ সাম্রাজ্যের কোনঠেসা হওয়া।

আলবেনিয়া গবর্ণমেণ্ট লীগকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা ফলকারেন্সের উল্লিখিত সর্ত্তে রাজী আছেন। তবে খুব শীঘ্রই ইটালী যেন কর্ফু পরিত্যাগ করে।

ইটালীর কথা— প্রকাশ যে বার্লিনে হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদিগের শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এবং গ্রীস সে পর্য্যন্ত ইটালী কর্ফু পরিত্যাগ করিবে না।

রুহ্‌রে শান্তির আশা— বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ফ্রান্স কতদূর ছাড়িয়া দিয়া

আলিয়ান্স ও ফ্রান্সের মধ্যে একজন দূত প্রেরিত হইবে। বার্লিনের রাজনীতিকগণও বলিতেছেন যে, ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে জার্ম্মাণী ও ফরাসী সোজাসোজি কথা বলিবে। এদিকে অধিকৃত স্থানসমূহে জনসাধারণকে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আইন্‌ত্রিশ ক্লিক ষ্টেট্— জাতিসঙ্ঘের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, ক্লি ষ্টেটকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

জেনারেল ডি ফনসেকা— ব্রাজিলের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ডি ফনসেকা গত ১০ই তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রাজিলের সম্রাট ডম দ্বিতীয় পেড্রো সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ব্রাজিলের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার কড়া শাসনে দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি ব্রাজিলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসেন। অবশেষে তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

ইউরোপে আবার বিরোধ— কিছুদিন পূর্ব্বে ইটালী গবর্ণমেণ্ট যুগোস্লাভিয়াকে একটি চরম পত্র প্রদান করে। উহাতে এই একটি সর্ত্ত ছিল যে ৯৯ বৎসর পর্য্যন্ত পোর্টো বেরেস ও ডেণ্টা নামক স্থানকে ফ্রিউমের সামিল রাখা হইবে। সম্প্রতি প্রকাশ যে যুগোস্লাভিয়া এই সর্ত্তে রাজী হইবেনা স্থির করিয়াছে। তবে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য যুগোস্লাভিয়া ইটালীর কাছে চরম পত্রের সময় ১৫ই সেপ্টেম্বরের পরে আরও কিছুদিন বাড়াইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

বাত্য রোগে কেলেকিজিয়াঃ—নিশিন্দার কচিপাতা ৵০ আনা ও পিপুলের মূল ।০, জল /৫০ সের, শেষ আধপোয়া এই ক্বাথ প্রত্যহ দু'বেলা পান করিলে বাতরোগ নষ্ট হয়।

ঘোড়া বসানর—মহা সমুদ্রের পাতা ২টী, গোলমরিচ ২টী, কটুই কাঁচার জলে বাটিয়া ঘোড়ার উপর লাগাইলে ঘোড়া বসিয়া যাইবে।

পোড়া—পোদিত মিঠাবিষ, চড়চড়ের মূল ও ছাল, হরীতকী, অনন্ত মূল ও উটিঙ্গের বীজের খাস ও শিরিষ ছাল—সমান ভাগে লইয়া নিজের পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইলে বহুদিনের পোড়া ঘোড়া ভাল হয়।

গণ্ডমালায়—কনকধুতুরার মূলের ছাল, এরণ্ডমূল, নিশিন্দার পাতা, শ্বেত পুনর্ণবা ও সজিনার মূলের ছাল, সমভাগে লইয়া সরিষার তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা ভাল হয়।

বহুমূত্রে—গোটেমূর্ব্বা ।০ আনা, চেঁচোর মূল, বজ্রদুমূর, আমলা, হরীতকী, ধনে ও গন্ধ মুথা, সমান ভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া ৭ দিন দুবেলা খাইলে সকল প্রকারের বহুমূত্রের যন্ত্রণা ও মুহুর্মুহু প্রস্রাব নিবৃত্তি, নিশ্চয়ই আশু উপশমিত হইয়া থাকেন পাঠকগণের নিকট নিবেদন; এই মুষ্টিযোগটী তাঁহারা যেন অবশ্য অবশ্য পরীক্ষা করেন।

সান্নিপাত জ্বরে নস্য—সৈন্ধব ১ ভাগ, সজিনা বীজ ১ ভাগ, সরিষা ১ ভাগ, কুড় ১ ভাগ—ছাগী মূত্রের সহিত বাটিয়া ঐ মলের নস্য করিতে হইবে—এইটী বিশেষ পরীক্ষিত।

অগ্নিদগ্ধ—শরীরের যে কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ ঘৃতকুমারীর পাঁস ও তালের রস সেই স্থলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয় ও ফোস্কা হয় না।

ঘোর-সান্নিপাতে অঞ্জন—তেলাপোকার নাড়ি ৵০ আনা পরিমাণ পেটে মধুর সহিত মর্দ্দিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে সান্নিপাতে চক্ষু দূষিত হইলে চক্ষু ভাল হয় এবং বাতরোগও ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

কৃমি রোগেঃ—বাড়িম ক্বাথ /০ একছটাক ও তিল তৈল ৵০ আনা (ওজন) মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে পান করিলে কোষ্ঠস্থ সমস্ত কৃমি নিঃসৃত হইয়া যায়।

দারুক বাত কালে পার্শ্ব বেদনায় প্রলেপ—রাস্না ।০ তোলা ছরিতা /০ আনা বাকচরিত্রা /০ আনা, শুলফা /০ আনা দেবদারু /০ আনা, জীবন্তী ৵০ আনা, ও মিছরি ৵০ আনা একত্র জলে মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে পুরাতন ঘৃত ও তিল তৈল ২ তোলা পরিমাণ মিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া বেদনাস্থলে পুরুভাবে প্রলেপ দিয়া কলার মাজপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, এইরূপে ৩।৪ দিন ব্যবহার করিলে পার্শ্ববেদনার বিশেষ শান্তি হইবে।

তৃষ্ণা—নৃপা কেতকপর্ণী কেশুর ও চন্দন সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া ১ প্রহর কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ঐ জল পান করিলে তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয়।

মৃগী রোগে নাসিকা হইতে পোকা বাহির করিবার ব্যবস্থাঃ—

লালবর্ণের পদ্মের মূল ও হিঙ্গুল সমভাবে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া চারি অঙ্গুলী প্রমাণ বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে ঐ বাতিতে টাট্‌কা গব্য ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ২ নাকে ২টী বাতি আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে ঐ বর্ত্তিকার আকর্ষণে নাসারন্ধ্র হইতে পোকা বাহির হইয়া ঐ বাতিতে কামড়াইয়া ধরিলে ঐ বাতি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে মৃগীরোগ শান্তি হয়।

মস্তাস্তরে প্রলেপঃ—

কাল নুরুটের ডিমের কুসুম জরদা বেলে সিন্দুর, ও গব্যঘৃত সম পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া একখানি নেকড়ায় মাখাইয়া ঘাড়ে বাঁধিয়া দিতে হইবে—এক দিন ব্যবহার করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়।

অসাধু ষ্টেশন-মাষ্টারের দণ্ড—নিত্য নিরক্ষর যেসকারী অনেক সময়েই অসাধু রেল-কর্ম্মচারীর কবলে পড়িয়া প্রতারিত হয়; যাহে অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্র লোকেরাও ইহাদের গ্রাস হন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের প্রতীকারে রেল কোম্পানী একেবারে উদাসীন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারিত ব্যক্তি রেল প্রতারণা উদ্ঘাটিত করিতে পারে না, এবং ঐ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার উৎসাহও সেখানেই পদে পদে খাইতে হয়। অতএব সমস্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী খুব কড়া কর্ম্মনিষ্ঠ সাধু পুরুষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হউক,—এমন আশায় কেহই বেল কোম্পানীর নিকট করে না। তবে টিকিট বিক্রয়ী ও মালের মাল-ওজনকারী কর্ম্মচারিদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এবং কর্ত্তব্যের কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য, রেল কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। সম্প্রতি কটকের কলিজিয়েট রোড ষ্টেশনের সরকারী ষ্টেশন-মাষ্টার দুইজন উড়িয়া প্রতিবেশীকে ঠকাইয়া ধরা পড়িয়া দণ্ডিত হইয়াছে। ইহাদের নিকট টিকিট ইস্যুর দিয়া ভাড়ার পয়সা উক্ত কর্ম্মচারী আত্মসাৎ করিয়াছিল। টিকিট-কলেক্টরের হাতে পড়িয়া প্রথমতঃ প্রতিবেশীরা লাঞ্ছিত হয় এবং অতিরিক্ত ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু। হতভাগ্য প্রতিবেশীদের পুরুজনের সুকৃতিফলে, টানাটানিতে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়। আদালতের বিচারে ঐ কর্ম্মচারীর ১২৫৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। সমযোগী 'ইংলিশ ম্যান' এই সংবাদ দিয়া বলিয়াছেন, রেলকোম্পানী যদি অন্ততঃ তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটে ইংরাজীর সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষায় ষ্টেশনের নাম ভাড়ার পরিমাণ লিখিয়া দেন, তাহা হইলে এইরূপ প্রতারণা বহুল পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। রেলকোম্পানী এ ব্যবস্থা করিবেন কি?

——

কনেষ্টবলের সৎসাহস—সরকারী প্রচার বিভাগ জানাইতেছেন:— কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত ঘূর্ণী নামক স্থানের অধিবাসী রামধনাথ পালের স্ত্রী গঙ্গা নদীতে স্নান করিতে গিয়া ডুবিয়া যায়। তাহার অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের চীৎকার শুনিয়া হৈজু শেখ নামক একজন কনেষ্টবল দৌড়াইয়া আসে এবং নদীর ধারে দুর হইতে কাপড়েই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করে। কনেষ্টবলটি তাহার সৎসাহসের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছে।

——

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

মূল টীকা এবং গৌড়ীয় ভাষ্য ছাপা হইতেছে।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

সমাদকঃ বিদ্বান্ সমাধ্যায়ঃ।
নিয়মঃ ব্রহ্মচর্য্যেণ সুষ্ঠু সৈন্যাভ্যাসে
আত্মনি যদীষ্টে সমে সতি
নিত্যং সমস্ত সমিতি ভাষা।

গৌড়ীয়

আচার্যঃ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজঃ।
সম্পাদকঃ বিদ্বান্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ
বিদ্যা বিনয়া সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

দ্বিতীয় বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই আশ্বিন ১৩৩৩, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬ | ৭ম সংখ্যা

মঠের উৎপত্তি।

শিক্ষা মন্দিরের নাম মঠ। মধ্যযুগে মঠাদি হইতে ধর্মশিক্ষা প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন শিক্ষাভেদে মঠ গুলিও বিবিধ বিভাগে বিভক্ত ছিল। গৃহে অবস্থান করিয়া সুষ্ঠুভাবে দ্বিতীয় আশ্রম পালনকার্য্যই কর্ম্মনিষ্ঠের শিক্ষা-বিস্তারের কেন্দ্র ছিল। সাধারণ কবিগণ চারিপ্রকার আশ্রম ব্যবস্থা করিয়া চাতুর্বর্ণ্য গৌরীয় গৃহস্থ গুরু দ্বারাই আশ্রম চতুষ্টয়ের কর্ম্মানুযোদিত শিক্ষা বিস্তার করিতেন। এই কর্ম্মমঠের চেষ্টায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডশিক্ষা-বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই কর্ম্মমঠের নানাপ্রকার শিক্ষায় মঠচতুষ্টয় উপস্থিত হওয়ায় শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ প্রচলনের জন্য বিভিন্ন বিহার সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐগুলিও ন্যূনাধিক কর্ম্মবিস্তারক কেন্দ্র। জ্ঞানিগণের মধ্যেও কর্ম্মচাঞ্চল্য ও প্রকৃতিসাহ নিবারণের জন্য গৃহধর্ম্মাশ্রিত উদাসীনের মঠ চইয়াছিল। জ্ঞানমঠগুলি ন্যূনাধিক কর্ম্মমঠের আনুগত্যে সকল জ্ঞানবিভাগের অনুগমনে মঠের কার্য্য প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ম্মমঠ ও জ্ঞান মঠ গুলি বাহ্যজ্ঞানে পরিচালিত হওয়ায় ভক্তিমঠের প্রচার প্রণালীর সহিত তাহাদের মিল না। কর্ম্মশিক্ষা বা জ্ঞান শিক্ষা উভয়েই অবশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই দুই সম্প্রদায় অধিকার বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তিমঠ বৈধিক উপাসনা কাণ্ড আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তিমঠের শিক্ষার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে এই ছইটি শ্লোক পাওয়া যায় —

"প্রায়েণ বেদ ভদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেবো বিমোহিতমিরেত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"
যেঽঙ্গেঽবিলাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

উপনিষৎ যুগে শ্রীভাষ্য ও এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ছইটি শ্লোক দেখা যায় —

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্॥"
"সর্ব্বকর্ম্মাণি অপিকারে মাতরং করোতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীভগবদ্গীতায় এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণাধিকার সম্বন্ধে অসংখ্য বাক্য আমরা পদে পদেই দেখিতে পাই। এই প্রবন্ধে ভক্তিপথের সকল কথা সুষ্ঠু ভাবে বলিবার জন্য কর্মপথের শিক্ষা ও জ্ঞানপথের শিক্ষায় যেসকল সঙ্কীর্ণতা, অসম্পূর্ণতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুদ্ধিমান জনগণের এবং যোগ্য শিষ্যগণের জন্য সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কর্মানুরাগী ও নিজের-ব্রহ্মাণ্ডসন্নিবেশ সম্প্রদায়ের যেসকল শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অবতারবাদের দ্বারা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল দোষ এবং অসম্পূর্ণতা ভক্তিশাস্ত্রে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইয়াছে। আত্মবিদ্গণ তাহাই আলোচনা করেন এবং কর্মী ও জ্ঞানিদিগকে সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া আত্মার নিত্য ধর্ম ভক্তির কথা শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগের স্বরূপ উন্মেষিত করেন। গৃহস্থের গৃহগুলিও শিক্ষা মন্দির বটে, কিন্তু তাহাতে নানা আবর্জ্জনা আছে। গৃহস্থ ধর্মে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুবর্গের হস্তে বিনষ্ট হন। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মপথের অনুগামন করিতে বা জ্ঞানপথে সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারেন না। মুখে ভগবদ্বিদ্বেষ না করিলেও তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ ভগবদ্বিদ্বেষ, ভক্তি বিদ্বেষ ও ভক্ত বিদ্বেষে চইয়া পড়ে। জীবাত্মা স্বরূপ-বিস্মৃতিফলেই আপনাকে কর্মী বা জ্ঞানিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে। বেশিকের নিকট অন্তেবাসীর শাস্ত্রশিক্ষাই ত্রিবিধ পথের বৈচিত্রের উদাহরণ। বেশিকের গৃহই জীবের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া জীব কর্মপথের পথিক হইয়া যান কুকর্মরত অজ্ঞাতিলাষীর অত্যাচার হইতে আপনাকে পরিত্রাণ লাভ করান। আশ্রমচতুষ্টয়ে যেসকল অসদাচার প্রবেশ করিয়াছে, আচার্য্য সেবানিরত ব্রহ্মচারী বেশিকের কার্য্য করিয়া তাহা দূরীকৃত করিয়া কর্ম্মিসমাজের মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দৃঢ়ব্রতী হইয়া জীবদশায় তত্ত্বালোচনায় বিরত হন, তাঁহারাই সমাবর্ত্তন করিয়া বেশিকের গৃহ হইতে বেশিকের অনুমতিক্রমে সংসার ধর্ম গ্রহণ করেন। যে কালে বৈদিক কর্মানুশাসন ম্লান হইয়া গেল, সেই কালেই গৃহস্থাশ্রমে নানা প্রকার দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছিল। অনেকে গৃহস্থ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহব্রতধর্মকেই গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া বসিলেন।

গৃহে গিয়া বেশিকের সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া জীব যখন রিপুবর্গের বশবর্ত্তী হইল, সেইকালে ভক্তাভিলাষিতায় প্রবৃত্ত হওয়ায় সৎকর্ম পরিহার পূর্ব্বক অসৎকর্মেও তাঁহার রুচি হইল। এই অসৎকর্মফলে গৃহব্রতধর্মবলে যে সকল সন্তান উৎপত্তিলাভ করিল, তাহাদের অনেকের রুচি পিতৃপ্রদর্শিত পথ হইতে এবং পিতৃমেশিকের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। কর্মকাণ্ডপর জনগণ রিপুর বশবর্ত্তিতাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া ব্যক্ত হইলেন এবং প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী হইয়া পাশ্চাত্য গৃহব্রতাশ্রমের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিলেন, এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের ব্রহ্মসূত্র দর্শন অনেক স্থলে কুকর্মে পরিণত হইল। কতগুলি লোক কর্মপথের রোচাই লিয়া পবিত্রব্রহ্মসূত্রকে কার্পাসসূত্র মনে করিতে লাগিল, কতিপয় ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের মায়াবাদ ব্যাখ্যায় অক্ষজজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া অধোক্ষজসেবা বিস্মৃত হইল। গুরুসেবারহিত হইয়া এই কর্ম ও জ্ঞানপরিণত সম্প্রদায়দ্বয়ের যেরূপ দূষিত পরিণাম বর্ত্তমানকালে দেখা যায়, তাহাতে ভক্তিমঠের পুনঃ স্থাপন ব্যতীত পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দের আর অন্য কোন প্রকার মঙ্গল নাই। বর্ণবিচারের ব্যভিচারক্রমে কর্মকাণ্ড ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে, জ্ঞানকাণ্ডের অতিচারক্রমে ভক্তবিদ্বেষের অবরোহপন্থাশ্রিত জ্ঞানী অনেক কংসরাসন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি বিষ্ণুবিদ্বেষী অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া প্রচারণা করিতে আসিয়াও ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু ধারণা অক্ষজ জ্ঞানে একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলার অব্যবহিত পরেই কয়েকটী ভক্তিমঠ ও আচার্য্যগৃহ ভক্তিপথের সংরক্ষণ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও স্মার্ত্ত ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের অত্যাচারে ভক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীরামানুজের প্রকটকালের অব্যবহিত পরে কতিপয় ত্রিদণ্ডি মঠ ভক্তিমঠের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আচার্য্যগৃহগুলি তাঁহাদের মঠের গৌরব সংরক্ষণে ব্যাঘাত করায় সেইগুলিও ক্ষীণ-

প্রভৃতি হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিদণ্ডি শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য পরমার্থধারায় শ্রীধর স্বামিপাদকে অধস্তন সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াও শুদ্ধবিষ্ণুভক্তের মনোভাব সংরক্ষণ করেন নাই। শ্রীমন্ মধ্বমুনি বিষ্ণুভক্তির অনুকূলে কতকগুলি আচার্য্যগুরু স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, তাহা দেশবিশেষেই আবদ্ধ আছে। শ্রীমধ্বমুনির উত্তরাধি মঠ আজও ভারতবর্ষে শ্রীমান্ গৌড়ীয়গণের পরমানন্দ স্মৃতি বিধান করিতেছেন। তত্রত্য উদীচীর কৃষ্ণপুর, পুত্তী, স্বাদী, পেজাবর, অষ্টনাড়ু, কণ্ড্রড়, পলনাড়ু এবং বুলাষর চিক্, মলকটি প্রভৃতি মঠ-সকল কর্ম্মমঠ ও জ্ঞান মঠের অকর্ম্মণ্যতার ভোরূপস্বরূপ বর্ত্তমান। আচার্য্যের অভাবে কোন কোনস্থলে মঠের গৌরব বাধাপ্রাপ্ত হইলে ও সেই পূর্ব্বস্মৃতির তাহা হইতে প্রভূতভাবে উদ্দীপন হইতেছে। শ্রীনিম্বার্কীয় কাদড়াগুলি নানাপ্রকারে উপদ্রুত হইলেও বৈষ্ণবাচার্য্যের ভক্তিপ্রচারের চিহ্ন রক্ষা করিতেছে। তবে কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভক্তবিদ্বেষিগণ বলিতে পারেন যে, ঐ মঠ গুলিও ন্যূনাধিক তাঁহাদের ভোগ ও ত্যাগের সমর্থন করিতেছে—শুদ্ধভক্তি প্রচারের তাঁহাদের তাদৃশ যত্ন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামধারী সমাজেও প্রাকৃত সহজিয়াগণের আখড়াগুলিও সেরূপ প্রশংসনীয় উপাদানে গঠিত হইতেছে না। সেগুলি নির্গুণ বিষ্ণুনিকেতন না হওয়ায় মিছাভক্তগণের রাজস ও তামস বাসনের পরমার্থিগণের সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কর্ম্মী ও জ্ঞানী ও মিছাভক্ত মঠগুলির অকর্ম্মণ্যতা ও গুণাশ্রয় এবং নির্গুণ কৃষ্ণবস্তুর মহিমা সম্যক্‌রূপে পুনরায় জগতে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠ কয়েকবৎসর যাবৎই কলিকাতায় বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। একমাসব্যাপী উৎসবে সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় আপনারা ব্যাপৃত থাকিয়া এবং আহূত সর্ব্বসাধারণকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া মঠবাসিগণ শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভের যত্ন করিয়াছেন। গৌড়ীয় মঠ কিছু ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের ইন্দ্রিয়তর্পণের কেন্দ্র নহে। যে বা যাহারা কিছুমাত্র স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ বা হরিবিমুখিনী চেষ্টা প্রদর্শন করিবে, সে বা তাহারা কোন দিনই গৌড়ীয় মঠে আশ্রয় বা প্রশ্রয় পায় না। কারণ যেখানে কৃষ্ণসেবা, তথায় মায়ার সেবা নাই, যেখানে মায়ার সেবা, তথায় কৃষ্ণসেবা নাই, জানিতে হইবে। গৌড়ীয় মঠ যে কেবল সনাতন বিষ্ণুধর্ম্মের স্বাহন্ত্রীকৃত অনুষ্ঠান, তাহা নহে, পরন্তু কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি গৃহস্থ, কি অন্যান্য সকল বর্ণ, সকল আশ্রম নির্ব্বিশেষে সকলেরই তথায় হরিসেবায় অধিকার আছে। তথায় একমাত্র নিষেধ এই যে, মঠে কৃষ্ণভক্তিহীন অন্যাভিলাষী, কৃষ্ণভক্তিহীন কর্ম্মভোগকামী কর্ম্মী, কৃষ্ণভক্তিহীন জ্ঞানত্যাগকামী মুমুক্ষু জ্ঞানীর আদর নাই। "অন্তরে কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণনিষ্ঠার অনুকূলে বাহ্যে লোকাচার" ইহাই মঠের একমাত্র বিশেষত্ব। মাসব্যাপী বিষ্ণু ভজন ও ভাগবত সেবাদক্ষ শিক্ষিত বহু কীর্ত্তনকারী উদ্গাতা নিজেন্দ্রিয় কামরূপ পশুকে বলি প্রদান করিয়া কৃষ্ণসেবামৃতরস পান করিয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন এবং অপর বহু সুকৃতি সম্পন্ন স্ত্রী পুরুষকে সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্য করিয়াছেন। উৎসবের দিন ভোর ৪ ঘটিকার সময় কৃষ্ণকীর্ত্তনের কুহকঝঙ্কারেই হউক, শাঙ্খের অনবধান নৈবেদ্যই হউক, হঠাৎ শুষ্কতাহরিত তৈল প্রজ্বলিত হইয়া অল্পঘটিকা মধ্যেই ভীষণ অগ্নি মঠের দ্বিতলস্থিত বৃহৎ পর্ণনির্ম্মিত ছাউনিটী লোল রসনা বিস্তার করিয়া দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত করিয়া নিবৃত্ত হইল, তথাপি বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া দ্বিগুণোৎসাহে উৎসাহিত সেবকবৃন্দের শ্রীগুরুকৃপালব্ধ সম্বন্ধজ্ঞানই সেই সেবাযজ্ঞের হোমানলের স্বরূপ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবোপযোগী কোন উপকরণই অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় নাই। আহূত, অনাহূত এবং স্থানীয় আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই বুঝিয়াছেন যে, যেখানে ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা বর্ত্তমান, তথায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজমান। সেবক সেবার অভাবে সেব্যের সান্নিধ্য লাভ করেন, কারণ সেবা, সেব্য ও সেবক এক বৈচিত্র্যময় অন্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, তথায় তিনি নিত্যকাল প্রিয় সেবকগণকে কৃষ্ণসেবা-বিরোধী মায়াবাদ হরিনামাপরাধ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভক্তবৎসলও আর কেহ নাই, আর কৃষ্ণভক্তের ন্যায় একান্ত কৃষ্ণপ্রাণ বিশ্বস্ত সেবক ও আর কোথাও নাই।

উৎসবের দিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয় ঘটিকার পর্য্যন্ত অবিরাম নামসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছিল। অপরদিকে কি ধনী, কি নির্ধন, কি উচ্চ, কি নীচ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ সম্প্রদায়ের নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য বৃন্দবনিতা সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অপূর্ব্ব আস্বাদযুক্ত বৈচিত্র্যময় মহাপ্রসাদ অনবরত বিতরণ করা হইয়াছিল। আবাল বৃদ্ধের সম্বর্দ্ধনার পরিবর্ত্তে সহস্র সহস্র সাধারণকে উহার পূর্ণ করাইয়া পরিতোষরূপে মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। মঠ সেবকগণের সকলেই উৎসাহোৎফুল্ল হইয়া হরিসেবা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—কেহই বিন্দুমাত্র কৃপণতা, কুণ্ঠতা বা আলস্য বোধ করেন নাই। স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী ভক্তবৃন্দও ভক্ত ভবন নানা কার্য্যে মঠবাসিগণের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা প্রত্যেকেই মঠবাসীর ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে যিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র নানাবিধ হরিকথা-প্রচারানুষ্ঠানাবলীর মূল স্বত্বস্বরূপ, যিনি হরিবিমুখ জগতের ক্লেশ-দর্শনে অন্তরে নিতান্ত কাতর হইয়া বিশ্ববাসীকে হরি-উন্মুখীকরণে মূর্ত্তিমান্ উৎসাহস্বরূপ, যিনি স্বয়ং সর্ব্বাসুনাভিতপর হইয়া স্বপনে স্বপনে জাগরণে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নির্ব্বাসিক সেবানুষ্ঠানে রত হইয়া জগতে শুদ্ধভক্তির নির্ম্মল আদর্শ স্বরূপ, সুস্বাস্থ্যের কথা দূরে থাকুক, অসহ্য নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা অসীম ধৈর্য্যসহকারে বরণ করিয়া সর্ব্ববিধ-বিঘ্ন সঙ্কোচ দূরে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার কোমল হৃদয় সর্ব্বক্ষণ পরমোল্লাস সহকারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-চিন্তায় নিয়োজিত থাকে, সেই ধীমান্ আমায়িকস্বভাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে, যত্নে ও উৎসাহে অন্যান্য প্রচারানুষ্ঠানাবলীর ন্যায় এত বিরাট উৎসবটীও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া সমাগত ভক্ত অভক্ত সকলের হৃদয়েই হরিসেবার উৎসাহবারি সিঞ্চন করিয়াছে।

—:—

আচার্য্যতত্ত্ব।

আ+চর্ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় দ্বারা 'আচার্য্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'চর' ধাতুর অর্থ গমন করা। অর্থাৎ যিনি সদাচারভাবে গমন করিয়া থাকেন এবং যাঁহাকে অনুগমন করিয়া অপর ব্যক্তি সকল শিক্ষা লাভ করিতে পারে তিনিই আচার্য্যপদবাচ্য। সুতরাং আচার্য্যের গমন অসৎ হইলে অনুগমনকারিগণেরও গমন অসৎ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন ইতর লোকগণ তাহাই করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা প্রমাণ করেন লোক সকল তাহারই অনুবর্ত্তন করেন।

আচার্য্যলক্ষণ বায়ুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

যিনি সদ্গুরুর নিকট উপনয়ন হইয়া যথারীতি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন, অপরকে আচারে স্থাপিত করেন এবং স্বয়ং আচারের অনুষ্ঠান করেন, তিনি 'আচার্য্য' বলিয়া কথিত। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪০ শ্লোকে আচার্য্যলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দান পূর্ব্বক শিষ্যকে যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষৎ সহ বেদ অধ্যয়ন করান তাহাকে "আচার্য্য" বলে।

অতএব বায়ুপুরাণ ও মনুবাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইল যে যিনি আচার্য্য হইবেন তিনি সদ্গুরুর নিকটে অভিগমন করিয়া প্রথমতঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ হইবেন। যিনি সদ্গুরুর নিকট অভিগমন করেন নাই তিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিৎ হইতে পারেন না। সুতরাং যাহারা কৌলিক

বা লৌকিক প্রথানুসারে নিজমুখে অযোগ্য গুরু স্বীকার পূর্ব্বক আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী হন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে "আচার্য্য" পদবীলাভ না করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে 'যদিক্' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন। বেদ বলিয়াছেন—'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ—আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন অপরে নহে সুতরাং আচার্য্যবান্ পুরুষই একমাত্র 'আচার্য্য' হইতে পারেন। তাই সৃষ্টির প্রথম হইতেই দেখা যায় আদি আচার্য্য শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। মুণ্ডকোপনিষদে দেখা যায় ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে সেই ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। অথর্ব্বা অঙ্গিরাকে তাহা উপদেশ করেন। "শৌনকো হবৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।" শৌনক শাস্ত্রবিধি অনুসারে আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর রামানুজ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সকল আচার্য্যগণই সদ্গুরুর নিকট উপসন্ন হইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, হলদেব স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পর্য্যন্ত আচার্য্যবান্ হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতরের শেষে দেখিতে পাই

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যাঁহার শ্রীভগবানে ও গুরুদেবে পরাভক্তি আছে তাঁহারই নিকট শ্বেতাশ্বতর উপদিষ্ট উপদেশ সমূহ প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই আচার্য্য স্বয়ং আচারবান্ হইয়া অপরকে সংস্থাপিত করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন—

আচার করয়ে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

অতএব আচার্য্যগণ যুগপৎ আচার ও প্রচার করিয়া থাকেন। আচারবিহীন প্রচার নিষ্ফল। আচার বাদ দিয়া আচার্য্য কথার কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা সকলেই যুগপৎ আচারবান্ ও প্রচারক ছিলেন।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে আচার্য্য শাস্ত্রের সৎ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। যুগে যুগে সত্যধর্ম্ম লোক-লোচনের নিকট আচ্ছাদিত হইতে পারে। ভগবান, ধর্ম্ম গ্লানি দূর করিবার জন্য কখনও স্বয়ং কখনও শক্তি আবিষ্ট করিয়া আচার্য্যগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণ যুগ প্রয়োজনানুসারে শাস্ত্রীয় বিধিটী মূলতঃ ঠিক রাখিয়া কোনও একটী বিশেষ বিধি প্রচলন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে পারেন। এই স্বাধীনতা আচার্য্যগণ ভগবানের আদেশই প্রাপ্ত হন। যেমন আচার্য্য শঙ্কর অসুরমোহনের জন্য নির্ব্বিশেষবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজ বৈদিক এক দণ্ড সন্ন্যাস না নিয়া বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের ভিত্তির উপর বিষ্ণুউপাসনা সংস্থাপন জন্য পূর্ব্বপ্রথামত তরঙ্গনগণ শূদ্র কুলোদ্ভূত বালকগণকে পঞ্চসংস্কার দান করাইয়া দ্বিজত্ব উৎপন্ন করতঃ যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত পদ্ধতি অনুসারে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করাইয়া বেদমাতা সাবিত্রী দীক্ষা দান করিয়া বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণত্বের অভাব নাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যও এ বিষয়ে প্রচার করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবানুচর শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীও সৎক্রিয়া দীপিকা গ্রন্থে উহাই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু হরিনাম প্রভুর দীক্ষাকালে তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব আচার্য্যগণের লোক-হিতকর বিধানকে যাহারা অমান্য করে তাহারা নিজের পায়ে কুঠার নিক্ষেপ করে। আচার্য্যগণের লোকহিতকর চেষ্টা দ্বারা কতিপয় স্বার্থপর ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের ক্ষতি হয় বলিয়া তাহারা সেই সকল কার্য্যে বাধা প্রদান

করিলেও সমবায়ে আচার্য্যদেবের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আচার্য্য উপদিষ্ট বিধান গৃহীত হইয়া জন-সমাজের কল্যাণকর হয়।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত এই যে আচার্য্য শিষ্যকে সমজাতীয়রূপে বরণ করিয়া তৎপরে তাহাকে দীক্ষাশিক্ষাদি দিবেন। শাস্ত্রে শিষ্যকে পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব যেখানে গুরু শিষ্য পিতাপুত্রে সম্বন্ধ সেখানে যদি শিষ্যকে অশূদ্র রাখা হয় তাহা হইলে পরস্পর প্রীতি সম্পাদিত হইতে পারে না। উভয়েই সমজাতীয় কিন্তু গুরুদেব শিষ্যের ভ্রাতা, শিষ্য গুরুদেবের স্নেহভাজন। যেমন জীব ও ভগবানে পরস্পর সম্বন্ধ তদ্রূপ। শাস্ত্র বলেন "নাদেব দেবমর্চ্চয়েৎ"—অদেব কখনও দেবতাকে অর্চ্চনা করিতে পারে না। নারদ পঞ্চরাত্রে (ভরদ্বাজসংহিতা ২য় ২৪ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়,—

স্বয়ং ব্রহ্মর্ষি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যগণ পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। সুতরাং শিষ্য আচার্য্যের পুত্র স্বরূপ। অতএব আচার্য্য শিষ্যকে বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া যথার্থ উপদেশ করিবেন—ইহাই আচার্য্যের প্রতি শাস্ত্রের বিধি। মহাভারতও এই কথা বলেন,—

শূদ্রযোনিমপি প্রাপ্তো বিদ্যো ভবতি সংস্কৃতঃ।

শূদ্রকুলোদ্ভূত বালকও আগমসম্পন্ন হইলে সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজ হয়। ছান্দোগ্য সত্যকাম ও হারিদ্রুমত গৌতম আখ্যায়িকা দ্বারা তাহাই সমর্থন করেন। অন্যথা আচার্য্যের পতিতা ঘটে। শূদ্রকে শূদ্র রাখিয়া উপদেশ দান করিলে ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে শ্রাদ্ধপাত্র নির্ণয় নামক ৩৪ অধ্যায়ে দেখা যায়।

এতান্ বিদ্ধি মহাবাহো অপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
শূদ্রাপামুপদেশস্থ যে কুর্ব্বন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ॥

যে সকল অল্পবুদ্ধি দ্বিজাধম শূদ্রদিগকে উপদেশ করেন তাহাদিগকে অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া জানিবে। অতএব আচার্য্য নিশ্চয়ই সুবুদ্ধিমান হইবেন। যাহাতে নিজের ও শিষ্যের পাতিত্য না ঘটে ও শিষ্যের সহিত কপটতা না করিয়া তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী করা যায় তাহাই আচার্য্যের কর্ত্তব্য।

দৈব বর্ণাশ্রম।

সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব ও আসুর বর্ণাশ্রমের চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব জীব মায়াকবলিত হইয়া জগতে আগমন করে। বদ্ধাবস্থায় জীবের শুদ্ধসত্ত্বা বা নির্গুণ অবস্থা প্রাকৃত গুণান্বিত হইয়া প্রকাশিত থাকে। যেমন মুকুরের উপরিভাগে বহির্দ্দেশের আবর্জ্জনা রাশি আসিয়া প্রতিবিম্ব দর্শনে ব্যাঘাত ঘটায় কিন্তু স্বরূপ মুকুরের স্বচ্ছতার হানি হয় না, আবর্জ্জনা অপগত হইলেই আবার পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ জীব যখন প্রাকৃত জগতের মলিনতার দ্বারা আবৃত হয় তখন জীব-হৃদয়ে পরেশানুভবের ব্যাঘাত ঘটে। পুনরায় শুদ্ধসত্ত্ব রূপ স্বরূপলাভে জীবের স্বাস্থ্যাবস্থা প্রাপ্তি হয়। যে সকল স্বভাব যে সকল অবস্থানে অবস্থিত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ উপলব্ধির সহায়তা করে তাহাদিগকে দৈব বর্ণ ও দৈব আশ্রম বলিয়া থাকে এবং যাহা দ্বারা স্বরূপ উপলব্ধির ব্যাঘাত হয় তাহারা আসুর বর্ণ ও আসুর আশ্রম নামে পরিচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দৈব বর্ণাশ্রম লাভে প্রযত্ন করেন এবং পশুস্বভাব ব্যক্তিগণের আসুরবর্ণাশ্রমেই রতি দেখা যায়। যথা শ্রীগীতায় ১৬।৬

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।"

এই জগতে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি দৃষ্ট হয় দৈব ও আসুর। দৈব বর্ণের লক্ষণ শ্রীগীতা বর্ণন করিয়াছেন,—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের অভয় অবস্থা। সেখান হইতে আর পতন নাই। অর্থাৎ জীব যখন নিজস্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করেন তখনই পরম সাম্য লাভ করিয়া থাকে। অতএব যে জাত পুরুষের দান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ভগবদ্বন্ধের কর্ম, শাস্ত্রপাঠ, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, দয়া, নিলোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা, প্রভৃতি দৈবী সম্পদ লাভ হয় তাহাকে দৈব বর্ণাশ্রমী বলা হয় এবং অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তরূপে বর্ণভেদ জানে না। শৌচ, আচার ও সত্যনিষ্ঠা তাহাদের নাই। তাহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কামক্রোধপরায়ণ হইয়াও কামভোগের জন্য অন্যায় উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ে চেষ্টা করে। তাহারা মনে করে আজ এই অর্থলাভ হইল, এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এই অর্থ আছে, পুনরায় এই ধন লাভ হইবে। এইরূপে কেবল অর্থপ্রাপ্তিরই গণনা করে। আবার মনে করে আমিই ঈশ্বর, সকল বস্তু আমার ভোগের জন্য সৃষ্ট, আমি সিদ্ধ, আমিই সুখী। আমি সম্পন্ন ব্যক্তি, আমি কুলীন। আমার ন্যায় আর কে আছে? তাহারা স্বীয় দেহ ও পর দেহে অবস্থিত পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে, এবং সাধুগণের ওপর দোষারোপ করিয়া থাকে।

পদ্মপুরাণ শ্রীবৈষ্ণবনিন্দার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥

যাঁহারা বিষ্ণুতে ভক্তিবিশিষ্ট তাহারা দৈব এবং যাঁহারা অভক্তিবিশিষ্ট জীব তাহারা আসুর সৃষ্টি। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান তাঁহার নিকট দেবতাবৃন্দ সমস্ত গুণের সহিত বিরাজিত। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির সদ্‌গুণ কোথায়? কারণ তাহাদের মনোরথ অসদ্ বিষয়ে ধাবিত। ভগবদ্ভক্তিহীনের আভিজাত্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন, জপ, তপ কেবল প্রাকৃত লোকরঞ্জন করিতে পারে। যেমন মৃত সুন্দরী ললনার গাত্রে নানাবিধ বেশ ভূষা নিরর্থক তদ্রূপ। ভগবদ্ভক্তিই জীবের প্রাণ স্বরূপ। চর্ম্মময় মৃগ ও কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহকে যত্নসহকারে রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা মৃগ বা সিংহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অতএব গুণেরই সর্ব্বত্র আদর। মূর্খলোকেরাই ভস্ম, কৃমিকীট বা বিষ্ঠার পরিণতি-শীল দেহের আদর করিয়া থাকে। শ্রীভগবান গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পিতার কার্য্য-প্রণালী সুপুত্রগণ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন যদি ভগবানের এই অভিমত হইত যে গুণ কর্ম্ম বিধানটী একবার মাত্র স্থিরীকৃত হইয়াই চিরকাল চলিতে থাকিবে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সন্তান তৎ তৎ গুণসম্পন্ন হইবেন তবে বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইত না। তবে ব্রাহ্মণ বিশ্বশ্রবা পুত্র রাবণ বিষ্ণুদ্বেষী হইতেন না। আবার দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত হইতেন না। বেদ আজ্ঞার গুণদর্শনে গোত্র নির্ণয় করিতেন না। গৌরাদিবর্ণগণ গুণ দেখিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবত স্বভাবদর্শনে বর্ণনির্ণয়ে আদেশ করিতেন না। ততদিন পর্য্যন্ত দৈব বর্ণাশ্রম সংস্থাপিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত পরমার্থ বা জগতের কোনও মহৎকার্য্যে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। এইজন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু রায়রামানন্দ মুখে দৈব বর্ণাশ্রমই পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপান বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৮ম বিষ্ণুপুরাণ ধৃত শ্লোক,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। ইহা ব্যতীত বিষ্ণুপ্রীতি লাভের আর অন্য উপায় নাই।

শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজনুকূলনিধি, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিজগতের মূলপুরুষ, সত্যের একনিষ্ঠ উপাসক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় কৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উপসংহারে বিবৃত হইল।

প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না, যে স্বভাবজ বন্ধনটী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। মহৎলোকের সন্তান মহৎ হয় ইহাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐ প্রকার অধঃপরম্পরা পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অন্তরঙ্গ মর্ত্তবিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়াতে যে বিপদ আশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। সুবিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ হিতৈষিতার লক্ষণ। অতএব হে স্বদেশ-হিতৈষিমহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ ব্যবস্থা সকল নির্ম্মল করতঃ প্রচলিত করুন। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য।" ঈশ্বর ভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।" শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, ২০৫ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় সংস্করণ।

দোষ-চতুষ্টয়।

তট শব্দে জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বুঝায়। সমুদ্রের তীরে যে স্থান সর্ব্বদা শুষ্ক বা জলময় থাকিতে পারে না তাহাই তট। তরঙ্গ আসিয়া যখন সেই তটকে প্লাবিত করে, তখন উহা সমুদ্রের অংশরূপে এবং তরঙ্গাপসৃত অবস্থায় স্থলাংশরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের তটস্থা-শক্তি হইতে জাত জীবগণ, সমুদ্র তটের ন্যায় তটধর্ম্ম নিবন্ধন, কখনও ঈশ-বিমুখতাহেতু পরাক্ স্রোতে মগ্ন হইয়া ভোক্তৃবুদ্ধিতে অনিত্য বিষয় সংগ্রহে ব্যস্ত এবং কখনও বা প্রত্যক্‌গতি লাভ করতঃ সেবকবুদ্ধিতে অন্যাভিলাষিতা শূন্যহৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে নিযুক্ত হইতে সমর্থ। যাহারা কিঞ্চিৎ মাত্রও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে তাঁহাদের হৃদয় কোনও সময়ে বিষয় ভোগে এবং কখনও বা ভগবচ্চর্চ্চায় মগ্ন হইয়া থাকে। কবীর-দাস নামক জনৈক ভক্ত প্রত্যক্ গতি উপস্থিত হইলে বলিতেন "আয়াউন্নী কবীরকো—ভুল গেয়া সকল শরীর" অর্থাৎ এখন কবীরের প্রত্যক্ গতি লাভ হইয়াছে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে।

সাধুসঙ্গে সদালোচনা হয় এবং একমাত্র তৎপ্রভাবেই জীবকুল প্রত্যক্-গতির আস্বাদন পাইতে পারে। উহা আর অন্য কোনও উপায়ে জ্ঞাতব্য নহে এবং তজ্জন্যই কোনও মহাপুরুষ বলিয়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" সংজ্ঞন অর্থে শুদ্ধ ভক্ত, যাহার সঙ্গলাভ আবার শ্রীভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। যদিও শ্রীভগবান জীবের কল্যাণার্থে তদীয় কৃপারজ্জু সর্ব্বদাই ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন (অর্থাৎ শ্রীনামরূপে, শাস্ত্ররূপে ও গুরুকর্ণধাররূপে মর্ত্যধামে প্রকট আছেন), দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা ধারণ করিয়া ভবকূপ হইতে উর্দ্ধে উঠিবার জন্য ভোগাসক্ত জীবের প্রবৃত্তি লাভ হয় না। এই কারণে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন "ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনও ভাগ্যবান জীব।

শুদ্ধ ভক্ত কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ।" অর্থাৎ ভাগ্যবান জীবই ভগবৎকৃপালাভের অধিকারী। সুকৃতিশালী জীবকেই ভাগ্যবান কহে; যেহেতু ভক্তিশাস্ত্রে বহু-ধন-জন-পূর্ণ আস্তিকা বুদ্ধি বিহীন ব্যক্তিকে "অভক্ত—হীন—ছার" এইরূপ দুর্ভাগ্যসূচক বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। অজ্ঞ লোকে ধনী বা বহু পুত্র কলত্রাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভাগ্যবান বলিয়া বুঝিলেও বিজ্ঞলোকের চক্ষে সে কিন্তু সুকৃতিহীন এবং ভগবৎকৃপা-গ্রহণের অযোগ্য। অতএব কৃপারজ্জু লাভ করিতে হইলে সুকৃতিসঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই সুকৃতি, ভোগাসক্ত জীব প্রথমাবস্থায় ইচ্ছা পূর্ব্বক (বা জ্ঞাত-সারে) লাভ করিতে পারে না। শিশুকালে (অর্থাৎ বুদ্ধির অপরিপক্কাবস্থায়) আত্মীয়বর্গ দ্বারা অজ্ঞাতসারে ভগবৎপ্রসাদচরণামৃতাদি সেবন, ভগবানের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি দর্শন এবং শুদ্ধ ভক্তের সাক্ষাৎকারাদি ব্যাপার হইতে সুকৃতি সঞ্চিত হইয়া থাকে। আবার বয়ঃপ্রাপ্তিদশায় বন্ধুবর্গের অনুরোধে, হেলাপূর্ব্বক কিম্বা প্রতিষ্ঠাদির আশায়, যে সাধুসেবা, সৎসঙ্গ ও পারমার্থিক আলোচনা কৃত হয়, যেন-তেন ছলে যে ভগবৎ-লীলাকথা শ্রবণ গোচর হইয়া থাকে, ইহামুত্র ফলভোগকামনায় যে ভক্ত ও ভগবৎসেবা সাধিত হইতে দেখা যায় এবং গঙ্গাদিকা প্রবাহ ছায়ানুসারে, অপর ব্যক্তিকে করিতে দেখিয়া, অনুচিকীর্ষা বশতঃ যে ভক্ত্যনুষ্ঠানের চেষ্টা করা যায় ইত্যাদি নানা উপায়েও সুকৃতি-সঞ্চয় হইতে পারে। এবংপ্রকারে কিয়ৎপরিমাণে তিল তিল করিয়া সুকৃতি সঞ্চিত হইলে, জ্ঞাতসারে (বা ইচ্ছা পূর্ব্বক) তৎসঞ্চয়ের রুচি উদিত হইয়া থাকে এবং সেই উদিত-রুচির বশবর্ত্তী হইয়া বহুল পরিমাণে সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে, সেই পুঞ্জীভূত সুকৃতির প্রভাবে (অর্থাৎ যেসে) সৎসঙ্গ করিবার পিপাসা স্বতঃই ফুটিয়া উঠে, যাহার ফলে নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া যায় এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ভক্ত-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রবণে চিত্তবিক্রীত হওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। বিন্দু বিন্দু জল একত্রিত হইয়া যেমন বড় বড় বাঁধকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে এবং তৃণগুলিকে একত্রিত করিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিলে যেমন মত্ত মাতঙ্গকেও বাঁধিয়া রাখা যাইতে পারে, তদ্রূপ পুঞ্জীভূত সুকৃতির সামর্থ্যে অনর্থের দ্বারস্বরূপ, অনাদিকাল হইতে তীব্র বেগে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে যে পরাক্‌স্রোতরূপ জড়ভোগ, তাহার গতিকে চিরস্তিত করতঃ তদাশ্রয়রূপ জীবকে পরিশুদ্ধ ও পরিমুক্ত করণানন্তর যে ভগবৎলাভ চিরবদ্ধ করিতে পারে তাহার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

অনাদিকাল হইতে বদ্ধ জীবসমূহ পরাক্ স্রোতে ভাসমান এবং স্বীয়-বিস্মৃতিই এই দুর্দ্দশার কারণ। ভগবৎশক্তি মায়া,—স্বীয় অধীশ্বরের প্রতি যদি কোনও জীবকে আসক্তি হীন হইতে দেখেন, তৎক্ষণাৎই তিনি তাবকসীর ন্যায় তৎরচিত এই দৃশ্যমান জগতে তাহাকে প্রেরণ করতঃ নানাপ্রকার যন্ত্রণায় ভিতর দিয়া সংশোধিত করিয়া থাকেন এবং যাবৎ না পুনরায় শ্রীভগবানের সেবার্থে বদ্ধপরিকর হইতে দেখেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বীয় বিক্রম সঙ্কোচিত করেন না। এই মায়িক বিক্রমকেই শাস্ত্রে পরাক্ স্রোত শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মায়ার বিক্রমকে বিশ্লেষণ করিলে উহাকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সেই চতুর্ব্বিধ বিভক্ত মায়িক বিক্রমের নাম ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব। ইহাদিগকে বুদ্ধির দোষচতুষ্টয়ও বলা হয়। যাবৎ না ভ্রম প্রমাদাদির স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং তদনন্তর উহাদের নির্ম্মূলনের জন্য যত্ন করা হয়, তাবৎকালই উহারা জীবহৃদয়ে মোহ উৎপাদন করতঃ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ থাকে। পরিজ্ঞাত হইয়া উহাদের কৃত মায়াজাল ছিন্ন করিতে যিনি পারক হইয়াছেন, তাহারই হৃদয়ে বিশ্বাস্থান উদিত হয়। কুলবধূর সহ-পুরুষ মিলনকালে হঠাৎ স্বামী উপস্থিত হইলে সে যেমন অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে চলিয়া যায়, তদ্রূপ ভ্রমপ্রমাদাদিও তত্ত্বদর্শী জনের নিকট অধোক্ষজজ্ঞান উদিত হইয়াছে দেখিয়া মোহজাল বিস্তারে অসমর্থতা প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে তথা হইতে পলায়ন করে। সূর্য্যালোকে দীপালোক যেমন প্রভা বিস্তারে অক্ষম এবং

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গে যে কুজ্ঝটিকা দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া যায়, তখন অধোক্ষজ জ্ঞানোদয়ে ভ্রম-প্রমাদাদি, মোহজাল প্রসারণে অসমর্থতা প্রযুক্ত, তৎক্ষণাৎ সর্পের ন্যায় তদাশ্রয় জীবের নিকট সেচ্ছাক্রমে পলায়ন করে এবং তমসের সাথে দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই প্রমাদাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। যাহারা বিশেষ-বিচারক্ষম, তাহাদের কর্ত্তব্য শুদ্ধ তর্কের সঙ্গ করা। যে ব্যক্তির হৃদয়ে অপসিদ্ধান্তমূলক কুসংস্কার অধিক পরিমাণে প্রবেশ করে নাই, তিনি যদি অতন্দ্রিত গুরুক্রমের শিক্ষাধীনে থাকেন, তাহা হইলে অচিরেই তিনি কুসংস্কারাপন্ন হইয়া যাইবেন। একটি পাত্রে পরিপূর্ণরূপে ভূস্মরাশি অবস্থিত থাকিলে অন্য একরাশি তুষ স্থানাভাবে সেই পাত্রে প্রবেশ করিতে পারেনা; কিন্তু একখণ্ড তপ্ত স্বর্ণে পরিণত প্রস্তুত লৌহ, উক্ত পাত্রস্থ ভূস্মরাশির উপর নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা গুরুত্ব হেতু স্বীয় বলে কথঞ্চিৎ প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমশঃ সমস্ত ভূস্মগুলিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে এবং আত্মগুণ শূন্য করতঃ পাত্রমধ্যে তখন একাই বিরাজ করিতে থাকে। সেইরূপ যে ব্যক্তির হৃদয়ে কুসংস্কাররাজি পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, তাহাকে অন্য কোন কুসংস্কারাবদ্ধ গুরুক্রম বশে আনিতে পারে না, যেহেতু গুরুহীন অসদুপদেশ সমূহ শিষ্যক্রমের হৃদয়ে স্থান না পাইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে বিভাবিত কোনও শুদ্ধভক্ত, উক্ত শিষ্যক্রমের উপর কৃপাপরবশ হইয়া যদি তত্ত্বকথা শ্রবণ করাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অমোঘ বাক্যাবলী, উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডের ন্যায়, সজোরে উপদিষ্ট ব্যক্তির হৃৎকন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া কুসংস্কাররাজি ছেদন করিতে থাকে এবং পরিশেষে আধারটীকে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়। মহাজন মুখনিঃসৃত বাক্য আগম-প্রমাণে সমর্থ এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি, সংক্রামক স্থান হইতে আগত বায়ুর ন্যায় যে অকল্যাণকর, শাস্ত্রে তাহার প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ আছে।

ভ্রম—রজ্জুতে সর্পবোধ, অজ্ঞানে জ্ঞানবোধ, অচিতে চিদ্বোধ, চিন্ময়ে অচিদ্বোধ, মরীচিকায় জলবোধ, শুক্তিতে রজতবোধ, ধূমমেঘে পর্ব্বত বোধ, পদ্মাকাশে নীলাভ বোধ ইত্যাদি বহু প্রকার ভ্রান্তির পরিচয় অনেকেই অবগত আছেন। মায়াশক্তির ভ্রমরূপ-প্রভাবের দ্বারা বুদ্ধি চালিত হইলে, উক্তরূপ ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। শুদ্ধ বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান আরোপ করিতে হইলে তদুভয়ের সংস্কার অগ্রেই থাকা আবশ্যক। কোন ব্যক্তিতে যদি একটী বস্তুর সংস্কার থাকে এবং বস্তুটীর সহিত কোন অংশে সমগুণযুক্ত অন্য কোন বস্তুর সংস্কার না থাকে, তাহা উক্ত ব্যক্তির নিকট "ভ্রম" নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত বুদ্ধিতে স্থিত জ্ঞান-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত ভ্রমাখ্যাশক্তি বাহ্য সংস্কারের মুখাপেক্ষী এবং তদবলম্বনেই কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রমাদ—অতত্ত্বপদার্থে তত্ত্ব-বোধ, অসাধুতে সাধুবোধ, লঘুবাক্তিতে গুরুবোধ, দেহে আত্মবোধ, অনাত্মবস্তুতে আত্মীয়বোধ, দুঃখসকুল মর্ত্যধামে অক্ষয় সুখপ্রদ ধাম বোধ, প্রাকৃত-ভাবে অপ্রাকৃতবোধ, কামে প্রেমবোধ, অব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণবোধ, অবৈষ্ণবে বৈষ্ণববোধ, কুণ্ঠাযুক্ত স্থানে বৈকুণ্ঠ-বোধ, শালগ্রামে শিলাবোধ, প্রসাদে অন্নবোধ, বিষ্ণু-পাদোদকে জল-বোধ, অপ্রাকৃত দেহে প্রাকৃতবোধ, অপ্রাকৃত সাকার ভগবানে নিরাকার-বোধ, নির্গুণপদার্থে সগুণ বোধ, দেবতায় ঈশ্বরবোধ, সেবকত্বে ভোক্তৃত্ব বোধ, জগৎ নামে শব্দবোধ এবং অপসিদ্ধান্তমূলক সোঽহং বাদ, নির্ব্বাণবাদ, নিরাকারবাদ, পরমাত্মবাদ, সগুণ ঈশ্বরবাদ, নাস্তিকবাদ, মায়াবাদ ও নীতিবাদাদিতে সৎ সিদ্ধান্তবোধ ইত্যাদি ধারণায় গঠন মায়া-শক্তি প্রমাদ-বৈভব। প্রমাদের আভিধানিক অর্থ অনবধান। বদ্ধ-জীবের তাত্ত্বিক সংস্কার নাই এবং তদভাবে অসীমবস্তুকে বুদ্ধিতে চেষ্টা করিলে অনবধানতা প্রযুক্ত অলক্ষ্যে অর্থাৎ অজ্ঞাত-সারে যে সসীমাত্মক কাল ও অবকাশকৃত ধারণা সম্ভব হইয়া থাকে এবং তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া যে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রমাদের কার্য্য। প্রমাদ ও ভ্রমের মধ্যে পার্থক্য এই যে শেষোক্তটী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রভাব-বিস্তারের পূর্ব্বে, যাহাতে যে বস্তুর ভ্রম হয়,

তত্ত্বস্থ পদার্থের সংস্কার পূর্ব্বে থাকায় প্রয়োজন বিবেচনা করে; কিন্তু পূর্ব্বোক্তটী অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপর, তদ্বিতর প্রাকৃতবস্তুর আরোপ করিয়া থাকে এবং আরোপসিদ্ধি-কল্পার্থে যে পদার্থের উপর যে বস্তুর আরোপ করিতে হইবে পূর্ব্বে তত্তদ্বস্তুর কুসংস্কারের আবশ্যকতা রাখে না ও কেবল মাত্র ইতর বস্তুটীর জ্ঞান থাকিলেই তাহার যথেষ্ট হয়। অদৃষ্টপদার্থের ধারণা করিতে হইলে মানব-গণ অনুমিতি শক্তির সাহায্য লয়। অনুমিতি শক্তি, যদি মহাজন কথিত শাস্ত্রীয় যুক্তির আনুগত্য না করে, তাহা হইলে স্বাধীন চেষ্টার ফলে প্রমাদের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া অপসিদ্ধান্ত প্রসব করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

বিপ্রলিপ্সা—স্ব-পর-বঞ্চনেচ্ছাকে বিপ্রলিপ্সা কহে। দেখিতে পাওয়া যায় যে অর্থলাভের কামনায়, প্রতিষ্ঠার আশায়, মর্য্যাদাহানির ভয়ে অন্যের অনুরোধে, কাহারও পীড়নে, কৃপমণ্ডুক-বৎ বৃত্তিবশে, গড্ডলিকা-প্রবাহ ন্যায়ানুসারে, লাঙ্গুলহীন শৃগালবৎ বুদ্ধিহেতু খলতাপ্রযুক্ত, উপচ্ছলে, ভাস্তিকতার প্রেরণায় অথবা অন্য যে কোনও কারণে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। শ্রীভগবানই একমাত্র ভোক্তা, জীবসমূহ তাঁহার সেবক এবং সেব্যসৌষ্ঠব-বৃদ্ধিকল্পে জীবগণ পরস্পর পরস্পরের উপকারক ও বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান যাহাতে ফুটিয়া উঠে তাহাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। বঞ্চনক্রিয়ার দ্বারা উক্ত সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকৃষ্ট ব্যাঘাত বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব পরবঞ্চন হইতে আত্মবঞ্চনা বা আত্মবঞ্চনও ঘটিয়া যায়। বঞ্চনকারী যদি জানিতে পারিত যে পরবঞ্চনার সহিত আত্মবঞ্চন জড়িত, তাহা হইলে তাহার বঞ্চনপ্রবৃত্তি উদিত হইতে সমর্থ হইত না। মায়াশক্তির বিপ্রলিপ্সারূপ বিক্রম, আত্মবঞ্চনারূপ দোষাংশকে আবরণ করতঃ, বঞ্চনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

করণাপাটব—ইন্দ্রিয়গ্রামের অপটুতা (অক্ষমতা) বশতঃ বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত কীটাণুসমূহকে মনুষ্যগণ দেখিতে পায় না, পৃথিবী হইতেও অতি বৃহৎ সূর্য্যকে অতি ক্ষুদ্র একখানি থালার মত বোধ হয়, বহুদূরনি অতিদূর মানবে শ্রবণ করিতে অক্ষম, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন কোনও একটী ভাবে অখণ্ডরূপে স্থির থাকিতে অসমর্থ, বুদ্ধি দেশ কালাতীত বস্তুর ধারণা করিতে যাইয়া দেশকালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন পদার্থে পর্য্যবসিত হয়, অহংকার "আমি" শব্দ দ্বারার বাচক তাহা না বুঝিয়াই, "আমি" "আমি" করিতে বাধ্য। প্রাকৃতাপ্রাকৃত বহুবিধ বস্তু আছে যাহারা মনুষ্যেন্দ্রিয়ের অগম্য। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় মানব প্রকৃতি তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না এবং তাহা শূন্য হইয়া যায়। কেহ কেহ তাহাদের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতে চাহে না। এই আপাতশূন্যতা এবং অবিশ্বাস মায়াশক্তির করণাপাটবরূপ বিক্রমের কার্য্য। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহারা অক্ষজ-জ্ঞানী। অক্ষজ-চেষ্টা যাবৎ প্রবল থাকে, তাবৎ কালই তাহারা করণাপাটবের দাস এবং অধোক্ষজ সেবা সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত।

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" এই ধারণা যখনই ভুল হইতে আরম্ভ হয়, তৎক্ষণাৎই ভগবৎধারণা দ্বারা স্বীয় অধীশ্বরের অবমাননাকারী জীবকে কারাগার সদৃশ নিজ রচিত দৃশ্যমান পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। প্রেরণের উদ্দেশ্য অভক্ত জীবকে সংশোধিত করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সর্ব্বপ্রথমে উক্ত জীবের হৃদয়ে আবরণশক্তিপ্রভাবে ভেদ বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং তৎফলে জীব আপনাকে সম্পূর্ণ এক পৃথক্ পদার্থ মনে করে, যাহা "আমি" "আমি" শব্দ দ্বারা সে অন্যের নিকট জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সেই "আমি," সম্মুখে নানাবিধ খণ্ড খণ্ড বস্তুকে দেখিয়া, উপভোগের জন্য যখন ইচ্ছুক হয়, তখন মায়াশক্তির ভ্রম-প্রমাদাদি তাহাকে লইয়া ক্রিয়াশীল হয়। ভ্রমপ্রমাদাদির ক্রীড়াপুত্তলিকা সদৃশ জীব এতদ-বস্থায় মায়ার বন্ধনে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করে। বদ্ধ জীবের যাবতীয় কার্য্যকে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ভ্রমপ্রমাদাদি, তত্তৎকার্য্যের মূল-দেশে, প্রেরকরূপে বর্ত্তমান ছিল। সাধারণ-ব্যবসা দ্বারা দ্রব্যাদি যেমন যথেচ্ছা বিক্রয় করা যাইতে পারে, ভ্রম-প্রমাদাদিও বদ্ধজীবকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে।

পরাধীন জীব অনাদিকাল হইতে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করতঃ নির্ব্বিঘ্ন হৃদয় হইয়া সংসঙ্গ করিতে থাকিবে, তখন ধীরে ধীরে ভ্রমপ্রমাদাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে এবং অন্বয়জ্ঞানোদিত হইলে বুঝিবে যে সে অখণ্ডতত্ত্ব হইতে একেবারে পৃথক্ পদার্থ নহে। ভেদাভেদ তত্ত্বের জ্ঞান ফুটিয়া উঠার তৎকালে প্রতীয়মান হইতে থাকিবে যে শ্রীভগবানের সহিত জীবাত্মার এক হইলেও সর্ব্বশক্তি-মত্তাহেতু তাঁহাতে আশ্রয়ত্ব ও প্রভুত্বের ভাব অধিক এবং শক্তিও অণুত্ব বা অল্পত্ব বিধায় আপনাতে আশ্রিতত্ব বা সেবকত্বের ভাব সংপুটিত রহিয়াছে অর্থাৎ সেব্য-সেবক এবং আশ্রয়াশ্রিতরূপভেদ বর্ত্তমান।

গৃহস্থভক্ত ও বৈরাগী।

"গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।"

শ্রীশ্রীঠাকুরমহাশয়ের এই উপদেশ হইতে জানিতে পারা যায় যে শুদ্ধভক্ত সকল আশ্রমেই বিরাজ করিতে পারেন। তিনি ব্রহ্মচারী হইতে পারেন, তিনি গৃহস্থ হইতে পারেন, তিনি বানপ্রস্থ হইতে পারেন, তিনি সন্ন্যাসী হইতে পারেন, অথচ তিনি ইহার কোনটিই নহেন। পরম কারুণিক স্বয়ং অবতারী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তের স্বরূপে বলিয়াছেন।—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে—
র্গোপিভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমি স্বরূপে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বনস্থ বা যতি নহি, এসকল অভিমান দেহে আত্মবুদ্ধি-রূপই বিবর্ত্তপ্রসূত। আমি স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মের দাসের দাসানুদাস। সুতরাং শুদ্ধভক্ত স্বরূপাবস্থিত পরমহংস তত্ত্ব, বর্ণাশ্রমাতীত। তবে দেহ থাকা কালে বর্ণ সকলের ও আশ্রম সকলের একটি না একটিতে পরিদৃষ্ট হ'ন মাত্র। তিনি ব্রাহ্মণের ও সন্ন্যাসীর গুরু, তিনি ব্রাহ্মণ হইতে বা সন্ন্যাসী হইতে অবর—এ বুদ্ধি যাঁহারা করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবাপরাধী ও প্রাকৃত সহজিয়া মাত্র সুতরাং ভক্তি বিচ্যুত ভগবদ্বহির্মুখ ব্যক্তি ইহাদের সঙ্গ করিবেন না। তিনি নিজ মুখে স্বীয় হৃদয়োত্থিত যে কোন দৈন্যোক্তি করুন্না কেন, নিজের যে কোন পরিচয় দিননা কেন, তিনিই ব্রাহ্মণ চূড়ামণি, সন্ন্যাসীকুলতিলক। তিনি শৌক্র ব্রাহ্মণাধম কুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তিনি গৃহস্থাশ্রমে পরিদৃষ্ট হইয়াও যতিবর। যে ব্যক্তি শৌক্র আভিজাত্যদর্পে স্ফীত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর ষড়গোস্বামীর অন্যতম দাস গোস্বামীকে ব্রাহ্মণেতর দুর্বুদ্ধি করিয়া তাঁহার স্তুতিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে বিমুখ অথবা ত্যাগিশিরোমণি শ্রীরামানন্দরায়ের আচারের মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহার আদর্শে নিজ জীবন গঠিত করিবার ব্যপদেশে যে ভক্তাভিমানী ব্যভিচারপরায়ণ হন, তাহার সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে আত্মবিদ্ বৈষ্ণবের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এই সকল কথা যথা হইয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে হইতেছে তথাপি ইহার আশানুরূপ ফল হইতেছে বলিয়া মনে হয়না আচার্য্য বংশ পরিচয় গর্ব্বিত ব্যক্তিকে শ্রীদাস গোস্বামীর নিবেদিত শ্রীশ্রীমহাবদান্যপ্রসাদকে অবজ্ঞাননা করিতে দেখিয়াছি, এই সকল প্রাকৃত সহজিয়া ব্যবহার কখনই শাস্ত্রসম্মত নহে।

অনেকে মনে করেন গৃহস্থ ভক্ত হওয়া খুব সহজ, অতএব অভক্ত গৃহব্রত থাকিয়া বাহ্যিক ভক্তাভিমান একধারে গৃহস্থকে গৃহস্থ, ভক্তকে ভক্ত হইতে চা'ন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দাসগণ কেহই গৃহমেধী নহেন, গৃহ মেধী অর্থাৎ গৃহিণীর মনোরঞ্জন তাঁহাদের ব্রত নহে, তাঁহারা গৃহস্থ হইয়াও বৈরাগ্য প্রধান। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আদেশ করিয়াছেন,

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যারা দেখি প্রীত হ'ন গৌর ভগবান্॥"

যিনি যে আশ্রম পরিচয়েই থাকুননা কেন, তিনিই বৈরাগ্য প্রধান। গৃহিণীর অকপটাশ্রিত স্নেহ শ্রীসঙ্গী কখনও গৃহী ভক্ত হইতে পারেন না। গৃহী ভক্ত যথার্থই বৈরাগী। সুতরাং গৃহী ভক্ত হওয়া কি চতুর্থাশ্রমী ভক্ত হওয়া অপেক্ষা কঠিন নহে? গৃহী ভক্তরাজ শ্রীবাসপণ্ডিত যে ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন তাহা কি বিরক্ত সন্ন্যাসীরও আদর্শ নহে। শ্রীবাসভবনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তনানন্দের সময়ে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোক প্রাপ্তি হয়। কীর্ত্তনের রস ভঙ্গ ভয়ে শ্রীবাস গৃহের সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দে নিযুক্ত ছিলেন। দেখুন দেখি গৃহী ভক্তের আদর্শ কিরূপ?

কেহ কেহ মনে করেন বৈরাগীর ধর্ম্মগুলি গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে নহে।

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥"
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ-সেবা মনেসে করিবে॥

শ্রীল দাসগোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই উপদেশ গৃহী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী সকলের প্রয়োজ্য। ইহা কেবল বিরক্ত বৈরাগ্রী ভক্তের পালনীয় নহে। যেখানে ভগবান্ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন,

"বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লাম্পট্যে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৬ষ্ঠ)

"গৃহী বৈরাগী নহে কহে গৌরা রায়।
যেখো তাই নাম বিনা কেন দিন নাহি যায়॥"
(প্রেমবিবর্ত্ত)

এসকল উপদেশ ভক্ত মাত্রেরই পালনীয়, কেননা বেশ-লিঙ্গ না হইলেও ভক্তমাত্রেই বৈরাগ্য প্রধান।

গৃহী ভক্তাভিমানিগণ এইসকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া নিজ নিজ আচরণ গঠিত করিবেন ও আদর্শ দেখাইয়া আমাদের বরণীয় হইবেন এই প্রার্থনা।

—•—

সমালোচনা।

আশ্রম:—রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়ের মুখপত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সম্পাদকীয় নিবেদনটী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য অনুযায়ীই হইয়াছে, তবে একটী স্থলে দেখিলাম "ভারতের আশ্রম আদর্শ ধনি, এই ধনি হইতেই সত্য-সন্ধ শ্রীরামচন্দ্র, সর্ব্বগুণাকর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভূত হইয়াছেন।" ইহা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। সম্পাদক মহাশয় যদি বলিতেন, "এই আদর্শ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী হইয়া অথবা শ্রীরামাবতারে, শ্রীলক্ষ্মণরূপে, কিংবা পার্ষদভক্তাবতার যুধিষ্ঠিরাদিদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন", তাহা হইলে ভাল হইত। আশ্রমের গুণবর্ণনে তিনি একটু প্রাকৃত বিচারে মগ্ন হইয়া ভগবত্তার সঙ্কোচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই নিবেদন লিখিবার কালে তিনি স্মরণ রাখিলে ভাল করিতেন যে, মহাভাগবতগণই আশ্রমাতীত পরমহংস, তাহার লক্ষণে শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন, "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।" সুতরাং স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব বা তাঁহার স্বাংশাবতার কখনও আশ্রমের ফল হইতে পারেন না, তিনি আশ্রমাধীন নহে। সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ সংবাদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাঠ করিবার অবসর পাইয়াছেন যে, শ্রীরামানন্দ রায় সাধ্য নির্ণয়ের প্রথমেই "বর্ণাশ্রমাচার-বতা পুরুষেণ পর পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণং॥" বলাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—"এহো বাহ্য আগে কহ আর।" বদ্ধজীবের প্রথম সাধনকালে বর্ণাশ্রম প্রয়োজনীয়, কিন্তু ভক্তিসোপানে উন্নতাধিকারীর পক্ষে ইহার উপযোগিতা নাই; অসংযতের জন্যই সংযম বিধি; যিনি স্বতঃই সংযত, তাঁহার সে বিধিমন্ত্রাদের প্রয়োজন

কি? পত্রখানিতে দার্শনিক একটী প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় বোধ হয় সাংখ্যাধীতী, তিনি ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ "ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্" ইতিবৎ ঔপচারিক সুখই অনুসন্ধান করা জীবের পরম প্রয়োজন বলিয়া জানেন, কিন্তু জীবের নিঃশ্রেয়স মঙ্গল স্বরূপে নিত্যভগবৎ-সেবার কোন কথাই তাঁহার "মোক্ষলাভের উপায়ে" বর্ণিত হয় নাই। আর আর প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত আশার স্থলের ন্যায়। আমরা পত্রখানি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, আশাকরি দ্বিতীয় সংখ্যায় কিছু শুদ্ধভক্তির আলোচনা দেখিতে পাইব। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রবন্ধ দেখিলাম। লেখক আমাদের পরিচিত, তাঁহার সরলতা ও কর্ম্মপটুতা প্রশংসনীয়। কিন্তু কৃত্রিমভাবে ব্রহ্মচারী প্রস্তুত করিতে গিয়া তিনি, তাঁহার পথ প্রবর্ত্তয়িতা ও তাঁহার সহচরগণ কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। অভিভাবকের নিকট হইতে বহুত্ব অর্থ আহার্য্য মূল্য সংগ্রহের অপেক্ষা থাকিলে একার্য্য কি সুচারু হয়? শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিরপেক্ষ ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামমোহনদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ব্রহ্মচারিবৃন্দের কোনটীর ন্যায় নির্ব্বানীক ভগবৎ-সেবক একটী ব্রহ্মচারী উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়াছে শুনিলে আমরা বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইব। আশাকরি লেখকের এরূপ আশ্বাসময়ী বাণী আমাদিগকে উৎসাহিত করিবে। মঠসমূহের ব্রহ্মচারিগণের জন্য কোন অভিভাবক কোন ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয় না। বটু, সন্ন্যাসিগণের নির্দ্দেশবর্ত্তী থাকিয়া অধ্যয়ন করেন, মঠের শ্রীমূর্ত্তিবিগ্রহের সেবা করেন, মঠের নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন করেন, সন্ন্যাসিগণের তিক্ষিত দ্রব্যে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদির পর শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করেন, বৃহদ্ব্রতিগণ ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া আমানিষ অর্জ্জন করেন। ইহাই প্রাচীন ভারতের আদর্শ। যাত্রাদলের কৃত্রিম ব্রহ্মচারী সাজাইয়া কোন ফল হইবে না ইহাই আমরা বুঝি।

স্বাস্থ্য:—প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা। এই পত্রখানি অভিজ্ঞগণের মনোজ্ঞ প্রবন্ধে পূর্ণ। শিশু মৃত্যু ও দাম্পত্যিক ব্যাধি প্রবন্ধে অত্যাবশ্যক কতগুলি উপদেশ-সন্নিবদ্ধ আছে। কিন্তু "হরদা নারী" প্রবন্ধটী না থাকিলে ভাল হইত, অথবা ইহাতে একটু শ্লীলতা বজায় রাখিয়া লিখিলে চলিত। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের উদ্দেশ্য মঙ্গলময়, কিন্তু ফল অন্যরূপই হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা:—ত্রিপঞ্চাশ, ১ম সংখ্যা, "পবন দূতের বিজয়পুর কোথায়" প্রবন্ধ। লেখক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় অনেকগুলি পুস্তক পাঠের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, বল্লাল দীঘি ও বামনপুকুরই প্রাচীন নদীয়া। বল্লালদীঘি ও শ্রীমায়াপুর গ্রাম একই। শ্রীমায়াপুরের অপভ্রংশ মেয়াপুর রূপে অজ্ঞ মুসলমানের মুখে উচ্চারিত হইতে শোনা গেলেও সকল দিক মিলাইয়া দেখিলে ইহাই যে শ্রীভক্তি-রত্নাকর লিখিত নবদ্বীপ মায়াপুর, এ বিষয়ে অকপট সরল সুধীব্যক্তির সন্দেহাতীত। কয়েক মাইল দূরে এক মরদানে গ্রাম বসাইয়া অন্যায় পূর্ব্বক তাহার মায়াপুর নাম চালাইতে চেষ্টা করা কেবল অসূয়ার পরিচয়। ঐরূপ কৃত্রিম চেষ্টায় কাকড়ের মাঠকে আল মায়াপুর বা নকল মায়াপুর বলাই সঙ্গত।

সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা:—৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, "জীবাত্মা বিভুঃ পরিচ্ছিন্নো বা" প্রবন্ধ। প্রবন্ধটীতে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে অথর্ব্বো পনিষদের শাঙ্করভাষ্য হইতে লেখক মহাশয় দেখাইয়াছেন জীব বিভু চৈতন্য নহে, অণুচৈতন্য। এ সম্বন্ধে স্বধামগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কেবলাদ্বৈত মত নিরসনের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে, পাশ্চিমাত্য প্রচলিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়গুলির বেদান্তসূত্রের অসংখ্য ভাষ্য, অনুভাষ্য, টীকা প্রভৃতির বর্ত্তমানতা সম্বন্ধে ও এদেশের শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের অনভিজ্ঞতা বড়ই শোচনীয়। আনন্দের বিষয় আজকাল শ্রীভাষ্যের কিছু কিছু বিকৃত ভাবেও প্রচলন হইতেছে।

প্রচার প্রসঙ্গ।

গত বুধবার সন্ধ্যাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়াছিলেন ও অনেকক্ষণ থাকিয়া বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুরের মুখে শ্রীহরি কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতীয়।

ফাঁসির হুকুম বাহাল:— কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়া আকালি ব্যাপারে নিষিদ্ধ স্থানে গমন জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তিন জন দেশসেবী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে হাতকড়ি দেওয়া হইয়াছিল। পুত্রের এই বিপদে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া সেখানে গিয়াছেন।

ফাঁসি:— শাঁখারিটোলা হত্যাপরাধে ফুলবেড় যতীন্দ্রনাথ ঘোষের ফাঁসির হুকুম বাহাল রাখিয়াছেন। গত বুধবারে রায় প্রকাশিত হইয়াছে।

হেলগাড়ীতে শ্বেতাঙ্গ হত্যা:— গত শনিবার শেষ রাত্রিতে, কিবল ষ্টেশনে ১১নং আপ এক্সপ্রেস ট্রেণে কর্ণেল কেনেডির মৃত দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব ১২টা হইতে ১টার মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

এই হত্যাকারীর যে সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে বিচার এবং উড়িষ্যার পুলিশ পাঁচ সহস্র টাকা পুরস্কার দিবেন, বলিয়াছেন। এদিকে বেঙ্গলনাগপুর কোম্পানী এবং ই, আই, রেল কোম্পানী ৫ হাজার টাকা করিয়া দিবেন বলিয়াছেন। কৃষ্ণাঙ্গ হইলে এত ভেদ হইত কি?

কৃষ্ণনগরে হত্যার মামলা

কৃষ্ণনগরের অধিবাসী সুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার বন্ধু এবং অংশীদার অতিভূষণ বালদারকে হত্যা করিবার অতিরিক্ত অভিযোগে যে মামলার হইয়াছে, উহার সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করা হইয়া গিয়াছে। অদ্য আসামী তাহার কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়াছে। সরকারী সওয়াল-জবাব চলিতেছে।

সার আশুতোষের পদত্যাগ—পত্রান্তরে প্রকাশ যে, সার আশুতোষ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের জজিয়তীর পদত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন।

নিজাম ও "হিন্দু":—হায়দ্রাবাদের নিজাম ফারমান জারী করিয়াছেন যে হায়দ্রাবাদে মাদ্রাজের জাতীয় দলের মুখপত্র "হিন্দু"র প্রচার নিষিদ্ধ।

গ্রন্থ পাকড়:— গত মঙ্গলবার কলিকাতার চরী প্রেস, সরস্বতী প্রেস, কংগ্রেস অফিস প্রভৃতি ও হুগলী বিদ্যামন্দির খানাতল্লাসি করিয়া অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন দেশসেবীকে পুলিশ ধরিয়াছে। তাঁহারা কি দোষে ধৃত হইলেন জানা যায় নাই।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা:—গত রবিবারে সন্তরণ ক্লাবের উদ্যোগে, খড়দহ শ্যামসুন্দর ঘাট হইতে কলিকাতার আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ১৩ মাইল সন্তরণের

প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ৩১ জন যুবক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল প্রতিযোগীদিগের মধ্যে প্রথম পাঁচ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল। নিম্নে সেই পাঁচজন যুবকের নাম ও কত সময়ে তাঁহারা ঐ ১৩ মাইল পথ সন্তরণে গমন করিয়াছিলেন, তাহা প্রদত্ত হইল। (১) মিঃ পি, কে, ঘোষ—(সেণ্ট্রাল ক্লাব) ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট, (২) মিঃ বি, এন, পাল (সেণ্ট্রাল ক্লাব) ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট, (৩) আর এল বক্সিত (সেণ্টাল ক্লাব) ২ ঘণ্টা ২৩।০ মিনিট

আর বি, সাধু খাঁ (শ্রীরামপুর) ২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট, (২৪) মিঃ এ চাটার্জ্জি (সরস্বতী ইনষ্টিটিউট) ২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট। এই প্রতিযোগিতা দর্শন করিবার জন্য ভাগীরথীর উভয় কূলে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল।

সভাপতি ঃ—কোকনদ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া মৌলানা মহম্মদ আলীকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

—:—

ডাকাত জমুলিজম্ হত ঃ—"হিন্দু" পত্রের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মাদ্রাজ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ডাকাত জমুলিজম্ এবং তাহার প্রধান সঙ্গী কাণ্টকে মদ্রারগরী অঞ্চলে একটী গৃহে পুলিশ ঘেরাও করে। উভয়দলে অনেকক্ষণ গুলীগোলা চলার পর জমুলিজম্ ও কাণ্ট হত হইয়াছে, পুলিশ পক্ষেও অনেকে আহত হইয়াছে।

—:—

দিল্লিতে ডেঙ্গুর প্রকোপ :—দিল্লি সহরে ডেঙ্গুর খুব জোর হইয়াছে। অনেক ডাক্তারে বলিয়াছেন যে, ৪৫ বৎসর পর দিল্লিতে এবার ডেঙ্গু দেখা দিয়াছে। প্রত্যহ অন্যূন ৩ সহস্র রোগী এই রোগের জন্য ডাক্তারের ঔষধ লইতেছে।

—:০:—

বৈদেশিক।

ইটালী ও গ্রীস ঃ—গ্রীস মীমাংসার সর্ত্ত অনুসারে ইটালির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণের টাকাও দিবেন, তখন ইটালি করদ্বীপ ত্যাগ করিবেন। জাতিসঙ্ঘ এই বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। ব্যবহার শাস্ত্রবিশারদ বিচারপতিগণ তাহার মীমাংসা করিবেন, স্থির হইয়াছে। কাজেই গ্রীসকে লইয়া আর কোন হাঙ্গামা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ফিউমের গোলযোগ এখনও আছে। সংবাদ আসিয়াছে যে ইটালি ঐ অঞ্চলে সেনা সমাবেশ করিতেছেন। ফিউম এখন তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীন আছে। ইহাও অন্যান্য শক্তিরা নীরবে দেখিবেন না। কাজেই ইটালি কখন অঞ্চলে একটা বিভ্রাট ঘটাইতে পারেন বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন।

অন্নাজ্জো ও স্পেনে যুদ্ধ ঃ—স্পেনের ক্রুজার শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজগুলি ও ১২টী ডেষ্ট্রয়ার মরক্কোর বন্দর সমূহে গোলা বর্ষণ করিতেছে। যাহাতে স্পেনের সৈন্যদল মরক্কোতে অবতরণ করিতে পারে, তজ্জন্যই গোলা বর্ষণ করা হইতেছে।

স্পেনে সামরিক আইন জারী করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্ট একটী ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদের বিনা বিচারে দণ্ড দেওয়া হইবে।

—:—

লর্ড মর্লির মৃত্যু ঃ—ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড মর্লি গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখ রবিবারে প্রাতে পীড়িত হইয়া ঐ দিন সন্ধ্যাকালেই বিনা যন্ত্রণায়, ওঁহার লণ্ডনের বাড়ীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

—•—

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমায়াপুর যোগপীঠস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ।
শ্রীধাম নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

গৌড়ীয়

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে অথবা
যুক্তপ্রতিষ্ঠানগুলি বৈরাগ্যঃ অন্যত্রাপি
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল।
কিন্তু বলিয়া তাহাও ত্যাগের ফল।

দ্বিতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে আশ্বিন ১৩৩০, ৬ই অক্টোবর ১৯২৩ { ৮ম সংখ্যা

বেদে বর্ণবিধান।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বর্ণবিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যক পাঠে জানা যায় সৃষ্টির প্রারম্ভে একমাত্র বর্ণ ছিল।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ।" পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু একটী মাত্র বর্ণ থাকাতে দেশরক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িল তাই ক্ষত্রিয় জাতির গঠন হইল—

"তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবতা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে। রাজসূয়ে ক্ষত্রিয় এব তদ্যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্ ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ শান্তিরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়জাতি গঠিত হইল। ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়গণকে সম্মান প্রদান করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য লাভ করিলেন ও যশস্বী হইলেন। ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি স্থান। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই যাহাদের দেশরক্ষা, শান্তি সংস্থাপন, প্রজা ইত্যাদি প্রবৃত্তির অধিকা দৃষ্ট হইল তাঁহারাই সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন।

এদিকে যেমন সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণগণ ভগবদুপাসনা, ব্রহ্মচিন্তা, যজন যাজন অধ্যাপন অধ্যয়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমাজদেহের মস্তিষ্কস্বরূপ হইলেন, ক্ষত্রিয়গণও তদ্রূপ দেশরক্ষা, শান্তি সংস্থাপনাদি কার্য্যে ব্রতী হইয়া সমাজদেহের বাহুযুগলের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করিলেন। কিন্তু অস্ত্রাদিসংরক্ষণ ব্যতীত আবার সমাজদেহ দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহাদের লালিমা, মেদ, কৃশি, প্রভৃতি দ্বারা অর্থলক্ষণশূন্যতা আবহমান দেখিতে পাইলেন তাহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন—

"স নৈব ব্যভবৎ ন বিন্যমশ্নুত।"

কিন্তু বৈশ্যবর্ণ গঠন করিয়াও সমাজদেহ পুষ্টিলাভ হইল না। তাই যাহাদের সত্ত্বপ্রবৃত্তি প্রবল দেখিলেন তাহারা শূদ্ররূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। সুতরাং এক ব্রাহ্মণরূপ মৌলিকবর্ণ হইতেই স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে আর তিনটি বর্ণ উৎপন্ন হইল। আবার উক্ত মৌলিকবর্ণ

চতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া অনুলোমপ্রতিলোম ক্রমে বহুবিধ বর্ণের সৃষ্টি হইল।

অতএব বৈদিক ধর্মবিধান যে একমাত্র বর্ণকে আশ্রয় করিয়া জীবের স্বভাব ও কর্ম অনুসারে হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষদাদি শ্রীগীতাও তাহাই বলিয়াছেন। মহাভারত শান্তিপর্ব মোক্ষ ধর্মে উক্ত হইয়াছে ব্রহ্মাকর্তৃক পূর্বসৃষ্ট সমস্তজগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল। পরে কর্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৭ অধ্যায়ে দেখা যায় সত্যযুগের "হংস" নামক মৌলিকবর্ণ হইতেই ত্রেতা যুগে সমাজে জনসাধারণের জন্ম স্বভাব অনুসারে বর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীগীতাতে ৪র্থ অধ্যায়েও গুণ কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। মনু সংহিতা দশম অধ্যায়ে দেখা যায় যে কোন বর্ণসংস্কার হইতে ভ্রষ্ট, নীচযোনিসম্ভূত ব্যক্তি যদি আপনাকে আর্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করে তবে তাহার কর্ম ও স্বভাব দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে।

বর্ণাপেক্ষমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্যাত্বপমিবানার্যং কর্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবিজ্ঞমত গৌতম অজ্ঞাতগোত্র জানীসম্ভূত সত্যকামকে স্বভাবদর্শনেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। গৌতমের ক্ষত্রকুলসম্ভূত হইলেও গোত্রদ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মহাত্মা বৈক্যমুনি তাহাকে শূদ্র বলিয়া আহ্বান করিলেন। আবার "ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" ১।৩।৩৪ এই সূত্রে জানা যায় চিত্ররথাদি ক্ষত্রিয়ত্বের চিহ্ন দ্বারা গৌতমের 'ক্ষত্রিয়' সংজ্ঞা লাভ হইল। মুক্তিকোপনিষদে যে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বজ্রসূচিকোপনিষৎ তাহাদের অন্যতম। শ্রীশঙ্করাচার্য উক্ত উপনিষদের একখানা বিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। সেই উপনিষদে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে:—"কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানঃ কিং কর্ম, কিং ধার্মিক ইতি।"

জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম, ধার্মিক ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কে?

যুক্তি দ্বারা দেখান হইতেছে জীবাদি ব্রাহ্মণ নহে। তবে দেহ কি ব্রাহ্মণ?

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেন্ন আচণ্ডালাদিপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণধর্ম্মা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ পিত্রাদি শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি।

দেহ ব্রাহ্মণ হইলে আচণ্ডালাদি সকলের দেহই ব্রাহ্মণ হইত। কারণ সকলের দেহই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত একরূপ, জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সকলেরই একপ্রকার। ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার দেহ শ্বেতবর্ণ হইবে, ক্ষত্রিয়ের দেহ রক্তবর্ণ হইবে, বৈশ্যের দেহ পীতবর্ণ হইবে, শূদ্রের দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইবে এরূপ কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যদি দেহই ব্রাহ্মণ হইত তবে মৃত পিতার দেহদাহনকালে পুত্রকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইত। অতএব দেহ ব্রাহ্মণ নহে।

তবে কি জাতি ব্রাহ্মণ? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন তর্হি জাতি র্ব্রাহ্মণ ইতি চেন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। তথাহি শৃঙ্গো মৃগাৎ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাং। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতেশ্চ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্র্যো জ্ঞানপ্রতিপাদিতা শ্রুয়তে বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণ ইতি। জাতি ব্রাহ্মণ হইতে পারেনা। কারণ মনুষ্যেতর জাতিতেও অনেক মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন। মৃগী হইতে শৃঙ্গ ঋষি, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মিকী, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শ্রুতিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন জাত্যুৎপন্ন বহুঋষি আছেন। অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নহে।

এইরূপ শ্রুতি দেখাইয়াছেন, জাত ব্রাহ্মণ নহে, স্বর্গকামী ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ নহে। তবে ব্রাহ্মণ কে?

"করতলামলকবিব পরমাত্মাৎপরোক্ষেণ কৃতার্থতা যমদমাদি-সম্পন্নতো দম্ভার্জবক্ষমাসত্যসন্তোষবিজ্ঞতো নিরস্তমাৎসর্য্যদম্ভ সন্তোষো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে।"

পরমাত্মাতে যাহার হস্তামলকবৎ দৃঢ় শ্রদ্ধা হইয়াছে, যিনি শম দমাদিতে সম্পন্ন, দম্ভ, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট যিনি মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহকে নিরোধ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ।

অতএব আমরা প্রতি স্মৃতির সর্ব্বত্রই গুণ কর্ম্মানুসারে বর্ণ নিরূপণ দেখিতে পাই। তাই বেদান্তের ব্যাস রচিত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

দীক্ষিত।

যজুর্ব্বেদের ঊনবিংশ অধ্যায়ের ত্রিংশৎ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণম্।
দক্ষিণাশ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সেবারূপ ব্রতদ্বারা জীব দীক্ষা লাভ করে এবং দীক্ষা দ্বারা দক্ষিণ অর্থাৎ সরলতা বা অকপটতা প্রাপ্তি ঘটে আবার সরলতা হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধা দ্বারা একমাত্র বাস্তব সত্যবস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব উক্ত বেদবাক্যে এই প্রমাণিত হইল যে একমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত বেদ বাক্যের অনুসরন করিয়াই বলিয়াছেন—

"দিব্যংজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

অর্থাৎ যে অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবের দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্ববিধ পাপরাশির সম্যক্ ক্ষয় হয়, তত্ত্ববিদ্গণ তাহাকেই দীক্ষা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন।

বেদ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত জীবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৪ অঃ দেখা যায় :—

"ব্রাহ্মণস্যব্রাহ্মণস্য দীক্ষিতস্য ব্রাহ্মণো দীক্ষিষ্টেতি
দীক্ষামাবেদয়েত্তাবদেবৈতৎ ক্ষত্রিয়স্য।"

অর্থাৎ যে প্রকার ব্রাহ্মণকুলজাত মানবকের দীক্ষার সময় আমি অমুক ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি এই বলিয়া গুরু সন্নিধানে নিবেদন করিতে হয় তদ্রূপ ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত মানবকেও "আমি অমুক ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া আবেদন করিয়া থাকেন। উক্ত শ্রুতির ভাষ্যে আপস্তম্ব সূত্র বচনে দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব অতীব স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণো বা এষ জায়তে যো দীক্ষতে"

দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হন। পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি বেদেরই পূরণ করিয়া থাকেন এবং অর্থ পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন। তাই ভরদ্বাজ বলেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

অর্থাৎ যে প্রকার কোন রস বিধান দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাংস্যের সুবর্ণত্ব লাভ ঘটে তদ্রূপ বৈষ্ণবী দীক্ষা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেই দ্বিজত্বপ্রাপ্ত হয়। কেহ যদি দ্বিজত্ব শব্দ দ্বারা দ্বিজাতি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে মনে করেন এই আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিলেন "নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।" অর্থাৎ নৃণাং শব্দের দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই এবং দ্বিজত্ব শব্দ দ্বারা "বিপ্রতা" এই অর্থ। এই দ্বিজত্ব বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব চ্যুতগোত্রমূলক নহে, পরন্তু অচ্যুত গোত্রীয়। চ্যুত গোত্রীয় দ্বিজগণকে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে প্রাকৃত ভগবদ্বিমুখ পঞ্চজীব সংজ্ঞেয় সংজ্ঞিত

করিয়াছেন এবং অন্যান্য গোস্বামীগণকে নিত্য ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য গোস্বামীগণের নিকটে চুয়াত গোস্বামি বিগণ প্রণত হইয়া শিষ্য হইলে তাহাদেরও দীক্ষা প্রভাবে অন্যান্যগোস্বামীর শিষ্য হইবার অধিকার আছে "নৃণাং" শব্দের দ্বারা তাহাও সূচিত হয়। অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে জীবমাত্রই বিপ্রত্ব লাভ করে কারণ "ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা" উক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। প্রাচীন ঐতিহ্যেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কাশীখণ্ডে দেখা যায়।

অন্যজা অপি তত্রস্থা শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতাঃ ইব সংবভুঃ॥

মন্ত্রমহার্ণব প্রদেশে অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাপপুণ্ড্রাদি সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজাতির ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। সম্প্রদায় বৈষ্ণবদিগণ সকলেই জানেন যে রামানুজীয়গণ মৃতকুলোদ্ভূত বালককেও দীক্ষান্তে ব্রাহ্মণ সংস্কার দিয়া থাকেন, তাই শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু কৃত সংস্কারদীপিকা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় "শ্রীরামানুজাচার্য্যাদীনাং মতাবলম্বিনো বৈষ্ণবাঃ প্রেতসংস্কারাদিস্থানং বিধায় যান্ কান্ শূদ্রাদিবালকাদীনপি সংগৃহ্য ক্ষৌরাদিকং কারয়িত্বা স্বয়ং বিষ্ণুপ্রোক্ষাদিকং কৃত্বা পূর্ব্বাচার্য্যদীন্ বিধিবৎ সংপূজ্য চ তান্ বালকাদিকান্ পঞ্চ সংস্কারান্ধারয়িত্বা দ্বিজন্মসাম্য পশ্চাৎ যজ্ঞোপবীতাদিকৃতপদ্ধতি মতানুসারেণ গর্ভাধানাদ্যুপনয়নান্তান্ সংস্কারান্ কারয়িত্বা বেদমাতরং সাবিত্রীমপি দীক্ষয়িত্বা পশ্চাৎ স্বসম্প্রদায়ি-মন্ত্রক দীক্ষয়িত্বা শ্রীতুলস্যাদীন্ শালগ্রামাদীনপ্যর্চ্চয়িত্বা ... সন্ন্যাসিনং কুর্ব্বন্তীতি প্রসিদ্ধং সর্ব্বৈর্দৃষ্টং শ্রুতঞ্চেতি।" নারদ-পঞ্চরাত্র সাত্বত তন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উক্ত সাত্বততন্ত্রেও এই উক্তির প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

স্মৃতিরত্ন শ্রীহরিভক্তিবিলাসও স্পষ্টাক্ষরে ২য় বিলাসে ১৪০ সংখ্যায় বলেন—

"গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ" টীকায় "আদি" শব্দেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্মনামকরণান্ন-প্রাশনচৌড়োপনয়নব্রতানি বিবাহশ্চেতি।" অর্থাৎ দীক্ষা

[illegible]

প্রার্থী ব্যক্তিকে গুরুদেব দশবিধ সংস্কার করাইয়া দিবেন। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তি উপবীত ধারণ করিবেন।

কোনও কোনও অধিকন পরমহংস বৈষ্ণব ভাগবতী দীক্ষা লাভ করিয়া নির্গুণ ব্রাহ্মণতার চরমপরিণতি বৈষ্ণবতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া উপবীত ধারণ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কেহ বা শাস্ত্রবাক্য মান্য করিয়া দীক্ষা কালে উপবীত গ্রহণ করিয়াও নিজের উত্তম ভক্তিযোগান্বিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী উপবীত প্রভৃতি আশ্রম চিহ্নধারণে ঔদাসীন্য করিয়াছিলেন। যথা ব্রহ্মোপনিষদি—

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ॥

অর্থাৎ উত্তম ভক্তিযোগাশ্রিত, তত্ত্ববিৎ পরমহংস পুরুষ বাহ্যসূত্র ত্যাগ করিবেন। এইরূপ অবস্থায় যিনি ব্রহ্মভাব-ময় সূত্র ধারণ করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। যিনি ব্রহ্মের সহিত সতত যুক্ত হইয়াছেন তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োজন কি? যাহার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয় নাই তাহাকে শ্রীগুরুদেব "ব্রহ্মসূত্র" রূপ স্মারকচিহ্ন দ্বারা পরব্রহ্মে সতত যুক্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু "কালঃ কলিঃ।" পরমহংস পুরুষগণের স্বতন্ত্র আচরণ দেখিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিবার সুযোগ খুঁজিয়া নিতেছে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস শাস্ত্রের কোনও স্থানে খুঁজিয়াও বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত শূদ্র একথাটি পাওয়া যায় না। কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণ দ্বারা তাহা আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পরমহংস বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গৌড় কায়স্থকুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক গৌড় ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সদ্গোপকুলোদ্ভূত শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর নিকট করণবংশজ শ্রীরসিকানন্দপ্রভু দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয়গণের নিকট পাণ্ডা পড়িহারী বিপ্রের প্রণম্য ব্রাহ্মণগণ এ যাবৎ দীক্ষা

লাভ করিতেছেন, শ্রীলাদ গদাধরের নিকট কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত হন। আবার কড়গাছি নিবাসী নবদ্বীপোড় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে উদ্ভূত হইয়াও দীক্ষিতের চিহ্নস্বরূপ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন এবং সৌক্ত ব্রাহ্মণাদিবর্ণেরও আচার্য্য হন। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দবংশে দীক্ষিতের উপবীত ধারণ প্রথা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের উপবীত গ্রহণ অবশ্যের সংস্কার নহে। কারণ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ববঙ্গে অম্বষ্ঠদের উপবীত গ্রহণপ্রথা বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়। তৎপূর্ব্ব হইতেই ইহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুর বংশেও দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। রসিকানন্দ প্রভুর চতুর্থ অধস্তন গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ সৌক্ত খণ্ডাইৎ বা চাষীকুলে উদ্ভূত হইয়াও সিদ্ধোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আজ্ঞাতেই তিনি বেদান্তের গোবিন্দ ভাষ্য রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি কয়েকটী উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যদি শূদ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ ও বেদ পাঠে অধিকার নাই মনে করিতেন তবে কিছুতেই তিনি স্বয়ং বলদেবকে অধ্যাপনা করাইতেন না বা বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে আদেশ করিতেন না। কিন্তু আজ কাল গুরুব্রুবগণ শিষ্যকে দীক্ষিত বলিয়াও শূদ্রাখ্যা প্রয়োগ করেন ও দীক্ষিতের সহিত অস্পৃশ্য শূদ্রের ন্যায় আচরণ করেন। তাহারা তাহাদের তথাকথিত দীক্ষিতের হস্তে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, শালগ্রাম পূজার অধিকার দেন না, শিষ্যের পূজিত শ্রীমূর্ত্তি শূদ্রের ঠাকুর শূদ্রের স্পর্শে শূদ্র হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হন, দীক্ষিত (?) শিষ্যকে শ্রীমূর্ত্তি সমীপে পকান্ন ভোগ দিবার অধিকার প্রদান করেন না, কেবল বার্ষিক দক্ষিণা প্রভৃতির সময় শিষ্যগণকে দীক্ষিত জানেন ও সকলের নিকট প্রচার করেন। সুতরাং ঐসকল গুরুব্রুব, ব্রাহ্মণব্রুবগণের দীক্ষিত ব্যক্তি যথা পূর্ব্বং তথা পরং থাকিয়া যায়। কিন্তু যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকথিত বাস্তব সত্য উপলব্ধি করিতে চান তাহারা অবশ্য সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্বলাভ করেন, বেদে অধিকার প্রাপ্ত হন, এবং গুরুচরণাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্বকে ক্রোড়ীভূত করিয়া যে বৈষ্ণবত্বরূপ চরম পদ অবস্থিত সেই পরমপদে অধিরূঢ় হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি উচ্চ কণ্ঠে বলেন—

"এতমেব ধীরো বিদ্বান্ প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

কাশীতে বন্যা।

"নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল।"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে প্রত্যাগমন কালে যখন কাশীতে বৈষ্ণবকুলোত্তম শ্রীচন্দ্রশেখর গৃহে ছিলেন। তখনও মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিমন্ত্রণ স্বীকার না করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষানির্ব্বাহ করিতেন। সেইখানেই শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণব তত্ত্ব সমূহ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। এ দিকে মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ প্রভুর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কোথায় সন্ন্যাসী তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য, গান, বাদ্য) ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা বেদান্তালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিবেন বেদান্তবাক্যেষুসদারমন্তঃ।" তাহা না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়াও কৃষ্ণনাম নৃত্যাদিতে প্রমত্ত থাকেন ও ভাবুকের সহিত ভাবকালি করিয়া বেড়ান মনে করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে অনভিজ্ঞ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ও তাঁহাদের অনুগত লোক প্রভুর এইরূপ নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর ও শেখরের সঙ্গী পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া প্রভুর নিকট সকাতর ভাবে এ বিষয় নিবেদন করেন। কিছুদিন প্রভু এ সকল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের দুঃখের আধিক্য দেখিয়া তাহা খণ্ডন জন্য তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন।

সন্ন্যাসিগণ যেখানে সেখানে তাঁহার নিন্দা করেন শুনিয়া ব্রাহ্মণচিত্ত এক রকমেই বিপ্র দুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি নিকটে আসিয়া প্রভুর স্বভাব লক্ষ্য করেন, তিনি তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং যদি কোনও উপায়ে সন্ন্যাসিগণকে ইহার সহিত একত্র করিতে পারি, তাহা হইলে ইঁহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসিগণ ইহার ভক্ত হইবেন। ইহা যদি না করিতে পারি, তাহা হইলে যাবৎ কাইবাস করিব, তাবৎ ইঁহার নিন্দাপ্রবণরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণা ক্রমে এই সকল চিন্তা করিয়া বিপ্র মহাপ্রভুর স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই সময়েই তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর প্রভুসমক্ষে দুঃখ নিবেদন করিতেছিলেন। ভক্ত দুঃখ দেখিয়া প্রভুর সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল। এরূপ সময়ে বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন, প্রভো আমি সকল সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি গেলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আমি জানি যে আপনি সন্ন্যাসীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিতে কোনও স্থানে গমন করেন না, তথাপি আমার একান্ত আকিঞ্চন আপনি আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। আমার প্রতি এইটুকু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেই হইবে। তখন ভক্তবৎসল প্রভু হাসিয়া নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। প্রভু যথাকালে বিপ্রভবনে উপনীত হইয়া দেখিলেন সন্ন্যাসিগণ বসিয়া আছেন। প্রভু সকলকে প্রণাম করিয়া পাদপ্রক্ষালনার্থ গমন পূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালনান্তর সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন।

তাঁহার মহাতেজোময় কোটীসূর্য্যভাস বপু দেখিয়া সকল সন্ন্যাসীর মন আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের প্রধান ছিলেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইহাকেই অনেকে ভ্রমক্রমে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সহিত এক মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু পূর্ব্বে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর শিক্ষাগুরু। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে ইঁহাদের গৃহে কিছুকাল ছিলেন, তথায় সগোষ্ঠী সকলকে কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রকাশানন্দ বারাণসীর একদণ্ডী মায়াবাদী শঙ্কর সন্ন্যাসী। উভয়ে পৃথক ব্যক্তি। এই সন্ন্যাসিসভায় এই প্রকাশানন্দ প্রভুর সম্মান করিয়া বলিলেন, হে শ্রীপাদ, আপনি আমাদের মধ্যে আসিয়া উপবেশন করুন। ঐ পদপ্রক্ষালনের অপবিত্র স্থান আপনার যোগ্য নহে। প্রভু দৈন্য সহকারে বলিলেন, আপনারা উচ্চ সম্প্রদায় (তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী) আমি হীন সম্প্রদায় ভারতীর শিষ্য। অতএব আমি আপনাদের সহিত বসিবার যোগ্য নহি। তখন প্রকাশানন্দ তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক সসম্মান সভামধ্যে প্রভুকে বসাইলেন। পরে বলিলেন, আপনি কেশবভারতীর শিষ্য, সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অনুমোদিত সন্ন্যাসী, এই স্থানে থাকিয়াও আমাদের সঙ্গই বা কেন না করেন, আর ভাবুকগণের সহিত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বেদান্ত পাঠ ছাড়িয়া অনুচিত নৃত্যগান করিয়া বেড়ান কেন? প্রভু পুনর্ব্বার দৈন্যোক্তি করিলেন, শ্রীপাদ, আমি মূর্খ, তাই গুরু আমাকে বেদান্তাধিকার দেন নাই। তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কৃষ্ণ নাম হইতেই কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম, সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। এই আজ্ঞা পাইয়া আমি অনুক্ষণ নাম গ্রহণ করি। তাহাতেই আমার এই চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া উন্মত্ত হইয়া গিয়াছি। তাই কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও নাচি, কখনও গাই। নাচে পাগল হইলাম দেখিয়া গুরুচরণে নিবেদন করিয়াছিলাম, হে গোঁসাই, কি মন্ত্র দিয়াছেন, ইহা জপিতে জপিতে আমি যে পাগল হইয়া গেলাম। তখন আমাকে গুরু বলিলেন যে, কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই স্বভাব। ইহা জপ করিলে কৃষ্ণে ভাব আসে। তাহাই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের পূর্ব্বাবস্থা। এই প্রেমের নিকট চতুর্ব্বর্গের কোন মূল্য নাই, ইহা

তুলনা। এই প্রেম আনন্দামৃতসিন্ধু, ব্রহ্মানন্দ ইহার একবিন্দু তুল্যও নহে। (ব্রহ্মানন্দ কেবল জড়নিরসনাত্মক ত্রিতাপনিবৃত্তিমূলক। তার অপনোদিত হইলে যেমন সুখ বলিয়া মনে হয়, এও দুঃখের নিবৃত্তিতে আনন্দতুল্য মাত্র, যথার্থ আনন্দ নহে)। কৃষ্ণনামের ফল সেই পরম পুরুষার্থ প্রেম। অতিভাগ্যে জীবের এই প্রেমোদয় হয়। এই প্রেমের উদয় হইলে চিত্ত ও তনু বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার স্বভাবে হাসে কাঁদে গায় ও উন্মত্তবৎ নাচিয়া ছুটাছুটি করে। তখন স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ অশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য উন্মাদ বিষাদ হর্ষ প্রভৃতি বিবিধ ভাবে প্রেম ভক্তগণে নাচায়। "হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।" (ভা ১১।২।৩৮)। সুতরাং আমি নিজ ইচ্ছায় নৃত্য ও গান করি না। ইহা কৃষ্ণ নামেরই ফল।

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"

প্রভুর মিষ্ট বাক্যে সকল সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, আপনি যে কৃষ্ণভক্তি করেন ইহা উত্তম, কিন্তু বেদান্ত শ্রবণ করেন না কেন? তাহাতে প্রভু সহাস্যবদনে বলিলেন যদি দুঃখিত না হ'ন, নিবেদন করিতে পারি। তখন সকলে অনুমোদন করিলে, প্রভু বলিতে লাগিলেন। শ্রীবেদব্যাস নারায়ণাবতার, ঈশ্বর তত্ত্ব; তিনি সাধারণ জীব নহেন, তাঁহার বাক্য ভ্রম প্রমাদ করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) ও বিপ্রলিপ্সা (আত্মপ্রবঞ্চনেচ্ছা) এই দোষ চতুষ্টয় দুষ্ট হইতে পারেনা। তিনি উপনিষৎ হইতে সূত্ররূপে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন মুখ্য অভিধাবৃত্তি দ্বারা তাহার পরম মহত্ত্ব গ্রহণীয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থবোধিকা মুখ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কষ্টকল্পনামূলা গৌণলক্ষণা বৃত্তি দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহার শ্রবণে পরমার্থ নষ্ট হয়। ইহাতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কোন দোষ নাই। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" —তিনি শিবপুরাণোক্ত "দ্বাপরাদৌ যুগে ত্বহ্যা কলয়া মানুষাদিষু স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু॥" এই ভগবদাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তিনি এই অসুরমোহন ভাষ্য রচনা করেন। পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেব শ্রীপার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে॥
বেদান্তেষু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকং।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥"

আচার্য্য ঈশ্বর-আজ্ঞা পালন মুখ্যার্থ আচ্ছাদনপূর্ব্বক গৌণার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। (ইহার তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। বৌদ্ধদিগের অবৈদিক শূন্যবাদ তখন প্রবল। তাঁহারা বেদপ্রমাণ স্বীকার না করিয়া অসুর প্রকৃতি। সেই শূন্যবাদময়চিত্তে স্থান পায় এমন যুক্তিদ্বারা বেদের কোন কোন বচনকে প্রমাণ রাখিয়া তাঁহাদের বেদে আস্থা আনয়ন আচার্য্যের তখনকার উপযোগীকার্য্য। জীবের নিত্যার্থ ভগবদ্ধান্ত সে সময় স্থাপিত হইবার যুগ ছিল না)। সুতরাং আচার্য্যের কোন দোষ ছিল না। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।" তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, শ্রীভগবানের আজ্ঞাকারী দাস, সুতরাং ভগবদিচ্ছা পরিপূরণই তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়াছিল। মুখ্য অর্থে ব্রহ্মশব্দে "বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম"—চিদৈশ্বর্য্যময়, অসমোর্দ্ধতত্ত্ব শ্রীভগবানকেই নির্দ্দেশ করে। তাঁহার চিদাকার চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া জড়চিন্তাপর ব্যক্তির ধারণাযোগ্য নিরাকার বলিয়া তাঁহার বর্ণনি করিয়াছেন। যিনি ইহা শ্রবণ করেন তাঁহার পারমার্থিক সর্ব্বনাশ হয়। (উপনিষদের অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা" প্রভৃতি আকার নিষেধক বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের অরূপ আকার মাত্র নিরস্ত হইয়াছে। ভগবানের আকার চিদাকার, দেহ চিদ্দেহ, বিভূতি চিদ্বিভূতি)। ভগবান্, তদ্ধাম, তদ্রূপবৈভব পরিকরবৈশিষ্ট্য অপ্রাকৃত তত্ত্ব, তাঁহাকে যে প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, বিষ্ণু কলেবর যে প্রাকৃত বলা হয়, ইহা বিষ্ণু নিন্দার চরম, তাহার শ্রবণে জীবের অমঙ্গল অনিবার্য্য। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে ঈশ্বর আচ্ছাদন করিয়া জীবতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের ঐক্যমূল ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। জীবতত্ত্বকে অণুচৈতন্যরূপে সিদ্ধ না করিয়া ব্রহ্মরূপে স্থাপন করায় ভগবত্তার নিরাস করা হইয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার অচি-

-চিন্তা শক্তির কার্য্য বিকার রূপে এই বিশ্ব—এই পরিণামবাদ শ্রীব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রে শিক্ষিত হইয়াছে। ("সতত্বতোঽন্যথাবুদ্ধি মকার ইত্যাদিকতঃ)"। ব্রহ্ম সত্য বস্তু, তাঁহা হইতে জীব প্রত্যক্ষ, ব্রহ্মস্বরূপ সত্যবস্তু উদ্ভূত, এই বুদ্ধির নাম পরিণাম "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য বাক্যে ব্রহ্মের পরা শক্তির "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই চিচ্ছক্ত্যাত্মক জগদ্রূপে পরিণতি স্বীকৃত। ইহার অন্তর্গত "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ" প্রভৃতি বাক্যে জানা যাইতেছে যে জীব ও জীবায়তন জড়জগৎ সত্যবস্তু। শ্রীশঙ্কর যে ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ২৪শ সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণামবাদকে দোষদুষ্ট বিকারবাদ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য বিকার রূপে এই বিশ্ব—এইরূপ পরিণামবাদ শিক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্ব আচ্ছাদনপূর্ব্বক "অতত্বতোঽন্যথাবুদ্ধিবিবর্ত্ত ইত্যাদিকতঃ" এই যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতিরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে গুরুলঙ্ঘন করিয়াও তাৎকালিক প্রয়োজন পালন জন্য শ্রীব্যাসের সহজ অর্থ বিকৃত করিয়া মায়ুক্যোপনিষদে দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লিখিত এই বিবর্ত্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিবর্ত্তের প্রয়োগ স্থল স্বতন্ত্র। জীব শুদ্ধচিৎকণ, কিন্তু মানবের যে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি, উহাই বিবর্ত্তের স্থল। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে সত্যের প্রকাশ করিয়া বিবর্ত্তদোষকে মূল বিষয়ে ও জীব তত্ত্বে আরোপ করা তত্ত্ববিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর শুদ্ধকে সংশোধন করা জন্য অন্বয়োহ মার্গ ও আত্মারামস্পর্শী পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং আর নিত্যসত্যের মূল শ্রীভগবান্ হইতে সত্য অবিমিশ্রভাবে অবতীর্ণ হইতেছে এ কথা বলা যাইবে না, সত্য অবহেলা করিয়াই বিবর্ত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত।

প্রণবই বেদের বিজ্ঞানরূপ মহাবাক্য, ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যঞ্জক। উহা সর্ব্ববিষয়ক, সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। সুতরাং এই প্রণব আচ্ছাদন করিয়া "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি কয়েকটী আদেশিক বাক্য বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া কেবল তাহাদিগকেই মহাবাক্য বলিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া তাহাদের প্রয়োজন মত অর্থ প্রচার অযৌক্তিক, বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী বাক্য সমূহ এক উদ্দেশমুখী ইহা না বুঝাইয়া বেদের বাক্যগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করান অবান্তর উদ্দেশ্য প্রসূত চেষ্টা মাত্র।

এইরূপে বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্ববেদসূত্রের একতত্ত্ব উদ্দেশ্যই যে একমাত্র লক্ষ্য তাহা গোপন করিয়া বেদের অবমাননা করা হইয়াছে। বেদ স্বতঃ প্রমাণ, কিন্তু শব্দের লক্ষণাশক্তি দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাহার স্বতঃ প্রমাণতার উপর আক্রমণ করা হয়, অজ্ঞান চেষ্টাদ্বারা অধোক্ষজ তত্ত্বকে বিক্ষুব্ধ করিতে প্রয়াস করা হয়।

এইরূপ যুক্তি সমস্ত শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিগণ চমৎকৃত হইলেন ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত কেবলাদ্বৈতবাদনিরসন স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, আমরা বুঝিয়াছি যে আচার্য্যের কৃত ব্যাখ্যা কল্পিত অর্থমাত্র, কিন্তু সম্প্রদায় অনুরোধে এই তত্ত্বই আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। যে শ্রীপাদ, গৌণার্থ খণ্ডন অতি উত্তম হইয়াছে, এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের চিত্তমল বিদূরিত করুন। তখন প্রভু বলিতে লাগিলেন, যে, শ্রীভগবান্ ষট্‌চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব। বেদে যেখানে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে সেখানে ভগবান্ অর্থই প্রয়োজ্য। বৃহদারণ্যকের "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" ইত্যাদি বাক্যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণপরতত্ত্বই বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মশব্দে সংজ্ঞিত। সুতরাং সম্পূর্ণ বেদে ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ। তিনি নির্ব্বিশেষতাকে কোড়ীকৃত করিয়া নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে চিচ্ছক্তি অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। "পরাস্য শক্তি!" এই বেদবচনের অবমাননা করা হয়। ব্রহ্মচিচ্ছক্তিবিশিষ্ট সবিশেষ তত্ত্ব, জড়নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অঙ্গস্বরূপ অস্বীকৃত থাকিয়া যায়, পূর্ণতার ব্যাঘাত হয়।

আর সেই ভগবত্তত্ত্বের চরণাশ্রয় করে সর্ব্বদেবের প্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইহা হইতেই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম মহাধনের উদয় হয়। তখন আর কৃষ্ণচরণ ভিন্ন অন্যত্র অনুরাগ হয় না। এই প্রেম হইতে কৃষ্ণের সেবাসুখরস নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বসূত্রেরই সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনই পর্য্যবসান।

এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া সকল সন্ন্যাসী বিনয় করিয়া বলিলেন, আপনি বেদময়মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। আমরা যে আপনার নিন্দা করিয়াছি, আমাদিগকে নিজ কৃপায় ক্ষমা করুন। তখন প্রকাশানন্দের মন পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য সভা মধ্যে প্রভুর সন্ধান করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ। উপনিষদের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাসসূত্রের অতি মনোরম অর্থ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কল্পনায় বিস্তার করিয়াছেন। এই কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শ্রবণ করেন, তিনি মুখে "হয়, হয়" করেন বটে, কিন্তু হৃদয় তাহা মানে না। সুতরাং এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর বাক্যই দৃঢ় ভাবে অঙ্গীকার করিলাম, কলিকালে হরিনাম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস দ্বারা সংসার যায় না। এখন নামাভাসেই সুখে মুক্তি হইতে পারে। ভক্তিবিনা মুক্তি হইতেই পারে না। চিদানন্দ কৃষ্ণ বিগ্রহকে মায়িক মনে করিয়া আমরা অশেষ পাপ আবাহন করিয়াছি। চৈতন্য প্রভু আজ আমাদের উদ্ধার সাধন করিলেন। বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে পরমার্থ বিচার ঘুরে গিয়াছিল, এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ইহা শুনিয়া প্রকাশানন্দ সভা ভঙ্গের পরে সন্ন্যাসিগণকে বলিলেন, আচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে আগ্রহাতিশয় বশতঃ অন্যরূপে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবত্তা মানিতে গেলে অদ্বৈতবাদ স্থাপিত হয় না, অতএব তাঁহাকে শ্রুতি পুরাণোক্ত কৃষ্ণের চিদ্বিলাসকে নিরাস করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডন করিতে হইয়াছে। যে গ্রন্থকর্ত্তা নিজমত স্থাপন করিতে চা'ন তাঁহা হইতে শাস্ত্রের সমন্বয় অর্থ হয় না। এইরূপে ছয় দর্শনের উৎপত্তি। সেজন্য দর্শন হইতে তত্ত্বজ্ঞান হওয়া যায় না। মহাজনের আচরণই অবলম্বনীয়। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুই তত্ত্বসার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাই আমাদের অনুবর্ত্তনীয়।

এই সংবাদ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র অতি আনন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। তখন প্রভু বিন্দু মাধব দর্শনে যাইতেছিলেন। চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপন মিশ্র ও সনাতনের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা আনন্দভরে অঙ্গনে নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন সমস্ত বারাণসী ব্যাপিয়া প্রভুর প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলে সেই কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। কীর্ত্তনের রোল স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরিয়া ফেলিল, প্রেমের বন্যায় দেশ ডুবিয়া গেল। নবদ্বীপ, নীলাচল পূর্ব্বেই ডুবিয়া গিয়াছে। মায়াবাদীর দুর্গ বারাণসী ডুবিতে বাকি ছিল তাহাও ডুবিল, কাঁদিতে বসা ভাবিল।

নিকটে হরিধ্বনি শুনিয়া প্রকাশানন্দ সদলে আসিয়া যোগদান করিলেন। প্রভুর সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। লোকসংঘট্ট জন্য বাহ্য স্ফূর্ত্তি পাইলে প্রভু সন্ন্যাসিগণকে দেখিয়া মূর্চ্ছা সংবরণ করিয়া প্রকাশানন্দের চরণ বন্দন করিলেন। তাহাতে তিনি প্রভুচরণ ধারণ করিলেন। এইরূপে পরস্পর দৈন্যোক্তির পর প্রকাশানন্দ বলিতে লাগিলেন, আপনার চরণ স্পর্শে আমার সব অপরাধ দূরে গেল, আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্। আপনি অস্বীকার করিলেও আর ভুলিব না, তখন তিনি প্রভুকে লইয়া তথায় উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাসসূত্রের যথার্থ সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ করুন। তখন প্রভু নিজ দৈন্যজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, ব্যাসের সূত্রের গম্ভীর অর্থ জীব জানে না, তন্নিমিত্ত তিনি স্বয়ং সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রকর্ত্তা স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলে সূত্রের মূল অর্থ লোকের জ্ঞান হয়। মহাবাক্য প্রণবের যে অর্থ তাহাই গায়ত্রীতে আছে। সেই অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে অহমেবাসমেবাগ্রে প্রভৃতি পর পর চারিটী

শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে শ্রীভগবান হইতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস এই অবরোহ প্রণালী ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া সকল বেদার্থ শ্রীভাগবতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হইতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥"

তৎপরে সন্ন্যাসিগণ প্রভুর নিকট আত্মারামাদি শ্লোকের একষষ্টি প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন; সকলেই নির্দ্ধারণ করিল যে চৈতন্য গোসাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সহিত সব কাশীবাসী নাম সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিলেন।

"বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নবদ্বীপ নগরী॥"

প্রভু নিজগণ সহ কৌতুকে বলিতে লাগিলেন যে কাশীতে ভাবকালি বেচিতে গ্রাহক অভাবে বস্তু বিকাইল না। পুনরায় দেশে বোঝা বহিয়া কষ্ট জানিয়া তোমাদের দুঃখ হইল, তাই তোমাদের ইচ্ছায় বিনা মূল্যেই বিলাইয়া দিলাম। ইহার মূল্য শ্রদ্ধা, তাহা ইহাদের ছিলনা, তথাপি কৃপাপূর্ব্বক সকলকে ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করাইলাম।

বারাণসীতে কোলাহল হইলে গ্রামী দেশী লোক সকল লক্ষ কোটী সংখ্যায় আসিতে লাগিল।

বাহুতুলি প্রভু করে বল কৃষ্ণ হরি।
মত্তবৎ করে লোকে হরি ধ্বনি করি॥"

যে বারাণসীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মূলধন সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই বারাণসীর মায়াবাদীর দুর্গের কঠিন প্রাকার ভাঙ্গিয়া প্রেম বন্যায় সকলকে ভুবাইয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধতত্ত্ব শিক্ষার মূলস্থান, প্রেমবন্যায় ডোবা দেশ আবার শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, আবার মায়াবাদী শুষ্ক তর্কে সমস্ত প্রেমের রস শুখাইয়া গিয়াছে, আমার কবে সেখানে বান ডাকিবে আমরা তাহারই দিন গণনা করিতেছি, নবীন বন্যা লাগিয়াছে বটে, কিন্তু নামের বন্যা না আসিলে দেশের শুষ্কতা ঘুচিবে না! দেখি, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ মহোদয় বন্যার ব্যবস্থা কতদূর করেন।

—:—

প্রচার প্রসঙ্গ।

অল্পভূমি পুরুলিয়ায়।

কয়েকটী ভক্তের অভিলাষমত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কয়েকটী প্রচারক সম্প্রতি পুরুলিয়ায় গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তথায় শুদ্ধভক্তির কোন কথার আদর নাই। ভোগময় কর্ম্মবাদ বাহ্যিক উচ্চকীর্ত্তন ও নির্জ্জন ভজনাদির অভিনয় কিছু কিছু হইলেও তাহা ভোগময় বিষয় সংসৃষ্ট, উহাতে কৃষ্ণভক্তির গন্ধ আছে কিনা, তাহা বিদ্বদ্ভক্তগণ জানেন। কর্ম্ম ফলভোগময়ী বিদ্ধাভক্তি কিছু পরাভক্তি শব্দ বাচ্য নহে। বিষয়সুখের অতৃপ্তির জন্য বা তৃপ্তির জন্য যে হরিভজনের কৃত্রিম অনুষ্ঠান, তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কোন দিন ভক্তিশব্দে উল্লেখ করেন না। প্রাকৃত অর্থাৎ জাগতিক বৃত্তিকে ও তাহার অনুষ্ঠানগুলিকে যাঁহারা ভক্তি বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ কথিত জড়রস বা বৈরক্তকেই প্রেমা বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা হইতেছে। শুদ্ধভক্তগণের সমাগমে পুরুলিয়ার অনেক ভোগাসক্ত কর্ম্মী বিষয়সুখমত্ততায় ব্যাঘাত দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই বিদ্ধাভক্তির কলাবটী গলাবাজী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি চালাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা শুদ্ধভক্তির আদর ও শুদ্ধভক্ত সমাজের আদর করিতে নিতান্তই পরাঙ্মুখ। পুরুলিয়ার বিদ্ধভক্ত সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে তথায় শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। তাত্রকূট, পর্যটর্ণ, জড়বিলাসোন্মত্ততাকে প্রেম বোধ, শুদ্ধভক্তিতে শ্রদ্ধা রাহিত্য, মূর্খতাকে ভাব ও প্রেমা বলিয়া ভ্রম-নির্দ্দেশ যে কাল পর্য্যন্ত ভোগিগণের হৃদয়ে প্রবল থাকে, তৎকালাবধি ভক্তির স্বরূপদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তি

থাকা দূরে যা'ক্, মিছা ভক্তিকেই বিষয়ভোগের সহচর জানিয়া সুর-লয় তাল-মানযুক্ত নিধুবাবুর টপ্পা, বিদ্যা-সুন্দরের গাথা, বিষহরির মঙ্গলচণ্ডীগানের মত ভগবৎ-কীর্ত্তনকে অকৃতজ্ঞ জানিয়া জড়েন্দ্রিয় তর্পণের উপাদান বিশেষ "প্রাণ নিতাই" বলিয়া অভিনয়াদি ভক্তিপথের সুগম সোপান নহে। তিন বৎসরের শিশু কালিদাস মেঘদূতের কবিতা-বোধে সমর্থ হয় না। তাহাদের সামর্থ্যতাণ্ডব কিছু সৌন্দর্য্য দর্শনের পথিক করায় না—আকর্ষণীয় গুণগণের সন্ধান দেয় না এবং ব্যবহার জগতের সুষ্ঠু প্রবেশাধিকারের পথ রুদ্ধ করে। সেই প্রকার কোমলশ্রদ্ধ বিদ্ধভক্তির যাজক-গণের আপনাদিগকে প্রবীণ বৈষ্ণব মনে করিয়া পূর্ব্ব মহাজনপথজ্ঞানে কৌশলে অর্থ সংগ্রহ, মাত্সর্য্য সেবা, ইন্দ্রিয় তর্পণ ও অশুদ্ধসঙ্গ মাংসাদি পরিহার না করিয়া তৎসমুদয় রক্ষণ ও প্রাকৃত অর্থের দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই হরিভজন ও পুণ্যলাভ প্রভৃতিই জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য মনে করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। শ্রীরূপানুগবৈষ্ণবগণের প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় কোমলশ্রদ্ধ প্রাকৃতকর্ম্মিগণের চৈতন্যভাগবতের দুই একটী অসংবদ্ধ বাক্যকে জীর্ণ করিতে না পারিয়া যে তার্কিকাভিমান, তাহা শুদ্ধভক্ত সমাজে হাস্যাস্পদ হইবার প্রকারভেদ মাত্র। যাহারা জীবনে কখনও শুদ্ধভক্ত দেখে নাই, শুদ্ধভক্তির কথা শুনে নাই, তাহারাই আপনাদের দম্ভে ও অহঙ্কারে পূর্ণ থাকিয়া অসাধুকে সাধুজ্ঞান করিয়া ও অসাধুতাকেই ভক্তি বলিয়া বিপথ-গামী হন। পুরুলিয়ার বিদ্ধ ভক্তসমাজের অনুষ্ঠানাবলী শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সেই 'কস্যং' 'ধস্যং' এর গল্পটী মনে পড়িয়া গেল। "কোন নীচশ্রেণীর এক পুরোহিত সন্তানকে ভট্টপল্লীতে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য নীচ কুলোদ্ভূত গ্রামবাসিগণ বহুব্যয়ে প্রেরণ করিয়াছিল। ছাত্রটী অধ্যয়নাদিতে অমনোযোগী হইয়া কলিকাতায় আসিয়া আমোদ প্রমোদে দিনপাত করায় শাস্ত্রতাৎপর্য্যগ্রহণে ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে বিমুখ হইল। সে যখন দেশে ফিরিয়া গেল, তখন সেই নিম্নজাতীয় গ্রামবাসিগণ অপরাপর পণ্ডিতগণের নিকট তাহাদের গৌরবনিধিটীর পাণ্ডিত্য দেখাইতে বাঁড় করাইলেন। সংস্কৃতে বাক্যালাপ করিবার জন্য যখন ছাত্রটীকে 'কস্যং' প্রশ্ন করা হইল, তখন তাহার প্রতিপক্ষে বিদ্যাভ্যাসানভিজ্ঞ ছাত্রটী 'ধস্যং' 'ধস্যং' হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বিস্তার করিল। অবশেষে জাতীয় মূর্খের দল তাহাদের পুরোহিত বটুর সংস্কৃতজ্ঞানের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া প্রশ্নকর্ত্তা পণ্ডিতের অনুকরণে তাহার কেশসংগ্রহে তৎপর হইল।" এইরূপ, যাহার যেরূপ অধিকার ও প্রকৃতি, তদনুসারে শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার ফলে মায়াকে ভুক্তিমুক্তি এবং জড়জগতে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠালাভই হরিকীর্ত্তনের ও ভজনের তাৎপর্য্য জানিয়া হরিকথায় আদরবিহীন হওয়া দুর্ভাগ্যের পরিচয় মাত্র। যে পুরুলিয়া প্রদেশে এক সময় গৃহস্থ ভক্তরাজ পাঁচঘুপীবাসী বনওয়ারী লালসিংহ মহাশয়ের শুদ্ধভক্তির কথা ভক্তগণের মধ্যে আদর লাভ করিয়াছিল, নীলমণি সিংহ প্রভৃতি ভক্তগণের হৃদয় শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিপ্রচারের কথায় উন্মত্ত হইত, সেই পুরুলিয়ায় সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট প্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিকে আচ্ছাদন করিতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে জীবের মলিনতা দর্শনে ও কর্ম্মফলভোগবাদের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি হয় নাই। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডি স্বামীর কথিত,—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটীরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

এই কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে পুরুলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। বিদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ অপেক্ষা কতিপয় বিদ্ধ ভক্তিতে উদাসীন সজ্জন ব্রাহ্মণগণের সত্যগ্রহণে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ পুরুলিয়ার সজ্জন সমাজে হরি কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এবং শুদ্ধ হরিকথা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন মুখে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি পুরুলিয়ায় পরমপ্রেমোদ্দীপক

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অমূল্যাক্ষ সরকার এম্ এ বি এল্ মহাশয় প্রমুখ বিদ্বদ্গণী হরিকথা প্রচারে বিশেষ ভাবে সহায় হইবেন। আমরা নিছাভক্ত বা বিদ্ধভক্ত সম্প্রদায়কে শুনাইবার জন্য প্রাচীন কবি প্রেমদাসের নিম্নলিখিত গাথা গান করিতে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজকে অনুরোধ করিতেছি।

অবতার সার, গোরা অবতার
কেননা ভজিলি তাঁরে।
করি নীরে বাস, গেলনা পিয়াস
আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলে বিষে॥ ২
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি
নাসাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি, কাষ্ঠ চুষিলি
কেমনে পাইবি মিঠ॥ ৩
হায় বলিয়া, সন্ন্যাস পরিলি
শমন কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুন পোহালি
পাইলি বড়ই তাপ॥ ৪
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ পরকাল, দুকাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা॥ ৫

শ্রীআমলাযোড়াস্থ

পুরুলিয়া সহরে বিদ্ধভক্তসমাজে শুদ্ধ ভক্তাদর্শ প্রেম ভক্তিপ্রচারক শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয়শিষ্যবর প্রাচ্যে প্রতীচ্যে খ্যাতে প্রভূত প্রতিভাসম্পন্ন রসিক ভক্তাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ ভগবদিচ্ছাক্রমে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে থাকায় ও দেশকালপাত্রের সুকৃতির অভাবে কোন হরিকথাই বিদ্ধভক্ত সমাজে বলিবার অবসর পান নাই। যদি বলিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে পুরুলিয়ার সমাজ বিদ্ধভক্তির সংরক্ষণ সৌভাগ্য লাভে ব্যস্ত হইতেন না। তাঁহার অমিয় হরিকথা যে সকল অভিমানী জীবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না, তাঁহারা যতই কেন ভক্তত্বের সংজ্ঞায় অভিহিত হউন না তাঁহারা ভগবদিচ্ছাক্রমে ভক্তিবিপরীত পথে চলিতেছেন বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ বিশ্বাস করেন। পুরুলিয়ার অশ্রদ্ধান বিদ্ধভক্ত সমাজ পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলা-যোড়া নামক বৈষ্ণব পল্লীতে শুভাগমন করেন। তথায় তিনি দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রত্যহই সেই গ্রামবাসী ভক্তগণের প্রীতিতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া হরিকথা বলিবার উল্লাসলাভ করেন।

গৌড়দেশবাসী শুদ্ধভক্তগণ অনেকেই জানেন, এই গ্রামে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অত্যন্ত আদরের ও গৌরবের পাত্র শ্রীমদ্ ভক্তিনিধি ও ভক্তিরত্ন এককালে ভক্তিপ্রদীপালোকের চন্দ্রসূর্য্যস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের গাথা সমূহ অদ্যাবধি আবাল বৃদ্ধবনিতার ভক্তিপথের নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ঠাকুরের পরম ভাগবত তনয় আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীল হৃদয়চৈতন্য দাস অধিকারী মহাশয় কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ ভক্তগণের যে প্রকার অলৌকিক সেবা বিধান করিয়াছেন তাহা পুরুলিয়ার বিদ্ধভক্তসমাজের উত্তাপদগ্ধ সঙ্গের চিকিৎসাগারের শুশ্রূষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমলাযোড়াবাসী ও বৈষ্ণবপল্লীবাসিগণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর মহোদয়ের তথায় ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষপরে শুভাগমনে পরমোৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। বিদ্ধভক্ত সমাজের হুজুগপ্রিয়তা কিছু শ্রদ্ধান ব্যক্তির প্রার্থনীয় নহে। গলাবাজীনিপুণ বিদ্ধভক্তির ভগ্নানুষ্ঠান-রক্ষাকারীর নিজ নিজ বিষয়াগ্নিতে দহ্যমান বিষয়কথাকে হরিকথা মনে করা, নামাপরাধকে নাম

মনে করা সম্প্রদায়, শুদ্ধভক্তিকথাকে যমদূত প্রচণ্ড জ্ঞান করেন, সত্য তথাপি অমিয় হরিকথায় যে কয়কাসদৃশ নূতন ধর্ম্ম বিরাজমান তাহা সহ্য করিতে না পারিলে কিছু সুবিধা হয় না।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতীয়।

রেগুলেশন ৩,১৮১৮ ঃ—গত সপ্তাহের মঙ্গল বার হইতে এই আইন অনুসারে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে রাখা হইয়াছে, মনোমোহন ভট্টাচার্য্যকে বহরমপুর জেলে, অমরেন্দ্র চাটার্জ্জিকে অজ্ঞাত স্থানে, ঢাকার সতীশ চন্দ্র পাকড়াশীকে মেদিনীপুর জেলে, উপেন্দ্র বন্দ্যো, কালীপদ বন্দ্যো, ও ভূপতি মজুমদার এখনও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেই আছেন। ইহাদিগকে স্বতন্ত্র কক্ষে রাখা হইয়াছে।

—:—

সান্ধ্য আন্ততোষ ঃ—ইহার পদত্যাগের সঙ্কল্প সম্বন্ধে এখনও পাকা খবর পাওয়া যায় নাই।

—:ঃ:—

"আনন্দবাজার" রাজদ্রোহ ঃ—গত শনিবার বেলা ৪টার সময় কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে খানাতল্লাসীর ও সম্পাদক এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানাসহ উপস্থিত হন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবারের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়, বিপ্লববাদী ৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চরিত-কথা' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার জন্যই ১২৪(ক) ধারা বা রাজদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় ঐ 'চরিত-কথা'র পাণ্ডুলিপি প্রুফশিট এবং হিসাবের খাতা এবং ঐ তারিখের কয়েকখানি 'আনন্দবাজার' লইয়া গিয়াছেন; তৎসঙ্গে সহকারী-সম্পাদকগণের নাম ঠিকানাও লইয়া গিয়াছেন। খানাতল্লাসীর পর বেলা ৬টায় সময় সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র দাসকে ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকে একখানি মোটরে করিয়া উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় লালবাজার থানায় লইয়া গিয়াছেন। তদবধি তাঁহাদিগকে হাজতেই রাখা হইয়াছিল। গত সোমবার দিন চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রসবর্গের আদালতে, তাঁহাদের পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় জামীনের জন্য আবেদন করেন। উকীল বাবুর সহিত কিছুক্ষণ আলোচনার পর আদালত জামীন দিতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহারা হাইকোর্টে আপীল করিতে পারেন অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু ও অধরবাবুকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। গত ৪ঠা অক্টোবর মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর হত্যাকাণ্ডের আমলা ঃ—কৃষ্ণনগরের সুধীরঞ্জন ব্যানার্জ্জী নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার অংশদার ও বন্ধু অহিভূষণ হালদারকে গত ৯ই জুলাই নিজের বাড়ীতে নিয়া বন্দুকের গুলিদ্বারা নিহত করে বলিয়া অভিযুক্ত। ঐ মোকদ্দমা কৃষ্ণনগরের সেসন জজ মিঃ বি, সি মুখার্জ্জীর এজলাসে ১৭ দিন যাবত শুনানীর পর শুক্রবার দিন শেষ হইয়াছে। এতদসম্পর্কে ৪৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। জজ এই মোকদ্দমার অভিযোগের বিষয় জুরীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার পর জুরীগণের ৮ জন আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়াছে, ১ জন দোষী বলিয়াছে। রায় সম্প্রতি মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

—:—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—প্রয়াগের 'লীডার' পত্রিকায় একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, ভারত-সরকারের অনুমোদনে কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল ছাত্রকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ৩০০ ছাত্রের জন্য মঞ্জুর চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র ১৯০ জন ছাত্রকে সামরিক শিক্ষা দানের হুকুম পাওয়া গিয়াছে। ৪০ জন করিয়া ৪টী ছাত্র পল্টন গঠিত হইবে।

ঢাকা মিউনিসিপালিটি ঃ—কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকা মিউনিসিপালিটির ৩ জন সদস্যকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এ বিষয়ের তদন্ত হইয়া গিয়াছে। মিঃ আর, কে, দাস ব্যারিষ্টার কমিশনারদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে দলাদলির ফলেই এই তিনজন কমিশনার পদচ্যুত হইয়াছেন। চাইসচেয়ারম্যান এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে উক্ত দলের মধ্যে কোনও প্রকার বিদ্বেষ আছে বলিয়া তিনি জানেন না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তাঁহার হাতে এ বিষয়ে কিছু করিবার শেষ ক্ষমতা নাই, তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট কাগজ-পত্র পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীশচন্দ্রের উপর আক্রমণ ঃ—ঢাকার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী শচীন্দ্র গুহ এবং জ্ঞানপদ বসু ঢাকার সেসনকোর্টে জামীনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাঁহাদের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা ঃ—কোমার ডাকাতি, উল্টাডিঙ্গি পোষ্টাফিসে ডাকাতি, গোয়াবাগানে খুন ও ডাকাতি, গড়পারে খুন; প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট মিত্র, বিপিন ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি ৭ জন যুবক ডাকাতি, ষড়যন্ত্র, বলপ্রয়োগ, হত্যা ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। কয়েকদিন যাবৎ এই মোকদ্দমা চলিতেছে। এখনও সাক্ষীর জবানবন্দী হইতেছে।

আগরতলা সংবাদ ঃ—গত ১০ই তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিকালে এজেণ্ট মহোদয় বর্ত্তমান মাণিক্য বাহাদুরকে দরবার করিয়া গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে "মহারাজ" বলিয়া স্বীকার করিয়া গদিতে বসিবার অনুমতি দিয়াছেন।

সীমান্ত প্রদেশে অরাজকতা ঃ—গত ১২শে তারিখ সীমান্ত প্রদেশে একটী ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন কুলাচী হইতে হাভাসায় ডাক লইয়া যে ডাক টোঙ্গা যাইতেছিল, তাহা পাঠাইয়া মাসুদ-দস্যুরা তিনজন হিন্দুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পরে তাহাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আর দুইজনকে এ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই।

সীমান্তে বন্দী বাঙ্গালী ঃ—"পায়োনিয়র" জানাইতেছেন যে, সীমান্তে ডেরা ইসমাইলখানের সন্নিকটে ২জন বাঙ্গালী বন্দী হয়। বন্দী বাঙ্গালী ২জন পলাইয়া মাসুদদিগের আশ্রয় লয়। মাসুদগণ উহাদিগকে খোয়ারোগা ক্যাম্পের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া যায় এবং উহাদের প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করে।

শিয়ালদহ গ্যাংকেস ঃ—গতকল্য শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, দত্তের এজলাসে মানকু সোনার, যোগেন্দ্রনাথ সেন ও অন্যান্য ৩২ জন নানাস্থানে বহু ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত আসামীকে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

আসামীপক্ষের উকীলগণ আসামীদের জামীনের জন্য দরখাস্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র দাসকে ৫০০০৲ মুচলেকা এবং ২০০০ টাকার দুইটী ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেন। অন্যান্য কয়েকজন আসামীর প্রতি ডাক্তারী পরীক্ষার আদেশ প্রদান করেন।

এই মামলার অন্যতম আসামী লক্ষ্মীনারায়ণের জল হইয়া যেল হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে।

বেঙ্গলরুরাল পলিটিক্যাল কন্‌ফারেন্স আগামী ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর বেনারসে প্রাদেশিক পলিটিক্যাল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে। নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মহরলাল নেহেরু গ্রেপ্তার হওয়ায় খুব সম্ভবতঃ ডাঃ মুন্নারিলালকে সভাপতি করা হইবে। প্রাদেশিক স্বেচ্ছাসেবক সম্মিলন ও বিলাফৎ ঐ তারিখে ঐ সভাগৃহেই হইবে। ডাঃ কিচলুকে স্বেচ্ছাসেবক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

প্রিভিকাউন্সিলে আপীল ঃ—নাঁথারীটোলা পোষ্টমাষ্টার খুনের মামলায় বরেন্দ্রঘোষের ফাঁসির হুকুম ও ছয়জনের আপীলে তাহা বাহাল হইয়াছে পাঠকগণ জানেন। গত বুধবার তাহার পক্ষ হইতে বিলাতে আপীল জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত হয়। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর কল্য শুক্রবার ইহার শুনানির দিন ছিল। তাহার ফলাফল আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

—০—

কুমারখালীর খুনের মামলা ঃ—১জন জুরীর মধ্যে ৮জন জুরী কাসামী সুধীর ব্যানার্জ্জিকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। সেসন জজ রায় মুলতুবী রাখিয়াছিলেন। গতসোমবার তিনি জুরীর সহিত একমত হইতে না পারিয়া হাইকোর্টে মামলা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক।

নারিকেলের গুড় ঃ—বাংলায় নারিকেল গাছে তাড়ি অথবা গুড় প্রস্তুতের জন্য দাগ দেওয়া হয়না। কিন্তু নারিকেল বৃক্ষ-বহুল ভারতের পশ্চিম উপকূলে নারিকেল-গুড় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন প্রথায় গুড়ে চুণের মাত্রা অধিক থাকায় গুড় প্রায়ই কালো হইত এবং চিনি প্রস্তুত করা যাইত না। কয়েক বৎসর পরীক্ষার ফলে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নারিকেল রস হইতে উৎকৃষ্ট চিনি হওয়া সম্ভবপর। রস হইতে শতকরা ১৪ ভাগ গুড় পাওয়া যায়; ভাল চিনি করিতে হইলে ৯২ ভাগ পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট অংশ গুড় ও চিটারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। নূতন প্রথায় বালির ভিতর দিয়া রস ছাঁকিয়া লওয়া হইতেছে এবং সামান্য পরিমাণ ফটকিরি সংযোগে চুণ অপসৃত করিবার উপায় পাওয়া গিয়াছে। নারিকেলের রসের সহিত খেজুর ও তাল রসের বিশেষ প্রভেদ নাই। এই নূতন প্রথা এ প্রদেশে অবলম্বিত হইলে অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। (কৃষক)

বৃশ্চিক দংশন চিকিৎসা।

পল্লীগ্রামে সর্পভয় যেমন, বৃশ্চিক দংশনের ভয়ও তদ্রূপ আছে। কলিকাতা সহরেও বৃশ্চিক দংশনের ভয় অধিক পরিলক্ষিত হয়। বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১। বৃশ্চিকদষ্টস্থানে অগ্রে ধূমপত্র ধূম লাগাইয়া, পরে তাহাতে আকন্দপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে কিংবা উহার আঠা লেপন করিবে।

২। কালকাসুন্দার ডাটার রস নির্গত করিয়া তাহাতে মুৎকার দিলে বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয়।

৩। উষ্ণ পয়োদুগ্ধ, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

৪। কৃষ্ণ তুলসীর মূল বাঁটিয়া গুড়িকা করিবে। পরে সেই গুড়িকা মুখমধ্যে বুকাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৫। জীরা বাটিয়া গুড় ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মধুর সহিত দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

৬। হাতিশুড় গাছের রস—বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রয়োগে বিষ নিবারিত হয়। এক চটাক সেব্য।

৭। চড়চড়ে গাছের পাতা মর্দ্দন করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হয়।

৮। পাকা কাঁঠালি কলা চটকাইয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে অভাবে কাঁচাকাঁঠালি কলা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলেও ফল পায় উপগম হয়।

৯। বকুল বীজ—জলসহ পাথরে ঘর্ষণ করিয়া চন্দনবৎ চটলে দংশিত স্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা-যন্ত্রণার নাশ হয়।

১০। শুষ্ঠী (শুঁঠ) পেষণ করিয়া নস্য লইলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

১১। আমড়ার ছাল বা উহার কচিপাতা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে কিম্বা ঐ গাছের পাতার রস ছুঁচি গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়। (আয়ুর্ব্বেদ)

ক্রমশঃ

বৈদেশিক।

ফ্যাসিষ্টির আত্মবিরোধ ঃ—গ্রীসের সঙ্গে বিবাদবিসম্বাদ মিটিয়া যাওয়াতে ইটালীর ফ্যাসিষ্ট দলের মধ্যে পুনরায় আত্মবিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। গত ২৮শে তারিখে এই বিরোধের ফলে সিনর রোকা নামে একজন বিশিষ্ট ফ্যাসিষ্টনেতাকে পদচ্যুত করা হয়। তিনি নাকি সভাতে অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ফ্যাসিষ্টির পুরাতন ও নূতন দলের বিরোধই সিনর রোকার পদচ্যুতির কারণস্বরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক সিনর মুসোলিনী কার্য্যকরী সমিতির এই ব্যবস্থা অনুমোদন না করিয়া সিনর রোকাকে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। উহার প্রতিবাদে কার্য্যকরীসমিতি পদত্যাগ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে রাষ্ট্র বিপ্লব ঃ—৩০শে সেপ্টেম্বর ডাসেলডর্ফে প্রায় ১ক হাজার লোক জার্ম্মাণী হইতে পৃথক হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রায় ৪৫ হাজার লোকবিশিষ্ট একটী জনতার সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া একটী ময়দানে ঢুকিয়া পড়ে এবং পৃথক হইবার জন্য চিৎকার করিতে থাকে। এই সময় জনতার মধ্যে ঘুষাঘুষি আরম্ভ হয় এবং একটী দোকানের পশ্চাৎ হইতে গুলী ছোঁড়া হয়। জনতা ভয় পাইয়া পলাইতে আরম্ভ করে। বহু স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। ভীত জনসাধারণ সহর ত্যাগ করিবার জন্য দলে দলে ষ্টেশনে আসিতেছে।

মিঃ পিয়ার্সনের মৃত্যু ঃ—কবি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু মিঃ পিয়ার্সন পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে ইটালী দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্র নাথের নিকট তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে আশ্বিন ১৩৩০, ১৩ই অক্টোবর ১৯২৩ { ১ম সংখ্যা

আত্ম-সমর্পণ।

ভগবানকে লাভ করিবার জন্য মনুষ্য সকল নানারূপ সাধন ভজন করিতেছেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভজন সাধন ফলদায়ক হয় না; কৃষ্ণ তুষাবঘাতীর পরিশ্রমের ন্যায় তাঁহাদের পরিশ্রম কেবল বৃথা হইয়া যায়। প্রথমে দেখা যাউক, ভগবানের স্বরূপ কি? ভগবান্ শব্দের অর্থ—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। ভগ+অস্ত্যর্থে বত্। ভগশব্দের অর্থ,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

যাঁহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তিনিই ভগবান্। সমস্ত শাস্ত্রেই একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্ব কারণের কারণ,—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণপ্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও ১ স্ক, ৩ অ ২৮ শ্লোক,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

রামনৃসিংহাদি পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। দৈত্যনিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।

আত্মসমর্পণের অর্থ—আপনাকে প্রদান করা আত্মাপদে জীবাত্মা বা কৃষ্ণের নিত্যদাসকে বুঝায়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥

অতএব শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ বলিলে যাহা বুঝাইবে তাহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনিই সর্ব্বে-সর্ব্বা—তাঁহার অপেক্ষা বড় কিংবা সমান কেহই নাই। তিনি স্বাধীন পুরুষ, পরতন্ত্র নহেন। তাঁহারই ইচ্ছায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। জীব তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার সেবা করাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবের কোনও কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। তবে জীব যখন নিজস্বরূপ ভুলিয়া জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া নিজে কর্ত্তা সাজিয়া কোনও কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় তখনই ভগবানের মায়া দাসীর করলে পতিত হইয়া এই দুঃখময় সংসারে হাবুডুবু খাইতে থাকে। আবার সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই সাধু শাস্ত্র ও সদ্গুরুর কৃপায় জীব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখনই বুঝিতে পারে যে ভগবানের সেবা করাই জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া তিনি যেরূপে চালাইয়া লইয়া যাইবেন সেইরূপে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য; ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া গেলে সকল দুঃখের অবসান হয় এবং শেষে জীব পরমানন্দ লাভ করে। তখন জীব তাহার সর্ব্বস্ব ভগবানে ক্রমে ক্রমে সমর্পণ করিতে থাকে।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হৈয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায়॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

কায়বাঙ্মনোভি র্যদ্যৎ করোমি সকলং পরস্মৈ
তেনাপি যদি ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ বৃহস্পতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

প্রভো! আমি কায় মনোবাক্যে কত কত দুষ্ট আচরণ কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি; তবুও আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না, বা তাহাদের লজ্জা বা বিরক্তির উপশমও হইল না! অতএব হে বৃহস্পতে, সম্প্রতি আপনার কৃপায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমি বুদ্ধি লাভ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আমাকে নিজদাস্যে নিয়োগ করুন। এই প্রকারে জীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয় এবং পরে বলিতে থাকে—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

ভা ১০।১৪।৮

এইরূপে জীব যখন নিজ স্বাধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে নিজের দেহ, গৃহ, মন, বুদ্ধি, ধন, জন, স্ত্রীপুত্রাদি সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া তাঁহারই কার্য্য করে তখন তাহার আর প্রাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম শূন্য থাকিবে না, তখন প্রাণ খুলিয়া এই গীতটী গাহিতে করিবে—

মানস দেহ গেহ যেকিছু মোর।
অর্পিলু তুয়াপদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনেমরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ওপদ বরণে॥
ধারবি রাখবি যে ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মায়বি মোরে ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাবিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁকি সঙ্গ কতুঁ কতুঁ॥

জন্মক জননী পতিত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥
বিনোদ-সেবক করিয়ে গুণ গান।
রাধানাথ তুহুঁ কোমায় পরাণ॥

যে পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অভিমান থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না এবং ভগবানে আত্মসমর্পণও হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে। যখনই কৃষ্ণদাস্য স্বীকার ও অনুভব করিয়া ভগবানে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিবে তখনই তাহার প্রাকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিমান দূরে যাইবে এবং নিষ্কপটে যেকোনও ব্যক্তির নিকট গৌরসুন্দরের অনুসরণে নিম্নলিখিতভাবে অপ্রাকৃত আত্মপরিচয় দিবে—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি, কিন্তু উন্মীলিত নিখিল পরমানন্দ পূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস। জীবের আত্মসমর্পণের চরমাবস্থায় নিজের দেহস্মৃতি একেবারে লোপ পাইয়া যায়। একমাত্র কৃষ্ণসুখেই জীবের সমস্ত সুখের পর্য্যবসান হয়। তখন জীব মুক্ত এবং বৃন্দাবনবাসী। তিনি তখন গোপীর আনুগত্যে গান করিতে থাকেন—

অন্তর হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
* * * * * * *
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার কূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ সমুদ্রজলে, কাম তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে দেহ তার পায়॥ (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩)

তারপর সর্ব্বাঙ্গনাশ্রিতপদ হইয়া নিষ্কালীভাবে প্রেম-সেবা করিতে কৃষ্ণপ্রেমময়ী নিজ ঈশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার আনুগত্যে গান করিবেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

এই পাদরতা দাসীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শনদ্বারা মর্ম্মাহত করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমাকে যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি আমার, অপর কেহ নহেন—আমার প্রাণনাথ।

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তিহোঁ রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, না জানে আমার তনু মন,
তবু তিহোঁ মোর প্রাণনাথ॥
না জানি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ,
সেই সুখ মোর সুখবর্য্য॥
(চৈঃ চঃ অন্ত ২০পরিঃ)

জীবের এইরূপ অবস্থা লাভ করাই চরম লক্ষ্য। তখন সে জীব পূর্ণ কৃষ্ণসেবা-প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকিবে। ও এই প্রেমানন্দ-লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি গাঢ়তর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর॥

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানর্থধাম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩শ পরি)

তখন জীবের আর অন্য কোন অভিলাষ থাকে না; কেবল এই বাসনা করে,—যথা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায়—

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
এ অধম দাস করে সেবা অভিলাষ॥

হায়, কৃষ্ণবিমুখ সাংসার বিষ্ঠাকৃমিসম ক্ষুদ্র আমরা,—জড়অভিমান-অন্ধিতোমস, দেহমনসর্ব্বস্ব আমরা—আমাদের কতটুকু ভগবানকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে নির্ভর করিয়া চলিতেছি? পদে পদে প্রত্যেক কার্য্যেই ত আমরা নিজের কর্ত্তৃত্বেরই পরিচয় দিয়া থাকি। বরং কোনও কষ্টে পড়িলে সেই কষ্ট সহ করিতে নারাজ হইয়া তাহা দূর করিবার জন্য অপর জীবকে কতই না হিংসা করি, আর বলিয়া থাকি যে, ভগবানই আমাদিগকে অভিশয় কষ্ট দিতেছেন! কিন্তু এক মুহূর্ত্তের তরেও চিন্তা করি না যে আমরা নিজ কর্ম্মদোষে এই দুঃখময় সংসারে আসিয়া দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছি। হরি বিমুখতাই এই ক্লেশের একমাত্র কারণ। এখন, শ্রীগুরু-ভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের নিকট নিষ্কপট কৃপা প্রার্থনা করাই এই দুঃসহ ক্লেশ হইতে পার পাইবার একমাত্র উপায়। অন্য কোনও আর সাধন নাই, তাঁহাদের কৃপা ব্যতিরেকে নিজের জড় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারদ্বারা চালিত হইলে কিছুই ফল লাভ হবে না। প্রকৃতপক্ষে অত্যধিক কর্ম্মফল-ত্যাগস্পৃহা ও অভিশয় বিষয়ভোগস্পৃহা থাকিলে নাস্তিকতা বা নিরীশ্বরতাই হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। তদ্দ্বারা ভগবানে একান্ত নির্ভরতা লোপ পায় এবং মৃত্যুপথেরই পথিক করায়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"অদৃষ্ট্বা মৎকথাদৌ যাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

জীবন সুখী পাঠক, আমরা সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করি—

হরি হরি! মুক্তি হইবে কবে মোর।
গৌরাঙ্গ বলিতে কবে, পুলক শরীর হবে,
হরিনামে চক্ষে ববে লোর॥
দণ্ড নিতাই কবে, প্রেমে আমায় সদয় হবে,
কবে যাবে সংসার-বাসনা।
সঙ্গ জানিয়া কবে, মোর মন শুদ্ধ হবে,
দূরে যাবে বিষয় ভাবনা॥
ধন জন পুত্রদারে, এসব করিয়া দূরে,
কবে বৃন্দাবন ধামে যাব।
কবে গিয়া সেই স্থানে, কৃষ্ণ বলি অনুক্ষণে,
ব্রজরজে গড়াগড়ি দিব॥
সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি, ব্রজপুরে বাস করি,
মাধুকরী করিয়া খাইব।
কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতূহলে,
তমালতলে পড়িয়া রহিব॥
কবে যমুনার জল, আনন্দে হ'য়ে বিহ্বল,
পিব আমি উদর পূরিয়া।
কবে গিরি গোবর্দ্ধন, হবে মোর দরশন,
প্রণমিব দূরেতে হেরিয়া॥
ভ্রমিয়া বাদশবনে, কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
কহ আর লীলা স্থান কাঁহা॥
কবে যমুনার জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া।
বাহু'পর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলিকুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কাঁদিয়া॥

বংশ ও পরিবার।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পরস্পর পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করেন "আপনি কোন্ পরিবার?" সাধারণতঃ "আপনার পিতার নাম কি? পিতামহের নাম কি? প্রপিতামহের নাম কি? মাতুল কে?" প্রভৃতি জড়সম্বন্ধীয় কোন বার্ত্তা তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় নহে। "কোন্ পরিবার?" এটী পারমার্থিক পরিচয়। বৈষ্ণবগণ বংশের পরিচয়কে অনাবশ্যক মনে করেন। তাঁহারা জানেন, "এসব দেহের পরিচয়, দেহ গেলে কেউ কারো নয়।" বংশের পরিচয় জীবের নিত্যপরিচয় নহে, কিন্তু পারমার্থিক পরিচয় নিত্য। জীবের যখন ভক্তানুগী সুকৃতিপুঞ্জের আবির্ভাব হয়, তখন নিত্যসিদ্ধ দেহে যাঁহার কৈঙ্কর্য্যে তাঁহার শ্রীহরিভজনযোগ্যতা, তাঁহার চরণাশ্রয় সুলভ হয়। এইরূপে গুরুপারম্পর্য্য নিত্য জানিতে হইবে। ইহাতে নশ্বরদেহগত বংশপারম্পর্য্য কোনও বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতেছি, গৌড় বংশ বৈষ্ণবের পরিচয় নহে।

বৈষ্ণবের পরিচয়ে 'পরিবার' বলিতে নিত্য গুরুপারম্পর্য্যকেই নির্দ্দেশ করে। 'শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার' বলিলে নিত্যপারম্পর্য্যে তাঁহার শাখা, প্রশাখা, উপশাখার বিস্তারই লক্ষিতব্য বিষয়, তাঁহার সকলকেই বুঝিতে হইবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক নিত্যানন্দগণ, শাখা বা পরিবারের উল্লেখ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি খণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর ও তাঁহার অসংখ্য উপশাখার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই শাখাবিবেক বা পরিবার মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দবংশের কোনও উল্লেখ নাই, যেহেতু বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের গৌড় বংশ পরিচয় গৌরবের নির্ণায়ক বলিয়া স্বীকৃত নহে। "যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়। তথাপি সে সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।" যাঁহারা বংশ পরিচয়ে বৈষ্ণব দেখিতে চা'ন, তাঁহাদের বৈষ্ণব সম্বন্ধে অভিজ্ঞান নিতান্তই অল্প। আজকাল দেখিতে পাই, আধুনিক কালে প্রাচীনের পরিচয়ে অনেক দাস পুস্তক বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দবংশের গৌরব করা হইয়াছে। কোন প্রাচীন প্রামাণিক ভক্তিগ্রন্থে গৌড় বংশের কোন আদর নাই। যিনি ভক্ত, তিনিই আমাদের প্রণম্য—যে কুলেই তিনি উদ্ভূত হইয়া থাকুন। শ্রীনিত্যানন্দের রক্ত গায়ে আছে বলিয়া গৌড় সন্তান অভিমান বৈষ্ণবগণ কখনই করেন না, ইহা অবৈষ্ণবেরই গৌরবের বস্তু। কখনও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গৌড় বংশের অভিমান করেন না। বরাহদেবের পরিচয়ে বরাহকুল পবিত্র হয় নাই, নরকাসুর ভগবৎপুত্র পরিচয়েও অসুর বলিয়া পূজ্য নহে, যাদবকুল শ্রীকৃষ্ণসন্তান হইয়াও ভূভারবর্দ্ধন করিয়া সকলের সম্মানার্হ হন নাই, শ্রীরামচন্দ্রের অধস্তন রাজগণ রাজসম্মান ব্যতীত অন্য সম্মান পা'ন নাই।—এরূপ আরও বহু উদাহরণের আবাহন করা যাইতে পারে।

শ্রীঅদ্বৈতশাখা বর্ণনমুখে শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিঠাকুর শ্রীচরিতামৃত আদি পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

"অদ্বৈতাদ্যান্ প্রাভবস্থাংস্তান্ সাদ্বয়াদ্বয়কৃতোঽখিলান্।
ত্রিস্থাংস্ত্রিকালসত্যান্ সাদ্বয়কৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥"

শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর অনুগত সারগ্রাহী ও অসারবাহীর মধ্যে অসারবাহী পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী চৈতন্যদাসগণকেই তিনি প্রণাম করিয়াছেন। ইহার বিবৃতিকালে তিনি দেখাইয়াছেন,—

"পাছে দুই মত হৈল নৈবের কারণ।
কেহ ত আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহত স্বতন্ত্র॥
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র।
আচার্য্যের মত যেই সেইমত সার॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার।

* * *

মালিদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল হয়॥
ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালি দুর্দ্দৈব কারণ॥
কৃষ্ণ হেন স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে॥"

যাহারা এই রূপ গুরু শাখার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের ভাগ্যে প্রেমধন প্রাপ্তি কিরূপ সম্ভবপর হইবে? অদ্বৈত শাখা বর্ণনে যে যে পুত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেকেই চৈতন্যতত্ত্বচূড়ামণি, তাঁহারা ও তাঁহাদের অনুগতজনের শ্রীচরণেরই আমাদের মস্তকের ভূষণ,—

"যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপায় ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥"

অতএব স্মার্ত্ত বহুজনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া শ্রাদ্ধাদন প্রভৃতি অদ্বৈত প্রভুর যে যে প্রপৌত্র-পৌত্রাদি প্রভুর কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া তাঁহার প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী, তাঁহার তত্ত্বসন্ধান জানা নাই। বংশের মর্য্যাদা প্রভু করিতে শিখা দেন নাই। শাস্ত্রীয় পাংক্তেয় ব্রাহ্মণের অভাবে নিরপেক্ষ প্রভু আমার, ব্রাহ্মণের গুরু যবনকুলোদ্ভূত ব্রহ্মবিদ্যাবেই উৎকৃষ্ট পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ জানিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণপাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং প্রভুগণের বংশপরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কাহারও আনুগত্য কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন ও পরে যদি তাঁহার পারমার্থিক অযোগ্যতা দর্শন করিয়া

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥"

উন্মার্গগামী, পরমার্থতত্ত্বানভিজ্ঞ, বংশমদদৃপ্ত বৈষ্ণব মর্য্যাদাশূন্য গুরুক্রবের ত্যাগই একমাত্র বিধান, নচেৎ মঙ্গল নাই। তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করিলে তবে জীবের নিত্যমঙ্গলের আশা হইতে পারে, নচেৎ নহে। অন্যরূপ বিচার অজ্ঞের প্রতি অসূয়ামাত্র, তাহার ফল অনন্ত নিরয়।

ক্রোধ।

ক্রোধ ষড়্রিপুর মধ্যে আর একটি। কাম বাধা প্রাপ্ত হইলে যে সমস্ত দৈহিক তাড়নাদি ও মানসিক আক্রোশাদি আসে তাহাই ক্রোধ নামে কথিত হয়। ইহা রজোগুণ সম্ভূত কামনা হইতে জাত। তজ্জন্য কামী লোকেই ইহার প্রাকট্য দেখা যায়। ক্রোধদ্বারা আক্রান্ত হইলে মানুষ পরমার্থবিচ্যুত হয়—পরমার্থ কেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি লাভেও বঞ্চিত হয়; তজ্জন্য নীতিশাস্ত্রে কামের ন্যায় ক্রোধও নিন্দিত হইয়াছে। ইহার রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এমন কি লোকে ক্রোধের বশীভূত হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে হরিভজনপ্রয়াসীকে বলিয়াছেন,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরো উপস্থবেগং।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

এতান্ বেগান্ অর্থাৎ বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ যে ধীর ব্যক্তি নিয়মিত করিতে পারেন তিনিই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ। ধীর অর্থাৎ শান্ত। শান্ত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

বাস্তবিক একমাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্ত, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলে স্ব স্ব কামকর্ত্তৃক চালিত হইয়া ও কামের বাধা প্রাপ্তিতে ক্রোধান্ধ হইয়া অশান্ত। এ সম্বন্ধে পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি,—সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু নামক প্রবল পরাক্রান্তশালী একজন দৈত্যপতি ছিলেন তাঁহার কতিপয় তনয়ের মধ্যে প্রহ্লাদ সংজ্ঞক পুত্র সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া শৈশবেই হরিভজনে প্রবৃত্ত হন। বালক কুমারের এতাদৃশ ব্যবহার দর্শনে তাঁহাকে বলিলেন, বাবা,—তুমি এ কি করিতেছ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই দেবের অর্চ্চন করিয়া আসিয়াছেন, সেই দেবই আমাদের আরাধ্য, তুমি তাহারই উপাসনা কর। এই বলিয়া তদুপযোগী গুরু শুক্রাচার্য্যের পাঠশালায় তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। যদিও প্রহ্লাদ পঞ্চম বর্ষীয় বালক তথাপি ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন, তাই তিনি সর্ব্বত্রই বাসুদেব মূর্ত্তি দর্শন করেন, এমন কি "ক" এই শব্দটী পর্য্যন্ত

দেখিলে ক্রুদ্ধমূর্ত্তি হয়। তিনি ষণ্ডামর্কের বর্ণীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিগুণ উৎসাহে সেই পাঠশালাকে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তাহাতে ষণ্ডামর্ক হিরণ্যকশিপুকে ঐ শিশুর শাসনে স্বীয় অক্ষমতা জানাইলেন। হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদকে কপটস্নেহে ক্রোড়ে নিয়া পুত্র বাৎসল্যাদি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে হরিজন হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। প্রহ্লাদ ত' সামান্য বিষয়ে প্রলুব্ধ বালক নহেন, তিনি কিছুতেই ঐ কপটস্নেহের বাধ্য হইলেন না, কারণ তিনি সত্যকে জানিয়াছেন। আবার যখন পুত্রের অবাধ্যতা জানিতে পারিয়া ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন তখন প্রহ্লাদ ভীত হইয়া স্বীয় ভজন পরিত্যাগ না করিয়া, গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ এই ভাগবতবাক্যের অনুসরণে পিতাকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিলেন। তাহাতে হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া প্রহ্লাদকে হস্তিপদতলে দলিত, অগ্নিতে দগ্ধ, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত উচ্চ পর্ব্বতাদি হইতে পাতিত করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুতেই যখন প্রহ্লাদকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন লজ্জায় ও ক্রোধে ব্যতিরেকভাবে উপাস্য বস্তুকে দেখিবার জন্য প্রহ্লাদকে বলিলেন,—তোমার হরি কোথায় আমাকে দেখাও। প্রহ্লাদ অনলে অনিলে সর্ব্বত্রই হরির অবস্থান জানাইলে দৈত্য সম্রাট স্তম্ভ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—ইহাতে কি তোমার হরি আছে? তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' বেদবাক্যকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত হরিবিদ্বেষ-ভাব লইয়া স্বচেষ্টাধীনে বস্তু দেখিতে গিয়া অত্যন্ত অনাদরের সহিত স্তম্ভ বিদীর্ণ করিলেন। তখন তাহা হইতে করালবদন কালস্বরূপ ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া দেখিতে দেখিতে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ও স্বভক্ত প্রহ্লাদকে অভয় প্রদান করিলেন। ইহাই ক্রোধের শেষ পরিণতি।

ক্রোধী ও ত্যাগী উভয় সম্প্রদায়ের কাম বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। ভক্তে তাদৃশ ক্রোধের সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি সর্ব্বপ্রকার কুৎসিত কাম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়া নিত্যকালের জন্য কর্ম্মবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন ও স্বীয় স্বরূপের সিদ্ধবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। খুব দৃঢ় বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপর এই বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত। মৎসরতা বশে ক্রোধী ও ত্যাগী উভয় সম্প্রদায় ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। তাই ভক্ত, ভক্ত-দ্বেষীকে নানাপ্রকার তাড়নাদিদ্বারা স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য যে চেষ্টা করেন তৎফলে অনেক সুকৃতি সম্পন্ন জীব সুদর্শন চক্রের আঘাতে বৈষ্ণব হৃদয়ের নির্ম্মলতা উপলব্ধি করেন ও তাঁহাদের প্রেমমূল চেষ্টাকে বাহ্য বিদ্বেষচেষ্টার সহিত ভেদ দর্শন করিয়া অপরাধী হন। অনভিজ্ঞ লোকে দ্বৈতজ্ঞানে কখন আচার্য্য প্রভুকে ও কখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যে অবহেলা করেন তাহাতে ভক্তিবিচ্যুত হন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন, 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে', তাই ভক্তের বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীনামপ্রচারের জন্য যখন জীবের দ্বারে দ্বারে বেড়ান সেই সময় জগাই মাধাই নামক মদ্যপায়ী দস্যুদ্বয় তাঁহাকে ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া অবৈধভাবে আক্রমণ করেন। তাহা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদের দণ্ড দিবার জন্য গমন করেন। পরিশেষে এই দণ্ড করিয়াছিলেন যে, সেই দয়াল নিত্যানন্দ অসীম প্রেমার্দ্রহৃদয়ে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন,—একবার হরিবল ভাইরে! সেই করুণ স্বর পাপিদ্বয়ের হৃদয় স্পর্শ করায় তাহাদেরও ভোগের পঙ্কিল কুহর হইতে উদ্ধার হইয়াছিল। বৈষ্ণব জানেন, যে কোন প্রকারেই হউক, জীবকে একবার কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া দিতে পারিলে সকল শ্রম সফল হইবে। তাই তাঁহারা সকল আঘাত সহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রীনাম প্রচারে ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা আপাতমধুর ভোগকে অনুমোদন না করিলেও জীবের পরম বন্ধু। অনেক দুর্ভাগা ব্যক্তি অক্ষজ প্রতীতিতে বৈষ্ণবের দূর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতে তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ পোষণ করিয়া অমঙ্গলাস্তরের জন্য ভক্তিমন্দির হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। অনেকে সাধু

গুরুচরণে নির্ব্যলীক অবস্থান না আসাতেই নানাপ্রকার কামনার দ্বারা নিষ্পেষিত হন। কখন বা তাঁহাকে কাম পরিপূরণের যন্ত্রবিশেষ মনে করেন, আবার কখন বা কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধোন্মি প্রজ্বলিত করিয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভক্ত ও ভগবান্‌কে মারিবার চেষ্টা করেন। সেই মূর্খ লোকগুলি জানে না যে তাঁহাদের সেই চেষ্টা কতটুকু ফল উৎপন্ন করিতে পারে।

বৈষ্ণব এরূপ কোন সঙ্কোচ পরিমিত কুণ্ঠাক্ষ স্থানে বাস করেন না যে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, যড়্‌যন্ত্র তথায় গতিলাভ করিতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে আমরা জানিতে পারি, কালাকৃষ্ণদাসকে ভট্টমারী ঘর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু উদ্ধার করিলে ভট্টমারীগণ মহাপ্রভুর প্রতি যে সমস্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা তাহাদের নিজ অঙ্গেই পতিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব নিত্যকালই বৈকুণ্ঠবাসী—তথায় কোন প্রকার শোক ও ভয় নাই, অমৃতই তথাকার আস্বাদনীয় বস্তু। আর যিনি সেই অমৃত আস্বাদন করিয়াছেন তিনি অজর ও অমর। বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া যাঁহারা এহেন বৈষ্ণব চিনে না তাঁহাদের ভোগোপাদান অস্ত্র শস্ত্র ষড়যন্ত্রাদি তাঁহাদিগেই বহিয়া মেলে। দুস্পারা মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া কংসলতাসঙ্কর্ষণ যে চেষ্টা করেন তাহা দেখিয়া ভক্তভক্তের হাস্যরস উদ্দীপ্ত হয়। কারণ, বেদ বলিয়াছেন—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। বদ্ধ জীবের মনন যে মন তাহারও তথায় গতি নাই। বদ্ধজ্ঞানের এ বাতুল চেষ্টা পরমার্থীর কি কাজে লাগিবে? জীব কখনও ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া ভগবদ্ভাবরক্ষণে ভক্তকে আক্রমণ করেন, আবার কখনও বা কল্পত্যাগে বিদ্রোহিত হইয়া ভগবানকে আক্রমণ করেন, ফলে তাহাদের আত্মবিনাশই সাধিত হয়। যিনি জীবাপরাধকে, কামরূপ শল্যবিদ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া উহা হইতে উদ্ধার করিয়া আপাতক্ষণিক কষ্ট দিতে শঙ্কিত হন না, নানাপ্রকার বিরুদ্ধমতবাদীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে তাহাদের ক্রোধ উৎপত্তি হইবে জানিয়াও নিত্যসত্যপ্রচারে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহার ভগবানে আত্মনিবেদন ও জীবে দয়া আদর্শস্থানীয়। তিনিই সদ্‌গুরু। বহুজীবের ভক্তিভোগকামনার ব্যাঘাত হইলে যে ক্রোধের উদয় হয় তাহা আদরণীয় নহে; কিন্তু গুরুবিদ্বেষীর প্রতিবিধানার্থ যে ক্রোধ, তাহা ভক্ত্যঙ্গ। যিনি সত্য ধ্বংস করিতে উদ্যতজনে অবাধে মৌনভাবে অনুমতি প্রদান করেন তাঁহার ভক্তিপথ রুদ্ধ জানিতে হইবে।

পথিকের উপলব্ধি।

হে মহাপুরুষ! আপনার চরণে এ পথহারা পথিকের মনপ্রাণজড়িত প্রণাম গ্রহণ করুন ও আশীর্ব্বাদ করুন যেন সে অপরিপক্ক অবস্থায় দম্ভের দ্বারা আরও পথভ্রষ্ট না হয়। সে আপনাকে তাহার পাণ্ডিত্য বা দম্ভ প্রকাশ করিয়া দম্ভের নিকট পৌঁছিবার বাসনা করে নাই। জানিনা, কেন এ পাপীকে চরণে স্থান দান করিয়া দম্ভের নিকট উপস্থিত করিলেন। সামান্য জ্ঞান বা বুদ্ধিতে যাহা মাত্র সাহস করিয়া আপনার চরণে একটু ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছি, আমার ভক্তিলোপ পাইয়াছে বলিয়াও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া পাপীকে পাপ হইতে মুক্ত করিতেই কি স্নেহে কোলে তুলিয়া আশ্রয় দিয়াছেন? পথহারাকে পথ দেখাইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার জন্যই কি উৎসাহিত করিয়াছেন? কেন এরূপ করিলেন? যখনই কেহ এই দেহীকে ডাকে বা পথহারা পথিক বলিয়া সম্বোধন করে, তখনই মনে হয়, শুধু সে নয়, তাহার মত কত পথহারা পথিক কত পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই যাত্রী—আজ এ তীর্থে, কাল ওতীর্থে; আজ ব্রাহ্মণবংশে, কাল চণ্ডালের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিতেছি। আজ ইহারা আমার মা বাবা স্ত্রী কাল তারা আমার মা বাবা স্ত্রী। মহামায়ার রঙ্গমঞ্চে আমার মত কত পথিক কত পথে চলিতেছে, তার মধ্যে অতি অল্প পথের পথিকই সেই সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্মের পন্থানুসন্ধিৎসু। সবাই বিভিন্ন গন্তব্যস্থানে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহ

হইতে আসিয়াছে সেইস্থানে ফিরিয়া যাইবার আশায়ই এই পথহারা পথিক ছুটিয়াছে।

কেহ ডাকিলে মনে হয়, আমি কি পাপ করিয়াছি, কেন আমি যমের কাছে দাঁড়াইয়াছি! হা, যার ধর্ম্ম বলিতে কোন বালাই নাই—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের দাসে যাহার জীবন যথেচ্ছাচারী, সে কেন যমের কাছে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে যায়?

আমি কত পাপী, কত বিরুদ্ধাচারী, তার আবার এ ভণ্ডামি কেন? আমি কি কখনও ভগবানের কাজ করিতে পারিব, আমি কি কখনও তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিব, কখনও কি তাঁর হয়ে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব? সে শুভদিন কি আর হবে? মায়ায় মোহিত, অন্ধ, তাপিত জীব আমি কেমন করিয়া বলিব —আমি আমার নহি, ভগবানের? জানিনা, কবে কতদিনে আমার সে জ্ঞান, সে ভক্তি, সে ভাব হইবে! হে মহাপুরুষ, যখন সে ভাবসাগরের বিন্দু প্রদান করিয়াছেন তখন যেন প্রত্যেক কার্য্যে ঐ ভাবধারা সিঞ্চনে তাপিত প্রাণ শীতল করেন—এই প্রার্থনা। আর সর্ব্বদাই যেন আমার মন প্রাণ বাক্য, এমন কি এই অস্থায়ি দেহও যেন কৃষ্ণকার্য্যে নিযুক্ত হয়—সব কার্য্য তাঁহার, আর যেন তাঁহার আশ্বাসবাণী সর্ব্বদা জাগে—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।"

এক সাধু পুকুরের ধারে একটী পাথরে বসিয়া মালা জপিতেছিলেন, বহু মাছ আসিয়া পাথরের ধারে ঘেরিয়াছিল। তখন সেই পথ দিয়া এক হিংসুক যাইতে যাইতে দেখিল আর মনে মনে বলিতে লাগিল,—কি ফন্দি বাঃ! এই বলিয়া সে বাড়ীতে গিয়া চন্দনের কোঁটা, মালা ও গৈরিক-বসন পরিয়া একটী ক্ষুদ্র মাছধরা জাল বগলে লুকাইয়া আর একস্থানে পুকুরের পাথরে বসিয়া মালা ঘুরাইতে লাগিল। মালা ঘুরার উদ্দেশ্য—মাছগুলো ভাবিবে যে, এ সাধুপুরুষ—হিংসাবৃত্তি নাই, তখন আমাদের প্রাণেরও ভয় নাই' এই ভাবিয়া যখনই কাছে আসিবে (শুধু ছোট মাছ নয়, ঐ সঙ্গে দুই সের তিন সের মাছও আসিবে), অমনই বগল হইতে লুকায়িত জাল ফেলিয়া কামনার তৃপ্তি করিবে। যে যা ভাবনা করে তাহার তা সিদ্ধ হয়। অল্প সময় মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মাছ আসিয়া ঘেরিল। সে যখন দেখিল, দুই সের তিন সের মাছ আসিয়াছে তখন ভাবিল, জাল ফেলি; কিন্তু কি শুভক্ষণে তার মন এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল-যাহা তপস্যা করিয়াও-দেবদেবীর পূজা করিয়াও সাধারণের মিলে না। সে ভাবিল, মাত্র অল্প সময় মালা ঘুরাইয়া একবার মাত্র ভণ্ডামি করিয়া যদি সমস্ত দিনের পাপিপ্রেমিক দুই চারিটি মাছ হয়, এঁত তার চেয়ে অনেক বেশী, তখন না জানি আরও বসিয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মাছ আমার নিকট আসিবে, এইরূপ অনেক মৎস্য আসে যায়; সে শুধু দেখে আর ভাবে, যদি জাল ফেলিয়া এই বেশে সত্য সত্যই থাকি তাহা হইলে সবই করিতে পারি। এই না ভাবিয়া সেই মুহূর্ত্তে জাল দূরে নিক্ষেপ করিয়া নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিল। লোকে তার বেশ দেখিয়া আদর করিতেও লাগিল, পরে এমন হইল সংসারের সব বস্তু তার কাছে তুচ্ছ; ভগবানই তার কামনার। তখন অতি আনন্দে ভগবানের নামে পাগল হইয়া কি সুধারসে যে মাতিল, জানি না। তাই শুধুবেশেই আশা ও কামনা পূরণে যার ঐ পথে চলিয়াছি, তাই প্রথম শুধু বেশই গ্রহণ করিয়াছি—যদি কখনও ঐ হিংসুকের মত আমার সমস্ত বৃত্তি ভগবানে অর্পিত হয়। কিন্তু মনের এই কুসঙ্গের আজ নাই! "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" অবলম্বন করিয়া অব্যক্ত আনন্দ উপলব্ধি করিতে করিতে যদি কখনও গুরুসেবাদ্বারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারি, সেই জন্য প্রাণে বড় আকুল বাসনা জাগাইয়া ছুটিয়াছি! প্রণাম করি—আশীর্ব্বাদ করুন যেন মন স্থির হয়!

(আমি) কত পথ ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
এসেছি তোমারই দ্বারে।
তোমারই দেওয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি
এসেছি অর্পিতে তোমারে
দিয়াছ যে কর কেই করে যেন
তব কাজ বলি' বরি যে'॥

তব উপদেশে কালোকিত চিতে
তব পথ নিয়ে চলি গো
পথহারা পথিক।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়ঃ।

যদ্দারা ইহকালে বৈভব ও পরলোকে স্বর্গাদি সুখ লাভ হয় তাহাকে অভ্যুদয়, ও যদ্দারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয় তাহাকে দার্শনিকগণ ও সাধুজনগণ 'নিঃশ্রেয়ঃ' বলেন। এই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিক ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, নিঃশ্রেয়ঃ আলোচনা দ্বারাই ভারতের সর্ব্ববিধ অবনতি ঘটিয়াছে। নিঃশ্রেয়ঃ আলোচনার নামোল্লেখ করাতে তাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতিকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাই তাহারা অপটু, নিষ্কর্ম্মা ও আকাশকুসুমের চিন্তাশীল হইয়া জগতের সমস্ত সভ্যজাতির নিকট হেটমুণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল জড় অভ্যুদয়বাদীর যুক্তি কোনও সুবুদ্ধি ব্যক্তিই সমর্থন করেন না। প্রাচীন ঐতিহ্যও তাহা প্রমাণ করে না, বরং নিঃশ্রেয়ঃ আলোচনার অভাবেই ভারতের দুর্গতি ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যভিচারই ভারতের অবনতির কারণ। ভারতে বৃত্তগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিলে পাশ্চাত্য অভ্যুদয়বাদীর এই কটাক্ষপূর্ণ কথা ভারতকে শুনিতে হইত না। বৃত্তগত ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত থাকিতেন, বৃত্তগত ক্ষত্রিয়গণ শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় প্রজারঞ্জন ও রাজ্যশাসন করিয়া রাজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায়তা করিতে পারিতেন, বৃত্তগত বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি উন্নতি সাধন করিয়া বহু বহু পণ্যদ্রব্য আবিষ্কার করিয়া জগতের অন্যান্য জাতির বিত্ত আকর্ষণ ও তৎসঙ্গে ধনসমৃদ্ধি দ্বারা স্বদেশের উন্নতি বিধান করিতে পারিতেন, বৃত্তগত শূদ্রগণ সেবা দ্বারা ত্রিবর্ণের কার্য্যের সহায়তা করিয়া তাঁহারাও ভারতের উন্নতির একটী প্রধান অঙ্গস্বরূপে বিরাজিত থাকিতে পারিতেন। যে সময় ভারতে এই প্রকার বৃত্তগত বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন ভারত উন্নতির চরমসোপানে অধিষ্ঠিত ছিল। তখন ভারত কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি চিকিৎসা, কি বিজ্ঞান সর্ব্ব বিষয়ে সকল সভ্য জাতির গুরুপদে অভিষিক্ত ছিল। গ্রীস, রোম, ইজিপ্ট্ ভারতকে বাণিজ্য শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিয়াছিল। কিন্তু আজ নিঃশ্রেয়সের আলোচনা তিরোহিত হইয়াছে, তাই বর্ণাশ্রমের ব্যভিচার ঘটিয়াছে—সত্যের অপলাপ হইয়াছে, স্বার্থপরতারূপ তমোরাশীতে আবৃত হইয়া, কপটতা, মাৎসর্য্য, মৃষা আভিজাত্যের আস্ফোলন করিতে করিতে সকলেই স্বেচ্ছাচারী বিলাসপ্রিয় হইয়া অবনতির পথে চলিয়াছে। এদিকে অদ্যান্ত নবীন সভ্যজাতিও সুযোগ বুঝিয়া ইহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। অতএব নিঃশ্রেয়ঃ আলোচনা দ্বারাই ভারতের—ভারতের কেন, বিশ্ববাসীর সকল জীবের একমাত্র উন্নতির সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য নবীন সভ্যজাতিগণের উন্নতি নিঃশ্রেয়সের উপর সংস্থাপিত হয় নাই। সুতরাং তাহার চিরস্থায়িতা সংশয়যোগ্য। বিগত বিষম সমর, আর্থশ্রেণির পতন, সেদিন জাপানের বিষম ক্ষতি, এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণাবলীও কি প্রমাণ না, যে নিঃশ্রেয়সই জীবের একমাত্র আরাধ্য বস্তু? "নিঃশ্রেয়ঃ" আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব বস্তু নহে, পরন্তু যদি কিছু আত্যন্তিক পরম সত্য থাকে, তবে তাহাই এই।

ভারতীয় দর্শনালোচনা করিলে দেখা যায় যে "চার্ব্বাক" নামে এক ব্যক্তিও জড় অভ্যুদয়বাদী ছিলেন। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। আধিভৌতিক অভ্যুদয়ই পরমপুরুষার্থ। দেহই আত্মা। দেহ যতদিন থাকিবে ততদিন ঐহিক অভ্যুদয় লাভে যত্ন করাই উচিত। ধনিও অভ্যুদয় আস্বাদন করিতে হইলে তৎসঙ্গে দুঃখনিবহেরও ভোগ অপরিহার্য্য, তথাপি কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তুষাদি অসারাংশসংবলিত বলিয়া পুষ্টিকর ধান্য ত্যাগ করিয়া থাকে? পঙ্কাক্তিপুক্ত

বলিয়া সংজ্ঞাশূন্য কি সুরাই মংসা ভোজনে বীতস্পৃহ হয় বা কণ্টক পরিহার করিয়া কেহ 'গোলাপ'পুষ্প আহরণে ক্ষান্ত হয়? তাঁহার মতে তত্প্রত্যক্ষ স্বর্গাদিলাভরূপ অভ্যুদয়ের জন্য ইহকালে যথেচ্ছ ভোগ হইতে বিরত থাকাও উচিত নহে। অতএব চার্ব্বাক কেবল আপাতিক অভ্যুদয় স্বীকার করেন —স্বর্গীয় পারলৌকিক অভ্যুদয় তাঁহার মতে নাই। পাশ্চাত্য দেশের 'এপিকিউরাস'ও উক্ত মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। চার্ব্বাকগণের মধ্যে কয়েক প্রকার শ্রেণী আছে, তাহা এ স্থানে বর্ণন করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। মূলতঃ তাহারা সকলেই জড়ীয় অভ্যুদয়বাদী। চার্ব্বাক হইতে বৌদ্ধগণের বিচারপ্রণালী কিন্তু সূক্ষ্মতর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের মধ্যে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক প্রভৃতি শ্রেণীভেদ থাকিলেও তাহারা জগৎকে স্বপ্নভঙ্গুর মনে করিয়া আপাতিক অভ্যুদয়ে উদাসীন। তাহাদের মতে "মার্গফলই নিঃশ্রেয়ঃ। 'সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্রস্থায়ী'— এইরূপ যে স্থির বাসনা তাহার নাম 'মার্গফল' বা নিঃশ্রেয়ঃ। 'সকল বস্তুই ক্ষণিক, প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয় ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়, আত্মাও ক্ষণিক। প্রদীপশিখা যেরূপে প্রবাহাকারে এক বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ তাহাতে কোনও অংশই স্থির নহে, প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তদ্রূপ ধারাবাহিক 'আমি আমি আমি' ইত্যাকার জ্ঞান-প্রবাহই আত্মা। অতএব ক্ষণই আত্মা। ক্ষণে ক্ষণে যা নির্ব্বাণই নিঃশ্রেয়ঃ।' পূর্ব্বমীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনীর মতে—ইহলোকে পুত্র, কলত্র, ঐশ্বর্য্যাদি বৈধ ভোগ ও পরলোকে স্বর্গসুখলাভই 'অভ্যুদয়' শব্দবাচ্য এবং তাহাই জীবের পরমপুরুষার্থ। তাঁহার মতে—কর্ম্মে নিরোধক বেদবাক্যই "অভ্যুদয়" লাভ হইবার একমাত্র উপায়। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি উলূক বা 'কণাদ'ও ১অঃ ১ম আঃ ২য় সূত্রে—"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ যদ্দ্বারা অভ্যুদয় (ইহকালে বৈভব ও পরকালে স্বর্গ সুখলাভ হয় এবং যদ্দ্বারা নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম এই প্রতিপাদন করিয়াছেন। চতুর্থ সূত্রে তিনি নিঃশ্রেয়সের সংজ্ঞা বলিয়াছেন:—"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।" অর্থাৎ আপাতিক বস্তুসমূহকে ছয়টী শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে:— (১) দ্রব্য (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন); (২) গুণ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, বুদ্ধি সুখ, দুঃখ ইত্যাদি); (৩) কর্ম্ম (উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন); এবং ইহাদের (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, ও (৬) সমবায়। (মনুষ্য একটী সামান্য; তন্মধ্যে হিন্দু একটী বিশেষ, সমবায়—একত্রীকরণ, মিলন)। উক্ত ষড়্‌বিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে যাহা হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই এমন যে বিষয়, তাহাই "নিঃশ্রেয়ঃ" পদবাচ্য। ন্যায়দর্শনকার গৌতমের মতে— ১ম অঃ ১ম আঃ ১ম সূত্রে প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন ইত্যাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়। সাংখ্যমতে —ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স্। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। পুরুষ স্বরূপতঃ নিঃসঙ্গ ও মুক্ত হইলেও প্রকৃতির সহিত যুক্ত ও প্রকৃতির ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলিয়া বোধ করিতেছে। প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন, এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই পুরুষের নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়। পাতঞ্জল দর্শন মতে—প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগনিবৃত্তিস্বরূপ কৈবল্যলাভই "নিঃশ্রেয়ঃ"। সম্পূর্ণ ভাবে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ নির্বীজ সমাধিদ্বারা কৈবল্য লাভ হয়। তখন সাধক আত্মানাত্মবিবেকসম্পন্ন হইয়াও তাহাতে অনুরাগবিহীন হন, কোনও প্রকার ঐশ্বর্য্যাদি কামনা করেন না, বিবেকজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সংস্কারশেষ সকল বিনাশপ্রাপ্ত হয় ও 'ধর্ম্মমেঘ' নামক সমাধিতে সমাধিস্থ হন। উক্ত সমাধি হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশ ও সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিবৃত্ত হয়, সুতরাং জন্ম ও তদনুরূপ মন চূর্ণীকৃত হয়, জ্ঞান সর্ব্ববিষয়ব্যাপী হয়, জ্ঞেয় বলিয়া কিছুই থাকে না, সুতরাং আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। অনুশীলন পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহর্ষি বেদব্যাস যাগযজ্ঞ পূর্ণ বেদভাগে ভগবানের আদেশে যেরূপে পরমতত্ত্ব নিঃশ্রেয়সরূপ

তত্ত্বজ্ঞান জগতে প্রচার করিবার জন্য অনাদিসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ, সংশয়বিহীন, সারবান, সর্ব্বব্যাপক, কূটার্থরহিত, অনিন্দনীয় সূত্রসকল রচনা করেন। তাহাই বেদান্ত দর্শন বা উত্তরমীমাংসা নামে পরিচিত। আচার্য্য শঙ্কর ব্যাস-বিরচিত সূর্য্যকিরণসদৃশ কূটার্থরহিত সূত্র সমূহকে স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে আচ্ছাদন করতঃ পুনরায় প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদই প্রচার করিলেন। অবশ্য তাঁহার বিচারপ্রণালী, অদ্ভুত মেধা, ভাষার পরিপাটী সমগ্র সভ্য জগতেরই বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু তিনি অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া লক্ষণা করিয়া যে সকল ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতে স্বতঃপ্রমাণ বেদের প্রামাণিকতার অপলাপ করা হইয়াছে। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া আর একটী প্রচ্ছন্ন শূন্য-বাদ প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মতে নিঃশ্রেয়ঃ এই—"সকলবিশেষপ্রত্যনীকচিন্মাত্রব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব অবিদ্যানিবৃত্তেঃ। অবিদ্যানিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু, তাহার কোনই বিশেষত্ব নাই। জীব বলিয়াও কোনও বস্তু নাই। জীব উপাধি মাত্র। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে সর্ব্ববিষয়ে ভেদরাহিত্য। এই তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলেই নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়।

যেমন পলাণ্ডু বা কমলালেবু একটী পদার্থ। ইহার আকার, বর্ণ, সৌরভ, রস প্রভৃতি বিশেষ আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পলাণ্ডু বা কমলালেবু আমাদের মনে গুণসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। পলাণ্ডুর খোসা ছাড়া-ইতে ছাড়াইতে বা এক একটী করিয়া ঐ সকল বস্তুর গুণ ক্রমশঃ বাদ দিলে কিছুই থাকে না, শূন্যমাত্র থাকে। এই শূন্যই ব্রহ্ম। সকল পদার্থে নেতি নেতি বিচারদ্বারা শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। "যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাংচ যৎ"—সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সার ১৮০ সংখ্যা। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের যাহা শূন্য, বৈদান্তিক (শাঙ্করিকগণের) ব্রহ্মও তাহাই। অতএব শঙ্করাচার্য্যও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদই প্রচার করিলেন। কিন্তু—

"যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয় ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মুখ্য অর্থ লোকের নয় জ্ঞান॥"

এই চিন্তা করিয়া সূত্রকর্ত্তা বেদব্যাসই নারদের আদেশে সমাধিস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া এক অকৃত্রিম ভাষ্য রচনা করিলেন, তাহাই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। যথা গারুড়ে—

গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২৫শ পঃ—

চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
বেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকনিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাগবত শ্লোকে উপনিষদ কহে একমত॥

সেই বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত মুহূর্ত্তও মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য যত্নবান হইতে বলিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অধোক্ষজ অর্থাৎ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি বা সেবা লাভই নিঃশ্রেয়ঃ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিকগণ নিঃশ্রেয়ঃ সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়, কেহই ভগবানের ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করেন নাই। কেবল নিজ নিজ মত স্থাপনের জন্য পরমত খণ্ডন করিয়া মেধাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

পরম করুণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে দুষ্ট দর্শন হৈতে ভয় নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তিহোঁ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥

ইহা গোঁড়ামী বা দলাদলি নহে। পরন্তু বেদের পরমগুহ্য রহস্য। শ্বেতাশ্বতর শ্রীভগবানের চরম উপদেশ বা উপনিষদের কথাসার :—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৬ ৭

—:—

প্রচার প্রসঙ্গ।

বিগত গৌড়ীয় মঠের মাসব্যাপী মহোৎসবের পরই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ভক্তসঙ্গে বর্দ্ধমান কাটোয়া মহকুমাস্বর্গত শ্রীগ্রাম, নিরোল, বড়কাঁদড়া প্রভৃতি গ্রামে হরিকথা প্রচারমুখে শ্রীমদ্ ভাগবত-পাঠ, নামকীর্ত্তন ও নগর সংকীর্ত্তন দ্বারা গ্রামবাসিগণকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি মানভূম জেলার প্রধান সহর পুরুলিয়ায় গমন করিয়া স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু ললিতকিশোর মিত্র মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অন্যান্য স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সহরবাসীকে আনন্দিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ প্রমুখ ভক্তগণের হরিকথাপ্রচারে উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

—

কিছুদিন যাবৎ বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত জামলাবোড়ায় প্রচার করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ বাঁকুড়া জেলান্তর্গত পলাসডাঙ্গা গ্রামে গমন করিয়া পাঠ বক্তৃতামুখে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টাফলেই বহির্ম্মুখ লোক সকল শুদ্ধভক্ত মুখে হরিকথা রস পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। হরিকথা প্রচারের ফলে জন সাধারণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপর বরাকর চিরকুণ্ডা শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবুর ভবনে থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে প্রচার করিয়াছেন।

—:—

শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী মহাশয় সম্প্রতি বর্দ্ধমান কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। শীঘ্রই তিনি ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের মাসব্যাপী মহোৎসবে যোগদান করিবেন।

—:—

শারদীয় পূজাবকাশ উপলক্ষে 'গৌড়ীয়' আগামী ৩য়া কার্ত্তিক ২০শে অক্টোবর তারিখে বন্ধ হইবেন। পর সপ্তাহ অর্থাৎ ১০ই কার্ত্তিক ২০শে অক্টোবর তারিখ হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবেন।

বিবিধ সংবাদ।

দেশবিদেশের নারীর কথা।

স্ত্রী শিক্ষা :—স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি সমভাবে চলিতেছে। ১৯২০-২১ সনের তুলনায় ১৯২১-২২ সনে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ১২১২৯ কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ১২২৮০ মাত্র। স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ছাত্রী সংখ্যা বর্দ্ধিত না হইয়া বরং হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা ৩৪০৪৩৬ স্থলে ৩৩৩৮৭০ হইয়াছে। "প্রাচী"

বরোদায় স্ত্রী শিক্ষা :—বর্ত্তমানে বরোদায় ৩৭২টী বালিকা বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে ৩০৩৩১টী বালিকা শিক্ষা লাভ করেন। ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার স্কুলে ও ৩১৫২৮ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া করেন। বরোদায় স্ত্রীলোকের জন্য একটী ট্রেনিং কলেজও আছে।

বঙ্গ মহিলার ডিগ্রী প্রাপ্তি :—২৪ পরগণা জেলার অধিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসুর কন্যা শ্রীমতী সুজাতা লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার অফ্ এডুকেশন ডিগ্রী পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পাশ। তিনি সার মাইকেল স্যাডলারের শিক্ষাধীনে থাকিয়া "ভারতের শিক্ষার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "প্রবাসী"

উড়িষ্যা মহিলার কৃতিত্ব ঃ—কটকের কুমারী দেবী নোপা নাম্নী একজন লেখিকা ইংরাজী ভাষায় ছোট গল্প লিখিয়া লণ্ডন হইতে সাত খানি পুরস্কার পাইয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় বহু উপন্যাস লিখিয়া ইনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই সকল উপন্যাস শীঘ্রই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রকাশিত হইবে।

আমেরিকায় পঞ্জাবী মহিলা ঃ—শ্রীযুক্তা সুশীলা দেবী পঞ্জাবের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের পত্নী। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিধবাদের জন্য একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেই বিদ্যালয়ের উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ও ভারতীয় নারীর কথা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় গিয়াছেন। তাঁহার শুভ চেষ্টা সফল হউক। 'প্রবাসী'

মহিলা উকিল ঃ—কটকের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক মাননীয় মধুসূদন দাসের আত্মীয়া কুমারী সুধাংশুবালা হাজরা। ইনি সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের উকীলদিগের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। ইনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা উকীল। "প্রবাসী"

মহিলা মিউনিসিপাল কমিশনার ঃ—এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত শ্যামলাল নেহেরুর পত্নী প্রথম মহিলা কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বোম্বাইয়ে ইতঃপূর্ব্বেই মহিলারা মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়াছেন। কলিকাতায় একজন বিশেষ মহিলাকে কমিশনার মনোনীত করা হইয়াছে। "মাসিক বসুমতী"

বিধবা নারী ঃ—বাঙ্গালাদেশে হিন্দুনারীর সংখ্যা ১৯,৬৭,৪০৮ জন। ইহার মধ্যে ১৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা বিধবার সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৪,৭৫,৯০৬ জন। বাঙ্গালী হিন্দুনারীর মধ্যে বালবিধবার সংখ্যা ১০২,৮৭০ জন।

বিদেশিনী নারী—আজ কাল বহুক্ষেত্রে স্ত্রীলোকে এমন অনেক কাজ করিতেছে—যাহা পূর্ব্বে শুধু পুরুষেরাই করিত। মহাযুদ্ধের সময় গুলিগোলা তৈয়ারীর কারখানায় বহু স্ত্রীলোক কাজ করিত এবং এরোপ্লেন হইতে ঐ সকল কারখানার উপর শত্রুপক্ষ যে সকল বোমা ফেলিত তাহার আঘাতে বহু স্ত্রীলোককে ইহজগৎ হইতে অপসৃত হইতে হইয়াছে। কিন্তু এ ভাবে প্রাণ দিবার পূর্ব্বে তাহারা এই সান্ত্বনাটুকু লাভ করিত যে, শত্রুরা তাহাদিগকে 'অবলা' বলিয়া মনে করে নাই, বিপক্ষতাচরণে তাহাদিগকে পুরুষের সমকক্ষ বলিয়াই মনে করিয়াছে। "আনন্দবাজার পত্রিকা"

ভারতীয়।

পরলোকে পূর্ণেন্দুনারায়ণ ঃ—গত ১লা তারিখে পাটনায় স্বনামধন্য পুরুষ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান না করিলেও তিনি আজীবন দেশের কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। তিনি গিরিডিরও একজন ভক্ত ছিলেন।

পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতির বিচার ঃ—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, অধ্যাপক গিদ্‌ওয়ানী ও শ্রীযুক্ত সাত্যানম্, নাভা রাজ্যের আদালতে আড়াই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। নাভার এডমিনিষ্ট্রেটর তাঁহাদিগকে অবিলম্বে নাভারাজ্য ত্যাগ করিতে আদেশ দেন, এবং না করিলে তাঁহাদিগকে আড়াই বৎসর সশ্রম করা দণ্ডভোগ করিতে হইবে,—জানান। তদনুসারে পণ্ডিত জহরলাল এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয় পরবর্ত্তী ট্রেণে নাভা ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ পৌঁছিয়াছেন।

হাইকোর্টের উকীলের দ্বীপান্তর :—মাদ্রাজের হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুত এন, পি, নারায়ণ ১৯২১ সালের ২৫শে আগষ্ট এক বক্তৃতায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অপরাধে মালাবারের স্পেসাল জজের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিলেন। হাইকোর্টেও সেই দণ্ডাজ্ঞা বাহাল রহিয়াছে।

ভদ্রকে ভীষণ ডাকাতি ঃ—বালেশ্বর জেলার ভদ্রক মহকুমার অধিবাসী শ্রীযুক্ত শিব গোঁসাঞির গৃহ হইতে ৩০,০০০ টাকা ডাকাতি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

—ঃ—

শ্যাঁখারীটোলা হত্যাকাণ্ড—(প্রিভি কাউন্সিলে আপীল প্রার্থনা) গত সোমবার হাইকোর্টে জষ্টীস মুখার্জ্জী এবং চাটার্জ্জীর এজলাসে, মিঃ এইচ, ডি, বসু শাঁখারীটোলা হত্যাকাণ্ডে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী যতেন্দ্র ঘোষের পক্ষে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার অনুমতি চাহিয়া যে এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহার মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত প্রিভি কাউন্সিলে এই বিষয়ের বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে আসামীর প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকে, তৎসম্পর্কেও আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

—•—

"শিশিরের" সম্পাদক গ্রেপ্তার ঃ—কলিকাতার সাপ্তাহিক পত্র 'শিশিরে'র সম্পাদক ও 'শিশির' পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত শিশিরকুমার মিত্রকে কলিকাতার গোয়েন্দা-বিভাগ হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। জোড়াবাগানের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর কে, সি, দাসগুপ্তের এজলাসে তাঁহাকে ২৯২ ও ২৯৩ ধারা অনুসারে অশ্লীল পুস্তক প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। মোকদ্দমার শুনানী মুলতুবী রহিয়াছে ও আসামীকে ৪০০৲র জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল।

"আনন্দবাজারপত্রিকা" রাজদ্রোহ মামলা ঃ—"আনন্দবাজার পত্রিকা"র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ মামলার আর একবার শুনানী গত শুক্রবার চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হইয়া গিয়াছে। ডিটেক্‌টিভ বিভাগের ইন্সপেক্টর রায় এবং অন্য কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিচারক, সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং মুদ্রাকর বাবু সুধাংশুচন্দ্র দাসের নামে ১২৪(ক) ধারা মতে অভিযোগ আনয়ন করেন। উহার আসামীই অভি-যোগ অস্বীকার করেন। ইহার পর ঐ দিনের মত মোকদ্দমা স্থগিত থাকে। গত শনিবার পুনরায় শুনানী হইয়াছে। গত বুধবারে ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়কে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

"কালাইলাল" বাজেয়াপ্ত ঃ—চন্দননগরের শ্রীযুক্ত অতিলাল রায় মহাশয় রাজনায় সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লববাদী কালাইলালের যে জীবন কথা "কালাইলাল" পুস্তকে লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন ভারত-সরকারের আদেশে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

ডাঃ সপ্রু ঃ—বেনারসের "আজ" পত্রে প্রকাশ যে সার তেজ বাহাদুর সপ্রু দেশীয়সংবাদপত্র এসোসিয়েশনে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইবেন না স্থির করিয়াছেন।

হার্ডিং গণিত অধ্যাপক ঃ—সিনেটের গত শনিবারের বৈঠকে ডাঃ গণেশপ্রসাদকে মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ গণিতের হার্ডিং অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বৈদেশিক।

আর্ল উইন্টারটনের বিবাহ ঃ—আর্ল উইন্টারটনের সহিত লর্ড নর্দ্দানবারল্যাণ্ডের একমাত্র কন্যা অনারেবল মনিকা উইলসনের বিবাহ স্থির হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক বহুবিবাহ ঃ—শ্রীমতী কাহলিসকেভো নাম্নী চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্লামেণ্টের জনৈক মহিলা সভ্য আইনদ্বারা বহুবিবাহ চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন যে প্রত্যেক পুরুষকেই তাহার ব্যক্তিগত মতা-মত যাহাই হউক না কেন,—দুইটী করিয়া বিবাহ করিতে হইবে, না করিলে তাহাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে!

আর্কেডিয়া দহন ঃ—গত এই তারিখে আর্ম্মাণ মার্ক পাইথে ২৫০ কোটীতে বীমা হইয়াছিল।

তুরস্কের আনন্দোৎসব :—মিত্রশক্তিগণের সৈন্যসমূহ কনষ্টাণ্টিনোপল পরিত্যাগ করাতে যেরূপ আনন্দ ধ্বনি করিয়া তুরস্কের সৈন্যগণ ঐ তারিখে কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রবেশ করিয়াছে। বিপুল জনতা এই সৈন্যদলকে জয়ধ্বনি দ্বারা উৎসাহিত করিয়াছিল। ঐ দিন রাত্রিতে কনষ্টাণ্টিনোপলের অধিবাসীগণ একটী আলোক-শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল।

জার্ম্মাণীতে ক্যাবিনেট পরিবর্ত্তন :—হাভাস এজেন্সীর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা খবর দিয়াছেন যে জার্ম্মাণীর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তার ষ্ট্রেসম্যানকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

শাকলাৎওয়ালার উপদেশ :—ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে মিঃ শাকলাৎওয়ালা নামে একজন ভারতীয় সভ্য আছেন এই সংবাদ পাঠক জানেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতার মিউনিসিপালিটির ভার গ্রহণ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন—ইংলণ্ড ও ইউরোপে অবৈতনিক প্রতিনিধি পাঠাইলেই ভারতের শ্রমিকদের উন্নতি হইবেনা। কংগ্রেস গত ৪০ বৎসর যাবৎ শ্রমিকের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া মহাভুল করিয়াছেন। যদি এখনও ভারতে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে বাহিরের লোক বলিবে যে, ভারত এখনও অধীনতার উপযুক্ত। যদি কেহ মনে করেন যে, কেবল কয়েক লক্ষ শিক্ষিত ভারতবাসী কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করিলেই ভারতের স্বরাজ লাভ হইবে, তবে আমি তাহাদের সুবুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। যদি কোন অসহযোগী মজুরদের বাদ দিয়া গঠনমূলক কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে উহাতে ভারতের দুঃখ বাড়িয়াই চলিবে।

সাম্রাজ্য বৈঠক :—গত ২রা অক্টোবর বেলা ১১ টার সময় হোয়াইট হলের মন্ত্রিসভার আফিস সমূহে সাম্রাজ্য বৈঠকের অধিবেশনে সমস্ত প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞেরা যোগ দিয়াছিলেন। স্যার পি, ফ্রেচ গ্রীল সাম্রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্য সাম্রাজ্যের মধ্যে কেনাবেচার সুবিধা করা হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

ভারত প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী :—সম্রাজ্য বৈঠকের সভার উদ্বোধন কালে প্রধান মন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে ভারত সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—এই বিষয়টি দেখকে আমাদের সকাতুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। জগতের এক পঞ্চমাংশ লোককে দায়ীত্বমূলক শাসন প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তোলার ভার আজ ভারতের উপর পতিত হইয়াছে। তবে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার সময়ে নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইয়াই থাকে। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলাও ভারতের পক্ষে কষ্টকর, কেননা সাম্রাজ্যের ভিতর নানাপ্রকার বিভিন্নমুখী সভ্যতা বর্ত্তমান। আমি আশা করি যে কেবল ভারতের জনসাধারণ নহে, উপনিবেশগুলিও আমাদের কো-অপারেশন বা সাহায্য করিবে।

সভাতে আলোয়ারের মহারাজাও একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বৈঠকে সম্রাটের প্রতি রাজভক্তি জ্ঞাপন করিয়া এবং জাপানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মক্কা মসজিদ-সংস্কার :—জেরুজালেমের ২রা তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, হেইকার মুফ্‌তির নেতৃত্বে, মক্কার ওমর মস্‌জিদ ও অন্যান্য মস্‌জিদের সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে একটী প্রতিনিধি দল ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

জাপানের সাহায্য :—লণ্ডনের লর্ড মেয়র জাপানের জন্য যে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন তাহাতে মোট ২লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড চাঁদা পাওয়া গিয়াছে।

ক্যালিক্স ট্যাবলেট।

১২ গ্রোস্ অর্থাৎ ১৭২৮টী ব্লুব্লাক কালির ট্যাবলেটের মূল্য ১৪০ মাত্র। ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী,

বেঙ্গল ইঙ্ক ফ্যাক্টারী,

৪৯বি রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১০ই কার্ত্তিক ১৩৩০, ২৭শেঅক্টোবর ১৯২৩

দ্বিতীয় খণ্ড

১০ম সংখ্যা

সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষস্থাপনরূপ মীমাংসা "সিদ্ধান্ত" শব্দবাচ্য। সিদ্ধান্ত ব্যতীত কাহারও অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না। যাহার সিদ্ধান্ত বিষয়ে স্থিরতা নাই, সে বাতচালিত তৃণের ন্যায় এক এক সময় এক এক স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া অশান্তি রাজ্যে পরিভ্রমণ করে। কোনও একটী প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। কোন কোন উদারাভিমানী ব্যক্তি তর্কের ভয় বা লোকের মনে আঘাত দিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে বিরত হন। তাঁহাদের মতে, সকল মত ও সকল পথই এক একটী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, যেহেতু সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রাদুর্ভূত। তাঁহারা গীতার কথা উদ্ধার করিয়া বলেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ" ইত্যাদি। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, যুগ যুগে প্রয়োজনানুসারে আচার্য্যগণ এক একটী মত প্রচার করিয়া থাকেন, আবার আচার্য্যগণের মধ্যেও বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কোন একটী বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়া মারামারি না করিয়া ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়াই ভাল; যে যে মত বা যে পথই গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই একই লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিবে। ইঁহারা আপনাদিগকে সমন্বয়বাদী বলিয়া প্রচার করিয়া জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা নিজে নিজে যাহা স্থির করিয়াছেন বা বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকেই এক মাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। ইঁহারা "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর" ইত্যাদি বচনের কদর্থ করিয়া স্ত্রীজনোচিত অন্ধবিশ্বাসকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন।

শাস্ত্রীয় বিচার প্রণালীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিলে উক্ত উভয়বিধ ব্যক্তিই মনোধর্ম্মের বশীভূত জানা যায়। মনোধর্ম্মশীল জগতের নিকট তাঁহাদের বাক্য যতই আদরের হউক না কেন, বা তাঁহাদের আসন যতই উর্দ্ধে স্থাপিত থাকুক না কেন, বাস্তব সত্যবিচারে সিদ্ধান্তসার শাস্ত্র প্রমাণাবলীর নিকট তাঁহাদের কথার মূল্য খুবই কম।

জগতের নিকট মৈমিষ্যাদি বা বিংশতি ধর্মপ্রবক্তা বিষ্ণু, পরাশর, হারীত প্রভৃতি অধিধর্মের খুবই প্রতিষ্ঠা আছে। উহারা এক একজন এক একটী মহাজন ও ধর্মপালক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সাধুত শাস্ত্রগণের অগ্রণী বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্মরাজ যম বলেন যে,—

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরাঃ মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।১৯-২০

সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ধর্মের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ, দেবগুরু, সিদ্ধগণ, অসুরনিকর, মনুষ্যসকল বিদ্যাধর, চারণ প্রভৃতি কেহই জানেন না। ধর্মসিদ্ধান্তবিৎ মাত্র দ্বাদশ জন। ব্রহ্মা, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যমরাজ) মাত্র সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ধর্ম অবগত আছি।

সুতরাং অন্যান্য লোক জগতে যতই প্রথিতনামা হউক্ না কেন, যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উক্ত দ্বাদশ জন সিদ্ধান্তবিৎদের অনুগত না হয়, তবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ॥

মহাজন বলিয়া সর্বপ্রতিষ্ঠ মৈমিষ্যাদি ব্যক্তিগণও সৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাদৃশ মহাজনের বিবেকশক্তি দৈবী মায়াদ্বারা বিমোহিত। ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে তাঁহাদের বুদ্ধি জড়ীকৃত হওয়াতে তাঁহারা বিস্তারশীল মহাকর্মকাণ্ডে রত।

অতএব মনোধর্মের কোনও কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তনির্ণয়ে অলসতা বা অক্ষমতা এক প্রকার ভোগপ্রিয়তা। ভগবানকে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন তিনিও তাঁহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। ভগবান্ তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তকে এক প্রকার ফল প্রদান করেন, আবার কংস জরাসন্ধ হিরণ্যকশিপুকে তদনুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বিচারক সাধু ও চোরের ব্যবস্থা কখনও সমান করেন না। অতএব সমন্বয়বাদীগণের অর্থ অনর্থ মাত্র। 'কাহারও ভাবে আঘাত দিব না' কথাটী শুনিতে আপাতমধুর হইলেও পরিণামে সুফল দান করে না। যাঁহারা সত্যগ্রাহী, তাঁহারা অপরকে উদ্বেগ দিবার ভয়ে সৎসিদ্ধান্ত প্রচারে পশ্চাৎপদ হন না। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী অনুসারে নৈমিত্তিক ধর্ম বা সিদ্ধান্ত অনেক হইতে পারে, কিন্তু চরম সিদ্ধান্ত মাত্র একটী। চরম সিদ্ধান্ত বিষয়ে উদাসীন হইলে আমরা বাস্তব রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। অধিকার বিশেষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তে মজিয়া থাকিলে বা নৈমিত্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে নিত্য চরম সিদ্ধান্তের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া সমন্বয়বাদী হইলে আমরা আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। ব্রহ্মলী অমরভূমির স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব, গৃহমেধিগণের পঞ্চসূনা পাপনিবারণের জন্য প্রত্যহ পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা, মাংসপিণ্ডদানদ্বারা পিতৃলোকতৃপ্তির ব্যবস্থা, নানাবিধ দেবতা উপদেবতা পূজা ইত্যাদি বহু বহু মীমাংসা শাস্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত এক শ্রেণীর লোকের নিকট আদরণীয়, আবার এক শ্রেণীর লোক তৎ ও অতৎকে সমান জ্ঞান করেন, অজ্ঞান তিলক ও পরমহংসনিষ্ঠ পরমহংস পুরুষকে সম বলিয়া থাকেন, চন্দন ও বিষ্ঠায় ঘৃণাজ্ঞান তিরোহিত হওয়াকেই সাধনের উচ্চতম সোপান মনে করেন, সর্বেশ্বর ভগবান্ ও তরুবীরুৎ দেবতা বৃক্ষকে সমান জ্ঞান করেন; বেদ-ধর্ম কর্ম, মনোধর্ম জ্ঞান ও আত্মধর্ম ভক্তিতে কোনই ভেদ নাই—সকলই এক একটী পন্থা মাত্র বলিয়া থাকেন। এই সকল অপসিদ্ধান্তমূলে মায়াবাদ ও মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতা গ্রন্থে জগতে যত প্রকার মত ও পথ আছে তাহা পূর্বপক্ষস্বরূপ অবতারণা করিয়া আত্মধর্মেরই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগীতার আদি, মধ্য ও অন্তে আত্মধর্ম ত্যজি যা ভগবানে শরণাপত্তিই সর্বগুহ্যতম সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীগীতায় ৩য় অধ্যায়ের পূর্বপক্ষ-

রূপে খুব কর্মপ্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইল—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

শঙ্করাচার্যটীকা—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বর-স্তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্যজ্ঞার্থং।

অর্থাৎ বিষ্ণুর জন্য কর্ম করা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম, সমুদয়ই কর্মবন্ধনের কারণ।

সাত্বতশাস্ত্রও বলেন—

স্বয়ম্বে বিহিতা শাস্ত্রে হরিতুষ্ট্যৈ যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

হরির উদ্দেশে ক্রিয়াই ভক্তি। তাহাই পরিণামে পরাভক্তি স্বরূপে পরিণত হয়।

শ্রীগীতা চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের প্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু শুষ্কজ্ঞানের প্রশংসা নাই।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং' "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। শ্রদ্ধা, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত জ্ঞান লাভ হইতে পারেনা। সুতরাং জ্ঞানও যে ভক্তি-উদ্দেশক, তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। সাত্বত শাস্ত্রও তাহাই বলেন—

"জ্ঞানং যৎ তদধীনঞ্চ ভক্তিযোগসমন্বিতং।"
"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম, যোগ, জ্ঞান।"

আবার, ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের খুব প্রশংসা দৃষ্ট হয় কিন্তু উক্ত অধ্যায়-শেষের সিদ্ধান্ত—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন॥
যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

ভগবান্ অর্জুনকে আদেশ করিলেন—"তুমি যোগী হও কারণ, তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্য জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ।

সিদ্ধান্ত—যত প্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগপরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধা সহিত আমার ভজনা করেন, তিনিই আমাতে সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত। শ্রীগীতা সপ্তম অধ্যায়ে বলেন যে মায়া ভগবানের অধীনা শক্তিবিশেষ। জীবের পক্ষে সেই অলৌকিকী মায়া অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। একমাত্র যিনি ভগবানে শরণাগত হন তিনিই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু চতুর্বিধ দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ ভগবানকে ভজনা করে না; চতুর্বিধ সুকৃতি ব্যক্তিই ভগবানের ভজনা করেন। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু শুষ্ক নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী নহেন, যিনি সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া মুক্তিবাঞ্ছা ছাড়িয়া একভক্তিবিশিষ্ট তিনিই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
কোন্ প্রকার জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ? পরের শ্লোকে বলিলেন—

"বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

যিনি সর্বত্র বাসুদেবময় দর্শন করেন, অতএব এখানেও উত্তমাভক্তির সিদ্ধান্তই প্রচারিত হইল।

আবার শ্রীভগবান্ অন্য দেবতা ভজনকারীগণকে পূর্বপক্ষরূপে অবতারণা করিলেন। বলিলেন, "অন্তর্যামী স্বরূপ আমি, যাহার যে শরীরীর দেবমূর্তি, তাহাতে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-পূর্বক সেই দেবতার আরাধনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করে।" আবার নবম অধ্যায়ে বলিলেন,—যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারাও আমাকেই পূজা করিয়া থাকে।" ইহা শুনিয়া কেহ হয়ত সিদ্ধান্ত করিলেন—তবে আর কি? দেবতা পূজা করাই বিধেয়। তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন—দেবতা ও ভগবান্ নাম ও রূপ মাত্রভেদ, তত্ত্বতঃ একই বস্তু। কিন্তু ভগবান্ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন—

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।"

যে সকল লোক অন্য দেবতার পূজা করে তাহারা অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট, তাহাদের ফল নশ্বর। কেন, ভগবান্ত বলিয়াছেন—

"যেষান্ দেবব্রতো যান্তি দেবকা যান্তি যাদৃশি"

যাহারা দেবতা আরাধনা করে তাহারা দেবলোক এবং আমার ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়।' না হয়, আমরা দেবলোকই পাইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি?

সিদ্ধান্ত—যথেষ্ট ক্ষতি; তাহারা মোক্ষ নহয়, দেবতা নহয়। কিন্তু আমি "অব্যয়ম্" আর—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ আমি সর্ব্বোত্তম ও অব্যয়। ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোকই অনিত্য। সেই সেই লোক হইতে পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু যিনি কেবলাভক্তির বিষয়রূপ আমাকে আশ্রয় করেন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুনরায় পর পর শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—

"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না।" সেই ধামপ্রাপ্তির উপায়—

"পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।"

সেই পরম পুরুষ একমাত্র অনন্যাভক্তিদ্বারা লভ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহারা ব্রহ্মা সহকারে অন্য দেবতার পূজা করে তাহারা আমারই পূজা করে। তবে অন্য পূজায় দোষ কি?

সিদ্ধান্ত—পূজকের পক্ষে যথেষ্ট দোষ, কারণ "তে যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং"—তাঁহাদের পূজা অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়।

অবিধি কি?—যেন "বিধিনা গতাগতনিবর্ত্তকা মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তং বিধিং বিনৈব" অর্থাৎ—যে বিধি দ্বারা ভগবৎসেবা প্রাপ্তিলাভ ঘটে ও পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না হয় সেই বিধি ব্যতীত অপর বিধিই 'অবিধি'। ঐসকল লোক পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তবে ভগবানের পূজা হইল কি প্রকারে?—"মামেব যন্তি" কথার সার্থকতা কি?—তদুত্তরে পরশ্লোকে বলিতেছেন—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

অর্থাৎ মূলে আমি একমাত্র পরমেশ্বর। অতএব আমি ছাড়া স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই; সুতরাং যাহা কিছু পূজোপকরণ আমাতেই বর্ত্তে। কিন্তু অন্যদেবপূজকপক্ষে তাহার পূজাটী হইয়া থাকে অবিধি। যেমন, একছত্র রাজা ও তাঁহার অসংখ্য ভৃত্য। ঐসকল ভৃত্য রাজার প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান। কিন্তু কেহ যদি ঐসকল ভৃত্যকে-রাজা বোধে কিংবা ভৃত্য-বোধে সম্মান করে, তবে মূলতঃ সম্মানটী রাজাকেই করা হয়। কিন্তু যাহারা 'ইহারা রাজার ভৃত্য, এই জন্য ইহাদিগকে সম্মান দিতেছি' এই জ্ঞানে ঐসকল ভৃত্যকে সম্মান করে, তাহারা তত্ত্বজ্ঞ—তাহাদের সম্মান-প্রদান বিধিপূর্ব্বক হয়; আর যাহারা ভৃত্যকে রাজজ্ঞানে সম্মান করে তাহাদের সম্মান প্রদান ক্রিয়াটী অবিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। অতএব বিধি ও অবিধিটী জীবপক্ষে। এই জন্যই পর পর শ্লোকে বলিলেন যে, একমাত্র আমার অনন্যভক্তের বিনাশ নাই।

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

এই প্রকারে শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ-পন্থা, স্বতন্ত্র দেবতারাধনা, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষবাদ, মৈমিনীর অন্যদেবতাবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ প্রভৃতি যাবতীয় মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্তে সংস্থাপন করিয়াছেন।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (৭।৭) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সাংখ্যের 'অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতঃ প্রধানস্য' (৩ অঃ ৭২ সূত্র)—প্রকৃতির স্বতঃকর্ত্তৃত্ব খণ্ডিত হইয়াছে।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি॥"

দ্বারা মৈমিনীয় "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ (১ অঃ ১ পাদ, ২ সূত্র) খণ্ডিত হইয়াছে। আবার ১৮শ অধ্যায়ে কেবল নির্ব্বিশেষবাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইয়া বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।"
"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥"

ব্রহ্মভূত হইয়া যদি ভক্তি যাজন করে তাহা হইলে পরাভক্তি লাভ করিতে পারে ও ভক্তিবলেই আমার স্বরূপ, আমার চিন্ময় আকার তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।" এই ব্রহ্মজ্ঞানই শুষ্ক উপদেশ। পরে পরমাত্মজ্ঞানরূপ তদুত্তর উপদেশ বলিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে আমি পরমাত্মরূপে অবস্থিত।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যং গুহ্যতরং ময়া।"

সর্ব্বভাবে পরমাত্মারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও পূর্ণ শাশ্বত স্থান লাভ করিতে পারিবে। ইহা গুহ্যতর উপদেশ।

এখন গুহ্যতম উপদেশ বলিতেছেন। অর্জ্জুন অতি প্রিয়তম ও শরণাগত বলিয়া তাঁহার হিতের জন্য এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ বলিতেছেন—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীভগবান্ এবার স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন যে, "তুমি আমার ভক্ত হও, সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল কর্ম্ম জ্ঞান যোগ বর্ণাশ্রমাদির কথা বলিয়াছি, তাহা সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবৎ-প্রপত্তিরূপ কেবলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি কিছু প্রত্যবায় হয়, তবে তাহা হইতে আমিই রক্ষা করিব। তোমার সে জন্য শোক করিবার কারণ নাই।"

এইরূপে শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, বেদান্ত, উপনিষদাবলী শব্দ-প্রমাণসমূহকে যদি কেহ শাস্ত্রগ্রাহী হইয়া বিচার করেন, তবে দেখিতে পাইবেন-ভগবদ্ভক্তিকেই চরম সিদ্ধান্তে স্থাপনা করা হইয়াছে। যাঁহারা শব্দ-প্রমাণের এইরূপ সুসিদ্ধান্তকেও মতবাদ মনে করেন, তাঁহারা মৈমীমাংসায় মোহিত হইয়া নিজেরাই মতবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। একই মীমাংসা শাস্ত্রে পূর্ব্বমীমাংসা নাম দিয়া জৈমিনী "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের অবতারণা পূর্ব্বক যে অভ্যুদয়কেই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, উত্তর মীমাংসায় বেদব্যাস উহাকেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের অবতারণা দ্বারা পরমেশ্বর ভগবদ্রূপ, নিঃশ্রেয়সেই সিদ্ধান্ত বলিয়া সংস্থাপিত করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের দ্বারা নিঃশ্রেয়সলব্ধ ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎসঙ্গে যাবতীয় মতবাদও খণ্ডিত হইয়াছে। অতএব সনাতন ধর্ম্ম সংসিদ্ধান্তে বা সত্যবিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সিদ্ধান্ত বা বিচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে চরিতামৃতে আদি ২য় পরিচ্ছেদ-শেষে বলিয়াছেন :—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

অন্যত্র বলিয়াছেন—

"চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

অতএব অন্ধবিশ্বাসকেই যাহারা বহুমানন করেন, তাহারা প্রাকৃত সহজিয়া বা বেষোপজীবীর দল বৃদ্ধি করিয়া নরকে যাইবার রাস্তা পরিষ্কার করে মাত্র। আবার কেহ কেহ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জড়সমন্বয়বাদী বা ভারবাহী সাম্প্রদায়িক হইয়া বাস্তব সত্য হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়েন। তাই মনুসংহিতায় শেষে বৃত্ত ঋষিগণকে বলিয়াছেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

যিনি বেদ ও বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সত্য শ্রীভাগবত পুরাণ।"

'সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।'

আমরা অনেক সময় মনে করিয়া থাকি, সামাজিক আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি বা বহু বহু ব্যক্তি একবাক্যে যাহা বলেন, সেইটী একমাত্র সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমরা বিচার করিতে ভুলিয়া যাই যে, ঐ সকল ব্যক্তি জগতের

নিকট লঘুপ্রতিষ্ঠ হইলেও পরমার্থবেত্তা তাহাদের কোনই স্থান নাই। এই জন্য কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে দেশের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বেদবিৎ বিদ্বান্ একজন যাগ যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন তাহাই সিদ্ধান্ত, পরন্তু লক্ষ লক্ষ মনোধর্ম্মীর কথা গ্রাহ্য হইবে না।

অব্রতানামযজ্ঞানাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষদ্বং ন বিদ্যতে॥

কৃষ্ণকৃত টীকায় লিখিয়াছেন—সাবিত্র্যাদি-ব্রতরহিতানাং মন্ত্রবেদাধ্যয়নরহিতানাং ব্রাহ্মণজাতিমাত্রধারিণাং বহুনামপি সহস্রাণাং মিলিতানাং পরিষদ্বং নাস্তি ধর্ম্মনির্ণয়ঃ সামর্থ্যাভাবাৎ" অর্থাৎ যাহাদের গুরুসেবা ব্রহ্মচর্য্য ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সাবিত্র্য সংস্কার ধারণের ব্রত নাই, যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা কেবল জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, এই রূপ সহস্র সহস্র লোকও যদি একত্রে মিলিত হইয়া পরিষৎ অর্থাৎ সভা করিয়া কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত করে তাহা হইলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; কারণ, তাহাদের ধর্ম্মনির্ণয়ের সামর্থ্যই নাই, তাহারা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিবে? অতএব গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় বহুলোক একদিকে চলিতেছে দেখিয়া অন্ধপরম্পরা ন্যায় অবলম্বনে সৎসিদ্ধান্ত হইতে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, ধর্ম্মসিদ্ধান্ত একমাত্র সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনশীল হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, অপরের সিদ্ধান্ত মনোধর্ম্ম মাত্র। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন :—

চৈতন্য নিত্যানন্দের কৃপা যবে তোমাতে হইবে।
এ সকল সিদ্ধান্ত তবে তোমাতে স্ফুরিবে॥

হরিশরণ ওঙ্কারেশ্বরে।

প্রথম দিবস।

চৌদ্দভুবনের মধ্যে কর্ম্মভূমি এই ভূবনই শ্রেষ্ঠ। এই ভূবনের মধ্যে শ্রীভগবানের অনন্ত লীলাক্ষেত্র এই ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলাস্থানত্রয়—শ্রীনবদ্বীপ ধাম, শ্রীপুরুষোত্তম ধাম ও শ্রীবৃন্দাবন ধাম সর্ব্বপ্রধান। ধামত্রয়ের মধ্যে আবার শ্রীভগবানের পরম করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অনর্পিতচরী স্বভক্তিবিতরণ-লীলাস্থান শ্রীনবদ্বীপ ধামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনবদ্বীপ অর্থাৎ নয়টী দ্বীপের কেন্দ্রস্থল অন্তর্দ্বীপস্থিত শ্রীমায়াপুর ধাম তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সেই ধামে শ্রীব্রজপত্তন। এই ব্রজপত্তনই হরিশরণের গুরুগৃহ।

এই ব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর যথারীতি অষ্টকালীয় সেবা চলিতেছে। ভজনানন্দী জনগণের ইহা অতি মনোরম স্থান। ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ পল্লীগুলি কিছু দূরে দূরে অবস্থিত বলিয়া গ্রাম্য কোলাহল তথায় আদৌ পৌঁছে না। প্রতিদিন উষায় ও সন্ধ্যায় পক্ষিকুল নানাস্বরে বিবিধ গানে প্রমত্ত হইয়া আশ্রমটীকে কর্ণরসায়ন করিয়া তুলে। পুষ্পোদ্যানগুলি তাহাদের আরাধ্য দেবের শ্রীপাদপদ্মতলে লুটাইবে বলিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় থরে থরে প্রস্ফুটিত হইয়া অবনতমস্তকে সেবকের অপেক্ষা করিতে থাকে। তুলসী কানন সমূহ নব নব পত্র ও মঞ্জরীসহ তাহাদের উপাস্যদেবের সেবোপযোগী বিধান করিবে বলিয়া প্রাতঃ ও সান্ধ্যসমীরণে মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। আশ্রমটী উন্নত ভূভাগের উপর অবস্থিত বলিয়া প্রতিদিন উষায় ও সন্ধ্যায় পূর্ব্বাকাশ ও পশ্চিমাকাশ লোহিৎ, হরিদ্রা, ধূম্র প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়া আশ্রমের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে। নিতান্ত বহির্ম্মুখ ভোগপিপাসু-জনগণও এস্থানে গমন করিলে স্থানমাহাত্ম্যে অন্ততঃ ক্ষণমাত্রের জন্যও তাহাদের হৃদয়ে অসৎপ্রবৃত্তি পরিত্যক্ত হইয়া শ্রীহরিভজনেচ্ছা উদিত না হইয়া পারে না।

আশ্রমস্থিত একটী নাতিবৃহৎ কুটীর হরিশরণের গুরুদেবের ভজন-স্থান। সে কুটীরটি অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থরাজি দ্বারা সুশোভিত। সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গত ভজনানন্দী হরিশরণের গুরুদেবের সমস্তশাস্ত্রই কণ্ঠস্থ।

হরিশরণের গুরুসেবা-প্রবৃত্তি অতুলনীয়। তিনি স্বয়ং প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর অষ্টকালীয় সেবা যথারীতি করিয়া থাকেন। ভোগরাগাদি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গুরুদেব যখন

যাহা বলেন, তৎসমস্তই স্বয়ং পালন করিয়া থাকেন এবং সুবিধামত প্রত্যহ তাঁহার গুরুদেবসমীপে বসিয়া ভজন-বিষয়ক এবং শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া থাকেন।

একদিন হরিদাস তাঁহার দৈনন্দিন নিত্যকার্য্যসমূহ সমাপনপূর্ব্বক গুরুদেবের সমীপে বসিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ সম্বন্ধে এ দাসকে কিছু উপদেশ করুন, যাহা শ্রবণ করিয়া এ অধম নামাভাস ও নামাপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধনাম গ্রহণের চেষ্টা করিতে পারে।

হরিদাসের গুরুদেব কহিলেন,—'বেশ বৎস, খুব ভাল প্রশ্ন করিয়াছ। এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া বিশেষ আবশ্যক, অন্যথা কেহ ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারে না। নামাভাস ও নামাপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ নামগ্রহণের চেষ্টা না থাকিলে শুদ্ধনামের কৃপা কখনই মিলিতে পারে না। এ সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র বলিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর :—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম চিন্তামণি, তিনি সকলই দিতে পারেন, কাহাকেও ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এবং নিষ্কাম জনকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীনাম অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব। তিনি সর্ব্বরসময়; পরিপূর্ণতত্ত্ব, পরম পবিত্র এবং নিত্যমায়াতীত—মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। নামে ও নামীতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণ নামে কোন ভেদ নাই। এ জড় জগতে শ্রীনাম অক্ষর আকারে জীবোদ্ধারের জন্য করুণাপরবশ হইয়া অবতীর্ণ।

বস্তুমাত্রই নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য বস্তু। সুতরাং তাঁহারও নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া বা লীলা এই চারিটী পরিচায়ক।

সমস্ত বিশ্ববাসিজনকে এবং ঈশ্বর ও ঈশ্বরীতত্ত্বকে নিত্যকাল আকর্ষণ করেন বলিয়া সেই পরম তত্ত্বের নাম শ্রীকৃষ্ণ। যেরূপ আম্রবৃক্ষ বলিলে বুঝা যায় যে, বৃক্ষটীর আম্ররূপ উৎপন্ন করাই ধর্ম্ম বা স্বভাব, অর্থাৎ নাম বস্তুর ধর্ম্মের পরিচয় দিতেছে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণনামও সাক্ষাৎ বা অভিন্নরূপে সেই পরমতত্ত্বের সর্ব্বাকর্ষক নিত্যধর্ম্মের পরিচয় দিতেছে।

জড় বস্তুর নাম করিলে তাহার রূপ গুণ লীলাদি বস্তুর সহিত ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়, সেরূপ শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনামের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রূপটীও সাধকের হৃদয়পটে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে উদিত হইয়া থাকে। এরূপেও নামের সহিত রূপের অভিন্নত্ব দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ বিরাজিত। প্রত্যেক গুণই অনন্ত এবং অপার। শ্রীনারায়ণাদি হইতে রামাদি অবতার পর্য্যন্ত স্বাংশ বিলাসতত্ত্বে যত গুণ বিদ্যমান। দিবাদি দেবগণে পঞ্চ-পঞ্চাশৎ গুণ আংশিকরূপে প্রকাশিত এবং সাধারণ জীবে পঞ্চাশৎ গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে পরিলক্ষিত। বিভুতত্ত্ব বলিয়া কৃষ্ণে চারিটী অসাধারণ গুণ বর্ত্তমান থাকায় তাঁহাকে সেই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠারূপে পরিচয় দেয়। চিন্ময় বস্তুর নাম করিলে তাহার রূপের সহিত যেরূপ গুণাংশও তৎসহ প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ শুদ্ধশ্রীকৃষ্ণনামের সহিত তাঁহার রূপসহ গুণও ভক্তের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এরূপেও নাম-রূপ ও গুণ তিনটী পৃথক বস্তু নহে, বুঝা যাইতেছে। হরিরূপ ও গুণে নামেরই অভেদত্ব আছে। গুণের দ্বারাই কর্ম্ম বা লীলার বিস্তার হইয়া থাকে। সুতরাং এই লীলারও গুণেরই অভেদত্ব এবং নামের সহিত প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া নামসহ, অভেদ।

কিন্তু ইহাতে এই জড় জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন বস্তুর নাম যাহা, রূপ তাহা নহে, রূপ যাহা, গুণ তাহা নহে; গুণ যাহা, কর্ম্ম বা লীলা তাহা নহে, প্রত্যেকটি ভিন্ন। তাহার কারণ, বদ্ধজীব মায়িক আবরণ হেতু অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্ত হওয়ায় স্ব স্ব রূপ হইতে পৃথক নাম রূপ গুণ ও কর্ম্ম পাইয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধাবস্থায় জীব চৈতন্যরূপ; সুতরাং তদবস্থায় তাঁহার নাম, রূপ ও কর্ম্ম তাঁহার চৈতন্যরূপ স্বরূপ হইতে স্বভাবতঃ পৃথক নহে। শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য—কোন প্রকার মায়িক আবরণী শক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতেই পারে না, কারণ তিনি মায়ার মূল আশ্রয় মায়া তাঁহার অধীন তত্ত্ব। সেই

কারণ তাঁহার অস্তিত্বের নাই বলিয়া তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাঁহার নিত্য চিন্ময় স্বরূপ হইতে নিত্য অভিন্ন অর্থাৎ যে নাম, সেই রূপ, সেই গুণ, সেই লীলা, সকলই একই তত্ত্ব।

একমাত্র নামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলা প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া, সাধু ও সাধুগণ শ্রীনামের প্রাধান্য দিয়া থাকেন। এই জড় জগতে দুইটি মাত্র চিত্তত্ত্ব দৃষ্ট হয়, এক জীব, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের নাম; এতদ্ব্যতীত সকলই অচিৎ বা জড়। বদ্ধজীব শ্রীকৃষ্ণনামরূপ চিত্তত্ত্বের সেবায় এ ভবসাগর পার হইতে পারে। তাই এ সংসারে নামের মত আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। এই নাম আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার। মুখ্য নাম—

"গোবিন্দ গোপাল রাম শ্রীমধুসূদন।
রাধানাথ হরি দামোদর বাসুদেব॥
মদনমোহন শ্যামসুন্দর মাধব।
গোপীনাথ কৃষ্ণচন্দ্র রাধাপতি কেশব॥
এইরূপ নিত্যলীলা-প্রকাশক নাম।
এ সব কীর্ত্তনে জীব পায় কৃষ্ণধাম॥"

গৌণ নাম, যথা :—

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা ব্রহ্ম দ্বিতিকর।
জগৎসংহর্ত্তা পাতা যজ্ঞেশ্বর হর॥
জড়া প্রকৃতির পরিচয়ে নাম যত।
প্রকৃতির গুণে গৌণ ভেদের সম্মত॥

অর্থাৎ জীবগণ ইন্দ্রজগতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জড় পরিচয়ে যত নাম রাখিয়া থাকেন সে সমস্তই গৌণ নাম। কিন্তু মুখ্য নাম তাঁহার নিত্যলীলা-প্রকাশক এবং নিত্য। এ জড় জগৎ বিনষ্ট হইয়া গেলে তাঁহার গৌণ নামগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য নাম নিত্যকাল শ্রীবৈকুণ্ঠে শুদ্ধজীবগণের নিকট প্রকটিত থাকিবে। গৌণ নামগুলি কর্ম্ম ও জ্ঞান-কাণ্ডগত, এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম মোক্ষফলপ্রদাতা। কিন্তু কেবলমাত্র মুখ্য নামগুলিই কৃষ্ণপ্রেমা-প্রদানে সমর্থ, গৌণনামে সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়না।

সনৎকুমার নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যং।
তচ্ছেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

অর্থাৎ একবার মাত্র কৃষ্ণনাম যদি কাহারও মুখে বাহির হয় কিংবা কাহারও নিকট শুনিয়া কর্ণরন্ধ্র দিয়া অন্তরে পৌঁছে, তাহা হইলে সে নাম উচ্চারণই শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধই হউক, ব্যবধানরহিত হইলে নিশ্চয়ই সে জীব তরিয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্যবধান থাকিলে কখনই প্রেম লাভ হয় না। এই ব্যবধানই নামাপরাধ মধ্যে গণ্য। সেই ব্যবধান দুইপ্রকার—

বর্ণ-ব্যবধান এবং তত্ত্ব ব্যবধান। বর্ণ ব্যবধান যথা —'হরি' বলিলে প্রথম ও শেষ অক্ষরে শব্দ নিষ্পন্ন হইলেও 'র' ব্যবধান থাকায় নামফলের প্রতিবন্ধক হইল।

তত্ত্বব্যবধান যথা :—বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। কিন্তু যদি কেহ মায়াবাদ গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণনামকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক ও কল্পিত বলিয়া জানেন, তবে তাহার তত্ত্ব ব্যবধান হইল। এই তত্ত্বব্যবধান অতিশয় দুষ্ট। ইহাতে সর্ব্বনাশ হয়।

আর একপ্রকার ব্যবধান আছে। তাহাকে নামাভাস বলে। দেহ, ধন, জন, লোভ ও পাষণ্ডসঙ্গক্রমে তাহার উদয় হয়। দেহে আত্মবুদ্ধি রাখিয়া, ধন জনাদিতে আমার বুদ্ধি রাখিয়া, লোভাদি রিপুপরবশ হইয়া এবং পাষণ্ডসঙ্গ ত্যাগ না করিয়া, যদি নাম করা যায়, তাহাতে একপ্রকার অস্ফুট আনন্দ লাভ হইলেও প্রকৃত নামের উদয় হয় না। তজ্জন্য প্রকৃত নামের এক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা লাভে ব্যাঘাত ঘটে।

শ্রীনাম গ্রহণে প্রত্যেক শ্রদ্ধাবান্ জীবেরই অধিকার। কেবলমাত্র অপরাধীর অধিকার নাই। নাম সর্ব্বশক্তিমান, সেইজন্য ইহার গ্রহণে দেশ, কাল, অশৌচাদি নিয়ম পালন করিতে হয় না। কিন্তু দান, ব্রত, স্নান, জপাদিতে ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।

নামাপরাধ ও নামাভাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে হইলে শ্রদ্ধাবান্ অবশ্য সদ্গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন। আশ্রয়কালে শ্রীনাম গ্রহণ-চেষ্টাও

সদ্গুরু সেবা করিতে করিতে সাধকের ক্রমশঃ অনর্থ অর্থাৎ নামাপরাধ নষ্ট হয় ও নামাভাসের উদয় হয় এবং অনর্থ সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে পর শুদ্ধনাম ভক্তের জিহ্বায় অহরহঃ নৃত্য করিতে থাকেন। তখন সে ভক্ত আর নাম ত্যাগ করিতে পারে না। তখন—

"নাম নাচে জীব নাচে নাচে গোধন।
জগৎ নাচায়, মায়া করে পলায়ন।

বৎস হরিদাস, ভজনের কথিত অনুকূল বিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন পূর্ব্বক নিরন্তর নিষ্কপটচিত্তে শ্রীহরিনাম গ্রহণ চেষ্টা এবং কৃষ্ণনামের প্রকৃত ভক্তের সেবা করিতে থাক, অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের চিন্তা আদৌ হৃদয়ে স্থান দিও না এবং অন্য কোন দেবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিও না, তাহা হইলে অচিরে তুমি শ্রীনামের কৃপা লাভ করিয়া পঞ্চমপুরুষার্থ যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা তাহা লাভ করিতে পারিবে।

অদ্য এই পর্য্যন্ত থাক্। বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে। ব্রজপতনেশ্বরের সেবা করগে যাও।

আগামী কল্য নামাপরাধের কথা তোমায় বিবৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিদাস গুরু আজ্ঞা পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করত উঠিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার গুরুদেব ডাকিয়া বলিলেন,—'হরিদাস, একটু বোস, মহাজনোক্ত নামমহিমাসূচক একটী পদ শুনিয়া যাও।"

হরিদাসের গুরুদেবের ভগবদ্দত্ত কীর্ত্তনশক্তি অতি অদ্ভুত। শুনিলে পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যায়। অনন্তর তিনি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণ নাম রে কত বল।
বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্রপথ দিয়া, চলিয়াছে প্রবেশিয়া,
বহিয়ে সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর স্তব্ধ স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জরজর॥
করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাস্রব,
মোরে ভাসে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত বিত্ত সব হরে।
লইনু আশ্রয় যাঁর, হেন ব্যবহার তাঁর,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছামত, যাহে বাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥
প্রেমের কলিকা নাম, অমৃত রসের ধাম,
যেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেহার মোরে স্বরূপ বিলাস।
মোরে দিয়া প্রেম দান, কৃষ্ণপাশে রাখে দিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, কৃষ্ণের স্বরূপ ধনি,
নিত্য মুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের যে গতি হয়, সব লয়ে হই ছয়,
তবে মোর সুখের উদয়॥

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়েষু—

বিগত ২৭শে আশ্বিনের দ্বিতীয়া পত্রে "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের স্থান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব প্রচারিণী সভার মন্তব্য বা চূড়ান্ত মীমাংসা" শীর্ষক একটী

প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার কতকগুলি প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহার সমুদয়ের জন্য আপনাদের এবং অন্যান্য পাঠকবর্গের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া এই পত্রখানি লিখিতেছি। উত্তর পাইলে আমিও সেই সকল কথা সর্ব্বসাধারণে জানাইয়া দিব।

প্রথম প্রশ্ন :—শ্রীযুত বিজয়বিহারী গোস্বামী ভাগবতরত্ন, শ্রীযুত প্রিয়নাথ নন্দী, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুত ভবভূতি বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণের আরও কিছু পরিচয়, বাসস্থান, কৃতিত্ব, নৈতিক সমৃদ্ধি, তাঁহাদের মিত্র ও শত্রু বর্গের তালিকা, বর্ত্তমান পরিচয় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহাদের কি ভাবে পারমার্থিক সম্বন্ধ ছিল, আছে বা থাকিবে?

২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিণী সভাটী কি? এই সভা কতদিনের এবং অদ্যাবধি কিরূপভাবে চৈতন্যতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন? কোন্ কোন্ মহাত্মার সহিত এই সভার সংস্রব আছে?

৩। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ইঁহারা জগতের সমাজের ও তাঁহাদিগের নিজের কিরূপ হিতসাধন করিবেন?

৪। শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান নিরূপিত হইলে ইঁহাদের কি কি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? সভায় এবং সভার বাহিরে ইঁহারা কিরূপভাবে হরির আলোচনা করিয়া থাকেন?

৫। ইঁহারা যে চূড়ান্ত মীমাংসা করিলেন তাহা প্রবন্ধ পাঠে পাঠকবৃন্দের আমরা বুঝিতে পারিলাম না কেন? তাঁহাদের পূর্ব্বমতটী কি তাহা প্রচারিত হইল না কেন?

৬। তাঁহাদের পূর্ব্বমতটী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ না হইবার কারণ কি? "উপরোক্ত (?) সিদ্ধান্তে উপনীত" হইবার প্রমাণগুলির সংজ্ঞায় একাদশ তালিকা ইত্যাদি দ্বারা সভা কিরূপে চূড়ান্ত মীমাংসা গ্রহণ করিলেন তাহার একটু সংক্ষিপ্ত সার পাইলে বুঝিবার সুবিধা হইত?

৭। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সভার সম্পাদক ১২ই আর তারিখে যে পয়ার এই পারেই (অর্থাৎ দক্ষিণ পারেই) শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি এ কথা বিশ্বাস করিবার মত কয়েকটী বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন সেগুলি কি চিরদিনই পর্দ্দানশীন মুসলমান মুখমণ্ডলের ন্যায় আবৃত থাকিবে?

৮। উল্লিখিত একাদশ তালিকা হইতে নিরপেক্ষ বিচারকবর্গ যাহা জানিয়াছেন তাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদকের ভ্রমপূর্ণ ধারণা কি প্রকারে কয়েকটী বিশেষ প্রমাণবলে পরিবর্ত্তিত হইল বুঝা যায় না?

৯। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার পক্ষে প্রেরিত প্রাচীন নদীয়া অবস্থিতি মীমাংসার স্বীকারোক্তি (?) কি প্রকারে গঙ্গার দক্ষিণ পারে শ্রীগৌরজন্ম স্থান নিরূপিত করিল?

১০। শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রটী কোন্ সম্প্রদায়ের পত্র? ঐ পত্রটী কি উদ্দেশে কতদিন হইল বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে? উহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে? উহার সম্পাদকগণের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের কি সম্বন্ধ?

১১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক বাবাজী তোতারাম দাস কথিত "ত্রয়োদশ উপসম্প্রদায়ের" মতবাদ সমূহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন কি না? গৌরাঙ্গ সেবক নামক পত্রের সহিত শ্রীগৌরপার্ষদ জয়গোস্বামীর ধর্ম্মবিশ্বাস সহ মতভেদ আছে কি না? বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক ও শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক সম্পাদক এক ব্যক্তি কি না?

১২। সাহিত্য পরিষদের প্রেরিত নবদ্বীপ পরিদর্শক সদস্যদ্বয় কোন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ছিলেন কি না?

১৩। কোন্ কোন্ অপ্রকাশিত কারণের বশবর্ত্তী হইয়া অন্তর্জ্জলিযাত্রামূলে অন্তর্জ্জলিযাত্রিতাশূন্যোক্তির বিরুদ্ধে সাহিত্যপরিষৎ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিণী কমিটীর নির্দ্দিষ্ট সত্যের দ্বারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন কিনা?

১৪। পক্ষপাত ব্যক্তিগত হিংসা, সত্যগোপন প্রভৃতি চূড়ান্ত মীমাংসার প্রমাণ গ্রহণে বাধা দিয়াছে কি না?

১৫। প্রমাণ গ্রহণ বিষয়ে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতিতো চূড়ান্ত মীমাংসকগণকে বাধা দেয় নাই? যদি দিয়া থাকে কোথায় কাহাকে কি প্রকারে? প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণ গৃহীত

হইয়াছে কি না? প্রক্ষিপ্ত, অপ্রামাণিক অনুমানাদির বলে সত্য কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে?

১৬। সত্য যখন অধিতীয় তখন মতভেদ কিরূপে হইল? মতভেদকারিগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রতারিত হন নাই তো? যদি হইয়া থাকেন কে কে ভ্রম করিলেন এবং কিরূপে?

১৭। সাহিত্যিক যুদ্ধের পূর্ব্বে হরিভক্তিবিরোধ করার জন্যই কি মহাত্মা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে? মাধ্যাহ্নের-উপলব্ধিকারক প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের নাম কি ও তাঁহার পরিচয় কি?

১৮। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নিরূপণকারিগণ কি তাঁহাদের নিরূপণ করিবার পূর্ব্বেই তথায় ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন, না ভূম্যধিকারিগণের আয়বৃদ্ধি করাইয়া দিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন?

১৯। তত্ত্বপ্রচারিণী সভারও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদকের একাল পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোন পক্ষপাতিত্বের কথা পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকিলে তাঁহাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আমার ন্যায় ব্যক্তি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এই সকল প্রশ্ন করা আবশ্যক সুতরাং আমি আরোও কতক-গুলি প্রশ্ন ভবিষ্যতে করিব এই বিষয়ে কয়টী পক্ষ হইয়াছে এবং তাদৃশ পক্ষ সমূহ উৎপন্ন হইবার কারণ কি জানা থাকিলে বিচারক ও মীমাংসক সম্প্রদায়ের সুবিচার গ্রহণ করিব নতুবা সাহিত্যিক সমাজ বা পরমার্থিসমাজ কতিপয় মুষ্টিমেয় জনস্থান অনুসন্ধানকারিগণের বিদ্যমান ভ্রমপূর্ণ চূড়ান্ত মীমাংসাকে আদর করিবেন না আমি কেন ইহা একটী শিশুও ইহার প্রতিপক্ষে সদ্যুক্তি দেখাইতে পারে।

২০। হিতবাদীর সহযোগী সম্পাদক কাব্যবারিধি সত্যেন্দ্র বাবুর সহিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারিণীর ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী এবং সাহিত্য পরিষৎ তথা গৌরাঙ্গ সেবক সম্পাদক প্রভৃতির কোন সাংসারিক কুটুম্বিতা আছে কি না? বিপ্রলিপ্সার উপাসক সম্প্রদায়কে সাহিত্যিকের বেশে, পরমার্থির বেশে, প্রত্নতত্ত্ববিদের বেশে, সভাসমিতির উপলক্ষে, আবরণে অসত্যের প্রচার করিতে কি বিদ্বৎ সমাজ দিবেন? প্রত্যেক আরোহবাদীতো কথাটী বুঝিয়া লইবেন? অবরোহবাদী নিত্যসত্যের গ্রাহক। আরোহবাদী প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদক ১২ই ভাদ্র তারিখে যে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন তাহাই আগামী বর্ষে বা পরবর্ত্তী দ্বাদশ বর্ষে নিজের অনভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন সে জন্য আমি তাঁহার চূড়ান্ত মীমাংসা "গঙ্গার দক্ষিণ পারে" মহাপ্রভুর জন্মস্থান বিষয়ক নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তিনি যে দুই চারি মাস পরে তাদৃশ দৃঢ় প্রমাণ পাইয়া "গঙ্গার উত্তর পারে বা পূর্ব্ব পারে পশ্চিম পারে ঈশানে নৈঋতে বায়ুতে অগ্নিতে" প্রভুর জন্ম ঠিক বলিবেন না একথার বিরুদ্ধে বিশ্বস্তস্থানে আমার পরাজ্মুখতা আছে। "গৌরাঙ্গ সেবক" পত্র সম্পাদক লেখকাদি বা তত্ত্ব প্রচারিণী-সভা চঞ্চলা হইয়া যদি অবরোহবাদের প্রণালী পরিহার করিয়া প্রত্যক্ষবাদ বা ভ্রম প্রমাদাদির বশবর্ত্তী হন তাহা হইলে সে কথা জগতে কোন বুদ্ধিমান্ জনই গ্রহণ করিবেন না। পক্ষান্তরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার, আরোহ-বাদীর কুতর্ককে এক কথায় নিরসন করিয়া দিবেন। গুরুর অবজ্ঞাকারী নিরন্ত কুহক সত্যের বিরোধী অদ্বয়-বাদী তাহার চঞ্চল ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্তকে যতই কেন না চূড়ান্ত বলুন, নবচূড়াস্থ মন্দিরের চূড়ান্ত তাঁহাকে কোন দিনই সত্যের চূড়ান্ত বলিয়া স্থাপন করিতে দিবে না।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বাটিকামারি, ফরিদপুর।

প্রচার প্রসঙ্গ।

ডাক্কাস্ত্র।

বিগত বিজয়া দশমী দিবস হইতে ঢাকা শ্রীনবদ্বীপধামে ষষ্ঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বিজয়া দশমী দিবসই শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব দিবস। সকলেই জানেন, কলিকালে প্রাচীন চারি সম্প্রদায়ের চারিজন গুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল। সত্যের প্রারম্ভে চারিজন

আচার্য্য সনাতন ধর্ম্ম জগতে প্রচার করেন। শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীরুদ্র, শ্রীসনক ও শ্রীচতুঃসন চারিটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। যাঁহারা এই চারিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন না, তাঁহাদিগকেই স্বেচ্ছাচার-প্রবর্ত্তিত সমন্বয়বাদী বলে, অর্থাৎ তাঁহারা অসাম্প্রদায়িক বলিয়া গুরুর অবজ্ঞা ও নিজের ব্যসনপরায়ণতা প্রদর্শন করেন। এই সমন্বয়বাদীর চিন্তাস্রোত হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত যথা অর্থাৎ যাহা সত্য সনাতন ধর্ম্ম, তাহাই উদারবৈষ্ণবগণ প্রচার করেন। সেই প্রচারের বাধা দিবার জন্যই মায়াদেবী অহঙ্কারপর জীবগণকে নিত্যরূপ নিত্যগুণ, নিত্যলীলারূপ সত্যে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করান। মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় নিত্যস্ত, অবিমিশ্র চেতন ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আবরণ করেন ও সচ্চিদানন্দ বস্তু হইতে জীবকে বিভিন্ন করান।

শ্রীসম্প্রদায়ের আধুনিক সূত্রে আমরা মন্ত্রদ্রষ্টোদ্ভূত ভূতপুরী নিবাসী সম্প্রদায়বিৎকে, ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আধুনিক সূত্রে কাবেরী দেশান্তর্গত রজতপীঠপুরনিবাসী শ্রীবিশ্বক্সেন-তীর্থকে, চতুঃসন সম্প্রদায়ের আধুনিক সূত্রে আন্ধ্র দ্রবিড় প্রদেশান্তর্গত মুক্তেরপত্তন নিবাসী অযতীগর্ভজাত আরুণের শ্রীবিষ্ণুস্বামিকে, এবং রুদ্রসম্প্রদায়ের আধুনিক আচার্য্য সূত্রে দ্রাবিড় দেশান্তর্গত ত্রিবাঙ্কি শ্রীবিল্বমঙ্গলস্বামিপাদকে লাভ করি। এই আচার্য্য চতুষ্টয় পূর্ব্ব মূলগুরুগণের প্রেরিত অবিকৃত সত্যজ্ঞান কলিকালে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়গণের অধীশ্বরদেব্য অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি এই চারিসম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের বিশেষ বিশেষ সত্যের অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীমাধ্ব অধস্তন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে সত্যবিজ্ঞানের মূল বক্তা বলিয়া লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইজন্য গৌড়ীয়গণ আপনাদিগকে 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়' অভিধানে পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত বোধ করেন। সম্প্রদায়-বিহীন হইলে মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। মানব নিজের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়ে বিমণ্ডিত হইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে না পারিলে সকল মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুষ্প্রবৃত্তিই সমন্বয়বাদের জননী। দোষ চতুষ্টয়ে অবস্থিত হইলে জীব কখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত হন না। বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষপ্রভাবে জীব আপনাকে অবৈষ্ণব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া কখনও পঞ্চোপাসনা, কখনও মায়িকাবাদ প্রচার করেন এবং সর্ব্বসমন্বয়বাদী বলিয়া সত্যের বিরোধী হন—অসাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িক উভয়কেই সমান জ্ঞান করেন। তাদৃশ সমন্বয়বাদীগণ নিজের পরস্পর বিবদমান উক্তিদ্বারা নিজ বাক্যেরই বিরুদ্ধাচরণ করেন। বৈষ্ণববিদ্বেষই যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহারাই সমন্বয়বাদী বা বৈষ্ণবের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। বৈষ্ণবগণ নিত্যসত্যের উপাসক। সমন্বয়বাদী নিত্যসত্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হওয়ায় কাল্পনিক সত্যে নির্ব্বোধগণকে বঞ্চনা করেন মাত্র। বৈষ্ণবগণ সমন্বয়বাদী-গণের ন্যায় সঙ্কীর্ণতাকেই উদারতা বলিয়া ভ্রান্ত হন না।

গৌড়ীয় সমাজে বাস করিয়া যাঁহারা আপনাদিগের গৌড়ীয়-গৌরব বা আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হন, সেই সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ অস্মৃতিপ্রভাবে আপনাদিগকে অগৌড়ীয় বলিয়া ঘোষিত করেন। গৌড়ীয়-গৌরব স্মৃতিতে অসমর্থতাহেতু তাহাদিগের যে দুর্গতি ঘটে, তজ্জন্য গৌড়ীয়গণ দুঃখিত হন।

আপনাদিগকে গৌড়ীয় বলিয়া জানিয়া যাহারা সম্প্রদায়-বিরোধীভাব প্রদর্শন করেন তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছেন। ইতিহাসের পাঠকগণ সকলেই জানেন যে, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ নিরসনের জন্য শ্রীআনন্দতীর্থ বিজয়াদশমী দিনে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সৌভাগ্যবান জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বঙ্গদেশোপাধ্যায়-শিরোমণি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীআচার্য্য আনন্দতীর্থের সম্বন্ধে যে শ্লোকটী তাঁহার বিরচিত 'গোবিন্দভাষ্য' এবং 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে প্রচারিত করিয়াছেন তাহা এই,—

"আনন্দতীর্থনামা মুখমরুদ্ধামা যতির্নীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ হ"

সেই শ্রীমধ্বাচার্য্য আবির্ভাববিবস হইতে যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ধারা কার্ত্তিকী উত্থান একাদশীদিবসে প্রকট লীলায় গুরু বিরহকারী বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের নির্য্যাণলীলায় প্রকটিত সেই কয়দিবসই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব। এই গুরুবর্গের

প্রকটাপ্রকটলীলা-কালের বিচিত্রতা প্রকাশই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য। বার্ষিক উৎসবকালে এই সকল কথা গৌড়ীয়গণ সর্ব্বসাধারণে আলোচনা করেন। পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় বাণীর বিকৃতি লাভ করায় গৌড়দেশবাসী শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত গৌড়ীয়গণ পূর্ব্ববঙ্গে সেই মাধ্বগৌড়ীয় বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের হিতকল্পে প্রচুর চেষ্টা করিতেছেন।

গতবর্ষে বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হওয়ার কতিপয় ঈর্ষাপরায়ণ বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যক্তি দুরভিসন্ধিমূলে সনাতন ধর্ম্মের উৎসাদনকল্পে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বিরোধী হইয়াছিলেন। সেই সকল বিরোধীগণের বিচারপ্রণালীতে যে প্রকার ভ্রম প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা গৌড়ীয় পত্রে যথাকালে কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। মৎসরতা-বলে যে সকল বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়, সেইগুলি নির্ম্মৎসর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ দূরীভূত করিবার প্রয়াস পান। শ্রীবিহারী-লাল জীউ আখড়ায় এবৎসরও সর্ব্বসাধারণ শ্রদ্ধাবান জনগণের আনন্দ বিধানের জন্য পাঠকীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বধর্ম্মপরায়ণা সতী সাধ্বী হিন্দুরমণীগণও তথায় অবাধে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইবেন। ত্রিদণ্ডি যতিগণ, তথায় যাহাতে অনর্থযুক্ত প্রেতবর্গের বিচার আদৃত না হয়, তৎপক্ষেও বিশেষ যত্ন করিবেন। শ্রীহরিভক্তির কথা শ্রবণ করিবার অধিকারী—স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে মানবগণ সকলেই, তাহাতে কেবল কর্ম্মাসক্ত ও ত্যাগীর অধিকার নাই। সর্ব্বজনসাধারণ শ্রবণের অধিকারসূত্রে মুক্তকুলের ভাষায় গেয় বৈকুণ্ঠধামের সকল কথা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইবেন। আর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে অভিগমন-পূর্ব্বক যাঁহারা মায়ামুক্ত বৈকুণ্ঠকথা-শ্রবণে সুযোগ পাইবেন, তাঁহারাই ধন্য। নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় একমাত্র মুক্ত পুরুষগণের নিকট বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণ, তদ্ব্যতীত সমস্তই মায়ার প্রলয়। যাঁহারা নিত্য সম্পূর্ণ নিঃশ্রেয়স লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই সিদ্ধ মহাত্মগণের ত্রিদণ্ড বিচার গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিবেন। যাহারা ত্রিতাপদগ্ধ, তাঁহারা আদর্শ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিপুরুষগণের সঙ্গ লাভ করুন এবং তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণে কর্ণ পবিত্রিত করুন। এই মুক্তকুল বৈকুণ্ঠ কথা কীর্ত্তনের জন্য কাহারও নিকট কোনও বৃত্তি বা কোন জড় দ্রব্য প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা অকাতরে ইহা বিতরণ করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। এই পাঠ কীর্ত্তনাদি ভৃতক ও ভৃত্যের মুখোপিত ফরমাস মাত্র নহে। শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠের কীর্ত্তনে সন্নিপাতি, অন্যাভিলাষোদ্দেশরহিত শ্রোতৃবর্গই যোগ্যপাত্র। ইহাতে কোন মৎসরতা নাই। কাম ক্রোধ লোভাদির পশ্চাদ্ধানে যে সকল পাপপুণ্যাদি অর্জ্জিত হয়, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। অতএব ঢাকাবাসী এবং ঢাকার অন্যান্য সম্প্রদায়, আপনারা সকলেই এই বৈকুণ্ঠ কথা শ্রবণ করিয়া পুণ্য পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করুন।

বরিশাল বানারীপাড়ায় :—পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগবন্ধুদাস অধিকারী মহাশয়ের আহ্বান ও আগ্রহ-ক্রমে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজের ও গৌড়ীয়ের সম্পাদকের প্রমুখ ৩০জন প্রচারক সঙ্ঘ বিগত শারদীয়া পূজাবকাশ উপলক্ষে গত ২৯শে আশ্বিন হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ছয়দিবসকাল বরিশাল জিলাগর্ভস্থ বানারীপাড়া গ্রামে শুদ্ধ হরিকথা প্রচারের জন্য গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং নগরকীর্ত্তনাদি দ্বারা গ্রামবাসীগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই বঙ্গজ সমাজের শিক্ষিত কুলীন কায়স্থপ্রধান গ্রামটীতে অধিকাংশ অধিবাসীই ছাগ ও মহিষ-রুধির দ্বারা অসুরমর্দ্দিনী মহামায়াদেবীর আরাধনায় প্রমত্ত ছিলেন, সুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্ব অহৈতুকী বিষ্ণুভক্তির কথা তাঁহাদের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই! বিশ্বপ্রেমিকগণের প্রেমাকুল আহ্বানে সুবৃহৎ আম্রবিস্তৃত বানারীপাড়া ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীগণ বেশী সাড়া দেন নাই। অক্তজীবদেহের হিংসা দ্বারা স্বমাংসবর্দ্ধন, কুলপ্রথাগত নাস্তিক সমাজের দাসত্ব দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি বিষয়কার্য্যে মত্ত গ্রামবাসিগণের মধ্যে মাত্র দুইদিনের দুই চারিজন

সম্প্রদায় বিশেষ উৎসবস্থান বাস্তীত আর কেহই উৎসবে নিমন্ত্রিত হন নাই। যাহা হউক, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অমোঘবিহারী গুহঠাকুরতা বি-এ মহাশয়ের শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারে আন্তরিক সহায়তা প্রচারকবর্গের যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ বিধান করিয়াছে। পরমভাগবত সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত অধিকারী মহাশয়ের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যে ও সেবাপ্রয়াসে সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা।

(ফলিত মুষ্টি যোগ)

লবণ, বিটলবণ, সচীর ও যোয়ান সমভাগে লেবুর রসে বাটিয়া কুল আঁটীর মত বড়ী করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ দূর হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি ও আহারে রুচি হয়।

কচি তেঁতুল পাতা, বাবলা পাতা, যোয়ান, লবঙ্গ এবং ছুলবড়ি সমভাগে আমরুলের রসে পিষিয়া কুল আঁটীর মত বড়ী করিয়া চূণের জলের সহিত বা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, প্রবল অতিসার শীঘ্রই নিবৃত্তি হয়।

কেতুরে পাতা ও সুশুনি শাক ও হিম সাগরের পাতা এক সঙ্গে ছেঁচিয়া সেই রস এক ছটাক মাত্রায় চিনির সহিত পান করিলে সুনিদ্রা হয়। ইহা অনিদ্রায় মহৌষধ।

পাঁপা ফুলের পাতা সিকিভরি আতপ চাউল জিরা জলে বাটিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব আশু নিবারণ হয়।

ঘৃত কুমারীর রসে চিনি মিশাইয়া প্রলেপ দিলে পোড়ার জ্বালা নিবারণ হয়।

চূণের জলের সহিত তিল তৈল বা নারীকেল তৈল মেশাইয়া প্রলেপ দিলে তদ্দণ্ডে পোড়া ঘায় জ্বালা নিবারণ হইয়া ক্রমে ঘা শুষ্ক হয়।

ইসবগুল ভিজাইয়া তাহা ১০।১৫ ফোঁটা তার্পিন তৈল দিয়া দিলে চুবার বাইলে অতি শীঘ্র আমাশয় ভাল হয়।

রাত্রে একটী কাঁচা বেল আগুনের মধ্যে রাখিয়া দিয়া প্রাতঃকালে তাহার দুই তরি শাঁস লইবেন, পরে চাল ধোয়া জলের সহিত শ্বেতচন্দন ঘসিয়া তাহার সিকিভরি ঐ বেল শাঁসের সহিত মিশাইবেন এবং উহাতে অর্দ্ধরতি কর্পূর ও আধ তরি চিনি মিশাইয়া খাইলে আমাশয় ও তৎসহিত পেট কামড়ানি গা বমিবমি প্রভৃতি উপসর্গ নিশ্চয় ভাল হয়।

মুথা চূর্ণ, আতইচ চূর্ণ, বেলশুঠ চূর্ণ ও ইন্দ্রযব চূর্ণ সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার ৵০ দুই আনা মাত্রায় চূর্ণ মধু ও আতপ চাউলের চালুনি জল সহ সেবন করিলে অতিসার ও গ্রহণী রোগ ভাল হয়।

তুঁতে পোড়াইয়া সাদা ছাই ঘৃত সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে সকল প্রকার মুখের ঘা ভাল হয়।

জলপাইয়ের মূল চর্ব্বন করিয়া দাঁতের পোড়ায় টিপিয়া রাখিলে, দাঁতের পোকা নির্গত হয় ও দাঁতের যন্ত্রণা দূর হয়।

পেয়ারা গাছের নরম কচিপাতা চারি আনা ওজনে এক ছটাক ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত পিষিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে পান করিলে আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়। ইহা একটী অব্যর্থ ঔষধ। ইক্ষু গুড় সিকি তোলা, হরিদ্রার গুড়া সিকি তোলা, একত্র মিশাইয়া প্রতিদিন প্রাতে একবার করিয়া ৩।৪ দিন খাইলেই আমাশয় সারিয়া যায়। তালিমের কচিপাতা এক তোলা তেঁতুলের কচিপাতা এক তোলা, জামের কচিপাতা ১ তোলা, তালিমের কলি ১টী, জিরা সিকি পরিমাণ এই পাঁচটী দ্রব্য বাটিয়া অর্দ্ধপোয়া জল দিয়া গুলিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় সারিয়া যায়। "স্বাস্থ্য"—তার্পিন

ভারতীয়।

পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার :—পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট, গত সপ্তাহে ওরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর ও আকালীদলের সভ্য বহু শিখ নেতা গ্রেপ্তার করেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নাম দেওয়া হইল—সর্দ্দার মহাতাব সিংহ, প্রেসিডেণ্ট, প্রবন্ধক কমিটি, শ্রীযুক্ত তেজ সিংহ, তারা সিংহ, হরকিষণ সিংহ, সর্দ্দার নারায়ণ সিংহ, সর্দ্দার সাহেব সিংহ, সর্দ্দার কর্ত্তার সিংহ, সর্দ্দার জ্ঞান সিংহ, সর্দ্দার সর্দ্দার দলীপ সিংহ।

বিহারে স্বরাজ্যদলের সভা :—বিহার স্বরাজ্যদল সম্প্রতি পাটনায় একটী সভায় স্থির করিয়াছেন যে উপযুক্ত লোকাভাব বশতঃ তাঁহাদের দল হইতে বিহার ও উড়িষ্যা কাউন্সিলের জন্য কাহাকেও দাঁড় করান হইবে না। তবে এসেম্বলীর জন্য সভ্যপদপ্রার্থী দাঁড় করান হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ব্রডলাটের বক্তৃতা :—বিগত ১৭ই অক্টোবর রাত্রে লর্ড রীডিং, চেমসফোর্ড ক্লাবে এক বক্তৃতায় বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে সংস্কার আইন ধ্বংস করিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে তাহা ব্যর্থ হইবে। সাম্রাজ্য প্রদর্শনী বর্জ্জন করিবার যে চেষ্টা হইতেছে তিনি তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। পাঞ্জাবের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে দেশের শান্তি ভঙ্গ হইয়া একটী সমগ্র বিদ্রোহে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, নাভার মহারাজের আর পুনরায় গদীপ্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। অবশ্য তাঁহার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে রাজা দিয়াইয়া দেওয়া হইবে। তৎপর তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনৈক্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

মাটীর ভিতর কামান :—হাওড়া জেলার অধীন শিবপুর গঙ্গা তীরে মাটীর মধ্যে একটী বৃহৎ কামান পাওয়া গিয়াছে।

গয়া কায়স্থ কন্‌ফারেন্স :—মাননীয় মহীন্দ্র সার অওধপ্রসাদ, আগামী গয়া জিলা কায়স্থ কন্‌ফারেন্সের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বেহারী এবং বাঙ্গালী কায়স্থ প্রতিনিধি হইতে পারিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে।

হাওড়া ষ্টেশনে পরিবর্ত্তন :—তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রেতাগণের সুবিধার জন্য হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থলে দুইটি টিকিট ঘর নির্ম্মিত হইতেছে।

পিয়ার্সনের মৃত্যু :—ইটালীতে মিঃ পিয়ার্সনের আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে সম্প্রতি বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে মঁসিয়ে রোমাঁ রোঁলার সঙ্গে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া ইটালীর দিকে রওনা হন। গাড়ীর দুয়ার বেমান দিয়া তিনি বসিয়া ছিলেন হঠাৎ গাড়ীর দরজা খুলিয়া যাওয়ায় তিনি গাড়ী হইতে পড়িয়া যান। পতনের ফলে তাঁহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় এবং মেরুদণ্ডে আঘাত পান এবং ৭ দিন পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন। জনৈক ইটালীয়ান ডাক্তার ও তাঁহার পত্নী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন। তিনি ধীরভাবে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনী ইংলণ্ড হইতে আগমন করিবার পরও তাঁহার চৈতন্য ছিল।

সম্রাটের নিকট আলবাজীর তার :—পণ্ডিত মালব্যজী, শ্রীযুক্ত তেজ বাহাদুর সপ্রুর নিকট গত ২০শে অক্টোবর নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করিয়াছেন—ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের ন্যায় ভারতবাসিগণ সমান অধিকার পাইবার সম্বন্ধে আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের আপামর সর্ব্বসাধারণ আপনার মতে মত দিয়াছেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ যদি ভারতবাসীদের এই প্রাথমিক অধিকারের সমর্থন না করেন, তবে বুঝা যাইবে যে, ভারতবাসীগণকে উপহাস করিবার জন্যই ইণ্ডিয়ান্‌দের কন্‌ফারেন্সে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং তাহা হইলে ইহা সমস্ত জাতির পক্ষে অপমানজনক এবং আপনি ও আলোয়ারের মহারাজ উক্ত কন্‌ফারেন্স পরিহার করিবেন।

মিঃ মণ্টেগুর ভারত ভ্রমণ :—মিঃ মণ্টেগু দক্ষিণ আফ্রিকা হইয়া আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৮শে তারিখ বোম্বাই পৌঁছিবেন। তিনি ১২ই অক্টোবর ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করিয়াছেন।

সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্র গ্রেপ্তার :—বৈঠক খানা রোডের নিবকুমার ভবনের সীতারাম এবং পরমানন্দ নামক দুইজন পশ্চিম দেশীয় সংস্কৃত অধ্যায়ী ছাত্র সামান্য কারণে সময় বিরজুলাল নামক আর একজন ছাত্রকে লাঠির আঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

লিল্লাতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড :—গত ২২শে অক্টোবর রাত্রিতে স্থানীয় গোয়েঙ্কা কটন মিলে আগুন লাগিয়া যায়। ফলে মিলটীর কয়েকটী গৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হইয়াছে, তবে মিলটী ইন্সিওর করা আছে। আগুনের কারণ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

পোষ্টাফিসে ডাকাতি :—দিনাজপুর পোষ্টাল ডিভিসনের অন্তর্গত চকল সাবপোষ্টাফিসের মেইল ব্যাগ লুণ্ঠিত হইয়াছে। ডাকহরকরাও আহত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এতৎসম্পর্কে কেহ ধৃত হয় নাই।

স্বামী বিশ্বানন্দের মুক্তি :—করিয়ার স্বামী বিশ্বানন্দ 'গুরু কা বাগ' ব্যাপারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দণ্ডকাল শেষ হওয়ায় তিনি মুক্তিলাভ করিয়া অমৃতসরে পৌঁছিয়াছেন।

লণ্ডনে ছাত্র-সম্মিলনী :—শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ এখানে পৌঁছিয়া ছাত্রসম্মিলনীর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছেন।

কসাইর ভীষণ প্রতিহিংসা :—গত বুধবার ভোর বেলায় আবদুলগনি নামক একজন কসাই তাহার স্ত্রীকে জনৈক প্রতিবেশীর সহিত প্রণয়াসক্ত দেখিয়া ভীষণ প্রতিহিংসাবশে পুরুষটীকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করিয়া অবশেষে স্ত্রীলোকটীকে হত্যা করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে নিজের একটী শিশু কন্যাকেও কোরবানীর আঘাত করিয়াছে। আসামী হাজতে আছে।

বৈদেশিক।

ক্যালিফর্ন্যাতে সাধারণতন্ত্র :—এক-লা-চ্যাপেলে যে রেনিশ সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা তথাকার সরকারী মহলে বিশেষ আনন্দজনক মনে করা হইতেছে না। ইহাকে একটা স্থানীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইতেছে।

এক্স-লা-চ্যাপেলে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা :—এক্সলা চ্যাপেলে এক রেনিশ সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে। জার্ম্মান পুলিশ কোন বাধা প্রদান করে নাই।

এশিয়াবাসীদিগকে বহিষ্করণের চেষ্টা ব্যর্থ :—দক্ষিণ আফ্রিকা চেম্বার অব কমার্স কংগ্রেসে ট্রান্সভালের পক্ষ হইতে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় যে, সহরের এশিয়াবাসীদিগকে ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রদান করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর উপর ন্যস্ত করা হউক, এবং কোন এশিয়াবাসী ব্যবসায়ের মৃত্যুর পর তাহার লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দিবার, যেতাঙ্গ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট লাইসেন্স হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিবার এবং সমস্ত এশিয়াবাসী দিগের ব্যবসায়াদি ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করা হউক। এ প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

গ্রীসে রাষ্ট্র-বিপ্লব :—এথেন্স হইতে যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে প্রকাশ যে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সংবাদপত্র সমূহের উপর সেন্সরসিপ স্থাপিত হওয়ায় দেশের লোক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে। রাজভক্ত জেনারেল মেটাক্সাস্ ২০০০ সৈন্য ও ৬টী কামান লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। এরোপ্লেনযোগে সমস্ত রাজধানীতে বিদ্রোহের ঘোষণাপত্র সমূহ বিতরণ করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

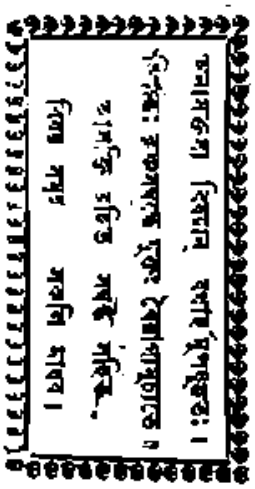

গৌড়ীয়

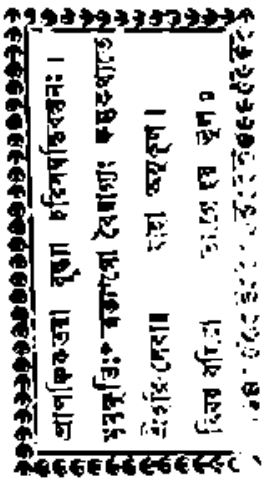

দ্বিতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৩০, ৩রা নবেম্বর ১৯২৩ { সংখ্যা

শারদীয় পূজা।

বঙ্গদেশে শারদীয় পূজার ন্যায় কোন পর্ব্বই এত আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয় না। বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাই প্রাণে শারদীয় উৎসব সমাগমে নাচিয়া উঠে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাঙ্গলার কোমল প্রাণে তাই সকলেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে গা ঢালিয়া দেয়। মায়ের কোলে শিশু হাসিয়া উঠে, পূজায় নূতন পোষাক পাইবে, কুলবধূ আনন্দে বিভোর হয়, বহু দিবস পরে প্রবাস হইতে পতি গৃহে ফিরিবেন কত রমণীর বেশভূষায় লইয়া আসিবেন, ছাত্রগণ কিছুদিনের জন্য পাঠের ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে, নূতন বসন ভূষণ পাইবে কত রং তামাসা দেখিতে পারিবে বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়। পুত্রবিরহ্য জননীর পুরাতন শোক উথলিয়া উঠে, স্বামীহারা নির্জ্জনে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, দরিদ্র ধনীর ধনের আস্ফালন দেখিয়া মহামায়ার নিকট ধনের জন্য সকাতর প্রার্থনা করেন। ধনবান মহামায়ার আরাধনায় বহু অর্থ ব্যয় করেন, পাছে মহামায়া কুপিতা হন। পুরোহিতগণ পূজান্তে বহু দ্রব্য লাভের আশায় এবং পূজা নির্ব্বাহের চিন্তায় যুগপৎ আনন্দিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়েন; সাধকগণ দেবতাগণের ন্যায় চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে স্তব করিয়া থাকেন।

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

আবার বলেন—

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥

তুমি প্রসন্না হইয়া যাহাদের অভ্যুদয় প্রদান কর, তাহারাই দেশে পূজিত এবং ধনে ও যশে সমৃদ্ধ হয়। তাহাদের ধর্ম্মবর্গ অবসন্ন হয় না। তাহারাই ধন্য এবং

ভাবাবেশে পুত্র পত্নী ও কুটুম্বাদি উপেক্ষাকারী। তুমি প্রেমন্ত হও।

হইতে বিশ্বশাখায় মহামায়ার বোধন হয়; দশমীতে মহামায়ার বিসর্জ্জন হয়। দুর্গে দেবী ভগবতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। সংবৎসরং যাতীতং তু পুনরাগমনায় বৈ। নিমজ্জামি দেবি ত্বং চণ্ডিকা প্রতিমা তথা। পূজায়ুর্বলবৃদ্ধার্থং স্বাস্তিভাসি জলে মম এই মন্ত্র দ্বারা প্রতিমাকে ক্রীড়াকৌতুক মঙ্গলাদির সহিত স্রোতজলে বিসর্জ্জন করা হয়। এই রূপ প্রতিবৎসর সাধকের কামনা সিদ্ধির জন্য কল্পিত মূর্ত্তিতে দেবীর আবাহন করা হয় এবং কামনা সিদ্ধ হইলে তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। কারণ—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ২৪ উল্লাস ১২১ শ্লোক।

অর্থাৎ "ব্রহ্মই সত্য আর সমুদায় মিথ্যা" ইহাই উত্তম। ধ্যানভাবই মধ্যম। স্তব ও জপভাব অধম। বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধম। সুতরাং দেবীর কল্পিত মূর্ত্তিও মিথ্যা। পূজা কেবল ব্যবহারিক মাত্র।

প্রতিবৎসর এইরূপ কল্পিতমূর্ত্তির আরাধনায় যজের সহস্র সহস্র নরনারী পতাঙ্গবৃত্তিকের ন্যায় ধাবিত হইতেছেন কিন্তু কেহ কি একবারও আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করেন বা সাবধানী হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচার করিয়া দেখেন এ শ্রদ্ধাভক্তি যাঁহার জননী মহামায়া কে? যাহাকে আরাধনা করা যায় যাহাকে ভালবাসা যায় বা শ্রদ্ধাভক্তি করা হয় তাহার স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে না জানিয়া নিলে কি প্রকারে সম্বন্ধ স্থাপিত বা ভালবাসা বৃদ্ধি হইতে পারে? অজ্ঞাত-কুলশীলে আত্মীয়তা কোথায়? পাদপরিচয়ে মুখের আলাপ মাত্র হয় প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষণ কিরূপে হইবে?

কাল্পনিক দ্রব্যে কাট পাথর মাটীর সহিত চেতনের সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে? পুতুল খেলায় প্রকৃত ভালবাসা কৈ? কুমারীগণ পুতুল লইয়া খেলা করে কত আদর যত্ন করে, বিদায় হইলে সব দূরে ফেলিয়া দিয়া স্বামীর কাছে ছুটিয়া যায়। অনিত্য দ্রব্যে চিরস্থায়ী ভালবাসা হইতে পারে না। মিছা কপট কামসম্বন্ধ হইয়া থাকে। যেখানে আবাহন ও বিসর্জ্জন—সেখানে কামসম্বন্ধ মাত্র বিদ্যমান। কামসিদ্ধির জন্য আবাহন, কাম পূর্ণ হইলে বিসর্জ্জন। প্রাচীনতম বেদ বলেন—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। অর্থাৎ বিষ্ণুর সেই পরমপদকে জ্ঞানীগণ সর্ব্বদা দিবালোকে উদিত সূর্য্যের ন্যায় সন্দর্শন করেন। সুতরাং বিষ্ণুর পদ পরম বস্তু তাহা কল্পিত নহে। কল্পিত হইলে জ্ঞানীগণ সর্ব্বদাই দর্শন করিতেন না। বিষ্ণুর পরমপদ নিত্য দৃশ্য বস্তু, জ্ঞানীগণ নিত্য তাহার দ্রষ্টা। দ্রষ্টার সংখ্যা বহু ও দর্শন ক্রিয়া নিত্যকালের জন্য। দৃশ্য সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃ প্রকাশ। দিব্যসূরিগণ দিবাচক্ষে যে স্বতঃ প্রকাশ চিন্ময় পরমপদ নিয়ত দর্শন করিতেছেন তাহারা সেই বস্তুরই অবতার স্বরূপ অর্চ্চা বিগ্রহকে প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন। সুতরাং সেই অর্চ্চাবিগ্রহ পরমপদ হইতে অভিন্ন। পরমপুরুষের অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রাকৃত জগতে বিরাজিত থাকিয়াও অপ্রাকৃত। সুতরাং তাহা নিত্য কাঠ পাথর মাটী জাতীয় বস্তু নহে, কেবল জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধির নিকট স্বতঃ প্রকাশিত ক্ষুদ্র জড় যুক্তির সম্পূর্ণ অগোচর। সেই নিত্য বিগ্রহের আবাহন বিসর্জ্জন নাই; সেই বিগ্রহ কাল্পনিক বা মিথ্যা নহে। পূজকের কোনও প্রাকৃত কামনা দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয় না এবং কামনা পরিপূর্ণ হইলে তাঁহাকে বিসর্জনও করা হয় না। তাহা ভক্তের হৃদয়ের নিত্যধন। হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস, ভাবপ্রবণতা কিছু ভক্তি নহে—রঙ্গালয়ে রঙ্গদর্শনে বীররৌদ্র প্রভৃতি রসের উদ্দীপন স্থায়ীভাব রতির সহিত কিছুতেই সমকক্ষ হইতে পারে না। নিসর্গ পিচ্ছিল চক্ষে অশ্রু উদ্গম প্রেমের চিহ্ন নহে। সিল্‌টী কাচখণ্ড, ঘড়িগোলা নকল বস্তু। আবার সুবর্ণ হীরকখণ্ড দুষ্ট আসল বস্তু। ভক্তি আত্মার বৃত্তি পরমাত্মা বা ভগবানে আত্মার স্বাভাবিক ও সহজ অনুরাগ। ভক্তিতে নিজের কামকথার লেশ থাকিতে পারে না। যেখানে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার লেশ মাত্রও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত

ভাবে বর্ত্তমান সেখানে ভক্তির গন্ধমাত্রও নাই। ভগবৎ প্রীতি ইচ্ছাই ভক্তি ও তাহার স্বরূপ রূপ প্রেম। গঙ্গার স্বাভাবিক গতি যেমন সাগর দিকে। অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী জলের গতি যেমন নিম্নগা তদ্রূপ আত্মধর্ম্মই ভগবানের প্রীতিইচ্ছা বা ভক্তি। যেখানে সেটি সেটি নয় সেখানে ভক্তির গন্ধ নাই। সেখানে কেবল কাম। শুদ্ধভক্তের দাও দাও প্রার্থনা নাই, নাও নাও প্রার্থনা। ভক্ত চায় বিকাইয়া দিতে; বিক্রীত পণ্য হইতে কিছু দিয়া তার পরিবর্ত্তে কিছু নিতে চায় না, অধিক হইতে চাহে না। ভক্তের কামনা ভগবানের সুখের তাৎপর্য্যের জন্য নিজের জন্য নহে "নধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ভক্ত ধনজন, দেহসুখ নিদ্রা, সুন্দরী স্ত্রী স্বর্গ মোক্ষ কিছুই চান না। চান কেবল প্রভুর নিত্য পাদপদ্ম সেবা। ভক্তের কপটতা নাই। স্বর্গবাঞ্ছা অর্থবাঞ্ছা, পুত্র পৌত্রাদি কামনা বা মোক্ষ বাসনার কপটতা বিদ্যমান। মোক্ষবাঞ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কপটতা। যেখানে মোক্ষবাঞ্ছা তথা হইতে ভক্তিদেবী চিরতরে অন্তর্হিতা হন। এই সকল কামনামূলক নিষ্কাভক্তি বিষকুম্ভপয়োমুখবৎ। বাটির সেবকের বেশ, পূজকের সজ্জা, ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা, ভিতরে বণিকের বেশ অথবা তন্ত্রনিষ্ণাতের মত সংসার প্রবৃত্তি। শ্রীচণ্ডী, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এই তিনটী শাস্ত্রই মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত গ্রন্থ। শ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত এবং শ্রীগীতা মহাভারত অন্তর্গত। শ্রীচণ্ডীর উপদেশও যুদ্ধক্ষেত্রের সমরের উপদেশ, শ্রীগীতার উপদেশও যুদ্ধক্ষেত্রের উপদেশ। শ্রীচণ্ডীতে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের বা শক্তির মুখনিঃসৃত নিঃশ্রেয়সের উপদেশ নাই। শ্রীগীতা ভগবন্মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া তাহাতে উপনিষদ্ লক্ষণ বর্ত্তমান। শ্রীগীতার প্রথম হইতেই আত্মার কথা। দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল, আত্মাই নিত্য ও সনাতন বস্তু। সুরথ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট ও সমাধি নামক বৈশ্য ধনলোলুপ স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াও যখন রাজ্য ও পুত্রাদির চিন্তা করিতেছিলেন তখন তাহারা মেধস মুনির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন মুনি বলিলেন বিষয় গোচর জ্ঞানে মানুষ এবং পশুপক্ষী উভয়েই তুল্য মোহে কাতর হইয়া পক্ষিগণ নিজেরা ক্ষুধাতে পীড়িত থাকিয়াও স্ব স্ব শাবকে চঞ্চুতে খাদ্যকণাদি প্রদান করিতে কতই আদর যত্ন। যে কারণ মনুষ্যগণ নিজ পুত্রগণের প্রতি প্রত্যুপকারের অভিলাষী হইয়াই যে তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেছে, ইহাকি দেখিতেছ না? মহামায়া জগৎপতির যোগনিদ্রাস্বরূপা, তিনিই এই জগৎকে মোহিত করিতেছেন। সেই মহামায়াই জ্ঞানিদিগের চিত্তকেও আকর্ষণপূর্ব্বক মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনিই প্রসন্না হইয়া বরদান করিলে মানুষের মুক্তি হইতে পারে। এই উপদেশে নিঃশ্রেয়সের কথা আভাসে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তথায় সম্বন্ধ কারণ রূপ স্বরূপ উপলব্ধির কোনও কথাও নাই। শ্রীতোপনিষদে দুস্পারামায়া হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

সুতরাং তাহার চিৎস্বরূপে শরণাগতি ব্যতীত মায়া উত্তীর্ণ হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই—শ্রীগীতার সর্ব্বশুদ্ধতম উপদেশ এই—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

যাবতীয় বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মরূপ অনাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। সুতরাং যাহারা বলেন যে মহামায়া দ্বার খুলিয়া না দিলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার হয় না তাহারা মহামায়ার মায়ায় মোহিত। কারণ সর্ব্বদা ভগবানের স্বমুখের কথাই অধিকতর বলবতী। মহামায়ার কপট কৃপায় জ্ঞানীগণও মোহিত। মনু, জৈমিনী বিষ্ণু হারীত, পরাশর আদি ঋষিবর্গও দৈবী মায়ায় মোহিত। অন্যের বা কথা। এই জন্য ভগবানের সাক্ষাৎ উপদেশ, ভক্তপরায়ণ সাধুর উপদেশই গ্রহণীয়। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নবেদব্যাস যখন সমস্ত পুরাণ ও মহাঅবতারাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও মনে শান্তি পাইলেন না তখন নারদের আদেশে সমাধিযোগে যে বেদের পরিপক্ক ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সূত্র প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে দেখা

যে ভগবানের শুদ্ধচিৎ স্বরূপের প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নিস্তার লাভ হইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। দেবতাগণের স্তুতিতে দেখা যায় তাহারা কেবল অভ্যুদয় প্রয়াসী। জড়ীয় ভোগ লাভই তাহাদের কামনা। অতএব মহামায়া সেই সেই কামনা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে আরও মোহিত করেন। শ্রীচণ্ডীতে দেবতাগণের বর প্রার্থনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ মহারাজের নৃসিংহদেবের নিকট বর প্রার্থনা তুলনা করিলে আকাশ পাতাল ভেদ লক্ষিত হয়, শ্রীগীতার ভুক্তি মুক্তি কামনাকে নিরাশ করিয়া অব্যভিচারিণী শরণাগতিলক্ষণা ভক্তিই বৈষম্য বা আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাই বলিতেছেন—

"দুষ্টং কা পদবীভাজমীশমুক্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥

যখন জীবাত্মা পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত হয় একমাত্র তখনই বিগত শোক হইয়া মহিমা লাভ করেন।

"আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥"

তিনি আত্মারাম হইয়াও চিদ্বিলাস বৈচিত্র্য বা চিন্ময় ধামে ভগবানের নবনবায়মান সেবায় নিযুক্ত হন তিনিই ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেনোপনিষদে দেবরাজের প্রতি উমা দেবীর বাক্যেও জানা যায়—ব্রাহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ। অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানেরই অধীনস্থ। সুতরাং সর্কোপনিষৎ সার শ্রীগীতার বাণী আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রাখাই কর্ত্তব্য—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

—:—

বিরোধ ভঞ্জন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একস্থলে (আদি ৮ম) শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈঃ হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥"

উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে মুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥"

আর একস্থলে (মধ্য, ৯ম) তিনি বলিয়াছেন—

"কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেম ভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥"

অন্যস্থলে শ্রীল গোস্বামি মহারাজ বলিয়াছেন (মধ্য ২২শ)

"কামলাগি কৃষ্ণে ভজে পায় কৃষ্ণ ছলে।
কামছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥"

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥"

ইহার সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীল ধ্রুব মহারাজের কথা উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ধ্রুব সিংহাসনাভিলাষী হইয়া ভগবদুপাসনা করিয়া ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর তাঁহার সিংহাসন লিপ্সা ছিল না।

প্রথমোক্ত দুই স্থলের বর্ণনীয় বিষয় ও শেষোক্ত স্থলের বিচারে আপাত বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। মহাপুরুষের বাক্যে বিরোধ থাকিতে পারে না, আমরা তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এক পক্ষে কথিত হইতেছে যে প্রেমরূপা হরিভক্তি অত্যন্তদুর্লভ। ইহা ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ সাধন সমূহ দ্বারা পাওয়া যায় না। ভোগবুদ্ধি ও মোক্ষবাসনা লইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনাদি করিলে প্রেমভক্তি লাভ অসম্ভব। শ্রীগীতাতে যাহাকরতরু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ॥"

তাঁহাকে তিনি যে ভাবে ভজনা করেন, তিনিও তাঁহাকে সেই ভাবে কৃপা করেন। অর্থাৎ যাহারা ভোগপর বুদ্ধি লইয়া শ্রীভগবানকে কর্ম্মফল প্রদাতা জ্ঞানে কর্ম্মফল প্রাপ্তিনিমিত্ত শ্রীভগবানের পূজাদি করেন, তাঁহারা ভক্তি প্রাপ্ত হন না, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলই প্রাপ্ত

হন। আর যিনি সকল ভোগ বাসনা ও মোক্ষ কামনা বর্জ্জন করিয়া শ্রীভগবানে প্রপন্ন হন, তিনি ভক্তি প্রাপ্ত হন। ভক্তের প্রার্থনা এইরূপ।

"নাহং ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্যদ্যদ্যাং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপং।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু (কুলশেখর)

হে ভগবন্, আমি স্বর্গপ্রদ পুণ্যরূপ ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত নহি, আমি বসু বা অর্থ লোলুপ নহি, আমি ভোগ কামনার পরিতৃপ্তি চাহি না, ফল কথা আমি ধর্ম্মার্থকাম এই ভোগমূল ত্রিবর্গকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানি। আর আমি তোমাকে আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্লেশকর ফল হইতে অব্যাহতি দিতে বলিয়া তোমার সৃষ্ট শাশ্বতনিয়মের পরিবর্ত্তন করিবার জন্যও অনুরোধ বা আবদার করিব না, আমার জন্য তোমার নিয়মের ব্যতিক্রম হউক এ দুষ্টতা আমার নাই, আমার যেরূপ কর্ম্মফল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাই আমি অবিচলিতচিত্তে ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, সে সকল যেমন হওয়া উচিত হউক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তবে জন্মজন্মান্তরে আমার একটী বিশেষ প্রার্থনা—এ স্থলে বলিয়া রাখি যে আমি এই পৃথিবীতে জন্ম পাইয়া ত্রিতাপ ক্লিষ্ট হওয়ায় জন্মান্তর রাহিত্যরূপ মোক্ষেরও প্রার্থী নহি, আমার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে সেই ভিন্ন ভিন্ন জন্মে যেন তোমার অমল পাদপদ্মে আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে। ভক্তের প্রার্থনা এই প্রকারের। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রার্থনার ধ্বনি তুলিয়া তাঁহার প্রণীত শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকে আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

ভক্ত কখনও সপ্ততন্ত্রীর অনুবর্ত্তনে "ধনং দেহি ধনং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি, ভার্য্যাং দেহি সুতোপেতাং পুত্রং দেহি মনোরমম্" এইরূপ প্রার্থনা করেন না, অথবা "কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘমিয়াদে সংসারগারদে থাকি বল" বলিয়া আবদার করিতে করিতে মোক্ষানুসন্ধানচ্ছলে ত্রিতাপ নিবৃত্তির জন্য সচেষ্ট নহেন। নিষ্কাম শুদ্ধভক্তই প্রেমভক্তির অধিকারী। এই "নিষ্কাম" পদটীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া কর্ম্মজড় বুদ্ধি কুতার্কিকগণ তর্ক উত্থাপন পূর্ব্বক শ্রীল কবিরাজগোস্বামী মহাশয়ের—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

এই উক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা মহাজন চরণে অপরাধ অর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব অধঃপতনের পথ নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হ'ন। তাঁহাদের এই অসদ্ব্যাস নিরাকরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অপরাধ মুক্ত করিতে আমরা একটু যত্ন করিতেছি, তাহাতে ফল হইলে তাঁহাদের সেবায় নিজেকে সমর্থ জানিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব। তাঁহারা বলেন "আমাদিগকে প্রেমদাও, ভক্তিদাও" প্রভৃতি প্রার্থনা কি কামনামূলক নহে? ভক্তেরও ত' ভোগ মোক্ষ বিভূতি কামীর ন্যায় 'দাও' 'দাও' রব আছে, তবে ভক্ত কিসে 'নিষ্কাম,' কিসে 'শান্ত'? এখানে দেখা যাইতেছে তাঁহারা 'নিষ্কাম' শব্দের অর্থ অবধারণ করিতে পারেন নাই। 'কাম' অর্থে সাধারণ 'ইচ্ছা' বুঝিয়া বসিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে 'কাম' শব্দের পারিভাষিক অর্থ বুঝিলে তাঁহারা ভ্রম-নির্ম্মুক্ত হইবেন আশা করা যায়। নিম্নধৃত শ্রীচরিতামৃতের পয়ারটী বেশ ভাল করিয়া বুঝিলে সহৃদয় পাঠক মহাশয় জানিতে পারিবেন যে 'কাম' যাহার অন্তর্ভুক্ত হইলেও যাহামাত্রেই কাম নহে।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

এখন সকলে দেখুন 'নিষ্কাম' ও 'কামী' বলিতে কি বুঝায়, অন্ততঃ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চরণ ইহাদিগকে কিঅর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? ভুক্তিকামী বলিতে যিনি ভোগোদ্দেশে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের তোষণকেই বাঞ্ছা করেন, মুক্তিকামী বলিতে যিনি ত্রিতাপ মুক্ত হইয়া "অহং ব্রহ্ম" এই ভাব হৃদয়ে ধরিয়া একাদশ ইন্দ্রিয় মনের তোষণ জন্য ব্যস্ত, আর সিদ্ধিকামী বলিতে যিনি অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা "অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা" এই অষ্ট

সিদ্ধির বাহামূলে লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার দ্বারা মনের তোষণকেই লক্ষ্য করেন—তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে। ইহার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই মূলে কার্য্য করিতেছে, সুতরাং ইনি কামী—কর্ম্মী, জ্ঞানী কুযোগী সকলেই কামী। আর ভক্তের কথা আলোচনা করুন। তিনি কি চা'ন? ভক্তি, ভজ্ধাতুর অর্থ সেবা করা, অতএব সেবা করিতে যোগ্যতা। এটী কোন্ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে যদি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যায় যে কেবল সেবা করিতে চায়? বিনিময়ে আর কিছু চায় না, ভোগ, মোক্ষ, বিভূতি চায় না সে কে? মন? মন ত' সবগুলিই চায়, মন ত' বিনামূল্যে সেবা করিতে প্রস্তুত নহে। আত্মাই কেবল স্বরূপে ভগবৎসেবা প্রবৃত্তি বিশিষ্ট, সেবা ভিন্ন নির্ম্মল স্বীয়ভাবে আর কোন বৃত্তি নাই, তাই সেই মনের বিক্রয়মুক্ত আত্মা কেবল কৃষ্ণসেবা চায়, এই তা'র স্বভাব, ইহা ইন্দ্রিয় তোষণ নহে, তাই কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম।

ভক্তের আদর্শ এত উচ্চ বলিয়া অবিদ্যাগ্রস্ত কর্ম্মী বা জ্ঞানী কর্ম্মাঙ্গের বা জ্ঞানাঙ্গের অনুষ্ঠানবিশেষরূপে যে পূজাদি আবাহন করেন তাহা ভক্তি নহে। কর্ম্মাঙ্গনাম করিতে গিয়া কর্ম্মী কখনও বহুদেবদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন, তাহা মূখ্য ভগবদ্ভজন নহে, শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং বলিয়াছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥"

এই কাম্য দেবদেবীর পূজাতে অবিধিপূর্ব্বক গৌণভাবে শ্রীভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে, কেননা আরাধ্যতত্ত্ব সতত্ত্ব একমাত্র শ্রীভগবত্তত্ত্ব, সুতরাং যেখানে আরাধনা, সেই খানেই শ্রীভগবান্ আরাধিত হ'ন, তবে সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার ভজন না করিলে গৌণ ভজনে তত্তৎফল পর্য্যন্ত লাভ প্রাপ্ত হয়, ভজনের মুখ্যফল যে প্রেমভক্তি তাহা পাওয়া যায় না, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" আবার সেই কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে যেখানে বিষ্ণুপূজাদির ব্যবস্থা আছে তাহা করিলে ঐ গৌণভজনই হইয়া যায়, সাধ্যসাধনের অবকাশ হয় না সুতরাং জীব সে স্থলেও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলরূপে তত্তৎফলই প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে কর্ম্মীর চিত্তে শ্রীভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণমূলা ভক্তিবীজ-শ্রদ্ধারই উদয় হয় নাই, সুতরাং শ্রদ্ধা অঙ্কুরিত, পল্লবিত পুষ্পিত ও ফলবতী হইয়া ভক্তিতে পরিণত হইবার অবসরই প্রাপ্ত হইল না, উপাদানের অভাবে বস্তুর অনুৎপত্তি, জলে অগ্নি সংযোগ করিয়া কিছু ঘৃত প্রস্তুত হয় না, তৎকারণভূত দুগ্ধের অনস্তিত্বই তাহার কারণ, সেই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, "কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।"

কিন্তু তিনি অন্যত্র যে বলিতেছেন, 'কাম লাগি কৃষ্ণে ভজে পায় কৃষ্ণরসে,' পূর্ব্ব বিচারের সহিত ইহার আপাত বিরোধ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আসুন, সহৃদয় পাঠকগণ, আমরা এই দুই আপাতপরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাই কি না। সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে, কেননা মহাজনের উক্তিতে অসামঞ্জস্য থাকিতেই পারে না। এখানে দেখিতেছি 'কৃষ্ণে ভজে" অর্থাৎ কৃষ্ণই ভজনীয় তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচরণে ভজনাকারী আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। কর্ম্মী কি করেন? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর আমাদের নিত্য প্রভু এ বিশ্বাস কর্ম্মীর নাই তিনি তাহার আলোচনাও করেন না। তিনি বিষ্ণুকে কর্ম্মফল প্রদাতা, সুতরাং কর্ম্মবাধ্য বলিয়াই জানেন, সুতরাং যতই আপত্তি তুলুন না কেন, মূলে তিনি নাস্তিক, অবশ্য কথাটা রূঢ় বটে, কিন্তু অতি সত্য, আপনারা একটু সংযত হইয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি যে বিষ্ণুর পূজা করিতে প্রবৃত্ত তাহা কর্ম্মের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ভজনের অনুষ্ঠান বিশেষরূপে, তাহাতে সেবা বুদ্ধির কিছুমাত্র আভাস পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু ধ্রুবমহারাজ প্রভৃতির ন্যায় শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে কিছু কিছু কামরূপ দুরাচার থাকিলে ও শ্রীভগবচ্চরণে প্রপত্তি জন্য তাহা সাধুসঙ্গপ্রভাবে শীঘ্রই বিদূরিত হয়, কেন না শ্রদ্ধার উদয় হইলেই সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য উদিত হয়, তখন আর কাম প্রবল হইতে পারে না, ক্রমেই শিথিল হইতে থাকে, শেষে বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপ ভক্তকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় অর্জ্জুন দিয়াছেন,—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

শ্রীভগবান্‌কে একমাত্র সেব্যতত্ত্ব জানিয়া ও নিজেকে নিত্য সেবক তত্ত্ব বুঝিয়াও সত্ত্বজীবের যে হুরন্ত কামরূপ দুরাচার থাকে তাহা ইহাই তিরোহিত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই উপদেশ উচ্চস্বরে গীত হইয়াছে,—

"আস্তাম্ভবো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্ভজন্নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥"

শ্রীভগবৎকথায় আসক্তি কর্ম্মীর সর্ব্বকর্ম হইতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত শ্রদ্ধালু, আর শ্রীভগবৎ সেবাই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি এই বিশ্বাসে বলবান্ শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তি কামদমূহকে দুঃখের আকর ও পরিণাম-ক্লেশকর জানিয়া সেগুলিকে প্রথমেই পরিত্যাগে অসমর্থ বলিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে ভগবান্‌কে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে রাখিয়া ভজন করিতে থাকিলে হৃদয় কাম বিদূরিত হয়। ইহাই সংসার বন্ধন মোক্ষরূপ অনর্থনিবৃত্তি, ইহাই শুদ্ধভজন প্রণালীর ক্রম। তখন,—

"কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষ॥"

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তিমূলা আত্মসমর্পণ যেখানে আছে, সেখানে কাম থাকিলেও তাহা কর্ম্ম নহে, মিশ্র-ভক্তি। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে ঐ মিশ্রভাব বিদূরিত হইয়া শুদ্ধভক্তি উদিত হয়, ইহাই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। এরূপ স্থলেই বলা যায়,—

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন নিজচরণ॥"

শ্রীধ্রুব মহারাজ সিংহাসনাভিলাষী হইয়া পদ্মপলাশ-লোচনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি কর্ম্মাঙ্গরূপে কর্ম্মফলপ্রদাতা দেবতার পূজাব্রত হ'ন নাই, শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার সাধুসঙ্গ হইল, তিনি শ্রীনারদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া নিষ্কাম ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে আর বর না চাহিয়া শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন "আমি কাচ খণ্ড খুঁজিতে আসিয়া হীরক পাঠাইয়াছি, আর কেন কাচ প্রার্থনা করিব।" ইঁহা-দিগকেই শ্রীকৃষ্ণ 'স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইয়া' লন। অশোক, অভয়, অমৃত তাঁহার চরণকমল সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় করিলে আমাদের আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। কিন্তু কর্ম্মী তাহা পারেন না, ইহাতেই তাঁহার পূজার ও ভক্তের পূজার পার্থক্য।

দুর্গা।

দুর্গা শব্দের অর্থ বহু প্রকার দৃষ্ট হয়। দ+উ+র+গ্+আ=দুর্গা। দৈত্যনাশার্থ বাচক বলিয়া 'দ'কার, বিঘ্ননাশার্থে 'উ'কার, রোগঘ্ন বাচক 'রেফ্' পাপঘ্ন বাচক 'গ'কার, ভয়শত্রুবিনাশবাচক 'আ'কারের প্রয়োগ। আবার অন্যত্র-"দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা। বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।" পুনরায় চণ্ডীতে দেবস্তুতি,—দুর্গাসি দুর্গভবসাগর নৌরসঙ্গা॥"—অর্থাৎ তোমার নাম দুর্গা, কারণ তুমি দুর্গম ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকাস্বরূপা। পুনরায়—'দুর্গাদ্বে দুর্গপারাদ্বে'—দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কট হইতে যিনি ত্রাণ করেন। পুনরায় চণ্ডীতে দেবীবাক্য—

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥

'দুর্গ' নামক অসুরকে বধ করিব বলিয়া আমি 'দুর্গা' নামে বিখ্যাত হইব।

আমার অন্যত্র দেখা যায় 'দুর্গ' শব্দের অর্থ কারাগৃহ বা জীবের সংশোধনক্ষেত্র—ঘোর ভুবনাত্মক দেবীধাম। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা নামে অভিহিতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠে জানা যায় যে দেবতাবৃন্দের স্থানচ্যুতি বিজ্ঞাপিত হইলে মধুসূদন ও শম্ভু কুপিত হইলেন; তখন তাঁহাদের বদন হইতে একটী মহৎ তেজঃ নির্গত হইল, অন্যান্য

দেবতাগণের শরীরের তেজঃপুঞ্জ একত্র মিলিত হইয়া সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণুর তেজে দেবীর বাহুদ্বয় এবং শম্ভুর তেজোনিঃসৃত তেজে দেবীর মুখমণ্ডল হইল। সেই দুর্গাদেবী দেবীধামে (চৌদ্দভুবনাত্মক জড়জগতে) দশভুজরূপে অবস্থিতা। বীরপ্রতাপে অবস্থিতিরূপ সিংহবাহিনী। পাপ অসুররূপ মহিষাসুরমর্দ্দিনী। শোভা ও সিদ্ধিরূপ কার্ত্তিক ও গণেশসমন্বিতা গণেশ জননী। ঐশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ বিরাজিতা। পাপনিবারণে বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী।

সিদ্ধান্তগ্রন্থ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা দুর্গাদেবীর স্বরূপ বিচারে বলেন :—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ভগবানের স্বরূপশক্তি একটীই। তাহাকেই উপনিষদের পরাশক্তি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধিকা মায়াশক্তিই ভুবনরক্ষয়িত্রী দুর্গা। সেই দুর্গাদেবী যে আদিপুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী, সেই মূলপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসম্ভূত রাজাদ্রষ্ট সুরথ রাজা ও স্বজনপরিত্যক্ত সমাধিনামক বৈশ্যের সময় হইতে ইহার পূজার প্রথা ধরাধামে প্রচলিত হইয়াছে। রাজা দেবীর আরাধনার পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী নির্ব্বিণ্ণচিত্ত বৈশ্যকে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন। সৌরাশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণবধার্থে ব্রহ্মা দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া যে পূজার প্রথা জগতে প্রচলিত আছে, তাহা মহর্ষি বাল্মিকীকৃত মূল রামায়ণের কোনও স্থানেই পাওয়া যায় না। কথকতা শুনিয়া কবিকৃত্তিবাস যে বাঙ্গলা পদ্যের ছন্দে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহাতেই ঐ বিষয় দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাসের স্থান বাঙ্গলা সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার পুরাণ কল্পিত সিদ্ধান্ত দেখিয়া গৌড়ীয়গণ পরমার্থ জগতে তাহাকে উচ্চস্থান দিতে পারেন না। তিনি তাঁহার রামায়ণে বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় সাজাইয়াছেন। ব্রহ্মরুদ্রাদি-দেবদেবিত বিষ্ণু, বিষ্ণুমায়া তাঁহার আজ্ঞাবাহিকা। দ্বিতীয়তঃ জড়মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া, তাহার কার্য্য প্রাকৃত বিমুখ জীবের উপর সম্ভব। অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে ভগবল্লীলায় পোষকতাকল্পে যোগমায়ারই কার্য্য। তটস্থাশক্তিপ্রসূত অণুচিৎ বিভিন্নাংশ জীবগণ অনাদিবহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে যে প্রাপঞ্চিক জগতে পতিত কারারুদ্ধ হন, তাহাই দেবীধাম বা দুর্গাদেবীর দুর্গ। পতিত অপরাধী জীবকে কারারক্ষয়িত্রী দুর্গাদেবী কয়েদীর পোষাকের ন্যায় দুইটী আবরণে আবৃত করিয়া থাকেন। একটী মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গদেহ বা বাসনাময় কোষ, অপরটী বাসনাময় দেহের সহায়কস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ। এই দুইটী পোষাকে পরিহিত হইলে জীবের শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ সুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন চিদাভাস মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহে নানাপ্রকার অভিমান উপস্থিত হয়। কখনও মনুষ্য কখনও পশুপক্ষী প্রভৃতি বলিয়া অভিমান, কখনও পুরুষ, নারী, রাজা, প্রজা, পিতা, পুত্র, সুখী, দুঃখী, এইরূপ নানাপ্রকার অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিরূপজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া নানাভিমিবিষ্ট জীব নিজকে শোকে মোহে আচ্ছন্ন এবং অভাবগ্রস্ত মনে করে। তখনই ঐ কারারক্ষীর নিকট ধন, জন, পুত্র, পৌত্র, রূপবতী ভার্য্যা, যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি কামনা করিয়া থাকে। কখনও সুখ-দুঃখ বোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অচিৎ হইয়া যাইতে চায়, কখনও বা জড়ীয় সুখ-দুঃখকে অকিঞ্চিৎকর-জ্ঞানে জড়-ব্যতিরেক সুখলাভের আশায় ভগবানের আসন নিতে অগ্রসর হয়। দুর্গাদেবীও তাহাদিগের কামনা অনুযায়ী ধনজনাদি প্রদান করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন, কখনও বা তাহাদের আত্মবিনাশরূপ ভগবদ্বৈমুখ্যের দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সুকৃতিবান, তাঁহারা ঐ সকল দুষ্কৃতিমূলক ভূতাকে মহামায়ার কপট কৃপা জানিয়া বিষ্ণুমায়ার সৎস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেন, লিঙ্গ এবং স্থূলদেহের বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া

নিত্য ভাগবতী তনুলাভ করেন ও স্বরূপপ্রেমে চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর সেবায় গোপকন্যা করিয়া থাকেন।

স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপা দুর্গার কার্য্যই বিমুখ-মোহন। সুতরাং কর্ম্মফলভোগী ও কর্ম্মফলত্যাগী বহির্ম্মুখজনগণ কর্ত্তৃক জগতে যে দুর্গাদেবীর আবাহন হয় তাহা ভগবানের চিন্ময় ধামে বিরাজিতা চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী যোগমায়া দুর্গার ছায়া মাত্র। ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় যে দুর্গা গণেশ প্রভৃতি দেবতা আছেন তাঁহারা নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবক। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূতশক্তি, কিন্তু জড়জগতে পূজিত দুর্গা-গণেশাদি দেবতা ছায়াশক্ত্যাত্মক। ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবিকা যোগমায়াই ভগবৎ-সেবা-প্রার্থিনী ব্রজ-বালকুমারীগণ কর্ত্তৃক পূজিতা। সেই পূজায় কেবল ভগবৎপ্রীতি-কামনা। নিজের ভোগত্যাগ বা ফলত্যাগ-কামনা নাই। যে সকল কর্ম্মতাত্ত্বিক ভোগপ্রার্থী ব্যক্তি ব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী-অর্চ্চন ব্রতের দোহাই দিয়া নিজ নিজ ভুক্তি-মুক্তি-কামনামূলক ছায়াশক্তির কল্পিত মূর্ত্তির পূজাকে সমর্থন করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কাত্যায়নীর চরণে ব্রজকুমারীগণের চরণে এবং শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করিয়া থাকেন। ব্রজকুমারীগণ কি প্রাকৃত বদ্ধ জীব? তাঁহারা কি প্রাকৃত জড়দেহবাদী? তাঁহাদের দেহ কি জড় দেহ? তাঁহাদের কামনা কি বদ্ধজীবের কামনার তুল্য? কিছুতেই নহে। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর কায়ব্যূহ, তাঁহাদের দেহ চিন্ময়, দেহ চিন্ময়, কৃষ্ণপ্রীতি-কামনাই তাঁহাদের কামনা। তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ এইরূপ।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ—আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাঢ়ে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

যাঁহারা এইরূপ সেবকের আদর্শ, তাঁহারা ভগবানের সেবা-প্রাপ্তির জন্য কি না করিতে পারেন? এই জড় জগৎ চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন। চিদ্বিলাসের নানা বৈচিত্র্যের ছায়া এই জড়জগতের বর্ত্তমান। সুতরাং অপ্রাকৃত চিদ্ধামের প্রেমচেষ্টার সহিত প্রাকৃত জগতের কামচেষ্টা এক হইতে পারে না। ইহ জগতে দেখা যায়, প্রণয়িনী প্রেমিকের জন্য, পত্নী স্বামিসেবালাভের জন্য ছায়াশক্তি মহামায়ার আরাধনা করে, তদ্দ্বারা পত্নী বা প্রণয়িনীর স্বামী ও প্রেমিকের প্রতি ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহ জড়জগৎ হেয়তা ও অবস্তুতাপূর্ণ; এখানে বদ্ধজীবের যত চেষ্টা কেবল নিজভোগমূলা। অপ্রাকৃত জগতে সেরূপ হেয়তা বা অবস্তুতা নাই। সেখানে সকলেরই স্বরূপে অবস্থান, সুতরাং সকলেই একমাত্র ভগবৎপ্রীতিই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ ব্রজকুমারীগণের কৃষ্ণপ্রীতির চরম উৎকর্ষেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দেহাভিমানী জীব কি ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের দুর্গা-আরাধনা সেইরূপ? ছায়াশক্তির কার্য্যই বিমুখমোহন। সুতরাং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেও তিনি ভগবৎপ্রেম দান করিতে পারেন না। যাহার কাছে ধন নাই তাহার নিকট ধন ভিক্ষা চাহিলে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। অতএব জগতের দুর্গা-আরাধনা ছায়াশক্তির আরাধনা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২২ অধ্যায়ে—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর দেখাইয়াছেন—ইয়ং তাত্ত্বিকপরিভাষিতা চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ স্বরূপভূতা যোগমায়ৈব নতু বহিরঙ্গা মায়া। অতঃ "সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গাধিষ্ঠাতৃ দেবতা" ইত্যাদিষু শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ কৃষ্ণা তদ্বিষ্ণোস্তৎপরিভাষিকা যোগমায়ৈব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী। নৈব ধর্ম্মাদি-

কল্পয়িত্বা দুর্গা-মহামায়েত্যাদি-নামাভিধানেন লোকানাং স্তুতা ভবতীতি।" অর্থাৎ কুমারীগণ যে কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন তাহা স্বরূপাংশভূতা যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নহে। 'সর্ব্ব কল্পমন্ত্রে দুর্গাই অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা' এই যে আগমবাক্য, ইহা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবানের চিচ্ছক্তিবৃত্তি স্বরূপাংশ-শক্তি যোগমায়াই মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতা বুঝিতে হইবে। তিনিই ব্রজকুমারীগণ কর্ত্তৃক উপাসিতা। মহামায়া ইত্যাদি নামসাম্যে ভাববাহী লোকগণের ভ্রম হইয়া থাকে। তোষিণীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন—"কাত্যায়নী পরমবৈষ্ণবী শ্রীশিবপ্রিয়া পার্ব্বতী" ব্রহ্মসংহিতা ৩য় শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় যে গৌতমীয় তন্ত্রবচন—যঃ 'কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।' তাহা কৃষ্ণ-স্বরূপশক্তির কথা বলা হইয়াছে। তাহা মায়াংশভূতা দেবীদেহের দুর্গা নহে; কারণ, গৌতমীয় তন্ত্রেই লিখিত আছে—বহিরঙ্গা দুর্গার আরাধনা বহুপ্রয়াসে সাধিত হয় কিন্তু স্বরূপশক্তির আরাধনায় প্রয়াস নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১।২৫ শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আহিষ্টা প্রভুলাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন:—বিষ্ণুমোহনং মায়া, উরুমোহনং যোগমায়েতি ব্যবস্থিতিঃ। দেবকী-কন্যারূপেণ কংসবঞ্চনং তন্মায়ায়া এব কার্য্যং, ন তু যোগমায়ায়াস্তাদৃশদুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব। দুষ্ট-বাদবমোহনং মায়ৈব, নতু যোগমায়া। দেবকী-সপ্তমগর্ভাকর্ষণ-যশোদাস্বাপনাদি তদ্ধি যোগমায়য়া এব কার্য্যং, নতু মায়য়াঃ। তাদৃশ-সিদ্ধভক্তেষু মায়য়াঃ প্রভবিষ্ণু-শক্ত্যভাবাচ্চ। যত্তু বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমবতাং শ্রীযশোদাদীনাং বিশ্বরূপ-বৈকুণ্ঠলোকাদি দর্শনান্তে বাৎসল্যাদি-ভাবাধিক্য-হেতুনৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপ্যসম্ভ্রমাদৈশ্বর্য্যানুসন্ধানলক্ষণং মোহনং তৎ ন যোগমায়য়া, নাপি মায়য়া, কিন্তু প্রেম্ণ এব স স্বভাবঃ।" অর্থাৎ বিমুগ্ধ মোহন মায়ার কার্য্য,—যেমন দেবকী, কন্যারূপে কংস-বঞ্চন বা দুষ্ট যাদব মোহন। এতাদৃশ দুই লোককে যোগমায়া স্পর্শ করেন না। দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন, গোকুলে নন্দপত্নীর যশোদাকে জড় নিদ্রাভিভূতা করা যোগমায়ার কার্য্য, কারণ তাদৃশ সিদ্ধভক্তে জড়মায়ার প্রভাব ক্রিয়া করিতে পারেনা। অতএব উরুমোহন যোগমায়ার কার্য্য। আর স্নিগ্ধ ধামের বাৎসল্যাদি রসের পরম রসিকগণের (যথা নন্দ-যশোদার) বৈকুণ্ঠলোক বা বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শনান্তেও বাৎসল্যাদি ভাবাধিক্যপ্রযুক্ত যে সম্ভ্রমজ্ঞান আচ্ছাদিত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা যোগমায়া বা জড়া মায়া কর্ত্তৃক মোহন-ক্রিয়া নহে; উহা প্রেমেরই স্বভাব বা রসপুষ্টির জন্য ভগবানের নিবিড় ইচ্ছা। নারদ পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সংবাদে দৃষ্ট হয়—

"জ্ঞানাত্মিকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা ভবাত্মিকা।
যৎপরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা-গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥"

সেই পরম পুরুষ ভগবানের একটীই পরা শক্তি আছে তাহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরাশক্তির বিজ্ঞানমাত্রেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা হ্লাদিনী শক্তি। ইহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বর সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু মহামায়া নামে একটী আবরিকা শক্তি ইহার আছে, তাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানিগণ মুগ্ধ হইতেছে। সুতরাং দেহাভিমানী কর্ম্মিগণ ও যাহারা দেহে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তিকামী, উভয়ে প্রাকৃত সম্বন্ধযুক্ত থাকায় তাহাদের দ্বারা পরাশক্তির আবরিকা ছায়াস্বরূপা দুর্গারই আরাধনা হইয়া থাকে। রাবণ যে প্রকার মায়া সীতা হরণ করিয়া চিন্ময়ী বিষ্ণুশক্তি সীতা দেবীকে হরণ করিয়াছি মনে করিয়াছিল, তদ্রূপ জগতের বদ্ধজীব সকলছায়াশক্তির আরাধনা করিয়া প্রকৃত দুর্গার আরাধনা করিয়াছি মনে করিলেও, তাহা দ্বারা প্রেমফল

লাভ করে না?—অধিকন্তু মহামায়ার দ্বারা আরও মোহিত হয়। মহামায়া এইরূপ জীবকে মোহিত করিয়া বাস্তবিক ভাবে ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত। যে সকল বহির্ম্মুখ অপরাধী জীব সর্ব্বকারণ পরম ঈশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দের সেবাবিমুখ, যাহারা গোবিন্দভজনপরায়ণ সাধু, সদ্গুরু বা সৎশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ নহেন, সেই সকল পাষণ্ড জীবকে মহামায়া সংসার-চক্রের কর্ম্মচক্রে পেষণ করিতে করিতে ভগবদ্বিমুখ করিবার প্রয়াস পান। সুতরাং মহামায়ার ঐ চেষ্টা সাক্ষাৎ উন্মুখ করিবার চেষ্টা নহে, বাস্তবিক চেষ্টা মাত্র। সেই জন্য মহামায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (২।৫।১০) বলিতেছেন :—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ—'অত্র বিলজ্জমানয়া ইত্যনেনেশ্বরাতি, তস্যা জীবমোহনং কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদপি সা স্বয়ং জানাতি, তথাপি—"অয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্বামীশাদপেতস্য" ইতি দিশা জীবানামনাদিভগবজ্ঞানমহাবৈমুখ্যমহত্তমানা স্বরূপাবরণস্বরূপশক্তিবেশেন করোতি।

বিদ্যাভূষণকৃত টীকায়াং—'অত্রহমানেতি মায়া উচিতমেতৎ কর্ম্ম, যৎ স্বামিবিমুখান্ দুঃখান্ করোতীতি। ঈশবৈমুখ্যেন পিহিতং জীবং মায়া পিধত্তে, ঘটেনাবৃতং দীপং কথা তম আবৃণোতি।'

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন, দুর্বুদ্ধি জীব সেই মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া আমি আমার এইরূপ শ্লাঘা করে। এখানে বিলজ্জমানা এই শব্দের দ্বারা এইরূপ বোধ হয় যে মায়ার জীব-সম্মোহন কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে; (কারণ, ভগবান্ কৃপা সর্ব্বদাই জীবগণকে সাধুগণের দ্বারা সাক্ষাৎ সেবাদানে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রদান করিতে ইচ্ছুক, ইহা যদিও মায়া অবগত আছে তথাপি জীব সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তখন মায়া জীবের এই অনাদি-বহির্ম্মুখতা সহ্য করিতে না পারিয়া জীবকে কপট কৃপা করেন অর্থাৎ জীবের স্বরূপের আবরণ ও অন্যরূপের আবেশ করিয়া থাকে। প্রজ্বলিত দীপকে কোনও পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া দিলে যেমন অন্ধকার আবার দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ হয়, তদ্রূপ ভগবদ্বহির্ম্মুখতায় আবৃত জীবকে আমি আমার বুদ্ধি স্ত্রী পুত্রাদি ধনজন প্রদান করিয়া আরও অন্যরূপের আবেশে বিপন্ন করিয়া থাকে। এই জন্য মায়া লজ্জিত হইয়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে না। কিন্তু উহা দ্বারা মায়া কর্ত্তৃক ভগবানের প্রতি বাস্তবিক সেবা হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই দুর্গাধিষ্ঠাত্রী যে দুর্গাদেবী, ভগবানের দৃষ্টিপথে যাইতে লজ্জা পায় তাহার আরাধনাদ্বারা পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমলাভ হয় না, ধর্ম্ম-অর্থাদি অপবর্গদ্বারা মোহিত হওয়া যায়।

"শ্রীভগবাংস্তানাদিত এব ভক্তায়াং প্রাপঞ্চিকাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লম্বিতুং ন শক্নোতি। তথা তদ্বারেণাপি জীবানাং স্বসামুখ্যং বাঞ্ছন্নুপদিশতি—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" গীতা ৭।১৪

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" ভাঃ ৩।২৫।২৫।

তত্ত্বসন্দর্ভঃ ৩৩ সংখ্যা॥

অর্থাৎ ভগবান্ মায়ার কার্য্যে কোনও হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু পরমকারুণিক ভগবান্ জীবগণকে মায়ার কবল হইতে দেখিয়া মায়ার আশ্রয় করিলে তাহাদের ভয় অপগত হইবে না, ইহা জানিয়া তিনি জীবগণকে আপনার সম্মুখীন করিবার জন্য শাস্ত্ররূপে উপদেশ দিয়া থাকেন—"আমার এই ত্রিগুণময়ী দেবী মায়া দুস্পারা, কেবল যাহারা একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারাই ঐ মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পায়।" "সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গে সাধুমুখনিঃসৃত, মায়াবিনাশ করিতে শক্তিশালী হৃদয় ও কর্ণ পরিতৃপ্তিকারী আমার কথা সেবা

করিতে করিতে শ্রবণ করিলে শীঘ্রই আমার সেবায় প্রদ্ধারতি ও ভক্তির ক্রমশঃ উদয় হইয়া থাকে।

অতএব যাহারা সাধু ও সাধুগুরুর আশ্রয়ে একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ভগবানে শরণাপন্ন হন তাহারাই চরম মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

—:—

প্রচার প্রসঙ্গ।

ভাঙ্কারা

৯০ নং নবাবপুর রোড্ স্থিত শ্রীনাম গৌড়ীয় মঠে কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। প্রধান হরিপরায়ণগণ অনেকেই শ্রবণসুখ লাভ করিতেছেন। তথায় প্রত্যহ শুদ্ধভক্তগণের হরিসংকীর্ত্তন ও প্রাতে কীর্ত্তন ভক্তগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন।

কবাশগঞ্জ নামক পল্লীতে শ্রীবিহারীজীউর মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তত্রস্থ অসংখ্য ভক্ত ও ভদ্র মহিলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-শ্রবণাদিতে যোগদান করিতেছেন। আজকাল হরিকথার দুর্ভিক্ষের দিনে ভক্তপাঠকগণের পাঠাদিতে পুণ্যসঞ্চয় মানসে যে সকল পথহারা পথিক সময় ক্ষেপণ করেন, তাদৃশ পঠন ও শ্রবণ পরমার্থপথে কণ্টকসদৃশ বাঁহারা বুঝিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলীই শ্রীবিহারীজিউর আশ্রয়ে শুদ্ধভক্তির কথায় আনন্দ লাভ করিতেছেন।

কর্পোরেশন পার্কে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গসমূহ বাগ্মিপ্রবর শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াও অনেকে পরম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া আনন্দিত হইতেছেন। যাঁহারা বিষয়কথায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করেন তাঁহাদেরই কেবল হরিকথায় রুচি হয় না। হরিকথা শুনিতে শুনিতে বদ্ধজীবের বিষয়ে রুচি অপনোদিত হইয়া ক্রমশঃ হরিসেবা প্রবৃত্তি সমৃদ্ধি লাভ করে।

"মণিময়মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশুতি ছিদ্রম্" এই শ্রীঅমমুনির বাণীর সার্থকতামানসেও অনেক খলস্বভাব ছদ্মবেশী হরিজনসঙ্ঘের দোষোপম পূতচরিত্রে ও নিজ স্বভাবোচিত দোষারোপ করিতে ত্রুটি করে না। সেই সকল নীচের মিথ্যাকল্পিত চিত্রা উদাহরণ ভক্তগণ "নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে," নীতি অবলম্বনে উপেক্ষা করিয়া জগতের প্রকৃত হিতসাধনকল্পে চেষ্টা করেন। "মহাজনস্বভাব এই তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাহি কিছু যান তার ঘর॥" এই সুমহৎ বাক্য অনুসরণ করাই মহীয়ান্ অভিজনের স্বভাব। যাহারা প্রাকৃত চেষ্টাবিশিষ্ট তাহারা মহতের অনুসরণে অসমর্থ হইয়া দ্রবিণলোভে অস্থির হয়।

—

কুলিয়া নবদ্বীপে

কুরুক্ষেত্রের বিষয়ে অন্যান্য বৈষ্ণবের আদর্শ শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন মহাত্মা শ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামিবরের সমাধিকুঞ্জ মূলনচড়ায় অবস্থিত। তথায় বিগত আটবর্ষকাল তাঁহার সমাধিসেবা তদীয় আশ্রিত ভক্তমণ্ডলী চালাইতেছেন। এবৎসরেও ২রা অগ্রহায়ণ হইতে দিবসত্রয় সেই সমাধিকুঞ্জে নবম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইবে। নানা দেশবিদেশ হইতে বিশেষতঃ রাঢ়দেশীয় ভক্তগণ সেই মহোৎসবে যোগ দিবেন জানা যাইতেছে। কুলিয়া নবদ্বীপে ভক্তির নামে নানাপ্রকার বিষয়-কথার মধ্যে এইরূপ একটী নিরপেক্ষ অনুষ্ঠান বড়ই আনন্দপ্রদ, সন্দেহ নাই।

—:০:—

ভুবনেশ্বরে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম স্থায়ী রক্ষক শ্রীমৎ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রতি ভুবনেশ্বরস্থিত ত্রিদণ্ডি মঠের গৃহনির্ম্মাণে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টাফলে তথায় মঠগৃহের কার্য্য আশাতীত অগ্রসর হইয়াছে। "গৌর আমার যে সব স্থানে ভ্রমণ কৈল রঙ্গে। সে সব স্থান হের আমি প্রণয়িভকত সঙ্গে॥" ভক্তের এই বাক্যানুসরণে শুদ্ধভক্তগণের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহে ভক্তবাসোপযোগী স্থান-নির্ম্মাণাদি সাধনভক্তির তদীয়ারাধন বা বৈষ্ণবসেবার প্রকারভেদ। যাঁহারা ভক্তির অনুষ্ঠানে চেষ্টাসমূহ নিযুক্ত করেন তাঁহারাই মায়ার কবল হইতে, অবিদ্যার বন্ধন হইতে, সংসার যাতনা হইতে

মুক্ত হন। যাঁহারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই ভজনানুকূল-জ্ঞানে হরিকীর্ত্তনে উদাসীন এবং বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক চিৎকার করিয়া পিত্তবৃদ্ধি করেন তাঁহাদের হরিসেবাপ্রবৃত্তি দিন দিনই হ্রাস হইয়া যায়। হরিসেবাবৃত্তি হ্রাস হইলেই জীবগণ ভক্তভক্তের অনুষ্ঠানকেও হিংসার বিষয়বিশেষ মনে করিয়া হরিজন নিন্দা করিতে করিতে নিজের নিরয়-গমনপথের সুযোগ করিয়া লয়। নিষ্কপটভাবে হরিসেবা না করিলে ভগবানের দয়ালাভ ঘটে না। "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

শ্রীমায়াপুরে

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীমন্দিরচতুষ্টয়বেষ্টিত অষ্টদল কোণ-বিশিষ্ট গর্ভমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্তপ্রায়। কেবল উপরের ২৯টী চূড়া এবং শিরোদেশের গোলার্দ্ধ পাঁচটীর গঠন বাকী আছে। শিরোভাগের গোলার্দ্ধ-নির্ম্মাণবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় নির্ম্মাণ-কার্য্যবিষয়ে তাঁহাদের শেষ মীমাংসার অপেক্ষা হইতেছে। শ্রীমন্দিরচতুষ্টয়ে কৃতযুগের মূল আচার্য্যচতুষ্টয়ের শ্রীমূর্ত্তি এবং বর্ত্তমান কলিকালের তত্তৎসম্প্রদায়ের চারিজন আদি আচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যসহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষ্যাভিধেয়ে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিরচিত টীকা আছে, সংস্কৃত অন্বয়, বিষয় বিবৃতি, নানাবিধ তথ্য, প্রত্যেক অধ্যায়ের কথা সার প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক গীতিগ্রন্থ কল্যাণকল্পতরুর চতুর্থ সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাহার মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইয়াছে।

শ্রীভাগবত আসনে

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক দান শ্রীহরিনাম চিন্তামণি নামক অপ্রাকৃত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ শ্রীভাগবত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছেন। পৌষমাসের মধ্যেই গ্রন্থখানি প্রচারিত হইতে পারিবে।

—০—

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যভাগবতের সুবিশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রাঙ্কণ প্রায় সমাপ্ত হইল। শীঘ্রই উহা প্রচারিত হইবে।

ভারতীয়।

বাঙ্গলা দেশে কে দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তন করেন :—

"বর্ত্তমান রায়সাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৫৮০ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে ইহা বঙ্গদেশে প্রচার করেন। রাজা কংসনারায়ণ সম্রাট্ আকবরের সময় বাঙ্গলা দেশের সুবেদার ও দেওয়ান ছিলেন। তাহাতে তিনি বহু অর্থ সম্পত্তি ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি বারেন্দ্রসমাজের ব্রাহ্মণদিগের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়েন। এজন্য তিনি বাঙ্গলা দেশে একজন বিশেষ সমাজপতি বলিয়া পরিগণিত হন।

একদা তিনি দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া একটী মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বিচার করিতে থাকেন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুরের রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিত গোষ্ঠীর রমেশ শাস্ত্রী তৎকালে

বাঙ্গলা ও বেহারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা করেন যে, বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারিটী যজ্ঞ "মহাযজ্ঞ" নামে কথিত। বিশ্বজিৎ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিতে সর্ব্বভৌম রাজারাই যথার্থ অধিকারী; অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ করা কলিতে নিষিদ্ধ। অথচ এই যজ্ঞচতুষ্টয় ক্ষত্রিয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ উহা ব্রাহ্মণের করা কর্ত্তব্য নহে। সত্যযুগে রাজা সুরথ আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে বোধন করিয়া আবার সেই আদ্যাশক্তির পূজা করেন। তাহার ফলশ্রুতি-মধ্যে উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের বিধানে ভক্তিভাবে দুর্গোৎসব করিবে, সে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। এই যজ্ঞ সকলযুগে সকল জাতীয় লোকেই করিতে পারে এবং এই এক যজ্ঞেই সকল যজ্ঞের ফল হয়। সুতরাং মহারাজার এই পারমীয় মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সমাগত পণ্ডিতগণ তাঁহার এই মতে সম্মতি প্রদান করেন। তদনুসারে রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজসিক বিধানে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা দেশে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ব্যতীত দুর্গোৎসব বিষয়ক অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। আধুনিক দুর্গোৎসব সেই রমেশ শাস্ত্রী প্রণীত। সেই মতেই এক্ষণে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে।"

মৌঃ সৌকতআলীর মুক্তি ঃ—গত ২৬শে অক্টোবর পুনঃ প্রত্যুষে মৌলানা সৌকত আলীকে রাজকোট জেল হইতে লইয়া গিয়া ওয়াধওয়ান ক্যাম্পে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মৌলানা মহম্মদ আলি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ মৌলানা সৌকত আলীর সহিত আমেদাবাদের পথে সাক্ষাৎ করিবার জন্য নাথদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আলীভ্রাতৃদ্বয় আমেদাবাদে পৌঁছিয়া আজমীয়াভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

হস্তীকর্ত্তৃক মাহুত হত্যা ঃ—গত ২৩শে অক্টোবর রবিবার দিন কাশীর মহারাজের একটী হাতীকে গঙ্গার স্নানের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল। হস্তীটী গঙ্গায় নামিতে ইতস্ততঃ করায় মাহুত তাহাকে আঘাত করে। ইহার পর যখন মাহুত হাতীটীকে ধোয়াইতেছিল তখন হাতীটী প্রতিশোধ লইবার জন্য মাহুতকে শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া নদীর মধ্যে ডুব দেয়; প্রায় ১৫ মিনিট পরে হাতীটী পুনরায় জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে দেখা যায় যে মাহুত প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়-সমিতি ঃ—পণ্ডিত কে, সান্তানম পাঞ্জাব প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং লালাজী সাময়িকভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছেন। কমিটীর আগামী সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবে।

বালিতে অদ্ভুত শিশুর জন্ম ঃ—গত ২৩শে অক্টোবর বালি হইতে 'পাত্রকাকে' জনৈক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বালির গোস্বামীপাড়ার জমিদার শ্রীযুত হরিচরণ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ কন্যা একটী অদ্ভুত শিশু প্রসব করিয়াছেন। ঐ শিশুর একদিকে একটী কাণ, অপরদিকের কাণের স্থানটী সমান, ইহার নাক কিংবা নাকের জায়গায় কোন ছিদ্র নাই; মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন করে। মুখের কাঁকটীও একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। যে জায়গায় কাণ নাই সেখানে একটী বড় চোখ আছে এবং অপর পাশে এক ক্ষুদ্র চক্ষু। কানটী চাপিয়া ধরিলে বড় চোখটী সম্মুখে দুই ইঞ্চি সরিয়া আসে এবং তখন সে কুকুরের মত চিৎকার করিতে থাকে। উহার শরীরে স্ত্রী-পুরুষের চিহ্ন বর্ত্তমান। শিশুটীর শরীর লোহার মত শক্ত।

লর্ড রেডিংয়ের লোভ ঃ—স্থানীয় কৃষিকলেজ পরিদর্শন করিবার সময় বড়লাট লর্ড রেডিং বলেন যে, শাসনসংস্কারের কৃষিবিভাগের মন্ত্রীদিগের প্রতি তাঁহার ঈর্ষা হয়। কারণ দেশের উন্নতির পক্ষে এই বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েঃ—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর লিলুয়া কারখানার কতকাংশ অন্যত্র স্থানান্তরিত হইতেছে।

—০—

বাংলার শিক্ষাঃ—অন্যান্যদেশের তুলনায় বাংলা দেশ শিক্ষায় কিরূপ পশ্চাৎপদ তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, সুইডেনে ও সুইজারলাণ্ডে শতকরা ২১ জন শিক্ষিত, স্কটলণ্ডে ২১, হলাণ্ডে ১০, বেলজিয়মে ৮০, জার্মাণীতে ৭১, ইটালীতে ৪৬, রুসিয়ায় ২৫ জন শিক্ষিত। বাংলা দেশে মাত্র শতকরা ১০ জন শিক্ষিত। অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন বাঙ্গালী কম-বেশী লেখাপড়া জানে। বাংলায় শতকরা ১৭ জন হিন্দু শিক্ষিত কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ছয়জন। হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ২৭ জন পুরুষ এবং ৩৪০ জন নারী শিক্ষিত; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১০ জন পুরুষ ও অর্দ্ধজন নারী শিক্ষিত। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শত করা প্রায় ৭ জন মুসলমানের সংখ্যা শতকরা কিঞ্চিদধিক একজন।

ওভারম্যান এবং ই, আই আর মিলশের কথা :—'পাইওনিয়ার' লিখিতেছেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত রেললাইনগুলিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হইবে। অযোধ্যা—রোহিলখণ্ড ই' আই, রেলওয়ের সহিত মিলিত হইবে বলিয়া যে কথা উঠিয়াছিল উহা অনেকটা স্থির হইয়াছে।

সান্যাল-ওভারম্যান মামলা :—প্রকাশ যে, ওভারম্যান-নায়ার মামলায় সাক্ষ্যাদি সংবাদপত্র এবং জন সাধারণে প্রকাশ করা হইবে না।

পোষ্টাল কন্‌ফারেন্সঃ—গত রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার চন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত পোষ্টাল ও আর এম, এস কন্‌ফারেন্সের চতুর্থ অধিবেশন সম্পন্ন হয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে প্রায় ৩১২জন প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ্বর রায় তাঁহার বক্তৃতায় ডাক বিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

(দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন)

গত সোমবার শ্রীযুত কামিনীকুমার চন্দের সভাপতিত্বে পোষ্টাল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

শাঁখারিটোলায় পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল রায়ের বীরত্বের জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এবং তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্য এক প্রস্তাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের যে সব পোষ্টাল কর্ম্মচারী কর্ত্তব্য সাধন করিতে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বৈদেশিক।

হার জুপের সাময়িক মুক্তিঃ—"কোলোনিসে জাইটুং" পত্রের সংবাদদাতা জানাইতেছেন—হার ক্রুপ এবং তাঁহার সঙ্গী অন্য ৩ জন ডিরেক্টরকে ব্যবসার কার্য্যের চাপের জন্য ৭ দিনের জন্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছে। আশা করা যায় যে ক্রুপ কারখানার ডিরেক্টরদিগের মুক্তির সহিত রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি আরম্ভ হইবে।

পলমল গেজেটঃ—'পলমল গেজেট' লণ্ডনের একখানা অতি পুরাতন এবং বিখ্যাত সান্ধ্য সংবাদপত্র। সম্প্রতি লর্ড বিভারব্রুক উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। ২৭শে অক্টোবর শনিবার হইতে "ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড" নামক পত্রের সহিত সংযোজিত হওয়ায় উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে।

ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা :—"টাইমস্" পত্রের ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে ইউনাইটেড

হৈতের প্রেসিডেন্ট কুলিজ এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গ, ইউরোপের শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তবে, ইউরোপ আমেরিকাকে সাহায্যার্থ আহ্বান না করিলে সে অযাচক হইয়া এ বিষয়ে অগ্রসর হইবে না।

অজার বিবাহ ঃ—কোলনের নিকট হোহেন বার্গ নামক স্থানে ৬৮ বৎসরের জনৈক বিপত্নীক একটী ২২বৎসরের যুবতীর পাণি গ্রহণ করেন। এখন রটনা হইতেছে, ঐ বিপত্নীকের ৪০ বৎসর বয়স্ক পুত্র ঐ যুবতীর মাতাকে বিবাহ করে। এক্ষণে মাতা হইয়াছে পুত্রবধূ ও কন্যা হইতেছে শাশুড়ী। তাহার আরও মজার কথা এই যে, ২২ বৎসরের যুবতী ইতো মধ্যেই একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছে। এই কন্যাটির দিদিমা তাঁহার ভ্রাতৃবধূ হইলেন। এক্ষণে এই শিশু কন্যার দিদিমা-ভ্রাতৃবধূ যদি একটী সন্তান প্রসব করেন তবে উহার সঙ্গে ঐ শিশু কন্যার ও তাহার মাতার কি সম্বন্ধ হইবে।

পারস্যে বিশৃঙ্খলা :—পারস্যের শাহ, সর্দার সেপাহকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া একটী ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। উহাতে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি আবার ইউরোপে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি তাহার অনুপস্থিতি কালের জন্য যুবরাজের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন।

পরলোকে মিঃ বোনার ল ঃ—মিঃ বোনার ল, ৩০শে অক্টোবর ভোর তিনটার সময় নিউমোনিয়া রোগের ভীষণ আক্রমণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর ফলে সেন্ট্রাল গ্লাসগোতে উপনির্ব্বাচন হইবে।

জার্ম্মাণীর আর্থিক সমস্যা ঃ—মিঃ রেজিনাল্ড ম্যাকেনা (ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার অব একচেকার) বেলফাষ্টে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ব্রিটেন জার্ম্মাণীকে দুর্ব্বল করিয়া তাহার প্রতিযোগিতা হইতে মুক্ত হইয়া লাভবান হইবে,—এ ধারণা ভ্রান্ত। একটী বাণিজ্য প্রধান দেশকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইবে।

মিঃ এসকুইথকে লইয়া উল্লাস ঃ—মিঃ এসকুইথ লিভারপুলের ছাত্রদিগের একটী সভায় বক্তৃতা দিতে অসম্মত হওয়ায়; ৮০ জন ছাত্র বিশিষ্ট একটী দল রাস্তায় ওৎপাতিয়া থাকে এবং তিনি জনৈক বন্ধুর বাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্র তাঁহাকে মোটর সাইকেলে চড়াইয়া প্রস্থান করে। মিঃ এসকুইথ নিরুপায় হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য হন এবং তথায় একটী সরল বক্তৃতায় বলেন যে তিনি ছাত্রদের মধ্যে এই যৌবনের লীলা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

ক্ষতিপূরণ-সমস্যা :—জেনারেল স্মাটস গত মঙ্গলবার দিন সাউথ আফ্রিকা ক্লাবে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি খোলাখুলি ভাবে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ক্ষতিপূরণ কমিটি ১৯২১ সালে ক্ষতিপূরণরূপে ৬,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ধার্য্য করিয়াছেন। যদি এই অর্থ প্রদান জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভবও হয় তথাপি ইহাতে শিল্প বাণিজ্যের উপর যে ফল হইবে তাহা বিপজ্জনক। জার্ম্মাণী যাহাতে তাহার আর্থিক অবস্থার সুবন্দোবস্ত করিতে পারে, তজ্জন্য জার্ম্মাণীকে ২ বৎসর সময় দিতে হইবে।

তৎপর তিনি বলেন যে জার্ম্মাণী গত কয়েকবৎসরে কলকারখানায় ইংলণ্ড হইতে অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। যদি জার্ম্মাণী এখন ক্ষতিপূরণ হইতে মুক্ত হইতে পারে তবে ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উঠা কঠিন হইবে।

তিনি, ক্ষতিপূরণ ও রুহ্র অধিকার সম্বন্ধে ভার্সেলের সন্ধির সর্ত্তসমূহ ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ফরাসী নিজে সমরায়োজন করিতেছে এবং জার্ম্মাণীর চতুষ্পার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলিকে সমরায়োজনের জন্য অর্থসাহায্য করিতেছে বলিয়া তীব্রভাষায় ফরাসীর নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে ফরাসী এই সমরোন্মাদের বশবর্ত্তী হইয়াই, সভ্যতার লীলাভূমি ইউরোপে, আফ্রিকা হইতে দলে দলে কৃষ্ণ সৈন্য আনয়ন করিতেছে।

তুরস্কে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা :—এঙ্গোরা এসেম্বলী সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিয়া মুস্তাফা কামাল পাশাকে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৪শে কার্ত্তিক ১৩৩০, ১০ই নবেম্বর ১৯২৩

দ্বিতীয় খণ্ড

১২শ সংখ্যা

সমন্বয়।

আজকাল অনেকেই সমন্বয়বাদের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রকৃত সমন্বয় যে কি, সে বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। নিজ নিজ মনোধর্ম্ম, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি অবাধে চালাইবার পক্ষে ইহা একটী সুগম পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমন্বয়বাদী বলিয়া থাকেন যে এক একটী মত এক একটী পথ মাত্র কিন্তু গন্তব্যস্থান সকলেরই এক। সুতরাং যে কোনও ব্যক্তি তাহার যে কিছু মনোধর্ম্ম তাহাকেই একটী মত বলিয়া চালাইতে পারেন। ইহারা বলিয়া থাকেন যে ব্যভিচারসঙ্কুল ধর্ম্মপথ লইয়াও যদি কেহ একনিষ্ঠা ক্রমে গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হয় তিনিও সেই একই স্থানে পৌঁছিবেন। তাহার উদাহরণ যেমন রাজ বাড়ীর বহুদ্বার আছে, যে কোনও দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই রাজার দর্শন পাওয়া যায়। আবার যদি কেহ কুপথ দিয়াও যাইতে চেষ্টা করে সেও রাজদর্শন পায়। এইসকল ছেলে ভুলান কথা শুনিয়া মনোধর্ম্মপর জগতের অনেকেই মুগ্ধ হন কিন্তু সারগ্রাহী তত্ত্ববিদ্গণ সংসিদ্ধান্তকেই সর্ব্বদা আদর করিয়া থাকেন। শ্রীগীতোপনিষদ, উত্তরমীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে অপূর্ব্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয়, সারগ্রাহিগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সিদ্ধান্তদায় শ্রীগীতোপনিষদের উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভে শরণাগতি বা ভগবানে আত্মসমর্পণ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন এবং সর্ব্বশেষে শ্রীভগবানের নিজমুখে প্রিয়তম অর্জ্জুনের প্রতি অতুলনীয় উপদেশে ঐকান্তিক শরণাগতি বা ভগবদ্ভক্তির শিক্ষাই পাওয়া যায়। অতএব ভগবদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতার সিদ্ধান্ত। কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির অবতারণা পূর্ব্বপক্ষ মাত্র। ভক্তিউদ্রেক হইলেই উহাদের সার্থকতা নতুবা বন্ধনের কারণ ইহাও গীতাতে পুনঃ পুনঃ কথোচিত হইয়াছে। ভগবানই একমাত্র স্বতন্ত্র পুরুষ—অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহারই অধীনতত্ত্ব; অন্যান্য দেবতাদির সম্বন্ধে গীতার ভাষায় 'অন্তবৎ' অর্থাৎ নশ্বর। সুতরাং ভগবদারাধনাই মানব জীবনের একমাত্র পন্থা।

তাঁহার তাহাতেই বিলম্ব নাই। [illegible] দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ম দ্বিতীয় পাদেও সাঙ্খ্য মতবাদসমূহ সবিশেষ যুক্তি সহ নিরসন করিয়া অধিকন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মের লক্ষণ [illegible] করা হইয়াছে। সূত্রের সহজার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ করিয়া শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা বৌদ্ধ মোহনের জন্য আচার্য্যের কৈতব মাত্র। তাই অজ্ঞাতসারে এই সূত্র ধরিয়া যে অকৃত্রিম ভাষ্য প্রোজ্ঝিত-কৈতব শ্রীমদ্ভাগবত আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী উপদেশসার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবলাদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ বেদের একদেশী সিদ্ধান্ত মাত্র। বেদে যে অদ্বৈতপর বাক্যসমূহ আছে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দ্বৈতপর বাক্যসমূহ দৃষ্ট হয়। সুতরাং যেখানে দ্বৈত ও অদ্বৈতপর উভয়-বিধ বাক্য সেখানে দ্বৈতই প্রবল কিন্তু অদ্বৈত বাক্যও নিষ্ফল নহে। যেখানে ভারবর্ষ ও গৌরবর্ষ উভয়বিধ ব্রাহ্মণ-কুমারের উল্লেখ সেখানে জাতাংশে উভয়েই অদ্বৈতসিদ্ধি হইলেও দ্বৈতই প্রবল। আচার্য্য শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাস্করাচার্য্য কেবলদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। শ্রীরামানুজ চিৎ অচিৎ এই দুই বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু এই তত্ত্ব প্রচার করেন। শ্রীনিম্বার্কিত স্বামী জীব ও ঈশ্বরে স্বগত ভেদ ও অভেদ বাদ প্রচার করেন এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবত্বে নিত্য বৈচিত্র্য এই বিশুদ্ধাদ্বৈত বাদ প্রচার করেন। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর উক্ত সর্ব্ব আচার্য্যগণের মতে যাহা কিছু পরস্পর বিরুদ্ধমান-প্রতিম ছিল সেই সকলের সমন্বয় বিধান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ সুতরাং ভগবৎপ্রণীত যে ভাগবত বা সাত্বত ধর্ম্ম তিনিই সম্পূর্ণ ভাবে অবগত আছেন। অতএব একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গীণ দোষরহিত তাঁহারই শ্রীমুখকথিত বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী নিত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি নাস্তিক বৌদ্ধবাদের উচ্ছেদক ও বেদপ্রতি-ষ্ঠাপক শঙ্করাচার্য্যকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। শঙ্করাচার্য্য অসুর-মোহনকল্পে ভগবানের আদেশে মায়াবাদ প্রচার করিয়া ভগবানেরই আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করিলেন এবং পরবর্ত্তী বাস্তব আচার্য্যগণের প্রচারের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া গেলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বকীয় সর্ব্বজনগ্রাহ্য প্রচারে যে যে আচার্য্য উপদেশে যাহা যেরূপ অভাব আছে তাহা পূরণ করিবে। শ্রীমধ্বের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, শ্রীরামানুজের শক্তি সিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও তাঁহার সর্ব্বস্ব ভাব এবং শ্রীনিম্বার্কিত্যের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে অপূর্ব্ব সমন্বয় সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে বেদের সর্ব্বদেশ স্বীকার করা হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে মুণ্ডক শ্রুতি বলেন—বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত বিরোধী গুণসমূহ অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। ইহাই অবিচিন্ত্য অর্থাৎ সীমা বিশিষ্ট নর-যুক্তির অগম্য। অর্থাৎ একই সময়ে ব্রহ্মে অতি সুন্দর রূপে বৃহত্ত্ব ও সূক্ষ্মত্ব, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব, সত্যপরতা, অসত্যপরতা বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, সার্ব্বজ্ঞ ও নরভাবত্ব, অজত্ব ও জন্মবত্তা, অনন্ত বিরোধিগুণের সমাবেশ এই অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার না করিলে ব্রহ্মকে সসীম জীব যুক্তির অধীন করিয়া তাঁহার পরাশক্তির খর্ব্বতা করা হয়।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"

শ্বেতাশ্বতর কথিত এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিকে পরাশক্তি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; এবং সেই শক্তির স্বাভাবিক বিবিধ প্রভাব। জ্ঞান বা চিন্মাত্র উপলব্ধি ভগবদ্ভক্তির আংশিক প্রভাব মাত্র। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর বেদের সমন্বয় করিয়া বলিলেন যে ভগবানে নিত্য সত্তা, নিত্য চেতনতা এবং নিত্য আনন্দ বর্ত্তমান। ব্রহ্মের স্বাভাবিক 'শক্তি স্বীকার' না করিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র বলিলে বেদের একদেশ বিচার হয় মাত্র। মহাকাশ ও ঘটাকাশ, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে উপাধি পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেই জীব ভ্রান্তি প্রতিপাদন দ্বারা বৃহদারণ্যক শ্রুতির যথাযথঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গ ব্যুচ্চরন্তি অর্থাৎ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ কণসমূহ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হয় মুণ্ডকে "যথাগ্নেঃ পাবকাৎ' 'যাসপর্ণা সযুজা' ইত্যাদি জীবের নিত্য সত্তা প্রতিপাদক

বহু বহু বাক্য এবং গীতোপনিষদের "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ" সনাতনঃ জীব অতি সূক্ষ্ম, জীব আত্মারই অংশ এবং নিত্য সত্তাবিশিষ্ট ইত্যাদি বাক্যের অবতারনা করা হয়। সুতরাং কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর বেদের ও বেদানুগশাস্ত্রের সমস্ত বেদব্যাপী উপদেশের সমন্বয় করিয়া জীবে ও ব্রহ্মে স্বগত অভেদ এবং পরিমাণগত ভেদ এই নিত্য সম্বন্ধ জগতে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অচিন্ত্য শব্দ দ্বারা "বেদের নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ব্রহ্মসূত্রের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিলেন।

তৎ ও অতৎ, চিৎ ও অচিৎ, মুক্তি ও মিশ্রিকে এক করাকে সমন্বয় করা হয় না। যে বস্তুর যেটী যোগ্য অবস্থান তাহাকে সেই সেই অবস্থানে রাখিয়া সজ্জিত করাকেই প্রকৃত সমন্বয় হয়। ছাত্রগণ যখন পদকে গদ্য করে তখন সর্বপ্রথমে কর্ত্তা, তৎপরে কর্ম্ম ও তৎপরে ক্রিয়াবিশেষণ ও সর্ব্বশেষে ক্রিয়ার সন্নিবেশ করিয়া থাকে। কর্ত্তা ও রাজা, ক্রিয়া ও তাহা, কর্ম্মও তাহা এইরূপ একাকার করিলে সমন্বয় হয় না। আজ কালের সমন্বয় বুদ্ধিতে একাকারই উদ্রেক করে। শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এবং মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া সবই এক—সেই কালী সেই কৃষ্ণ, সেই রাম সেই শ্যাম, ইত্যাদি বাক্যের খুব প্রচার হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তগ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতা দ্বারা এই সকল তত্ত্বের যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অপূর্ব্ব সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভাগবতেও সেই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। জগৎরূপে বস্তু এক হইলেও তাহাতে যে বিচিত্রতা আছে; ভূমণ্ডল একটী হইলেও তাহাতে যে বিবিধ দেশ, সমুদ্র, নদী প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ আছে তাহা প্রদর্শন না করিলে প্রকৃত সমন্বয় হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ কি তত্ত্ব, রাম কি তত্ত্ব, নারায়ণ কি তত্ত্ব, বিষ্ণু কি তত্ত্ব, অসংখ্য অবতারাবলী কি তত্ত্ব, ব্রহ্ম পরমাত্মা কি তত্ত্ব, দেবতাবৃন্দ কি তত্ত্ব, তাহাদের যথার্থ স্থান ও অবস্থান কি কি, সমস্তই নির্দ্দেশ করিয়া অন্বয়জ্ঞানে সকল তত্ত্বেরই যথার্থ সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সমন্বয় চিৎসমন্বয়; চিচ্ছড় সমন্বয় নহে। তাঁহার মত দ্বিতীয় মহাসমন্বয়াচার্য্য জগতে এপর্য্যন্ত আবির্ভূত হন নাই। যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম সাম্প্রদায়ী হইয়া যথার্থ সাধু সন্নিধানে বিচার করিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতএব আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর অনুসরণে

"শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যাবদ্বোধি যথামুগ্রহাৎ।
তত্ত্বোল্লাসমতগ্রাহ্যব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং॥

নানামত রূপ কুম্ভীরাদিসঙ্কুল সিদ্ধান্তসমুদ্র যাহার অনুগ্রহে অজ্ঞ ব্যক্তিও অতি সহজে উত্তীর্ণ হয় সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি।

—:—

গুরুকরণের আবশ্যকতা।

যখন বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞে বসুদেবাত্মজ কার্য্যত করিবারজ কল্পতরুর নবযোগেশ্বাখ্য নবসংখ্যক মহামুনি (যাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণপরায়ণ জগত হইতে ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছিল, আর নয় জন ভ্রাতা নব ব্রহ্মবর্ষাদি ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন ও অবশিষ্ট একাশীতি সংখ্যক ভ্রাতা কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন) ধর্ম্মজিজ্ঞাসু নিমিকে অনেক উপদেশ করিয়াছিলেন। কয়েকটী প্রশ্নোত্তরের পর যখন নিমিরাজ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে মহাপুরুষগণ, আপনারা কৃপা করিয়া যে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কথা বর্ণন করিলেন, যেজন্যে কর্ম্মতন্ত্রবুদ্ধি অতিক্রমেচ্ছুর জীব সেই দুস্তরা ঐশ্বরী শক্তি মায়া কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে?" তখন নব যোগেন্দ্র (কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন) অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ উত্তর [illegible] যেজন্য জীব মায়াপাশে ও দুঃখরাশি নিত্য সম্বন্ধ স্বীকারেতে কর্ম্ম আরম্ভ করে তাহাদের বিপরীত বেদিক তর্কের যত্নের আলোচনা করা উচিত। কেবাজিত অর্থ নিতান্ত

দুঃখের ; আর গৃহ, সন্তান, আত্মজন পশুপাল প্রভৃতি অনিত্যধর্ম ইহাদিগকে লইয়া কি প্রীতি হয়? কর্মফল রূপে প্রাপ্ত পরলোকের সুখও অস্থায়ি তার বর্ত্তমানেও তুল্যরূপ সঞ্চিত আছে, সুরমুনির প্রতি অসূয়া ও ধ্বংসাশোচনা জনিত ভয় সর্ব্বদা আমাকে ক্লেশ দিতে থাকে। সুতরাং উহার শ্রেয়ঃ জানিতে হইলে এই কর্ম্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সদ্গুরুচরণে একান্ত প্রপন্ন হওয়া আবশ্যক। তিনি সম্বন্ধ বোধ পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি হইয়া সকলের সংসৃতি নিবসন করিতে উপযুক্ত এবং পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে অকামাত্মানুবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া পরাশান্তির আশ্রয় পাইয়াছেন ও স্বীয় আত্মদ্বারা আশ্রিত জনে বোধ-সঞ্চার করিতে উপযুক্ত তিনিই যথার্থ সদ্গুরু ; অন্যে নহে। উহার পর পরই আছে, গুরুই দেবতা এই জ্ঞানে অকপট চিত্তে গুরুর সেবা দ্বারা যে ভাগবত ধর্ম্মপ্রভাবে উপাসকের আত্মরূপ পরমাত্মা শ্রীহরি তুষ্ট হন সেই ধর্ম্ম শ্রীগুরু চরণে শিক্ষা করিতে হইবে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়)। পরে তিনি এই ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিয়া উপসংহারে বলিলেন, এই ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে করিতে তদ্গত ভক্তিযোগে নারায়ণপর হইয়া লোকই তুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে যায়।

এই ইতিহাস হইতে আমরা বেশ জানিলাম গুরুকরণ একান্ত আবশ্যক। আর শ্রীকবিও পূর্ব্বেই নিমিরাজকে বলিয়াছেন "ঈশবিনির্মিত মায়াকবলিত হইয়া স্বস্বরূপ বিস্মৃত হয় ও দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় আচরণ করে, তাহার যে কিছু ভয় সকলই এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত। ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি করিবেন? তিনি কি অজ্ঞানজনিত ভয় নিরাস জন্য অজ্ঞানের প্রকার ভেদ অন্বয় বা আগমিক জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া সেই ভয় হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন? না যাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া যাঁহার মায়াগ্রস্ত হইয়া এত ক্লেশ, তাঁহার ঐকান্তিকী সেবাময়ী ভক্তি ভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? সে সেবা কিরূপে কে পাইতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, যিনি গুরুই দেবতা এই জানিয়া তাঁহার চরণে একান্ত প্রপন্ন হইতে পারেন তিনিই এই কেবলা ভক্তির অধিকারী হইবার যোগ্য।

যখন শৌনক অঙ্গিরার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য উপনয়ন করেন, তখন উপদেশ প্রদান কালে তিনি বলিতে থাকেন, "স্বর্গাদি কর্ম্মফল সমূহকে অনিত্য জানিয়া এবং কর্ম্ম দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ নিবৃত্তিমূলা মুক্তি হয় না বুঝিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ মুক্তিদায় নির্বেদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ জন্য সংসারিরূপ যজ্ঞোপকরণ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবচরণে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন" (মুণ্ডকোপনিষৎ (১।২।১২)।

প্রতির অন্যস্থলে বলিতেছেন, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—যিনি সাধুগুরুচরণে প্রপন্ন হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই, কেননা অনবচ্ছিন্ন আত্মোপায়পর্য্যায়ক্রমে অবরোহ প্রণালীতে নিত্যসিদ্ধ পরমসত্য অবতীর্ণ হয়েন, উহা মনোবিকল্প দ্বারা আরোহপন্থায় প্রাপ্তব্য তত্ত্ব নহে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ দানমুখে বলিয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবতে, একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে)

এবং গুরূপাসনৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥

গুরুদেবামূলা কেবলা ভক্তিরূপা তীক্ষ্ণ বিদ্যাকুঠার দ্বারা অবিদ্যাগ্রন্থ জীবোপাধি ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদন করিয়া আত্মদর্শন লাভ করিবে। আত্মদর্শন লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুচরণোপান্তে আসীন হইয়া গুরুভক্তি সাধন করিতে হইবে। ফলপ্রাপ্তি হইলে আর সাধন আবশ্যক না হইলেও প্রয়োজন প্রেমভক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিত্য ভগবৎসেবা করিতে হইবে। গুরুসেবাব্যতীত এই প্রেমফল প্রাপ্তি অসম্ভব। অর্জ্জুন সখা হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে গুরুত্বে বরণ করিয়া, আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম, আমি তোমার শাসনযোগ্য অর্থাৎ শিষ্য হইলাম, আমাকে শাসন কর, আমাকে তত্ত্বোপদেশ কর, এই বলিয়া তাঁহার চরণে শ্রীগীতোপনিষৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণ উদ্ধৃত হইতে পারে। যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা শ্রীগুরুচরণে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ অবশ্যই করিয়াছেন। তবে "কেহ মানে কেহ

না মানে সব তাঁর দাস" এই ভাবে জীবমাত্রেই বিষ্ণুদাস, "সাধুসেবক" এই তদ্ধিতসূত্র অনুসারে যে সকলেই বৈষ্ণব, দীক্ষিত অদীক্ষিত প্রত্যেকেই বৈষ্ণব—এই সাধারণ অর্থে বৈষ্ণবশব্দের সঙ্কোচের প্রয়োগ হয় না। বৈষ্ণব বলিতে,—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরঃ কামবৈষ্ণবঃ॥"

বিষ্ণুমন্ত্র সাধুগুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত ও সেই দীক্ষাপ্রভাব ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত্যনন্তর সাবিত্র্য সংস্কার প্রাপ্ত বিষ্ণুপূজকগণকেই লক্ষ্য করে। অদীক্ষিত বা সংস্কাররহিত দীক্ষাভিমান-দুষ্ট ব্যক্তি কখনও বিষ্ণুপূজার অধিকার পান না, সুতরাং তিনি যথার্থ সাধুগুরুর নিকট সোপনয়ন দীক্ষার পূর্ব্বেই বৈষ্ণবী পদবী লাভের যোগ্যতা কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

অনেকের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসাধনে শ্রদ্ধোদয় হইয়া তাঁহারা গুরুচরণ প্রপত্তির পূর্ব্বেই ভজন করিতে চাহিয়া নামকীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন। তাঁহারা শ্রীনাম মাহাত্ম্য শুনিয়াছেন, "দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।"

"নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

এই প্রমাণ পাইয়াছেন, অজামিল প্রভৃতি গুরুকরণ অভাবেও মুক্ত হইয়াছিলেন এই দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছেন যে, আর গুরুকরণশ্রম ও গুরুসেবার ভার গ্রহণে লাভ কি? নামকীর্ত্তনাদি দ্বারাই তাঁহাদের শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি ঘটিবে। কিন্তু তাঁহারা শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীভগবান কৃষ্ণের উপদেশটী ভুলিয়াছেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

ভবার্ণব উত্তরণে আমাদের নরদেহটী যেরূপ সুপটু নৌকা, সেই নৌকার সেইরূপ উপযুক্ত নেতা বা কর্ণধার প্রয়োজন, শ্রীগুরু সেই কর্ণধার। গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই। তবে যে দীক্ষা ব্যতীত ও নামাভাসে মুক্তির কথা বিঘোষিত আছে তাহা কাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য তাহা বিচার আবশ্যক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন যে নামাভাস দশনামাপরাধ-মুক্তব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীতও মুক্তি পাওয়া যায় এই জ্ঞানে যাঁহারা দীক্ষাদি স্বীকার না করিয়াও নামাদি করিতে থাকেন তাঁহারা তর্কবজ্ঞা নামক তৃতীয় নামাপরাধে অপরাধী। সুতরাং তাঁহাদের নামাভাস হয় না, ভগবৎপ্রাপ্তিও ঘটে না। তবে পরে সেই জন্মে বা জন্মান্তরে যদি শ্রীগুরু চরণাশ্রয় করিয়া নামাপরাধশূন্য হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ হইতে পারে। আর যাহারা গো-গর্দ্দভের ন্যায় (শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের ভাষা) সর্ব্বদা বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয় চালনা করে, 'কে ভগবান্? ভক্তি কি? গুরু কে?' স্বপ্নেও এ সকল সংবাদ রাখে না, তাহাদের তর্কবজ্ঞা হয়। যদি তাহারা আর আর অপরাধ নির্মুক্ত থাকে, তবে নামাভাসাদি রীতিক্রমে গুরুবিনাও উদ্ধার পাইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে নামাভাসবলে যে মুক্তি তাহা সালোক্যাদি লক্ষণযুক্ত, তাহা অতীব ঈপ্সিত পদবী প্রেমসেবার অধিষ্ঠান নহে। ভক্ত এরূপ মুক্তি পাইলেও গ্রহণ করিতে চাহেন না (শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়ে)। প্রেমভক্তির মূলে আনুগত্য ধর্ম্ম অনুস্যূত। সেই আনুগত্যের আশ্রয়ই শ্রীগুরুপাদাশ্রয়।

অবিবেকী ব্যক্তিই দীক্ষাদি বিনা নামাভাসের ফল প্রাপ্ত হয়। আর যাঁহাদের এই বিবেক উদিত হইয়াছে যে শ্রীহরি ভজনীয় তত্ত্ব, ভজন করিলে তাঁহার চরণ লাভ হয়, সেই ভজনের উপদেষ্টা শ্রীগুরুদেব, পূর্ব্বে গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণই শ্রীহরিচরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহারা গুরুপাদাশ্রয় না করিয়া অপরাধী হইয়া পড়েন। অপরাধ প্রযুক্ত তাঁহাদের তর্কাশ্রয় ভিন্ন মুক্তিরও সম্ভাবনা নাই, ভক্তিত' দূরের কথা। অতএব প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিষ্কিঞ্চন ভগবন্নিষ্ঠ বিষয়মুক্ত সাধুমহাত্মার চরণাশ্রয়ে ভক্তিমার্গে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবৎ-সেবামূলা প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার উপর আর প্রাপ্যতত্ত্ব নাই। শাস্ত্র বলেন,—

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ানার্চয়েন্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—

নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাশরিয়ে,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাই-করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
ধর তার চরণ দুখানি॥

পরমাণু-বিচার।

জীব বলিলে ভগবানের তটস্থা শক্তিকে বুঝায়। চিৎ ও মাত্রিক, উভয় জগতেই জীবের যাইবার যোগ্যতা আছে বলিয়া উহাকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। জীব যখনই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন তখনই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা তাঁহাকে এই দুঃখময় সংসারে আনয়ন পূর্ব্বক চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত করেন। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ সময়ে জীব নানাবিধ পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবের কোনও একটী দেহে অবস্থিতি কালের পরিমাণকে তাহার পরমায়ু কহে। আবার যখন সেই জীবটী সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী দেহ আশ্রয় করে, তখনই লোকে বলিয়া থাকে যে সেই জীবটীর পরমায়ু শেষ হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে জীব কোনও কালের অধীন নহে, জীবে পরমায়ু বিচার চলে না। কেবল পাঞ্চভৌতিক দেহেরই বিনাশ হয়। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহার জন্ম, জরা বা মৃত্যু কিছুই নাই। তবে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতারূপ কর্ম্ম বশতঃ এই দুঃখময় সংসারে আগমন পূর্ব্বক কখন স্থাবর, কখন জঙ্গম, কখন বা কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে বহু পুণ্যফলে এই দুর্লভ মনুষ্য দেহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথা পদ্মপুরাণে,—

জলজা নব লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যাকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি সেই ব্যক্তিই নিজের ও অন্যের পরমায়ু গণনা করিয়া থাকেন। জগতে অনেকেই দেহাত্ম বুদ্ধিবিশিষ্ট; সুতরাং প্রায় সকলেই নিজেদের ও আত্মীয়-স্বজনাদির পরমায়ু বৃদ্ধি হউক ইহাই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোনও ব্যক্তির মৃত্যু দেখিলে বড়ই শোকাতুর হন এবং বলিয়া থাকেন যে ইহার আর পরমায়ু নাই তাই মরিয়া গেল। কিন্তু একবারও ভাবেন না যে জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত চিৎকণ বস্তু। তাঁহার জরা বা মৃত্যু নাই; কেবল দেহেরই পতন হয়। তাহারা মনে করে যে এই সংসারে অধিক দিন জীবিত থাকিলেই জীবন সার্থক হয়। স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার করা এবং টাকা উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের সেবা করিতে করিতে আমোদ প্রমোদে জীবনযাপন করিয়া অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। 'আমি কে? কোথা হইতে এই সংসারে আসিলাম? মাতৃগর্ভে দারুণ যন্ত্রণায় কে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল? কেনই বা এই ত্রিতাপ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিতেছি? জীব মরিয়া কোথায় যায়?" ইত্যাদি চিন্তাসকল একবারও কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় না। যদি কেহ কোনও সুকৃতির ফলে নিজের স্বরূপ জানিতে অনুসন্ধিৎসু হন তবে সাধুশাস্ত্র ও সদ্গুরুর দ্বারা জানিতে পারেন যে জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা জীবের স্বধর্ম্ম নহে। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কৃষ্ণের সংসার পাতিয়াছেন, তাঁহারা কখনই স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্ত্রীপুত্র জ্ঞান করেন না; কৃষ্ণের দাস-দাসী জ্ঞানে তাহাদের সেবা

করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়াই জীবের সংসার-চক্রবরূপ অধোগতি হইয়াছে। তাই সে চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে পতিত হইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছেন, তিথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

সাধু, শাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর কৃপায় কোন ভাগ্যবান্ জীব যখন নিজের স্বরূপ জানিতে পারেন এবং হরিসেবার রত হন, সেই মুহূর্ত্তেই মায়াপিশাচী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সেই জীবও তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাঽঽত্মদাস্যে॥

হে ভগবন্, কামাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা বা উপশান্তি হইল না; হে যদুপতে! অধুনাতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি লাভ করিয়া তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

এইরূপে জীব যখন মায়ার সেবা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন তিনি দীর্ঘায়ু লাভের প্রয়াসী হন না। কারণ তিনি জানেন সকলই ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর ইচ্ছায় যতদিন দেহটী থাকে তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়া যাওয়াই জীবের কর্ত্তব্য। তাঁর ইচ্ছায় কেহ দীর্ঘায়ু, আবার কেহ বা অল্পায়ু লাভ করিতেছেন। মায়ার সেবা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া বৃথা দেহের ভার বহন করা অপেক্ষা কৃষ্ণভজন করিয়া মুহূর্ত্তকাল বাঁচাও জীবের পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

তাই বলি, বৃথা পরমায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া মরিলেও শেষের দিনে এই কত সাধের দেহখানি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে; এবং দেহটীও শিয়াল কুকুরের ভক্ষ্য হইবে কিংবা পচিয়া গিয়া কৃমির ভক্ষ্য হইবে। দেহের এইত পরিণাম! সকলকেই একদিন না একদিন শ্মশানে যাইতে হইবে, সকলেরই দেহ শ্মশানে পড়াগড়ি যাইবে।

লক্ষ পতি কোটি পতি, সকলের এই গতি,
আসিতে হইবে কারো পিছে।
সবার বিশ্রাম স্থান, একমাত্র শ্মশান,
এ'তে আর সন্দেহ কি আছে॥ ১॥
সত্যে লক্ষবর্ষ যারা, এবে কেহ নাহি তারা,
এ যে কলি পরমায়ু ক্ষীণ।
শত বর্ষ পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
তাতেও জীবে কোন জন॥ ২॥
যদি বাঁচে তত কাল, তাতে কিবা হয় ফল,
দুই চারি শত বা হাজার।
বরষ যে দব দিছে, অনন্ত কালের কাছে,
শেষ এই গতি যে সবার॥ ৩॥

যাহারা অভক্ত, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, অর্থাৎ "কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু আমরা তাঁহার দাস, তাঁহার সেবা করাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম" ইহা বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে,—

লোকঃ পৃচ্ছতি মদ্বার্ত্তাং শরীরে কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকং আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥

লোক জিজ্ঞাসা করে—"তোমার শারীরিক মঙ্গল ত?" কিন্তু আমাদের আয়ুক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

আয়ুর বৃদ্ধি ও হ্রাসে ভক্তগণ ক্ষুব্ধ হন না; তাঁহারা কেবল হরিসেবাই চাহেন। বরং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যথা,—

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

হে নাথ! আমি যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিনা কেন, যেন তোমার আমার অবিচলিতা ভক্তি বর্ত্তমান থাকে। যদি আমাকে কীটাদি কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি অল্পদিন জীবিত থাকিতেও হয় তাহাতে যে আমি দুঃখী হইব তাহা নহে; আবার বৃক্ষ, পশু, মনুষ্য প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া যে অতিশয় সুখী হইব তাহাও নহে। তবে আমার এই প্রার্থনা, যেন তোমার শ্রীচরণযুগলে নিরন্তর অচলা ভক্তি বিরাজ করে। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদাই মৃত্যুভয়ে ভীত তাহারাই পরমায়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে, কিন্তু ভক্তগণ মৃত্যুভয়ে কখনই ভীত হন না, এবং অন্যের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করেন না; কারণ তাঁহারা জানেন —"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" তাঁহারা বলিয়া থাকেন,

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥"

যেখানে কালের বিক্রম বর্ত্তমান, সেইখানেই সুখ দুঃখ আলো অন্ধকার, দিবা রাত্রি, দীর্ঘায়ু অল্পায়ু প্রভৃতির গণনা হইয়া থাকে। এই দেহীধামেই কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত; সুতরাং এই দেহীধাম(জগৎ)বাসী জীবের নিকটই মায়াশক্তি আলো অন্ধকার, দিবা রাত্রি, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতি নানারূপ বৈষম্য দর্শন করায়; কিন্তু ভগবদ্ধামে কালের বিক্রম খাটে না; সেখানে চন্দ্র সূর্য্য এক সময়ে বিরাজিত, সেখানে দুঃখ অন্ধকার, দীর্ঘায়ু অল্পায়ু প্রভৃতির কিছুই নাই। তথায় চিরসুখ, চিরশান্তি, কোটী সূর্য্যবৎ প্রভা, জরা-শোকাদি-বিবর্জ্জিত অমরত্ব নিত্যকাল বিরাজিত।

আবার সূর্য্যের উদয়াস্তগমন অনুসারে দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদি ক্রমে লোকের আয়ু ক্ষয় পায়; তাহারা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু যাহারা হরিকথায় রত থাকেন, তাঁহাদের আয়ু ক্ষয় পায় না, তাঁহারা মৃত্যুমুখে অগ্রসর হন না। তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। এই জন্য সূর্য্য তাঁহাদের আয়ু ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না, তাই শৌনকঋষি সূত গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদয়স্তক্ষ যন্নসৌ।
তস্যর্তে হং ক্ষণা নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥"

সাধুগণ বলেন—"নরতনু ভজনের মূল" অর্থাৎ মনুষ্য জন্মেই হরিভজন হইয়া থাকে, অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলে হরিভজন হয় না। তাই কোন স্থানে হরিভজনের জন্যই অধিক পরমায়ুর আবশ্যক হয়। যদি কেহ শৈশবাবস্থা হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত হরিভজন না করিয়া কেবল বৃথা সময় নষ্ট করিয়া থাকেন কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন করিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি বলিয়া থাকেন—হায়, আমার জীবন বিফলে গিয়াছে। এখন আমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত, শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। যদি ভগবান কৃপা করিয়া আরও কিছুদিন জীবিত করিয়া রাখেন তবেই আমি কিছুদিন হরিভজন করিতে পারিব নতুবা আর হরিভজন হইবেনা, আবার পুনরায় চৌরাশী যোনিতে ঘুরিতে হইবে। এইরূপ স্থানেই পরমায়ুর্দ্ধি আবশ্যক, নতুবা হরিভজন ব্যতিরেকে দীর্ঘায়ু লাভের কোনই প্রয়োজন নাই। নরদেহেই হরিভজন হয় বলিয়া কোন কোন ব্যক্তি অধিকদিন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, কারণ তাঁহারা জানেন, পাছে ইতর যোনিতে জন্ম লাভ করিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যান এবং তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হন। শাস্ত্রমুকুটমণি অতিশয়-ভগবদ্ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে সাবধান করিয়া উপদেশ দিতেছেন যথা—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ (ভাঃ ১১।৯।২৯)

এই মনুষ্যদেহ অতিশয় দুর্লভ, যেহেতু ইহা বহুজন্মের পর চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু চিরস্থায়ী নহে—ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ইহা অনিত্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা পরম পুরুষার্থ লাভের প্রধান সাধন। অতএব এই দেহের পতন হইতে না হইতে শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য, যেহেতু বিষয়ভোগ পশু, পক্ষী, কীট

প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যোনিতেই সম্ভব ; কিন্তু মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহে ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভের সাধন সম্ভবে না।

দীর্ঘ আয়ু লাভে বল কিবা ফলোদয়।
স্ত্রীপুত্রভরণে যাতে মতি সদা রয়॥
চৌরাশী ভ্রমণ তার কভু না ঘুচিবে।
গলে ফাঁস দিয়া যারা তারে দুঃখ দিবে॥
ফেলিবে নরকে কভু স্বর্গে উঠাইবে।
ত্রিতাপ যাতনা তার কভু না যাইবে॥

দুই চারি দিন বাঁচি যদি কৃষ্ণ ভজে।
তথাপিত কৃষ্ণ তাঁরে কভু নাহি ত্যজে॥
মরিলে আবার তারে জন্মিতে না হয়।
চিদ্ধামে গিয়া চির শান্তি সে লভয়॥
অতএব হরি ভজ হরি ভজ ভাই।
হরি বিনা সেবা যোগ্য আর কেহ নাই॥

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের আয় ব্যয় তালিকা।

৪৩৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ সন ১৩২৯ সাল।

শ্রীবিগ্রহ ও সাধুসেবা এবং প্রচারাদি উৎসব উপলক্ষে আয় ব্যয়।

আয়ের তালিকা।

দৈনন্দিন সেবাভিক্ষা	৬৫০/১২৷৹
ঐকে ঘুচরা ভিক্ষা	২৫৷৵/২৷৹
মহাপ্রভুর প্রণামী	১৮১৸৵/২৷৹
ঐকে মঠের প্রণামী	১৬৷৵
মাসিক চাঁদা	১৩৫৲
একেকালীন দান	১৩৷৹
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	৭৸৵/১৫

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সংগৃহীত
চাঁদা কলাকোপা হইতে

শ্রীযুক্ত ভূপতিমুকুট ঘোষ

শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ সংগৃহীত মুন্সীগঞ্জ,
রাজাবাড়ী দিঘীরপাড় পুরা ও বিদ্‌গাঁও হইতে ৮১৷৵১০

শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রজবাসী সংগৃহীত নোয়াখালী
মেখিয়াকান্দি হইতে

শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দাসী

২৫৲ টাকা হিসাবে ৪জন

শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, আনন্দ মোহন গোস্বামী, সেন এণ্ড কোং জুট ব্রোকার্স, প্রসন্নকুমার দাস।

শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস

শ্রীযুক্ত মধুরামোহন চক্রবর্ত্তী।

রায় সাহেব গৌর নিতাই লাহা শঙ্খনিধি।

শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দাস।

১০৲ টাকা হিসাবে ৫জন ৫০৲

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস, গোবিন্দ বিহারি সাহা, জয় চন্দ্র নাগ, মদনমোহন দাসাধিকারী, গোপীমোহন রায় চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার বসাক। ৮৲

৭৲ টাকা হিসাবে ২জন ১৪৲

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত, পার্ব্বতীচরণ সিংহ।

৬৲ টাকা হিসাবে ২জন ১২৲

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সুবোধচন্দ্র দাস, নীলাম্বরমুখা।

শ্রীকান্তচন্দ্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ৫৸৹

৫৲ হিসাবে ২৯ জন ১৪৫৲

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত, বিধুভূষণ মহাচেক, উত্তর পাড়া হইতে সংগৃহীত মাঃ তীর্থমহারাজ, কবিরাজচরণ দাস অধিকারী, মুকুন্দবিহারী দাস বারোটী, এস্ মৌলিক পানাম, গুরুদাস মৌলিকচন্দ্র সরকার, রায় শরচ্চন্দ্র বসু বাহাদুর, বজগোপাল বণিক, হরিমোহন নাথ, ইন্দ্রমোহন দাস, প্রফেসার হরিদাস বাবুর আত্মীয়, রাধাভাম দাস, রাধাচরণ পোদ্দার, আনন্দচন্দ্র পাল, সাধুচরণ গোপ, হরিদাস বসাক, হিন্দু লাইব্রেরী, হরীন্দ্রকুমার দাস, যোগেশচন্দ্র দাস, মদনমোহন বসাক, বি, এন্ দাস, গোকুলচন্দ্র দাস, শ্রীশ বাবুর মাতা, নবীনচন্দ্র রামচন্দ্র সাহা, গোপীনাথ হরিশ্চন্দ্র পোদ্দার; প্রফেসর হরিদাস সাহা, পার্ব্বতীচরণ সিংহ, কুঞ্জলাল পীতাম্বর বণিক।

৭৲ হিসাবে ৪ জন। ১৬৲

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ, গোবিন্দচাঁদ দাস, অতুলচন্দ্র দাস, গোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহ। ৩৲

৩৲ হিসাবে ৯ জন। ২৭৲

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন, গোপীনাথ দাস, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র দাস, রাইকিশোর মজুমদার, নবদ্বীপচন্দ্র সাহা, শ্রীশচন্দ্র দাস, হরিনাথ দাস, পরলোকগত সনাতন দাস মহাশয়ের পত্নী, অমৃতলাল অধিকারী।

শ্রীযুক্ত দশোবালাল বণিক।

২৲ হিসাবে ৬৯ জন ১৩৮৲

১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু, রাইমোহন কবিরাজ, প্রফুল্ল চন্দ্র গুহ, দুর্গামোহন নাথ, ক্ষীরোদাসুন্দরী দাসী, যমুনা সুন্দরী দাসী, গোকুলচন্দ্র রায়, মোহনচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা, রাধারমণ সাহা, রামচন্দ্র পোদ্দার, রাধাগোবিন্দ দাসের মাতা ও বৌদিদি, কানাইলাল পোদ্দার, নবীনচাঁদ দাস, ভূষিভূষণ দাস, দেবেন্দ্রনাথ সরকার, নন্দকুমার সাহা, নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার, মতিলাল বসু, চারুচন্দ্র দাস, দ্বিজেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, রাধাকান্ত বসাক, আলবার্ট লাইব্রেরী, কৃষ্ণপ্রসাদ বণিক, রাজেন্দ্রকুমার মহীন্দ্রকুমার দাস, কালিচরণ সাহা, বসন্তকুমার দাস, ভক্তচন্দ্র চারুচন্দ্র দাস, শরচ্চন্দ্র দত্ত, চন্দ্রমোহন মোদক, শ্রীচরণ গোপ, বিনোদলাল পাল, ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল, আরতপুর হাইস্কুল, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ গুহ, ললিতমোহন পোদ্দারের স্ত্রী, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বসু, রায় সাহেব দেবেন্দ্রকুমার রায়ের স্ত্রী, দৈবেন্দ্র-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নগরবাসী সুর, গোপীনাথ ভাণ্ডার অন্নদা ভাণ্ডার, ঘোষ এণ্ড ঘোষ, হরিচরণ পবনচন্দ্র বদনচন্দ্র সাহা, জগবীশচন্দ্র গোস্বামী, পূর্ণচন্দ্র সাহা, হেমচন্দ্র রায়, চৌধুরী, হরনাথ সাহা, নীলকান্ত মিশ্র, রেবতীমোহন রায়, গগনচন্দ্র পাল, সুধন্যমোহন সুর, বুধায় হরিকিশোর সাহা, সাচনী উমাকান্ত রামকান্ত পোদ্দার, শচীকান্ত বসুর ভগিনী, ললিত-মোহন সাহা সন্ধানিধি, বলাইচাঁদ সুরেশ্বর সাহা, গোপীমোহন সাহা, জি, লেজারাস, রাইমোহন পোদ্দার, যজ্ঞেশ্বর পোদ্দার, জগন্মোহন দাস গুপ্ত, পদ্মিনীভূষণ রুদ্র, প্রফেসর অনুকূলচন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র দাস, রায় সাহেব শুকনাথ সেন, উমেশচন্দ্র চাকলাদার।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

১৲ হিসাবে ২৭৬ জন ২৭৬৲

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চাকলাদার জনৈক ভদ্রমহিলা সুরেন্দ্র নাথ গুহ জগচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত শশাঙ্কজীবন ঘোষ ত্রিলোকনাথ বাবু প্রাণবল্লভ সাহা রাধিকামোহন সাহা অবনীমোহন দাস আশুতোষ গুহ মহিমচন্দ্র সেন বৈষ্ণনাথ শীল কালিদাস সরকার রাধারমণ পোদ্দার জগবন্ধু পোদ্দার রাধাবল্লভ পোদ্দার শচীমোহন দেব কর্ম্মকার রসরাজ সাহা গৌরচন্দ্র দাস প্যারীমোহন শীল অবধূতচাঁদ দত্ত রাধাগোবিন্দ পাল ভজহরি পাল হরিমোহন পোদ্দার অটলবিহারী পোদ্দার গোপীনাথ পোদ্দার আশুতোষ পোদ্দার বঙ্কুবিহারী পোদ্দার ব্রজবল্লভ পোদ্দার ক্ষেত্রমোহন পোদ্দার সত্যেন্দ্রনারায়ণ মিশ্র কৈলাসচন্দ্র পোদ্দার যতীন্দ্রনাথ ঘোষ জ্যোতির্ব্বাবু রায় শ্যামসুন্দরী দাসী হরেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রোপ্রাইটর আশুতোষ লাইব্রেরী লোকনাথ বস্ত্রালয় হরমোহন দে প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শচীন্দ্র গুপ্ত বিপিনবিহারী সেন চপলাসুন্দরী দেবী রাধবচন্দ্র দত্ত কৈলাসচন্দ্র দাস গুপ্ত চাঁদালাল দাস কানাইলাল

পোদ্দার বিশ্বম্ভর দাস রমানাথ চন্দ্র ক্ষিতীন্দ্রমোহন রায় রাজেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহেন্দ্রকুমার বাগ্‌চী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রমণীমোহন রায় চৌধুরী তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী রসিকলাল বণিক ললিতমোহন দাস গোপীমোহন রায় চৌধুরী বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণপ্রসাদ রায় চৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথ রায় মনোমোহন দাস কানাইলাল দাস বিনোদবিহারী কর্ম্মকার চারুচন্দ্র দাস গুপ্ত বামনদেব বন্দ্যোপাধ্যায় রাজমোহন সেন হরনাথ বসু শিবদাস ভট্টাচার্য্য খগেন্দ্রকুমার ঘোষ যতীন্দ্রকুমার ঘোষ রামচন্দ্র বণিক অন্নদাপ্রসাদ নিয়োগী জগন্নাথ রেবতিমোহন সাহা কেশবলাল দাস প্যারী কৃষ্ণমোহন দাস রসিকচন্দ্র রায় রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুশীলকুমার রায় অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রকুমার দাস রাধাবল্লভ রায় পরমেশ্বরায়ণ রায় রসরাজ রায় ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী শচীন্দ্রকুমার ঘোষ মনমোহন সেন গুপ্ত পান্নালাল দাস অমূল্যচরণ দাস সূর্য্যকান্ত দাস কৃষ্ণধনচন্দ্র কর্ম্মকার রায় সাহেব অক্ষয়কুমার দত্ত কার্পেন্টার গোপীনাথ পোদ্দার সুরেশচন্দ্র দাস কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় জনৈকভদ্র ডাঃ প্রসন্নকুমার দাস মদনমোহন কেশবলাল দাস সুখলাল দাস গৌরচন্দ্র কৃষ্ণমোহন দাস কাউটাইস ব্রীক্ ফিল্ড কোং জগদীশচন্দ্র রায় এস্ পি সেন বীরেন্দ্রনাথ বসু ক্ষেত্রমোহন পোদ্দার দীননাথ গুরুচরণ পাল পুলিনবিহারী দাস লক্ষ্মীনারায়ণ রাধারমণ দাস সনাতন দাস বৃন্দাবন মণীন্দ্রচন্দ্র দাস হরিমাধব বেণীবল্লভ সাহা ইন্দ্রনারায়ণ রামচন্দ্র পাল চৌধুরী গগনচন্দ্র সাহা গৌরচন্দ্র দাস রামধন দাস মহানন্দ ভাদুকদার গোপালচন্দ্র দাস রাধালচন্দ্র দত্ত নবদ্বীপচন্দ্র পোদ্দার আনন্দচন্দ্র পাল সাধুচরণ কুণ্ডু মাধবচন্দ্র কবিরাজ জানকীনাথ পাল কামিনীকুমার পোদ্দার জগদীশচন্দ্র দাস সোনাইদাস পাল ললিতমোহন দে উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী পত্নী রাধাবল্লভ দে রোহিণীকুমার দে লালবিহারী দে দ্বারকানাথ রায় সুরেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু দক্ষিণারঞ্জন সরকার বিশ্বম্ভর কুণ্ডু যতীন্দ্রমোহন দে রজনীকান্ত গোপ গুরুচরণ নন্দী আনন্দচন্দ্র কুণ্ডু বিক্রমপুর ট্রেডিং কোং মধুসূদন দত্ত সুরেন্দ্র উপেন্দ্রচন্দ্র পাল উপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী অধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাইমোহন ঘোষ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সচ্চিদানন্দ মুখার্জ্জী ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী দেবেন্দ্রনাথ দে অনিমোহন সাহা উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঠাকুরদাস সাহা ঈশ্বরচন্দ্র দে নলিনীকুমার বসু কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার ব্রজগোপাল সরখেল অক্ষিণারঞ্জন কর রাধারমণ ঘোষের স্ত্রী সতীশচন্দ্র সরকার হরেন্দ্রকুমার পাল সীতানাথ পাল মাখনলাল রায় গৌরচন্দ্র দাস উপেন্দ্রনাথ ঘোষ হরিদাস ধর ক্ষিতীশচন্দ্র সেন অমৃত বস্ত্রালয় হরনাথ ঘোষ রাধাবল্লভ দাস প্রসন্ন লাইব্রেরী অখিলচন্দ্র ঘোষ গোপীমোহন দত্ত ধুলিচাঁদ অম্বরলাল কানাই লাল গোপ যোগেন্দ্র লাল ধর রজনীকান্ত বড়াল মোহিনী মোহন কুণ্ড সত্যপ্রসন্ন ঘোষ হরকুমার সাহা ব্রজকিশোর দে কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুমতিমোহন ঘোষ ভাওয়াল রাজকুমার দেবেন্দ্রনাথ সিংহ চন্দ্রকান্ত দে লক্ষ্মীকান্ত কর্ম্মকার জনৈক ধাত্রী ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় জি ঘোষ রমেশচন্দ্র রায় নগেন্দ্রনাথ রায় ব্রজমোহন সাহা ললিতমোহন পাল কৃষ্ণমণ্ডল সাহা যোগেশচন্দ্র কর চারুচন্দ্র সিংহ প্রীনাথ সাহা ক্ষেত্রমোহন দাস বীরেন্দ্রনাথ বসু ইন্দুভূষণ ঘোষ রাধাবল্লভ রায় রজনীকুমার রায় অশ্বিনীকুমার সাহা ঈশানচন্দ্র হালদার হরিমোহন পাল নগেন্দ্রনাথ গুহ প্রাণবল্লভ সাহা রাজমোহন পাল বিনোদবিহারী বসাক আশুতোষ ঘোষ গুরুচরণ দীননাথ পাল হরগোবিন্দ রঘুনাথ পাল অক্ষয়কুমার রূপলাল সাহা রাধাবল্লভ দাস কানাইলাল সাহা নীলাম্বর সাহা ভীষ্মদেব খাস্তগীর সত্যচরণ গুহ প্রীনাথ দাস মদনমোহন দাস খগেন্দ্রচন্দ্র রায় ল্যাংফোর্ড ক্লার্কজফিস নলিনীকান্ত মিত্র গোলাপচাঁদ গোবিন্দলাল বৈকুণ্ঠনাথ নাথ শশিভূষণ পাল কালীকুমার দে বাবুলাল কালু ভগবান গোবিন্দচন্দ্র সাহা কৈলাশ নিবারণচন্দ্র পাল দিগম্বর গোবিন্দচন্দ্র রায় শশিভূষণ আচার্য্য রঘুনাথ নবকিশোর সাহা মহেশচন্দ্র কুণ্ডু হারাণচন্দ্র রায় বৃন্দাবনচন্দ্র রায় যমুনাসুন্দরী দাসী গোপালদাস্তগীর কোং বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহিমচন্দ্র দত্ত হরিমোহন নাগ রাইমোহন পাল চৌধুরী অমূল্যচরণ চন্দ্র উপেন্দ্রনাথ সাহা চৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী প্রীনাথ দে কালীকৃষ্ণ সরকার রায় প্রীনাথ রায় বাহাদুর অক্ষয়কুমার দাস জনৈকা স্ত্রীলোক অক্ষয়কুমার সাহা

বনবিহারী সাহা গজেন্দ্রকুমার মঙ্গলচন্দ্র দাস হিরালাল শশীমোহন সাহা রবিলোচন কৃষ্ণনাথ দাস দুর্লভমোহন সাহা রসিকমোহন কৈলাসচন্দ্র সাহা বিপিনবিহারী দাস ব্রাদার্স ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু সাহা বিপিনবিহারী সাহা, ইন্দুভূষণ দাস লক্ষ্মীপ্রিয়া দাস প্রফেসর বসন্তবাবু রসিকলাল পাল মনে পাল হীরালাল দত্ত অনাথনাথ মণ্ডল ক্ষেত্রমোহন দাস ত্রিগুণাচরণ দাস ও পূর্ণচন্দ্রনাথ সিংহ রাজনারায়ণ দাস মৃত দেবনাথ দাস।

মোট ২৫৸৫৸/২১৹

সংগৃহীত দ্রব্য তালিকা।

চাউল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার	২/৹
„ প্রমদলাল দাস	২/৹
রায় সাহেবের বাজার হইতে খুচরা	১/৹
শ্রীযুক্ত ভাটিকচন্দ্র দাস	১/৹
ব্রজেন্দ্রকুমার রায়	৷৹
ষতীন্দ্রনাথ সেন	৷৹
প্রভাতচন্দ্র বসু, বাউলচাঁদ বসাক	৷৹
দত্তে	১/৹
রাজমোহন পাল	৫/৹
প্রসন্নকুমার দাস	২/৹
	১৫৷৹ মণ।

ডাল।

রায়সাহেব সৌরনিবাই শাহ শঙ্খনিধি মুখ ...	১/৹
কদমতলী বণপাড়ী মুখ	১/৹
মহীতোষ সাহা ঐ	৷৹
মহানন্দ সাহা ঐ	৷৹
মহানন্দ দাস ঐ	৷৹
হীরানাথ সাহা ঐ	৷৹
সুরেন্দ্রনাথ দাস ঐ	৷৹
গণিকপ্রসন্ন শাহ শঙ্খনিধি মুখ	৷৹
মনমোহন, বিহারীলাল সাহা ঐ	৷৹
মুগ—	৪৸৹

নিধুরাম শ্রীরামচন্দ্র দাস মটর

প্রসন্নকুমার সাহা	ঐ	
রাজকুমার সাহা	ঐ	৷৹
নবেরচাঁদ দাস	ঐ	/৭৷
/৫ হিঃ ১০ জন		১৷৹

শ্রীযুক্ত দুর্যোধন সাহা, মাখনলাল সাহা, বৈষ্ণবচরণ রায়, সৌরচরণ বৈষ্ণবচরণ সাহা, বরচন্দ্র দাস, কালা দাস, পুলিনচন্দ্র ধর, রামকৃষ্ণ সাহা, রামকৃষ্ণ রামমূর্ত্তি রায়, রাধারমণ দাস।

/২৷৹ হিসাবে ৬ জন—

মহেন্দ্রচন্দ্র দাস, ভারতচন্দ্র দাস, রঘুনাথ দাস, বংশী দাস, পরাণ দাস, রাজমোহন দাস।

খুচরা— /১৷৹

মটর মোট— ২৸৮৷৹

খরচের তালিকা ১৩২৯

চাউল খরিদ	৯০৸৵৹
বাজার তদারকী	৪৪০৸৭৷
ডাল	৬১৸৵৹
তৈল	১৩৫/১৭৷
চিনি,গুড়	৪৬৸/৹
ঘৃত	৩৭৷৵/১২৷
লবণ	১১।১২৷
মসলা	৫৩৵৵/১৫
কাঠ, কয়লা	১০১৸৵/১৹
বাসন পত্র	৫৪৷১৫
দুগ্ধ	১২৫৸৵/১২৷
কেরোসিন	৩০৵/১৭৷
মঠগৃহ শুকাদি	৬২৬৸১৹
পাথের	২২২৷/৹
পারিশ্রমিক	১৪৸৷৷
ডাক খরচ	৬/১৫
বিবিধ	৭৭৷৫
পত্র, প্রচারবিজ্ঞাপনাদির মুদ্রাঙ্কন	২৫৸৹

সংস্কার ও মেরামত

হাওলাৎ শোধ

খুচরা

মোট

প্রচার প্রসঙ্গ।

আমরা পানিহাটীর বার্ষিক উৎসবের আবেদন পত্র পাইয়াছি। তাহাতে স্বাক্ষরকারীর অগ্রণী শ্রীরামদাস বাবাজী ও তদনুগত ১৪ জন ভদ্রলোকের নাম দেখিলাম। শুদ্ধ-ভক্তের আবাসস্থলীতে বার্ষিক মহোৎসব বড়ই আদরের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু শুদ্ধভক্ত সম্মেলন তদপেক্ষা আদরের বিষয়। এই আবেদন পত্র সম্বন্ধে একজন স্বাক্ষর-কারী নিজকে "বাবাজী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "বাবাজী" শব্দের অর্থ 'পিতামহাশয়'। সুতরাং সাধারণ লোক ইঁহার সন্তান সদৃশ। স্বাক্ষরকারী স্বয়ং কি প্রকারে নিজে নিজে "বাবাজী" শব্দ লিখিলেন, বুঝা যায় না। তবে আজ-কালকার স্বাক্ষরকারী "গোস্বামীর" ন্যায় এক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারী "বাবাজী" ও দেখিতে পাইতেছি। সাধারণ লোকে গৃহত্যাগীকে ভক্তগণ 'বাবাজী' শব্দে অভিহিত করিলে তাহাই ভাল, কিন্তু নিজে নিজে তিনি কিরূপে ঐ শব্দ ব্যবহার করিলেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। এই লোক সংখ্যাকে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মেলা বলিতে পারি না, যেহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জানেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত ঐল-উর্বশী সংবাদে যাহা কথিত হইয়াছে, সেই কথাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থারম্ভে উদ্ধৃত করিয়া-ছেন।

"অতো গৃহাসদমুৎসৃজ্য সংসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

আমাদেরও ঐ একই কথা।

ঢাকায়।

ঢাকা নগরীতে কর্পোরেশন পার্কে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় যে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন, তাহা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ উত্তরোত্তর কৌতূহলান্বিত হইয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গৌড়ীয় পত্রে যে সকল সারবান্ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার লেখনী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় বেতন সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, তিনি শ্রোতৃবর্গ ও পাঠকগণের প্রভূত উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আদর্শচরিত তুর্যাশ্রমী ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজের ওজস্বিনী ভাষা নদীয় অপর পার পর্য্যন্ত উদ্বেলিত করিয়া দশদিক পরিপূর্ণ করিতেছে। শ্রদ্ধাবান্ জনগণ তাহা পরমাগ্রহে শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠবাসী নিষ্কপেক্ষ পূতচরিত্র ভক্তগণ যে হরিকথার পরমপাবনী নিঝরা সুরধুনী তরঙ্গে ঢাকা নগরী ভাসাইতেছেন, তাহাতে ত্রিতাপদগ্ধ ব্যথিত জীবগণের অনন্ত কল্যাণ হইতেছে। নিষ্কপট বিজ্ঞপ্তিগুলী তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমবন্যায় ভাস-মান হউন।

আবডুল্লাপুরে প্রসিদ্ধনামা বাগ্মীবর শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ শাস্ত্রপাঠদ্বারা তত্রস্থ ভক্তগণের পরমানন্দ বিধান করিতেছেন। আরও কতিপয় ভক্ত ঢাকার বিভিন্ন পল্লীতে হরিকথার উৎস প্রকট করাইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" পালনপূর্ব্বক গৌড়ীয়ের মহিমা প্রচার করিতেছেন।

ঢাকা কর্পোরেশন পার্কে শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের বক্তৃতাশ্রবণে পাঞ্জাবী দয়ানন্দ সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রতি আক্রমণ করেন এবং তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দয়ানন্দ-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপেক্ষ সিদ্ধান্তে ব্যথিত ও মর্ম্মাহত আছেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে বেদের প্রচলিত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অবলম্বন পূর্ব্বক ন্যূনাধিক বহ্বীশ্বরবাদের অনুগমন করেন। অন্বয় বিচারই তাঁহাদিগকে প্রাপ্তির পথে হরিবিমুখ করিয়াছে। হৈতুকী ও ব্যভিচারদুষ্ট

মধুর বৃত্তিবশে চালিত হইলে জীবের এতাদৃশ অহঙ্কার উপস্থিত হয়, কিন্তু উহা প্রাচীন বিচারে জ্ঞান করিয়া ভগবদ্ভক্তের নিকট উহা ঘৃণ্যাবহিত বিষয় মাত্র। এই সকল প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় কতিপয় বেদবাক্যের কদর্থ অর্থ করিয়া সত্যের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে যে, মুখে বেদ মানিয়া হরিবিমুখতা করা দুর্ভাগ্য সম্প্রদায়ের কৃত্য বিশেষ। এতাদৃশ কর্ম্মিগণের বুদ্ধিভেদ করাইবে না জানিয়া আমাদিগের নিস্তব্ধ হওয়াই কর্ত্তব্য। 'বেদ' বলিতে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার মাত্র বুঝেন, তাহাদিগের সহিত অবৈদিক সম্প্রদায় সমূহ বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারাই তাঁহাদের যোগ্য প্রতিযোদ্ধা। আমরা শ্রুতি হইতে "যে বিদ্যে বেদিতব্যে—পরাপরা চ। যত্তদক্ষরমধিগম্যতে সা পরা" বলিয়া অক্ষজ জ্ঞানাকলনী অপৌরুষের সিদ্ধান্ত-বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়া দয়ানন্দ সম্প্রদায়কে আদর করিতে পারিলাম না।

বেদদেব ব্যাসদেবাদি যে বর্ত্তমান সংহিতাগুলির মন্ত্র রচনা না করিয়াছেন এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রমাণ কি কি আছে, তাহা কোন ও দয়ানন্দসম্প্রদায়ী বলিবেন কি?

ভারতীয়।

৪৩ মাইল সন্তরণ:—এলাহাবাদে প্রকাশ যে হিন্দুস্থান সন্তরণ সমিতির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চাটার্জ্জি বর্ত্তমানে এক অদ্ভুত কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন। তিনি গঙ্গার উপর ১৯ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময়ে ৪৩ মাইল স্থান অতিক্রম করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ১টা বিশ মিনিটের সময়েও তিনি সাঁতার দিতেছিলেন কিন্তু এই সময়ে আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ হইয়া উঠায় তিনি নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। রামমূর্ত্তি নামে আর একজন তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন কিন্তু তিনি ৩১ মাইল সন্তরণ দিবার পর ক্লান্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন।

আন্দামান হইতে কয়েদী পলায়ন:—ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত দস্যু গা সান নাগুন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আন্দামানে ছিল। সম্প্রতি সে আন্দামান দ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছে।

দুর্দ্দান্ত ডাকাত গ্রেপ্তার:—কাশ্মীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তরগুা জঙ্গলে দুর্দ্দান্ত ডাকাত আলী মিঞা আদাক মিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ঘোষসাহেবের উর্দ্দাল চাপরাশীকে হত্যা করার পর ডাকাত আদাক মিঞা গত ছয় বৎসর পলাতিত ভাবে আছে। গত ছয় বৎসরে সে ৩৪টী খুন এবং ৫৫টী ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ৩০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। গ্রেপ্তারের সময় তাহার নিকট একটী বন্দুক একটী ছুরি নানা বিভলভার ও কতকগুলি রোটা পাওয়া গিয়াছে।

কাবুলের নূতন রাজধানী—কাবুল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে আমীর সম্প্রতি তাঁহার নূতন রাজধানী পার্লামানের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে একটী বক্তৃতায় মহামান্য আমীর বলিয়াছেন যে আফগানিস্থানের সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাবুলের লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে এবং তজ্জন্য সহরের বিস্তৃতির দরকার।

নির্ব্বাচনের তারিখ—লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লী ও বঙ্গীয় লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের জন্য ভোট দিবার নিম্নলিখিত তারিখ সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ হুগলীর চাকা ময়মনসিংহ বাখরগঞ্জ জলপাইগুড়ি মালদহ দিনাজপুর বগুড়া ও পাবনা জেলাসমূহ—

মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র সমূহের জন্য ১৯শে এবং ২২শে নভেম্বর এবং অ-মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের জন্য ২০শে এবং ২৩শে নভেম্বর।

অন্যান্য জেলার মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের জন্য ১৯শে এবং ২১ নভেম্বর এবং অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের জন্য ২০শে এবং ২৭শে নভেম্বর।

কলিকাতার নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ১৭ই এবং ১৪ই নভেম্বর ভোট বিবার তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২৪ পরগণার সহর সমূহের নির্ব্বাচন কেন্দ্রে অমুসলমানদের জন্ত ২৪শে এবং ২৭শে নবেম্বর এবং মুসলমানদের জন্ত ২৭শে ভোট বিবার তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

—:—

অশ্বিনীকুমার দত্ত পরলোকে:—গত বুধবার বরিশালের স্বদেশ বৎসল মাতৃসেবক কর্ম্মবীর সর্ব্বজন-প্রিয় নেতা পুণ্যাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় বেলা ৩টার সময় আত্মীয়স্বজন ও বরিশালবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তাঁহার বিয়োগকাতর পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই দুঃসহ শোকে আমরা আন্তরিক গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

—

বৈদেশিক।

ভাঃ সপ্রুর সাম্রাজ্য বৈঠকে উক্তি—"সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান—এইটি হইতেছে বর্ত্তমানে একটী প্রধান সমস্যা। এই সমস্যাটী কেবল ভারতের পক্ষে নহে সমস্ত সাম্রাজ্যের পক্ষেই একটী সমস্যার বিষয়। যদিও ভারতে নানা সম্প্রদায়, নানারূপ বাদ-বিসম্বাদ আছে নুরম ও গরম দল আছে, অসহযোগ আন্দোলন আছে, তথাপি ভারতের বাহিরে তাহাদের সকলের অবস্থাই এক। সেখানে তাহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ। জাতির আত্মসম্মানের প্রতি অন্ত কাহারও চেয়ে আমাদের লক্ষ্য কম নহে। আমাদের মাতৃভাষায় একটী কথা আছে যে যখন কাহারও ইজ্জৎ নষ্ট হয় তখন তাহার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। আমাদের নিকট ইজ্জৎ সকলের চেয়ে বড় বস্তু। আমরা আত্মসম্মানের উপর এরূপভাবে জোর দিয়া থাকি। একথা বুলিলেও চলিবে এলা যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রকৃত সাম্রাজ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছেন। ভারতে পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ লোক বাস করে এবং উহা য়ুরোপ ছেড়ে অনেক প্রাচীন সভ্যতার আলোকে আলোকিত। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে হয় যে এইরূপ একটী সুবৃহৎ দেশকে সাম্রাজ্যের অন্তান্ত দেশসমূহ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিলে সমস্ত সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

আর একটী কথা আপনাদিগকে আমি মনে করাইয়া দিতেছি, যাহা লর্ড পীলও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন। সেইটী হইতেছে এই যে—ভারত আর এখন পূর্ব্বের ভারত নহে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের ভারত ও বর্ত্তমান ভারতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পূর্ব্বে শিক্ষিত ও জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে জনসাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

ভারত আজ দ্রুত পরিবর্ত্তনের পথে চলিতেছে। আজ দেশের জনসাধারণের উপর বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—যাঁহাদিগকে আপনারা আন্দোলনকারী বলেন তাঁহাদেরই প্রভুত্ব। আজ যাহা শিক্ষিতেরা চিন্তা করেন, কালই উহা জনসাধারণের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে। আজ আমি জনসাধারণের বিষয় একটু বলিতেছি। এই জনসাধারণেরাই ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্যের অন্তান্ত স্থানে গমন করিয়া থাকে। সাম্রাজ্যের অন্তান্ত দেশের কাজকর্ম্মের জন্ত এই দেশ হইতেই লোক অন্ত দেশে প্রেরিত হয়। আমি এই সকল লোকের মনোভাব জানি। আপনারা আন্দোলনকারীদিগকে শিক্ষিতদিগকে দোষ দিতে পারেন কিন্তু একটী বিষয় বিবেচনা করিবেন যে আজ এই তথা কথিত আন্দোলনকারী বা শিক্ষিতগণ এই জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়াছে। শিক্ষিতের চিন্তা ও রীতি নীতি পত্রিকাদ্বারা গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক দিন প্রচারিত হইতেছে। আজ দেশ এই প্রকারে উদ্বুদ্ধ হইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতকে সাম্রাজ্যে উহার প্রকৃত স্থান না দিলে সাম্রাজ্যের পক্ষে খুব যুক্তিসঙ্গত কার্য্য করা হইবে না।

কেনারা সিদ্ধান্তের জন্য, সেজন্য আমি বিচার্য বুঝিব না। আমি কেবল বলিতে চাই যে ভারত এই সিদ্ধান্ত তাহার পক্ষে নিতান্ত নৈরাশ্যজনক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আমি বুঝিতেছি এবং আমার দেশবাসী ও ভারত সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই দ্বিতীয় মীমাংসা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে। আমি আশা-করি যে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা আবার এবিষয়টীর প্রকৃত মীমাংসা করিয়া ন্যায় বিচার করুন। ভারতের নানা সম্প্রদায়ের ভিতর যতই বিরোধ থাকুক না কেন এই মীমাংসা দ্বারা কোন সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হয় নাই। ইহা তাহাদের সম্মিলিত সমস্যা। এসম্বন্ধে লর্ড বেডিং যাহা বলিয়াছেন আমি এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—কেনারা সিদ্ধান্তের সংবাদ আমার নিকট ও গবর্ণমেণ্টের নিকট দেশবাসীদের চেয়ে কম নৈরাশ্যজনক হয় নাই। কারণ ভারতবর্ষ কেনারার ভারতবাসীগণকে নিজেদেরই মত মনে করে।

এই কেনারা সিদ্ধান্তের মীমাংসা করিলেই ভারতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। আমি আশা করি, আপনারা জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, অথবা উহার পরিবর্তন করিবেন।

ভারতের বাহিরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশে প্রায় ১৪ লক্ষের অধিক ভারতবাসী বাস করে। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই তাহাদিগকে সকল প্রকার অসুবিধা, বাধা-বিঘ্ন ভোগ করিতে হয়, এমন কি তাহারা মানুষের জন্মগত অধিকার হইতেও কোন কোন স্থানে বঞ্চিত। নিউজিল্যাণ্ডে ভারতবাসীরা ঐ দেশবাসীদের ন্যায় কতকটা সমান অধিকার পায়। অষ্ট্রেলিয়াতেও ঐ সকল সুবিধা কতকটা কম। ফুইজলাণ্ডে ভারতবাসীদিগকে ব্যবস্থাপক সভা বা অন্য কোন সভায় যোগদান করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়ও ঐ অসুবিধা বর্ত্তমান। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যের জন্য জমি বন্দোবস্ত বা ইজারা দেওয়া হয় না। অতঃপর মিঃ সপ্রু কানাডা প্রভৃতি বিষয় বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৬১ সহস্র ভারতবাসী বাস করে। ইহাদের খুব অল্প সংখ্যকই কেপ কলোনীতে বাস করে। ইহারা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য স্থানের ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন অধিকার নাই। ট্রান্সভালে কোন প্রকার অধিকার ভারতবাসীদের নাই, তাহাদের আর্থিক অবস্থাও বড়ই শোচনীয়। নেটালে তাহাদিগকে কোন জমির অধিকার দেওয়া হয় না এবং স্বর্ণখনির নিকট তাহাদিগকে বাস করিতে দেওয়া হয় না। জেনারেল স্মাটসের ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটী আইনের প্রস্তাব করিতেছেন, যাহার ফলে ভারতীয়গণকে সহরের সীমার মধ্যে পৃথকভাবে বাস করিতে বাধ্য করান হইবে এবং তাহাদিগকে বাড়ীঘর কিংবা জমিতে কোন প্রকার অধিকার দেওয়া হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা বোধকরি আপনারা আমার এই সামান্য বক্তৃতা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন।

অতঃপর তিনি ১৯২১ খৃঃ অব্দের প্রস্তাবের উল্লেখ করেন। ঐ প্রস্তাবের বলে সাম্রাজ্যে ভারতীয়দের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়। সাম্রাজ্য বৈঠকও ইহা স্থির করিয়াছেন যে সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতীয়দের সমান অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসীগণ এ প্রস্তাব গ্রহণে অসমর্থ, তাহারা মত প্রকাশ করিয়াছে। আমার মতে ভারত সরকার ও সাম্রাজ্য গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া একটা বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

ভারত হইতে শ্রমিকদিগের বিদেশে যাওয়া সম্বন্ধে আপনাদের যেন কোনও ভ্রান্ত ধারণা না থাকে। আমাদের দেশ হইতে শ্রমিকদিগকে যে বিদেশে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে এ ধারণা ক্রমেই আমার দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল হইতেছে। আমি তজ্জন্য আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা ১৯২১ খ্রীঃ অব্দের প্রস্তাবটীকে কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

আলোচনা মূলক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র।

শুদ্ধভক্তি-বিরোধী বৈষম্য ধ্বংস অনুকূল ভক্তি-প্রচার ও ভক্তি-প্রচার ভাগে যে কিছু বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩০, ১৭ই নবেম্বর ১৯২৩ | ১৩শ সংখ্যা

গোস্বামিপাদ

গৌড়দেশে গোস্বামী শব্দের বিকৃত প্রচার হইয়াছে। এমন কি নৈমিত্তিক ক্ষৌর-নিয়ামিকা পর্য্যন্তেও যে ব্যবহারিক প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষিতাভিমানমাত্রেই জানেন যে ব্যবহারিক জগতে সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে গৌড়িত্ব প্রথা তাহাকেই সাধারণতঃ গুরুত্বের আদর্শ বলা হয়। কিন্তু যাহা পরমার্থ বাধা প্রাপ্ত হয় না এরূপ বিষয়ে উৎকৃষ্টতর স্মৃতি গোস্বামীমত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধারণ ও বিশেষ বিচারেই দুই প্রকার ব্যবস্থার ভেদ দেখা যায়। নিরীশ্বর পরমার্থহীন লোকসমাজ যে স্মৃতি অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাহা হইতে বৈষ্ণব পরমার্থপর লোকসমাজে বিশেষ স্মৃতি প্রচলন করিয়া ইতর হইতে বৈশিষ্ট্যের প্রেরণা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাঁহারা অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে জীবন কল্পিত ইহলোকে বিচরণ করেন, যাহারা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত লোকেন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত সত্যের অনুসন্ধানে বিরত, যাহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই মানবের ও পশুমাত্রেরই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া জানেন, তাঁহারা অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত বা অপরোক্ষ বিষয়ের অনুসন্ধানে বিরত। শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক দেখিতে পাই তাহা এই।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

কর্ম্মযোগী বা হঠযোগীর ন্যায় অধমা জ্ঞান যোগী বা রাজ যোগীর ন্যায়, ভক্তিযোগী কোনদিন অক্ষজ সাধনের অসম্পূর্ণ আদর্শ মাত্র নহেন। তিনিই প্রকৃত সংযমী বা গোস্বামী। সেই ভক্তিযোগী এরূপ সময়ে জাগ্রত থাকেন যেকালে পার্থিব ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করেন আর যেকালে প্রত্যক্ষ জ্ঞানবর্দ্ধনী যে সকল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশে ব্যস্ত থাকেন সেই কালে বিষয়-ভোগ্যপর কার্য্য সমূহ হইতে তাঁহারা বিরত বা তাহাদের বিপ্রলিপ্সাকালে জ্ঞানিগণ জড়েন্দ্রিয় তর্পণরূপ ভোগে কাল্প থাকেন না। এজন্যই লৌকিক আর্ত্ত ও গোস্বামিমতে পার্থক্য। তিনকাল

বর্ত্তমান। স্মার্ত্তের চেষ্টা ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা ভোগ সর্ব্বাগ্রতা, গোস্বামীর চেষ্টা হৃষিকেষন-তৎ পরত্বাহেতু ঐহিক ও পারত্রিক উভয় কালেই ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাগ্রতা-রাহিত্য। অধোক্ষজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরের সেবক না হইতে পারিলে আমরা স্মার্ত্তই থাকিয়া যাই এবং জড়ের উচ্ছাসেই মুগ্ধ হইয়া গোলাস হইয়া পড়ি।

গৌড়দেশবাসী গৌড়ীয়ভাষার সাহায্যে সকলেই ন্যূনাধিক অবগত আছেন যে গৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ঘনোদ্ভূতকলেবরকেই গোস্বামিগণ ইঙ্গিত করিতেন। যাঁহারা পরমার্থ পরিহার করিয়া লৌকিক সার্ব্বাচারে প্রবিষ্ট হইলেন তাঁহারাই গোস্বামিত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদিগের বাহ্য প্রত্যক্ষানুমানাদি সহ বেদতাৎপর্য্যকে অসৎ সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া আপনাদিগকে গোস্বামী অভিধানে দূষিত করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তিসময়ে এইরূপ পরমার্থবিরোধী সামাজিক জাতি-গোস্বামীকে গোস্বামী শব্দে অভিহিত করা হইত না। পরমার্থবিরোধপূর্ব্বায় বদ্ধবতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষাচরণকল্পে তাঁহার নামের দোহাই দিয়া যে পরমার্থ বিরোধী স্মৃতির অনুকরণে আপনাদিগকে জাতি গোস্বামী বলিয়া আচার্য্যকুলের বৈষ্ণব স্মৃতি ও গোস্বামিমতের সহিত বিবাদ করিতেছেন এবং গোস্বামিসিদ্ধান্তকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান তাৎপর্য্যপর করিয়া কর্ম্মফলভোগ বাঞ্ছা করিতেছেন তাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসুসমাজের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রকাশ ভেদ-সমূহকে অবাধে পরমার্থ বলিয়া প্রচলন করিবার প্রয়াস যে মহাত্মা আদর করেন নাই, ইন্দ্রিয়পরব্যক্তিগণের রুচি ও ক্রিয়াকে যে মহাত্মা ইন্দ্রিয়পরশাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাই যাঁহার চরিত্রে নিত্য প্রতিফলিত বর্ত্তমানকালে সেই মহাত্মার বার্ষিক অপ্রকট দিন উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পার্ষদ ভক্তগণের অগ্রণী সমূহ তদনুগগণই গোস্বামিশব্দে অভিহিত হইয়া ভাষা ও উক্তির সফলতা করিয়াছেন। সেই পক্ষের অপরাধরোধকারিগণ গোস্বামিত্বকে স্মার্ত্তের নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া তুলিবার যে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই দুশ্চেষ্টার স্রোতকে কায়মনোবাক্যে হৃষিকেষ-দ্বারা প্রতিরোধ করিয়াছেন সেই গোস্বামিপাদ অধোক্ষজ সেবাপর সমাজের পরম বরণীয় বস্তু। আসুন, পরমার্থী গৌড়ীয় বিদ্বৎসমাজ, গৌড়ীয় শিক্ষিত সমাজ, গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ সেই মহীয়ান্ অকিঞ্চনের অপ্রাকৃত পদরজঃপরিপূত স্মৃতিপথের চরণধূলিতে অবগাহন করিয়া আমরা ধন্যাতিধন্য হই। সেই অনুগত্যের আদর্শ হরি-সেবার অনুষ্ঠানাবলী আমাদিগের গৌড়ীয় জীবনের আদর্শ হউক। শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী দাসরঘুনাথের নিরুপম কৃষ্ণেতর বিষয়বিরাগ বিভূষিত ঐশ্বর্য্য যে মহীয়ানের সৌন্দর্য্য ভগবদ্ভক্তগণের সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য বিষয় তাহা জানিবার জন্য কি প্রত্যেক গৌড়ীয়ের স্বাভাবিক চেষ্টা নাই? যদি থাকে তাহা হইলে আসুন গৌড়ীয় ও বিষ্ণুপাদ অনন্ত শ্রীগৌর-কিশোর প্রভু গোস্বামিমহারাজের চরিতকথা অনুসন্ধান করুন। মহতের আচরণ সুচারুভাবে দর্শনপ্রয়াসী জনগণই ভগবৎ কৃপায় আত্মচক্ষুর দ্বারা নিত্যাদর্শ বিগ্রহের অপ্রাকৃত দর্শন পাইবেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।" "তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" প্রভৃতি শ্রীগীতোল্লিখিত ভগবদ্ভক্তি সমূহের অনুশীলন করুন।

যমদণ্ড।

আমরা শিশুকাল হইতে জানি যে পাপীরা নরক ভোগ করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবার জন্য যমালয়ে লইয়া গিয়া নরকে ফেলিয়া দেয়। আর তাহাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গাদি ভিন্ন ভিন্ন লোকে

পাঠান। তাঁহারা সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগান্তে আবার মর্ত্যধামে প্রেরিত হইয়া যথাযোগ্য যোনিতে জন্ম লাভ করিয়া আবার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ নিরত। পাপী ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এত আগ্রহযুক্ত যে সে আর শাস্ত্রীয় বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উপযুক্ত সংযম স্বীকার করিতে অক্ষম, সে স্বীয় চক্ষুরাদি-দমনে মনোযোগ না করিয়া ও চিকীর্ষিত কর্ম্মের পরিণামে ফলবিচারে অসমর্থ হইয়া স্বেচ্ছাচার হইয়া পড়ে, ইহাই তাহার পাপাচরণ। পুণ্যবান ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত পরিণামদর্শী। তিনি চর্ব্বনীয় ভোগপ্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া পাপের পরিণাম ভাবিয়া, সামাজিক নির্য্যাতন (কারাদণ্ডাদি) ও শাস্ত্রোক্ত নরকপাতের আশঙ্কা করিয়া পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হ'ন এবং ভবিষ্যতে ইহলোকে ও পরলোকে স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিজন্য কিছু কিছু ত্যাগস্বীকারমূলে সৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই ভোগপরায়ণ কর্ম্মী, ভোগবৃত্তি চরিতার্থতাজন্য একজন সৎকর্ম্মে ও অন্যজন অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত, উভয়েরই কর্ম্মচেষ্টা-মূলে নিজ ইন্দ্রিয়-তোষণই লক্ষ্য করা যায়।

যাঁহাদের ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে ও সাধু-গুরু পদাশ্রয়ে ভগবদ্ভজনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা কর্ম্মিগণের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। বাহ্যদৃষ্টিতে দেহবিশেষে প্রবৃত্তভক্তের ও কর্ম্মীর কার্য্য একই প্রকারের বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উভয়ের চেষ্টা পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্। একটী উদাহরণ, ভক্ত ও যজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন; কর্ম্মীও যজন করেন; কিন্তু ভক্ত যজন করেন শ্রীভগবানের উদ্দেশে; তাঁহার সকল কার্য্যই ভগবৎসেবাপর, তাঁহার যজন স্বীয় ভোগার্থে নহে। সুতরাং যজনকার্য্যে যে অসংখ্য দৃষ্টাদৃষ্ট প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার জন্য তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। তিনি ভগবানের নিত্য দাসরূপে সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট যে সকল শাস্ত্রীয় কার্য্য করিবেন তাহা কর্ম্ম নহে, তজ্জন্য তাঁহার বন্ধন-যোগ্যতা নাই, তাঁহাকে পুনঃ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। কিন্তু কর্ম্মী স্বীয় ভোগার্থে কৃতযজনকার্য্যে যে লক্ষ লক্ষ জীব-হত্যা করিয়া বসেন তাঁহার জন্য দায়িত্ব তাঁহারই, জীব-হত্যার প্রাপ্য নরক তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য, পুনঃপুনঃ যজ্ঞ করিয়াও তাঁহার পূর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত হয় না, কেন না প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপের বীজ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। কর্ম্মী যখন কর্ম্মফলের অদৃষ্টানুসরণে কর্ম্মফলপ্রদাতারূপে হরিপূজাদি করেন, তখনও তাঁহার যজনকার্য্যে যে সকল জীবাদি হত হয়, তাহাদিগের জন্য দায়িত্ব তাঁহারই, কেননা এ পূজা ত' ভগবৎসেবা-মূলা নহে, এ পূজার উদ্দেশ্য তাঁহার নিজের কর্ম্মফল প্রাপ্তি, নিজভোগ, সুতরাং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়াও তিনিই দায়ী। এমন কি অশ্বমেধাদি যে সকল স্বর্গীকর্ম্মে শাস্ত্রে পশুবধের বিধিপর্য্যন্তও আছে, সে স্থলেও স্বীয় ভোগমূলে কৃত বলিয়া তজ্জনিত অবশ্যই যজ্ঞ কর্ত্তার ফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী। "বৈধপশুহিংসাকৃতো বিধি-বলাৎস্বর্গপ্রাপ্তাবপি তদ্ধিংসাজোষোনাস্তগমঃ" (দায়ার্থ দর্পিকাঃ) সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্ম্মীমাত্রেই দেবতা। কর্ম্মের আবাহন করিয়া শ্রীহরিপূজাদিতেও যে সকল অনিবার্য্য পাপাচার হইয়া যায় তাহার জন্যও দণ্ডের ব্যবস্থা, আর অন্য দেবতার অর্চ্চনমূলে (যাহা কর্ম্মী ও মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানিদিগের পক্ষোপাসকগণ করিয়া থাকেন এবং শুদ্ধভক্ত কখনও করেন না) কৃত হিংসাদি জন্য ত' নরকপাতে আর সন্দেহের স্থল নাই।

সুতরাং দৃষ্ট হইল যে ভক্ত ভিন্ন ও শুদ্ধভক্তের পাদাশ্রয়ে ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত ভক্তানুমুখ ভিন্ন সকলেই দেবতাই। যমরাজ তাঁহার দূতগণকে উপদেশ প্রদান কালে (ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়) বলিতেছেন,—

"ন্যায্যেণ মার্গেণ মহীমহীশা
লোকানবিভ্রন্মকরন্দরোষাম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ভুতে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥"

হে দূতগণ, অসাধুগুলিকে তোমরা দণ্ডার্থ আনয়ন করিবে। যদি বল, অসাধুর লক্ষণ কি? উত্তর—শ্রীমুকুন্দ চরণপদ্ম মধুপানে বিরত, সেই মধুপ্রাপ্তির সাধনোপায় ভক্তিযোগ হইতে বিমুখগণই অসাধু। যদি বল সে মধুপান

কাহাদের প্রিয়? উত্তর—বিষয়াসক্তিশূন্য নিষ্কিঞ্চন কেবল ভক্তিমান্ পরমহংসগণের সেব্য এই অনির্বচনীয় মধু। যদি বল, ইহারা কেন মধুপানে মত্ত হয় না? উত্তর—তাহাদের সমস্ত তৃষ্ণা নরকের দ্বার স্বরূপ যোষিৎসঙ্গমূলভোগবর্দ্ধক ভক্তিশূন্য সংসারে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দং।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাঽপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥"

দুষ্কৃতের প্রায়শ্চিত্তসাধনরূপ কীর্ত্তনস্মরণাদি যিনি একবারও করেন তিনি সাধুসমবাচ্য। তদ্ভিন্ন সকলে অসাধু, তাহাদিগকে আনয়ন করিবে। যাহার জিহ্বা জন্ম মধ্যে একদিনও কোনও সময়ে শ্রীভগবানের নামগুণ উচ্চারণ না করে, জিহ্বার অভাবে যাহার মন একবারও তাঁহার চরণপদ্ম স্মরণ না করে, চিত্তবিক্ষিপ্ত হইলে যাহার মস্তক কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া একদিনও প্রণত না হয়, ঐকান্তিক ভাবে বা প্রধানরূপে যাহারা শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশে কোনও কৃত্য করে নাই তাহারা অসৎ, সেই অসাধুদিগকেই যমরাজের দণ্ডপ্রাপ্তির জন্য আনয়ন করিবে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন, "অত্রাভক্তানামানয়নেন ভক্তানামনানয়নমেব বিবীয়তে।" অভক্তগণের আনয়নের উপদেশ দিয়া ভক্তগণের আনয়ন নিষেধ করিয়াছেন।

যমরাজ দূতগণকে অন্যত্র উপদেশ করিতেছেন,—

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তন-
যদ্ভিঃ যদঃ হিন তস্য কথমুদ্যমো।
পরিস্ফুরদ্ধ্যুসূদনপ্রণামান্
প্রায়েণ হ্যঘরজস্তমো ন যৈরপাতং॥

যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের নানারূপ প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া একমাত্র আশ্রয়ণীয় জ্ঞানে শ্রীশ্রীমধুসূদনের চরণে প্রণত হ'ন যে দূতগণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, যেহেতু আমি অন্য মানবগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, বৈষ্ণবগণের নহি। অন্যত্র বলিতেছেন,

"নৈষাং মতিঃ ন চ বয়ং প্রভবাম দণ্ডে"

ইহাদের (বৈষ্ণবগণের) দণ্ডপ্রদানে আমি (যম) বা কাল যোগ্য নহি। অন্যত্র (পাদ্মে) যমদূতগণ বলিতেছেন,

"প্রায়শ্চিত্তান্ যদুনাভ্রাতা সাগরং যি পুনঃ পুনঃ।
তবদ্ভিবৈষ্ণবাত্যাজ্যা বিষ্ণুক্ষেত্রজতে নরঃ॥"

যমরাজ আমাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা বিষ্ণুভজনকারী দেখিলে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, বৈষ্ণব আমার দণ্ড্য নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দূতগণকে উপদেশ কালে যমরাজ বলিয়াছেন,

"তে মে ন দণ্ডমর্হন্তি যদ্যপীশ্বরাঃ
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ॥

যদি ইহাদের (বৈষ্ণবগণের) দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচরণ জনিত অথবা নিত্যকর্ম্মাকরণ প্রত্যবায়জনিত পাতক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে ভগবন্নাম কীর্ত্তনাভাষাদি করেন, তাহাতেই তাহা নষ্ট হইয়া যায় তাঁহারা আমার দণ্ডার্হ হ'ন না।

যাহারা নিষ্কিঞ্চনভাবে ভগবৎ-সেবাতেই পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি তাঁহাদের দ্বারা কোন পাতকই কৃত হইতে পারে না। রেবাখণ্ডে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,

"স কর্ত্তা সর্ব্বকর্ত্তাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥"

হরিভক্ত কর্ত্তৃক হরিসেবা প্রভাবে নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্বধর্ম্মই কৃত হইয়াছে, অকরণে কোনও প্রত্যবায় হয় না। আর হরিভক্তিবহির্ম্মুখজন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন করিয়াও নিজের পক্ষে, স্বীয়ভোগার্থে বা কোন নিবৃত্তি-চেষ্টায়, কার্য্য করিয়া সর্ব্বপাপের কর্ত্তা হইয়া পড়েন। ব্রহ্মা আরোও বলিতেছেন,

"পাপং তবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তঃ কৃতো হরে।
নিঃসেবধর্ম্মকর্ত্তা যাংশ্চাভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাঽপি বিমুচ্যতে॥

আর হে হরি, তোমার অভক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম করিলেও তাহাই পাপ হইয়া যায়, সমস্ত ধর্ম্ম করিয়াও সে নিত্যকাল, নরকেই আছে, কিন্তু তোমার ভক্ত ব্রহ্ম

হইয়াও পাপযুক্ত।—এই নিমিত্তই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কর্ম্মী বৈষ্ণবকর্ম্ম করিতে গিয়াও পাপ করিয়া বসেন।

শ্রীভগবান্ পদ্মে বলিতেছেন,

"মদ্বিনিষ্ঠং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশে যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা সাধারণ স্মৃতিবিধান অনুসারে অবৈধ হইলেও তাহা পাপ নহে, তাহাই ধর্ম্ম। আর শ্রীভগবান্ হরিকে অনাদর উদ্দেশে যে ধর্ম্ম আচরিত হয়, তাহাই পাপজনক। উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীসম্প্রদায়ের মূল মঠ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রাচীরের কিয়দংশ, সাধারণ ভাষায় বলিতে হইলে, অপবিত্র ইটক দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু এস্থলে অপসরণ-কারীকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে নাই। গৌড়ীয়াচার্য্যের গোস্বামিপ্রধান শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মে উপনীত হইবার জন্য কারামুক্ত হইতে যে উৎকোচ দ্বারা প্রহরীকে বশীভূত করিতে হইয়াছিল, তাহা সাধারণ নৈতিক বিচারে প্রশংসনীয় না হইলেও শ্রীভগবৎসেবামুখে কৃত বলিয়া উহাই ভক্ত্যঙ্গ হইয়া গিয়াছে, পাতক নহে। এরূপ স্থলে অভ্রান্ত সরলতার প্রয়োজন। সরলতার অভাব থাকিলেই আমাদিগকে পাপ স্পর্শ করিবে, যেহেতু তাহা যথার্থ হরি-সেবার অনুকূলভাবে কৃত নহে। স্বীয় ভোগতৃপ্তির উদ্দেশে সেবার ভাণ হইলে আমরা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইলাম না জানিতে হইবে। সুতরাং আমাদের কৃত সকল কার্য্যেই কর্ম্ম হইবে, ভক্তি নহে; অতএব তজ্জন্য আমাদিগকে পাপভাগী হইয়া যমদণ্ডার্হ হইতেই হইবে। যদি সহজে অর্থাগমের পন্থা জানিয়া আমরা বিগ্রহ ব্যবসায়, শাস্ত্র পাঠ ব্যবসায়, মন্ত্রদান ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিই, তাহা হইলে আমাদের কৃতকর্ম্মের জন্য আমরা সম্পূর্ণ দায়ী, যেহেতু আমরা ভক্তি আশ্রয়ই করি নাই, কেবল কপটতাচ্ছলে পাপকর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়াছি জানিতে হইবে। তজ্জন্য আমরা দণ্ডার্হ। এরূপ হইলে আমরা হরি গুরুতে প্রপন্ন হই নাই, কেবল শঠতাকেই বৃত্তি বলিয়া অবলম্বন করিয়াছি জানিতে হইবে। হরি গুরুতে প্রপন্ন ব্যক্তিই বৈষ্ণব তাহার দ্বারা কৃত হইলেই পাপাচরণ নষ্ট হইয়া যায়। যমরাজ নৃসিংহপুরাণে বলিয়াছেন,

"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
অয় ইতি লোকহিতায়েহ নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥

হরিগুরু বিমুখজনগণের আমি শাসক হও প্রদাতা, কিন্তু যাহারা হরিগুরুরূপে প্রপন্ন (অর্থাৎ যেখানে হরি বিগ্রহরূপে গ্রন্থরূপে বা মন্ত্ররূপে আমাদের ইন্দ্রিয় তোষণের দ্বারা অর্থের উপার্জ্জন স্বভাবে স্বীকৃত একটী ;তত্ত্ব মাত্র নহেন) তাঁহারা আমার প্রণম্য, তাঁহাদের কৃতা-কৃত নির্দ্ধারণে আমার যোগ্যতা নাই।

তিনি স্কন্দ পুরাণে বলিয়াছেন,—

ন ব্রহ্মা ন শিবাদীন্দ্রো নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তু বিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

আমরা দেবতাদের কেহই বৈষ্ণবের বিগ্রহ করিতে সমর্থ নহি। যিনি হরিপ্রপন্ন তিনি স্বয়ং শ্রীহরির তত্ত্বাবধানের অন্তর্গত বিষয় হইয়াছেন, আর আমাদের রাজ্যের প্রজা নহেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

আচার ভ্রষ্ট হইলেও ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না, শীঘ্র সদাচার বিবর্দ্ধিত হইয়া নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। ঠাকুর উদ্ধবগীতায় বলিয়াছেন,

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।

আমার সেবারূপ ধর্ম্ম ভক্ত্যঙ্গের আরম্ভ হইয়া গেলেই আর তাহার অণুমাত্র ধ্বংসের আশঙ্কা নাই। ভক্তির অঙ্কুর অনশ্বর সুতরাং পাপাদিদ্বারা দুরতিক্রমণীয় ও অরোধ। অবশ্যই কালক্রমে তাহা পত্রপুষ্প ফল প্রসব করিবে। তবে সেই ফলপ্রাপ্তিরূপ ভক্তের

জন্ম হইতে পারে কিন্তু তাহা পাপপুণ্যনিবন্ধন হওয়ার বিহিত ব্যবস্থা নহে, কেন না।

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।"

ভক্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তির ন্যায় পুণ্যপাপ ফল ভোগময় সংসার প্রাপ্ত হন না। তবে ভক্তি বৃদ্ধিজন্য কখনও জন্মে ভগবদ্ভক্ত সুখদুঃখময় সংসার পাইতে পারেন, তাহা কর্ম্মীদের সংসার নহে।

"ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
মুকুন্দসেবাব্রতবদ্ধসংসৃতিঃ।"

সে সংসার কিরূপ? সারার্থদর্শিনীতে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বিচার করিয়াছেন (অনুবাদ) যদি কোন চাখে তাকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বর্বৈদ্য যেমন ক্ষুধাবৃদ্ধি নিমিত্ত লঙ্ঘন ক্ষুদ্র ঔষধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করেন সেইরূপ স্বভক্তিবর্দ্ধনচতুর ভগবান ভক্তকে সুখ দুঃখ দিয়া তাহার ভক্তিসাধনে আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়া দেন।

বৈষ্ণবের যত দেখ ব্যবহারদুঃখ।
সেওতো জানিবে তার পরানন্দ সুখ॥

ভক্ত সে সকল সুখদুঃখ ভগবৎকৃপা জানিয়া ও

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।"

এই ভগবদুক্তি স্মরণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহা বরণ করিয়া লন, বিষাদে বিচলিত চিত্ত হ'ন না।

কর্ম্মীদিগের ন্যায় লোকাভিমানিগণও ভগবচ্চরণ অনাদর করিয়া যমদণ্ডাই হ'ন

"পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।"

একমাত্র ভক্তই যমের নমস্য হয়ে নহে। যদি সরল অন্তঃকরণে ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইয়া ভক্তিদেবীর আশ্রয় কেহ লন তাহা হইলে তাঁহার কিছু কিছু অপরাধ ও পাপ থাকিলেও তিনি যমদণ্ড্য নহেন, যেহেতু তাঁহারা প্রপন্ন। সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন, তাঁহারা পাপ ও অপরাধ করিলেও দেহত্যাগান্তে তাঁহারা নরকগামী হইবেন না ইহা নিশ্চিত।

অতএব যদি কাহারও ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে ও শ্রীভগবান্ই একমাত্র শরণ ইহা সরল ভাবে জানিতে পারেন তাহা হইলে যমের দণ্ড হইতে তিনি চিরকালের নিমিত্ত মুক্ত, অন্যের কোন প্রকারেই নিস্তার নাই। সুধীগণ এখন বিচার করুন কোন পথ অবলম্বনীয়।

ঢাকা প্রেরিত প্রতিবাদ পত্র।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার ২৫শে কার্ত্তিক তারিখের ঢাকার স্থানীয় সংবাদ স্তম্ভে একটী ভ্রমপূর্ণ সন্দেশ প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠ করিলাম। কৃপা করিয়া এই পত্রখানি আপনার 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত করিয়া ঢাকা জনতা আবরণ উন্মুক্ত করিবেন।

আপনি লিখিয়াছেন, গতবর্ষে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ সভার সহিত বিচারে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ (পাশব বলে?) পরাস্ত হইয়াছেন। এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তবে কলিকাল, লৌকিক পাপাচারে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে স্থান পায় না। সেই পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজের কথা আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমি জানি যে, ঐ ব্রাহ্মণ সভায় ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত জ্ঞানবাবু এবং আপনি ঐ সভা সম্পাদন করেন। আপনারা উভয়েই শাস্ত্রবিমুখ এবং ব্রহ্মা হইতে সম্পাদকগণ পর্য্যন্ত কেহই নিরবচ্ছিন্ন চত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত নহেন।

এমন কি তার্ণবীয় মনুক্ত দশসংস্কারে সংস্কৃত হইবার প্রমাণ, আপনাদের এক লক্ষ পুরুষের ও দেখাইতে পারেন না। যাঁহারা মনুকথিত স্মৃতিশাস্ত্রে "যোনমীত্য দ্বিজো যেষমক্ষত্র কুরুতে ক্রিয়াঃ। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।" বর্ণবিধানানুসারে গর্ভাষ্টমে কাল আরম্ভ করিয়া

শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত ও ভ্রষ্ট সম্প্রদায়, তাহারা কি প্রকারে পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সভ্য ও কর্ম্মকর্ত্তা হইতে পারেন, তাহা আমি এখন ও বুঝিতে পারিলাম না। আর এইরূপ শাস্ত্রবিরোধী দল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে কতরূপ বুঝিতে পারে, এ কথা বুঝিতেও আমার সামর্থ্য হয় নাই। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ সভার প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের শৌক্রব্রাহ্মণতার যোগ্যতা সম্বন্ধে যে ছইটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার একত্রও কিন্তু পক্ষম হইয়া কয়েকজন ভণ্ডক কণ্ট্রাক্টরের সাহায্যে যাঁহাদিগকে আপনারা 'প্রতিপাদ' সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাদিগের দ্বারা যে অভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহাও কণ্ডবিধি আইনের বিচারযোগ্য বিষয় নয় কি?

পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ সমাজ সম্প্রতিস্থ কাণ্ডজ্ঞান নিবাইয়া দিয়া মহারাজপুত্রের শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রলাল গোস্বামী দ্বারা যে আক্রমণ করাইয়াছিলেন, এবং সভাপতিস্থলে শ্রীযুক্ত কবিনী কুমার মুখোপাধ্যায় নামক কৃতকার্য্যাপকের দ্বারা যে অভিনয় করাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তথাকথিত পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, জানা যায়। তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য ঐ দলস্থ বহু ব্যক্তি শেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই আমি শুনিয়াছি। আচারহীন বণিক্‌প্রতিম কৃতকপাঠক সম্প্রদায় কেবল শব্দশাস্ত্রে পটু বৈয়াকরণ বলিয়া জানাইলেই যে তাঁহারা শাস্ত্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণিত হয় না। কর্ম্মবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণেতর বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক অথবা নিজ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত না করিয়া কৃতক বা কণ্ট্রাক্টরী করিলে তাহাদিগকে বৈশ্য অথবা শূদ্র বলিয়া শাস্ত্রবিদ্‌গণ জানিয়া থাকেন। তাদৃশ বৈশ্য এবং শূদ্রগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বিশুদ্ধ আদর্শ ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচারে কিরূপে জয়লাভ করিলেন বুঝা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গ সমাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ সভাগৃহে যে সকল গ্রন্থ আনীত হইয়াছিল ও পাশ্ববর্ত্তীর উক্তও নূতোর প্রয়াস হইতেছিল, তাহা হইতেই জানা যায় যে, ঐ সমাজের দলপতিগণ বিচারে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যদি তাঁহারা শাস্ত্রীয় কোন বিচার দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে পাশ্ববর্ত্তীর সাহায্য বা গ্রন্থ আনয়নাদি কার্য্যের আবশ্যক করিতেন না। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনও সামাজিক ক্রিয়ার আবশ্যক নাই। শৌক্র ব্রাহ্মণ সমাজে কর্ম্মকাণ্ডীয়ের মধ্যে অষ্টবর্ষে যে উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা ব্রাহ্মণ সংস্কারের প্রস্তাব মাত্র। তাহারা উপনয়ন গ্রহণ করিয়া যে বিপ্র বা ব্রাহ্মণ হইলেন সেবিষয়ে অতিশয় গুরুতর বৈকল্যই বিচার করেন। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অনভিজ্ঞ সামাজিক তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ সে বিচারের অনধিকারী। যাহারা নিজে ব্রাহ্মণ বিরোধী, বেদবিরোধী, ব্রাহ্মণের বুদ্ধিবিরোধী, সেই সকল লোক লইয়া যদি 'পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ সভা' গঠিত হয়, তবে সেই সভার সহিত ভারতবর্ষীয় শুদ্ধব্রাহ্মণ সমাজের কোন সহানুভূতি নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম যাঁহারা সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করেন তাঁহাদের দ্বারাই পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের প্রাধান্য দিয়া সামাজিক আচারভ্রষ্ট পূর্ব্ববঙ্গীয় তথাকথিত সমাজকে শোধন করাইবার প্রয়াস অধিকতর ফলপ্রদ হইবে।

আমি ব্রাহ্মণসন্তান, সুতরাং আমার পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ বিরোধ করেন এবং শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের শুদ্ধব্রাহ্মণ সমাজের ও ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সমাজের কোন সহানুভূতি থাকিতে পারেনা। জানবাবু বা মুকুন্দবাবুর বিচারের সহিত বেদ বা বেদানুগ শাস্ত্রের ভেদ দৃষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণবৃত্তির বিচারে প্রকৃত ব্রাহ্মণগণের মতভেদ আছে। আমরা শাস্ত্রের পক্ষপাতী বেদানুগ। সমাজের কুপ্রথাকে ব্রাহ্মণতা বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী নহি।

এক দরিদ্রা জননী বিশেষ কষ্টে স্বীয় পুত্রকে ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ৪।৭ বৎসর পরে অধ্যয়নশীল পুত্রকে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে জ্যামিতি অধ্যয়ন করিতে শুনিয়া মনে করিলেন যে, তাঁহার যাবতীয় অর্থ পুত্রের এ বি সি যাহা ৭বৎসর

পূর্ব্বে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পাঠাভ্যাসে অদক্ষতা হেতু আবার তাহাতেই পরিণত হইয়াছে। সে বৎসরের কিছুই লেখাপড়া শিখে নাই। এই দরিদ্রা জননীর দৃষ্টান্তদ্বারা আপনি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত অষ্টাঙ্গযুক্ত বৈদিকসেবাধী ছাত্রবর্গ ও তাহাদিগের অভিভাবক জনকে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে বা আচার্য্যের চক্ষে দেখিতে শিখুন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, খবরের কাগজের সম্পাদক গিরি করা বা ভূম্যধিকারীর পুত্রের সূত্রে বা ব্যবহার জীবনে নানা রঙ্গে কথার সহিত পারমার্থিক কথাকে সমজ্ঞান করিয়া মুড়ি মিশ্রি এক, এরূপ জ্ঞানের করা উচিত নয়। কাহার কি পরিমাণ সূত্র অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তদর্শনে অধিকার তাহা আপনি উচ্চাবচ দর্শন করিতে না শিখিয়াই মতামত প্রকাশ করিতে যান ইহা কি আপনার অনধিকার চর্চ্চা নহে? কোটী কোটী জীবন শাস্ত্রাধ্যয়নে রত থাকিলে সংসঙ্গ প্রভাবে আপনিও একদিন সত্তো উপনীত হইতে পারিবেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ব্রাহ্মণত্রুব আচারবর্জ্জিত জন্মভোগবিচারনিপুণ কোন ব্যক্তিই প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেনা। যাঁহারা গীতার "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এবং "তস্কা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" এই তত্ত্ববস্তুর তাৎপর্য্য অবগত হন, তাঁহারাই "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতার এই কথায় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। আপনারা ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইবেন না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই কুলের যথার্থ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান হউন ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা। পরশ্রীকাতরতা ও কুকর্ম্ম পোষণবৃত্তি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হউক। আমরা আবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সত্য প্রচারকের নিকট শাস্ত্রীয় কথা শুনিবার অবকাশ পাইয়া ধন্য হইব। দরিদ্রা জননীর ন্যায় কাগজের দুর্দ্দশাতার বিজ্ঞাপনটা সংবাদ পত্রের সম্পাদককে কেন বিপন্ন করিতেছে? সামাজিক অমঙ্গল যাহা কলিহত জীবকুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে উহা অপনোদন করিবার জন্য শাস্ত্র ও গুরুবাক্যই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। আবশ্যক হইলে আপনার কাগজের সকলস্তম্ভেই শাস্ত্রীয় কথা বিচার দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল সাধিত করিতে পারা যায়। দয়া করিয়া অপর সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইহা শ্রবণ করুন। যোগ্যতা লাভ করিয়া সম্পাদক হউন, দেখিতে শিখিয়া দেখুন এই কথা একটী পাশ্চাত্য দেশীয় মনীষী ও বলিয়াছেন।

পরলোকগত রাজা রামমোহন রায় যখন জাতি গোস্বামীর সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করেন, তখন তাঁহাদের বংশধর বর্ত্তমান প্রভুপাদগণ কি তাহাতে প্রভুবাদ হন নাই? আবার কেন তাঁহাদিগকে লইয়া আসরে নামা? আপনার নিজের কোন কথা থাকেতো' বলুন।

শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মা।

সমালোচনা।

'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ' একখানি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইল। পাঠ করিয়া দেখি, ইহা ধর্ম্মমূলক (?) পত্রিকা। শ্রীনিকুঞ্জসেবা-পরিষদ পরিচিত জনৈক ভাগবতরত্ন উপাধিধারী গোস্বামী (?) আপনাকে "মহাপ্রভুপাদ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া এই পত্রিকার সত্বাধিকারী হইয়া সম্পাদন করেন, প্রকাশ করিয়াছেন। আবার লেখকগণের নামের মধ্যে একজন মহামহোপাধ্যায়, অপরজন শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, একজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও একজন রায়। বাকী ৪টী মহাপ্রভুপাদ। এই মহাপ্রভুপাদগণের অন্য কিছু পরিচয় আমরা পাই নাই। তবে তাঁহারা পঞ্চোপাসকী অতন্ত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়াই আমরা শুনিয়াছি। উহারা বলেন যে তাহারা মহাপ্রভুর কুটুম্ববংশ। যাহা হউক, ইহাদিগের সহিত কিছুদিন পূর্ব্বপর্য্যন্তও কোনও সাম্প্রদায়িক গৃঢ়ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবকুলের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এক্ষণে উহারা হঠাৎ মহাপ্রভুপাদ হইয়া যাওয়ার কারণ কি? প্রভুপাদ শ্রীকেশী চট্টোপাধ্যায়ের বংশে

বর্দ্ধমান অধস্তন শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী আপনাকে মহাপ্রভুপাদ সংজ্ঞায় বিজ্ঞাপিত করেন। জাতি-গোস্বামিগণ নিজে নিজেই গোস্বামী লিখিতে ভালবাসেন। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে কোন প্রকৃত গোস্বামী আপনাকে গোস্বামী বলিয়া কখিহিত করেন নাই। এক্ষণে শ্রীযুক্ত হীরালাল শর্ম্মা মহাশয়ও নিজ নামের সহিত 'গোস্বামী' শব্দ সংযুক্ত করিয়া এক নিমন্ত্রণপত্র প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে উক্ত গোস্বামী (?) মহাশয় প্রথমা বিভক্তি লাগাইয়া "নিবেদনমিদম্" পাঠ লিখিয়াছেন। তাহাতে ভাষার ভ্রম হইয়াছে। "ধর্ম্মমূলক পত্রিকা" লেখাতে ভাষার ভুল আছে। "গোস্বামী" মহাশয় গৌরাঙ্গপ্রিয়া সম্পাদকের ন্যায় এখনও মহাপ্রভুপাদ হইতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, দ্বিপাদ মনুষ্য চতুষ্পাদ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদিও পশুর মনুষ্যের ন্যায় দুই পদের স্থলে অধিক দুইপদ আছে, তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, চতুষ্পদ পশু অপেক্ষা দ্বিপাদ মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছেন :—

"এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥" সুতরাং মহাপ্রভুর প্রচারিত 'তৃণাদপি' শ্লোকের বিচারটী উল্টাইয়া দিয়াছে। বৈষ্ণব অপরাধ করিতে করিতে ভগবানের চরণে ও অপরাধ হইয়া পড়ে।

রসিকমোহন বাবু ও মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় এই মহাপ্রভুপাদগণের ভ্রমপূর্ণ ধারণা পরিবর্ত্তন করাইতে কি পারেন না! ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত' এলোপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি এই মহাপ্রভুগণের সেবক না হইলেও তাঁহাদের কিছু সেবা করুন, তাহা হইলে বিদ্রূপ ব্যবসায়, অসম্মান ব্যবসায়, ভূতকপাঠ ব্যবসায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, বুঝিতে ও বুঝাইয়া দিতে পারিবেন।

এই পত্রিকায় মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে, তাহা কোন্ শ্রেণীর লোক পড়িবেন, এবং তাহা পাঠ করিয়া পাঠকের কিরূপ মঙ্গল হইবে, তাহাও বুঝা যায় না। এরূপ পত্রিকার প্রচার চাকের বাদ্যের ন্যায় থামিলেই মঙ্গল।

●

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ঢাকা প্রকাশ নামক একখানি সংবাদ পত্রে নাকি শ্রীমায়াপুরের মঠের প্রতিপক্ষে কয়েকটী অলীক কথা প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি ঐ ঢাকা প্রকাশের অসত্য সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র উক্ত সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছেন। সেই পত্রখানি গৌড়ীয়ের কলেবর স্থলান্তরে প্রকাশিত হইল। ঢাকা প্রকাশ ঢাকার জনৈক তালুকদারের সংবাদপত্র। বর্ত্তমান ঢাকা প্রকাশ সম্পাদকের নাম মুকুন্দ বাবু। শুনা যায় ইনিই নাকি গতবর্ষে মায়াপুরের মঠে গিয়া শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে অসম্মানিত করিবার প্রয়াস পাইয়া অকৃতকার্য্য হন। পরে পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার দ্বারা জাতিগোস্বামি দিগের ব্যবসায়কে হরিভক্তি বলিয়া খাড়া করাইবার প্রয়াস করেন। মুখবন্ধ সিলির কাচের বালিবে থাকিয়া মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুর আস্বাদে বঞ্চিত, তদ্রূপ মঠের প্রচারী নিবন্ধে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মুকুন্দ বাবু জগতের কোন হিতসাধন করিতে পারেন না।

এবার কুলিয়া সমাধিমঠের উৎসবে দুইখানি নিমন্ত্রণপত্র বিলি হইয়াছে। একখানি নিমন্ত্রণ পত্রের আহ্বানকারিগণের সহিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সংস্রব আছে। অপরখানি নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য বংশের নিত্যানন্দ শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামীর দ্বারা প্রচারিত। শুদ্ধবৈষ্ণব ও আচার্য্যগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকাল হইতে অদ্যাবধি কেহই নিজ নামের সহিত গোস্বামী শব্দ লিখেন নাই। গুরুগণকে সম্মান করিবার জন্যই তাঁহারিগের কনিষ্ঠবর্গ গোস্বামী প্রভৃতি সম্মানসূচক অভিধানে গুরুদেবকে ভূষিত করেন। কিন্তু তাহা বিচার না করিয়া আচার্য্যবংশের

বাংলা কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত :—মাড়োয়ারীর এজেন্সিয়ে শহের পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর বদরীদাস গোয়েঙ্কা বাঙ্গলা কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বাণিজ্য শিক্ষার্থে দান :—ছত্রির নবাব মুসলমান ছাত্রদিগের বাণিজ্য শিক্ষার্থে ১০,০০০৲ দান করিয়া তার উইলিয়াম ম্যাকিনের নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া উহা হইতে কয়েকটী বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল—গত ১৪ই নবেম্বর যেরূপ ভোট দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় বিপিন বাবু কলিকাতা ষ্টাকচীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী সদস্য :—শ্রীমতী রাঘবাই সুব্বারায়ণ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাদ্রাজের অমুর্গচ কুমার মঙ্গলমের জমিদার তাঁহার স্বামী। ইহারা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।

ডাকাইতি নিবারণের উপায় :—বাঙ্গলার পুলিসের ইন্সপেক্টার জেনারল মিঃ সিম্পসন ও গবর্ণর লর্ড লিটন উভয়েই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ডাকাইতি নিবারণ করিতে হইলে "গ্রামরক্ষক দল" গঠন করা আবশ্যক।

বৈদেশিক।

ক্যালেডোনিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লব :—সমস্ত ক্যালেডোনিয়াতে সামরিক আইন অনুসারে বিচার হইবে এবং মুক্তবন্দীর মত তাহাদিগকে আংশিকভাবে মুক্তি দেওয়া হইবে না।

ইংলণ্ডে নূতন নির্ব্বাচন :—গত ১৯ তারিখে ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা আগামী নির্ব্বাচনের তারিখ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। রয়টার সংবাদ দিতেছেন যে নির্ব্বাচনের তারিখ এখনও স্থির হয় নাই।

লণ্ডনের 'ইভিনিং হেরাল্ড' পত্রে প্রকাশ যে, আগামী বৃহস্পতিবার পার্লামেণ্ট ভঙ্গ হইবে এবং ১৪ই ডিসেম্বর নূতন নির্ব্বাচন হইবে।

ভূতপূর্ব্ব কাইজার :—জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ভূতপূর্ব্ব কাইজারকে জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

কামাল পাশার অসুস্থতা :—এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ যে গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যথায় শয্যাগত হইয়াছেন। ডাক্তার তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন :—আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন শাসনভার পরিত্যাগ করার পর এই পর্য্যন্ত ইউরোপ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। গত ১১ই তারিখে তিনি একটী সভাতে বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলেন ফ্রান্স এবং ইটালী তাদের সন্ধিকে একখানি বাজে কাগজে পরিণত করিয়াছে কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে আমেরিকা যে ভাব অবলম্বন করিয়াছে তাহা কাপুরুষোচিত ও অপমানজনক। তিনি আমেরিকা-বাসীকে স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া আন্তর্জ্জাতিক নীতির আদেশ চলিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

খলিফার বাণী :—রয়টারের জনৈক প্রতিনিধির নিকট মহামান্য খলিফা জানাইয়াছেন যে তাঁহার পদত্যাগের কোন ইচ্ছা নাই এবং রাজনীতির সহিত তিনি কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহেন না। যে পর্য্যন্ত তিনি সমগ্র মুসলমান জগতের শ্রদ্ধা ভক্তি পাইবেন সেই পর্য্যন্ত তিনি অবসর গ্রহণের কোন ইচ্ছা রাখেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে খলিফার কি কর্ত্তব্য হইবে তৎসম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মুসলমানদের একটী কনফারেন্স হউক এরূপ মহামান্য খলিফার ইচ্ছা। তিনি বলেন যে তুরস্কের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট খিলাফতের স্বত্বস্বরূপ। তবে অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে হাত দিতে পারিতেছেন না।

পার্লামেণ্ট মহাসভা ভঙ্গ :—প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিয়া দিবার ঘোষণার ফলে স্পষ্টই বুঝা গেল যে বর্ত্তমান বৎসরেই বড়দিনের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নূতন নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনে বেকার সমস্যা সমাধানের পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর রক্ষণনীতি অনুকূল কিনা তাহাই আলোচনার বিষয় দাঁড়াইবে।

গত কয়েক সপ্তাহ যাবতই ইংলণ্ডের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কোমর বাঁধিয়া নির্ব্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সংবাদ যে ইতিমধ্যেই প্রায় ১৩ শত নির্ব্বাচন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন। উহার মধ্যে রক্ষণশীল দলের ৪৫০ জন, শ্রমিক দলের ৪০০ জন এবং উদারনৈতিক দলের ৪৫০ জন লোক আছেন। শ্রমিক দলের আরও অনেক সমর্থক খাড়া হইবেন।

লয়েড জর্জ্জের মত :—গত ৯ই তারিখে মিঃ লয়েড জর্জ্জ সাউথামটনে অবতরণ করিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী এবং মিঃ বল্ডউইনের প্রস্তাব সমীচীন নহে।

যুদ্ধের ফলে অন্ধত্ব :—যুদ্ধের ফলে কত লোক অন্ধ হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে প্রকাশ যে এক হিসাবে ধার্য্য করিয়াছেন। যে সকল দেশ যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে ১৫,০০০ লোক যুদ্ধের ফলে অন্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে জার্ম্মাণীর ৩,৩৪৯, ফরাসীর ৩,০০০ এবং গ্রেটব্রিটেনের ১,১০০ লোক অন্ধ হইয়াছে।

জার্ম্মাণ যুবরাজের দেশে প্রত্যাগমন :—রয়টার বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ দিতেছেন যে জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ জার্ম্মাণীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

এদিকে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে যুবরাজকে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তবে তিনি বার্লিনে শীঘ্র আগমন করিবেন না।

ফরাসী এই ব্যাপারে ভীষণ চটিয়া গিয়াছে এবং প্যারীস্থিত জার্ম্মাণ রাজদূতকে জানাইয়াছে যে রাজকুমারকে কেন দেশে ফিরিতে দেওয়া হইল তাহার একটা জবাব দিতে হইবে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চিঠির উত্তরে জার্ম্মাণী জানাইয়াছে যে যুবরাজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কাজেই নাগরিক হিসাবে দেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধা দেওয়ার জন্য জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পান নাই।

আমেরিকার আয় ব্যয় :—আমেরিকার আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে রাজস্বের পরিমাণ ব্যয় অপেক্ষা ৩০ কোটী ডলার অধিক হইয়াছে। আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারী মিঃ ম্যালন প্রেসিডেণ্ট কুলিজের কাছে ইন্‌কম্ ট্যাক্স ও অন্যান্য কয়েকটী ছোট ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়া হউক এই মর্ম্মে একটী আবেদন করিয়াছেন।

লণ্ডনে যুদ্ধবিরতি উৎসব :—লণ্ডনে যুদ্ধবিরতি উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবেতে উপাসনা করা হয়। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। দুই মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া সব তাঁহারা স্বর্গবাসক, প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানাদা ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত যোদ্ধার সমাধিস্থানের নিকট গমন করেন। তাঁহারা এই সমাধিস্থানটী ফ্রান্সের জাতীয় পুষ্পগুচ্ছের একটী বালাদ্বারা সজ্জিত করেন। বৈকালে ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটী সভা হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ :—১। চক্ষু উঠিয়া ফুলা ও জল পড়িলে একখানি কোরালের উপর পাতি বা কাগজিনেবুর রস সহ ১টী পেয়াজ নিয়া তাহাতে ঘষিয়া ঐ ঘর্ষণে যে ফেন উৎপন্ন হইবে ঐ ফেন চক্ষুর উপর পাতায় ও নিম্নের পাতায় প্রলেপ দিবে। এইরূপে প্রতিদিন ৩।৪ বার করিয়া ৩।৪ দিন প্রলেপ দিলে যাবতীয় চক্ষু রোগের উপশম হইবে।

২। প্রসব বেদনা হইয়া প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে মনসার আঠা মাথার ব্রহ্মতালুর উপর প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ প্রসব হইবে।

৩। আমাশয় রোগে :—কাঁচা চিড়ার খাঁটি সরিষা তৈল মাখিয়া অল্প পরিশ্রমে সকালে ও বৈকালে খাইলে আমাশয় রোগ আরাম হইবে।

(খ) গরম ভাতের সহিত অল্প পরিমাণে খাঁটি সরিষা তৈল মাখিয়া ৩।১ দিন খেলে পাইলে আমাশয় রোগ আরাম হইবে।

(গ) আমাশয় রক্ত পেটের যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে ১টী পাতিলেবু ২ খণ্ড করিয়া কাটিয়া ঐ ১ খণ্ড লেবু মাটির উপর ঘর্ষণ করিবে। ঐ ঘর্ষণে যে ফেন হইবে সেই ফেন নাভির চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ দিবে। তাহা হইলে আমাশয়ের যন্ত্রণা নিবারিত হইবে।

হিতবাদী।

প্রেগে স্যার জগদীশচন্দ্র :—স্যার জগদীশচন্দ্র তাঁহার সাধুনিক আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটী বক্তৃতা দিয়াছেন। আভ্যন্তরিক স্পন্দনের ফলে জল কেমন করিয়া উচ্চতম বৃক্ষসমূহের শিরোদেশেও সঞ্চালিত হয়, তাহা তিনি নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উদ্ভিদের সবুজ পত্র সমূহ অদৃশ্যভাবে বায়ু হইতে অঙ্গারাম্ল গ্রহণ করে। স্যার জে, সি, বসু এমন একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা এই অঙ্গারাম্ল গ্রহণের হার স্বতঃই প্রদর্শিত হয়। এই আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে, কোনও কোনও অবস্থায় নরদেহের মত বৃক্ষসমূহের এই অঙ্গারাম্ল গ্রহণ ক্ষমতার ব্যতিক্রম ঘটে। আচার্য্য বসু কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদের এই অঙ্গারাম্ল গ্রহণ ক্ষমতায় [illegible] সমর্থ হইয়াছেন। জীব ও উদ্ভিদের জীবন প্রতিক্রিয়া এই ঐক্য প্রদর্শনের ফলে ভৈষজ্যবিজ্ঞানের বহু উন্নতির আশা আছে।

বিখ্যাত শরীর তত্ত্ববিৎ প্রফেসার নেমেক ডাক্তার বসুর এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা দেন। বার্লিন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, ডেনমার্ক ইত্যাদি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ডাঃ বসুকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

চিকিৎসা।

পুনর্যৌবন :—ইউরোপে দুইজন চিকিৎসক দুই বিভিন্ন উপায়ে বৃদ্ধকে পুনর্যৌবন প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ডাঃ ভোরোনফ গ্রন্থি সংযোগে চিকিৎসা করেন। এনাটোল ফ্রাঁস নামক বিখ্যাত লেখক যিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন তিনি প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ডাক্তার ভোরোনফের নিকট গ্রন্থি সংযোগ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

এই চিকিৎসায় সিম্পাঞ্জী নামক বানরের গ্রন্থি সংযোগ করা হইয়া থাকে। যাহাতে মানুষ সহজে সিম্পাঞ্জী পাইতে পারে তজ্জন্য ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা এক বৃহৎ জঙ্গলের কতকটা অংশ কেবল সিম্পাঞ্জীর বংশ বৃদ্ধির অনুকূল করিয়া আলাদা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই গ্রন্থি সংযোগ চিকিৎসায় ৫০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে এবং সিম্পাঞ্জির জন্য আরও ৫০০ টাকা ব্যয় হয়।

দ্বিতীয় চিকিৎসা যাহা ডাঃ ষ্টিনাক আবিষ্কার করিয়াছেন ঠিক সেই চিকিৎসা উনিশ শতাব্দির শেষভাগে ইউরোপে প্রচলিত ছিল কিন্তু তখন এই চিকিৎসা পুনর্যৌবন লাভের জন্য করা হইত না বটে কিন্তু অন্য ব্যাধির জন্য এই প্রকার চিকিৎসা হইত। যাহাহউক তাহার ফলে সে সকল লোক পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই। ভবিষ্যতে কাহারও পুনর্যৌবন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

গত অক্টোবর মাসে প্যারিস সহরে অস্ত্রচিকিৎসক গণের কংগ্রেস ডাঃ ভোরোনফ তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফরাসী অস্ত্র চিকিৎসক মণ্ডলীর সহকারী সভাপতি বলিয়াছেন যে এপর্য্যন্ত ৪৪ জন লোকের শরীরে সিম্পাঞ্জির গ্রন্থি সংযোগ করা হইয়াছে। এই সকল চিকিৎসায় ডাঃ ভোরোনফ ব্যতীত আরও অন্যান্য চিকিৎসকগণও অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডাঃ বঙ্গে বলিয়াছেন যে একজন শিল্পী একজন প্রফেসর একজন এঞ্জিনিয়র তিনজনেই বৃদ্ধত্বের জন্য বেশীক্ষণ মনঃ সংযোগ করিয়া করিতে পারেন না কিন্তু এই চিকিৎসার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের যুবাকালের শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

এই বক্তৃতার সময়ে সকল অস্ত্র চিকিৎসকগণ আনন্দ জ্ঞাপন করেন এবং তাহার দলে দুইজন সহযোগী বৃদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসকের শরীরে ঐ কংগ্রেসের অনেক চিকিৎসকের সমক্ষে বানরের গ্রন্থি সংযোগ করা হইয়াছে।

(সঞ্জীবনী)

——(:০:)——

কৃষি সংবাদ।

৩রা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান ব্যতীত বঙ্গের অন্যান্য স্থানে বৃষ্টি হয় নাই। এই সময়ে অল্প বৃষ্টিপাত হইলে যে সকল স্থানে পরে ধান্য রোপণ করা হইয়াছিল তথায় ধানের মঙ্গল হইত এবং উচ্চস্থানে আমনের ফসলের জন্য ক্ষেত্র কার্য্যের উপকার হইত। আমন ধান্যের ভবিষ্যৎ মন্দ নহে।

উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরে ভাল বৃষ্টি হইয়াছে এবং তথায় ধান্যের ভবিষ্যৎ ভাল। বিহারে ইক্ষুর অবস্থা ভাল এবং ধান্যের অবস্থা মন্দ। আসামে আশু ধান্য ও চায়ের ফসল অন্যান্য বারের ন্যায় এবং আমন ধান্য, ইক্ষু ও তুলার ভবিষ্যৎ তদ্রূপ।

চাউল।

সীতাভোগ ১নং প্রতিমণ ৭৲ ও বালাম ৬৲ প্রতিমণ।

৩রা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা হইতে ১৪১১৯ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১লা জানুয়ারি হইতে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে ২১১৬৬৪ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের হিন্দু কৃষক :—১৯২১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় বাংলার জন সংখ্যা ৪৭৪৩২ ৬১ তন্মধ্যে হিন্দু ২০৮০২১৩৮, মুসলমান ২২৯৮১১২৪। বাঙ্গালার কৃষকসংখ্যা ৩০৪৪৩ ৪৭৭; তন্মধ্যে হিন্দু ১০৮৯২৪ ৪, মুসলমান ১৯৭২১৮৫১।

১৯১১ সালের হিসাবে দেখা যায় বাঙ্গলার কৃষক সংখ্যা ছিল ২৯৭৩৮৩৩৩; তন্মধ্যে হিন্দু ১০৪৫০২৮, মুসলমান ১৮৭১৯৯৯।

দশ বৎসরে হিন্দু কৃষকের সংখ্যা ২১০৭৪৩ কম হইয়াছে। কিন্তু দশ বৎসরে মুসলমান কৃষকের সংখ্যা ১০০২১৪৯ বাড়িয়াছে।

ছোট এরোপ্লেন :—সম্প্রতি দিল্লীনি নামক স্থানে ছোট ছোট এরোপ্লেনের দৌড় হইয়াছিল। ইহাতে তিন হইতে নয় ঘোড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত এরোপ্লেন যোগদান করিয়াছিল। মোটর সাইকেলের এঞ্জিন লাগাইয়াও অনেক যুবক এরোপ্লেন তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ৭৮ ঘোড়ার শক্তি থাকিলেই সেই এরোপ্লেন ৩০ হইতে ৩৫ মাইল গতির হাওয়ার বিপক্ষে চলিতে পারিবে এবং তাহাতেও এরোপ্লেনের যে গতি থাকিবে তাহাতে সাধারণ মোটরগাড়ী অপেক্ষা গতি বেশী হইবে এবং প্রতি মাইল যাইতে দুই পয়সারও কম ব্যয় হইবে।

এই সকল ক্ষুদ্র এরোপ্লেনের মূল্য তিন হাজার টাকার অধিক হইবে না। কলিকাতায় একটা ক্ষুদ্র এরোপ্লেন ছিল তাহার মূল্য সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। উহা ইংলণ্ডের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত সে জন্য এদেশের গরমে ও আর্দ্র বায়ুতে উহার এঞ্জিন ব্যতীত অন্যান্য অংশ নষ্ট হইয়াছে। এ দেশের যুবকগণ এরোপ্লেনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে এই দেশের উপযোগী করিয়া উহা তৈয়ারী হইতে পারে। এই এরোপ্লেন চালনা করা বিশেষ শক্ত নহে এবং উহার মূল্যও সাধারণ মোটরগাড়ী অপেক্ষা কম। বাঙ্গালীগণের মধ্যে পূর্ব্বে কেহ মোটর সাইকেল চড়িতে সাহস পাইতনা কিন্তু কয়েক বৎসর উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী মোটর সাইকেল চড়িতেছে দেখা যাইতেছে। এইরূপে ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী এরোপ্লেন চালাইতেছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বৃশ্চিক দংশনের ঔষধ :— ১। হরিদ্রা বাটা—দষ্টস্থানে প্রলেপ ও গাত্রে মাখিলে বিছার কামড়ানির জ্বালা নিবারিত হয়।

২। কর্ক বা ছিপী ভস্ম করিয়া তাহাতে চুণ মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৩। ধুনো—সরিষা তৈলের সহিত উত্তমরূপে মেশাইয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

৪। কালকুচুর আঠা বা ঐ পাতার রস দষ্ট স্থানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয়। বন্য শুলের পুলটিশ লাগাইলে জ্বালার উপশম হয়।

৫। কেঁচোর মাটী দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৬। ঝাঁটি শুড়ুক তামাক—জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে রোগীর যে অঙ্গে বিছা কামড়াইয়াছে সেই অঙ্গের বিপরীত কর্ণের মধ্যে উক্ত দ্রব্য ৩।৪ ফোঁটা দিলে জ্বালাযন্ত্রণার নিবারণ হয়। ইহা পরীক্ষিত।

৭। কচি করেতবেলের পাতা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৮। পুকুরের বড় পানা বাটিয়া দষ্টস্থানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয়।

৯। ইংরাজী ১৮৪০ সালের রাণীমুখ টাকা—মুখের লালা (থুতু) দিয়া দষ্টস্থানে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে জ্বালা যন্ত্রণা ও বিষ নিবারিত হইবে। ইহা পরীক্ষিত।

(অনুবাদক)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩০, ৮ই ডিসেম্বর ১৯২৩ { ১৩শ সংখ্যা

অর্থপঞ্চক।

"তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥"

(পঞ্চকের তিরার্থ)।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে ১২৮ সংখ্যায় অর্থ পঞ্চকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাহা শ্রীলোকাচার্য্যের বিবরণ হইতে পৃথক্। শ্রীজীব গোস্বামী দ্বয়ক্ষর পঞ্চরাত্র হইতে অর্থপঞ্চকের বিস্তৃত ব্যাখ্যার অরূপ সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করিয়াছেন।

উপাস্য শ্রীভগবান্, তাঁহার পরমপদ, তাঁহার দ্রব্য, তাঁহার মন্ত্র এবং জীবাত্মা এই পাঁচটী তত্ত্বের জ্ঞাতাকেই অর্থপঞ্চকবি[illegible]।

[illegible] পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণবর্ণ কেশ, পুণ্ডরীক বিশাল দুইনয়ন, বৈকুণ্ঠাধিপতি লীলাপ্রভাবে চিৎস্বরূপ স্বর্ণকান্তি বিশালবক্ষঃস্থলীদেবীর সহিত স্বভাবতঃ গাঢ়ালিঙ্গিত। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক এবং সকলের কারণ। তিনি বেদবেদ্য, প্রতীয়মান এবং নানা নব শক্তিতে অনুস্যূত।

২। তাঁহার স্থান প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। তাহা অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময়, কোটি পূর্ণচন্দ্রসম জ্যোতির্ম্ময়, সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বিশিষ্ট সাক্ষাৎ চিন্ময়ধিষ্ণ্য। সেই স্থান সর্ব্বকালের আশ্রয় এবং তাহা সর্ব্বপ্রলয়-বর্জ্জিত। ইহাই পরমপদতত্ত্ব বা স্থান তত্ত্ব।

৩। সেই স্থানে কল্পতরুসমূহ সর্ব্বভোগপ্রদ, বল্লীসমূহ ও তাদৃশ এবং তদুৎপন্ন দ্রব্যও সেইরূপ। যাহা কিছু পুষ্পাদি দ্রব্য সকলরূপ ও তাদৃশ স্বাদুরূপ। তাহাতে হেয়াংশের অধিষ্ঠান না থাকায় তাহাই রসরূপ। তাহার যাহা কিছু হেয়াংশ রজ, বীজ ও ত্রিগুণাংশ সকলগুলিই অপ্রাকৃত ভৌতিক জানিবে, ভূতময় নহে। ভূতযোগে ভৌতিক হইলেও স্বাদবিশিষ্ট। তদ্ভক্ত স্বাদযুক্ত সাধারণ শ্রেষ্ঠ ব্যাপক রস। এ স্থানের ভৌতিক রসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ[illegible]রূপ।

৪। দেবতা এবং তদ্রূপ বাচ্য ও বাচকরূপে ভিন্ন

দেখা যেলেও তত্ত্ববিদ্গণ উভয়ের অস্তিত্বই বিচার করিয়াছেন।

৫। সাধন জলে বায়ুর সংযোগে যেরূপ তাহা হইতে ফেনিকা উত্থিত হয় সেইরূপ মেয়া ভগবানের লীলা-পুষ্টি সৌষ্ঠিত জন্য জীবসকল সৃষ্টিলা প্রকটিত হয়। উভয়ের মেয়া মেয়ক সম্বন্ধে সহস্র সহস্র জীবাত্মা মূর্তামূর্ত স্বরূপ ভগবান হইতে নিত্য প্রাকৃতী বিশিষ্টা শ্রীভগবানের লীলা পরিকরগণের বিশেষ নিজ নিজ সেবাপ্রকারাদি শাস্ত্রানুসারে জানিবে। বিষ্ণুশক্তিকে পরাশক্তি, জীব স্বরূপ মেয়ক পরিচয় জ্ঞান বিশিষ্ট নিত্য সম্বন্ধে জীবশক্তি এবং ত্রিগুণীয় অবিদ্যজ্ঞানরূপ কর্ম্মানান্বিত বহির্মুখতাই ভোক্তৃ ভাবাভ্রয় যোগ্য কর্ম্ম সঞ্চিত করিয়া শক্তি বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। ত্রিগুণীয় ও ত্রিতাপেলক্ষণবয়োমাদি এবং মন, বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক অষ্ট প্রকার প্রাকৃত বাপদেহকে অপরা বলিয়া তদতিরিক্ত পরা প্রকৃতির তটস্থিত জীবকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জীব তটস্থ ধর্ম্মক্রমে অপরা প্রকৃতির সহিত অবিদ্যা মনে করিয়া জন্মজন্মান্তরে আবদ্ধ হয়। জীবভূত আমার অংশই জীব নিত্যই কর্ম্মল মুক্তি পরিবর্জিত হইয়া নিত্য প্রকাশে।" তটস্থ স্বভাবে 'নিজস্বরূপ' হইতে স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব চিন্তন বা চিন্তপর নির্ণয় হইয়া গুণাস্বর্গত হইয়া বদ্ধ হয়। এই সকল জীব-স্বরূপের কথা মানব সম্বন্ধে হইতে জানিবে।

তত্ত্বাভাস।

একদা কেশীতীর্থে জনৈক আচার্য্যের সহিত কোন এক সমৃদ্ধতি যুবকের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। হংস যেরূপ দুগ্ধ হইতে তাহার তরীয়াংশ পরিত্যাগ করতঃ সারাংশ পান করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই কথোপকথন সংবাদপাঠে সাধুগ্রাহী-ব্যক্তিগণ কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছাদিত নিজ ভগবৎ-ভাক্তরূপ নিত্যস্বরূপের উজ্জ্বল লাভে সমর্থ হইবেন :—

১। আচার্য্য—আপনি কোথায় বসতি করেন?

যুবক—কৃষ্ণনগরে।

২। আ—কৃষ্ণনগর কোথায় অবস্থিত?

যু। ভারতবর্ষে।

৩। আ—ভারতবর্ষ কোথায় অবস্থিত?

যু। এসিয়া মহাদেশে।

৪। আ—এসিয়া কোথায় অবস্থিত?

যু। পৃথিবীতে।

৫। আ—পৃথিবী কোথায় অবস্থিত?

যু। সৌর জগতে।

৬। আ—সৌর জগৎ কোথায় অবস্থিত?

যু। সৌরজগৎ নক্ষত্রজগতে অবস্থিত।

আ—নক্ষত্রজগৎ কোথায় অবস্থিত?

যু। মনোগণ চক্ষুরাদি সাহায্যে নক্ষত্রজগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কিন্তু তদতীত পদার্থ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গম্য নহে এবং আমিও তদ্বিষয়ের সংস্কার লাভ করি নাই। অতএব বর্ত্তমান প্রশ্নের সদুত্তর আপনিই দেন।

৭। আ—নক্ষত্র জগৎ চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধামে অবস্থিত। এই দেবীধামের তত্ত্বজ্ঞান যাহারা প্রাপ্ত হন নাই, তাহারা নাস্তিক। তাহাদের মতে উৎপন্ন দেহে সমবায়ী কারণানুসারে জীবত্বের ভাব অকস্মাৎ সংঘটিত হয় এবং দেহের নাশে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এজন্য তাহারা "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ইত্যাকার ধারণাযুক্ত হইয়া থাকে।

কিহেতু যে মানবগণের উচ্চাবচকুলে উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে তাহার চিন্তায় নাস্তিকগণ উদাসীন। চিন্তাশীল হইলে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বর্ত্তমান জন্ম এবং বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মানুসারে ভবিষ্যৎ জন্মের স্বীকরণ যে অনিবার্য্য ইহা বুঝিতে পারিতেন এবং দেহের নাশে জীবের নাশ হয় এরূপ ধারণার পোষণ করিতে প্রস্তুত হইতেন না। আত্মার নিত্যবর্ত্তিতি অস্বীকার হেতু তাহার উদ্ধারে উদাসীন হইয়া, আত্মার নিত্য ও মৈথুনাদিতে পশুবৎ, নাস্তিকগণ প্রাকৃত নিয়মের বশে যে মৃত্যুর পর নিম্নযোনি প্রাপ্ত হইবেন, তাহা যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রানুমোদিত।

৭। দেবীধাম কোথায় অবস্থিত?

৮। অ—দেবীধাম মায়া শক্তিতে অবস্থিত। যাহাদের ঊর্দ্ধস্থ ভূ ভূর্ব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য এবং নিম্নস্থ অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, পাতাল, রসাতল এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অতীত রাজ্যের সংস্কার লাভ করেন নাই, তাহারা কর্ম্মী। কর্ম্মীগণের মতে, উচ্চলোকবাসী দেবতাগণের আরাধনা ও পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে ভূলোকবাসী মানবকুল দেহান্তে উচ্চ স্বর্গ লোকে যাইয়া অপ্সরাদি সুন্দর সুন্দর ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিতে সমর্থ হয় এবং পাপাচরণে রত থাকিলে নিম্নস্থ নরলোকে গমন করিয়া দণ্ডভোগ করিতে হয়।

কর্ম্মের স্বভাব এই যে একজাতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে উহা ফল প্রসব করে এবং ফলভোগকালে অন্য জাতীয় কর্ম্ম কৃত হয়, যাহা পুনরায় ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি কর্ম্মপ্রবাহ অবিশ্রান্তভাবে চলিতে থাকে এবং তজ্জন্য ব্রহ্ম, রুদ্র ও ইন্দ্রাদি পদ প্রাপ্ত উচ্চলোকবাসী দেবগণও, বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে লব্ধ স্বর্গীয় ভোগোপকরণ উপভোগকালে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পরস্পর কলহাদিরূপ পাপাচরণ করায়, পুণ্যক্ষয়ান্তে পাপাচরণ জনিত দণ্ড-ভোগার্থে পুনরায় নিম্নলোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ফলের অনিত্যতা-হেতু কর্ম্মমার্গ অত্যন্ত হেয় এবং কর্ম্মঠগণোপদিষ্ট পন্থায় কভু উচ্চ ও কভু নিম্ন লোকে বারংবার জন্ম অনিবার্য্য।

৯। যু—মায়াশক্তি কোথায় অবস্থিতা?

অ। মায়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি এবং তিনি শক্তিমান্ শ্রীভগবানেই অবস্থিতা। বহিরঙ্গা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ভগবৎ ধামের বহির্দ্দেশে মায়াশক্তি নিজ কার্য্য বিস্তারে সমর্থা। যখন কোন জীব ভগবদ্বিমুখ হন, স্বীয় প্রভুর সেবাসৌষ্ঠবের ত্রুটি হইতে পারে এই আশঙ্কায় সেবাপরায়ণা মায়াদেবী ক্রোধভরে তাহাকে অনতিবিলম্বে স্বরচিত চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অনিত্য জগৎ ধামে আনয়ন করতঃ কারাকর্ত্রীর ন্যায় প্রলোভন দেখাইয়া একলোক হইতে লোকান্তরে যাইতে ও অশেষবিধ দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য করেন এবং জগৎপতি যখন দেখেন যে তিনি পুনরায় তাঁহার সেবাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেবোন্মুখ হইয়াছেন তৎক্ষণাৎ হইতে তাহার উপর আধিপত্য ছাড়িয়া দেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ঐহিক ভোগাসক্ত নাস্তিকগণ এবং পারলৌকিক ভোগাসক্ত দেবভোগার্থক কর্ম্মীগণ এতদুভয় প্রকার মানবকুলই তত্ত্বতঃ জ্ঞানবিহীন। তাহাদিগের মধ্যে ভোগের আশায় ধাবিত হওয়ায় কেবল মাত্র ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় ইহাকেই বুদ্ধি হীন কাহারও ভালো উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অন্তরজ্ঞান প্রসূত নিম্নলিখিত কোন এক কারণিক আবোধবাণীর পরামর্শে ত্রিতাপ উৎপাদিকা ভোগ বা ত্যাগার্থে যত্নশীল হন।

১। পুরুষবাদ—বৌদ্ধগণ এই মতের পোষক এবং তাহারা পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। সুখ ও দুঃখাবভাসক খণ্ড খণ্ড অনুভূতি গুলিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাঁরা প্রত্যেককে ক্ষণিকপদার্থ মনে করেন এবং বলেন যে চিত্তকে বৃত্তিযুক্ত করিতে সমর্থ হইলে ত্রিতাপমূলক দুঃখ ও দুঃখের বীজ স্বরূপ পুরুষবোধাভাবরূপ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

নাস্তিক বিবেচনা করেন এই শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা যায় যে অসৎ বা শূন্য হইতে বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব। সম্ভবপর হইলে বালুকা হইতে তৈল নির্গত হইতে কেন দেখা যায় না? পুনশ্চ সুখদুঃখের জ্ঞানগুলিকে ক্ষণিকপদার্থ রূপে বর্ণনকালে তাহাদের চেতনদ্রষ্টার স্বীকারক। সেই দ্রষ্টাই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা যাহার অস্তিত্বের অস্বীকার কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। অতএব শূন্য বাদ কল্পনাপ্রসূত ও অযৌক্তিক।

২। প্রকৃতি পুরুষবাদ—সাংখ্যগণ এই মতেরই পোষক এবং তাঁহারা বলেন যে সমষ্টিরূপ নিখিল গোলকের ন্যায় বহু চিৎকণ বিশিষ্ট পুরুষ ও জড়া প্রকৃতিজাত পদার্থ সমূহ জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে জড়পদার্থে আত্মাভিমান বশতঃ পুরুষের বন্ধন জন্য এবং জ্ঞানালোকে পুরুষ ইহাকার জ্ঞানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে বন্ধনরাহিত্যরূপ মুক্তি লভ্য হয়।

অসঙ্গ পুরুষের প্রকৃতি সংযোগরূপ উক্তি সোপার

পথের বাধা সকল অযৌক্তিক। শাস্ত্রে শক্তি সংযোগের যুক্তি পূর্ণ কারণ বর্ণিত হয় নাই। যদি নির্হেতু উহা সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কথিত মুক্তির পরবর্ত্তীকালেও যে পুনর্বার বন্ধন না হইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? এমন দেখা যায় যে চেষ্টা সত্ত্বেও সামান্য সামান্য জাগতিক কার্য্য বৈধকর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন নিজবলে বলীয়ান হইয়া দুস্তর প্রাকৃতিক সঙ্গপরিহারের জন্য সাংখ্যগণের যে যত্ন তাহা খড়্গাকৃতির গিরিলঙ্ঘনে মত হাস্যাস্পদ ব্যাপার ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? শ্রীভগবান্ এই জন্য বলিয়াছেন মানবে যে প্রপঞ্চান্তে মায়ামোহাং তরন্তি তে অর্থাৎ যে তাঁহার শরণাপন্ন হয় সেই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়; অন্যে নহে।

৩। শক্তিবাদ—শাক্তগণ এই মতের পোষক এবং তাঁহারা বলেন যে শক্তিই আদি তত্ত্ব। তাহাদের মতে কেহ অনিত্য ধন ও বলাদির প্রার্থী হইয়া এবং কেহ সাযুজ্যাদি চতুর্ব্বিধমুক্তির জন্য শক্তি দেবীর শরণাপন্ন হয়।

সূত্রে শক্তির অস্তিত্ব অনুভূতির বিষয় হয় না। ক্রিয়াশীল বস্তুর দর্শনে যেমন তদাশ্রিত শক্তির অস্তিত্ব অনুভব গোচর হইয়া থাকে, চঞ্চল শক্তিকে আদিতত্ত্ব জ্ঞানে যাহারা পরিত্রাণ হইতেছেন তাহাদিগের ধারণাতে তাহার সদৃশ শক্তিমানের অস্তিত্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আশ্রিত পদার্থের অনুভবকালে আশ্রয় জাতীয় পদার্থের সদ্ভাব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান অঙ্গাঙ্গিভাবক পদার্থ এবং শক্তিমানের ইচ্ছানুসারে শক্তি যখন ভিন্নরূপে পরিণতা হন, তখন উহা দৃশ্যাকারে সজ্জিতা হইয়া শক্তিমানের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন। অতএব দুর্গাজগদ্ধাত্রীশক্তি আছেন ও শাক্তীয়রূপ ধরিয়া নাই, উহা অপার্থিবকিউকি মাত্র। অথচ শাক্তদিগের প্রার্থনাবলীর প্রতি পদে আত্মসুখ স্পৃহনা স্পষ্টাক্ষরে সংযোজিত আছে এবং দেবীও যে প্রসন্না হইয়া উপাসকদিগকে নশ্বর কাম বস্তু সকল প্রদান করিয়া থাকেন তাহা শাক্ত শাস্ত্রে বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ আছে। যাহারা ঐ সকলকে অন্ন আদির সাহায্যে ভাজিয়া শ্রীশালগ্রাম দেবের ভোগার্থে নিবেদন করিলে ভক্তিলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীশালগ্রাম শিলার দ্বারা উক্ত বাসনা সমূহকে ভাজিয়া নিজে খাইলে কিরূপে ঐকান্তিক ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ হইতে পারে তাহা শাক্তগণই বুঝেন। ভক্তজনের উহা অপরাধ বর্দ্ধক ব্যাপার বিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। অহৈতুকীভক্তির মূলদেশে যে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা অবস্থিতা তাহা শাক্তগণতো অবগতই নহেন, পরন্তু তাঁহাদিগের শক্তিদেবীও যিনি অবাধে সকল সময় অনিত্য বস্তু-সকল তদীয় অভক্তসেবকদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন, জানেন না; যেহেতু একজন সামান্য মানবকেও কখনো অভক্ত শিশুর স্বনাত্যয়ের প্রার্থনাসত্ত্বে বিষপ্রদান করিতে দেখা যায় না। অতএব একাধারে আদিতত্ত্ব ও অনিত্য বস্তুর প্রদাতা স্বীকার করাহেতু শাক্তমত কল্পিত ও যুক্তিবহির্ভূত। তাহাদিগের শক্তিতত্ত্ব হয় অন্ধড়িম্বের ন্যায় বস্তুশূন্য বিকল্প; না হয় কর্ম্মীদিগের আরাধ্য কোন দেবতার নামান্তর মাত্র; অর্থাৎ ঈশ্বরী পদবাচ্য হইবার সম্পূর্ণরূপে অযোগ্যা।

দুঃ—ভগবান্ কোথায় অবস্থিত?

১০। আঃ—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও সকল কারণের কারণ বিধায় তাঁহার আদিতে আর কিছুই থাকিতে পারে না। তাঁহা হইতে চিদচিৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য তিনি চিদচিৎ তত্ত্ব হইতেও পৃথক্। তদীয় অন্তরঙ্গা-শক্তি রচিত পরব্যোম, তন্মধ্যস্থ নিত্যচিদ্ধামে তিনি সপরিকুল বিরাজমান। তাঁহার সেবার্থে অন্তরঙ্গা-শক্তি কর্ত্তৃক নিত্য চিৎপরিকর ও সেবোপকরণ রূপ নিত্য চিৎপদার্থ সকল গঠিত হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্বে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য পরাকাষ্ঠা রূপে বিকসিত এবং এই ত্রিবিধ ভাবকে আস্বাদন যোগ্যকরণোদ্দেশে ভগবদ্ধামে তিনটী—প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। মাধুর্য্য-প্রধান শ্রীকৃষ্ণরূপে গোলোক বৃন্দাবন নামক প্রকোষ্ঠ, ঔদার্য্যপ্রধান দ্বিভুজ দণ্ডকমণ্ডলুধারী গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপাখ্য প্রকোষ্ঠে,

এবং ঐশ্বর্য্যপ্রধান চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম প্রমেয় শ্রীনারায়ণরূপে দ্বারকাদিস্থ শ্রেষ্ঠাংশে তত্ত্বংভাবোদ্দীপক পরিকরগণ সহ নিত্যলীলাবিলাসাধনে প্রমত্ত। ক্বচিৎ বা বহিরঙ্গা শক্তিজাত অনিত্য পদার্থপ্রসূ-জড়ব্যোমস্থ দেবীধাম, অন্তরঙ্গা শক্তিজাত নিত্য চিৎপদার্থ সম্বিত ভগবদ্ধামের বহির্দ্দেশে অবস্থিত এবং তত্তদ্ভাবের সহিতকূলে বিরজানাম্নী নদীপ্রবাহিতা। সম্পূর্ণরূপে অনর্থ বা বিদ্যাসক্তিশূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিরজানদীর উপরিস্থিত ভগবদ্ধামে জীবগণ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না। ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত চিৎকণ জীবগণ স্বতন্ত্রতাপ্রযুক্ত নিত্য ও অনিত্য উভয়ধামে বিচরণ করিবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। চিৎশক্তিজাত নিত্য পরিকরগণ ও তটস্থা শক্তিজাত জীবগণের মধ্যে প্রভেদ এই যে মায়া কেবল মাত্র ভগবদ্ধামের বহির্দ্দেশে ত্রিগুণাত্মিকা বিধায় নিত্যপরিকরগণকে বিমোহিত করিতে অক্ষম এবং উভয়ধামে বিচরণ যোগ্যতা থাকা হেতু মুগ্ধ করিতে উভয়ধামের সন্ধিস্থলে অবস্থিত তটস্থা শক্তিজাত জীবগণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ। স্বতন্ত্রতা শক্তির অপব্যবহার দ্বারা যদি কোন জীব ভগবৎ সেবায় বিমুখ হন, তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামী মায়া তাহাকে অনিত্যধামে আনয়ন করতঃ, সেবোন্মুখের পরিবর্ত্তে অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয় দ্বারা তাহার চিৎকণ স্বরূপকে আবৃত করিয়া, ভোক্তা সাজাইয়া অনিত্য বস্তুর উপভোগার্থে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অবশেষে যখন নানাপ্রকার দুঃখসম্ভোগান্তে সেইব্যক্তিকে স্বতন্ত্রতা শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা পুনরায় ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে দেখেন, সেই সময় হইতে মায়াদেবী আর তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় মোহিত করেন না; কারণ তিনি ভগবদ্ধামী এবং ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে ত্রিগুণদ্বারা সংমোহিত করণের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত। বহিরঙ্গা দ্বারা শক্তির উদ্ভেদানভিজ্ঞ জীবগণ যে তাঁহাকে স্বতন্ত্র বিশেষ মনে করেন ও তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র বিহ্বলিয়া উঠেন তাহা তাহাদিগের চক্ষুর্দ্বিতার পরিচায়ক।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।"
"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কহেন, দর্শনের তারতম্যানুসারে তাঁহাকেই কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা ও কেহ ভগবান এই শব্দ দ্বারা অভিহিত করেন।

"ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো যো ভাতি ভগবান্ স স্বয়ম্‌ময়ঃ
"ন চৈতস্মাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গ-জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ বিভূতিমাত্র।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
"অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
"যয়া সম্মোহিতো জীবঃ আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
"পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
"অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥

অর্থাৎ ভক্তিযোগদ্বারা অমলমন সম্যক্‌রূপে বিভূষিত হইলে শ্রীব্যাসদেবও ভগবান্‌কে পূর্ণরূপে পরিকরবর্গে সহ লীলা-অবতাররূপে বর্ণন করিলেন। আরও দেখিলেন যে তদাশ্রয়ে অবস্থিতা রূপে অবস্থিতা মায়াশক্তি ভগবদ্ধামের বহির্দ্দেশে বহুজীবকে মুগ্ধ করিতেছেন, তাহারা মায়াবিমোহিত হইয়া আপনাদিগকে ত্রিগুণাত্মক রূপে (ব্রহ্ম, স্থিতি ও মৃত্যুর অধীন) ও মায়িক কার্য্যকে নিজ কার্য্যরূপে বোধ করিতেছেন, এবং অবশেষে অধোক্ষজ ভগবানের সেবায় রত হওয়ায় অনর্থমুক্ত হইয়া যাইতেছেন। উপরিউক্ত শ্লোকগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বরূপে যাহারা অবগত হইয়াছেন; তাহারা সম্যক্ বা সর্ব্বদর্শী এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি বর্ণনকালে কেবল চিৎপ্রভারূপ ব্রহ্মের ও চিদ্‌গুণযুক্ত বিশিষ্টাত্মার সহিত সমাত্মরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার অনিবার্য্য বিধায় তাঁহাদিগকে একদেশ-দর্শী কহিতে পারা যায় না। নাস্তিক, কর্ম্মী, শাক্ত, বৌদ্ধ ও সাংখ্যগণ চিৎপদার্থের অনুসন্ধান লাভে অসমর্থহেতু তাহারা তত্ত্বদর্শন বিহীন মানবগণের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু চিদ্বস্তুর ইঙ্গিতপ্রাপ্ত ব্রহ্ম ও পরমাত্মববাদীগণ, তত্ত্বমহাভাগবতের সদ্ভাবে এবং ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা না থাকাহেতু সৎ চিৎ ও আনন্দরূপ শক্তিত্রয়

বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত মূর্ত্তি দর্শনে অক্ষম, তাঁহারা তাহাই প্রকৃতপক্ষে একদেশদর্শী। একদেশ দর্শীগণ যদি নিজ দুর্ব্বলতা স্বীকার করত ভক্তাভাসানুকরণে রোদন করেন, তাহা হইলে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট স্বীয় মূর্ত্তি ব্যক্ত করিতে পারেন; কিন্তু গর্ব্বিত হইয়া যদি বিবেচনা করেন যে তাঁহারা সমাক্ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিতে অনুমানবলে হন, তাহা হইলে উত্তরোত্তর ভগবৎ চরণে অপরাধী হইতে থাকেন। অপরাধ-হেতু যাহারা ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হন নাই তাহারা মায়াদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় দ্বারা বিষয়ে অধিকতর আসক্ত ও ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন এবং যাহারা তীব্র বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মধামে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারা তত্রত্য ব্রহ্মতেজ দ্বারা কবিভূত হইয়া জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব বিবর্জ্জিত অবাঙ্মনস প্রকৃতিতে লীন হইবেন ও প্রলয়ান্তে যখন পুনঃ সৃষ্টির আরম্ভ হইবে সেই সময় তাহারা পুনরায় মর্ত্ত্যধামে আগমন করতঃ নবোদ্যমে বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হইবেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ
ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা শ্রীভগবানের মূর্ত্তিকে অবজ্ঞান করিবেন তাহারা ভক্তমূর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে না পারায় অতি কষ্টে পরম পদরূপ ব্রহ্মধামে গমন করিয়াও অধঃপতিত হইবেন।

একদেশদর্শীগণের সিদ্ধান্ত যে দোষযুক্ত তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইবে—

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

গত ৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমানজেলার নবদ্বীপ নামে খ্যাত কুলীয়া নগরে শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর রাসযাত্রা উপলক্ষে সমাগত যাত্রীগণের সহ তত্রস্থ গোস্বামী উপাধিধারিগণের যে লীলা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলাম তাহা আমি করিতে পারা যায় না। আমার লিখিত এই লিপিখানি, গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করতঃ আমার হৃদয়স্থিত হরষের আত্মাত্মিক বেদনা বিদূরিত করিবেন এই আশায়, ডাকযোগে প্রেরিত হইল।

২। কলিকাতা সহরে বারবনিতাগণ যেরূপ সুসজ্জিতা হইয়া নিজ নিজ গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকে এবং নানাপ্রকার হাব ভাব দ্বারা পথিকদিগের চিত্ত আকর্ষণকরতঃ তাহাদিগের ধনে লোভ করে অধিকন্তু সেইরূপ মোহন প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক কুলীয়ানগরস্থ আধুনিক মহাপ্রভুর বাড়ী ও শ্রীবাস-অঙ্গন যে দুইটী পথের উপর অবস্থিত তাহাদের উভয়পার্শ্বে বিরাজিত যাবতীয় দেবালয়ের সেবাধিকারী গোস্বামিবৃন্দ ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ দেবালয়ের প্রবেশদ্বারে বিলক্ষ মালায় বিভূষিত হইয়া রাসোৎসব দর্শনার্থে আগত যাত্রীগণের চিত্তাকর্ষণোদ্দেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। চিত্তাকর্ষণের সুবিধা হইলে চিত্ত করিয়া কোন কোন দেবালয়ের বহির্দেশকে, থিয়েটার গৃহগুলিকে যেরূপ বিজলীর আলোকমালায় বিভূষিত করা হয় তদ্রূপ গ্যাসালোকে এবং লাল নীল শ্বেতাদি বর্ণের কাগজ নির্ম্মিত পত্র পুষ্প ও মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সরলমতি যাত্রিগণ ঐ প্রকার সুসজ্জিতভাব দর্শনে একত্র স্বভাবতঃ এইটী প্রধান দেবালয়, ওটী প্রধান দেবালয়" ইত্যাকার বুদ্ধি পোষণ করিতে বাধ্য হইতে ছিলেন, তাহার উপর দেবালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কৃত্রিম যাত্রীদিগকে সরলবলে মন্দিরের ভিতর ঘন ঘন যাতায়াত করিতে দেখিয়া এবং "এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঠাকুরবাড়ী, ইহার সমান আর পবিত্র স্থান নাই এখানে যেটি কিছু অর্থ" ইত্যাদিরূপ কথোপকথন করিতে দেখায়, তাহারা অধিকতর আকৃষ্ট হন। সমীপবর্ত্তী যাত্রিগণের মধ্যে যাহারা আকৃষ্ট হইয়াও হঠাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে কখনও বা চাতুরীর দ্বারা এবং কখনও বা বলপূর্ব্বক টানিয়া দেবালয়ের ভিতরে প্রবেশ করান। পূর্ব্বাপেক্ষা এবৎসর ২।১টী নূতন দেবালয়ও দেখিলাম এবং ঐ নবনির্ম্মিত

দেবালয়ের প্রত্যেকটী বস্তু মূল্যবানে গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বহু অর্থ ব্যয়িত করিয়া সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য যে সরলমতি ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করতঃ অধিকতরভাবে অর্থ সংগ্রহ করা উহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৩। ভেটস্বরূপে সংগৃহীত অর্থের যৎসামান্য অংশ ভগবৎসেবার্থে নিয়োগ করিয়া বাকী বৃহৎ অংশটীকে কর্ত্তৃপক্ষগণের স্ব-সেবায় ব্যয়িত করায় ভগবদ্ধনের অপব্যবহার করা হয়, তাহা শুদ্ধভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। উহা অপরাধ-মূলক সকাম ভক্তির মধ্যে গণ্য এবং তদ্দ্বারা কখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। কোথায় "যার খাইয়া প্রেম বিতরণ" আর কোথায় ভক্তিরসাশে বণিকের ন্যায় অর্থার্জ্জন চেষ্টা। এই কুলীন বাসী গোস্বামিগণের বণিকবৃত্তিকে, যাহারা ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যতাদোষ লক্ষণোপেত বৃত্তির সহ সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করেন তাহারা ভ্রান্ত। অতএব, হে সরলমতি ব্যক্তিগণ! আপনারা ভ্রান্তি পরিত্যাগ করুন এবং অদ্য হইতে উক্ত গোস্বামি-দিগের বৈষ্ণবৃত্তি লক্ষ করিতে থাকুন। ব্রাহ্মণই যখন অন্য বর্ণের গুরু, তখন ঐ ব্রাহ্মণ সন্তান সজ্ঞায় সজ্জিত বণিক-গণের নিকট ভক্তিলাভার্থে গমন করিবেন না। যদি ভক্তিলাভের বাসনা হয় তাহা হইলে গঙ্গার অপর পারে শ্রীধাম মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর নামক যোগপীঠে গমন করুন। তথায় "যার খাইয়া প্রেম বিতরণ লীলা" সাক্ষাৎ দেখিবেন এবং প্রতারিত হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। "অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গৌর রায়।" যদি সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, সেই শ্রীমায়াপুর স্থানে কোন দিন না কোন দিন অনুচরবর্গসহ কীর্ত্তনকারী শ্রীগৌর নিত্যানন্দের দর্শন পাইবেন।

৪। শুনিলাম কুলিয়ার শ্রীমন্মহাপ্রভু বাটীর অর্চ্চা মূর্ত্তির নিকট দর্শকগণ ভক্তিপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ যে প্রণামী দেন তাহা জনৈক মণিপুর-নিবাসী বেষধারী ভক্তের উদ্যমে গঠিত কমিটী কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ভগবৎসেবায় ব্যয়িত হয় এবং প্রবেশদ্বারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে পাঁচ আনা হিসাবে বলপূর্ব্বক যে ভেট আদায় করা হয়, তাহার ষোল আনাই নাকি পূর্ব্ব সেবাইতগণ নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনার্থে লাভ করিতে অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া-ছেন। কমিটীর সেবকগণ যখন গুরুদেবের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা কি কারণে যে বর্ত্তমান প্রধান পদ্ধা প্রবেশদ্বারের ভেটটীকে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত না করিয়া অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মহাপ্রভুর নামে প্রদত্ত ভেট দ্বারা তৎসেবার পরিবর্ত্তে, অন্য উদ্দেশ্য কার্য্য করা হইলে, যে গুরুতর অপরাধ হয় তাহা উক্ত বেষধারী ভক্তমহোদয় কি অবগত নহেন?

৫। শ্রীযুক্ত যদুনন্দন গোস্বামীনামে খ্যাত জনৈক কুলিয়াবাসী গোস্বামীর দেবালয়, মহাপ্রভুবাড়ী যাইবার গলি বড় রাস্তার যে স্থান হইতে নির্ণীত হইয়াছে, তাহারই সন্নিকটে অবস্থিত। গোস্বামী মহাশয় আপনাকে শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্যের বংশোদ্ভূত বলেন এবং বিগ্রহদর্শনের জন্য যে ভেট লওয়ার প্রথা কুলিয়াতে প্রচলিত আছে তাহার পক্ষপাতী নহেন। অতএব বিনা ভেটে তাঁহার ঠাকুরবাড়ী দর্শন করা স্থির শুনিয়া ৩ জন বন্ধুসহ আমি, উপরিউক্ত দিবসে নগর ভ্রমণানন্তর রাত্রি ৯টার সময় তথায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে কিঞ্চিৎকাল বসিতে অনুরোধ করায় আমরা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম। উপবিষ্ট হইলে পর তিনি ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথা হইতে জানিলাম যে আউল, বাউল, সখী-ভেকী ইত্যাদি-প্রকার ধর্ম্মধ্বজীগণকে যাঁহারা নিকৃষ্টশ্রেণীভুক্ত করেন তাহাতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু গোস্বামী সন্তানগণের অদ্বৈত আচরণ ও অর্থাৎ সোনারঙ্গা বস্ত্র না করিতে পারিলে তাহাই দোষাবহ ব্যাপার বিবেচনা করেন। শ্রীরূপ সনাতনাদি ছয় গোস্বামিদিগের প্রবর্ত্তিতমতে তাহার আত্যন্তিক শ্রদ্ধা আছে ইহা জানাইলেন। তাঁহার ধারণা যে সেই গোস্বামী প্রভুদিগের বংশধরগণের আত্মায়, সংক্রামকব্যাধির ন্যায় অধস্তন বংশধারায় শুদ্ধাভক্তি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে সমাদর করা শুদ্ধ ভক্তের উচিত। যোষিৎসঙ্গজ বংশধারার অনাদর করিলে শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম হইতে ভক্তগণ চ্যুত হইয়া পড়িবেন। যে

গোস্বামি-সন্তানগণ ছোট হইতেছেন তখন তাহাদের ভক্তিপথে চলিতেছেন তাহাদিগকে যদিও তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে আদেশ করেন না, তথাপি সেই জাতিগোস্বামী বিধর্ম সর্বস্ব সমস্ত ক্ষুদ্র সন্তানের ন্যায় উপেক্ষার নয় বরং তাহাদিগকে উদাসীন গোস্বামী না বলিলে ধর্মচ্যুত হইতে হয়। আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম যে স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ করিতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিষেধ করিয়াছেন এবং যদি কোন গোস্বামিসন্তান বা অন্য কাহাকেও উক্ত বিধি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায় তাহা হইলে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে তাহাকে ত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য। আমার কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন শ্রীবাস ভক্তবর গৃহস্থ ছিলেন এবং তাহার সঙ্গ করলে কেন ভক্তিরহিত হয় তদ্রূপ পত্নী-পুত্র প্রভুসন্তানের সঙ্গ পরিত্যাজ্য না হইয়া বরং অবলম্বনীয় হওয়াই উচিত। ইহার উত্তরে আমি বলিলাম যে বৈষ্ণবগণের দুই ভজনীয় বস্তু। সেই স্ত্রী যখন কৃষ্ণভক্তির বস্তু, তখন তিনি উত্তর চিদ্বস্তুরূপে অর্থাৎ গৃহমেধী। তাঁহার সহিত গৃহস্থ বৈষ্ণবের তুলনাই হইতে পারে না। গৃহস্থবৈষ্ণব অসদাভিনিবেশশূন্য কৃষ্ণৈকপ্রাণ এবং তাহার সঙ্গ গৃহমেধীর ন্যায় দুঃসঙ্গ নহে। অতঃপর শাস্ত্র ও যুক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া কিংবদন্তী আশ্রয় করতঃ তিনি বলিলেন যে সিদ্ধ চৈতন্যদাস ও ভগবানদাস বাবাজি যে কোন গোস্বামী-সন্তানকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন কেন এবং তাহাদিগের আচরণ কি জীবের অনুকরণীয় নহে? আমি বলিলাম যে উহা তাঁহারা বাৎসল্যভরে গোস্বামি-সন্তানগণের ভজনবৃত্তিতে উৎসাহ দিবার জন্য করিয়া থাকেন মাত্র। শ্রীচরিতামৃতের লিখিত বিপরীত বাক্য কখনও মহাভাগবত কর্তৃক কথিত হইতে পারে না। "যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার" ইত্যাদি বাক্যে বিরাগই অভক্তকে ঘৃণাপদার্থ বিশেষ মনে করিবার উপদেশ দেওয়া আছে। অবশেষে যখন দেখিলেন যে তাহার আর কোন কথাই টিকিতেছে না তখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন শাস্ত্রীয় শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণ দীনতাবর্জিত এবং সেই জন্য তাহারা কাপট্যপূর্ণ তৃণাবপি সুনীচ হইতে পারিবেন না এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত কৃষ্ণ প্রেমরূপ পরম প্রয়োজন লাভে বঞ্চিত হইবেন। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম যে শ্রীল নরোত্তমপ্রভু কৃষ্ণদ্বেষী জনের প্রতি ক্রোধ-প্রদর্শনের আদেশ করিয়াছেন যাহার লক্ষণে ভক্তিলতা শুষ্ক হইতে থাকে। অতএব কেবল ভক্তেরই শরণগ্রহণ কর্তব্য। অভক্তের নিকট হইতে তৃণাদপি লোকের কদর্থ গ্রহণ করিতে গেলে তাহাদেরই অমঙ্গল হইবে। দেহ ও মন অনিত্য পদার্থ এবং আত্মা তদুভয় হইতে পৃথক্ নিত্যপদার্থ। আত্মাও অনাত্মার বিবেকভাবে গোস্বামী মহাশয় তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত। আমার কথা শ্রবণানন্তর, অভিমানে স্ফীত প্রভুসন্তানটী, হয় অবজ্ঞিত লাভ করিয়াছেন, না হয় "যে তিমিরে সে তিমিরেই" পড়িয়া আছেন। বুঝিয়া থাকিলেও প্রতিষ্ঠাশানির ভয়ে তিনি তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিলেন না। শ্রীভগবানের নিকট আমি কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি যেন আর, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিন্দা না করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মে যেন তাহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কবে তাঁহার মুখ হইতে শুদ্ধভক্তের প্রশংসা শুনিব এই আশায় নীরবে বসিয়া রহিলাম। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।
হেড্ক্লার্ক, ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক
ম্যানেজারের আফিস, ধানবাদ,
জেলা মানভূম।

প্রশ্নোত্তর।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

বৈষ্ণবোচিত সম্মানপূর্বক নিবেদনমিদং। নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করিয়া আমার ও পাঠকগণের সন্দেহ নিরসন করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

১। পরমার্থের অর্থ কি? আবার অর্থই অনর্থের মূল, ধর্ম অর্থ, এই অর্থই বা কি?

২। বেদের যে মহাবাক্য প্রণব মন্ত্র জপ কীর্ত্তন বা সাধন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে কি না? এবং ঐ উপায়ে কৃষ্ণ দাসাত্বরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান উদিত হইলে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হইতে পারে কি না?

৩। ব্রহ্মই ত সব্ বস্তু, সেই সব্ বস্তুর (ব্রহ্মের) যে সাধনা করে সেই ত সাধু, যাঁহারা প্রণবের সাধনা করেন বা ব্রহ্মের ধ্যান করেন তাঁহাদের বিষয় ভোগ স্পৃহা নিবৃত্ত হইলে সেই প্রথিতনামা পরমহংসগণের পদাশ্রয়ের দীক্ষা গ্রহণ করিলে পরমার্থ পথে যাওয়া হয় কি না?

৪। পঞ্চোপাসক শৈব শাক্ত বৈষ্ণব আদি সকলেই ব্রহ্মা হইতে গুরু দিয়া পারম্পর্য্যক্রমে ত মন্ত্র চলিয়া আসিতেছে তাহা হইলে তত্তদেবতার তত্তন্মন্ত্র আমার পারম্পর্য্যক্রমে আগত বলা হইবে না কেন?

৫। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ (মোক্ষকামিগণের মধ্যে) বদ্ধ জীবগণকে দয়া করিয়া মন্ত্র দিয়া সাধন পথ দেখাইয়া উদ্ধারের পথ প্রদর্শক গুরুর কার্য্য করেন; ইহাতে গুরু পারম্পর্য্য চলিয়া আসিতেছে কি না?

৬। যদি কোন পঞ্চোপাসক বৈষ্ণব দিবা ঐকান্তিক ভাবে গৃহে শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরভাবে অর্চ্চনা করেন ও হরিনাম আশ্রয়ে কীর্ত্তনে রত থাকেন ও ভোগ ইচ্ছা পরিহার করেন, তবে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাঁহার সঙ্গ করিবেন কি না বা তাঁহাকে শুদ্ধ ভক্ত বলা হইবে কি না?

৭। অগ্নি জল সূর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা হয় যখন ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা নিষিদ্ধ, তখন অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ বস্তুর কৃপালাভের উদ্দেশে সূর্য্যাদি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি হইবে কি না?

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী গোস্বামিগণ কি "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র নির্ব্বন্ধ করিয়া জপ করিতেন কিম্বা অন্য কোন প্রকার ভজন করিতেন?

৯। শুনা যায় রামে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব, যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোস্তু তে॥ তাহা হইলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া শিবকে আরাধনা করিলে প্রেমভক্তি লাভ হইবে কি না?

১০। যে কোন লোক ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে পত্র পুষ্প ফল মূল জল দিলে তিনি গ্রহণ করেন (গীতা) অদীক্ষিত ব্যক্তি বহুরাত্রী প্রভৃতি ব্যক্তি দিলেও কি তিনি গ্রহণ করেন?

শুদ্ধ বৈষ্ণবানুগত
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

১। অর্থ শব্দে প্রয়োজনকে বুঝায়। পরমার্থ শব্দে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া স্থূল দেহ ও মনকেই আমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাঁহারা দেহ ও মনের উপযোগী প্রয়োজন অনুসন্ধান করিতে গিয়া লৌকিক বা ব্যবহারিক স্মৃতিকেই অর্থ বা প্রয়োজন মনে করেন। স্মৃতিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে। তজ্জন্য অতিপর ব্যক্তি পরমার্থ পথ পরিহার করিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তপথ গ্রহণ করেন। আর যাঁহারা তাদৃশ প্রয়োজন বা অর্থকে অনাত্মচেষ্টার প্রয়োজন নয় জানেন তাঁহারা ঐ প্রকার স্মৃতির অর্থ ছাড়িয়া পরমার্থের অনুসন্ধান করেন। পরমার্থিগণ শ্রীভাগবত পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই পাঠঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং; এবং ন বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতো ভক্তি রধোক্ষজে। অহৈতুক্যব্যবহিতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি প্রভৃতি পরমধর্ম্ম বা পরমার্থের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অর্থ শব্দে ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হয়, যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃ শ্লোকীতে মায়ার সংজ্ঞা নিরূপণে আমরা দেখিতে পাই যে ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ। এখানে অর্থ শব্দে অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। জড়ভোগময় জগতে যাহাকে আমরা ভোগের বস্তু বা প্রয়োজন বা অর্থ বলি তাহাই অনর্থ এবং তাদৃশ অনর্থই আমাদিগকে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া অন্বয়জ্ঞানকেই মলিন

বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন করায়। এজন্য লৌকিক প্রয়োজন বা ঈশ্বরবৈমুখ্যে অবস্থিত জীবের কামনাই জীবকে উত্তরোত্তর ঈশ্বর সেবা হইতে বঞ্চিত করে। ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রয়ী বদ্ধজীবের ভোগায়তন। সেই 'অর্থ' ভক্তি স্বরূপ উপলব্ধি হইলে নিত্যের তুচ্ছ অনিত্যের জন্য চেষ্টা বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহাতে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ক্ষয়ের নশ্বর কামচরিতার্থ হয় তাদৃশ অর্থ নিত্যভাবানুদ্দেশক নহে।

২। বেদের মহাবাক্য প্রণব। প্রণব হইতে বেদশাস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে। উহাই অনন্তসংহিত ভগবন্নাম। বীজীভূত অবস্থায় উহার অবস্থান। প্রণবাদির প্রণবই শ্রীভগবন্নাম। তাহাই কীর্তনীয় ও জপ্য। প্রণবাদির জপ ও গায়ত্রীমুখে কীর্তনের ব্যবস্থা আছে। অধিকার ভেদে জন সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রণব সাধন করিতেন কিন্তু কলিতে জীবের অধিকার হ্রাস হওয়ায় শ্রীনামের সর্বশক্তিমত্তায় উপযোগিতা বিশেষরূপে আবশ্যক। যোগিগণের পারঙ্গতগণ প্রণবাদির জপ ও কীর্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন কিন্তু যোগিগণের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্, অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। মুক্তকুলসেবন যদ্বৎ তথাদ্যাত্মা ন শাম্যতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে বস্তির আবশ্যকতা বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার কালে যদি হিংস্র পশুর হিংসায় পতিত হইতে হয় তাহা হইলে তাদৃশ পন্থার ফলপ্রাপ্তি দুইটি হইয়া পড়ে। সেজন্য আক্রমণযোগ্যাবস্থায় যাহাতে অতিরিক্ত হইবার অবকাশ পাওয়া যায় তাহাকেই অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থা বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো। যাঁহাদের প্রণবাদি জপমুখে সাক্ষাৎ মুকুন্দ সেবাবিষয়ক সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয় তাঁহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু প্রণবোচ্চারণ অধিকার অপেক্ষা করে। অধিকারী এবং অনধিকারী উভয়েই নাম-কীর্তনাদিতে সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। গীতা বলেন তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। যেকালে বিঘ্ন কম ছিল সেকালে প্রণবাদি সাধনে জীবগণের কল্যাণ সাধিত হইত কিন্তু কলিপ্রাবল্যে অসমর্থতা আলস্য প্রভৃতি নানা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রণবোক্ত বেদশাস্ত্রকে কর্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায় যেরূপ ভাবে গ্রহণ করেন তাহাতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করা বিষম দুর্ঘট অথচ শ্রীনাম-ভজনে কর্মী ও জ্ঞানী উভয়েই সেরূপ উৎসাহ বিশিষ্ট নহেন।

৩। ব্রহ্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ তাহার অধিষ্ঠান কাল্পনিক নহে। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু হইলেও চিন্মাত্র বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন তাঁহারা ব্রহ্মকে দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টার সহিত একীভূত সম্বন্ধ বলেন। ধারণাকারী, ধারণা ও ধারণার বস্তুর বিভিন্ন অধিষ্ঠানের নিত্যাবস্থান না থাকায় উপাসনার অনিত্যত্বহেতু সাধনের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নির্বিশিষ্ট ব্রহ্মের পরম-হংসের ধারণার কোন সাধন, ধ্যান বা গুরুশিষ্য বা লীলা প্রভৃতির স্থান নাই। ব্রহ্মের কোন পরমার্থপর থাকা উচিত নহে। ব্রহ্ম জ্ঞেয় বস্তু হইলেও তাঁহার নিত্যাধিষ্ঠানে অস্তিত্ব ও আনন্দবৃত্তিদ্বয়ে উদ্ভাসিত সততযুক্ত ও ভজন বলিয়া ভাবসমাবেশ থাকিতে পারে না। এইকারণে ভগবানের অসম্যক আবির্ভাব ব্রহ্মকে ও তদ্বিষয়ক সম্বন্ধকে ভাগবৎসন্দর্ভনামে শ্রীজীবগোস্বামী অভিহিত করেন। যাঁহারা প্রণবের সাধনে ব্রহ্ম সাধিত হয় মনে করেন তাহারা অসিদ্ধ এবং সাধনফলে সিদ্ধিকালে সাধন সাধক সাধ্যের অধিষ্ঠান না থাকায় সিদ্ধ ব্যক্তি গুরুর অভিমান করিতে পারেন না। শিষ্য ও গুরুর মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ না থাকায় সাধন বা ধ্যানাদির আবশ্যকতা নাই।

৪। কামনাযুক্ত উপাসকগণের বিভিন্ন দেবতা গুণাবর্ণিত ও নিত্যস্থিতিবিশিষ্ট নহে। সাধকের হিতার্থে কল্পিতমূর্তি-গুলি বিনষ্ট হইলে নির্বিশেষ ব্রহ্মের অবস্থান। তাহাদের মন নিত্য নহে, উপাসনা ও নিত্য নহে। মন্ত্র ও দেবতার মধ্যে মায়ার ব্যবধান থাকায় উহা কালাধীনে সৃষ্ট ও কালকোভা সুতরাং অকাম ঐকান্তিকভক্তের উপাস্যবস্তুর সহিত তত্তদ্দেবতার সম্বন্ধ নাই। আত্মার পারম্পর্য্য প্রভৃতি বিচার সমূহ কামনাযুক্ত দেবতা ও মন্ত্রের নিত্যত্ব স্থাপনে

ব্যাঘাত করে। ঐ গুলি নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য নহে। অনিত্যোপাদনা, অনিত্যোপাস্ত ও অনিত্যোপাসক আত্মার ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। তাহা নিত্য সনাতন ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম হইতে ঐ সত্য আগত নহে। উহা নিখিত হইতে বহিঃপ্রজ্ঞাপ্রসূত চেষ্টামাত্র, সুতরাং নিত্য আত্মধর্ম্ম নহে।

৫। মোক্ষকামিগণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমুখে যে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হন, তাহাই তাঁহাদের জীবদ্দশায় বদ্ধতার পরিচায়ক। তাঁহারা অপরকে উদ্ধার করিতে পারেন না। নিজের উদ্ধার যিনি করিতে না পারিয়া অপরকে স্বের সৃষ্টি করেন এবং তাহাকে বিপথগামী করাইবার প্রয়াস পান তিনি আবার গুরুর কার্য্য কি প্রকারে করিবেন? তাঁহাদের গুরুপুরম্পর্য্যে বাস্তব নিত্য সত্যের অভাব আছে। সাধন ও সিদ্ধি বা উপায় ও উপেয় সম্বন্ধে যখন তাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য্য নাই তখন সেইরূপ চাঞ্চল্য দ্বারা পরমার্থ অর্জ্জিত হইতে পারে না। অনিত্য জগতের পরিণাম-বিশেষেই উহা পর্য্যবসিত হয়।

৬। পঞ্চোপাসক বৈষ্ণব ঐকান্তিক নহেন। অন্য দেবোপাসনা ঐকান্তিকতার হানিকারক। কামনামূলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা বদ্ধজীব বিষ্ণুতর্পণ ছাড়িয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণ করে। যে কালে নিজেন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়িয়া দেয় তখনই মুক্তজীবের নিত্যবৃত্তি বিষ্ণুভক্তি প্রকাশিত হয়। হরিভক্তির অভাব হইতেই অন্যোপাসনা ও তাহার ফল ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সুখদুঃখ ভোগ। যেকালে জীবের বিষ্ণু-সর্ব্বেশ্বর এই জ্ঞানোদয় হয় তৎকালেই নাম ও নামী অভেদ বলিয়া উপলব্ধি করেন। ভোগ ইচ্ছা বিগত হইলেই জীবের বিষ্ণুভক্তি দেখা যায়। ইন্দ্রিয়তর্পণকে যাহারা ভক্তি বলিয়া স্থাপন করেন তাহাদিগকে প্রকৃত সহজিয়া বলা হয়। তাহারা বৈষ্ণব বা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।" যাহারা অসৎসঙ্গ প্রার্থী তাহাদের সঙ্গও বৈষ্ণবগণ করেন না।

৭। জীব স্বরূপেই বৈষ্ণব। সুতরাং সূর্য্যাদি দেবতা বিষ্ণুভক্ত এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে সূর্য্যাদি দেব দ্বারা বিষ্ণুপূজা করাইবার জন্য ভক্তের প্রবৃত্তি হয়। তাঁহাদিগকে অবজ্ঞান করিতে গিয়া বৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া অবান্তর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য লোক দেখান বিষ্ণুভক্তি প্রদর্শন করেন না। অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অধোক্ষজ সেবাই আত্মার প্রসন্নতা সম্পাদন করে। অন্য কোন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বিষ্ণুসেবা হইতে পারে না। বিষ্ণুভক্তি রহিত হওয়া দুষ্টির অপর নামই অনর্থ। অর্থ শব্দে বিষ্ণু অনর্থ শব্দে যাহা বিষ্ণু নহে সুতরাং বিষ্ণুসেবা বাদ দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই কোন ক্রমেই বিষ্ণুভক্তি বলা যায় না।

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বে শ্রীহরিবাসঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকেই সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৯। সপঞ্চক শিবাদি দেবতাকে মোক্ষকামী ও ভোগকামী ব্যক্তিগণ ভজন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকামী সূর্য্যকে, অর্থকামী গণেশকে, কামকামী দেবীকে ও মোক্ষকামী শিবকে উপাসনা করেন। সত্ত্বগুণবিশিষ্টজন সূর্য্যকে, সত্ত্ব তমোগুণযুক্ত গণেশকে, রজস্তমোগুণযুক্ত দেবীকে ও তমোগুণ বিশিষ্ট আপনাকে শিবোঽহং বলিয়া পূজা বিধান করেন। বৈষ্ণব শম্ভু বা গোলোকে অবস্থিত সদাশিব বা বিষ্ণুপীঠের পরিকর বলকে প্রাপঞ্চিক দেবজ্ঞান করিতে হইবে না। ভোগাদরের উদ্দেশে যে সকল দেবতাকে কল্পিত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণের সাহায্যকারী বস্তু বিশেষ জ্ঞান করেন তাহাদের দ্বারা আত্মনিত্যধর্ম্ম প্রেমভক্তি লভ্য হয় না।

১০। ভক্তি নিত্যা ও পবিত্রা তাহাতে কামনা স্পর্শ করে না। এমনকি পাশ্চাত্যদেশেও খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে দশটী আদেশের মধ্যে ঈশ্বরের নাম বৃথা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না বিধি দেওয়ায় সকাম বাসনা নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক অর্থাৎ অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদি নিজ স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া হরিসেবনোদ্দেশে যে যাগ প্রকাশরূপে প্রদান করেন তাহা ভগবান গ্রহণ করেন। অসীমিত ব্যক্তির ভক্তি নাই বলিয়া বা বহুদেবতাশ্রী ব্যক্তি নিষ্কপট ঐকান্তিক নহে বলিয়া ভগবান্ তাহার কোন যজ্ঞ গ্রহণ করেন না।

"নিবেদন।"

"চক্ষুদান দিলা যেই জন্ম জন্ম পিতা সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে সেই কৃষ্ণ ব্যক্ত জগতে
এই গুরু চৈতন্য মহত॥"

ভক্তবন্ধু শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়েষু—

আদি হইতে গৌড়ীয়ের গ্রাহক না হইলেও প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে গেল, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও নির্ম্মৎসর ধর্ম্মনীতি পূর্ণ এবং নানাপ্রকার উপাধি মণ্ডিত ভক্তগণের নাম সম্বলিত গৌড়ীয় পত্রখানি মাসে মাসে দেখিয়া মনে নানাপ্রকার তোলপাড় করি। অনেকের মুখে কটাক্ষের উক্তিও শুনিতে পাই। উহারা আবার কেমন বৈষ্ণব, তাহাদের বৈষ্ণব কেন নিজ মর্য্যাদা এবং বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবেন? যাহা হউক আমার মত অনভিজ্ঞের পক্ষে এটা আশ্চর্য্য নয়।" কারণ আমাদের দেশে—

"চলনসই গালাগ কবি, ছোব কপনী আর তিলক মাটী,
তবেইত বাবাজী খাঁটী।"

এই প্রকার বৈষ্ণবেরই যখন প্রাধান্য বিস্তার পাইয়াছে, তখন আর ঐরূপ মনে করিবার দোষ কি? আমি অতি দুর্বৃদ্ধি নানাপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমার গৌড়ীয়ের নিকট কিছু প্রশ্নোত্তর সাদর গ্রহণের ইচ্ছা। আশা করি বঞ্চিত হইব না।

গত বৎসরের ভবিষ্যতের উক্তিটা বারেক মাত্র আমার নিকট আনন্দপ্রদ ও সুখকর মনে হইত। এবার দেখি তত তিনি সাদর অনুরোধের চক্ষু উন্মীলনে নিযুক্ত হইয়া নিজ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সাধারণতঃ দেখিতে পাই চিঠিপত্র ও দরখাস্ত প্রভৃতির প্রথমেই নিবেদনমিদং এবং সর্ব্বশেষে ও নিবেদন ইতি থাকে। আবার বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ও শুদ্ধ ভক্ত হইতে হইলে ও শ্রীগুরুকে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন এবং ভজনমন্ত্রে সমস্তই নিষ্কপটে ভগবৎ পক্ষে নিবেদন করিতে হয়। তাই আজ এই সবৈষ্ণব বিনীত নিবেদন সহ গৌড়ীয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া কতীয় প্রিয় পাঠক পাঠিকা শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হইলাম। আশাকরি সকলেই সকরুণ কৃপা অবলোকনে দাসকে কৃতার্থ করিবেন।

বিগত ১০ই কার্ত্তিকের গৌড়ীয় পত্রে ফরিদপুর জেলার বাটীকামারি নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তিনি যে এই সকল প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা বস্তুতঃই জগতের মঙ্গল বিধান করিবে। আশাকরি আমি প্রশ্ন গুলির প্রায় সমস্ত উত্তরই ক্রমশঃ দিতে পারিব। কারণ আমি সেই কাকড়ের মাঠে গৌরজন্মভূমি আবিষ্কারকদের সহিত মিশিয়া তথায় জমি লইয়া বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে বাস করিতে পারিতেছি না। সেই সকল মহাত্মাদের বাড়ীর পরম বিশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী ঐ কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়া যে নানা শ্রেণীর লোকের প্রভূত উপকার ও স্বার্থসিদ্ধির বিধানে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ যথা-যথভাবে ক্রমে জানাইব। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ঐ বাবাজীদের সহিত দুঃসহ শৈত্য বৃষ্টি জল ঝড়, অতিক্রম করিয়া যথেষ্ট অর্থব্যয় সহকারে অদম্য উৎসাহের সহিত শারীরিক মানসিক পরিশ্রম পূর্ব্বক নিজের এবং অন্যের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের বাড়ী ঘর প্রস্তুত করান জমি বাগা ও টাকা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নানাপ্রকার কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া এখনও ভোগ করিতেছি। প্রশ্নকারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি কৃপা পূর্ব্বক বারেক শ্রীচরণ দর্শন দেন তাহা হইলে সাক্ষাতে আদ্যোপান্ত যাহা জানি দলিলাদি প্রমাণ সহ সমস্তই জানাইতে পারিব। নচেৎ ক্রমে ক্রমে প্রশ্নের উত্তর গৌড়ীয়তে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। ঐ পত্রের ১৭ প্রশ্নে "মাহাত্মা উপলব্ধি কারক প্রবন্ধ লেখকের নাম ও পরিচয়" জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে? তাহার উত্তর আমার মনে হয় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী নিজে কিম্বা অনুগত কোন মহাত্মার দ্বারাই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখাইয়াছেন। ১৮ প্রশ্নের

উভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি নিরূপণকারিগণ নিরূপণ প্রকাশের পূর্ব্বেই তথায় যথেষ্ট ভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ভূম্যধিকারীগণের নানাপ্রকার স্বার্থ ও ভাব বৃদ্ধির ভাব লইয়াছিলেন। লিখিতে লিখিতে পুতুল খেলার কথা মনে পড়িল। আগে সেই গল্পটাই করে নেই।

শিশুকাল অন্তে বালক বালিকাগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিগণে মিলিত হইয়া পুতুলাদি সহ বেশভূষায় ঘরে জড় জগতের ব্যবহার অনুকরণ করিয়া নানাপ্রকার ক্রীড়ার অভিনয় করিয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ডের মাটীকে সুস্বাদু অন্নাদি, বাঁশের ঘুনকে সুমিষ্ট চিনি ও বৃক্ষাদির পাতাকে নানাপ্রকার মূল্যবান্ খাদ্যসামগ্রী ছলে কতপ্রকার খেলায় রত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ঐ খেলায় সামগ্রীতে পেটভরে না বা প্রকৃত সুখ হয় না। প্রকৃত ক্ষুধা নিবৃত্তি ও মনের জন্য বাড়ীতেই মাতাপিতা বা অভিভাবকদের নিকট যাইতে হয়। কিন্তু তাহাদিগকে ঐ প্রকার খেলাতে কোন প্রকারে বাধা দিলে তাহারা বড়ই কষ্ট অনুভব করে। পরে যখন যৌবনকাল প্রাপ্ত হইতে থাকে ইন্দ্রিয়াদির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহাদির দ্বারা মায়িক সংসারে প্রবিষ্ট হয়; তখন আর ঐ পুতুল খেলার দিকে মন যায় না। সেইরূপ এই মায়িক সংসারে জড় দেহ লইয়া জড় জগতের অনীক সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরমার্থ জগতের সদ্গুরুর আশ্রয় না করিয়া অসদ্গুরুকে ওকস্থানে বা অনিত্য সামাজিক গুরু পুরোহিত অবলম্বনে অসৎ সেবা ও করুণা ভক্তিপাদির দ্বারা পরমার্থের কোনই কার্য্য হয় না, বা প্রকৃত ভগবৎপ্রেম আস্বাদন করা যায় না। তাহার একটী ভাল গল্প বলি,—সম্পর্কে আমার এক দাদার একটী মাত্র কন্যারত্ন। দাদা তাহাকে ভবানী বলিয়া ডাকেন, বৌদিদি কমলা বলিয়া ডাকেন, আমি তাহাকে কমলিনী ও মাঠাকরুণ বলিয়া ডাকি। কমলিনী আমাকে কাকা বলিয়া ডাকে, দাদা এবং বৌদিদি আমাকে বাৎসল্য সহকারে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখেন। বাল্যাবস্থায় কমলিনী যত্নের সহিত একটী বিড়াল ছানা পালন করে; বিড়ালটী পুরুষ জাতীয় হইলেও কমলিনী তাহার নাম মালতী রাখিয়াছিল। আমরা বলত করিয়া বলিতাম কমলিনী মালতী যে তোমার ছেলে উহাকে মালতী চরণ বলিয়া ডাকিও। মালতী কমলিনীর প্রাণাধিক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মালতীর যে কতদূর আদর যত্ন ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। বাড়ীর গুরুঠাকুরকে ফেলিয়া বড় মাছের মুড়াটা মালতীকে দিলেই ভাল হইত। গৃহিণীর সেবা না করিয়া মালতীকে সেবা করিলেই অধিকতর আনন্দ হইত। মালতীকে কেহ আদর না করিলে বা ভালবাসা প্রকাশ না করিলে কমলিনীর লজ্জাকে পড়িতে হইত। ক্রমে মালতী বয়োবৃদ্ধিকালে নানা প্রকার রোগাক্রান্ত হইলে মহালক্ষ্মী বিলাস মকরধ্বজাদি ঔষধ সেবন করান হইত। একমাত্র আদরের কন্যারত্ন তাহার মনে কোন প্রকার কষ্টের কারণ না হয়।

ভাগ্যক্রমে ৮।৯ বৎসর বয়সকালে কমলিনী তাহার মাতা ও পিতা ঠাকুরমাতা প্রভৃতির সহ তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিল, উহা যে মালতীকেও সঙ্গে লইয়া যায়। নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া মালতীকে কমলিনীর পিসিমাতার হাতে হাতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে সমর্পণ করা হইল। আমি বলিলাম বাড়ীর বাহির হইয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে তার কষ্টটা মোচ থাকিবে না। তাহাই হইল। বৈদ্যনাথ হইতে ক্রমে কাশী গয়া অযোধ্যা নৈমিষারণ্য কুরুক্ষেত্র ও হরিদ্বার প্রভৃতি হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে দর্শনকালে কমলিনী রাস্তাও ষ্টেশন হইতে নানা জাতীয় প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিত। উদ্দেশ্য বোধ হয় দেশে যাইয়া শ্রীমন্দিরকে তীর্থের উপহার দিবে। আমরা শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমকালে কতকগুলি গোবর্দ্ধন শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দেশে আসিয়া সেবা আরম্ভ করিলে কমলিনী ও তাহার সংগৃহীত শিলাগুলি প্রার্থনানুযায়ী কাহাকে ও তামাকের গুড়া যোঁটা, কাহাকেও বা ঔষধ বাটা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বিতরণ করিয়া দিয়া মনের মত কয়েকটী শিলা খেলার সঙ্গিনী কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে মিলিত হইয়া গিন্নিমায়ীর অনুকরণে গিন্নিমায়ীর ছেলের সংগৃহীত সামগ্রীর অংশ লইয়া ফুল চন্দন ও তুলসী দ্বারা শিলা সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এখন কমলিনীর সচল ও অচল দুইটী ঠাকুর হইল। কমলিনী সম্পর্কে কৃষ্ণভাবিনীর দাসি

মাতা বয়সে কিছু বড়। সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণভাবিনী তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত এবং ঠাকুর সেবাতে তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহকারে যে কালের যে দ্রব্য হইত তাহা সংগ্রহ করিয়া বাৎসল্যের সহিত কৃষ্ণকে নিবেদন করা এবং ঐ প্রসাদ পাওয়ানের জন্য সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইত। কৃষ্ণভাবিনী অল্প বয়সেই একটী পুত্রের মাতা হইয়া উত্তরে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

কমলিনী মাঝে মাঝে তাহার মাতা ও পিসিমাতার দ্বারা গিরিধারীর সমক্ষে ঐ শিলার সেবা পূজা করাইয়া লইত। ঐ সময় ঘটনাক্রমে একদিন শ্রীগিরিধারীর সেবা কালে কমলিনী তাহার মাতার দ্বারা আমাকে ঐ শিলা সেবা করাইতে দেয়, আমি নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া শিলাটীকে অবস্থান্তর পূর্ব্বক স্বতন্ত্র রাখিয়া শ্রীগিরিধারীর সেবাদি শেষ করিলাম। কমলিনী কিন্তু গোপনে ঐ সকল লক্ষ্য করিয়া তাহার মাতার নিকট কাঁদিয়া জানাইল কাকা আমার ঠাকুরকে পূজা করেন নাই। তাহার মাতা তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, সত্য সত্যই কি কমলিনীর ঠাকুর পূজা কর নাই।

আমি বলিলাম, গিরিধারীর সঙ্গেই উহার পূজা হইয়াছে। পৃথক্ করিয়া আর পূজা করিতে হয় না। তখন কমলিনীর মাতা বালিকের জন্য একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন; তা হইলে তখনই মিথ্যা বলে নাই? উহার এত বড় ঠাকুর এত অনুরাগের সহিত ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে পূজা করে, উহাতে তুলসী দিয়া পূজা করিলে ক্ষতি কি? আমি তাহাদিগকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া বলিলাম, তাহাতেও চিত্ত মালিন্য দূর হইল না। কিছুদিন পর ইহাদের বাড়ীতে গুরুঠাকুর আসিলে ইহাদের সাক্ষাতে তাঁহার নিকট মালতী ও শিলা সম্বন্ধে ঐ সকল কথা উত্থাপন করিয়া সমস্ত বুঝায় বলিলাম। তিনি যখন আমার কথাই ঠিক রাখিলেন তখন কমলিনীর মাতা বলিলেন তবে উহার এই মালতী ও শিলা ঠাকুরের উপর এরূপ ভাব কিসে পরিবর্তন হইবে? আমি বলিলাম, উহার বিবাহ হইলে পরিবর্তন ঘটিবে; তখন আর কিছুই থাকিবে না। সময়ে ক্রমে তাহাই হইল। মালতী ও স্বধাম প্রাপ্ত হইল; শিলাও স্বস্থানে গেল। এখন কমলিনী দাহের কোলে ৪টী পুত্র ও একটী কন্যার মাতা, কন্যাটী পরলোকে গমন করিয়াছে। ৪টী পুত্র বর্ত্তমান। এখন আর কমলিনীর কোন মালতী বা কোন শিলার প্রতি আদর দেখা যায় না। এমন কি গিরিধারীর উপরও তত্টা শ্রদ্ধা ভক্তি মালুম হয় না। ষষ্ঠী, শুভচণ্ডী, রক্ষাচণ্ডী ও শনির পূজাতেই ব্যতিব্যস্ত। ঠাকুরুন্ কবেই যে পরমার্থ জগতে প্রবেশ করিবেন?

সম্প্রতি আমার এক কাকা ও সহীক শাস্ত্র বিরুদ্ধ মনোধর্ম্মের নব অনুরাগে জড়ীয় গুরুর প্রাকৃত যুগলসেবায় মত্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রে শুনা যায় 'কৃষ্ণতত্ত্ব যেবা যেই সেই গুরু হয়। কিন্তু যেখানে ডুবুরি নামাইলে কৃষ্ণতত্ত্বের গন্ধ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না, সেখানে আবার কেমন পারমার্থিক গুরু সেবা?

নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টীর প্রকৃত উত্তর গৌড়ীয়তে প্রকাশ করিয়া মাদৃশ অধমের সন্দেহ দূর করিবেন।

১। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনাদি নবধাভক্তির যাজন না করিয়া কেবলমাত্র জড় দেহ ধারী গুরুক্রবের কথানুযায়ী কর্ম্ম খাদ্য ও ব্যবহারিক জিনিষ; পত্র সহযোগে দ্বারা সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় কি না?

২। "গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান কভু না করিবে" এই অর্থে গুরুকে স্বয়ং কৃষ্ণ জ্ঞানে তুলসী দ্বারা অর্চ্চন এবং আমার নৈবেদ্য নিবেদন করা সদাচার বিরুদ্ধ কি না? এবং ঐ পয়ারের প্রকৃত অর্থই বা কি?

বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীরমণীরঞ্জন মিত্র
যশোহর রেলবাজার।

আগ্রায় খুন:—আগ্রা ক্যান্টনমেণ্টের কণ্ট্রাক্টর শেঠ যশোবন্ত রায়ের গৃহে তাহারই ছোরা দ্বারা একজন চাকরকে কে বা কাহারা খুন করিয়াছে। হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারতীয়।

কলিকাতা প্রদর্শনীঃ—গত শনিবার বেলা এগারটার সময় বাঙ্গালাদেশের গবর্ণর লর্ড লিটন ইডেন উদ্যানে কলিকাতা প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। এই উপলক্ষে ইডেন গার্ডেনের এক প্রান্তে একটী মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপটী এবং তাহার সন্নিকটবর্ত্তী প্রাঙ্গন এবং তদুপরি নির্ম্মিত আর একটী মণ্ডপে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য লোক সমবেত হইয়াছিলেন। বেলা এগারটার সময় লাট সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলে, নবাব নবাব আলী চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে একটী রিপোর্ট পাঠ করিয়া লাট-সাহেবকে স্বাগত আহ্বান করেন। তৎপর লাটসাহেব একটী বক্তৃতায় প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য এবং ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলেন যে, কেহ এই প্রদর্শনীর ফলে বাঙ্গালা এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এখানে কি কি জিনিষ উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা দেখাইবার সুযোগ পাইবেন, বিশেষতঃ এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লণ্ডনের প্রদর্শনীতে ভাল ভাল জিনিষ পাঠাইবার সুবিধা হইবে।

তৎপর গবর্ণর এই প্রদর্শনীর জন্য, যাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে এই প্রদর্শনী সম্ভব হইয়াছে, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন।

প্রদর্শনীটিতে কলিকাতা ও ভারতের নানাস্থান হইতে অনেক দোকান ইত্যাদি আসিয়াছে। ঢাকা মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য স্থানের বহু কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য এবং নানা স্কুল কলেজে প্রস্তুত নানা প্রকার দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য আনীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বহু ইঞ্জিনীয়ারিং কলকব্জা, কলে উৎপন্ন দ্রব্য এবং অনেক দুর্ম্মূল্য দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তও করা হইয়াছে।

গহনার দোকানে খুনঃ—পাঠক মহাশয়গণের স্মরণ থাকিতে পারে কয়েকমাস পূর্ব্বে কলেজষ্ট্রীটে ঘোষব্রাদার্সের দোকানে দারুণ খুন হইয়াছিল। আসামী গোপালচন্দ্র বসু পূর্ব্বে সেই দোকানের কর্ম্ম করিত। দোষের জন্য মনিব তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহাকে প্রবেশ করিতেই দেয় নাই। সেই রাগে এই কাণ্ড। সে মৈমনসিংহে ধরা পড়িয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারে দোষ সাব্যস্ত হওয়ায় সে তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড পাইয়াছে।

বৃত্তিদানে অবিচারঃ—কাশিমবাজারাধিপতির শ্রীমান্ ভূপতিভূষণ গোস্বামী (?) নামে পরিচিত একটী ছাত্র ও স্মৃতির ছাত্র সাধারণ নিয়মানুসারে সরকারী বৃত্তি পাইবার আশায় নবদ্বীপ ভারতী চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও, এই বৃত্তি ভোগে কোন জাতি বিচারের উল্লেখ না থাকিলেও এবং ঐ চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের শতকরা ৩০ জন অব্রাহ্মণ বৃত্তিভোগী থাকিলেও তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইতেছে না ইহা আমরা কিছুদিন দেখিয়া আসিতেছি। অধ্যয়নে এই বর্ণপার্থক্য আর কতদিন চলিবে?

সভার সভ্য নির্ব্বাচনঃ—উত্তর ২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যালিটী হইতে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও ডাক্তার বিধান রায়ের মধ্যে ডাক্তার মহোদয়ই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বরাজদলের বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যালিটী হইতে সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, উত্তর বঙ্গের হইতে স্বরাজ্য দলের ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, (আর রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার তাঁহার প্রায় চতুর্থাংশ ভোট পাইয়া দ্বিতীয় হইয়াছিলেন,) পূর্ব্ব মৈমনসিংহ হইতে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী ও স্বরাজ্য দলের মৌলবী তাহেরুদ্দীন আহমদ, পশ্চিম মৈমনসিংহ হইতে মিঃ গজনবী ও মৌলবী আবুলকাসেম গালোয়ান, হুগলী হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটী হইতে মেজর সরওয়ার্দ্দি, চট্টগ্রাম হইতে স্বরাজ্যদলের মিঃ জে এম সেন গুপ্ত, হুগলী মিউনিসিপ্যালিটী সকল হইতে স্বরাজ্যদলের বরদা প্রসাদ দে মহাশয়, বিষ্ণুপুর হইতে উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কোকনদ খিলাফৎ কনফারেন্স :—সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটীর ৩৭ নং নিয়ম অনুসারে মৌলানা শৌকৎ আলী ও ডাঃ কিচলুর নাম চূড়ান্তরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছিল। ডাঃ কিচলু তাঁহার নাম উঠাইয়া লওয়াতে সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটীর অনুমতির অধিবেশনে মৌলানা শৌকৎ আলীকে কনফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

সৈনিকের গুলী :—প্রকাশ যে, পুনার 'কিংস অপনায়ার লাইট ইনফ্যান্ট্রি' সৈন্যদলের কয়েকজন সৈন্য গত শনিবার একটী গ্রামের নিকট রাত্রি শিকার করিতে গিয়াছিল। একটা হরিণের প্রতি নিক্ষিপ্ত গুলী এক জন গ্রামবাসীর শরীরে লাগায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সর্ব্বভারতীয় ছাত্রসম্মিলনী :—আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেস মণ্ডপে সর্ব্বভারতীয় ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে।

স্বরাজ্যদলে ভাঙ্গন :—'বম্বে ক্রনিকেলের' মাদ্রাজস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মাদ্রাজ কাউন্সিলের ১৮ জন মালদী মিলিয়া হঠাৎ 'ভারতীয় জাতীয় স্বরাজ্যদল' নামে একটা দল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। এই আকস্মিক ব্যাপারে স্বরাজ্য মালদী দলপতিরা নাকি অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। কেননা, তাঁহাদের খাতার নাম কাটাইয়া এই জন স্বরাজ্যমালদী ঐ দলে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। এই নূতনদলের নীতিতত্ত্ব অর্থাৎ 'ক্রীড' নাকি কংগ্রেসের বিপক্ষীয় এবং অনেকটা লিবারেল মডারেট ধরণের। বাঙ্গালায় এখনো কাউন্সিল বসে নাই, ইতিমধ্যেই নির্ব্বাচিত হইবার পর মুহূর্ত্তেই বম্বেরের মালদী রফিউদ্দীন ঘোষণা করিয়াছেন এখন আর আমি স্বরাজ্যদলের নহি, আমার 'বিবেক্-পার্টির' লোক। স্বরাজ্যদলের সাহায্য ও আশ্রয় লইয়া নির্ব্বাচিত, আরও কতজন মালদী 'বিবেক্-পার্টি' ভুক্ত হইবেন, তাহা এখনো বলা যায় না।

বৈদেশিক।

এরোপ্লেন-দুর্ঘটনা :—

গত ১লা ডিসেম্বর টলস্‌ইটের নিকটে মাটেলাসের পরীক্ষা স্থানে একটী এরোপ্লেন দুর্ঘটনা হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে দুইজন বিমানচারী কর্ম্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এরোপ্লেনখানা উড়িতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া আগুন ধরিয়া উঠিয়াছিল।

জাপানের কৃতজ্ঞতা :—

টোকিওর মেয়র শ্রীযুক্ত নাগাটা জানাইতেছেন যে গত ১১ই নবেম্বর তারিখে টোকিওর হিবিয়া পার্কে একটী বিরাট জনসভা হয়; উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছেন :—আমাদের বন্ধুভাবাপন্ন বিভিন্ন জাতি বিগত লোকবিধ্বংসী ভূমিকম্পের সময় আমাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইয়াছেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া সহায়তা করিয়াছেন। এই জন্য আমরা টোকিও সহরের ২১ লক্ষ অধিবাসী সকলের অন্তরস্থল হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

একদিনে ১৪টী বক্তৃতা :—

গত ২৮শে নবেম্বর মিঃ লয়েড জর্জ্জ লাঙ্কাশায়ারের নানা স্থানে ১৪টী বক্তৃতা দিয়াছেন এবং ২৯শে তারিখে ১৪টী বক্তৃতা দিয়াছেন।

এদিকে বিপক্ষ লর্ড বার্কেনহেডও মিঃ লয়েড জর্জ্জের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতার উত্তর দিতেছেন। লয়েড জর্জ্জের ওয়েলস্ ভ্রমণ হইয়া গেলে তিনি ব্রাইটনে উদারনৈতিক নির্ব্বাচনপ্রার্থী স্যার ওয়াল্টার র‍্যানসিম্যানের সমর্থনে একটী বক্তৃতা দিবেন। লর্ড বার্কেন-হেডও সময় পাইলে যাইবেন।

স্পেন ইটালীর মৈত্রীবন্ধন :

লি মাতিনে পত্রের ম্যাড্রিডস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, স্পেনের রাজার রোমে ভ্রমণকালে লাটিন জাতি সমূহের মধ্যে এক নূতন মৈত্রীবন্ধনের কথা আলোচিত হইয়াছিল। উহার ফলে স্পেন, ইটালি এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েক সাধারণতন্ত্রের জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ৷

শ্রীচৈতন্য বিদ্যান্ মর্ত্যলোকে
নিত্যঃ তস্যাবতারস্য কীর্ত্তিরেষা সনাতনী।
বিশ্বে যস্য কৃতিঃ কীর্ত্তিঃ
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদায় গৌরশক্তিস্বরূপিণে।
শ্রীমূর্ত্তি-প্রেমদাত্রে তে
নমো ভক্তিপ্রচারিণে।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩০,১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৩ { ১৭শ সংখ্যা

শ্রীবিগ্রহ।

মানবের বিবিধ প্রবৃত্তি বা দর্শন—অবিষৎপ্রতীতি ও বিষৎপ্রতীতি। অবিষৎপ্রতীতিতে অবিদ্যা বা মায়াবৃত্তির সংস্পর্শ বিদ্যমান। বিষৎপ্রতীতি সম্পূর্ণ মায়া-সংস্পর্শ বিমুক্ত এবং বিদ্যা বা সংবস্তুপের প্রভাবান্বিত বলিয়া অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ অনন্তজ্ঞানের প্রকাশক। সাধারণ মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীভগবানের অপরাশক্তি মায়াপ্রসূত বলিয়া জ্ঞেয়-বর্গের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জড় বিষয় গ্রহণেই সমর্থ কিন্তু কোনও কোনও অসাধারণ মানব পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার অধোক্ষজ পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে সেবোন্মুখ বৃত্তির সহিত প্রপন্ন হইলে ভোগ-সর্ব্বস্ব প্রত্যক্ষ জড়বিষয়ের মায়িকবৃত্তি ভেদ করতঃ শুদ্ধ অতীন্দ্রিয় নির্ম্মল বাস্তব জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাই বিষৎ প্রতীতির প্রভাব। সোজা কথায় অবিষৎপ্রতীতিতে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ বৈতব প্রকাশ বা অপ্রকাশ যে কোনও ভাবে বর্ত্তমান। বিষৎপ্রতীতি কেবল মাত্র ভগবৎসুখ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। অবিষৎপ্রতীতি প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু দর্শন করিতে সমর্থ হয় না বা ধারণা করিতে পারে না। বিষৎপ্রতীতি প্রত্যক্ষের করতঃ ঈশানুগ দৃষ্টিসাহায্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং অবিষৎ প্রতীতিতে বিপর্য্যয় দর্শন অবরদর্শন ভ্রমদর্শন দ্বিতীয় দর্শন খণ্ড ও অসমাপ্ত দর্শন অবশ্যম্ভাবী। বিষৎপ্রতীতি সর্ব্বত্রগব্যাপিনী সুতরাং উহাই অখণ্ড বা অন্বয় দর্শন। একমাত্র বিষৎপ্রতীতি-সম্পন্ন ভাগবত স্বরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রপত্তি ব্যতীত জীবের আর অন্য জ্ঞান বা বিষৎপ্রতীতিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিষৎপ্রতীতি-লাভের অপর নামই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। জড় জগতে যিনি যত বড়ই অতীতী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর বড়ই প্রসিদ্ধি লাভ করুন না কেন কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত অধোক্ষজ্ঞান লাভ অসম্ভব। অক্ষজ্ঞ ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তিব্যতীত ভগবৎস্বরূপ দর্শনে সমর্থ

হইয়াছিলেন। প্রণাণধিরোমণি প্রতিতে নচিকেতার প্রতি যমরাজের উপদেশও তাহাই —

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥"

যে বিদ্বান পরমাত্মস্বরূপে সর্বপ্রথম হন, একমাত্র তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই ঐ কথাটি অস্বীকার করিয়া বা মুখে মাত্র স্বীকার করিয়া চিন্তিতদ্বারা কেন বুঝিয়া লইতে পারিব না? এইরূপ প্রস্তুত হইয়া ভগবৎতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত হইলেই আমরা চিৎস্বরূপ ভগবানের নিজপ্রতিভূ ও উপাসকতার শ্রীমূর্তিকে কাঠ, পাথর মাটীর ন্যায় অনিত্য জড়বস্তু জ্ঞান করি। শ্রীমূর্তিকে পুতুলের মত মনুষ্য নির্মিতবস্তু মনিয়া দূর নিকার করি অথবা কাঠ পাথর জ্ঞান অন্তরে প্রবল থাকিলেও কপটতাপূর্বক ভৌম বা পার্থিবস্তুতে পূজাবুদ্ধি করিয়া তাহা দ্বারা নিজের ভোগপিপাসা চরিতার্থ করিয়া লই। কাহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া শ্রীবিগ্রহ দ্বারা ভগবানের ভূমাস্বরূপ পরিজ্ঞান হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। অথবা কাঠ, পাথর, মাটীর ভিতর অনুস্যূত চৈতন্যস্বরূপই আমাদের লক্ষীভূত পূজ্যবস্তু। অপরভাষায় ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ বর্তমান এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান-জাত বিশ্বাসমূলে "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" ইত্যাদি বাক্য কল্পনা করিয়া প্রতীককে মনঃ সংযমনের সুবিধার জন্য গ্রহণ করি ও অনিত্য কাঠ পাথরের সহিত পাদপরিচয় করিয়া থাকি। এই সমস্তই অবিদ্বৎ-প্রতীতিপ্রসূত বিচিত্রতার পরিচয়। বিদ্বৎপ্রতীতিতে অধোক্ষজ বা ভগবানের অসংখ্য সচ্চিদানন্দস্বরূপের উপলব্ধি (শ্রীগীতা ৭।১)। সমগ্রও পরিপূর্ণ স্বরূপে কোন শক্তিরই অভাব নাই। সুতরাং উক্ত দর্শনে অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। দুইটি ঘটকত্বই অচিন্ত্যত্বের লক্ষণ। সুতরাং শ্রীভগবানে অনন্ত বিরোধি গুণ সকল নিজ গুণের অতি সুন্দররূপে বর্তমান থাকিয়া তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছে। অতএব সেই বিরোধভঞ্জিকা শক্তিবলে তাঁহাতে বিগ্রহ ও মূর্তির সমন্বয় বিরাজিত। প্রতিষ্ঠিত কদর্য্যতা বিরোধ সূচক মন্ত্র দুষ্ট হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতির দেবতাধি "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" এই মন্ত্র মূর্তত্বে বিগ্রহ এবং বিগ্রহে মূর্তত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের চিদ্দেহগত অপ্রাকৃত নিরুপাধিক চক্ষু দ্বারা ভগবানের নিত্য স্বয়মাকার শ্রীবিগ্রহ দর্শন হইয়া থাকে। (সোপাধিক কিন্তু স্থূল জড়দর্শী চক্ষু নহে) চক্ষুদ্বারা যৌগপদ্য বিরাট্রূপ দর্শন হয় এবং সোপাধিক স্থূল নয়ন দ্বারা জড়রূপ দর্শন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ শুদ্ধ চিন্ময় সমাধিযোগে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে যে নিত্য অপ্রাকৃত অচিন্ত্য স্বরূপ দর্শন করেন, প্রাকৃত জগতে সেইরূপের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ। সুতরাং শ্রীমূর্তি কল্পিত নহে বা শ্রীমূর্তির দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীমূর্তি প্রাকৃত জগতে বিরাজিত থাকিয়াও অপ্রাকৃত।

"প্রকৃতিস্থোঽপ্যতদ্ধর্মৈর্যথাকাশাদিসংজ্ঞিতৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মত্বাদ্বথা বুদ্ধিস্তথাশ্রয়া॥ ভাঃ ১১।১৩৪

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের সহিত লিপ্ত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয় তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না এবং কেবল তখনই অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীমূর্তি সবিকল্প সমাধির অনিত্য মনোময় বিগ্রহ নহেন। আরোহপন্থার কৈবল্য সমাধি বা নির্বিকল্প সমাধিরূপ প্রয়োজনলাভের জন্য 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা' এই সূত্রানুসারে ইষ্টানুরূপ কোনও বস্তু ধ্যান করিতে করিতে ধ্যান গাঢ় হইলে জড়মনে যে মনোময়ী মূর্তি দর্শন হয় তাহার সহিত অন্বয়োপপন্থার বিষয়প্রতীতি-যোগে সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত নেত্রে যে ভগবানের অচিন্ত্য নিত্য স্বরূপ দর্শন হয় তাহা এক নহে। একটী জড়সংসৃষ্ট মনোছাচে গড়া ছবি। অপরটী সম্পূর্ণ জড়াতীত ঈশানুগত চিদিন্দ্রিয়ের প্রতি-ফলিত বাস্তব বস্তু।

সবিকল্প সমাধির মনোময়ী মূর্তি নির্বিকল্পাবস্থায় বিলয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়ী নিত্য শ্রীমূর্তি

স্থবিরণ সদা স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় প্রেমবিভাবিত অপ্রাকৃতনেত্রে দর্শন করেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

দিবীব চক্ষুরাততং শব্দে স্বতঃ প্রকাশ বস্তুকে লক্ষ্য করে। সুতরাং আরোহপন্থায় অভ্যাসযোগ বা চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ নিজকৃত চেষ্টা দ্বারা স্বতঃ প্রকাশ বস্তু দর্শন হয় না। মনঃ কল্পিত ছবিটি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সদা শব্দের দ্বারা চিন্ময় মূর্ত্তির বিষয় নিরূপণ করা হইল। পদং শব্দের দ্বারা বিষ্ণুর বা ব্যাপক বস্তুর অচিন্ত্যশক্তিক্রমে মূর্ত্তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদ নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা এই ন্যায়ানুসারে সাযুজ্যকামীর কল্পিত জাতীক্ষ বা সবিকল্প সমাধির জড়ীয় মনোময় বিগ্রহ নহে অথবা জৈমিনীয়াসীমাংসার বুদ্ধুদ্ব কল্পিত পুতুল নহেন। অতএব কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ

অন্যত্র—

নামবিগ্রহস্বরূপ তিন একরূপ।
তিনভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

তত্ত্বাভাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

(১) ব্রহ্মবাদ—জগতের অনিত্যতা দর্শনে এই মতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে রজ্জুতে সর্পবৎ চিৎপদার্থরূপ ব্রহ্মে জগদ্বোধ আরোপিত হইয়াছে এবং নেতি নেতিরূপ বিচার দ্বারা আরোপিত ভাব বিনষ্ট হইলে চিন্মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অভাবে জীবও ব্রহ্ম।

খণ্ডন :—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটীর অভাব হইয়া থাকে এবং যেহেতু ঐ সাম্যাবস্থা বাক্যপ্রকৃতির মূল বা অব্যক্তাবস্থা, তজ্জন্যই উহা স্থূল জড়পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিণাম বা নির্ব্বিশেষ অবস্থা নয়। বিশিষ্টভাব-নিরোধক বাক্তিরেকদর্শী চিন্তন-প্রণালীর দ্বারা কেবলমাত্র চিদ্বৃত্তির ব্যাঘাতোপযোগিক হইলে চিত্ত বাস্তবিষয়ের স্থূলাকার পরিত্যাগ করতঃ নিত্যজ্ঞানীর উপস্থিত ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা অভিভূত হওয়ায় শক্তিমানের সহ একীকৃত ভাবে অবস্থিতা অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুতি বাক্যানুসারে লীন ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে উদ্যত হইলে মন তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে এবং নিরুদ্যম হইয়া অব্যক্তরাজ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "মানব যে প্রপঞ্চের মায়ানেতায় তরন্তি তে" অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অসৎ ভাবকে পদদলিত করিয়া "আমি অতি দুর্বল সেবক এবং ষট্‌ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ আমার নিত্যপ্রভু" এইপ্রকার ভাবকে আলিঙ্গন করতঃ যিনি দুস্তর মায়াপার হইবার মানসে ভগবানের শরণাপন্ন হইবেন, তিনি পরব্যোমস্থ জ্যোতিঃকর্ত্তৃক অভিভূত না হইয়া ভগবৎকৃপায় তাঁহার দর্শন ও সেবা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব অনুমান শক্তিকল্পিত "আমি ব্রহ্মরূপ অহংবিক নিহায়ে অস্তিত্বের

চায় বস্তুহীন শূন্য-বোধাত্মকভাব নশ্বরের ধার স্বরূপ ও বিশ্বকুন্ত পরোক্ষুখং গ্রহণযোগ্য নহে।

(২) পরমাত্মবাদ—এই মতে সৎ ও চিৎ নামক উভয়শক্তির এক যোগে ব্যতিরেকমুখে চিন্তন কার্য্য হইয়া থাকে এবং তাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অংশাংশিরূপ পৃথক্ পৃথক্ সত্তার জ্ঞান উদ্ভাবিত হইয়াছে। পরমাত্ম-বাদিগণ বলেন যে (১) মহাভূতাদি পরমাণুরূপে নিত্য অবস্থিত হইয়াও যেমন পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড পদার্থাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ওতঃপ্রোত ভাবে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত এক অখণ্ড, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার বৃহৎকর্ম্মা চেতন বিশিষ্টভাববর্জ্জিত সত্তা বা পরমাত্মাতে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডাকারে দৃশ্যমান পদার্থসমূহ অংশরূপে ভাসিতেছে এবং (২) অংশী পরমাত্মার গুণ অংশ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকায় জীবগণও তত্ত্বতঃ চক্ষুরাদিমনাদুনাকারশূন্য, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার সচ্চিদাত্মক পদার্থবিশেষ এবং পরিমাণতঃ সর্ষপাকার স্থির করতঃ নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে আত্মগবেষার দ্বারা যোগপরমাত্মাকারমাত্র ভাসমানরূপ অখণ্ড ধ্যানে যখন নিযুক্ত হইবেন, সেইকালে স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবেন ও মোহান্ধবোধ সুস্বরূপ মুক্তিলাভ করিবেন।

খণ্ডন—ধ্যাতার জ্ঞান যখন থাকিবে না, তৎকালে ধ্যেয় বস্তু মাত্র থাকিবে এরূপ ধারণা অযৌক্তিক ; কারণ, ধ্যেয়রূপ সম্বন্ধ ধ্যাতাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং ধ্যাতার অভাবে, সম্বন্ধশূন্য হওয়ায়, ধ্যেয়-ভাবের জ্ঞান বিনষ্ট হইবে ও ধ্যান কার্য্যও স্থগিত হইয়া যাইবে। অনুমান শক্তির সামর্থ্যে ঐরূপ কাল্পনিক ধারণা, অন্ধবিশ্বাস, মানস পটে ক্ষণকালের জন্য অস্ফুটভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে চিত্ত ধ্যাতার ভাব পরিত্যাগ কালে ধ্যেয় ও ধ্যানের ভাবদ্বয়কেও যুগপৎ বিসর্জ্জন করতঃ ত্রিপুটী মাহিত্য অন্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইতে বাধ্য হইবে। অতএব পরমাত্মবাদীগণের পরিণাম-ভূমিকা ব্রহ্মবাদিগণের তুল্যধাতীয় বিবেচনা করাই সমীচিন। ক্রিয়াশক্তির অনুশীলন না থাকায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মবাদিগণের চিন্তন কার্য্য [illegible] শুদ্ধ হইয়া যাইবে, সেই কালে সুষুপ্তির প্রভাব আগমনে নিদ্রাভিভূত পর্য্যন্ত অনুভব করিতে অসমর্থ হইবেন এবং সুষুপ্তির অবসানে পুনঃ জাগরিত হইয়া পূর্ব্ব কুসংস্কারানুসারে তাঁহারা যে ব্রাহ্মীস্থিতি বা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এরূপ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবেন। ভক্তগণ সৎ, চিৎ ও ক্রিয়ারূপ ত্রিশক্তির অনুশীলন একযোগে করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা উক্ত ত্রিশক্তির পূর্ণবিকাশ ভূমিকায় পরিকরবর্গসহ লীলাপরায়ণ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভে ও পরাকাষ্ঠা-সেবাপরায়ণ গুরুবর্গের অধীনতায় শ্রীভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হন।

দ্রু—জীবগণ কেন ভগবন্নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে ইতরনিষ্ঠা-সম্পন্ন হইয়া থাকেন ?

১১। অ—তটস্থা শক্তিস্থিতি জীবগণ অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখ। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল। সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।" ভগবদ্বিমুখতার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের বুদ্ধি মায়াকর্ত্তৃক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। অজ্ঞানাবরণের ভিতর দিয়া বদ্ধজীবের বুদ্ধিশক্তির বিকাশ হওয়ায় অজ্ঞানসহচর ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দ্বারা কলুষিত হয় এবং তন্নিমিত্ত তাহারা যে সমুদায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন তাহাতে সিদ্ধান্তব্যতিরেক দোষ বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং বদ্ধজীবের যাবতীয় চেষ্টা ভ্রান্তিপূর্ণ। শাস্ত্রীয় ভাষায় ভ্রান্তিপূর্ণ চেষ্টাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে অক্ষজজ্ঞানী কহে। দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থসমূহ বস্তুতঃ যাহা, তত্তৎরূপে অবগতি দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়। এই তত্ত্বজ্ঞানের নামান্তর অধোক্ষজ সেবা-জ্ঞান—যাহার উদয়ে অক্ষজজ্ঞান ক্রিয়া প্রকাশে সমর্থ হয় না। অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিগণ অক্ষজজ্ঞাননিষ্ঠ ইতর সেবার পরিবর্ত্তে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত। ভগবৎসেবাবৃত্তি লাভ করিবার প্রণালীকে অবতরণবাদ কহে। অবতরণমার্গে কৃপা শ্রীভগবান হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে নিম্নে নামিয়া আসেন এবং সুকৃতিশালী ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য হন। যাহারা উক্ত কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারাই অধোক্ষজ-সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়াছেন, অন্য সবই অক্ষজজ্ঞানী। অক্ষজজ্ঞানিগণ যে

প্রণালীতে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তাহাকে আরোহপন্থার্গ কহে। আরোহবাদিগণ কাল্পনার দ্বারা চালিত হন এবং তজ্জন্য কর্ণ বা জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ সেবানিষ্ঠ শুদ্ধভক্তির অভাবে আরোহবাদিগণ কাল্পনার পুষ্টিসম্বন্ধে পথভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হন ও পতিত হইয়া পুনঃ বিষয়ভোগে প্রমত্ত হইয়া থাকেন। অতএব নিঃশ্রেয়সপ্রদ অহৈতুকী শুদ্ধ-ভক্তিই মানবজীবনের চরম প্রয়োজনীয় বিষয় দৃঢ় যত্নসহকারে শুদ্ধ মহা ভাগবতের সঙ্গলাভ ও তাঁহার চরণে বিক্রীত হওয়াই বদ্ধজীবের প্রাথমিক প্রয়োজন।

যু—আহা! আজ আমি ধন্য হইলাম। আপনি আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। জীবনের দীর্ঘকাল বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। শিক্ষার দর্শনলাভের পূর্ব্বে যদি আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমাকে পুনরায় চৌরাশী-লক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে হইত! উঃ! ভয়ানক ব্যাপার! সামান্য এক জীবন মাত্র কাল ব্যর্থ সুখসম্ভোগে মত্ত থাকায় চৌরাশী লক্ষজন্ম ব্যাপী দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই কথা শুনিলে আর ভোগেচ্ছা বলবতী করা যায় না। তাই বলি, হে বদ্ধজীবগণ! "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" আর বৃথা ঘুমাইও না।

শ্রীগৌরবিগ্রহ।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

শ্রীভগবান্ ভাগবত দশমস্কন্ধে চতুরশীতিতম অধ্যায়ে লিখিত সমাগত মুনিগণকে এই শ্লোক দ্বারা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকটীতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান কল্পিত নিরাকারবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, প্রতীকোপাসনা এবং কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবুদ্ধিকল্পিত পৌত্তলিকতা নিরস্ত হইয়াছে। বদ্ধজীবের বেদোক্তবুদ্ধি অধিমজ্জাগত। সুতরাং তাহারা প্রত্যক্ষপ্রমাণকেই বহুমানন করিয়া থাকে। মুখে কেহ কেহ পরোক্ষ বেদপ্রমাণ স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষ দ্বারাই চালিত। বেদোক্তবুদ্ধি বদ্ধজীবের কথা ত দূরে থাকুক, এমনকি অনর্থনির্ম্মুক্ত শুদ্ধজীবাত্মা স্বরূপে বেদোক্ত, অবস্থা প্রভৃতি না থাকিলেও অপ্রাকৃতত্ব তাহার স্বরূপবৃত্তি ঈশতত্ত্ব নিরূপণে অপ্রচুর। সুতরাং ঈশাশ্রয়া বেদোক্তবৃত্তি পরিহার করিয়া তত্ত্বনির্দ্ধারণে প্রয়াসযুক্ত হইলে শুদ্ধজীবও খণ্ডজ্ঞানে অভিভূত হইয়া পড়েন। শ্রীগীতার শ্লোক—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪।৩৪॥

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥৭।১

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥১০।১০

এরূপই প্রমাণ। এই জন্যই শ্রীভগবান্ মুনিগণকে বলিতেছেন 'যে ব্যক্তি সাধুগণকে ও বৈষ্ণবগণের চিন্ময় অপরোক্ষানুভূতি পরিত্যাগ করিয়া জড় আসক্তি নিবন্ধন বায়ুপিত্তকফাত্মক চর্ম্মকোষকে "আত্ম" বলিয়া জ্ঞান করে এবং সেই হেতু স্ত্রীপুত্র পরিজনে আত্মা (দেহ) সম্বন্ধে আত্মীয় বুদ্ধি করিয়া থাকে, ভূমিনির্ম্মিত-বস্তু-জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে হৃদয়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া "ভূমিতে পূজ্যবুদ্ধি" করিয়া থাকে, জলে তীর্থ বা পবিত্র বুদ্ধি করে, কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ ভাগবতে পূজ্যবুদ্ধির অভাবযুক্ত, তাহাকে গোক্ষরবাহী গর্দ্দভ বলিয়া জানিবে।' নির্ম্মৎসর শ্রোদ্ধিতকৈতব শ্রীমদ্ভাগবতের এই মর্ম্মভেদী উক্তি আমাদের মনোযোগের হেয়নের বস্তুই জানিতে হইবে। ঈশাশ্রয় পরিত্যাগ করিলেই জীবের স্বরূপ জ্ঞান বা অহংজ্ঞান বাধিত হয়, তখনই জীব দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়। দ্বিতীয় অভিনিবেশক্রমে জীবের বিপর্য্যয় জ্ঞান, বা অবরজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। খণ্ডজ্ঞান বা অবর

জ্ঞানে অভিভূত হইয়া জীব "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" "তত্তদতি তদৈক্ষত," "গ্রাম্যাক্ষবদ্ শব্দায়তে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য তত্ত্ববস্তুর মূর্ত্তি অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানকে কখনও নির্ব্বিশেষ বলিয়া ধারণা করে, কখনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানকে অনুমান বা সম্ভবপ্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া অচিন্ত্য-চিন্ময় মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া আকাশ বা জ্যোতির ন্যায় অরূপ সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াও নিরাকার, নিরাকার, বলিয়া চিৎকার করে, কখনও বা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া "মাটীর গৌরাঙ্গ," "সোনার গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গে নিত্যানন্দ বা পঞ্চতত্ত্বের অভাব" অনুমান করিয়া থাকে।

গৌড়ীয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ সভা জীবকল্যাণের জন্য সর্ব্বত্র মঠাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক অতীর্থ স্থানসমূহকে তীর্থীভূত এবং লুপ্ত তীর্থসমূহের উদ্ধার করিতেছেন। ঐ সকল শুদ্ধভক্তি আলোচনার কেন্দ্রস্বরূপ মঠসমূহে শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ ও লুপ্তবিগ্রহ-সেবার উজ্জ্বল-সম্প্রদায়ে রহিয়াছে। তিন বৎসর গত হইল, উড়িষ্যা পুরুষোত্তম সর্ব্বপ্রধান নগরী চাকাতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন করিয়া তথায় শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীনারায়ণের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। চাকায় তথা-কথিত বৈষ্ণবের অভাব নাই। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই একক শ্রীগৌর বিগ্রহ দর্শন (?) করিয়া যাইয়া বলিতে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ নিত্যানন্দ মানেন না, কারণ তাঁহারা নিত্যানন্দ বিগ্রহ সংস্থাপন করেন নাই।' আবার কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন—'এ মূর্ত্তি কি মাটীর ?' ইত্যাদি। এই দুই প্রশ্নের উত্তর প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেওয়া হইয়াছে, তথাপি অন্যভাবে পুনরাবৃত্তি করা যাইতেছে।

প্রথমেই জানিতে হইবে যে অপরোক্ষানুভূতির সহিত পরোক্ষানুভূতিকে সমজ্ঞান করিলে আমরা চিদ্রাজ্যের কথার কোনই সন্ধান পাইব না। জড়জগতে দেখা যায়, রাম, শ্যাম, যদু তিন ভ্রাতা। একজন আর একজন হইতে ভিন্ন। রামে শ্যাম বা যদু নাই। রাম কলিকাতায় থাকিলে সে ঢাকায় নাই। রাম সেখানে একাকী সেখানে শ্যাম ও যদুর অভাব। কারণ শ্যাম রাম যদু প্রত্যেকেই এক একটী খণ্ড বস্তু। কিন্তু অধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন বা অখিল ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ খণ্ড বস্তু নহেন। তিনি তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিবলে অজ হইয়াও জন্মপরিগ্রহ করিতে পারেন, বিভু হইয়াও মূর্ত্ত হইতে পারেন, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও নরভাবস্থা স্বীকার করিতে পারেন—একক বিরাজিত থাকিয়াও সাবরণে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, আবার লীলার উৎকর্ষ সাধারণের জন্য কাদম্বরী বা আবরণাদির নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া একাকীও থাকিতে পারেন।

অধয়জ্ঞান শ্রীগৌরবিগ্রহে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীল অদ্বৈত প্রভু বা পঞ্চতত্ত্ব নাই, ইহা শিশুসুলভ জড়বুদ্ধির ধারণা মাত্র। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের 'অহমেবাসমেবাগ্রে'—এই শ্লোকের টীকায় যে "রাসোৎসবে প্রবাতীতিবৎ" স্থায় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে 'রাজা যাইতেছেন' এই কথা বলিলে যেমন রাজার একাকী গমন বুঝায় না—কিন্তু রাজা, রাজপরিচ্ছদ, রাজছত্র, রাজদণ্ড, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যাইতেছেন বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ অধয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ বিরাজিত আছেন এই কথা বলিলে শ্রীভগবান্ সাবরণে অর্থাৎ বলদেব নারায়ণ বসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ-কারণ-গর্ভক্ষীরোদশায়ি পরমাত্মা পুরুষাবতার সহস্র মূর্ত্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমবিবরে যাঁর নৃসিংহাদি নৈমিত্তিকাবতার, ব্রহ্মা শিবাদিগুণাবতার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইন্দ্রাদিবিভূত্যাবতার সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনী শক্তিসমন্বিত হইয়া বিরাজিত, বুঝা যায়। এই জন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

"সকল বৈষ্ণব গণ করি একজন।
চৈতন্য কৃষ্ণের শাস্ত্র যেমত নিরূপণ॥
কৃষ্ণ, গুরুবর্গ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১ম)

অর্থাৎ অধয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শিক্ষাগুরু ও লীলাগুরুতত্ত্ব, শ্রীবাসাদি ঈশভক্ততত্ত্ব,

শ্রীসীতাঠাকুরাণি ঈশতত্ত্বতত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রকাশতত্ত্ব, গদাধর পণ্ডিতাদি ভক্ততত্ত্ব বিরাজিত। সুতরাং যেখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু বিরাজিত, সেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নাই, এইরূপ উক্তি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা এবং বেদতাৎপর্য্যবিৎ ও পঞ্চরক্ষনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা বিদ্যাজ্ঞান লাভের অভাবই জানিতে হইবে। এইরূপ বিষম জ্ঞানবাদিদের কথা লইয়া বিচার করিলে যেখানে গৌর নিত্যানন্দ বিরাজিত, সেখানে হয়ত আর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিতে পারেন যে এখানে 'অদ্বৈত' নাই, অথবা যেখানে গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত বিরাজিত, সেখানে অপর এক ব্যক্তি বলিতে পারেন এখানে গদাধর বা শ্রীবাস নাই, আবার যেখানে পঞ্চতত্ত্ব বিরাজিত সেখানে আসিয়াও কোনও কর্দ্দভ দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি বলিতে পারেন, এখানে শ্রীরূপ সনাতন নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞান স্বপ্রকাশ শ্রীগৌরবিগ্রহ কখনও একক বিগ্রহে অর্চ্চিত হন, কখনও বা শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত বা কখনও পঞ্চতত্ত্বরূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত :—

"গৌরাঙ্গ, ব্রজেন্দ্রকান্ত, শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥"

এই ছয়বিগ্রহের অন্যতম একক শ্রীগৌরবিগ্রহ এখনও ঠাকুর মহাশয়ের প্রকটস্থলী খেতুরি গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও শ্রীযুত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত একক শ্রীগৌরবিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌরবিগ্রহে পঞ্চতত্ত্বের অভাব কল্পনা বা 'সোনার গৌরাঙ্গ', রূপার গৌরাঙ্গ ইত্যাদি বুদ্ধি শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত স্বয়োক্ত শ্রীভগবানের উক্তির ভাষায় গোখর-বুদ্ধি মাত্র।

"নিবেদন।"

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ সদাচার গ্রহণ ও পালন না করিয়া যাহারা কেবলমাত্র মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া শাস্ত্রোক্ত অদ্বৈতজ্ঞান আশ্রয় লইয়া বৈষ্ণবের বেশ ধারণ পূর্ব্বক মনোধর্ম্মের আচরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ ও প্রাকৃত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, করিয়াছেন ও করিবেন; তাঁহারা ঐ দল এবং গুরুতত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত হইবেন কি, না?

শুনিতে পাইলাম, কোন একটি ব্রাহ্মকবিরত্নোদ্ভব সংসারাসক্ত গুরু বৈষ্ণব, ভক্তিবিনোদমতে মাকুন্দাদি কন্যা, জনৈক ব্রাহ্মণক্রবকুলোদ্ভূত, পুরোহিত ঠাকুর তাঁহাদের কোন যজমানের নিকট উপহাস সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ সঙ্গে তেমরাও কি সংযোগী বৈরাগীদের ন্যায় দড়া কাছা পরা ছেড়ে দিবে? এবং পৈতা লইয়া ১০দিনে শ্রাদ্ধাদি করিবে? উক্ত যজমানের মুখে ব্যঙ্গোপহাসক কটাক্ষ শুনিয়া, আমার ঠাকুরমাতার স্বপ্নকথার পরে মনে পড়িল। বাল্যকালে ঠাকুরমা কোন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেন—"কুকুরে কামনা করে, মানুষের অনেক ছেলে মেয়ে হউক, সকলেই একমুষ্টি করিয়া উচ্ছিষ্ট দিলে সুখে উদর ভরণ হইবে; বিড়ালে কামনা করে, মণির নির্ব্বংশ হইয়া ভিটায় সুকুর হউক, তাহাতে মাছ হইলে সহজেই উদর ভরণ করা যাইবে।" আজকালের গুরু-পুরোহিতও সেই প্রকারের। গুরুঠাকুর কামনা করেন, শিষ্যের খুব বংশবৃদ্ধি হউক। 'মাপাগুপ্তি প্রণালী এবং বিবাহ-ও শ্রাদ্ধাদিতে গুরুবরণ গুরুদক্ষিণা ও গুরুপ্রণামী প্রভৃতি দ্বারা মহাড়ম্বরে প্রাকৃত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা ও গৃহিণীর মনস্তুষ্টির বিধান করা যাইবে। পুরোহিত ঠাকুর কামনা করেন, যজমানের খুব সন্তান হউক এবং জন্মিবার আগেই মৃত্যু হউক। তাহা হইলে ষষ্ঠী শুভচণ্ডী, রক্ষাচণ্ডী, পাঁচ পাঁচী ষোড় কালী ও ষোড় কার্ত্তিকের মানসা এবং পূজাদি বৃদ্ধি পাইলে

তৎপ্রসাদাদিদ্বারা জীবে দয়া ও দক্ষিণাদি দ্বারা প্রাকৃত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা এবং গিরিধারীর চরণামৃত দ্বারা প্রেতাত্মা দূর করিবার সুযোগ হইবে, কারণ, পুত্রভক্তের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাই বলি, এখন আর একালের ন্যায় সদ্গুরু, শিষ্যকে শ্রীভগবানে সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তি করান না এবং পুরোহিত, পুরজনের হিতসাধনে রত থাকেন না; কেবলমাত্র কলি মহারাজের চাকরি রক্ষা মাত্র।

বৈষ্ণব পুরোহিত আমি, ব্যবসা কেবল যাজনী।
দেব দেব্যাদি পূজা কালী, সেইনা আমি পাঁঠা বলি॥
নৈবেদ্যাদি সম্ভার পেলে, নামাবলিতে বেঁধে ফেলে,
বিদায় চাহি চন্দন বলে॥
দক্ষিণাতে কম্‌তি হলে, চোপ্‌রাঙানি ঝগড়া জুলে,
ক্রোধে অম্‌নি ঘাটগো চলে॥

কাকড়ের মাঠে আবিষ্কারকদের সঙ্গলাভের সুযোগ।

বিগত ১৩২৩ সালের মাঘমাসে শ্রীগিরিধারী দর্শনোপলক্ষে বেলা প্রায় ১১টার সময় পাতুড়িয়া গ্রামে পৌঁছিয়া দেখিলাম, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কর দাদা মহাশয় ২৫৲ টাকার একটী মণি অর্ডার জানতা বাবাজীর দ্বারা তত্রস্থ দেখাইয়া, নিকটবর্ত্তী পোষ্টাফিসে দিলে একদিন বিলম্বে হইবে ভয়ে দূরবর্ত্তী পাংসা পোষ্টাফিসে লোক পাঠানর জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত আছেন। বুঝিলাম না, কিসের টাকা, কোথায় পাঠানর জন্য এত ব্যস্ততা? তবে বউদিদিকে বলিতে শুনিলাম—'আমার ত আর কিছুই নাই, বাপের এই জমিটুকু আমার নামে রেজিষ্টরি হয়।' দাদা বলিলেন, 'তা হাই হইবে; এখন যোগাযোগ কুরিওনা' তাহাতে বুঝিলাম অবশ্যই এ কোন গুপ্ত রাখা ব্যাপার হইবে। আমি আগন্তুক, বেলাও অধিক হইয়াছে; স্নান করিতে পুকুরে নামিতেছি। এমন সময় দাদা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'নবদ্বীপের ব্রজমোহন দাস বাবাজীকে জান?' আমি বলিলাম 'কি জন্য', তিনি বলিলেন 'ব্রজমোহনদাস বাবাজী নবদ্বীপে কতকগুলি জমি ভক্তগণের মধ্যে বাড়ী করিবার জন্য বিঘাপ্রতি ২০৲ টাকা নজর এবং রেজিষ্টারী ও অন্যান্য খরচাদি বাদ ৫৲ টাকা, মোট ২৫৲ টাকায় বন্দোবস্ত হইতেছে, জমি প্রায়ই বিলি বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। সামান্য কিছু থাকিতে পারে তাই সত্বর ঐ ঠিকানায় টাকা পাঠানর জন্য যদুনন্দন দাস লিখিয়াছেন, আমি ত বাবাজীকে জানি না। তুমি কি বল? এই যদুনন্দন বর্ত্তমান নবদ্বীপস্থ এক কীর্ত্তনে বাবাজীর কীর্ত্তনের শিষ্য। বাড়ী মদনপুরে।" আমি কিছুক্ষণ ভাবিলাম, বলিলাম, 'উক্ত বাবাজীর সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও বোধ হয় আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। ব্রজরসগীতাদি অনেক খানা পুস্তক তাঁহার নিকট হইতে যদুনন্দন আমাকে কিনিয়া দিয়াছিল এবং সেবারে নবদ্বীপ পরিক্রমার জন্য বাগান বাড়ীর বাবাজীর নিকট কিছুদিন যাবৎ বড়ই ঘোরাঘুরি করিতে দেখিয়াছিলাম। কীর্ত্তনীয়া বাবাজীর নিকট শুনিয়াছিলাম, তিনি নবদ্বীপ সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তকও ছাপাইতেছেন। যদি তিনিই হন, তবে তাঁহার নামে টাকা পাঠাইতে পারেন। পরে আমি মায়াপুর যাইয়া ধামের জমি এই প্রকার সস্তায় পাইবার আশায় বাবাজীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম।

'প্রাচীন মায়াপুর' নামক নূতন পল্লীসৃষ্টি সঙ্কল্পে জমি সংগ্রহের ও গৌরজন্মভূমি আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপনোদ্দেশক নিবেদন পত্র।

(পত্রের নকল)

৺শ্রীশ্রীহরি।

নৌরদী পাট্টা গ্রহণের আবেদন পত্র।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সদাশিব মিত্র, ম্যানেজার মহাশয় মহামহিমেষু পাইকপাড়া রাজষ্টেট।

স্বাক্ষর—শ্রীগিরীশচন্দ্র দে সরকার, শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে, শ্রীরজনীকান্ত দে, শ্রীরাধানাথ আইচ।

আবেদন শ্রীগিরীশচন্দ্র দে সরকার তথা শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে তথা শ্রীরজনীকান্ত দে তথা শ্রীরাধানাথ আইচ্ অধীনদিগের নিবেদন এই যে এষ্টেটের অন্তর্গত নবদ্বীপের

সামিল মজঃফরপুরের চড়া ভূমির যে স্থলে শ্রীযুক্ত ব্রজ-মোহন দাস বাবাজীউ মহাশয় স্বর্গীয় দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীর শ্রীমন্দির স্থাপিতের চেষ্টা পাইতেছেন, ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী কাঁকরের মাঠে স্থায়ীরূপে বাস করার জন্য বাড়ী করিলে ভবিষ্যতে সর্ব্ববিষয়েই আমাদের সুবিধা হইবে এবং রাজাইট হইতেও অনুগ্রহ পাইব ইত্যাদি উক্ত বাবাজী মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়া তদনুসারে প্রার্থনা করিতেছি যে, এতৎসঙ্গীয় নক্সার কাকুড়ের মাঠ বলিয়া যে স্থান উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ কাকুড়ের মাঠে পূর্ব্ব ভাগে সম্প্রতি আমাদিগকে সপরিবারে বসতঃ বাস করার জন্য মৌরসী সত্বে ৩০/বিঘা পরিমাণ ভূমি বিক্রীত করিয়া দেওয়ার জন্য সেরপুরের কাছারীর মাননীয় মহাশয়ের নিকট আদেশ দিয়া জমীনদিগকে আশ্রয় দিতে আজ্ঞা হয় নিবেদন ইতি। সন ১৩২৯ সাল তারিখ ২রা আষাঢ়।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
আজ্ঞাধীন	আজ্ঞাধীন
শ্রীব্রজমোহন দে	শ্রীগিরীশচন্দ্র দে সরকার
শ্রীরাধানাথ আইচ	শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে

মৌরসী পাট্টা গ্রহণের নিমিত্ত আবেদন পত্র।

'বীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহের ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীল শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র মহাশয় পাইকপাড়া বরাবরেষু—

শ্রীবৈষ্ণবোচিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন এই,—

শ্রীনবদ্বীপের উত্তরের মাঠে পরমবৈষ্ণব মহাত্মা গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত মন্দির যেস্থানে মৃত্তিকামগ্নো আছে, ঐ স্থানের বায়ুকোণে প্রায় চারশত হস্ত পরিমিত ব্যবধানে আপনাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত কাকুড়ের মাঠ নামক অনাবাদী ভূমি রহিয়াছে। সেজন্য ভক্তের বিশেষ সাহায্যে উক্ত শ্রীমন্দির উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রস্তাবিত কাকুড়ের মাঠে একটী ক্ষুদ্র পল্লী বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। প্রথমে ঐ স্থানে ৩০/ বিঘা জমির মৌরসী পাট্টা করিয়া ১২।১৪ ঘর লোকের বাসস্থান করিতেও মনস্থ করিয়াছি। এখন জমির বন্দোবস্ত হইলে আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে লোকের বসত বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে। এই কার্য্য দ্বারা আপনাদের জমিদারীর বিশেষ স্বার্থ ও আয় বৃদ্ধি হইবে। প্রথমে গ্রামের পত্তন আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে ভক্তান্য ভক্তগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে স্থানের উন্নতি হইতে পারিবে। পর পৃষ্ঠায় চারিজন ভক্তের নামযুক্ত এক খানা আবেদন পত্র আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি। ভক্তগণ আপনার নিকট ত্রিশবিঘা জমির মৌরসীপাট্টা লইবার জন্য এই আবেদন পত্রখানা আমার হস্ত দিয়া উপস্থিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত জমি সম্বন্ধীয় একখানা নক্সা উপস্থিত করা গেল। অতএব আপনার নিকট এ সম্বন্ধে আমার একান্ত অনুরোধ ও প্রার্থনা এই যে প্রস্তাবিত বিষয়ে আপনি অনুমতি দান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। নিবেদন ইতি—সন ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ২রা আষাঢ়। নিবেদক (স্বাঃ) শ্রীব্রজমোহন দাস, শ্রীধাম নবদ্বীপ—সেবাশ্রম।

বৈষ্ণব দাসানুদাসে—শ্রীব্রজমণীরঞ্জন মিত্র।
যশোহর বেল বাজার।

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া অনুসন্ধান শাখার আমরা সভ্য যে কয়দিন তাহার অধিবেশনে আহূত হইয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ কিছু কার্য্য হয় নাই। শেষ যে দিন আহূত হইয়াছিলাম, সেদিন বিজলী আলো ছটায় নির্ব্বাপিত হওয়ায় ও একসঙ্গে চারিজন সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় সভার অধিবেশন হয় নাই ও আমরা ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর আহ্বায়ক অমূল্য বাবু (বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়) আর আহ্বান-পত্র

প্রেরণ করেন নাই। ইহার পর পরিশেষে মীমাংসা বলিয়া কোন পত্রে মতামত প্রকাশ করিতে তিনি কতদূর যোগ্য; তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন, তাঁহাদের হস্তে ইহার ভার সমর্পিত হইল। গৌঃ সঃ]

প্রশ্নোত্তর

বিগত সপ্তাহের গৌড়ীয় স্তম্ভে মনোহরের রমণীবাবুর "নিবেদনে" যে দুইটী প্রশ্ন মুদ্রিত হইয়াছিল, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তাহাদিগের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

১। "কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণার্চনাদি নববিধা-ভক্তির যাজন না করিয়া কেবল মাত্র তত্ত্ববেত্তাধারী গুরু-ক্রবের যথেচ্ছাচারপোষণোপযোগী বর্ণাশ্রম ও ব্যবহারিক জিনিষ পত্র সরবরাহ দ্বারা তাঁহার কৃষ্ণেতর তাৎপর্য্যের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় কি না?"—এই তাঁহার একটী প্রশ্ন।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈঃ তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

দীক্ষাদ্বারা দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ আমাদের নিত্যপ্রভু, আমরা নিত্য কৃষ্ণদাস এই সম্বন্ধ জ্ঞান সম্যক্ উদিত হয়। যখন পূর্ণসম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর নিষ্কিঞ্চন সাধুগুরু চরণে এই সম্বন্ধ জ্ঞানের কথা শুনিতে আরম্ভ করিয়া আমরা তাহাতেই সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি, তখন আমাদের দীক্ষা আরম্ভ হয়। ক্রমে শ্রীগুরুদেবের শুদ্ধ কৃষ্ণসেবাময় জীবন দেখিতে দেখিতে ও তাঁহার সঙ্গক্রমে ও উপদেশে আমরা ভোগ কামনার চক্র হইতে মুক্ত হইতে থাকি অর্থাৎ আমাদের দীক্ষাকার্য্য চলিতে থাকে। "দীক্ষিত" বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাঁহার দীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ তিনি তাৎপর্য্যনিষ্ঠ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরুর চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন ও শুদ্ধসদ্গুরুর শ্রীমুখে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। রমণীবাবুর প্রশ্নে "দীক্ষিত" এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কেন না দীক্ষা লাভজন্য সাধুগুরু ও শ্রদ্ধাবান শিষ্য আবশ্যক। কঠউপনিষদে নচিকেতাকে যমরাজের উপদেশে তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।"

বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ও নিষ্কিঞ্চন সেবাপর সদ্গুরুর নিকটে শ্রেয়োজ্ঞানের জন্য যাইতে হয়, কেবল প্রেয় বিষয়ের অভিজ্ঞতা হইলে গুরুনিষ্ঠা-দেবী মন যাহাতে অনুরক্ত হয় তাহার সবই বর্জ্জিত হয়। বেদজ্ঞ সদ্গুরু সন্নিধানে যাইতে হইলে বেদপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ অন্যূনে শ্রীগুরু মুখনিঃসৃত বেদের নিগূঢ়তত্ত্বে শ্রদ্ধা লইয়া এবং ছান্দোগ্যোক্ত "সমিধমহর উপযন্তা নেষ্যে" এই শুরু বাক্য অনুসারে বেদ সমীপে গমন অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার জন্য যজ্ঞকাষ্ঠাদি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গুরুচরণে প্রপন্ন হইতে হয়। এই দীক্ষারম্ভ আর কিছুই নহে বেদপ্রতিপাদ্য দিব্যজ্ঞান-লাভে প্রবেশ। রমণীবাবুর প্রশ্নে সাধুগুরুর প্রস্তাব নাই, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত দীক্ষারম্ভ" সেস্থলে সম্ভবপর নহে। তিনি বোধ হয় তাঁহার প্রশ্নে "দীক্ষিত" শব্দে একটী লৌকিক ব্যাপারকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এরূপস্থলে ঐ গুরুক্রব (গুরুনামে পরিচয়প্রাপ্ত লৌকিক ব্রাহ্মণ পরিচয় দিলেও তিনি মন্ত্রব্যবসায়ী বৈদ্য, হীন বৈদ্য, সদ্বৈদ্য পর্য্যন্ত নহেন, তাহাতে বৃত্ত ব্রাহ্মণতা নাই, শ্রীব্রাহ্মণ বেদে অনধিকারী, তিনি কিরূপে গুরু হইতে পারেন? অতএব রমণীবাবু যাঁহাকে "দীক্ষিত" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তিনি নিজে শ্রদ্ধাবান্ হইলেও তাঁহার আদৌ দীক্ষারম্ভ হয় নাই।

বেদাধ্যয়নের উত্তম ফল নববিধা ভক্ত্যঙ্গ যাজন, ইহা

প্রহ্লাদ মহারাজ স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন, যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে (৭ম স্কন্ধে)

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

নবধাভক্তিতে প্রবেশ করাই দীক্ষা, যেখানে নববিধ ভক্তিযাজনের প্রাধান্য ও তৎকল্পে উপদেশ বা আদর্শ নাই, সেখানে গুরুকরণই হয় নাই, সুতরাং পুরশ্চরণও আবশ্যক হয় নাই, গুরুক্রবের সেবা গুরুসেবা নহে, তাহাতে ভক্তিসাধনের ও তৎফল কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির বিন্দুমাত্র আশা নাই। তাঁহারা বলেন গুরু যেমনই হউক না কেন শিষ্য খাঁটী হইলেই হইল অর্থাৎ যাহাকে তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া একমনে তাঁহার সেবা করিতে থাক, তাহা হইলেই তোমার মন খাঁটী হইতে থাকিবে—সে সকল লোক অদ্বয়জ্ঞানবাদী অর্থাৎ তাঁহারা পরমার্থকে নিজের চেষ্টার আয়ত্ত বলিয়া মনে করেন, গুরুকৃষ্ণের কৃপা সাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাদের বিচার মায়াবাদীর বিচার, একটা কাঁচা পাথর যাহাকে হীরক পরীক্ষিত করিতে এমন হও, সেই মনটাকে অন্তর্মুখভাবে প্রয়োগ কর, তোমার সিদ্ধি হইবে, ইহা শুদ্ধভক্তিমার্গের কথা নহে। তথা কথিত ভক্তি সাধক দিগের মধ্যে এই ভাবের মায়াবাদের অনেক কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে শুদ্ধভক্তির কথা অনেকে বুঝিতে কিছু বিলম্ব করিতেছেন, কেহ কেহ বা বুঝিতেই চাহিতেছেন না।

রমণীবাবু বলিয়াছেন, "কেবলমাত্র জড় দেহধারী গুরু-ক্রব।" দেখা যাউক ইহার কি অর্থ হইতে পারে। 'জড়' বলিতে গৌড়ীয়বৈষ্ণব কি বুঝেন এটী আমাদের প্রথমে আলোচ্য। জড় অচিৎ, চেতন ধর্ম্মবিবর্জ্জিত। চেতনের ধর্ম্ম নির্ম্মল জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাবৃত্তির যথাযথব্যবহার অর্থাৎ স্বরূপাবস্থায় নিজভোগবৃত্তিহীন নির্ম্মল নিত্য ভগবৎ সেবা। চেতন ব্যতীত অচেতন বস্তু দ্বারা শুদ্ধচিদ্বিচিৎ তত্ত্ব শ্রীভগবানের সেবা হয় না। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবাস্থলী শ্রীগোলোক বৃন্দাবন ধাম চিন্ময়, সেখানে অচিতের সমাবেশ নাই। সেখানে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, আর সব সেবক, সকল বস্তুদ্বারাই তাঁহার সেবা হইতেছে। সেখানে বৃক্ষ, ধূলি, মৃত্তিকা, গিরি,-নদী, গোতাড়ন যষ্টি, মন্থনদণ্ড, বংশী প্রভৃতি সকলই চিন্ময়। অচল বলিয়া শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যে সেগুলিকে চিজ্জড় বলা হইয়াছে। এখানে সেগুলিকে আমরা অচিদ্দর্শন করি; আমাদের ভোগ্য, অন্য জীবের ভোগ্য এই জ্ঞান যে বস্তুতে হইবে অর্থাৎ যাহা মায়ার অন্তর্গত তত্ত্ব তাহাই অচিৎ। আমাদের এই দেহধারে যখন আমরা জগতের ভোগে ব্যস্ত, ভোগ করিতে প্রস্তুত, তখন ইহা আমাদের ভোগের দ্বার বলিয়া অচিৎ। যখন শুদ্ধ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণব কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর হইয়া ঐকান্তিক ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারে কেবল কৃষ্ণসেবাই করিতে থাকেন, যখন তাঁহাতে বিন্দুমাত্র ভোগ-বাসনা নাই, তখন তাঁহার সমস্তই চিৎ, তিনি জগৎকে কৃষ্ণভোগের উপকরণরূপে দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র চিদ্দর্শন করেন, তাঁহার অচিদ্দর্শনই থাকে না, তাঁহার সর্ব্বত্র গোলোক স্ফূর্ত্তি। তাই মহাজন বলিয়াছেন,—

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"
"স্বরূপে দেখায় হয় গোলোকেতে স্থিতি।"

তখন তিনি মহাভাগবত, তাঁহার কলেবর অপ্রাকৃত, তাহা জড় নহে। আর অন্য পক্ষে কেবল ভোগপ্রবণ-জনক-ব্যক্তি কেবল অচিৎদর্শনই করেন, তাঁহার বিশুদ্ধ চিতের দ্বারপরিগ্রহ নাই, সর্ব্বত্রই অচিদ্দর্শন। চিজ্জগতের কথা শ্রবণে তাঁহার বিশ্বাস পর্য্যন্ত হয় না। তাঁহার দেহটাও কেবল জড়। এরূপ ব্যক্তি কি কখনও গুরু হইতে পারেন? কিন্তু তিনি গুরুক্রব হইয়া অথবা গুরুর আসন ধরিয়া টানাটানি করেন এইটাই তাঁহার দুঃসাহস। তাঁহার রুচি ত' কখনও হইবেই, তিনি কেবল ভোগ পরায়ণ, সুতরাং তাঁহার রুচি কিরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে?

'তদর্থে যজ্ঞ' বলিতে ভগবৎসম্বন্ধে যাহাই করা যাইবেই বুঝায়। ভক্তিমার্গের সাধক ভক্ত-নিবেদিত ভোগের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না। তিনি প্রসাদ সেবা করেন। জীবহত্যা করিয়া প্রাপ্ত পলাণ্ডি অন্বেষা ও উপদংশের ভোগে অনিবেদিতত্ব। সুতরাং তাহা কখনও প্রসাদী হইতে পারে না। আমিষাদি তদর্থ, যজ্ঞ নহে, তাহা ত্যাজ্য। কখনও স্পর্শদোষেই স্পর্শে নিবেদিত হইবার যোগ নহে। সুতরাং এ সকল দ্রব্য কখনও প্রসাদী হয় না। অতএব সেগুলি গ্রহণে "কর্ণাখাদ" ভোজন হয়। সেরূপ কর্ণাখাদী কখনও গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। বিদ্যাভিমানী গুরুব্রুবকে সে সকল সংগ্রহ করিয়া দিলে তাহার কোন মঙ্গলের আশা নাই।

যথার্থ সাধুগুরুচরণে আশ্রিত হইলে গুরুসেবা দ্বারা তাহাতে শ্রীগুরুদেব নিরন্তর শ্রীহরিসেবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়ায় আমাদের দ্বারা শ্রীহরিই সেবিত হ'ন। সুতরাং হরিসেবা করিতে গেলে গুরুসেবা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভোক্ত "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই উপদেশ অনুসারে ভক্তিরাজীর গুরুসেবা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে কর্ণ্য আচার্য্য ও "ব্যবহারিক" বিদ্যোপকরণ "তিনিমাত্র সহবাস দ্বারা সেবা" আবশ্যক হইয়া উঠে, সেখানে গুরুসেবা কতদূর হইবে তাহা বিদ্যাভিমানী বিচার করিয়া দেখিবেন। শ্রীগুরুদেব কখনও স্বনির্বাহ প্রাতিস্রব ধর্ম্মের ব্যতিচার করিবেন না, যেখানে সেরূপ ব্যাপার দেখা যায়, সেখানে কতদূর গুরুত্ব বর্ত্তমান তাহা ভাবিবার কথা। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে শ্রীগুরুদেব নিষ্কিঞ্চন ভক্তৈকসেবানিষ্ঠ, নচেৎ তাঁহার গুরুত্ব কোথায়?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ব্যাসান্তরে দেওয়া হইবে।

প্রচারপ্রসঙ্গ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সদস্যগণী বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরগৌরচন্দ্র দাস অধিকারী মহাশয়কে "ভক্তিরত্নাকর" এবং খানবাদপ্রবাসী ভাগবত-প্রবর শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় দাস অধিকারী মহাশয়কে "ভক্তি-গুণাকর" অভিধানে ভূষিত করিয়াছেন।

ভারতীয়।

গৌড়ীয় মহাসম্মিলনী :—আগামী ২৯শে ডিসেম্বর ১৩ই পৌষ শনিবার বেলা ১ টার সময় কলিকাতা ৯২নং সতীশমুখার ষ্ট্রীট, ৺ ঘটকচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাটীতে চতুরাশ্রমের গৌড়ীয়গণের মহাসম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইবে। ৩০শে ডিসেম্বর, ১৪ই পৌষ তারিখেও বেলা ১১টার সময় উক্ত অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

হরিদ্বারে বাংলার হোটেল :—হিন্দুর পুণ্য তীর্থ হরিদ্বারে রেল-কোম্পানী একটী মদ বাংলার হোটেল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। হরিদ্বার রেল-ষ্টেশনেই এই হোটেল খোলা হইবে। হরিদ্বারের মিউনিসিপাল বোর্ড আইন করিয়াছেন যে, তাঁহাদের এলাকার ভিতর কোথাও কেহ মদ এবং মাংস বেনাবেচা করিতে পারিবে না। ফলে, এখনও দুষ্ট লোকেরা এই পুণ্য তীর্থে এই সব অত্যন্ত অস্পৃশ্য দ্রব্য ব্যবহারের সুযোগ পায় না। কিন্তু রেল-কোম্পানী যদি ষ্টেশনে মদ-মাংসের হোটেল খুলিয়া বসেন, তাহা হইলে এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেও কদাচারীর কদাচরণের সুযোগ হইবে। ইহা হিন্দুর পক্ষে

একেবারেই অবাঞ্ছনীয়। পরন্তু ইহা ঘোর প্রতিবাদের বিষয়। বারাণসীর "হিন্দু সভা" ইহার ঘোর আপত্তি করিয়া আউধ-রোহিলখণ্ড রেলের এজেণ্টকে, ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এবং মুরাদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও পত্র লিখিয়াছেন। আমরাও সমগ্র হিন্দু জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই পুণ্য তীর্থে মদ-মাংসের হোটেল খোলার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ :—আগামী ২১ মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সোমবার হইতে প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা আরম্ভ হইবে। মেলায় সম্মিলিত যাত্রিবর্গের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থার জন্য সেখানে একটি সেবা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি যাত্রিদিগকে রেল-ষ্টেশনে টিকিট কিনিতে সাহায্য করিবেন, পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন, কেহ ভিড়ের ফলে দলচ্যুত হইলে তাহাকে দলের লোকের সহিত পুনর্ম্মিলিত করিয়া দিবেন। এই সব কাজের জন্য ইঁহারা পাঁচ শত ভলাণ্টিয়ার চাহিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্যাটেল গ্রেপ্তারের গুজব :—শ্রীযুক্ত বিটলভাই প্যাটেল বোম্বাই প্রদেশের স্বরাজদলের নেতা। ইদানীং তিনি বোম্বাই গবর্ণরকে অভিনন্দন দেওয়া লইয়া অনেক জনসভাতে এবং কর্পোরেশনে খুব তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এমন কি তিনি বোম্বাই প্রদেশে ইংলণ্ডজাত জিনিষ বর্জ্জন করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। গুজব যে এইজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর :—বোম্বাইয়ের নূতন লাট লার্ড লেমিংটন উইলসনের সম্বর্দ্ধনার জন্য গত পরশ্ব প্রাতে এপোলো বন্দরে বহু নাগরিক ও দেশীয় রাজা সমবেত হন। কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মিঃ মোদী ও সদস্যগণ লাট বাহাদুরকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন।

এতিমখানা পতনের মামলা :—এতিমখানার দালান প্রস্তুতে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে উহার পতনে যে ৪২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহার জন্য উক্ত দালান প্রস্তুতের কণ্ট্রাক্টার নগেন্দ্রনাথ সিংহের বিরুদ্ধে ৩০৪ এ ও ৩৩৮ ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছে। রায়বাহাদুর কে, বি, দাশগুপ্তের এজলাসে এই বিচার চলিতেছে। মোকদ্দমা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

পিতার মৃত্যুতে পুত্রের দাবি :—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অসাবধানতার ফলে রাধাকান্ত দাস নামক একব্যক্তির পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় রাধাকান্ত ৫০,০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবীতে উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারক ব্যাকল্যাণ্ডের এজলাসে দায়ের করে। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে একিদফায় আপোষে মীমাংসা হইয়া ৫৩০০৲ টাকা দাবী সাব্যস্ত হওয়ায় বিচারক খরচ সহ ৫৩০০৲ টাকা বাদীকে ডিক্রি দিয়াছেন।

কনেষ্টবলের কাণ্ড :—সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে, নদীয়া জেলার আলমডাঙ্গায় এক ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করায় জনৈক কনেষ্টবলকে তাহার উপরস্থ দারোগা ভৎর্সনা করে। ইহাতে কনেষ্টবলটী অত্যন্ত রাগিয়া যায়। তখন সে পেট্রলে ছিল। সে দারোগাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। ভাগ্যক্রমে গুলিটী দারোগার গায়ে না লাগায় তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটির জোর তদন্ত চলিতেছে।

অধ্যাপকের আত্মহত্যা :—মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক, শ্রীঃ এস্, এন, বর এম্, এ, ডি, এস্-সিকে গত ২রা ডিসেম্বর, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ল্যাবরেটরী গৃহের নিকট একটী নির্জ্জন কক্ষে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। অনুমান এইরূপ যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

কুষ্টিয়ায় মুসলমান অত্যাচার ঃ কুষ্টিয়া হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রামে প্রকাশ যে, হরিনারায়ণপুরের হিন্দু-মুসলমানে মারপিটের সাক্ষী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন প্রামাণিক মহাশয়কে মুসলমানেরা ভীষণভাবে মারিয়াছে এবং তাঁহাকে অথেচ্ছ অত্যাচার করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে। হিন্দুর পুলিশ কর্তৃপক্ষকে এই সকল ঘটনা জানাইয়াছেন; কিন্তু অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কলিকাতার মৃত্যুর হার :—গত ১লা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে কলিকাতায় মোট ৩১৪টী লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। পূর্ব্বের দুই বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের মৃত্যুর হার অনেকটা বেশী। সপ্তাহে বসন্ত রোগে কেহই মারা যায় নাই। তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা একটু বাড়িয়াছে। জ্বর ও পেটের অসুখেই বেশীর ভাগ লোক মারা গিয়াছে।

দেশবন্ধু লাটে সাক্ষাৎ :—যে গত মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ লর্ড লিটনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ধরিয়া কি কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। এসোসিয়েটেড্ প্রেসও এই প্রকারের সংবাদ শুনিয়াছেন। ফরওয়ার্ডেও সেই খবর।

কাঁসী হইতে দেশবন্ধু :—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল দুই জায়গা হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এজন্য তিনি কাঁথীর সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এইখানে আবার কে দাঁড়াইবেন তাহা লইয়া বেশ জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। "অমৃতবাজার পত্রিকা" জানাইতেছেন যে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থান হইতে দাঁড়াইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া শুনিয়া তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস এই স্থান হইতে দাঁড়াইবেন বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে।

মানহানির মামলা :—পিরোজপুরের মহাত্মার উদ্যান দেখিবার চিত্তরঞ্জনের নামে যে মানহানির মামলা আনয়ন করিয়াছেন, তাহার এক রকা শুনানী—তাহার সবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে চলিয়া গিয়াছে। অভিযোগকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহার পক্ষের অন্যান্য সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিবার জন্য আগামী ১২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবি আছে।

বড়লাট বেডিং শ্রীমতী বেশান্ত ন্যাশনাল কেমিকল লীগের প্রেসিডেন্ট বা নেত্রীরূপে বড়লাটকে অভিনন্দন করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ স্বরাজ চায়, ঔপনিবেশিক হোমরুল চায়, সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার হইতে চায়। শ্রীমতী বেশান্ত কিন্তু বলিতে ভুলেন নাই যে, তিনি ও তাঁহার লীগ অসহযোগীদের 'স্বরাজ' চান না—চান সেই 'স্বরাজ,' যাহার কথা স্বয়ং সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন ও মণ্টেগু সিদ্ধান্তে সেই স্বরাজের অনেকখানি পথ তৈরী করিয়া দিয়াছেন।

কংগ্রেস আসামে নিমন্ত্রণ :—কংগ্রেসের আগামী বৎসরের অধিবেশন যাহাতে আসামে হয়, এজন্য আসামের প্রতিনিধিরা এবৎসর কোকনদে যাইয়া কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক ও সম্বন্ধে আসামবাসীদের মতামত জানিয়াছেন। এ বিষয়ে সকলেরই সম্মতি আছে। এবৎসর যাহাতে কোকনদ কংগ্রেসে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি যায়। সে জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

'নিউবর্ম্মা' পত্রিকা :—টেজরের পুলিশ ইন্‌স্ মিঃ হে, হাটনের মানহানি করার অপরাধে "নিউ বর্ম্মা" পত্রের সম্পাদকও মুদ্রাকর গত ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মিঃ হাটন গত মার্চ্চ মাসে টেজরে নৌখেলার সময় ফুটবলের সমর্থন করিয়াছেন; "নিউ বর্ম্মা" নাকি এই মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন।

'হিন্দু'-সম্পাদক স্বর্গীয়।—মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত এন্, সুব্রহ্মণ্যম্ আয়ার কিছুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন। ১২ ডিসেম্বর প্রাতে নয়লাপুর নিজ ভবনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অনেক দিন যাবৎ মাদ্রাজের একজন খ্যাতনামা সংবাদপত্রসেবী ছিলেন এবং কংগ্রেসের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রথমে তিনি কোয়াটুস হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসা করেন, পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু' পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া মাদ্রাজে আসিয়া উহার সম্পাদনা কার্য্যে ব্যাপৃত হন। তিনি মহাজন সভা, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ছিলেন এবং কিছুকাল মাদ্রাজ কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্টরূপে কার্য্য করেন ও ভাইস রিগাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এবং বিগত যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপ ভ্রমণ করে।

জমি সংগ্রহ :—গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, যে, ই, আই, রেল কোম্পানীর তুলং ষ্টেশন ও সাইডিংএর জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট রেল কোম্পানীর তরফ হইতে বেলুড় গ্রামে অনেক একর জমি দখল করিবেন। প্রস্তাবিত জমির সীমানা দেখিয়া বোঝা যায় যে, মঠের উত্তর ও পশ্চিমের সমস্ত জমি এবং মিশনের কার্য্যের প্রসারের জন্য যে নূতন জমি কেনা হইয়াছে, তাহারও কতক অংশ, রেলওয়ের অধিকারে আসিবে। ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা হইয়াছে।

বৈদেশিক।

তুরস্কে অশান্তি :—মাননীয় আগাখানের চিঠি গত ১০ই তারিখে কনষ্টান্টিনোপলে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চিঠিতে তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে শেরি আইন অনুসারে-খলিফার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিলে এবং তাঁহাকে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখিলে ইসলামের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে। তিনি বলেন যে খলিফার মর্য্যাদা অন্ততঃ শোল হইতে কোন ক্রমে কম হওয়া উচিত নহে। গত চতুর্দ্দশ শতাব্দ যাবত পৃথিবীর সুন্নি মুসলমানগণ খলিফাকে তাহাদের ধর্ম্মগুরু ও ইমাম বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় যদি খলিফার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় তাহা হইলে মুসলমান সমাজে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে।

খিলাফৎ প্রশ্ন সম্পর্কে আগা খানের চিঠি লইয়া বিষম আন্দোলন চলিয়াছে। এতৎসম্পর্কে তুরস্ক জাতীয়দল কর্ত্তৃক কনষ্টান্টিনোপলে একটী স্বাধীন বিচার সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় কাগজগুলি উক্ত চিঠির উপর জোর আক্রমণ করিয়াছে; কেবল 'একদাম' ও 'তানিন' পত্র উহার পক্ষে লিখিয়াছে ঐ দুইটী কাগজের আফিস মোতা-কর্ত্তৃক খানাতল্লাস করা হইয়াছে। পত্র দুইখানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ পত্রদ্বয়ের সম্পাদকদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আমেরিকার নৌ-বহরের বৃদ্ধি :—আমেরিকার নৌ-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এড্উইন ডেনী গত ৮ই তারিখের কংগ্রেসে তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্ট উপস্থিত করার সময় প্রস্তাব করিয়াছেন যে আমেরিকার নৌ-বহর বৃদ্ধির জন্য বৎসরে ৩ কোটী ডলার মঞ্জুর করা হউক। তিনি প্রস্তাব করেন যে ৮টী ১০ হাজার টনের জুলার, ৩টী জুয়ারের মত লংরেঞ্জ ও ৩টী গানবোট তৈয়ারি করা হউক এবং নৌ বহরের আজ্ঞা তৈয়ারি ও ৫ বৎসর পর্য্যন্ত উড়ো জাহাজের বৃদ্ধি করার জন্য ৬৩৭০০০০ ডলার মঞ্জুর করা হউক। তিনি বলেন যে যদি ওয়াশিংটন বৈঠকের মতে ঠিক চলিতে হয় এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয় তাহা হইলে আমেরিকাকে নৌ-বহর বৃদ্ধি করিতেই হইবে।

হেজাজ সন্ধি :—রয়টার সংবাদ দিতেছেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হেজাজের রাজা হোসেনের সঙ্গে একটী সন্ধির জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। যদি মক্কা হইতে এই বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় তাহা হইলে শীঘ্রই হেজাজের সহিত ইংলণ্ডের একটী সন্ধি হইয়া যাইবে। ডাঃ নন্সি আল আফিস লণ্ডনের পর-রাষ্ট্র বিভাগ হইতে মক্কায় সন্ধি সর্ত্তের প্রস্তাব করিয়াছেন

তিনি সন্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত লণ্ডনে বাস করিবেন এবং বেলজিয়মের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবেন।

জাহাজ ডুবি :—গত ১১ই তারিখে পোর্টল্যাণ্ডের নিকট একটী জাহাজের কাপ্তেন দেখিতে পান যে একটী নৌকায় ৬ জন লোক ভাসিতেছে। তিনি তাহাদের উদ্ধার করিতে গিয়া দেখেন যে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই নৌকাখানা যেজো নামক জাহাজে ছিল। সকলেই বলিতেছেন যে জাহাজখানা গত শুক্রবার ইংলিশ চ্যানেলে ডুবিয়াছিল।

পর্ত্তুগাল গবর্ণমেণ্ট ধ্বংসের চেষ্টা :—রয়টারের লিসবনস্থ সংবাদদাতার 'সেন্সর' প্রাপ্ত একটী সংবাদে প্রকাশ যে, পর্ত্তুগাল গবর্ণমেণ্ট ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তত্রত্য একদল লোক প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ আক্রমণ করে। প্রাসাদরক্ষিদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়। প্রকাশ যে, ইহা চরমপন্থী দিগের কর্ম্ম।

বিজ্ঞানের জন্য বৃত্তিদান :—সম্প্রতি রাজকীয় বিজ্ঞান কলেজের তেরোমান মিঃ সার্ ষ্টাইার ডিকষ্ট ফক্ ডিক্সনসাহেবকে জানাইয়াছেন। যে কয়েকজন সভ্যের বয়স ১৯১৪-২৫ ইং সালের জন্য কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারত প্রভৃতি প্রত্যেক দেশ হইতে আগত ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান কলেজে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত ৩০০ পাউণ্ড করিয়া দুইটী বৃত্তি দান করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ডিউক অফ্ ডিক্সনসাহেব জানাইয়াছেন যে তিনি এই দান গ্রহণ করিতে রাজী আছেন।

চার্চ্চিল মানহানী মামলা :—লর্ড আলফ্রেড ডগলাস একখানা পুস্তিকাতে মিঃ চার্চ্চিলকে কিচনারের মৃত্যুর জন্য দায়ী করিয়া কতকগুলি কথা লেখেন। এই জন্য গত ৬ই নভেম্বর তারিখে তিনি লর্ড ডগলাসের বিরুদ্ধে একটী মানহানীর মামলা রুজু করেন। গত ১০ই তারিখে উহার একরফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। লর্ড ডগলাস আদালতে নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করেন। ঐ দিন মিঃ ব্যালফুর ও মিঃ চার্চ্চিল মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন।

ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভা :—গত ১১ই ডিসেম্বর বিকালের রয়টারের খবরের প্রকাশ যে, রক্ষণশীল দল, মিঃ বল্ডউইন যাহাতে গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করেন সেজন্য জোর চেষ্টা করিতেছেন। যদি মিঃ বল্ডউইনকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং রক্ষণশীলদল মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন না করেন, তবে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে ডাকা হইবে, কিন্তু শ্রমিকদল নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সর্ব্বের একটী অংশও বাদ দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে খুব সম্ভব অস্বীকার করিতে হইবে। যদি প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয়, তবে আবার মিঃ অ্যাসকুইথ বা তাঁহার অনোনীত ব্যক্তিকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডাকা হইবে। আবার রয়টার রক্ষণশীলদল হইতে পাকা খবর পাইয়াছেন যে, মিঃ বল্ডউইন পদত্যাগ করিবেন না এবং পার্লামেণ্টের সভা পর্য্যন্ত কাজ চালাইবেন; কিন্তু তিনি মনে করেন না যে, পার্লামেণ্টে তাঁহার দল অল্পসংখ্যক হইবে। গবর্ণমেণ্ট লিবারেলদলের নিকট হইতে জানিয়াছেন যে, তাঁহারা ইহাতে কোন প্রকার বাধা দিবেন না।

জার্ম্মাণীর অবস্থা :—রীচষ্টাগ অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্যের মতে আর্থিক ব্যাপারসমূহের নিয়ন্ত্রক আইন গ্রহণ করিয়াছে এই আইনে সমাজতন্ত্রী এবং জাতীয়দল খুব তীব্র আপত্তি করিবে আশঙ্কা করা গিয়াছিল।

সেনট্রাল নিউজ পত্রের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন যে হার মার্কস আগামী শনিবার দিন রীচষ্টাগে ভাষিয়া দিবেন।

মেক্সিকোর বিদ্রোহ :— মন্ত্রিসভার এক অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া দেশকে শান্ত করিতে হইবে। ফন লুইপটসহইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, কেডারেল সৈন্যেরা বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে নিরস্ত করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছে।

গ্রীসেসোলবোগ :—সরকারী টেলিগ্রামে প্রকাশ যে গ্রীসে রাজতন্ত্রীদের এক নূতন ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ায় বহুলোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেক অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারী আছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই পৌষ ১৩৩০, ২২শে ডিসেম্বর ১৯২৩

দ্বিতীয় খণ্ড

১৮শ সংখ্যা

মনোধর্ম্ম।

এই জগতে অসংখ্য জীব। একটী জীবদেহের সহিত অপর জীবদেহের বৈষম্য দৃষ্ট হয়। অধিক কি, দুইজন সহোদর ভ্রাতা বা যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের আকৃতিতেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং যখন দেহের আকারের বিভিন্নতা বর্ত্তমান তখন দেহ-স্বভাব বা দেহধর্ম্মেরও যে বৈচিত্র্য সংঘটিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। শীতপ্রধান-দেশবাসীর সহিত শীত-প্রধান দেশবাসীর দেহধর্ম্মের পার্থক্য আছে। এমন কি, একমাতার পাঁচটী সন্তানের দেহ-স্বভাবের মিল নাই। একজনের শরীরে যাহা সহ্য হয় অপরের শরীরে তাহা সহ্য হয় না।

স্থূল দেহের ন্যায় জীবের মানসিক চিন্তাপ্রণালী, বুদ্ধি-বৃত্তি, রুচি ও বিচারক্ষমতা পরস্পর পৃথক্; সকলের চিন্তা-প্রণালী বা রুচি কখনও এক হইতে পারে না। এক জনের নিকট যাহা পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া পরি-গণিত, অপরের নিকট তাহাই আবার অত্যন্ত হেয়। দেশ-ভেদে মনুষ্যের অন্নবস্ত্রের ভাষা, শিক্ষা ও সঙ্গ-ভেদে লোকের রুচি, প্রবৃত্তি, চিন্তাপ্রণালী ও বিচার-ক্ষমতা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে যে পোষাক অত্যন্ত প্রীতিকর, শীতপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে তাহাই আবার অত্যন্ত অপ্রীতিকর। অসভ্য সমাজে যাহা অত্যন্ত আদরণীয়, সভ্য-সমাজে তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য। একযুগে যাহা পরম উপাদেয় বলিয়া গৃহীত, পরযুগে তাহার আর আদর নাই। এইরূপে যুগে যুগে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। একযুগে টলেমি নামে কোনও এক পাশ্চাত্য মনীষী বৈজ্ঞানিক মতে উপ-নীত হইলেন যে পৃথিবী সর্ব্বদাই বিশ্বের মধ্যদেশে অব-স্থিত থাকিয়া দিবা ও অহঃক্ষণ এবং সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি পৃথি-বীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই সেই যুগে চরমসত্য বলিয়া গৃহীত হইল। কিন্তু পরযুগে কোপারনিকাস্ নামে আর এক মনীষী আসিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন, পৃথিবী পৃথিবীই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে

পরিবর্তন করিয়া থাকে। এইরূপ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জগতেও দেখা যায় যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহা হইতে অধিকতর প্রতিভা-শালী ব্যক্তি তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া অপর একটী নূতন সত্য প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপ জগতে নিত্য কত মত সৃষ্ট হইতেছে আবার সেই সকল মতকে উপেক্ষা করিয়া পুনরায় নূতন নূতন মতের অধিকারও হইতেছে। ইহা সকলই মনোধর্ম্মের অন্তর্গত। মনোধর্ম্মের স্বভাবই এই যে—'এই ভাল এই মন্দ।'

"যৈছে উত্তরোত্তর জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অণুচৈতন্য স্বতন্ত্র জীব যখন স্বরূপজ্ঞান-তত্ত্ব সংস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয় তখন তাহার যাবতীয় বিচার জড় মন-বুদ্ধি অহঙ্কার দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাবতীয় মতামত বা প্রতিভার স্ফুরণ মনোধর্ম্মেরই অন্তর্গত। বদ্ধজীব অবিশুদ্ধ-স্বরূপবৃত্তি মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সাহায্যে কখনই বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কারণ জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসমূহ হেয়। অধিক কি, শুদ্ধজীবশক্তির স্বীয় বৃত্তিসকলও হেয় না হইলেও অপ্রচুর। সুতরাং জীবশক্তি স্বীয় বৃত্তির শত চেষ্টাতেও বাস্তব জ্ঞানলাভে অধিকারী হন না। এই জন্যই শ্রুতি তারস্বরে বলিতেছেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' ইত্যাদি।

চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী বৃত্তি ও হ্লাদিনী সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে না। অতএব শ্রুতির আদেশ এই—

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'
'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত॥'

শ্রীশ্বেতোপনিষদও তাহাই প্রতিধ্বনি করিতেছেন—

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥'
'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'
"মামেকং শরণং 'ব্রজ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব পরিপূর্ণ-জ্ঞান ঔপনিষদ-নিরূপণে মানবিক মন বুদ্ধি, অহঙ্কার যেরূপ অসমর্থ, অপ্রচুর শক্তিসম্পন্ন অণুচৈতন্য জীবাত্মাও তদ্রূপ আত্মবিচারে অসম্পূর্ণ। ইহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে দেবতাগণ শ্রীভগবানের স্তবে বলিতেছেন,

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অনন্তশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি ব্যতীত অণুচৈতন্য জীবের বুদ্ধি প্রাকৃতমল-রহিত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসিগণও যখন অবিশুদ্ধ বুদ্ধিহেতু নিজনিজকে বিমুক্ত মনে করিয়া ভগবানের আনুগত্য ত্যাগ করেন, তখন তাহারা বহুকষ্টার্জ্জিত শ্রৌতপন্থীর-সমুদীন হইয়াও ভগবানের চরণকমলে' অনাদরহেতু অধঃ-পাতিত হন। অধিক কি

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
বিচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"

জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তিমান্ ভগবানের শ্রীচরণ অনাদর করেন অর্থাৎ ভগবানের নিত্য দাস্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন, তাঁহারা সেই অপরাধে পুনরায় কর্ম্ম-দ্বারা বন্ধন-দশা লাভ করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ পুনরায় ভগবানকে বলিলেন,—

তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিৎ
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো!

কিন্তু হে মাধব! তোমার অনন্য ভক্তগণ জীবগণের একমাত্র আশ্রয় তোমাতে সততযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা কখনও অধঃপতিত হন না, কারণ 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' শ্রীগীতার এই প্রতিজ্ঞা-বচনই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া যাবতীয় বিঘ্নরাশিকে পদদলিত করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

এই ভাগবত-বচনকে যাঁহারা সাম্প্রদায়িক কথা বা অর্থবাদ মাত্র মনে করেন, তাঁহারা পরমসত্য হইতে বঞ্চিত হন মাত্র। তাঁহারা সারগ্রাহী হইয়া শ্রীগীতোপনিষৎ আলোচনা

করিলে উক্ত সত্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অণুচৈতন্যজীব অনর্থনির্মুক্ত হইলেও বিভুচৈতন্যের সমাশ্রয় বা কৃপা ব্যতীত নিত্যসত্য পরমজ্ঞান লাভে সমর্থ হইতে পারেন না। অতএব নিরস্তকুহক সত্য আরোহ-পারম্পর্য্যে বা অবরোহপন্থায় সমাগত। যেখানে বিভুচৈতন্যে সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তি অস্বীকার করিয়া তত্ত্বনিরূপণে চেষ্টা সেখানেই মনোধর্ম্ম—হয় মনোবুদ্ধিকৃত জড় বিচার, নয় জড়-বাতিরেক বিচার। উভয় বিচারই সোপাধিক—মনোবুদ্ধিসাধিত বিচার যে প্রকার জড়বস্তু সাগায়ে অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রাকৃত, চিচ্ছক্তির আনুগত্য স্বীকার না করিয়া নিজে নিজে আত্ম-বিচারও তদ্রূপ সোপাধিক সুতরাং অসম্পূর্ণ। উভয় বিচার-প্রণালীই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষযুক্ত। কিন্তু চিচ্ছক্তির সম্পূর্ণ আনুগত্যে স্বতন্ত্ররূপের নিরুপাধিক চিদ্বৃত্তি দ্বারা যে উপলব্ধি তাহাই আত্মধর্ম্ম। একমাত্র তাহাই নিরস্তকুহক পরমসত্য লাভের উপায়। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের প্রথমেই বলিয়া শ্রীব্যাসদেব সেই পরম সত্যের ধ্যান শিক্ষা দিয়াছেন এবং "ধীমহি" এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পরমসত্য নির্ণয় সূরিগণেরও মোহ উৎপাদিত হয়। সুতরাং জগতে যিনি যতই প্রতিভা-শালী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া মনোধর্ম্মী জগতের নিকট প্রচারিত হউন না, কেন তিনিও অনেক সময় মনোধর্ম্মের দ্বারা মুগ্ধ হইতে পারেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই বহু মনীষী উদিত হইয়াছেন। কিন্তু কেহ স্পষ্ট-ভাবে বেদ অগ্রাহ্য করিয়া কেহ বা মুখে বেদ স্বীকার করিয়া বেদবিরুদ্ধ মনোধর্ম্ম-বহুল মতসমূহ প্রচার করিয়াছেন। আমরা ঐ সকল মত পর পর প্রবন্ধে উপযুক্ত যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ বিশদভাবে সমালোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

হরিশরণ ও গুরুগৃহে।

(দ্বিতীয় দিবস।)

বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইতে কিছু বাকী। হরিশরণ মহাপ্রসাদাদি পাইয়া শ্রীমালিকা হস্তে তাহার গুরুদেবের নিকট আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় তাহার গুরুদেব তাহাকে বলিলেন,—"চল, বৎস! নবদ্বীপ-কেন্দ্রস্থল অন্তর্দ্বীপস্থ এই শ্রীমায়াপুরধামে অবস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শন করিয়া আসি। চল, আর বিলম্ব করিও না। বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যে আবার শ্রীব্রজপত্তনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। নচেৎ ব্রজপত্তনেশ্বরের সেবার সময় অতীত হইয়া যাইবে। যাইতে যাইতে পথে তোমাকে শ্রীনামাভাস সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র বলিবার চেষ্টা পাইব।

হরিশরণ মহানন্দে একখানি কম্বল স্কন্ধে ফেলিয়া, তাহার গুরুদেবের মস্তকোপরি ধরিবার জন্য, একটী ছত্র হস্তে লইয়া তৎসহ বহির্গত হইলেন। উভয়ে পূর্ব্বকুণ্ড বর্ত্তমান নাম যজ্ঞকুণ্ডিকার পার্শ্বস্থিত রাস্তা ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। হরিশরণের গুরুদেব কহিতে লাগিলেন,—

"বৎস হরিশরণ, শ্রীনাম হইলেন সূর্য্যস্বরূপ। তিনি মায়ারূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। বদ্ধজীবের অজ্ঞান-গুলি কুজ্ঝটিকার ন্যায় এবং অনর্থগুলি মেঘের ন্যায়। কুজ্ঝটিকা ও মেঘ যেরূপ জীবের চক্ষু ঢাকিয়া সূর্য্যকে দেখিতে দেয় না, অন্ধকার করিয়া রাখে, সেইরূপ বদ্ধ-জীবের হৃদয়পটে অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘের উদয় হয় বলিয়া তাহারা শ্রীনাম-সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তাহাদের হৃদয় আবৃত করিয়া অন্ধকার করিয়া রাখে। কিন্তু সূর্য্য অতি বৃহৎ বস্তু, তাহাকে কুজ্ঝটিকা ও মেঘ আবৃত করিতে পারে না, তাহারা জীবগণের চক্ষু ঢাকিয়া রাখে, তাই জীবগণ সূর্য্যকে দেখিতে না পাইয়া মনে করে যে সূর্য্যই ঢাকা পড়িয়াছে, সেইরূপ শ্রীনাম-সূর্য্যও অতি বৃহৎ; বদ্ধজীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান ও

অনর্থগুলি তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না, কিন্তু ভক্তগণে তাহাদের ছদ্ম আবৃত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে দেয় না। এই অজ্ঞান ও [illegible] দূরীভূত করিবার জন্যই সাধনের আবশ্যক। ঐ গুলি দূরীভূত করিতে পারিলেই জীবগণের স্বরূপস্থানে স্থিতি হয় এবং তদবস্থায় শ্রীনাম-সূর্য্যকে দর্শন করিবার কোন বাধা থাকে না।

হরিদাস প্রশ্ন করিলেন,—"প্রভো, অজ্ঞান ও অনর্থগুলি কি কি, এক্ষণে কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন, যাহা শ্রবণ করতঃ আমার হৃদয়দেশ হইতে তৎসমূহ অপসারিত করিয়া শ্রীনামোদয়ের জন্য উপযুক্ত হৃদয় প্রস্তুত করিবার যত্ন করিতে পারি।"

হরিদাসের গুরুদেব কহিলেন,—"বৎস, ব্যস্ত হইও না। ঐ সকল কথাই ক্রমান্বয়ে বলিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।"

জীবের অজ্ঞান হইল,—শ্রীনামের চিৎস্বরূপত্ব, শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণের অভেদত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব, যাবতীয় ঈশ্বর ও ঈশ্বরীতত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব, জীবগণের নিজ নিজ চিৎস্বরূপত্ব এবং মায়ার জড়তা প্রভৃতি বিষয় না জানা। শ্রীনাম অপ্রাকৃত তত্ত্ব, শ্রীনামে ও কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা হইতে কৃমিকীট পর্য্যন্ত সকলেরই প্রভু, সুতরাং জীবগণেরও প্রভু, জীবগণ তাঁহার দাস এবং মায়া জড়াত্মিকা, এইসকল যথার্থ জানিতে পারিলে, জীবগণের অজ্ঞান দূরীভূত হয়।

জীবের অনর্থ হইল,—অসত্তৃষ্ণা (কৃষ্ণব্যতীত অন্য বিষয়ে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়লোভ), হৃদয়-দৌর্ব্বল্য (অর্থাৎ হৃদয়ের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত আসক্তি ও বিষয়ত্যাগে অসমর্থতা) এবং অপন্যায় (অর্থাৎ সেবাপরাধ নামাপরাধ এবং সাধুগুরুচরণে অপরাধাদি)। এইসকল অনর্থ শ্রীকৃষ্ণনামের ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভে অন্তরায় উপস্থিত করে।

কথিত অজ্ঞানগুলি দূরীভূত হইলে এবং অনর্থগুলির অপগম হইলে ভক্তের হৃদয়ে শ্রীনামসূর্য্য উদিত হন। তখন ভক্ত মহানন্দে শ্রীনামসেবায় মত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এইসকল অজ্ঞান ও অনর্থ থাকাকালে যে নামগ্রহণ করা যায়, তাহা প্রকৃত নাম নহে, নামাপরাধ মধ্যে গণ্য।"

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, কিরূপে এইসকল অজ্ঞান ও অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন।" হরিদাসের গুরুদেব কহিলেন,—"বৎস, এইসকল অজ্ঞান ও অনর্থ দূরীভূত করা সহজ কথা নয় এবং যে সে জীবে তাহা পারে না। যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব সদ্গুরুর আশ্রয় পান, তাহা হইলে তৎসমীপে এতদ্বিষয় যথাযথ উপদেশ এবং সম্বন্ধতত্ত্ববিষয়ক যথাজ্ঞান লাভ করতঃ ভজন-নিপুণতায় ক্রমশঃ ঐ সকল কুজ্ঝটিকা ও মেঘের আবরণ হইতে পরিত্রাণ পান, নচেৎ অন্য কোন উপায়েই উহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।"

হরিদাস প্রশ্ন করিলেন,—"প্রভো, সম্বন্ধজ্ঞান কি ?"

তাঁহার গুরুদেব বলিলেন,—"বৎস, সে খুব বড় কথা, তবে সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

শ্রীভগবান্, জীব ও মায়া এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা জ্ঞাত হওয়ার নামই সম্বন্ধজ্ঞান। শ্রীভগবান্ হইলেন প্রভু, জীব তাঁহার দাস এবং মায়া তাঁহার একটী শক্তি। জীব তাঁহাকে ভুলিয়া মায়াশক্তি-পরিণত এই প্রাপঞ্চিক কারাগারে ত্রিতাপ ভোগ করে এবং কোন ভাগ্যে যদি কোন জীব শ্রীভগবদ্বিমুখ হন এবং সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করেন, তবে তৎসমীপে কথিত সম্বন্ধতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান লাভ করতঃ, নামাভাস ও নামাপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধনামাশ্রয়ে ক্রমশঃ ভগবদ্দাস্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হন। জীব যতক্ষণ সদ্গুরু-সমীপে আশ্রয় লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ না করেন, ততক্ষণ তাহার এই সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ আদৌ হয় না এবং প্রকৃতরূপে এই সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে যে নাম গ্রহণ করা যায়, তাহা নামাভাস মাত্র, প্রকৃত নাম নহে।

সদ্গুরুই ভাগ্যবান্ জীবকে সম্বন্ধজ্ঞান অর্পণ পূর্ব্বক অভিধেয়রূপে নামানুশীলন করাইতে থাকেন। অল্পকাল মধ্যে শ্রীনাম-সূর্য্য প্রবল হইয়া কুজ্ঝটিকা ও মেঘ তাড়াইয়া দেন। তখন জীব, পরমপুরুষার্থ যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমা তাহা প্রাপ্ত হন এবং মহানন্দে মত্ত হইয়া নিরন্তর শুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

হরিদাস, ঐ যে একটী উচ্চ তালবৃক্ষ-সমন্বিত উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর প্রাচীর-বেষ্টিত একখানি গৃহ দেখিতেছ, উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটী। ঐ স্থানে ৪৩১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। অগ্রে চল, শ্রীগঙ্গাতীরস্থ বৃদ্ধশিবঘাট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া আসি। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটী, শ্রীকৈতন্য-ভবনাদি দর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মপত্তনে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।"

তৎপরে নবদ্বীপের চিত্তরঞ্জিত অসম রাস্তা বাহিয়া চলিতে চলিতে গুরুদেব হরিদাসকে কহিতে লাগিলেন,—"বৎস হরিদাস, বস্তুতঃ শ্রীনামের আভাসকেই নামাভাস কহা যায়। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়কাল ব্যতীত প্রকৃত নাম উদিত হইতে পারেন না, কেবল শ্রীনামের আভাসমাত্র উদিত হইয়া থাকেন। এই নামাভাস প্রধানতঃ দ্বিপ্রকার যথা—(১) ছায়া-নামাভাস ও (২) প্রতিবিম্ব-নামাভাস।

(১) ছায়া-নামাভাস যথা,—শ্রীনামসূর্য্যের পূর্ণকান্তি, অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্কোচিতভাবে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে ছায়া-নামাভাস কহা যায়,—যেমন সূর্য্যের পূর্ণালোক মেঘ ও কুজ্ঝটিকা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে স্বল্পালোক দৃষ্ট হয়। এই ছায়া-নামাভাসেরও অশেষ মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যথা গারুড়ে—

"অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥"

অর্থাৎ নামাশ্রিত ব্যক্তির সমস্ত পাপই নামের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। স্কান্দে—

"আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণং নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহং॥"

অর্থাৎ আধি ব্যাধি প্রভৃতি সকলই শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"মহাপাতকদুষ্কোঽপি কীর্ত্তয়ন্নিদং হরিং।
তস্মাত্তঃকরণো ভূত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥"
"অতীত-পুরুষান্ সপ্ত ভবিষ্যাংশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সদ্যঃ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ॥"

অর্থাৎ স্বল্পকালমাত্রেও উক্ত হইয়াছে যে নামকীর্ত্তন-কারীর অতীত দশ এবং ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষ এবং কুলসম্ভ প্রভৃতি উদ্ধারপ্রাপ্ত হন।

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে

"সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
শান্তিদং সর্ব্বরিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনং॥"

অর্থাৎ হরিনামপরায়ণ ব্যক্তির সর্ব্ব রোগ, সর্ব্ব উপদ্রব, সর্ব্বারিষ্ট নাশপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি শান্তি লাভ করেন। ইতিহাসোত্তমে

"নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাং।
মুক্তিঃ সংজায়তে তস্মান্নামসংকীর্ত্তনাদ্ধরেঃ॥"

অর্থাৎ হরিনাম কীর্ত্তনদ্বারা নরকে পচ্যমান পাপিগণ সদ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। স্কান্দে—

"কুরুক্ষেত্রেণ কিন্তস্য কিং কাশ্যাঃ পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥"

অর্থাৎ হরিনামাভাস কুরুক্ষেত্র, কাশী, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ সমূহ অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ।

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগ-গঙ্গোদক কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যা স্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং দেবনৃতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবন্ধনঃ।
অকৃষ্যা হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ বেদু নামসু॥

অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণ কালে কোটিগোদান, প্রয়াগে গঙ্গোদকে কল্পকালবাস, যজ্ঞাযুত কিংবা মেরুতুল্য স্বর্ণদান প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ সৎকর্ম্মও নামাভাস-কীর্ত্তনের শতাংশের সম নহে। দান, ব্রত, তপ, তীর্থ, রাজসূয় বা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ প্রভৃতিতে যে ফল লাভ হয়, নাম সেই সমস্তাপেক্ষা অনন্ত কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ ফলদাতা। বৈশম্পায়নসংহিতায়—

"সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত এবং সর্ব্বপাপরত ব্যক্তিও হরিনামাভাস-কীর্ত্তনে নিঃসন্দেহ মুক্তি লাভ করে। বারাহে—

যোগেশ্বরা ধ্যানস্থ বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়ন্নুমি যাতি মদ্ভক্তাং স হি ॥"

অর্থাৎ কঠোর সাধনদ্বারা লভ্য মুক্তিপদও শ্রীনাম-ভাসের কীর্ত্তনদ্বারা অনায়াসে লভ্য। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকপ্রকার নামাভাসের মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সুতরাং এই নাম-নামাভাস দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্তির, কেবলমাত্র ভগবৎ প্রেমা ইহা দ্বারা লভ্য নহে। তবে এই নাম-নামাভাস কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং শুদ্ধনামের নিকট সর্ব্বান্তর প্রার্থনা করিতে করিতে অজ্ঞান ও অনর্থ দূরীভূত হইলে, শুদ্ধনাম কীর্ত্তিত হইতে পারে এবং কেবলমাত্র তখনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়।

বৎস হরিদাস, এই দেখ, এই ঘাটের নাম বৃদ্ধশিব ঘাট। এই ঘাটের অদূরে মায়াপুর গ্রামের সীমানায় বাড়ির পার্শ্বে বৃদ্ধশিবালয় ছিল। ইহার দ্বিধনু উত্তরে ঐ যে ঘাট দেখিতেছ, উহাই গৌরাঙ্গের নিজ ঘাট। চল, ঐ ঘাটে যাই। এই দেখ, এই স্থানে আমার গৌরহরি বাল্যলীলাচ্ছলে কতই না ক্রীড়া করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীমায়াপুরীতে উহা ক্রীড়াই অতি মনোরম। এই ঘাটের পঞ্চদশধনু উত্তরে যে ঘাট দেখিতে পাইতেছ, ঐ ঘাটের উত্তরে ঐ দেখ মাধাইর ঘাট। ঐ ঘাটের নিকবর্ত্তী কোন স্থানে মাধাই কলসীর কাণা ছুঁড়িয়া আমার প্রাণেশ্বর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রক্তপাত করিয়াছিল। উঃ, মনে হইলে প্রাণ বিদরিয়া উঠে! ইহার পাঁচধনু উত্তরে এই যে ঘাট দেখিতেছ, ইহা বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বারকোণা ঘাট। এই ঘাটের উপরে পঞ্চ শিবালয় বিদ্যমান ছিল। চল, এক্ষণে পরমপবিত্রা শ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী গঙ্গোদক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর গৃহাভিমুখে যাই।"

যাইতে যাইতে কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হরিদাসকে কহিতে লাগিলেন, "বৎস হরিদাস! ছায়ানামাভাস চারি প্রকার। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥"

অর্থাৎ নামাভাস চারি প্রকার, যথা—(ক) সঙ্কেত-নামাভাস, (খ) পরিহাস-নামাভাস, (গ) স্তোভ-নামাভাস এবং (ঘ) হেলা-নামাভাস। সঙ্কেত-নামাভাস আবার দুই প্রকার, যথা—(ক) জড়বুদ্ধিতে বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীনাম গ্রহণ; যেমন—জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অজামিল মৃত্যুকালে নারায়ণ নামক তাহার অতি প্রিয়পুত্রকে আসক্তিবশতঃ সম্বোধন করিতে গিয়া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করায় তাঁহার নারায়ণ স্মরণ হইয়াছিল। তৎফলে তিনি আর যমদণ্ড্য না হইয়া, মুক্তিলাভ করতঃ বিষ্ণুলোকে নীত হইয়াছিলেন।

(খ) অন্য বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুনাম উচ্চারণ, যথা—যবনসকল শূকরভয়ে ভীত হইয়া "হারাম, হারাম," উচ্চারণ পূর্ব্বক হরাম স্মৃতিহেতু মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপ অন্য কোথাও যদি এই প্রকারের কোন একপ্রকার সঙ্কেতে নামাভাস হয় তবে সে স্থলে মুক্তিপদ অবশ্য প্রাপ্তব্য, কারণ নামাভাসের প্রভাব কখনই বিনাশ হইবার নহে।

পণ্ডিতাভিমানী দুর্মুখগণ, কুতর্কপ্রিয় ম্লেচ্ছগণ অবাস্তবাদি পরমার্থবিরোধি দুষ্টগণ পরিহাস করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিনাম গ্রহণকারীকে অপমান পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণে বাধা দিতে গিয়া যে নাম গ্রহণ হয় তাহাই পরিহাস-নামাভাসের উদাহরণ। একজন ভক্ত হরিনাম করিতেছেন, সেই সময় একজন পাষণ্ড আসিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী এবং কদর্য্য মুখাকৃতি করতঃ বলে, "রাখ তোর হরেকৃষ্ণ, সে কি করিতে পারে?" ইহাতেও নামাভাস প্রভাবে সে পাষণ্ড মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। নামাভাসেরও এমনই অশেষ মহিমা।

অনাদরপূর্ব্বক নামগ্রহণ করিলে হেলা-নামাভাস হয়; প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

শ্রীনামে মনঃসংযোগ না করিয়া অবজ্ঞাভাবে যাহারা কৃষ্ণ রাম ইত্যাদি উচ্চারণ করেন তাহাদের হেলা-নামাভাস হয়। এই নামাভাসে ব্রহ্মগণ ও বিষয়ী কামিনী-পরায়ণজনগণ তরিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ সকল নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারা ত নিঃসন্দেহ মুক্তি লাভ করেনই, উপরন্তু শ্রদ্ধা থাকায় অতি শীঘ্র তাঁহাদের অনর্থ ও গৃহীত-নামের আভাসত্ব বিদূরিত হইয়া শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইতে পারে এবং তৎফলে তাঁহারা চরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। শ্রদ্ধা না থাকিলে সে ফল কখনই লাভ করা যাইতে পারে না।"

হরিদাস প্রশ্ন করিলেন—"প্রভো, এই সকল নামাভাস গ্রহণকারীর কি অপরাধ হয় না?" গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"বৎস, যদি ইহাদের মনে ধূর্ত্ততা থাকে, তবে নিশ্চয়ই অপরাধ হয়। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ বশতঃ উচ্চারিত হইলে অপরাধ হয় না।"

হরিদাস প্রশ্ন করিলেন,—প্রভো, এক্ষণে প্রতিবিম্ব নামাভাস কি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

গুরুদেব কহিতে লাগিলেন,—বৎস, যেমন সূর্য্যের বিম্বকে কাঁচখণ্ডে ধরিলে, অন্যস্থানে তাহার বিকৃত প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ প্রতিবিম্ব-নামাভাসে নামস্বরূপের বিকৃতিমাত্র অন্যাকারে উদিত হইয়া থাকে। এই প্রতিবিম্ব-নামাভাস কেবলমাত্র মায়াবাদদুষ্ট চিত্তে উদিত হয়। কিন্তু ভক্তের প্রাণধন প্রেমফল লাভের পক্ষে ইহা নিতান্ত বাধক। একবার মায়াবাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, এই প্রতিবিম্ব-নামাভাসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা বহুকষ্টসাধ্য। এই জন্য ইহা একটী প্রধান নামাপরাধের মধ্যে গণ্য। প্রতিবিম্ব-নামাভাসকে দূর করিয়া ছায়া-নামাভাসের মহিমা সকল শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে। অজ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে ছায়া নামাভাস উদিত হয় এবং এই অনর্থ দূরীভূত হইলে শ্রীনামের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু মায়াবাদদুষ্টজ্ঞানজনিত বিষম অনর্থ হইতে যে প্রতিবিম্ব নামাভাসের উদয় হয়, তাহা চরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের সম্পূর্ণ বাধক বলিয়া সর্ব্বদা উপেক্ষণীয়। সাবধান, যেন মায়াবাদদ্বারা চিত্ত কলুষিত করিও না।

এই যে আমরা মহাপ্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। চল ভিতরে যাই। ঐ দেখ, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। ঐ দেখ পার্শ্বে শ্রীঈশানবংশোদ্ভবের মনোহর মূর্ত্তিদ্বয়। দণ্ডবৎ প্রণাম কর।'

উত্তরে দণ্ডবৎ প্রণাম করণানন্তর পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত একটী নিম্বতরুতলে যাইবার পর গুরুদেব হরিদাসকে কহিলেন,—"বৎস, এই নিম্বতরুতলে আমার মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। এই যে ক্ষুদ্র গৃহটী দেখিতেছ, উহার মধ্যে মহাপ্রভুর মাতা শ্রীশচীদেবী মহাপ্রভুকে প্রসবান্তে ঐ দেখ কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। এই নিম্বতরুতলে মহাপ্রভুর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া উহার বাল্যকালে নাম ছিল 'নিমাই'। পশ্চিম পার্শ্বে ঐ দেখ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শ্রীমূর্ত্তি। উনি মহাপ্রভুর পিতা। আহা, সকলে স্থানটীকে আলো করিয়া বসিয়া আছেন। দেখিলে মহাপ্রভুর শৈশবকালীন লীলাসমূহ স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। তুমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসমূহ পাঠ করিয়া বিদিত ও ধন্য হইবে। ইহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর।"

অতঃপর দণ্ডবৎ প্রণাম করণান্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত পরমভক্ত সদাশিবের মন্দিরের নিকট যাইয়া বলিলেন, "বৎস, ঐ দেখ, পরমবৈষ্ণব সদাশিবের শ্রীমূর্ত্তি। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ-দেবতা। উহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চল, বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মহাপ্রভুর পুষ্করিণী দর্শন করিয়া আসি। পুষ্করিণীটি কত বৃহৎ। উহার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ কর। এস এই বাটীর সম্মুখস্থিত আটচালায় আমরা কিছুক্ষণ বসি। এই আটচালাখানি কত বৃহৎ।

মহাপ্রভু তখন অতি শিশু। এক পরমভক্ত তাঁহার বাটীতে অতিথি হইলে, মাতাশচীদেবী এইস্থানে তাঁহাকে রন্ধন করিয়া সেবা করিতে দেন। তিনি রন্ধন

করিলেন, পরে থালায় নৈবেদ্য সজ্জিত করিয়া তাঁহার উপাস্য-দেব শ্রীবিষ্ণুকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিবেদন করিতেছিলেন, এমন সময় কোথা হইতে শিশু শ্রীপ্রভু হামাগুড়ি দিয়া তথায় আসিয়া দুই হস্তদ্বারা নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্ত চক্ষু উন্মীলিত করতঃ শিশুকে নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। মাতা শচীদেবী তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া পুত্রের অমঙ্গল হইবে আশঙ্কায় প্রমাদ গণিলেন এবং ভক্তকে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় রন্ধনের সমস্ত সামগ্রী দিলেন এবং স্থানটী পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তিনি পুনরায় রন্ধন করিয়া ঐরূপে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিতেছেন, এবারও শিশু মহাপ্রভু পুনরায় কোথা হইতে আসিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্ত পুনরায় ঐ ব্যাপার দর্শন করিয়া ক্রোধান্ধ হইতেছিলেন, এমন সময় শিশু মহাপ্রভু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে ভক্ত যাঁহাকে নিবেদন করিতেছিলেন, তিনিই মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ। তখন ভক্ত মহানন্দে তাঁহাকে কোলে লইয়া বারংবার চরণধূলি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

চল বৎস, আমরা আর এখানে বসিব না। শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈতভবন দর্শন করিয়া শ্রীব্রহ্মপত্তনে ফিরিয়া যাই।

উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু, পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবীর উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করিয়া মহাপ্রভুর বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং ব্রহ্মপত্তনের পথে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তথায় পঞ্চতত্ত্ব দর্শন করিয়া উত্তরে দণ্ডবৎ করতঃ কিছুক্ষণ বসিলেন। গুরুদেব হরিশরণকে কহিলেন, 'বৎস, এই স্থানে মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সহ রসাস্বাদন ও কীর্ত্তন করিতেন। অদ্য সকালে তুমি যে কীর্ত্তনটি করিতেছিলে সেইটী এক্ষণে একবার কীর্ত্তন কর।"

হরিশরণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

"জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর আকার।
নে কৃপা করি, নামরূপে অবতরি,
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজন সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানসরঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি গায় তরিয়া বন্ধন॥
ওহে কৃষ্ণ নামাকর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি সেথি অন্য প্রতিকার॥
তব স্বরূপ মুটিপায়, উগ্র তাপ দূরে যায়,
নিরুপম হয় অনায়াসে।
বিনোদসেবক কয়, জয় হরিনাম জয়,
পড়ে থাকি তুয়া পদ আশে॥

উত্তরে কিয়ৎকাল এইরূপে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া পুনরায় পঞ্চতত্ত্বকে নমস্কার পূর্ব্বক অদূরস্থিত শ্রীঅদ্বৈত ভবনে গেলেন। সেখানে শ্রীগৌরচন্দ্র ও পঞ্চতত্ত্বের একতম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাশয়কে দর্শন করিয়া কহিলেন,—বৎস, ইনিই জল এবং তুলসী ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। ইহাকে নমস্কার কর।"

উত্তরে নমস্কার করণান্তর শ্রীব্রহ্মপত্তনাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

হরিশরণ তাহার গুরুদেবকে বলিলেন, "প্রভো, আপনাকৃপায় আমাকে শ্রীনামাপরাধ সম্বন্ধে উপদেশ করিতে হইবে।"

গুরুদেব কহিলেন,—'তথাস্তু।'

চাতুর্ব্বর্ণ্য।

চতুর্—বর্ণ+স্বার্থে ষ্যঞ্ অথবা ষ্ণ্য প্রত্যয় দ্বারা 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেরূপ 'চাতুর্ম্মাস্য' শব্দ চতুর্-মাস-ষ্ণ্য প্রত্যয়-সিদ্ধ, তদ্রূপ। 'চাতুর্ম্মাস্য' শব্দের অর্থ চতুর অর্থাৎ চারি মাসের (আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী বা মতান্তরে আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক শুক্লাদ্বাদশী বা কার্ত্তিকপূর্ণিমা পর্য্যন্ত) সাধ্য কৃত্য বা ব্রতবিশেষ। 'চাতুর্ম্মাস্য' শব্দে চারিমাসের কোনও একটী বিশেষ কৃত্য বা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করে না, কিন্তু চারিমাস-সাধ্য যাবতীয় কৃত্য সমষ্টিকেই বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' বলিলে কোনও ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম, স্বভাব, গুণ ও কৃত্য সমষ্টিকেই উদ্দেশ করে। ধর্ম্ম বা স্বভাবসমূহ গুণবাচক, সুতরাং কোনও বস্তুবিশেষে ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশিত না হইলে তাহা উপলব্ধি করা যায় না। যেমন দয়া একটী স্বভাব বা গুণবিশেষ। তাহা যখন কোনও ব্যক্তিবিশেষে কোনও একটী দয়ার কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন আমরা দয়ার দ্বারায় তাহাকে দয়াবান্ বুঝিতে পারি এবং যাহাতে ঐ গুণটী দেখা যায় তাহাকে 'দয়াবান্' বলিয়া আখ্যা করি। তদ্রূপ চারিবর্ণের বিশেষ বিশেষ স্বভাব যখন কোনও ব্যক্তিতে দেখা যায় তখন তাহাকে সেই সেই স্বভাব বা গুণান্বিত বলিয়া তাহাকে সেই সেই বর্ণী বলিয়া থাকি। কর্ম্মেই গুণের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। কে কোন্ স্বভাবান্বিত বা কোন্ বর্ণী, তাহা কর্ম্ম দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ শ্রীগীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিলেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে অর্থাৎ মানবের স্বভাব ও স্বভাবপ্রকাশক কর্ম্মবিভাগ অনুসারে (যেমন ব্রহ্মস্বভাব —শম, দম, তিতিক্ষা, সরলতা, ভগবদ্ভক্তি, কর্ম্ম ভগবৎ-কার্য্যে চেষ্টা, সর্ব্বজীবে দয়াপ্রকাশ ইত্যাদি) আমি চতুর্ বর্ণ-সাধ্য ধর্ম্ম বা তত্তৎ গুণান্বিত বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছি।

বর্ণ বা রঙের দ্বারা নির্দ্দেশের দ্বারা বিশিষ্টতা সম্পাদিত হয়। জগতে যেমন রঙের সাহায্যে বস্তু চিহ্নিত হয় তদ্রূপ স্বভাব বা গুণের দ্বারা মানবের বর্ণ উপলক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার বর্ণ আছে, তাহাকে বর্ণী বলে। বর্ণের অপর নাম স্বভাব বা গুণ। কর্ম্মই গুণ বা স্বভাবের প্রকাশ।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত বাণী সাবধানী হইয়া বিচার করিলে জানা যায় যে ভগবানের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে তিনি একটী ব্রাহ্মণ, একটী ক্ষত্রিয়, একটী বৈশ্য ও একটী শূদ্র মানবকে গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগানুসারে সৃষ্টি করিয়া দিলেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, উক্ত ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, উক্ত বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, উক্ত শূদ্রের পুত্র শূদ্র-বর্ণে নির্ণীত হইতে থাকিবে। যদি তাহাই হইত তবে গুণকর্ম্ম-বিভাগানুসারে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বর্ণের পুত্রে তত্তৎ গুণের বিপর্য্যয় ঘটিত না। অনেক সময় ব্রাহ্মণের পুত্রে ক্ষত্রিয়ের গুণ বা বৈশ্য শূদ্রের গুণসমূহের প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ গুণকর্ম্ম-বিভাগানুসারেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে কি ঐ গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ-নির্ণয় প্রণালী সর্ব্বজীবসাধু স্বতন্ত্র ভগবানের জন্যই মাত্র আইনরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল? স্বল্পজ্ঞানী মানবের পক্ষে সেই প্রণালী বা আইন ভঙ্গে কোনও দোষ হইবে না কি? ভগবানের আচরণ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণসমূহ ইতরজনের অনুসরণের জন্য নহে কি? তৃতীয় কথা, যদি শ্রীভগবান্ শ্লোক পরম্পরায় বর্ণ আরম্ভ বাধিবার জন্য চারিবর্ণের চারিটী মানব বা বিরাট পুরুষ মুখ হইতে একজন ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে একজন ক্ষত্রিয়, উরু হইতে একজন বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে একজন শূদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন শ্রীগীতার চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং এই বাক্যের যদি এইরূপ অর্থ করা যায় তাহা হইলে—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষ ধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায় লিখিত

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট সমগ্র জগতই ব্রাহ্মণ ছিল, জীবের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য ছিল না। পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

অথবা বৃহন্নারদীয়বচনোক্তি-অনুসারে—

"সৃষ্ট বা উৎপন্ন জগৎ ব্রাহ্মণ্যের তুল্যকক্ষ হয়ে ব্যবস্থিত।"

পূর্ব্বে কোনও বর্ণভেদ ছিল না, সকল মানবই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। এই সকল উক্তির সহিত বিরোধ ঘটে; কারণ শ্রীভগবান্ যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের চারিটী মানবই সৃষ্টি করিয়া দিয়া থাকিবেন তাহা হইলে 'পূর্ব্বে মানবের কোন বর্ণভেদ ছিল না' এই কথা পরস্পর অসমঞ্জস-পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আবার শ্রীমদ্ভাগবতেই লিখিত আছে, বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ নির্গত হইল। এই সকল পরস্পর বিদ্যমান উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "চাতুর্ব্বর্ণ্য" শব্দে চতুর্ব্বর্ণ-সাধ্য কৃত্য ধর্ম্ম, স্বভাব বা গুণকে লক্ষ্য করে; এবং এই সকল গুণবাচক ধর্ম্মসমূহ কোনও বিশেষ বস্তুকে আশ্রয় করিলে গুণসমূহের উপলব্ধি সম্ভব। সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভে মানবের মধ্যে যখন নির্বিশেষ বর্ণগত ভাব ছিল তখনও ভগবানের সৃষ্ট চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম, স্বভাব বা গুণ থাকা অসম্ভব নহে। ভাবসমষ্টি সর্ব্ব সময়েই বর্ত্তমান থাকিতে পারে। সেই সকল ভাব সমষ্টি তৎতৎ উপযোগি আধারসমূহ প্রাপ্ত হইয়া পরে প্রকাশিত হইল। ত্রেতাযুগে মানবগণ স্ব স্ব আচার জ্ঞাপক স্বভাব ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে নির্ণীত হইল। মুখের ধর্ম্ম বেদপাঠ বা কীর্ত্তন, সুতরাং ব্রাহ্মণবর্ণ বিরাট পুরুষের মুখ হইতে নির্গত হইল অর্থাৎ শাস্ত্র কীর্ত্তনরূপ স্বভাবটী যে মানবে প্রকাশিত হইল, তিনি ব্রাহ্মণ-বর্ণী। (শাস্ত্রজ্ঞান—শুশ্রূষা, শ্রবণের অভিব্যক্তি—কথন—অধ্যাপন অধ্যয়ন)।

বাহুর ধর্ম্ম যুদ্ধবিদ্যা, পরপালন, শাসন ইত্যাদি সুতরাং যে মানবে শৌর্য্য বীর্য্য, যুদ্ধে পারদর্শিতা, প্রজা শাসন ইত্যাদি গুণ কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত হইল তিনি ক্ষত্রিয়বর্ণী। উরুর ধর্ম্ম কৃষিগোরক্ষ্য, পণ্যবিপণন, ব্যবসায়ার্থে নানাস্থান গমনাগমন ইত্যাদি পশুপালন, সুতরাং যে মানবে ঐ সকল স্বভাব কর্ম্মদ্বারা পরিলক্ষিত হইল তিনি বৈশ্যবর্ণী এবং পাদ-দেশদ্বারা সেবা উপলক্ষিত হয়, সুতরাং যে সকল মানবে পরসেবা-বৃত্তি কর্ম্মদ্বারা পরিলক্ষিত হইল, তাহারা শূদ্রবর্ণী বলিয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর।

গৌড়ীয়ের বিগত ষোড়শ সংখ্যায় রমণীবাবুর "নিবেদন" শীর্ষক পত্রের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটী এই:—

"গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান করা না করিলে' এই অর্থে গুরুকে স্বয়ং কৃষ্ণজ্ঞানে তুলসীদ্বারা অর্চ্চন এবং আমার নৈবেদ্য নিবেদন করা সদাচার বিরুদ্ধ কিনা এবং ঐ পদার্থের প্রকৃত অর্থই বা কি?"

এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে শ্রীগুরুতত্ত্বের কিছু আলোচনা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণাশ্রম বিভাগনামক একাদশ-স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

মর্ত্ত্য বা মনুষ্যবুদ্ধিদ্বারা গুরুর অসূয়া করিবে না, অর্থাৎ গুরু আমারই ন্যায় অক্ষজজ্ঞানসকল ভ্রমপ্রমাদকরণা-পাটবাদিদোষচতুষ্টয়গ্রস্ত মনুষ্যবিশেষ, তিনিও আমারই ন্যায় বদ্ধ ও অজ্ঞ, তিনি যাহা উপদেশ করেন তাহা আমার বিচারাধীন এই ভাবের বিচারদ্বারা আমরা গুরুতে মনুষ্যজ্ঞানমূলক তৃতীয় নামাপরাধ সর্ব্বদাই করিয়া থাকি। এরূপ নামাপরাধ করিতে থাকিলে আমাদের অনর্থনিবৃত্তিরূপ জীবন্মুক্তি সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য শ্রীভগবান্ উপদেশ করিতেছেন যে গুরু অধোক্ষজ আদিই

অর্থাৎ শব্দব্রহ্মাতীত পরব্রহ্ম এইটী বিশেষভাবে জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদানকালে (সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে) বলিতেছেন,

"যস্ত সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥"

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলিয়াছেন যে গুরুতে ভক্তিদ্বারা সত্বের জয় হয়। তিনিও ত' মনুষ্য, মনুষ্যে ভক্তি করিলে কি সুবিধা হইবে এই আশঙ্কায় এই শ্লোকের অবতারণা। জ্ঞানদীপদাতা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবে, তিনি মনুষ্য এই দুর্ব্বুদ্ধি যিনি করেন তাঁহার শাস্ত্র শ্রবণজ সুকৃতি সমস্ত হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ।

এই "সাক্ষাৎ ভগবান্" বা "সাক্ষাৎ আবির্ভাব" গুরু বলিতে কি বুঝাইতেছে তাহার আলোচনা আবশ্যক। প্রাচীন শাস্ত্রে বলিতেছেন,

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

শালগ্রাম বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুদেবে নরমতি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলিমলনাশন বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, সর্ব্বপাপহর ভগবানের গুহ্যনাম ও মন্ত্রে সাধারণ-শব্দবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরের বিষ্ণুতে অন্যদেবতাদির সহিত সমত্ববুদ্ধি নরকের পথ।

বেদস্মৃতি-স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়,

"ভক্তির্যথা হরৌ মেস্তি তথরিষ্টা গুরৌ যদি।
দদাতি তেন সন্তোষং স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ॥"

হরিতে ভক্তির ন্যায় গুরুতেই যদি ভক্তি থাকে, তবে হরি দর্শন দিতে পারেন। এসকল উপদেশ একযোগে পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্য-বুদ্ধি করিতে নাই ও তিনি শ্রীভগবানের ন্যায় পূজ্য। পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিখিতছিল শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত কলেবর, কেননা তিনি নিরন্তর হরিসেবারত, তাঁহাতে অহং ভোক্তৃ-বুদ্ধিরূপ অচিদ্ধর্ম্ম আদৌ নাই, ভগবৎ সেবারূপ চিদ্ধর্ম্ম তাঁহাতে পূর্ণভাবে বিরাজমান। তিনি গোবিন্দের প্রিয়তম, অতএব তাঁহা হইতে অভিন্নবুদ্ধিতে ভজ্য। শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ এ বিষয় কয়েকপদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, "গুরুসদং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে সদা পরমজ্ঞাং মম মনঃ" গুরুবরকে মুকুন্দপ্রিয়তমত্বে অভেদ দর্শন করিতে হইবে। এই মীমাংসা উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীটীকাকারপাদ ভাষ্যে বলিতেছেন, "আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিদ্ধানীহাং, মচ্ছিক্ষয়ে তু মাং মদ্রূপমেব বিদ্ধানীহাং," সৎ চিৎ রূপত্বে আমারই মত জানিবে শ্রীভগবানের উক্তির এই মর্ম্ম। এই নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় অর্থাৎ সেবক জাতীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বা সেব্য জাতীয় ভগবান্। শ্রীগুরু রূপে অন্যে হইলেও বিগ্রহ আশ্রয় বা সেব্য সেবক ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। ইহাই পরমকারুণিক অবতারী শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃত সেবের একমাত্র প্রতিপাদ্য অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব পুষ্ট। আমি গুরুগিরি করিতে গিয়া কৃষ্ণ নইলাম, সেবকত্ব ভুলিয়া ভোক্তা হইয়া বসিলাম, ইহা অপেক্ষা গাঢ়তর মায়াভিনিবেশ আর নাই। এরূপ ব্যক্তি কখনও গুরু হইতে পারেন না। আমি গুরু, অতএব কৃষ্ণ, হে শিষ্যগণ, তোমরা যে যেখানে আছ, সকলে নানাভাবে আমার সেবা কর এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি অপ্রাকৃত গুরুদেবের নাই। এই সব প্রাকৃত গুরুবেশধারী ব্যক্তি নানা অসম্প্রদায়ের নেড়ানেড়ীরূপে নানারূপে ভোগবিদ্যার গর্ব্বে পড়িয়া কখনও আউল, কখনও বাউল, কখনও কর্ত্তাভজা, কখনও সাঁই, কখনও প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি অসৎ দল পুষ্ট করিতেছেন। ইহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত,

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহারই প্রকাশ॥"

ইহার মর্ম্ম না বুঝিয়া চৈতন্যদাসত্ব ঘুচে ফেলিয়া দিয়া স্বয়ং চৈতন্য, স্বয়ং কৃষ্ণ সাজিতে বসিয়াছেন, কেবল মুখে চৈতন্যের দাস এই পরিচয় দিতেছেন। হায়, হায়, ইহাদের আশ্রয় লইয়া কত সহস্র সহস্র নিরীহলোক যে নিজ নিজ সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীগুরুতত্ত্ব অতি উচ্চ, পাছে আমরা তাঁহার অমর্য্যাদা করিয়া মনুষ্যবুদ্ধি করি এই জন্যই সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে

তাঁহার যে অভিপ্রায় তাহা বিশেষভাবে জানিতে সচেষ্ট করিতে পারে পুনঃ-পুনঃ আদেশ। কিন্তু তদ্ভক্ত আশ্রয় বিষয় ভেদে তাঁহার নিত্য ভিন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। কিন্তু এমনই অভাগা আমরা যে, তাহার মর্ম উদ্ঘাটন করিয়া পরমার্থচেষ্টাতেও নিজেদের ভোগবুদ্ধি জাগিয়া করি।

শ্রীতুলসী স্বয়ং আশ্রয় জাতীয় গোবিন্দপ্রিয়া, সাধন ভোগ্যা। তাঁকে দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীহরিই অর্জন হইবে, আশ্রয়জাতীয় তত্ত্বের সেবা বা বৈষ্ণবের অর্জন হইতে পারে না। শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, সুতরাং তুলসীর দ্বারা তাঁহার সেবা হইতে পারে না। গুরুজ্ঞানকারী ব্যক্তিগণ সনাতন সদাচার অবহেলনা করিয়া গুরুচরণে তুলসী দেওয়াইয়া নিজের ও শিষ্যের রৌরব-পথ সুগম করিয়া দেন।

ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানকে ফলমূলাদি [illegible] ভোগদেওয়া বিহিত নহে। ইষ্টে স্বারসিকী সেবাই অর্চনের উদ্দেশ্য। নিজের যেমন আমার গ্রহণে রুচি নাই, শ্রীবিগ্রহকেও তাহা অর্পণ করিতে নাই। শ্রীগুরুদেবকে আমার অর্পণ করা অর্থে তাঁহাকে বিষ্ণু জ্ঞান করান। তিনি ভক্ষন করিয়া তবে হরিসেবা করিবেন। ইহা হইলে গুরুসেবা হয় না। শ্রীগুরুকে পাকার দিতে হইলে, তদ্দ্বারা তিনি হরিসেবা করিবেন। তবে শিষ্য "শিষ্যসাধ্য" হইবার যোগ্যতা লাভ করিবেন, নচেৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলে গুরুসেবা নিজের সেবা হইয়া যাইবে বা অপ্রসাদী দ্রব্য গ্রহণ দোষ হইবে। সুতরাং গুরুদেবের সেবায় আমার নিবেদন কর্তব্য নহে। যে লৌকিক আহার ও বসন আমাদ্বারা পক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কনিষ্ঠদের জন্য, ভক্তের জন্য তাহা বিহিত নহে। ভক্ত গুরুদেবের উচ্ছিষ্টভোজী, সুতরাং তাঁহাকে পক্ক আহার্য্য ভোগদিতে হইবে।

গুরুতত্ত্ব আলোচনামুখে রমণী বাবুর উদ্ধৃত পংক্তির 'পরাবের' প্রকৃত অর্থ বিকৃত হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। গুরুতত্ত্বে আলোচনা করিতে হইলে, শ্রীগৌড়ীয় দ্বিতীয় বর্ষ ৫ম ৬ষ্ঠ ১২শ সংখ্যায় গুরুতত্ত্ব ও গুরুবরণের আবশ্যকতা শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

প্রচারপ্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান তীর্থ মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ হইতে বিক্রমপুরের অন্তর্গত গৌরাঙ্গে গমন করিয়া স্থানীয় সজ্জন ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ পাল চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। পরে গৌরাঙ্গ বাজারে এবং অন্যান্য স্থানে আহূত হইয়া তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তি বর্ত্ম বিষয়ে জনপ্রিয় ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছেন। কোমল ভক্ত, তরঙ্গায়িত সহজ সরল লোক তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণে অসৎপথ ও অসৎপথের প্রদর্শকগণকে পরিত্যাগ করিয়া যথাশাস্ত্র শুদ্ধভক্তিপন্থার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতীয়।

কলিকাতায় লর্ড রেডিং :—গত শনিবার লর্ড রেডিং মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। ঐ দিনই ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের বাৎসরিক ভোজে তিনি একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। সভাতে লর্ড লীটন, তাঁহার পত্নী এবং লর্ড রেডিংয়ের পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। লর্ড রেডিং বক্তৃতায় স্বরাজ্যদল সম্পর্কে বলেন যে যাহারা শাসন ব্যবস্থা হইতে দূরে সরিয়া দাড়াইয়াছিল, তাহারা

পুনরায় কাউন্সিলে যোগদান করিয়াছেন। উহা আনন্দেরই কথা। শাসনসংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার ফলে এই দেশের লোকের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হইবে এবং তাহারা শান্তভাবে দেশের উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। অধৈর্য্য হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কোন রাজনৈতিক উন্নতি হয় না। সভাতে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কার প্রভৃতিও বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এখন বড় লাট ব্রহ্মদেশে গিয়াছেন।

বড়বাজারে হুলুস্থুল :—হ্যারিসন রোড ও ষ্ট্রাণ্ড রোডের সংযোগস্থলে গত সোমবার রাত্রে একটী বাঙ্গালী যুবককে বিনা পাশে রিভলভার সহিত ধৃত করা হয়। বিচার ও উড়িষ্যার একজন ইন্‌স্পেক্টার ইহার ভাবভাব সন্দেহজনক বলিয়া ইহাকে ধৃত করেন। খানাতল্লাসে ইহার কোর্টের পকেট হইতে একটি ভরা পিস্তল বাহির হয়। প্রকাশ, যুবকটী পুলিসের নিকট বলিয়াছে, একজন অপরাধীর নিকট সে ঐ পিস্তলটি পাইয়াছে। ধৃত যুবকটি তাহার নাম বলিয়াছে—জ্ঞানেন্দ্রনাথ সান্যাল। যুবককে হাজতে রাখিয়া অনুসন্ধান চলিতেছে।

পানওয়ালা খুনে ৭ জন গ্রেপ্তার :—গত রবিবার রাত্রে রামনাথ পাণ্ডা নামক জনৈক পানওয়ালা হিরবহর ঘাট ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় কয়েকজন লোক তাহাকে ছুরি দিয়া আঘাত করে। উহার ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। পুলিশ সন্দেহে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়া দিয়াছে।

ঘোড়াসহ আরোহীর মৃত্যু :—গত ১৮ই ডিসেম্বর বেলুন টার্ফ ক্লাবে একটী ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। দৌড়াইবার সময় একটী ঘোড়া অপর কয়েকটী ঘোড়ার গায়ের উপর পড়ায় ঘোড়াটী ও তাহার আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং অন্য ৬ জন আরোহী আহত হইয়াছে।

মাতার নৃশংস কাণ্ড :—লক্ষ্মীবাই নাম্নী পুনার এক ধনী বিধবা ছয় বৎসরের মেয়ের বিরক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দেওয়ালে ঠুকিয়া মেরেব এবং পরে একখানি লৌহদণ্ড গরম করিয়া ঐ শিশু মেয়ের হাতে পায়ে ছেঁক দিয়া এক কোঠায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। পরে মেয়ের ধাই আসিয়া ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করে।

উক্ত বিধবার জনৈক আত্মীয় এ বিষয় পুলিসের গোচর করায় বিধবার বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। বিচারে উক্ত বিধবাকে ভবিষ্যতে ঐ প্রকার অমানুষিক শাস্তি হইতে বিরত থাকিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করার জন্য ১০০০৲ দুইটী জামীন মুচলেকা দিতে হইয়াছে।

বাঙ্গলার মন্ত্রী ও লাট সভার সভ্যসংবাদ :—শুনা যাইতেছে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, নবাব সৈয়দ নবাবালী চৌধুরী ও ঢাকার মিঃ ফজলর রহমন সাহেব মন্ত্রী হইতেছেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি বর্দ্ধমান মহারাজত্যাক্ত সদস্যত্ব গ্রহণ করেন নাই, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় নাকি ঐ পদ পাইবেন, আর মহারাজাধিরাজ তাইন্ চ্যান্সেলর হইতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহোদয় বুঝি হাইকোর্টের জজ হইতেছেন।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড :—প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি রোডে চিৎপুর পুলের নিকটে কোন পাটের গুদামে গত সোমবার সন্ধ্যা-কালে আগুন লাগিয়া অনেক পাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ একলক্ষ টাকা হইবে। আগুনের কারণ এখনও জানা যায় নাই। খবর পাইয়া দমকল ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায় কিন্তু তাহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও আগুন নিবাইতে পারে নাই। গত বুধবারেও আগুন সম্পূর্ণ নির্ব্বা-পিত হয় নাই।

আলীপুর ষড়যন্ত্রের মামলা :—গত ১৭ই ডিসেম্বর আলীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, ঘোষের এজলাসে আলীপুর ষড়যন্ত্রের মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত আসামীকেই সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

স্বরাজ দলের মন্ত্রিত্ব :—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভবনে স্বরাজদল ও তদাশ্রিত 'স্বাধীনগণের' যে গুপ্ত বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, ইহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন না। তদনুসারে দেশবন্ধু, লর্ড লিটনকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ-পালনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ঘুষের জন্য জুরীর শাস্তি :—হীরালাল ঘোষ নামক মেটিয়াবুরুজবাসী একব্যক্তি আলীপুরে এডিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজের বিচারাধীনে এক মোকদ্দমায় জুরী ছিলেন। তিনি আসামী পক্ষের উকীলের নিকট যাইয়া বলেন যে ৫জন জুরীর মধ্যে ৩জনের মত আসামীর পক্ষেই আছে; কিন্তু দোষস্থান বিপক্ষে আছে। একশত টাকা ঘুষ দিলেই সকলে একমত হইয়া আসামীর পক্ষে বলিবে। উকীল এই বিষয় আলীপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জানাইলে তিনি হীরালালকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬১ ধারা মতে অভিযুক্ত করিয়া ১বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

কাশ্মীরের মহারাজা :—আম্বালা হইতে স্পেসিয়াল ট্রেনে গত মঙ্গলবার হাওড়ায় পৌঁছিয়াছেন।

স্যার আশুতোষের পদত্যাগ :—'ষ্টেটস্‌ম্যান' জানিতে পারিয়াছে যে, আগামী ১লা জানুয়ারী, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, শ্রীযুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অভিষিক্তি ত্যাগ করিবেন।

নোটজাল মামলা :—হাইকোর্ট সেসনে আর্টিষ্ট কে, ডি সেনের নোটজালের মামলা উঠিয়াছিল। মিঃ লাংফোর্ড জেমস্ বলেন—আসামী ১৪নং কেরাণীবাগানে বাস করিতেছিল এই সময়ে কালীপ্রসন্ন দাস নামে একজন চাউল ব্যবসায়ী চাউলের দাম আদায়ের জন্য আসামীর কাছে যায়। আসামী তাহাকে ১০০৲ টাকার জালনোট চালাইতে বলে। চাউলওয়ালা ভয় পাইয়া এই খবর মুচীপাড়া থানায় জানায়। পুলিশ সেই বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া নোট-জালের উপাদান ও জালনোট পায়। আসামীর কথায় অপর এক বাড়ীও খানাতল্লাস হয়—সেখানেও নোট-জালের উপাদান পাওয়া যায়। আসামী একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিও করিয়াছে। সাক্ষ্য দাইবার আগে আসামী বলে, জেল হাসপাতালে পীড়িত ও শয্যাশায়ী থাকা কালে পুলিশ তাহাকে এই স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য করিয়াছিল। মোকদ্দমা চলিতেছে।

লোমহর্ষণ রায় :—যুক্তপ্রদেশ কারাগারে শিখ ও ওহাবীদিগের মধ্যে হাঙ্গার মামলায় বিচারফল বাহির হইয়াছে। বিচারে ৫ জনের ফাঁসী, ২৮ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ৪৮জনের ৫বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে এবং তিন জন খালাস পাইয়াছে।

'মোরভীতে চাঞ্চল্য :—প্রকাশ যে, মোরভীর ঠাকুর-সাহেব আগামী বড়দিন উপলক্ষে কাথিয়াবারের এজেণ্ট কর্ণেল উড্ ও অন্যান্য ইউরোপীয়ের জন্য মোরভীতে এক শীকারের আয়োজন করিয়াছেন, এই জন্য রাজ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বয়ং ঠাকুরসাহেব জীবনে কখনও পশুহত্যা করেন নাই। তাঁহারই রাজ্যে আজ প্রজাবৃন্দের মত পদদলিত করিয়া তাঁহার বংশধর পশুহত্যার আয়োজন করিতেছেন। তিনি একদা জামনগরের জাম-সাহেবকেও তাঁহার রাজ্যে শিকার করিতে অনুমতি দেন নাই। তাঁহারই গদীর উত্তরাধিকারীর এবংবিধ কার্য্যে সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ঠাকুরদাসের অনেক প্রতিশ্রুত প্রদান করিয়াও রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করিতেছেন না। মোহন্তী রাজ্যে পশুবল তাঁহার শাসন কলঙ্কিত করিবে, ইহা রাজ্যের পক্ষে বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি গবর্ণরের আগমন উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এবার যদি তিনি এই শিকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করেন, তবে রাজ্যে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

নির্ব্বাচন-কন্তের মামলা :—ডাঃ এ,সুরাবর্দ্দি ও মৌলবী নাসির আলীর মধ্যে নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া যে মামলা চলিতেছিল, সম্প্রতি আলীপুর জজ আদালতে তাহার বিচার নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রায়ে বলা হইয়াছে যে, রিটার্ণিং অফিসার ডাঃ সুরাবর্দ্দির মনোনয়ন-পত্র অগ্রাহ্য করিয়া ঠিক কাজ করেন নাই। কারণ রিটার্ণিং অফিসারের পক্ষে ডাঃ সুরাবর্দ্দি ও আব্দুল জলিলকে (ইহাদের নাম মনোনয়ন-পত্রে ছিল) চিনিয়া বাহির করা, তাঁহার উপস্থিত থাকিলেও, অসম্ভব। বিচারক পূর্ব্বনির্ব্বাচন অগ্রাহ্য করিয়া পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ দিয়াছেন এবং পক্ষদ্বয়কে পরস্পরের মোকদ্দমার খরচ বহনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

মাদ্রাজে বন্যা :—মাদ্রাজের ১৯শে তারিখের সংবাদ যে, গত রবিবার ও সোমবার টিনাভেলীতে বন্যা হইয়া সমস্ত নগর জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই বন্যায় অনেকেই গৃহহীন হইয়াছে এবং পথ-ঘাটের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। রেল লাইনও স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বন্যা নামিয়া গেলেও লোকের ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। সুখের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

বাঙ্গালায় মন্ত্রিত্ব :—আবার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্ত্তীর উপর মন্ত্রিত্ব অর্পিত হইবে। তিনি নাকি কয়েকটী সর্ত্ত দিয়াছেন (১) তিনি স্বৈরতান্ত্রিক হইবেন। (২) অন্ত দুইজন মন্ত্রী তিনি নিযুক্ত করিবেন। (৩) গভর্ণর বা দ্বৈত-শাসনতন্ত্র প্রাণপণে বাধা দিবেন।

স্যার আলি ইমাম :—কিরোদ কর চৌধুরীতে প্রকাশ স্যার আলি ইমাম পুনরায় নিজাম রাজ্যের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হইবেন। এই পদের বেতন মাসিক ১৫০০০৲। শুনা যাইতেছে, বেতার সংবাদ দিবার জন্য বিমানে আরোহণ নিষেধ করিবার জন্য তথায় কে, জি, গুপ্ত স্যার আলি ইমামের পূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বোরসাদে সত্যাগ্রহ :—গোয়াইয়ের ১৯শে তারিখের খবরে প্রকাশ, বোরসাদে পিউনিটিভ্ ট্যাক্সের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চলিতেছে এবং কতকগুলি গ্রামে এই উদ্দেশ্যে শ্রীযুত বল্লভভাই পেটেলের নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের কর্ম্মীদের সাহায্যে সত্যাগ্রহ আফিস প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। বোরসাদ তালুকের অধিকাংশ অধিবাসী ধারলা জাতীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে "ক্রিমিন্যাল ট্রাইব" বলিয়া ঘোষণা করিয়া পিউনিটিভ পুলিশ বসাইয়াছি। সম্প্রতি আবার পিউনিটিভ পুলিশ বসানের আদেশ হইয়াছে। এই আদেশের প্রতিবাদস্বরূপ সকলেই ট্যাক্স বন্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

কুষ্টিয়ায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ :—সম্প্রতি হরিনারায়ণপুরে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছে, তৎসম্পর্কে কুষ্টিয়ার সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার হরিনারায়ণপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ৯জনের প্রতি স্পেশাল কনেষ্টবল হওয়ার আদেশ দিয়া শমনজারি করিয়াছেন।

শ্মশান-ঘাটে জীবিতা রমণী :—গত ৭ই ডিসেম্বর কার্ডিফের শ্মশানঘাটে জনৈক স্ত্রীলোককে দাহ করিতে লইয়া যাওয়া হয়। মৃতদেহ বোঝাইয়ী করিবার সময় সার বেজিষ্টার দেখিতে পান যে, স্ত্রীলোকটীর তখনও প্রাণের স্পন্দন আছে। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে স্ত্রীলোকটী বাস্তবিকই জীবিতা আছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্স করিয়া সেণ্ট হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বৈদেশিক।

কানাডাতে বলশেভিক :—টাইমস্ পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন কনিয়ার উক্রানিয়ান প্রদেশের কতকগুলি লোক কানাডার টোরোণ্টো সহরে মধ্য-ইউরোপীয় প্রবাসীদের মধ্যে বলশেভিক ভাব প্রচারের চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের মামলায় বিচারক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে কানাডাতে বলশেভিকগণ যে ভাবে ষড়যন্ত্র বিস্তার করিয়াছে তাহাতে এখনই উহার প্রতিকার না করিলে ফল বিষময় হইবে।

তুরস্কে বিদ্রোহ :—টাইগ্রেডেন্স ট্রাইবুনাল আরো ১১ জনের গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেনিয়ার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর এবং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী আলী শাকারী বে আছেন। তাঁহারা পলাতক। অতিরিক্ত সংবাদপত্র সেবীদিগের বিচার চলিতেছে।

মেক্সিকো বিদ্রোহ :—মেক্সিকোর বিদ্রোহীদল পিউবলা এবং কাউন্টলা সহর দখল করিয়াছে। এখন তাহারা রাজধানী হইতে মাত্র ৪০মাইল দূরে আছে।

গ্রীকরাজের সিংহাসনের চুক্তি :—এথেন্সের ১৭ই ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ যে, নির্ব্বাচন লইয়া উদারপন্থী ও সাধারণতন্ত্রীদিগের মধ্যে খুব দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল।

এম্, ভেনিজেলস্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অনেক রাজভক্তরাও তাঁহাকে ভোট দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেছেন গ্রীসকে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি ভেনিজেলস্।

রয়টারে এথেন্সের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, গ্রীকরাজের সিংহাসনচ্যুত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়াছেন।

আগা খাঁর সমর্থন :—টাইমস্ পত্রে আব্বাস আলী বেগ একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে আগা খাঁ ও সৈয়দ আমীর আলী উভয়ই তুরস্কের অকৃত্রিম বন্ধু। এই অবস্থায় তাহাদের উপর কুঅভিপ্রায় আরোপ করা এজোয়া গবর্ণমেণ্টের খুব অন্যায় হইয়াছে।

আফগানিস্থান বিদ্রোহ :—প্রকাশ যে ব্রিটিশ ভারতের পলাতক হত্যাকারীকে সমর্পণ না করায় কাবুলের সহিত ১৯২১ খৃঃ অব্দের সন্ধি ভঙ্গ হয় নাকি হয়। করাসী নাকি আফগানদিগকে নাচাইতেছে যে ইংরাজ আফগানিস্থান আক্রমণের চেষ্টায় আছে। এদিকে অভিযোগ, ইংরাজ আকাশ জাহাজ আফগান গ্রামের বোমা ফেলিতেছে। গোলযোগ বাধিবে নাকি?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৩ই পৌষ ১৩৩০, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৩

দ্বিতীয় খণ্ড

১৯শ সংখ্যা

ভাব

আজকাল কপটভাবের অভাব নাই, পথে ঘাটে ভাবের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ভাবের প্রকার ও মাত্রা অনেক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারি আনার ভাব হইতে তুআনার ভাবের মাত্রা কম। খেচরান্ন মহোৎসবে যে ভাব উদয় হইয়া থাকে তাহা হইতে মহাপ্রভুর মহোৎসবে ভাবের মাত্রা আরোও অনেক অধিক। কীর্ত্তনে স্ত্রীলোক শ্রোতৃবৃন্দ থাকিলে ভাবের উচ্ছ্বাসটা অধিক উথলিয়া উঠে। অনেক সময় পূর্ব্ব হইতে লোক ঠিক করা থাকে, 'যখন আমার ভাব হইবে, তখন যেন আমাকে ধরিও'। আমার সংবিদ্যালের কল্পিত গ্রন্থে পিপ্পলীদাস বাবাজীর আখ্যায়িকায় পাওয়া যায় যে কোনও এক ব্যক্তি কীর্ত্তনে পিপ্পলচূর্ণ দ্বারা কপট ক্রন্দন দেখাইতেন; এইরূপ করিতে করিতে যখন তাহার প্রকৃত ভাবের উদয় হইল তখন তিনি পিপ্পলীদাস বাবাজী বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপ ভাবের বহুবিধ প্রকার জগতে দেখা যাইতেছে এবং ঐ সকল ভাবের ভাবুকগণ মনোধর্ম্মী। জগতের নিকট হইতে সুযোগ বুঝিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। একাধারে জগতের তিনটী পরম-বাঞ্ছিত বস্তুলাভ—এমন সুবর্ণ সুযোগ কে পরিত্যাগ করে? তাই আজকাল দলে দলে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঠক পঞ্চালীর ও নানাপ্রকার রস কীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া পড়িয়াছেন!

আজ আমার প্রেমবিগ্রহ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও রসিকচূড়ামণি দুইজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের গ্রন্থ হইতে 'ভাব' সম্বন্ধে বিচার করিব। শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ মধ্যে থাকিলেন। উপরি উক্ত একজন আচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম পার্ষদ গৌর-সুন্দরের আদেশে প্রেমভক্তির আচার্য্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসবিচারসম্বলিত গ্রন্থের লেখক। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহার অনুগত বলিয়া রূপানুগ সম্প্রদায় নামে অভিহিত। সেই আচার্য্যপ্রবর শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুকে উপেক্ষা করিয়া কেহই ভাব বা প্রেম-

রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ তৃতীয় লহরীতে তত্ত্বচন উদ্ধার করিয়া ভাবের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—

প্রেম্ণঃ প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরয়ত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

অর্থাৎ প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা যায়। ইহাতে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব সমূহ অল্পমাত্রায় উদয় হইয়া থাকে।

যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির ভাবের অঙ্কুরমাত্র হইয়াছে তাঁহার লক্ষণ কি? তদুত্তরে শ্রীরূপপাদ বলিতেছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।

অর্থাৎ যাঁহাদিগের ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে সেই সকল পুরুষে (১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, (৩) বিরাগ, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদারুচি, (৮) ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি, এবং (৯) তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(১) ক্ষান্তি—ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে চিত্তের অবিকৃত অবস্থা যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানে শরণাগত পরীক্ষিৎ মহারাজ বিপ্রগণকে বলিয়াছিলেন, ঋষি-কুমারের প্রেরিত তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, আমি শ্রীকৃষ্ণচরণে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। আপনারা শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিতে থাকুন।"

(২) অব্যর্থকালত্ব—যিনি নিজের ভোগার্থে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোনও বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হন না। প্রতি মুহূর্ত্তে হরিসেবার কার্য্যেই নিযুক্ত। সেইরূপ অবস্থা অর্থাৎ জীবন্মুক্তের অবস্থা।

(৩) বিরক্তি—রূপরসাদি ভোগ্য বস্তুবিষয়ার্থের প্রতি যে স্বাভাবিক অরুচি; যেমন রাজর্ষি ভরত শ্রীকৃষ্ণচরণে মুক্ত হইয়া যৌবন কালেই মনোজ্ঞ, গুণবান্ পুত্র, কলত্র, সুহৃদ, রাজ্য প্রভৃতিকে বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম-জ্ঞান; যথা মহারাজ তাঁহার নরেন্দ্রগণের শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন, ভগবান্ শ্রীহরিকে স্মৃতি দান করিলে তিনি ভিক্ষার জন্য শত্রুগৃহে পর্য্যন্ত যাইতেন এবং চণ্ডালকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেন।

(৫) আশাবন্ধ—আমি নিশ্চয়ই ভগবানের সেবা প্রাপ্ত হইব এইরূপ দৃঢ় আশা।

(৬) সমুৎকণ্ঠা—অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির জন্য প্রবল লালসা। যাহার ভাবের অঙ্কুরমাত্রও হইয়াছে তাহার কনক কামিনী বা প্রতিষ্ঠার লালসা বিন্দুমাত্রও নাই। কেবল 'কোথা যাও, কোথা পাও মুরলীবদন' এইরূপ ভাব।

(৭) নামগানে সদা রুচি—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে সর্ব্বদা স্বাভাবিক অভিলাষ। অধিক অর্থ দিলে নামগানে রুচি, অল্প অর্থ দান করিলে অরুচি বা অর্থ লইয়া নামগান, ইহা রুচির লক্ষণ নহে।

(৮) তদ্বসতিস্থলে প্রীতি—ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের বাসস্থানী নির্গুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্।" বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, যেখানে তাস পাশা প্রভৃতি ব্যসনক্রিয়া হইয়া থাকে সেখানে বাস তামসিক বাস, কিন্তু ভগবানের তীর্থ শ্রীমন্দির বা মঠাদিতে বাস নির্গুণ বাস। অতএব যাঁহার ভাবের অঙ্কুর মাত্রও হইয়াছে তিনি কখনও "গৃহব্রত" বা "গৃহমেধী" থাকিতে পারেন না। তাঁহার নিজের গৃহ বা স্ত্রীপুত্রাদির মত কোনও চিন্তা থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের গৃহেই বাস করেন। অথবা তাঁহার নিকট "গৃহেতে গোলোক ভায়"।

শ্রীরূপ পাদ রসামৃতসিন্ধুতে প্রকৃত ভাব চিনিবার কষ্টিপাথর স্বরূপ উপরি উক্ত লক্ষণ সমূহ বর্ণন করিয়া পরে বলিতেছেন, যে ভাব দুষ্কৃতকর্ম্মী ও মুমুক্ষু জ্ঞানিগণেও যদি দেখা

হয় তাহা হইলে তাহাকে মেকী ভাব বা প্রতিবিম্ব বলা-ভাস মাত্র জানিবে।

"বিমুক্তাপিনতর্ষৈর্যা মুনীনরপি বিমৃশ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাক্ত-তন্ময়োঽপি ন ধীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্বতাং।
হৃদয়ে সংভবত্যেবাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥

ভঃ রঃ পূর্ব্ববিভাগ ৪র্থ লহরী

অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণ যাবতীয় কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে রতির অন্বেষণ করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় গোপ্য সম্পত্তি এবং যে রতি তন্ময়শীলজনকেও সহজে দেওয়া হয় না, সেই ভাগবতী রতি ভুক্তিমুক্তিকামহেতু যাহারা শুদ্ধভাব-যাজী নহেন, এইরূপ কর্ম্মি ও জ্ঞানিগণের হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইবে? অতএব কর্ম্মিজ্ঞানিগণের ভাব প্রতিবিম্বরত্নাভাস মাত্র। মূর্খলোক কর্ম্মিজ্ঞানী লোকদের মিছা ভাব দেখিয়া প্রকৃত ভাব মনে করিতে পারে কিন্তু রসিকচূড়ামণি শ্রীরূপপাদ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর তলস্পর্শে গিয়া ভাবচিন্তামণি সমূহ চিনিয়া লইয়াছেন সুতরাং তিনি কোনটী কোন্ মূল্যের প্রবাল, কোনটী কাচখণ্ড, কোনটী হীরক সব ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

অশ্রুপুলকাদি ভাবের বাহ্য চিহ্ন হইলেও তাহা কপট বা দুর্ব্বল ভাবপ্রবণ ব্যক্তিতেও অনেক সময় দেখা যায়। শ্রীরূপপাদ বলেন—

"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে ভক্তাভাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যাৎ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

অর্থাৎ অনেকের চক্ষু স্বভাবতঃই পিচ্ছিল যেমন স্ত্রীলোকদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই দুর্ব্বল। তাঁহারা একটু শোকে বা সুখেই অধীরা হইয়া পড়েন। এইরূপ দুর্ব্বল অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের চক্ষে অতি তুচ্ছেই জল আসে! কোনও কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষের দেখা গিয়াছে যে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পাঠ শুনিতে শুনিতে নিজের মৃত পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া থাকেন, অথবা রাসলীলা পাঠ শ্রবণ করিয়া কোন প্রেমিকের প্রণয়িনীর জন্য ক্রন্দন আসে, লম্পটের শক্তিশেলে পতন শুনিয়া অনেকের ভ্রাতৃবিয়োগের দুঃখস্মরণ হইয়া চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু বহিতে থাকে। এমনও উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে যে রাসলীলা শুনিয়া (?) কামে অধীর হইয়া বারবণিতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। অতএব ঐ সকল দুর্ব্বল অন্তঃকরণবিশিষ্ট ভাবপ্রবণ ব্যক্তির যে চক্ষে জল দেখা যায় তাহা ভাব নহে। আবার কেহ কেহ প্রতিষ্ঠা বা কনক-কামিনী-লাভের জন্য অভ্যাস করিয়া কপটভাস আনয়ন করে। যাহার একবার ভাবের অঙ্কুর মাত্রও হইয়াছে তাহার আর কোনও অভ্যাস থাকে না। সুতরাং তিনি জড়জগতের কোনও বস্তু-লাভের জন্য ছুটাছুটি করেন না।

রূপানুগ শুদ্ধভক্তির আচার্য্য রসিকরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির (১৩।৮।৪)

তদ্ভক্তসাং হৃদয়ং বহ্নেঃ সদ্যঃ দ্রবতি মাদৃশৈরবিনাশ্যেষৈঃ।"
ন বিক্রিয়েতাথ যদি বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু চর্ম্মঃ॥

শ্লোকের টীকায় 'ভাব' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের সাধারণ অর্থ এই, হরিনাম পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলেও যদি হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং বিকারের লক্ষণস্বরূপ নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ উদিত না হয় সেই হৃদয় পাষাণতুল্য। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় দেখাইয়াছেন—"কিন্তু অশ্রুপুলকাদের চিহ্নত্বলিঙ্গিত্বাপি ন শঙ্কাতে বক্তুং হন্তুং শ্রীভদ্রূপ গোস্বামিচরণৈঃ। নিসর্গপিচ্ছিল ইত্যাদি। তথা অতি গম্ভীর মহাপ্রভাবভক্তেষু হরিনামভিঃ চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রু-পুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে ইতি তস্যাং পদ্যনিদমেবং ব্যাখ্যেয়ং। তত্রশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সত্ত্বেঽপি যদ্যপি ন বিক্রিয়েত তদাপ্যসাবস্তীতি বাক্যার্থঃ। তত্রশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণাকুসারি-ণানি স্তম্ভিনামগুণাপেক্ষাণীত্যেব তেষামি। ০ ০ উত্তমাধি-কারিণাং নির্বৈঃসহাণাং নামগ্রহণে সত্যেব নামমাধুর্য্যানুভবঃ স্যাৎ। তস্মিংশ্চ সতি হৃদয়বিক্রিয়া চ স্যাৎ সত্যাঞ্চ তস্যাং তন্মাত্রকাঃ স্তম্ভাদয়োঽশ্রুপুলকাদয়শ্চ ভবন্ত্যেব। কনিষ্ঠাধি-কারিণাং নামসংকীর্ত্তনে সাপরাধচিত্তত্বাদ্ধামগ্রহণবাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত। তন্মাত্রকাঃ স্তম্ভা-দয়োঽপি ন ভবন্তি তেষামেবাশ্রুপুলকাদিদর্শনেঽপ্যশ্মসার-

ক্রমভক্তা নিষ্ঠৈষা। কিন্তু যেষামপি সাধুসঙ্গেনানর্থ-নিবৃত্তিনিষ্ঠাকচ্যাদিভূমিকারূঢ়ত্বং তেষাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাস্থৈর্য্যমশ্রুপুলকাদ্যভাবঃ। যেষান্তু চিত্তদ্রবে সতি চিত্ত স্যাপ্যস্থৈর্য্যমশ্রুপুলকাদিভিরেব। তে তু ভক্তিকিংস্তা এব জ্ঞেয়াঃ।"

অর্থাৎ কেবল অশ্রুপুলকই চিত্তদ্রবতার চিহ্ন নহে কারণ, শ্রীরূপপাদ বলেন যে, নির্গলিতজিগল চক্ষেও অশ্রু-পুলকের উদয় হইতে পারে। এবং দেখা যায় অতি গভীর মহাভাবভক্তগণে চিরদিন শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা চিত্তদ্রব হইলেও বাহ্যে অশ্রুপুলকাদির প্রকাশ হয় না। অতএব বাহ্যে অশ্রুপুলক নয়েও যে হৃদয় দ্রবিত না হয় তাহাই পাষাণসদৃশ। ইহাই উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকস্থ বাক্যের তাৎপর্য্য। হৃদয়বিকারের মুখ্য লক্ষণই 'ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব ইত্যাদি। অশ্রুপুলকাদি গৌণ লক্ষণ। উত্তমাধিকারী ভক্তগণ নির্গুণস্থ, সুতরাং নামগ্রহণ মাত্রেই তাঁহাদের নাম-মাধুর্য্যের অনুভব হয়। নামমাধুর্য্য অনুভব হইলেই হৃদয়বিকারও হইয়া থাকে। তখন চিত্তবিকার প্রকাশক ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব অনুভাব সকল ও অশ্রুপুলকাদির উদয় হইয়া থাকে। কনিষ্ঠাধিকারিগণের সংসর্গতাপ্রযুক্ত চিত্ত নামাপরাধযুক্ত। সুতরাং বহুবার নামগ্রহণ করিয়াও নামমাধুর্য্যগ্রহণে অক্ষমতা হেতু তাহাদের চিত্তদ্রব হয় না। অতএব চিত্তবিকারের প্রকাশক ক্ষান্তি প্রভৃতি অনুভাব সকল তাহাদিগের মধ্যে উদয় হয় না। কাজে কাজেই যদি তাহাদিগের অশ্রুপুলকাদিও দেখা যায় তাহা হইলেও তাহাদিগের চিত্ত দ্রবতার অভাবহেতু ঐ সকল বাহ্যে মিছা অভাবসমূহ প্রকৃত ভাব নহে সুতরাং নিন্দনীয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে পর ক্রমে নিষ্ঠা রুচি প্রভৃতি ভূমিকাতে আরোহণ করিলে কালে যদি চিত্তদ্রবতা হয় তবেই চিত্তের কাঠিন্য দূর হইতে পারে, তখন তাহাদেরও ভাব হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের চিত্তদ্রব হইলেও চিত্তের কাঠিন্য থাকিয়া যায় তাহাদিগের ব্যাধি দুরারোগ্য বলিয়াই জানিতে হইবে।

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাবোদয়ের ক্রম দেখাইয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(পূর্ব্ববিভাগ ৪র্থ লহরী)

প্রেমোদয়ের ক্রম বলিতেছেন—প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্র সিদ্ধান্তে বিশ্বাস। তদনন্তর দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভজনরীতি শিক্ষানিবন্ধন সদ্গুরু-পাদাশ্রয়, তদনন্তর ভজন-চেষ্টা, অসৎতৃষ্ণা, ক্রমে আত্মবুদ্ধি, স্বরূপবিভ্রম প্রভৃতি অনর্থের নিবৃত্তি, তদনন্তর ভগবানের নিরন্তর সেবা, তারপর সেবায় প্রবল অভিলাষ, তদনন্তর স্বারসিকী রোচমানা প্রবৃত্তি, তার পর ভাব এবং ভাবের পরিপাকদ্বারাই প্রেমোদয়। অতএব ভাব কত দুরূহ বস্তু।

চাতুর্ব্বর্ণ্য।

(পূর্ব্ব বৃত্তানুক্রমে)

চাতুর্ব্বর্ণ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্য, চাতুর্হোত্র ইহারা সব এক পর্য্যায়। চাতুর্ব্বর্ণ্য শব্দে যে প্রকার চতুষ্কাম সাধ্য ব্রত বিশেষ চাতুর্হোত্র শব্দে যেমন হোতৃচতুষ্টয়ের কর্ম্ম বা ধর্ম্মকে বুঝাইয়া থাকে তদ্রূপ চাতুর্ব্বর্ণ্যশব্দেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের স্ব স্ব স্বভাবজ গুণ বা ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। গুণবাচক ভাবসমূহ যখন কর্ম্ম দ্বারা কোনও বস্তু বা ব্যক্তিতে প্রকাশিত হয় তখনই লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইতে পারে। শ্রীভগবান চাতুর্ব্বর্ণ্য অর্থাৎ চারিবর্ণ-সাধ্য ধর্ম্ম বা গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সকল গুণবাচক ভাব সমষ্টিকে বহির্জগতে প্রকাশিত করিবার জন্য কর্ম্ম দ্বারা কোনও ব্যক্তি-বিশেষে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং গুণসমূহ আধার, গুণী-ব্যক্তিসমূহ আধেয়, কর্ম্মগুণসমূহের প্রকাশক এবং গুণ-সমষ্টি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গুণীকে চারিবর্ণে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

ষোলটি পয়সায় একটাকা, বত্রিশ পয়সায় একআধুলি, ষোলপয়সায় একসিকি এবং আটপয়সায় এক দুআনি ইহাই ভারতরাজের মুদ্রা নির্ণয়ের মাপ কাঠি। চৌষট্টি পয়সা হইতে একপাই ন্যূন হইলেও তাহাকে আর টাকা বলা যায় না এবং ভারতরাজের রাজ্যে ভবিষ্যতে যত মুদ্রা নির্ম্মিত হইবে তাহা ঐ পূর্ব্বোক্ত মূল্য অনুসারেই হইবে। তদ্রূপ ভগবানের রাজ্যেও ভগবৎসৃষ্ট চতুর্ব্বর্ণের নির্দ্দিষ্ট গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই চারিবর্ণ নির্ণীত হইবে। যে যে বর্ণের যে যে গুণ ও কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সেই বর্ণে যদি তত্তৎ গুণ ও কর্ম্মের অভাব বা ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয় তবে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত মূল্য-নির্ণায়-ন্যায় অনুসারে আর তত্তৎ বর্ণে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যদি অবৈধভাবে নির্দ্দেশ করা হয় তাহা হইলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে। আবার কেহ যদি নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে কম মূল্যে নির্ম্মিত মেকীমুদ্রাকে আসল মুদ্রা বলিয়া চালান তিনিও ধরা পড়েন।

সুতরাং বর্ণনিরূপণে গুণ ও কর্ম্ম সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই ক্রিয়াবান্। ভগবানের বেলা গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ নিরূপণ প্রণালী কার্য্যকরী হইবে অন্য সময়ে যথেচ্ছাচারিতার সহিত সম্পাদিত হইবে উহা কখনও বৈধবর্ণ বিধান হইতে পারে না। উহা আসুরিক মাৎসর্য্যপূর্ণ চেষ্টা মাত্র।

স্বভাবগুণের দ্বারাই যে বর্ণ নিরূপিত হওয়া কর্ত্তব্য তাহা শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও আলোচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজম্॥
কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম-স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

উক্ত চারিপ্রকার স্বভাব হইতেই চারিবর্ণের বর্ণ নিরূপিত; কেবল জন্মদ্বারা হয় না তাহা বেদবিরোধ অযুক্ত ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে পটুতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব উহা ক্ষত্রিয় স্বভাবজ কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষ, বাণিজ্যাদি উহা বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মককর্ম্মটি শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। উহাই বর্ণ নিরূপণের বৈজ্ঞানিক ও শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত শাস্ত্রীয় বিচার। এই বৈজ্ঞানিক ও বেদোক্তবিচার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কেবল শৌক্র জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিলে সলাজ-ঘেটী প্রাণশূন্য দেহে অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় নিরর্থক ও উপহাসাস্পদ মাত্র হইবে। ভাগবীয় মনুসংহিতায় ভৃগু ঋষিগণকে বলিতেছেন

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥"
২য় অধ্যায় ১৫৭-১৫৮

কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী যেমন, চর্ম্ম নির্ম্মিত মৃগ যেমন বাহিরের আকার মাত্র ধারণ করে কিন্তু হস্তী বা মৃগের কোন গুণই তাহাতে নাই। উহা নির্ব্বোধ বালকগণেরই ক্রীড়নকরূপে শোভিত হইতে পারে। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণত্রয়ও সেই প্রকার। ক্লীবের স্ত্রী সহবাস যেমন নিষ্ফল গাভীতে গাভীতে সঙ্গম যেমন কোনও ফলদায়ক নহে, অজ্ঞব্যক্তিকে ধনদান যেমন অপব্যয় মাত্র তদ্রূপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও কোন কর্ম্মের নহে।

কেহ যেন বেদের দুই চারি পাতা মুখস্থ বা উলটাইয়া যাওয়াকে বেদপাঠ মনে না করেন। যিনি বেদপাঠ করিয়া বেদের সৎসিদ্ধান্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকৃত আচারবান্ তিনিই বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।

কারণ—

আচারহীনং পুনন্তি বেদাঃ ন বেদফলপ্রদাঃ।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ভবেৎ ॥

মনু সংহিতা ১ম ১০৯

আচারভ্রষ্ট হইলে বিপ্র বেদের ফলভোগী হইতে পারেন। যদি আচারে সংযুক্ত থাকেন তবেই সম্পূর্ণ ফলভোগী হইতে পারিবেন।

অতএব যে সকল মহৎ ব্যক্তি গুণ, স্বভাব ও কর্ম্মানুসারে বর্ণনিরূপণ প্রণালীকে অনাদর করেন কিম্বা মুখে মাত্র আদর করিয়া থাকেন তাঁহারা নিজেরা বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন মাত্র। মহৎদের লোকের স্বভাবই এই—নিজের ভাল হউক না এবং যাহাদের ভাল হইতেছে তাহাদিগকেও ভাল হইতে দিল না কারণ তাহা হইলে তাহার কর্ম্মচারী আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। শাস্ত্র বা প্রাচীন ঐতিহ্যমাত্র কখনও এইরূপ মহৎদের ধর্ম্মের প্রশ্রয় দেয় নাই। তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত, হরিবংশ মনুসংহিতা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, সংক্রিয়াসারদীপিকা, নারদ-পঞ্চরাত্র, প্রভৃতি প্রতিস্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে সর্ব্বত্রই গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই বর্ণ নিরূপণের বিধান উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক উপাখ্যানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তনীয় কিনা ?

কলিসন্তরণোপনিষদে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'হরেকৃষ্ণ' নামই কলিকলুষনাশনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য উক্ত নাম কি কেবল জপ্য না কীর্ত্তনীয়ও হইতে পারেন। জপ ও কীর্ত্তন শব্দের সংজ্ঞা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ ২য় লহরী ৭৪ সংখ্যক শ্লোকে এইরূপ দিয়াছেন—

নামরূপগুণলীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
স্যাদ্ অনুচ্চস্বরো জপ ইহাভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ নামরূপগুণলীলা প্রভৃতির উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তির নাম কীর্ত্তন এবং মনুষ্য শ্রুতি নিম্নস্বরে আবৃত্তির নাম জপ।

কলিসন্তরণোপনিষদ ১ম সংখ্যায় স্পষ্টভাবে উক্ত তারকব্রহ্মনাম উচ্চকীর্ত্তনের কথাই আদেশ করিয়াছেন—

হরিঃ ওঁ। দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলি-সংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদি পুরুষস্য নারায়ণস্য **নামোচ্চারণ**-মাত্রেণ নির্দ্ধূত কলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ প্রপচ্ছ তন্নাম কিমিতি স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

অর্থাৎ দ্বাপর যুগের শেষে এক সময় নারদ সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে দেব, এই ভীষণ কলি-যুগে কেমন করিয়া সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন বৎস, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতি গুপ্ত রহস্য শ্রবণ কর কি করিলে এই কলি উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে বলিতেছি। এই যুগে জীব একমাত্র আদিপুরুষ নারায়ণের **নামকীর্ত্তন** মাত্রেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন সেই নামটী কি তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নারায়ণের নামই কলিকল্মষনাশন।

পুনরায় উক্ত উপনিষদের ৩য় সংখ্যায় দেখা যায় 'নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন'—

"কোঽস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সাযুজ্যতামেতি"

অর্থাৎ উক্ত নামোচ্চারণের বিধি কি?

ব্রহ্মা বলিলেন নাম গ্রহণ সম্বন্ধে কীর্ত্তন ও জপভেদের কোন বিধি নাই সেই নাম যিনি পাঠ করেন অর্থাৎ

উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেন তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহার মুখদগ্ধ শোক থাকিতে পারে না এবং তিনি সর্ব্ববিধ মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

আজকাল অনেক মনোধর্ম্মী শাস্ত্রানভিজ্ঞ কপট ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে শ্রীচৈতন্যদেব হরে কৃষ্ণ নাম কেবল জপ করিবারই আদেশ দিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য নাম বা লীলা কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পারা যায় যেহেতু শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।"

যেহেতু "জপ" শব্দের উল্লেখ আছে অতএব কেবল জপ করাই তাঁহার আদেশ।

যাহারা তারকব্রহ্ম নামকে অক্ষর মাত্র মনে করিয়া আরোহপন্থায় হরিনাম গ্রহণ তৎপর, যাহারা কর্ম্ম জড় স্মার্ত্ত বা ভুক্তিমুক্তিকামী তাহারা তারকব্রহ্ম নামকে ঐ রূপই দর্শন করিবেন। যাঁহারা ভগবানের ঐকান্তিক শুদ্ধভক্ত, যাহারা শরণাগত ভক্ত তাঁহারা জানেন নাম

হৃদয় চৈতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে
শব্দ ব্রহ্মরূপে নাচে অনুক্ষণ॥

চিন্তামণির উদিত নামই সেবোন্মুখ জিহ্বা সাহায্যে শব্দ-ব্রহ্মনামরূপে অবতরণ করেন। সুতরাং হরে কৃষ্ণনাম যে কখনও উচ্চৈঃস্বরে বা কখনও নিম্নস্বরে নানাবিধ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? তাই ভক্তগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন,

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উচ্চৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ আমার এমন দিন কবে হইবে যে তোমার নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সজল নয়নে নৃত্য আরম্ভ করিব?

অভক্ত ভুক্তিমুক্তিকামীর কথা অন্য প্রকারের। তাহারা বলেন—

মালারূপে গলা, কর যপে ভাই।
যো মনমে জপে, উনকো বলিহারী যাই॥

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বদা কণ্ঠতিলকাদি ত্রিলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। তন্মধ্যে তিনি একলক্ষ নাম অতি উচ্চৈঃস্বরে এবং একলক্ষ নাম যেন নিকটস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে এবং একলক্ষ নাম মানসে জপ করিতেন। মা ও মায়াদেবী তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সুখ হইয়াছিলেন। বেণা তাঁহার নাম কীর্ত্তন শ্রবণ প্রভাবে—

"প্রসিদ্ধবৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যাস্তি॥

একদা ঠাকুর হরিদাসকে ফুলিয়া গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন—

অরে হরিদাস একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লও, কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপি বা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়॥

তখন হরিদাস বলিলেন—

উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ তা না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥

তথাহি—"উচ্চৈঃ শতগুণাম্বেৎ" ইতি—

শুন বিপ্র! সহস্র শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশুপক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩৩।১৭)

যন্নাম গৃণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥

পশুপক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সবে তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতূন্ পুনাতি চ॥

এই সকল কথা শুনিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইতে

পারিলেন না। তখন সে হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়া উঠিল—

'যে বাধা করিলি তুই এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাটী মুড়িমুরো আগে॥'

এই কথা শুনিয়া হরিদাস হাসিতে হাসিতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর বলিয়াছেন,

এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব জন্ম জন্ম যাতনার পাত্র।
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র হয়ে।
জন্মিবেক সজ্জনের হিংসা করিবারে॥
এই সকল বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে সব নিষেধ করিবারে॥"

কিন্তু "যে বিপ্রাধমের কথোদিনে খাইয়া।
বদনে নাসিকা তার পড়িক খসিয়া॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবও যে তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেন তাহার প্রমাণও আমরা শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের স্তবমালার প্রথম স্তবের পঞ্চম শ্লোকে দেখিতে পাই। শ্রীল রূপপাদ শ্রীগৌরসুন্দরকে স্তব করিতেছেন——

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষৈর্দীর্ঘার্গলযুগলপীনাঙ্কিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥"

অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে যাহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থিযুক্ত কটীসূত্রে যাহার বাম হস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়ন ও অর্গলানুমর্দ্দিত ভুজ, সেই চৈতন্যদেব কি আমাকে দেখা দিবেন?

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের স্তব মালাবিভূষণ নাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন—ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রপোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ। অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে স্ফুরিত হওয়াতে যাহার জিহ্বা সর্ব্বদা নৃত্য করিত। অতএব অবরোহপন্থায় দিবাভাগে প্রতিভাত শ্রীহরিনাম জিহ্বাগ্রে স্ফুরিত হইয়া যে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশিত হইবেন এবিষয়ে যাহারা সন্দেহ করেন বা বাধা দেন তাহারা নামের স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের নাম স্বীয় শিক্ষবুদ্ধির জন্য।

জন্মকথা।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ জন্মের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে। মাতৃগর্ভে জন্ম, মৌঞ্জিবন্ধনকালে দ্বিতীয় জন্ম ও যজ্ঞদীক্ষাকালে দ্বিজের তৃতীয় জন্ম। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তৃতীয় জন্ম নাই, শূদ্র ও অন্যান্য জাতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় জন্মই নাই। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে যে গৃহস্থাশ্রমবিধি বিধানানুসারে সংস্কারাদি সাধিত হয়, তাহা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণের জন্য। ব্রাহ্মণ জীবনে পাপ প্রবিষ্ট হইলেই ক্ষত্রিয়তা ও বৃত্তান্তর কৃষি গোরক্ষণ বাণিজ্য প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণেরই বৈশ্যের লাভ ঘটে। মহাভারত বলিয়াছেন,—সৃষ্টিপ্রারম্ভে ব্রহ্মার সন্তানগণ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ম্মবিধায়ী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি বর্ণে পরে অধঃপাতিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ব্রাহ্মপ্রভব ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করিলেই এবং হরিভজন পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদিবর্ণে নামিয়া আসেন। শ্রীগীতায়ও কথিত আছে, ভগবৎকর্ত্তৃক চাতুর্বিপ্রকার বর্ণধর্ম্মের গুণকর্ম্মানুসারে বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতের কোন কোন স্থলে গুণকর্ম্মের বিচার গ্রন্থ হওয়ায় মহাভারতে "নাহুষ অজগর সংবাদে" শৌক্রপথানুমোদিত বর্ণনির্ণয় প্রণালীতে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে লক্ষণ বা স্বভাবের দ্বারা বর্ণবিভাগের ব্যবস্থা আছে।" মহাভারতের অনেক স্থলে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে বর্ণনির্দ্দেশবিষয়ে যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, এবং কাশ্যপাগমে ও পঞ্চরাত্রাদি নারায়ণ কথিত বেদানুগশাস্ত্রে যে বৃত্তগ্রাহ্যতা ও সংস্কার গ্রহণের বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার প্রভাবে বর্ত্তমানকালের শৌক্রপ্রণালী অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশক্রমে বর্ত্তমান জাতিগুলি সৃষ্ট হইবার

বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শৌক্রধারা অনেক সময় বিপন্ন হয়। দত্তক, পালিত, পোষ্য প্রভৃতি পুত্রগ্রহণ রীতিবলে অনেক অজ্ঞাত কুলশীল বালক বংশবিশেষের অধস্তনসূত্রে গৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈন বিপ্লবে শৌক্রধারা ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে আর স্বতন্ত্রপ্রমাণ আবশ্যক করে না। অপপুত্র প্রকরণ লিখিত বিভিন্ন তন্ত্র ও টীকা আলোচনা করিলে এবং পাশুপত্যাধিকরণ শারীরকের মধ্যে অনেক প্রাচীন প্রথার উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, রুদ্রদীক্ষা গ্রহণমাত্রে অনেকেরই ব্রাহ্মণতা লাভ হইয়াছে এবং তাঁহাদের শৌক্র অধস্তনগণ বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণগৌরবে গৌরবান্বিত আছেন। তাদৃশ পাশুপত মত কয়েকপুরুষ পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মণত্বে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভাষ্যকারগণের উক্তি হইতেই জানা যায় যে, সেইরূপ প্রথা ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল এবং তাহার বিরুদ্ধে ঐ সকল কথা তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছিল। ব্যভিচার দোষদুষ্ট প্রতিলোম শৌক্রপ্রণালীর বিচার মহাভারতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও পুরাণাদি এই সকল কথার অবিসংবাদিত সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে জবালা-পুত্রের কথায় এই বৃত্তব্রাহ্মণতার উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কবষোপাখ্যান যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও বৃত্ত বা লক্ষণ বিশিষ্ট বর্ণনির্দ্দেশের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে এই বৃত্ত ও লক্ষণের পথ বাধা দিবার জন্য নানাপ্রকার অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, টীকাকার আনন্দগিরি যে প্রকার শৌক্রপদ্ধতি পক্ষসমর্থনমুখে জবালাকে সতীসাধ্বী প্রমাণ করিতে গিয়া শৌক্রব্রাহ্মণতা স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যূনাধিক পাণ্ডিত্যের পরিচয়মাত্র। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও পরবর্ত্তী আনন্দগিরিকে ঐ প্রকার বিচারপ্রণালীর ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তবে সম্প্রদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্কর ও বিভিন্নার্থ কল্পনা শ্রীব্যাসের অনুগত সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিবর্ত্তবাদ বিচারকে দেহে আত্মবুদ্ধির ন্যায় অনাদরণীয়রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, আর শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের কর্ম্মশ্রৌতপন্থা বা তর্কপন্থা হইতে বিতীর্ণবিভিনিবেশ-জনিত সম্বন্ধবাদীর বিচার আদর করেন নাই। শ্রীশঙ্কর নাম পাছে গুরুগণের অগ্রণী শ্রীব্যাস পরিণামবাদের বক্তা বলিয়া প্রচারিত হইলে বিকারবাদ-দুষ্ট দোষে নিপতিত হন, এই ঐতিহ্যে বিবর্ত্তবাদকেই পূর্ব্বগুরু ব্যাসের অভিমত বলিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্য শ্রৌত পন্থাবলম্বনে শ্রীশঙ্করাদি আচার্য্যের বিচারপ্রণালীর বহুমাননা করেন নাই, পরন্তু খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধী শঙ্করাচার্য্য শ্রীব্যাসলিখিত পুরাণগুলিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিয়া শ্রুতিতাৎপর্য্যকে নিজ তর্কবলে করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম একপ্রকার পরিহার করিয়াছিলেন। শ্রীমধ্বমুনি সেই বিপথগমন হইতে ভারতীয় বিদ্বন্মণ্ডলীকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বর্দ্ধমান জেলার আকুইগ্রামনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ ভক্তিরত্নম্ এম্ , টি, এল্ মহাশয় সরলজ্ঞানের প্রতিকটাক্ষ করিয়া যে প্রতিবাদ প্রবন্ধ গৌড়ীয়ে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নিম্নে প্রকাশিত হইল। আমরা গৌড়ীয়, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রিত ভৌতসম্প্রদায়ী, তর্কপন্থাশ্রিত নির্ব্বিশেষবাদীকে আচার্য্যরূপে স্থাপন করি নাই। সেই জন্য তাঁহাদের বিচার বৃত্তগত-বর্ণবিচারপ্রণালীবিরোধী জানিয়া কেবলমাত্র শৌক্রপন্থার একমাত্র পোষণকার্য্যে নিযুক্ত হই নাই। গৌড়ীয়গণ বিবর্ত্তবাদীর ইতরপন্থা আম্নায়ত্বয় ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

গত আশ্বিন মাসের গৌড়ীয়ে "বর্ণাশ্রমবিবি" প্রবন্ধে দেখিলাম যে প্রবন্ধকর্ত্তা লিখিয়াছেন :—

আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দেখিতে পাই হারিদ্রুমত গৌতম জাবাল তনয় সত্যকামের পিতৃগোত্র না জানিয়া এবং মাতার চরিত্র দোষ শ্রবণ করিয়া ও বালকের সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে তাহাকে ব্রাহ্মণের সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

এই কথায় বড়ই দুঃখিত হইলাম। ইহার মূলাংশ ত এই—

"সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতদ্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি"। ছান্দোগ্যোপনিষদ ৪।৪।২

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার এরূপ অর্থ করিয়াছেন—

এবং পৃষ্টা জবালা সাচৈনং পুত্রমুবাচ নাহমেতৎ তব গোত্রং বেদ হে তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি। কস্যাস্ত বৈংশীত্যুক্তাহহহং বহুভর্তৃগৃহে পরিচর্য্যা জাতমতিথ্যভ্যাগতাদি চরন্ত্যহং পরিচারিণী পরিচরন্তীতি পরিচরণশীলৈবাহং পরিচরণ-চিন্তয়া গোত্রাদিস্মরণে মম মনো নাভূৎ। যৌবনে চ তৎকালে ত্বামলভে লব্ধবত্যস্মি। তস্যৈব তে পিতোপরতঃ। অতো হনাথাহং সাহমেতন্ন বেদ যদ্ গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামনামা ত্বমসি স ত্বং সত্যকাম এবাহং জবালোহীত্যাচার্য্যায়ব্রূহীথাঃ। বহ্বভ্যাগমেন পৃষ্ট ইত্যভিপ্রায়ঃ। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় "বহু ভর্তৃগৃহে" শব্দ দেখিয়া বুঝিয়াছেন বহু ভর্ত্তা হইলে স্ত্রীলোকের চরিত্র দোষ না হইয়া যায় না।

তাৎপর্য্য ত এই উপপন্ন হয় —

স্বামিগৃহে অতিথি অভ্যাগতাদি ব্যক্তির বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমি পরিচারিণী অর্থাৎ পরিচর্য্যা-শীলই ছিলাম; ঐ পরিচর্য্যা কার্য্যে ব্যগ্রচিত্ত থাকা বশতঃ গোত্রাদি চিন্তায় আমার মন ছিল না। সে সময়ে আমার যৌবন-কাল, সেই সময়ে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তজ্জন্য আমি অনাথা হইয়া পড়ি। তজ্জন্য আমি জানি না যে তুমি কোন গোত্র। আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। তজ্জন্য আচার্য্যকে কহিও যে তোমার নাম "সত্যকাম জাবাল"।

ইহার আনন্দ গিরির টীকা দেখিলেই আর "বহুভর্ত্তার" স্ত্রী থাকিবেন না যথা

অতিথ্যভ্যাগতাদ্যধিকৃতা পরিচর্য্যাপ্রসঙ্গতঃ বহু চরন্তী ভর্ত্তৃগৃহে ততোঽহমচিন্তিতা তেন পরিচরন্তী সতী পরিচরণচিন্তয়া গোত্রাদীন্নাপৃচ্ছম্। তথা চ তৎস্মরণে মনো মম নাসীদিতি। গোত্রাদি প্রশ্নাভাবে হেতুস্তস্যাস্ত যৌবন ইতি। যদ্যপি তস্যামবস্থায়াং লজ্জয়া গোত্রাদি নাপ্রাক্ষীত্তথাপি কালান্তরে কিমিতি পিতরং ন পৃষ্টবতীত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যৈবেতি। তথাপি কিমিতি অন্যমভিজ্ঞং নাপ্রাক্ষীরিত্যাশঙ্ক্যাহ অত ইতি। প্রথমং লজ্জয়া পিতরং প্রতি ন প্রশ্নঃ। পুনশ্চ তদুপরমাৎ পশ্চাদ্দুঃখবাহুল্যাদন্যং প্রতি প্রশ্ন ইতি দ্বিতে প্রশ্নাভাব-ফলমাহ নোদিতি।

অর্থ। আমি পতিগৃহে অবস্থানকালে অতিথি অভ্যাগতাদি ব্যক্তির বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে এত নিবিষ্টচিত্ত থাকিতাম যে গোত্রাদিবিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই; তখন সে চিন্তায় আমার মন থাকে নাই। গোত্রাদি প্রশ্ন কেন করি নাই; তাহার কারণ যে তৎকালে আমি যুবতী ছিলাম। যদি যুবতী বশতঃ লজ্জায় গোত্রাদি জিজ্ঞাসা না করিয়াছিলেন তাহা হইলে কালান্তরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই কেন? তখন তোমার পিতা পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই কেন? তাহার হেতু দর্শাইতেছেন। প্রথমে লজ্জাবশতঃ তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর অত্যন্ত শোকে অন্যকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তাহা হইলে তুমি কি জান? তাহাই কহিতেছেন, যে আমি জবালা ও তোমার নাম সত্যকাম; তোমার আচার্য্য তোমার জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কহিও যে তোমার নাম "সত্যকাম জাবাল"।

পত্নী পতির বিয়োগে এতাদৃশী মুহ্যমানা হইলে তিনি সুচরিত্রা। পূর্ব্বকালে গৃহস্থের পঞ্চসূনা পাপক্ষালনের জন্য পঞ্চযজ্ঞের বিধি ছিল যথা—

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।

মনুসংহিতায়াং ৩।৬৮

চুল্লী, পেষণী (শীল নোড়া), সম্মার্জ্জনী, উদূখল, মুষল ও জলকলস এই পাঁচটীর নাম সূনা; ইহারা আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা যে জীব হিংসা হয়, গৃহস্থ সেই পাপে লিপ্ত হয়। পঞ্চযজ্ঞ যথা—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্ ৩।৭০

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পাদি দ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃযজ্ঞ।

অন্যত্র—দেবযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞভূতযজ্ঞং তথৈব চ।
মানুষং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥
বৃহৎপরাশরে ১৮ অধ্যায়ে।

অন্যত্র—
দিব্যো হৌমস্তথা পৈত্রো মানুষো ব্রাহ্ম এব চ।
এতে পঞ্চমহাযজ্ঞা ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা॥
বরাহ পুরাণে ৮।৩১।

অন্যত্র তাহাদের মহাদত্রানি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি। শতপথ ব্রাহ্মণে ১১।৪।৩।১

এই পঞ্চযজ্ঞ করা কর্ত্তব্য, না করিলে দোষ।

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥
মনুসংহিতায়াং। ৩। ৭২

পূর্ব্বকালে অতিথি সেবা গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম ছিল; না করিলে প্রত্যবায় ঘটিত যথা—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥
মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্ম্মে। ২৪।৩৩

যাহার বাটী হইতে অতিথি আশা-ভগ্ন হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তিনি গৃহস্থকে তাঁহার পাপ প্রদান করিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া গমন করেন।

মূলে "বহ্বহং চরন্তী" শব্দ আছে; যদি বহু অর্থে বহু পুরুষ বুঝাইত তাহা হইলে "বহ্বহং" পদের পরিবর্ত্তে "বহূন্ অহং" কিম্বা "বহূনহং" শব্দের প্রয়োগ হইত। "বহু" শব্দটি এস্থলে ক্রিয়ার বিশেষণ "বহু চরন্তী" অর্থাৎ "বহু পরিচর্য্যা করা" অর্থ হইবে।

সুতরাং "বহু" শব্দ "ভর্ত্তৃ" শব্দের বিশেষণ নহে। পূজ্যপাদ আনন্দগিরি মহাশয়ের অর্থ ধরিলে অবলা সুচরিত্রা হন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের অর্থে অবলা সুচরিত্রা ছিলেন।

সরলার্থ পরিত্যাগ করিয়া অবান্তর উদ্দেশের বশবর্ত্তিতা আমরা আদর করিতে পারি না। সুধী পাঠকবর্গের নিকট এই বিচারভার প্রদত্ত হইল। গৌড়পন্থা যে কোন উপায়ের বন্ধন আর সরলার্থ এক নহে এ কথা শাস্ত্রী মহাশয়ও বিচার করিবেন।

সমালোচনা।

ঠাকুর হরিদাস। ১ম খণ্ড, পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রণীত। ভিক্ষা দেড়টাকা। কমলাপুর, ঢাকা সদ্ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরমোহন দে প্রকাশিত। এই নামে ১৮৩ পৃষ্ঠায় প্রাকৃত গৌড়ীয় ভাষায় লিখিত ঠাকুর হরিদাসের লীলা কথা সম্বলিত গ্রন্থের অনেক অংশই আমরা পাঠ করিলাম। ইহা সমালোচনোপযোগী ও সকলের সুখপাঠ্য হইয়াছে। আজকালকার পরমার্থবিরোধী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকগণ যে প্রকার বিশ্বজনীন উদার প্রেমধর্ম্মের বিদ্বেষে = প্রায়শ্চিত্ত লইয়া ভক্তিগ্রন্থ লিখিবার প্রয়াস করেন এইখানি তদ্রূপ নহে। সাহিত্যিকের নাম শুনিলে মনে হয় যে শ্রীহরিভজনের বিরোধ উদ্দেশে তাহারা সিদ্ধান্তবিরোধী রসাভাস দোষেই কতিপয় কথাকে হরিজন বলিয়া চালাইতে চাহেন। যাহারা সরলপ্রাণ, সাহিত্যানুরাগে হরিজনের কথা পাঠ করিয়া সুখী হইতে চাহেন তাহাদের এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। স্থানান্তরে এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গবাণী মাসিক পত্রের ১৪ বর্ষের ১০ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইল। এই পত্রিকাখানি নাগরেন্দ্র বিশ্বম্ভরের যেমনোদ্যুত। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমন্তু। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় যে কথাকে ভজন-বিরোধ বলিয়া বিচার দেখাইয়াছেন ইহারা সেই সিদ্ধান্তের সিদ্ধে ভজনপ্রণালী। সুতরাং ভজবিরোধ শঙ্কা করিয়া আমরা এই পত্রিকার আদর করিতে পারিলাম না। সম্পাদক মহাশয় একস্থলে লিখিয়াছেন—গৌরভক্তগণ স্ব স্বভাবানুযায়ী গুরু নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া ভজনানন্দে মত্ত আছেন। এই সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব সাধকের ভজনকথা লইয়া আলোচনা, নিন্দা এবং হিংসা করা বৈষ্ণবের কাজ নহে। কথাটী খুবই সত্য কিন্তু শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্যে যে স্থলে পরস্পর প্রতিকূল তাহা ভাবানুযায়ী গুরুনির্দ্দিষ্ট পন্থা নহে। শাস্ত্র বলেন—

স্বরোদয়াবিসংবাদি কার্য্যাকার্য্যনিরূপণম্।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥
যো বক্তি ন্যায়-বহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় আলোচনাকে অবশ্যই সম্পাদক মহাশয় হিংসা ও নিন্দা বলিয়া গ্রহণ করেন না। এই পত্রিকার অনেকগুলি পাঠ করিয়া আমরা বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছি। পাঠ করিতে করিতে মনে হইল যে, এই সুসাহিত্যিক সম্পাদকের হস্তে শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য, জগতে সুষ্ঠুভাবে বিস্তারিত হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মৃতিপথে উঠিয়া সেই ভাবের ব্যাঘাত করিল। সম্পাদক মহাশয় প্রবীণভক্ত ও আচার্য্য-সন্তান, সুসাহিত্যিক এবং সুবুদ্ধিমান্। আমরা তাঁহার নিকট অনেক আশা করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর তাঁহার নিকট পাইলে কৃতার্থ হইব। ভক্তবাদী ও মায়াবাদীর মধ্যে কি কি বিষয়ে পার্থক্য আছে? ভক্তবাদ ও মায়াবাদ এই দুইয়ের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর কোন্‌টীকে পরিহার করিয়াছিলেন? সকাম শক্তির উপাসক সূত্রে ভোক্তার সহিত কৃষ্ণভোগ্য বৈষ্ণবের পার্থক্য কোথায়? যদি স্বাপ্রয় জাতীয় নারীগণ ভোক্তা নাগরের রসবিলাসের কলাইয়া মুক্তাবস্থায় নিজেন্দ্রিয় তর্পণ-পরাও হন ও শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগর বলেন তাহা হইলে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।' এই কথার সহিত সামঞ্জস্য কোথায় রহিল? শ্রীগৌর ভগবানের কৃষ্ণলীলা, সম্ভোগ-রসময় নাগরেন্দ্র তাঁহার বিষয়। আর তদাশ্রিতাগণ নাগরের আনন্দস্বরূপের সেবার উদ্দেশে বনমালা গলদীড়ায় ব্যস্ত। ভাগীরথীতীরে শ্রীগৌরসুন্দরের স্নানকালে পরস্ত্রীর প্রতি কটাক্ষেক্ষণও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বা উদার্য্যরসের বিপরীতগ্রহ। সুতরাং আমাদের করযোড়ে নিবেদন এই নাগরেন্দ্র গৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলাকে বিপ্রলম্ভরসময় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ গৌরলীলার সহিত অবৈধভাবে সম্মেলন প্রয়াস করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্নশত্রুতা না করাই ভাল। যে কাল পর্য্যন্ত সম্পাদক মহাশয় আমাদের সহিত একত্রে শ্রীগৌর কীর্ত্তন করিতে প্রস্তুত না হন তৎকালাবধি তাঁহার বিচার প্রণালীমতে অজ্ঞানে কাল কবলিত শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার তালিকামত অথবা বর্ত্তমান শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার তালিকামত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় গৌরাঙ্গও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমত বিরোধী পত্রিকাবিশেষে স্থান লাভ করিবেন। শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকা এই শ্রেণীর পত্রিকা নহে বলিয়া তাহা অচিরেই স্বল্প প্রকাশ ভক্তভক্তগণ দেখিতে পাইবেন। গৌড়ীয় পত্র সাধারণ সাময়িক পত্রের ন্যায় প্রকাশিত হইলেও পরমার্থ প্রচারই তাহার একমাত্র কার্য্য।

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

লোকহিতের জন্য এবং অনভিজ্ঞ জনের বিদিতার্থে আমার পত্রগুলি আপনার বিদ্বজ্জনপঠিত পত্রে প্রকাশ করিয়া আনন্দিত করিবেন।

চিত্রবাণী নামক একখানি গ্রাম্য সাপ্তাহিক পত্রের এই পৌষের প্রকাশে কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ ও স্বার্থ-বিজৃম্ভিত ধারণা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। উপাধ্যক্ষ ও শাস্ত্রধর্মনের অভাবে অশিক্ষিত সমাজে এইরূপ বিষয়ে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয় তৎক্ষণাৎ প্রতীকার আবশ্যক। সেই গ্রাম্যবার্ত্তা প্রচারক সম্পাদক লিখিয়াছেন পূর্ব্বে এদেশে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী সম্প্রদায় ভিন্ন ভারতবর্ষে অন্য কোন সন্ন্যাসীসঙ্ঘের প্রভাব ছিল না। শ্রীচৈতন্য দেবও শঙ্কর প্রবর্ত্তিত পুরী সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লীলা ও ভারতী সম্প্রদায়ের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। গিরিপুরী ভারতী সরস্বতী ইত্যাদি নাম শুনিলে দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ইহাই বোধগম্য হইত। এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের প্রবেশাধিকার না থাকায় সন্ন্যাসী যে ব্রাহ্মণ ইহাও বলা যাইত।"

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্ব হইতে এদেশে বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রচার ছিল। শ্রীপাদ শঙ্কর একদণ্ড বিধানে যে সন্ন্যাস বিধান সংবর্দ্ধন করিয়াছেন তদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ড বিধান অনাদিকাল হইতে ভারতে প্রবল ছিল। বেদশাস্ত্র কল্পসূত্রসহ উপনিষৎ সমূহ পুরাণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কখিতিতের ন্যায় এরূপ প্রলাপ দ্বারা বিদ্বৎসকল আপ্লুবিত করেন না। যাঁহারা সন্ন্যাসিগণের সম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন ত্রিদণ্ড বিধানে অনাদিকাল হইতে সন্ন্যাস গ্রহণপন্থা চলিয়া আসিতেছে। কলিকাল প্রবর্ত্তিত হইবার পর দশনাম শঙ্কর সৃষ্টি করেন নাই, পূর্ব্ব হইতেই ত্রিদণ্ডিগণের মধ্যে এই বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসী ছিল ও আছে। ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডিগণ শঙ্করের প্রকটকালের পরও শঙ্কর ব্যতীত সম্প্রদায়ে বৈদিক দশনাম পরিগৃহীত হইয়াছে। তবে অনভিজ্ঞজনগণ শঙ্করের সহিত যে নামের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণন করেন তাহা তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত। ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাম্প্রদায়িক-ঐতিহ্য হইতে দেখান যাইতে পারে যে গ্রাম্যবার্ত্তাবহ সংবাদপত্র সম্পাদক গুরুপ্রসাদের কথায় হয়ত ওস্তাদ এবং অন্য কথা না জানায় এই বিষয়ে পতিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহার উক্তি পুরী সম্প্রদায় হইতে শ্রীমন্মধ্বপ্রভু দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেই পুরী সম্প্রদায় শঙ্কর প্রবর্ত্তিত। এইরূপ শ্রেণীর ভ্রান্তি, আমাদের কথাপ্রসঙ্গে অনেক সময়ে ভগবৎ-পার্ষদবর্য্য সম্বন্ধে একবার যাঁরা কাটাকাটোগোসে কাটাগাগোবোরে প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবৎ-পার্ষদবর্য্য শ্রীআনন্দ তীর্থের সহিত মাধব মাধবকে একই ব্যক্তি মনে করিয়া সুদূর পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান ও শাস্ত্রানভিজ্ঞতা তত্ত্ব তাহার এই ভ্রম ক্ষম্যতা কিন্তু ভাবতে বসিয়া এই সম্পাদকের এতাদৃশ অনভিজ্ঞতা কখনই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। শ্রীঈশ্বর পুরী শ্রীআনন্দ তীর্থ হইতে বিষ্ণু পারম্পর্যক্রমে সপ্তদশ অবস্তন এ কথা গৌড়দেশে একখানি বাংলা কাগজের সম্পাদকের আসন গ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয়বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও তাঁহার জানা নাই ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। নিতান্ত অশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রেইতো ও এ সকল কথার সত্য জানেন। সন্ন্যাস গ্রহণ কার্য্যটী যিনি গ্রহণ করেন তাঁহার। কেহ কাহাকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করাইতে পারে না। ঐরূপ গ্রহণ করাইলে তাহা যাত্রার দলের সজ্জা মাত্র হইয়া যায়। তবে সন্ন্যাস গ্রহণের যে বিধি আছে তাহাতে পারম্পর্য্য বা শ্রৌত-পন্থার অমর্য্যাদা নাই।

তৃতীয়তঃ সন্ন্যাস গ্রহণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণাভিমানীর নাই ইহার শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। যাঁহারা শঙ্কর সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে গৌড়পন্থা ব্যতীত দৈব সাবিত্র্য সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ বর্ণনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সন্ন্যাস বিধির মর্য্যাদা চিরদিন সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীশঙ্কর, ব্যতীত অন্য শুদ্ধ দাশত্ব সম্প্রদায়েও অনাদিকাল হইতে ভারত বর্ষে ব্রাহ্মণেতর কুলজাত ব্রাহ্মণকে যথাবিধি সংস্কারাদি প্রদত্ত হইত। শূদ্রের কোনদিন কোন সংস্কার নাই।

তাঁহারা সংস্কার বর্জ্জিত দ্বিজ হইবার অযোগ্য তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণ নহেন তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিষ্কর্ষে যে বৈদিক প্রথা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধারে ও ঐতিহ্য প্রনয়ণ করিবেন। কর্ম্মপন্থা প্রমত্ত কেশাম্বুগণ জ্ঞানপথ ও উপাসনা পথের পথিক-ব্রহ্মকুলাঙ্গার এবং নিজ নিজ বেদশাখা ও কল্পসূত্র হইতে বিচ্যুত এ কথা পর্য্যন্ত উক্ত সম্পাদক তলাইয়া বুঝেন না। আমরা বলি তিনি নিরন্তর শ্রীগৌড়ীয় মঠে তাঁহার বন্ধু শ্রীযোগেশ বাবুর ন্যায় যাতায়াত মাত্র না করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন মানসে বেশিকের সঙ্গ করুন। তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমপূর্ণ লেখনী সমাজবিদ্রোহে নিযুক্ত হইবে না। অন্ত এই পর্য্যন্ত। উক্ত সম্পাদক মহাশয় অনেকগুলি কথার একত্রে অবতারণা করিয়া পাঠকগণকে বিপন্ন করিয়াছেন আমরা সেরূপ করিতেছি না। এরূপ বালখেলা পরিহার করিয়া তিনি সত্যানুসন্ধানে যত্নবান্ হউন্। তাহা হইলে তাঁহার অনধিকার চর্চ্চারূপ কলুষে নিন্দিত হইতে হইবে না।

শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী।

ভারতীয়।

নৃশংসতার চূড়ান্ত :—গত ২২শে ডিসেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় পৈলা স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীধর গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ঘরে ঘুমাইতেছিলেন, তখন ২জন যুবক তাঁহার দরজায় আঘাত করিতে থাকে শ্রীধর বাবু দরজা খুলিতেই দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নাইট্রিক এসিডে পরিপূর্ণ পিচকারী ছাড়ে। শ্রীধরবাবু তাহার মাথায় এসিড লাগিবামাত্র "বাবারে মলামরে" চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়েন। তাঁহার স্ত্রী চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া দরজা চাপিয়া ধরেন। দুর্ব্বৃত্তেরা তখন দরজা ঠেলাঠেলি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবেশীরা চীৎকার শুনিতে পাইয়া অগ্রসর হইলে তাহারা দ্রুত পালাইয়া যায়। তাহাদের মুখে কাপড় থাকায় শ্রীধরবাবু তাহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই উহারা মুখের আবরণ বিকৃত করিয়াছিল সুতরাং কণ্ঠস্বরেও তাহাদিগকে চেনা যায় নাই।

মিঃ শাস্ত্রী :—মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্য বৈঠক সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তিনি বলেন যে, কেনিয়া চলিয়া গেলে ভারতবর্ষের পক্ষে সমস্তই চলিয়া যাইবে। কেনিয়া ব্যাপারে ভারতের আর্থিক স্বার্থ বেশী না থাকিলেও উহাতে ভারতের সম্মানের কথা নিহিত রহিয়াছে।

রাজদ্রোহিক আতঙ্ক :—সংবাদ কলিকাতায় মণিকতলা অঞ্চলে নলিনী গুপ্ত নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবককে রাজদ্রোহিক প্রচারের জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। খবর পাওয়া গিয়াছে যে এই সম্পর্কে আরও অনেকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ :—"সার্ভেণ্ট" পত্রে মহিমচন্দ্র বলাক একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ত্রিপুরার কয়েকজন অর্দ্ধশিক্ষিত মৌলবী স্থানীয় অশিক্ষিত মুসলমান-দিগের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অন্যায় ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। ফলে ঐ স্থানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাবনা জেলার চাটমোহর গ্রামেও নাকি মুসলমানগণ ধর্ম্মান্তরের জন্য উত্তেজিত হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার-অনাচার করিতেছে। কোন কোন স্থলে রক্তারক্তি ও লুটপাট পর্য্যন্ত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় শিখলীগের তার :—অমৃতসরের ২৪শে তারিখের খবরে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় শিখ-লীগ্ ব্যারাকপুর হিন্দু-বেবালয় ভাংগ ব্যাপারে খালী বিধানসভাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় শিখ-লীগের নিকট তার করিয়াছে।

মাদুরার আবগারী :—সম্প্রতি মাদুরা মিউনিসিপ্যালিটী এক নূতন আইন জারী করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর সীমানার মধ্যে গাঁজা, মদ, আফিম, তাড়ি প্রভৃতি কোন মাদক-দ্রব্যের দোকান থাকিতে পারিবেনা। এই সব জিনিসের দোকান সকাল বেলা ৯টার সময় খুলিয়া বিকালে ৫টার সময় বন্ধ করিতে হইবে। কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য সময়ের মধ্যে আনিলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বৎসর একটী করিয়া আবগারীর দোকান তুলিয়া দিতে হইবে। অতি উচ্চ আদর্শ।

ভোটাভুটীর জের :—উত্তর কলিকাতা অ-মুসলমান সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত বাঙ্গলা ব্যবস্থাপক সভার মিঃ যতীন্দ্রনাথ বসুর নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার শশিভূষণ সেন গুপ্ত এক দরখাস্ত আদালতে করিয়াছেন।

বড়বাজার খুনের জের :—বড়বাজারের পানওয়ালা রমানাথকে খুন করার সম্পর্কে পুলিশ বাবুলাল কায়স্থ এবং বিশ্বনাথ নামক আরো দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বাঙ্গালার মন্ত্রী :—আমাদের গত সপ্তাহের সংবাদ লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও মৌলবী ফজলল হক্ মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আর একটী পদ এখন খালি আছে।

হিন্দু মুসলমান চুক্তি :—বাঙ্গালার স্বরাজদল এরূপ চুক্তিপত্র স্থির করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে, কেননা তাহাতে গো-বধ প্রতিবার প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধী অধিকার নষ্ট করা হয়।

বারাকপুরে সত্যাগ্রহ :—এখনও বারাকপুরের মন্দির-ভাঙ্গা সম্বন্ধে কোন মীমাংসা না হওয়ায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক স্বেচ্ছাসেবক প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা মন্দির ভাঙ্গিতে দিবেন না। ২০হাজার কুলী ধর্ম্মঘট করিয়াছে। সত্যাগ্রহীদের জন্য অনেক আশ্রয় সংগৃহীত হইয়াছে। যে লোকটী অংশিক মন্দির ভাঙ্গিয়াছে, তাহার পুত্র মারা গিয়াছে।

বৈদেশিক।

মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড :—মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড নির্ব্বাচনের পর গত ২৩শে তারিখে এডিনবরায় প্রথম বক্তৃতা দেন। নির্ব্বাচনে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তিনি হাউস্ অব্ কমন্সের প্রধান প্রধান দলের অবস্থা বিষয়ে বলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে যদি তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হয় তবে তিনি উহা গ্রহণ করিবেন।

জর্ম্মাণীর অবস্থা :—বার্লিনের ২৪ ডিসেম্বরের সংবাদ যে মার্কের স্থিতিকল্প ও রেন্টেমার্কের প্রচলন হওয়াতে জার্ম্মাণীর অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে।

ব্রিটেনের সুবৃহৎ ডুবো জাহাজ :—সম্প্রতি ইংলণ্ডের ১১নং অতিকায় ডুবো জাহাজ সমুদ্রে ৩৮ ঘণ্টাকাল গোপনে চলাফেরা করিয়া চাথামে পৌঁছিয়াছে। ডুবো জাহাজ ঘণ্টায় ৩২ নট্ হিসাবে চলিয়াছিল। ইহা পূর্ণ-গতিসম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া দেখাইয়াছে যে এতদিন গতি হিসাবে ডুবো জাহাজের যে অসুবিধা ছিল তাহা আর বর্ত্তমান সময়ে থাকিবে না। এই ডুবো জাহাজের ভিতরকার গঠন প্রণালী ও খুটিনাটি ব্যাপার জানা যায় নাই। তবে ইহার ভিতর একটী খাস দ্রব্যের সন্ধান আছে, উহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে ডুবো জাহাজখানা কত প্রকাণ্ড।

পারস্যে স্বদেশী আন্দোলন :—পারস্য মজলিশ সম্প্রতি একটী আইন করিয়াছেন যে, রাজ্যের সিভিল এবং মিলিটারী সকল প্রকার কর্ম্মচারীকেই আফিসের সময়ে পারস্যে উৎপন্ন বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে। মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য পিয়ন পর্য্যন্ত সকলকেই ইহা মানিতে হইবে। যে কোন কর্ম্মচারী এই আইন অমান্য করিবে তাহার মাহিয়ানা হইতে অর্থদণ্ড করিয়া লওয়া হইবে।

ইঙ্গ-আফগান বিরোধ :—প্যারিসের ২৩শে ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ ফরাসী সংবাদপত্র 'টেম্পস্' ইঙ্গ-আফগান বিরোধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে আফগানিস্থানের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। ফরাসীর আফগানিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা যেমন কর্ত্তব্য আফগানিস্থাননিবাসী ফরাসীদিগের জানপ্রাণ যাহাতে বিমানপোত হইতে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি দ্বারা ধ্বংস না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও তেমনি উচিত। ফরাসী সেই জন্য লণ্ডন হইতে সঠিক খবর জানিতে চাহিয়াছেন। উহা হইতে জানা যাইতেছে যে ইংলণ্ড আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার কোন উদ্দেশ্য গোপন করিতেছে না। এই ব্যাপারে যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মূলে কোন ভিত্তি নাই।

আফগানিস্থানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে ইহা রুশিয়ারও ইচ্ছা, কারণ উহার সহিত রুশিয়ার স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। লর্ড কার্জ্জন এসিয়া ব্যাপারে অন্তরায় হইয়া যে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, পরভ্যালের পুত্রে কাবুলের উপর যে প্রতিশোধ লইবেন, ইহা রুশিয়া কিছুতেই হইতে দিবে না।

পারস্যে ব্রিটিশ চরপত্রের প্রতিবাদ :—তেহারানের ২৪শে ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ যে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানকে যে চরপত্র দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য অদ্য মসজিদ্ শার নিকট এক বিশাল জনতা সমবেত হইয়া তুরস্ক ও আফগান দূতাবাসের দিকে যাইতে উদ্যত হয়। আফগানদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য হাট বাজার বন্ধ ছিল।

মানুষের পরমায়ু—ডাঃ ডাবলিন চিকাগোর "মেট্রপলিটান্ লেবর" নামক পত্রিকায় সম্প্রতি বিভিন্ন জাতির মধ্যবর্ত্তী পরমায়ু সম্বন্ধে এক তালিকা বাহির করিয়াছেন। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের আয়ুষ্কালের তুলনা করা হইয়াছে।

দেশের নাম	বৎসর	পুরুষ	স্ত্রী
নিউজিল্যাণ্ড	১৯০৬-১০	৫৯'১৭	৬১'৭৬
অষ্ট্রেলিয়া	১৯০১-১০	৫৪'২০	৫৮'৮৪
ডেনমার্ক	১৯০৬-১০	৫৪'৯০	৫৭'৯০
নরওয়ে	১৯০১-১০	৫৫'৮৪	৫৭'৭২
সুইডেন	১৯০১-১০	৫৪'৫৩	৫৬'৯৮
কানাডা	১৯০০-০৯	৫১'০০	৫৩'৪০
আমেরিকা যুঃ প্রঃ	১৯০১-১০	৪৮'৩২	৫২'৫৪
সুইজারল্যাণ্ড	১৯০১-১০	৫৯'২৫	৬২'১৬
ইংলণ্ড	১৯০১-১০	৫৮'৫৩	৫২'০৮
ফ্রান্স	১৮৯৮-১৯০৩	৪৫'৭৪	৪৯'১৩
জার্ম্মাণি	১৯০১-১০	৪৪'৮২	৪৮'৩৩
ইটালী	১৯০১-১০	৪৪'২৪	৪৪'৮৩
জাপান	১৮৯৩-১৯০৩	৪৩'৯৭	৪৪'৮৫
ভারতবর্ষ	১৯০১-১০	২২'৫৯	২৩'৩১

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে পৌষ ১৩৩০, ১২ই জানুয়ারী ১৯২৪ { ১১শ সংখ্যা

জবালা-সম্যালোচনা।

ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থপ্রপাঠক

চতুর্থ খণ্ডে জবালা-তনয় সত্যকাম ও ঋষিবর গৌতমের আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। মূলশ্রুতিটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াং চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোঽহমস্মীতি।

২। সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি।"

শ্রুতির সরল অনুবাদ এই—জবালাতনয় সত্যকাম তাহার মাতা জবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে "আমি ব্রহ্মচর্য্য বা বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি, আমার গোত্র কি তাহা বলুন।"

সেই মাতা পুত্র সত্যকামকে বলিলেন বাবা, তোমার গোত্র কি তাহা আমি জানিনা। আমি পরিচারিণী যৌবনে বহুলোকের পরিচর্য্যা করিতে করিতে যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছি। সুতরাং তোমার গোত্র কি তাহা জানিনা। এইমাত্র জানি আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। তুমি বলিও "আমার নাম সত্যকাম আমি জবালার পুত্র।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে টীকায় লিখিয়াছেন। "ইতরেষু হি পিতাশব্দতঃ' অর্থাৎ যৌবনকালে তোমার পিতার লক্ষলোকপ্রাপ্তি হয় ইহা মূল শ্রুতিতে নাই। সত্যকামের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, কি তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথাও চলিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি কোন কথাই মূলাংশে পাওয়া যায় না। ভাষ্যকার বা ভাষ্যটীকাকারের সহিত জবালার সাক্ষাৎকারের কথা জানিতে পারা যায় না। তাঁহারা কিছু দেবকল্প নহেন সুতরাং ইহা টীকাকারের কল্পনা মাত্র। শ্রুতিমন্ত্র স্বতঃই প্রমাণ দিতেছেন। শ্রুতির সরল ও সহজ অর্থ থাকিতে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লওয়ার কোনই আবশ্যক শাস্ত্রকার যে অর্থটী

সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন লক্ষণ ও লক্ষণাতে শাস্ত্র তাৎপর্য্য প্রকাশ চেষ্টার পরিভাষিক নাম অভিধাবৃত্তি। এবং শাব্দার্থকে কষ্টকল্পনা সাহায্যে প্রকাশচেষ্টাকে লক্ষণাবৃত্তি বলে। লক্ষণশক্তিপ্রকাশিকা বলেন—

"তত্তৎস্বার্থোজ্ঝিতস্বার্থা নিরূঢ়াধুনিকাদিকাঃ।
লক্ষণা বিবিধাস্তাস্তি কষ্টকল্পনয়েষ্যতে॥"

তত্তৎ স্বার্থা অর্থাৎ স্বার্থা নিরূঢ়া ও আধুনিকা প্রভৃতি যতপ্রকার লক্ষণাই থাকুক্ না কেন কোনপ্রকার লক্ষণাই বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব নির্ণয়ে কার্য্যকরী হয় না বরং উহারা তাহাতে নিযুক্ত হইলে প্রমাদ বা অনবধান জন্মাইয়া দেয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন যে অনির্দ্দেশ্যতত্ত্বে অভিধাবৃত্তি কার্য্য করেনা অতএব লক্ষণাদ্বারা যেরূপে নির্ণয় করা উচিত। কিন্তু যাঁহারা আত্মোপায় স্বীকার করেন তাঁহারা আচার্য্যের এই বাক্যে যুক্তিমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। যেহেতু লক্ষণা দ্বারা এক এক ব্যক্তি তাহার বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভাবলে এক এক প্রকার অর্থ করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় স্বতঃ প্রমাণশিরোমণি শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করার যথেষ্ট অসুবিধা হইয়া পড়ে। তাই শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ মধ্বপাদ আচার্য্য শঙ্করের আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন :—

নাঙ্গীকৃতাভিধা যত্র লক্ষণা তত্র নো ভবেৎ।
নাস্তিগ্রামঃ কুতঃ সীমানপুত্রো জনকং বিনা॥

অর্থাৎ শব্দশক্তি বিচারে ইহাই নির্ণীত আছে যে যে স্থলে অভিধা স্বীকৃত হয় না সেখানে লক্ষণার স্থান নাই। যেখানে গ্রাম নাই সেখানে সীমার তর্কের সার্থকতা কোথায়; জনক ব্যতীত পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা কিরূপে হয়? অনির্ব্বচনীয় বস্তুতে যাহার অভিধা দ্বারা শব্দ কার্য্য করে না, তখন অভিধার সহায় স্বরূপ লক্ষণা কি করিবে?

সুতরাং লক্ষণাবৃত্তি ত্যাগ করতঃ আপ্তবাক্যের অভিধাশক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয় করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ছান্দোগ্যের ৪।৪।২ সংখ্যক শ্রুতি লিখিত বচনের চরমা পরিচারিণী যৌবনে স্বামিগৃহে সাহচর্য্যের বেদ বাক্যের শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের টীকা অনুসারে "অহং বহুতণ্ডুগৃহে পরিচর্য্যা ভাস্মাতিথ্যাদিভাজনতাদি চরমাহং পরিচারিণী পরিচরণশীলৈবাহং পরিচরণ চিন্তনতা গোত্রাদি স্মরণে মনো নাভবৎ" যৌবনে চ তৎকালে তাদৃশত্বে লক্ষ। অর্থাৎ স্বামিগৃহে অতিথি অভ্যাগতাদি বহুবিধ কার্য্য বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমি পরিচারিণী অর্থাৎ পরিচর্য্যাপরাই ছিলাম; ঐ পরিচর্য্যা কার্য্যে ব্যগ্রচিত্ত থাকা বশতঃ গোত্রাদি চিন্তায় আমার মন ছিল না। সে সময় আমার যৌবনকাল; সে সময়ে তোমাকে লাভ করিয়াছি। (শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদ)

আমার আনন্দগিরির টীকায় আরও কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। টীকা না দিয়া কেবল শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদই দেওয়া যাইতেছে। "আমি পতিগৃহে অবস্থান কালে অতিথি অভ্যাগতাদি বহুবিধ কার্য্য পরিচর্য্যা করিতে করিতে এত নিবিষ্টচিত্ত থাকিতাম যে গোত্রাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই। গোত্রাদি প্রশ্ন কেন করি নাই; তাহার কারণ যে তৎকালে আমি যুবতী ছিলাম। যুবতী বলতঃ লজ্জায় গোত্রাদি জিজ্ঞাসা না করিয়াছিলেন তাহা হইলে কালান্তরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই কেন? তখন তোমার পিতা পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। তাহা অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই কেন? তাহার হেতু বর্ণাইতেছেন। প্রথমে লজ্জাবশতঃ তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর অত্যন্ত শোকে অন্যকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।"

টীকাকার আনন্দগিরি কল্পনা সাহায্যে খুব পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিয়াছেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আনন্দগিরির মতে জবালা বিবাহের পর স্বামীর গোত্রে গোত্রান্তরিত হইয়াও এবং অষ্টম বর্ষীয় বালকের মাতা হইয়াও এমন একটী অবসর খুঁজিয়া পাইলেন না যখন স্বামীর গোত্র জিজ্ঞাসা করিয়া নিতে পারেন। কিন্তু বিবাহকালে বিবাহের মন্ত্রপাঠের সময়ে তো জবালার আর বহু অতিথির সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হয় নাই কিংবা সেই সময় ত আর শাস্ত্রীয় বিধানমত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বা মন্ত্র শ্রবণ করিতে আনন্দগিরির যুক্তি অনুসারে লজ্জা-

পিলা হইয়া মুখবন্ধ বা কর্ণবেদিত করিয়া থাকিতে হইয়াছিল না যে তিনি পতির আদেশ অনুসারে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ সময়েও ওঁ অমুকদি অমুকং পতিকুলে কুরুষ্ব। শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণোঽহ অমুকী অস্মি।" অর্থাৎ হে ভদ্রে! তুমি অমুক হও। আমি যেন পতিকুলে অমুক হইয়া থাকি। আমি অমুক দেবশর্ম্মার পত্নী, আমার নাম অমুক" এবং "অমুক গোত্রো শ্রীঅমুকাভিধানো অহং ভোঃভিবাদয়ে"। অর্থাৎ অমুক গোত্রে (এস্থলে পতির গোত্রে বধূ নিজ পরিচয় দিবেন) অমুক নাম্নী আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চারণ সময়েও কি জবালার পতির গোত্র জানিবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। কন্যা সম্প্রদান সময়েও কন্যাকর্ত্তা বরের এবং বরের পিতা পিতামহ প্রভৃতির গোত্রপ্রবরাদি উচ্চারণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। টীকাকারগণ কি কল্পনা বলে বলিবেন জবালা সেই সময় বধির ছিলেন? অথবা স্ত্রীজাতি বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণে মনোনিবেশ করেন নাই বা মন্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন নাই। আজকালকার পুরোহিত বা স্ত্রীলোকের মত বৈদিক যুগেতো কেহই এরূপ মূর্খ ছিল না। স্ত্রীলোকেও মাতৃভাষার মত উচ্চারণ করিতে পারিতেন এবং মন্ত্রার্থ বুঝিতেন। দ্বিতীয়তঃ টীকাকারগণের কথা অনুসারে জবালা অতি ধর্ম্মশীলা ছিলেন। কারণ তিনি বহু অতিথি অভ্যাগতগণকে সাদরে পরিচর্য্যা করিয়া গৃহস্থের ধর্ম্মপালন করিতেন। কিন্তু যিনি এইরূপ ধর্ম্মশীলা তিনি কি নিজের পতির নাম বা গোত্রটীও জানিতেন না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! ধর্ম্মকার্য্য, ব্রতনিয়মাদিতে দিতে গোত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন জবালার ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চতুর্বিধ ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ হয় নাই অতএব গোত্রনির্দ্দেশক মন্ত্রোচ্চারণেরও কোন দরকার হয় নাই। কিন্তু যদি জবালার গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ এই চতুর্বিধ নিন্দিতবিবাহ হইয়া থাকে তাহা হইলে ত জবালাকে বর্ণভ্রষ্ট হইতে হয়। কারণ——

"প্রশস্তাংশ্চতুর পূর্ব্বান্ ব্রাহ্মণস্যাবধারয়
ষড়ানুপূর্ব্বান্ ক্ষত্রস্য বিদ্ধি ধর্ম্মানবিনিন্দিতান্॥
রাজ্ঞস্তু রাক্ষসোপযেমো বিট্‌শূদ্রেষ্বাসুরঃ স্মৃতঃ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন॥" মহাভারতে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চারিটী (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য) বিবাহ অনুদ্বেগিত বলিয়া অবধারণ কর। ঐ চারিটী এবং আসুর ও গান্ধর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। ক্ষত্রিয় রাক্ষস বিবাহ করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের আসুর বিবাহ। কিন্তু পৈশাচও আসুর বিবাহ করা কখনও কর্ত্তব্য নয়।

জবালার পুত্র হইয়াছিল। সুতরাং গর্ভাধান ক্রিয়া নিশ্চয়ই হইয়াছিল। কিন্তু গর্ভাধান ক্রিয়ার সময়ও গোত্রাদি নির্দ্দেশক মন্ত্রপাঠের আবশ্যক হইয়া থাকে। তখনও জবালা গোত্র জানিয়া লইবার সুযোগ পান নাই। এমন কি তিনি স্বামীর নাম বা বংশের কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামও জানিবার অবসর পাইলেন না? আনন্দগিরি বলেন যে জবালার পতিবিয়োগ হইয়াছিল সুতরাং শোকে মুহ্যমানা হইয়া জবালা অপর কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেও স্বামীর গোত্র জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু জবালা কি স্বামীর গোত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিয়াই শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়াছিলেন?

অথবা অতিথি সেবায় নিযুক্ত থাকা নিবন্ধন স্বামীর শ্রাদ্ধকৃত্য করিবারও সময় পান নাই! নানাপ্রকার কষ্ট কল্পনা প্রয়োগে জবালাকে সতী সাধ্বী সাব্যস্ত করিয়া গৌতমগোত্রসমর্থনের চেষ্টা করিলে স্বতঃপ্রমাণ বেদের অমান্যই করা হইবে। অথবা বেদকে স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ বেদের বিরুদ্ধবাদী হইতে হইবে।

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ী নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

শ্রীচরিতামৃতে সার্ব্বভৌম প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু বাক্য।

গৌড়পূর্ণানন্দ মধ্বপাদ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ভাষ্যে নাম সংহিতা বচন উদ্ধার পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে তত্ত্ব বা লক্ষণই একমাত্র সত্যকামের বর্ণনির্দ্দেশের কারণ। যথা

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণম্।
গৌতমদিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"

ইতি নামসংহিতায়াং॥

অর্থাৎ সাবসংহিতায় লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ সরলতা ও সত্যে সাক্ষাৎ দৃষ্টিহয় গৌত্র হইয়া থাকিবেই সত্যকামকে উপনয়ন করিয়া সংস্কার বিধেয়তন করিলেন।

তিনি গোতম ভারদ্বাজ বলিয়াছেন—নাহমেতদ্ বেদ তো ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মীতি সত্যকামস্য পুত্রত্বাভাব-নির্দ্ধারণে হারিদ্রুমত নামক এতদ্ সত্যবচনং বিরুদ্ধমিতি তৎসমীপে প্রস্তুতবন্ত। অর্থাৎ আমার গোত্র কি তাহা আমি জানি না'—এইরূপ সত্যবচন দ্বারা ব্রাহ্মণেরই এক-মাত্র সত্যনিষ্ঠতা বা সরলতা গুণ সম্ভব, ক্ষত্রিয়ত্বে সম্ভব নহে' হারিদ্রুমত গৌতম উহা স্থির করিয়া সত্যকামকে সংস্কার প্রদান করিলেন।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও তাহা লিখিয়াছেন—নাহমেত-দ্বেদ তো ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মীতি সত্যবচনং। তাবতাপি সত্যস্য-ভাবে নির্দ্ধারিতে সতি নৈষ্ঠিকত্বাভাবো বিরুদ্ধমিতি মত্বিং গৌণমাত্রত্ব যোগাদেবেতি ন সত্যাদপি ইতি গৌতমস্ত তদেবাস্য সংস্কারাদৌ প্রস্তুতবন্ত"

'হে আর্য্য, আমার গোত্র কি তাহা আমি জানি না' জাবালের এই সত্যবচন দ্বারা পুত্রত্বের অভাব নির্দ্ধারিত হইলে ক্ষত্রিয়ত্বে কখনও এইরূপ সত্যকথা বলিতে পারে না, অতএব হে সৌম্য তুমি ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিব ইত্যাদি বাক্যে গুরু গৌতম জাবালের সংস্কারাদিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

অতএব এখানে সত্যবচন বা আর্জ্জবরূপ লক্ষণই ব্রাহ্মণত্ব নির্ণয়ের একমাত্র কারণ।

সত্যকাম মাতাকে গোত্র জিজ্ঞাসা করাতে জবালা এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন "জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো ভবসি ত্বং বদসি সা সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি" অর্থাৎ আমার নাম জবালা আর তোমার নাম সত্যকাম। যদি তোমার আচার্য্যদের তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন তবে তুমি বলিও "জবালার পুত্র, আমার নাম সত্যকাম"। এখানে জবালা সত্যকামকে কেবল নিজের (জননীর) নামোল্লেখ করিয়া পরিচয় দিতে বলিলেন। কিন্তু জবালা গোত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও যেমন নিজের নাম উল্লেখ করিয়া বালককে পরিচয় প্রদান করিতে বলিলেন তদ্রূপ স্বামীর নাম উল্লেখ করিয়া তুমি অমুক পিতার পুত্র, তোমার নাম অমুক এইরূপ বলিতে পারিতেন। যদি টীকাকার বা শাস্ত্রী মহাশয় বলেন স্বামীর নাম উল্লেখ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনই ভাল হইলে কন্যা বিবাহের সময় কি করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিয়া থাকেন "শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণোঽমুকী অহং ইত্যাদি" অর্থাৎ আমি অমুক দেবশর্ম্মার পত্নী, আমার নাম অমুক। অপরা জবালা নিজ পুত্রকে পিতামহ, প্রপিতামহ বা বংশের কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিবার কথা বলিতে পারিতেন। যে সকল গৃহস্থ অতিথি অভ্যাগতাদির পরিচর্য্যারূপ ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের জন্য গোত্র বা প্রবরাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ থাকেন। ধর্ম্মকার্য্য মাত্রেই গোত্র উল্লেখের ব্যবস্থা আছে। প্রবর শব্দের অর্থ মেধাতিথি বলেন- "তদ্গোত্রাঃ প্রসূতাঃ প্রবরাঃ ইতি তৎসূত্র-পৌত্রাঃ অগ্নেরিত্যাদিভিস্তৎপ্রবরোক্তাঃ প্রধানা নামানঃ" অর্থাৎ গোত্রকারের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি, যাঁহারা তপস্যা, বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাঁহারাই প্রবর বলিয়া পরিচিত।" যেমন সাবর্ণ গোত্রের প্রবর ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নবান। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য, কাশ্যপ গোত্রের প্রবর কাশ্যপ, আপ্সার ও নৈধ্রুব ইত্যাদি। স্ত্রীলোকগণও মৃত্যু পর্য্যন্ত যে কোনও ব্রতাদি বা সদনুষ্ঠানে নিজ নিজ গোত্র ও প্রবরাদির উল্লেখ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মচারিণী পতিপরায়ণা স্ত্রীগণ স্বামী প্রমুখাৎ স্বামিবংশের শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষগণের নাম শ্রবণ করিতে পাইয়া থাকেন। কিন্তু জানয়িত্রির মতে দেখা যায় যে জবালা গোত্র জানিয়া নেওয়ার কোনও একটী সুযোগই পাইলেন না। এই জন্যই তিনি পুত্র সত্যকামকে মাতার নামে পরিচয় প্রদান করিতে বলিলেন। কিন্তু সাধারণ ও সরল ভাষায় এবং সমাজজ্ঞানে উহাই বুঝা যায় যেখানে সন্তানকে জননী পিতার নামে পরিচয় দিতে না বলিয়া অথবা স্বামীর নাম বা গোত্র না জানিয়া মাতার নামে পরিচয় প্রদান করিতে বলেন সেই স্থানে

স্ত্রীলোকের আকুলতা স্বভাবতই লক্ষের উপস্থিত হইয়া থাকে। আলঙ্কারিক বা শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাকরণানুসারে যদি অবলা ব্রাহ্মণ বিদায়ই হন তা হইলে বৈদিকদলো ব্রাহ্মণের পত্নীর দোষ না জানা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। সুতরাং সত্যকাম যখন হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন "নাহমেতদ্বেদ তো কদ্গোত্রোঽহমস্মীতি যদ্গোত্রো নামহমস্মি সত্যকামো জাবালো নাম মাতাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি" এই শ্রুতির সরল অনুবাদ এই—সত্যকাম বলিলেন 'আমি জানি না আমার কি গোত্র। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি আমাকে বলিলেন আমি পরিচারিণীরূপে বহু যৌবন পরিচর্য্যা করিতে করিতে যৌবনে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এইরূপ যে আমি তোমার কি গোত্র তাহা জানি না। এরূপ কথা শ্রবণে যে কোনও ব্যক্তির মুখপাত বালকের মাতার স্বভাব দোষ ও বালকের সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা গুণের কথা হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি গুণগ্রাহী প্রকৃত আচার্য্য হন তাহা হইলে তিনি বালকের গোত্র না জানিয়া, মাতার স্বামীর গোত্র বিষয় অনভিজ্ঞতা, যৌবনে বহুলোকের পরিচর্য্যা, বালককে নিজ নামে পরিচয় দিবার জন্য উপদেশ ইত্যাদি শ্রবণে মাতার স্বভাবে সন্দিহান হইয়াও একমাত্র বালকের সত্যনিষ্ঠা ও সরলতারূপ ব্রাহ্মণের গুণদর্শনেই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হারিদ্রুমত গৌতমও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়পন্থা সমর্থন করিবার জন্য যে সকল টীকার সাহায্য লইয়াছেন তাহাতে শ্রুতির সহজ ও সরল অর্থকে বিকৃত করা হয়। সাধারণ জ্ঞান ও উপযুক্ত যুক্তিও তাহা সমর্থন করে না। "যথাসনবিধি" ইত্যাদি প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তৎ-গত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম স্থাপনই শ্রুতি ও স্মৃতির অভিমত ইহাই প্রকাশ করা। সুতরাং ইহাতে সরলার্থ পরিত্যাগ করিয়া অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তিতা হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ই বরং অবিরোধবাদী কষ্টকল্পনাকারী টীকাকারগণের আশ্রয় লইয়া শ্রুতির সহজ ও সরল অর্থকে বিকৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব আমরা বিনীতভাবে শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি তিনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ মঠ হইতে পাঠের ভাষ্য হইতে সারসংহিতা বচনটী পুনরায় আলোচনা করুন—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রেঽনার্জ্জবলক্ষণং
যৌতমদ্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"

কে আমি ?

(পূর্ব্বপ্রবৃত্তির ক্রম)

জীবের বাক্যসংখ্যা নশ্বর। প্রায় অধিকাংশ প্রাণীই অহঙ্কারশক্তি কর্ত্তৃক বিমুগ্ধিত হইয়া এই নশ্বর দেহে আত্মবোধ করিতে সাধ হন এবং তজ্জন্য মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া থাকেন। দেহের তুপ্তিবিধানকারী ব্যক্তিসকলকে সুহৃৎসংজ্ঞিতে ধারণা করিবার জন্য ও সৌহৃদ্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিভিন্নপ্রকার জাতি ও সম্বন্ধ স্থাপনার্থে যেরূপ প্রবৃত্তির আবশ্যক তাহাও উক্ত দেহাভিমান বশতঃ প্রস্ফুটিত হয়। যেহেতু বাহ্যবিষয় ভূমণ্ডলের পরিপোষক, তন্নিমিত্ত দেহাভিমানী মানবমুগ্ধ তাহাতে আসক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। নিজের ও আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণার্থে বাহ্যবিষয় সংগ্রহে যে সমুদয় ব্যক্তি কারণস্বরূপ তৎপর তাহাদিগকে মূঢ়জনিগণ গৃহমেধী সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। আবশ্যক হইলে গৃহব্রত পালননিমিত্ত গৃহমেধিগণ অন্যের হিংসা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। অনিত্য বিষয় ভোগময়ী বাসনার পূর্ণমাত্রায় দাসত্ব করাই তাহাদিগের মুখ্যপ্রয়োজন। এই অবস্থায় স্ত্রীগণ আপনাদিগকে ভোক্ত্রী বিবেচনা করেন এবং ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহা কিছু দেখিতে, শুনিতে বা অনুভব করিতে সমর্থ হন তৎসমুদয় পদার্থে ভোগবুদ্ধি সংস্থাপন করা ব্যতীত তাহাদিগের গত্যন্তর নাই। ইন্দ্রিয়দ্বারে যে যে পদার্থের অস্তিত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, ভোগের সহায়ক বিবেচনায় তৎসমুদয়ের তাহারা প্রয়াসপর হইয়া থাকেন; কিন্তু

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের দ্বারা ভোগচরিতার্থ হইবে না শুনিয়া তাহাতে তাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে পারেন না এবং তাহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস স্থাপন করিতে হন। সুতরাং ভোগাসক্ত মানবগণ প্রত্যক্ষেই প্রত্যক্ষবাদীই হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন ভাগ্যফলে অতীন্দ্রিয় পদার্থের (ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্বের) অস্তিত্বে কথঞ্চিৎ বিশ্বাসপরায়ণ হন, তথাপি তিনি স্বার্থপরতার সমূলে উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হন না। ভোগবাসনা হইতে স্বার্থ পরতার উৎপত্তি হয়। সুতরাং যাবৎ না ভোগবাসনার আত্যন্তিকী নিবৃত্তি সাধিত হয়, তাবৎ কালপর্য্যন্ত স্বার্থ-পরতার আধিপত্য নষ্ট হইবার নহে। এই কারণে পরতত্ত্ব বিশ্বাসকারী মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ সকামভাবে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সকাম উপাসকগণ চারিপ্রকার। কেহ অর্থলাভের আশায়, কেহ পুণ্যাদির নিমিত্ত, কেহ মানসিক কামনা পরিতৃপ্তির জন্য এবং কেহ বা দুঃখনাশক মুক্তি লাভার্থে ভগবদ্ভজনে রত হন। সুকৃতিবলে যাবৎ না তাঁহারা কোন নিষ্কিঞ্চন ভক্তের চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ভোগময়ী অজ্ঞতাজ্ঞানের স্তর ভেদ করিয়া উন্নত অধোক্ষজ জ্ঞানের স্তরে প্রবেশাধিকার লাভে বঞ্চিত থাকিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

অর্থাৎ শুদ্ধভাগবতগণ ভক্তিবিৎসকের ন্যায় শাস্ত্রযুক্তিরূপ অস্ত্রোপচার দ্বারা বদ্ধজীবের হৃদয়স্থ কুসংস্কাররূপ বিস্ফোটক সমূহের ছেদন করিয়া থাকেন। স্বাধীনভাবে শাস্ত্রানুশীলনে ফলোদয় হয় না বলিয়া শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে "যার, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" যাহারা সাধুসঙ্গে শাস্ত্রানু-শীলনের ভাগ্যলাভ করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহারাই অতীন্দ্রিয় বিষয় অবগত হইবেন ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

স্বল্পনিষ্ঠ অজ্ঞতাজ্ঞানের পূতিগন্ধ বিশিষ্ট ধরতর স্রোত অতিক্রম করতঃ যাহাদিগের বুদ্ধি শাস্ত্রোজ্জ্বল বিচারপ্রভাবে নির্ম্মল বৈকুণ্ঠরাজ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদিগকে জড়বিষয়ের ভোক্তা অভিমান করিতে রুচিসম্পন্ন হইতেছেন না। এক্ষণে তাঁহারা আপনাদিগকে অধোক্ষজ বস্তুর নিত্য-সেবকরূপ পরিচয় নিত্য প্রীতিলাভ করেন এবং ঘোষণা করিয়া থাকেন "এতাবানস্যমদং বাগং মোহেনৈব বিকল্পিতঃ" অর্থাৎ এতদিন আমরা তদংশের শক্তির মোহ-জালে বৃথাই আবদ্ধ ছিলাম। জীবগণ ভগবচ্ছক্তিজাত বিধায় তাহারা শক্তিজাতীয় পদার্থ। শক্তিকাশক্তি যেরূপ অক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তরলতা ও শৈত্য যেরূপ জলতত্ত্বকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে অক্ষম, তদ্রূপ শক্তিজাতীয় জীব, শক্তিমান ভগবত্তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে বাধ্য এবং কদাপি আশ্রিত ভাবটীকে পরিত্যাগকরণানন্তর স্বতন্ত্র স্থিতিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে মানবগণ নিজ নিজ শক্তিপ্রয়োগদ্বারা ভোগ্যবস্তু আহরণ করেন এবং তাঁহারা ভোক্তা সাজিয়া শক্তি কর্ত্তৃক আহৃত পদার্থসমূহকে উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভোক্তার তৃপ্তিবিধান করাই শক্তির একমাত্র কর্ম্ম। সুতরাং জীবতত্ত্বে সেবকত্ব ও ভগবত্তত্ত্বে ভোক্তৃত্ব দর্শন করাই যুক্তিযুক্ত। যাহারা শ্রীভগবানকে বঞ্চিত করিয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া বিষয়োপভোগে রত হন তাহারা মিথ্যাচারী এবং ভগবদ্ভরণে অপরাধ করতঃ যমরাজ কর্ত্তৃক দণ্ডনীয়। ঈশোপনিষদে কথিত আছে—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্॥"

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে সকলই শ্রীভগবানের ভোগ্যপদার্থ। তাঁহাকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ বুদ্ধিতে নিবেদিত বস্তুর সম্মান করিতে পারা যায়। অন্যের (ভগবানের) বস্তুতে লোভ করা অনুচিত। স্ত্রী পুত্রাদিতে কিম্বা আপনাতে ভোক্তৃত্বের পরিবর্ত্তে যদি সেবকত্বের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই জগৎ আমাদের চক্ষে ভোগাগার না হইয়া বৈকুণ্ঠাকারে দৃষ্ট হইতে থাকিবে এবং চিত্ত অন্যের তরলপোষণ চিন্তা ত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ বস্তুর সেবানিষ্ঠা লাভ করিবে। মাথা না থাকিলে যেমন মাথা ব্যথার ভয় থাকে না,

তথা স্ত্রী পুত্রাদিতে ভোক্তৃত্বের অভিমানে "তাহাদের ভরণ পোষণ করা কর্ত্তব্য" ইত্যাকার অনর্থবুদ্ধি বিকলিত হইতে সমর্থ হয় না। শ্রীভগবানই একমাত্র ভোক্তা, পতি, ভর্ত্তা, প্রভু, অন্তর্যামী, সুহৃৎ ও পরমাগতি-পালক। ভক্ত পরার্থে যিনি এই সমুদয়গুণের অভাব সন্দর্শন করেন, তিনি শ্রীভগবানে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া থাকেন। যাহারা শ্রীভগবানে উক্ত গুণাবলীর দর্শনে বঞ্চিত, তাহারা কখনই অনন্যশরণ ও নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। তাঁহারা বাস্তব পক্ষে বাঞ্ছাকারী যেহেতু তাহারা কাহাকেও প্রতিপালনকর্ত্তা, কোন ব্যক্তিকে সুহৃৎ, অপর কোন মানবকে প্রভু এবং শ্রীভগবানকে বিশ্বচারী ইত্যাদিপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গুণদর্শন করেন। মহাভাগবতগণ যে "যাহার জন্ম যেথে, না দেখে তার মূর্ত্তি, দশ ঘর নেত্র পড়ে, হয় কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি।" ইত্যাকার দর্শন লাভ করেন, ইহা অতিরঞ্জিত ভাষণ বা অত্যুক্তি নহে। মহাভাগবতাবস্থায় যথার্থই ঐরূপ দর্শন ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া বদ্ধ জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। সদ্ভাবস্থায় দর্শনযোগ্য হয় না বলিয়া তাহাতে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে অক্ষম তাহারা অত্যন্ত ভাগ্যহীন এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ।

জড়জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিজাত বিধায় অবহেলিতভাবে ভগবদ্ধামের বহির্দেশে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। যেরূপ উচ্ছিষ্টগর্ত্ত অবহেলিতভাবে গৃহের বহির্দেশে স্থান লাভ করে এবং আবর্জ্জনারাশি ও উচ্ছিষ্টাদি নিক্ষেপ করণার্থে উহার প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ধামের বহির্দেশে ভগবদ্বিমুখ জীবের আবাসস্থানরূপ জড়জগতের অবস্থান নিতান্ত আবশ্যক। রসনানীধননন্যায়ানুসারে এই জড়জগৎ সৃষ্টির আর একটী উদ্দেশ্য সুধীগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে জীবগণ যে পরিমাণে জগতের অনিত্যত্ব ও দুঃখের অনুভব করিতে সমর্থ হন, তন্মাত্রায় তাহারা ভগবদ্ভক্তি অধিকতর লাভ করিয়া থাকেন। এই তথ্যটী প্রত্যেক সাধক প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছেন এবং ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। তটস্থাশক্তি হইতে উভয়-প্রকার যোগ্যতা সম্পন্ন জীব সৃষ্টি এবং বহিরঙ্গাশক্তি দ্বারা বাস্তবজগৎ রচনার ইহাই নিগূঢ় রহস্য। প্রতিযোগিতার অভাবে যে উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় ইহা সমাজতন্ত্রবাদীগণ স্বীকার করেন। অতএব ইহাই বহুকোটী আধুনিক কালের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিজাত নিত্যপার্ষদগণ এই প্রকার যোগ্যতা সম্পন্ন। মায়াবশ যোগ্যতা না থাকায় তাঁহারা সর্ব্বকাল ভগবৎসেবাস্বাদনে প্রমত্ত থাকেন। তাঁহারাই তটস্থা শক্তিজাত জীবগণের আদর্শস্বরূপ এবং তাহাদের আনুগত্য ব্যতীত বদ্ধজীবের পক্ষে সেবোন্মুখতা লাভের গত্যন্তর নাই। শ্রীভগবান কখন স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এবং কখনও বা কোন এক নিত্যপার্ষদকে পাঠাইয়া মর্ত্ত্যধামে অবস্থিত বদ্ধজীবগণকে সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যাবৎ না আমরা ভগবৎসাক্ষাৎ কিম্বা তাঁহার পার্ষদবর্গের প্রদত্ত উপদেশে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া জীবনযাপনের দিকে লক্ষ্য করি, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা মায়াবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। শ্রীভগবান, পার্ষদবর্গ ও তটস্থা শক্তিজাত জীবগণ সকলেই চিৎপদার্থ এবং স্বরূপতঃপ্রীতিস্বার্থানুসারে জীবগণের উচিত শ্রীভগবান ও ভক্তের সহিত বাস করা এবং তাহাতেই আনন্দানুভব করা। জাগতিক পদার্থনিচয় অচিৎপদার্থে গঠিত বিধায় জীবগণ যদি তাহাদিগের সঙ্গ করিতে থাকে, তাহা হইলে বিজাতীয় ভাবাক্রান্ত হইয়া তাহারা ত্রিতাপ ক্লেশকে আবাহন করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। জীবগণ অমৃতের সেবক এবং তাহারা যদি বিজাতীয় অনিত্যবস্তুর দাসত্ব ছাড়িয়া অমৃতস্বরূপশ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন তাহা হইলে মূলদেহাদ্যে নিত্যদেহে নিত্যকাল ভগবৎসেবানন্দ লাভ করিতে থাকিবেন। তৎকালে বাহ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় না থাকায় ক্ষুৎপিপাসা, আধি ব্যাধি, জরামরণ শোক, ধন নাশ জন্য দুঃখ, ত্রিতাপ জ্বালা ইত্যাদিপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইতে সমর্থ হইবে না। তখন সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হওয়ায় একতানভাবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা চলিতে থাকিবে। আহা! জীবদ্দশায় যাহারা অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া একমনে সেবার রত তাহাদের জীবন কি মধুময়! ভগবদ্বিদ্বেষী দর্পিত ব্যক্তি প্রাকৃত বিষয় আর, তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতে

সমর্থ হয় না।

উক্তিরূপার্থে নিপতিত আবর্জনারাশি কালপ্রভাবে "সার" রূপে পরিণত হয় এবং মানবাদি কর্তৃক পুনরায় সমাদৃত হইয়া থাকে। তাহাদিগের "সারের" উপকারিতা থাকায় উহার সমাদর। অনিষ্টকর বিষেচনায় পরিত্যক্ত আবর্জনারাশি কালপ্রভাবে সংশোধিত হইয়া যেরূপ আদরণীয় "সার" আকার ধারণ করে, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ ধাম হইতে [illegible] নিমজ্জন বিতাড়িত জীবগণ ও অনিত্য এই ভোগজগতে অবস্থানকালে কাল প্রভাবে শিষ্ট হইয়া শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গপ্রভাবে অনর্থমুক্ত হইতে থাকে এবং পুনরায় ভগবদ্ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। যে কালপ্রভাবে সংশোধনকার্য্য সাধিত হয় তাহা শ্রীভগবানের শক্তি বিশেষ। সেই কালশক্তির বিবিধ প্রভাব যথা সসীম ও অসীম। কোন বস্তু বা ভাব একরূপে স্থির থাকিতে পারে এবং কালের প্রভাবই তাহার মূলীভূত কারণ। বহির্জীবগণ স্বসুখ-সাধনার্থে যে যে ভাবকে পোষণ করিতে চায়, অথবা যে যে বস্তুকে প্রীতিপ্রদস্থানে রক্ষা করিতে চায়, সেই বা কৃত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভাবাত্মক কাজ দ্বারা তাহার আকার পরিণত হইতে থাকে এবং অবশেষে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হইয়া যায়। এইরূপে জীবের প্রত্যেক আশা কত বিকৃত হইতে পারে এবং অবশেষে নৈরাশ্য সাগরে মগ্ন হয়। কালের এই ভীষণমূর্ত্তিকে সন্দর্শন করিয়া জনৈক মহাপুরুষ অতিশয় খেদসহকারে বলিয়াছিলেন কালঃ ক্রীড়তিগচ্ছত্যায়ুঃ। তথাপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ॥ হতাশ হইয়া জীবগণ যখন পুনরায় ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয় কালশক্তি তৎকালে সসীম প্রভাবটিকে সঙ্কোচিত করিয়া স্বীয় অসীম বা নিত্য প্রভাবদ্বারা সেই উন্মুখজীবের নিকট নিত্যধামের ভাবসমূহকে একে একে তাহার নিকট আনয়ন করতঃ তাহাকে উত্তরোত্তর গাঢ় হইতে গাঢ়তর ও গাঢ়তমভাবে তদ্বিষয়ে অনুরক্ত করিতে থাকেন। তখন সেই ব্যক্তি নিত্য-কালকে সম্মুখে দেখিতে পান এবং তাহার স্বরূপ প্রত্যেক বস্তুর অনিত্যাকার মা দেখিয়া তাঁহাদিগের নিত্য ভাবকান্তিকার দর্শন করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ ভোগময়ী বহির্দৃষ্টির অভাবে অতীন্দ্রিয়ভাবে প্রকাশ থাকে। সেই অপ্রাকৃত ভাবের প্রাবল্যে সর্ব্বত্র দেবা দেবকভাবে অবস্থিত কৃষ্ণও কৃষ্ণ ভক্তগণকে মহা-ভাগবতগণ দর্শন করিয়া থাকেন। আমি স্ত্রী বা পুরুষ, অমুকের স্বামী, পুত্র বা পত্নী, গৌর ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, অমুক পদার্থ ভোক্তা ও আমি থাকব, এইটী আমার সংসার এবং এইটী অন্যের সংসার, আমার সুখ অন্যের ক্ষতি করিয়াও সাধন করা কর্ত্তব্য, আমাকে স্বর্গবাস করিতে বা মুক্ত হইতে হইবে, আমি নির্ধন ও আমাকে ধনলাভ করিতে হইবে ইত্যাকার সমস্ত প্রতীতিসমূহ ধারণার অপগমে চেতন ও অচেতনভাবে বিভক্ত করিয়া যাহাদিগের প্রতি পূর্ব্বে ভোক্তা ভোগ্যভাব স্থাপন করিতাম তাহাদিগকে এখন ভগবৎ-সেবার উপযোগী নিত্য স্বরূপবান দেখিতেছি এবং তাহারা যে নিত্য প্রভু ভগবানের সেবায় অহৈতুকী ভাবে প্রমত্ত রহিয়াছেন তাহা ও অবলোকন করিতেছি। তরুলতাদিও যে ভগবৎ সেবক তাহা পরিস্ফুটনার্থে কথিত আছে—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।"
প্রণতভারবিটপা মধুধারা প্রেম হৃষ্টতনবো বভূবুঃ স্ম॥"

অর্থাৎ পুষ্পফলাঢ্য বনলতা তরুসকল ভাব দ্বারা অবনত-প্রেম পুলকিত শরীরময় বনস্পতি সকল আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকটকরতঃ মধু দ্বারা হর্ষণ করিতেছেন। আত্মগত কৃষ্ণ অর্থে প্রত্যেকের ভিতর একটী কৃষ্ণ দেখেন এরূপ নহে। ভেদ বুদ্ধি প্রভাবে বাহ্য পদার্থগুলি খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিভাত হইলেও বহির্প্রজ্ঞা হইতে ভেদ-ভাবোৎপাদক বেশও কালগত অনৈক্যাংশ সমূহকে বিতাড়িত করিলে সমস্ত বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। সমস্ত বুদ্ধির সাহায্যে অবগত হওয়া যায় যে সকলেই এক জাতীয়

এবং আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত সেবক। এই সেবা-সেবকভাব সম্পুটিত দর্শনকেই অদয় তত্ত্বজ্ঞান কহে।

বাহ্য প্রতীতিতে যেরূপ আধার ও আধেয়তে পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে, শক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্বে সেরূপ ভেদ নাই। শক্তির নিজভূমিই শক্তিমানের স্বরূপ এবং এই জন্যই শ্রীভগবানকে সর্ব্বশক্তাকর শব্দে অভিহিত করা হয়। কল্পনার ধনি বলিলে কল্পনার সমষ্টিকেই বুঝায় এবং কল্পনা ব্যতীত ধনির কোন প্রকার পৃথক আকার দৃষ্ট হয় না। বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইলে মানবগণ যেমন অঙ্কুরকে বীজ হইতে পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শক্তির পরিণাম দর্শনে আমরা শক্তিতত্ত্বকে পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হই। একটী পাত্রের কিয়ৎ পরিমাণ দুগ্ধকে দধির আকারে পরিণত করিলে দধি পুনরায় দুগ্ধাকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না এবং দুগ্ধের পরিমাণ যেন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, শক্তির পরিণামে কিন্তু শক্তিমানের সেরূপ ক্ষতি হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে——

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

অর্থাৎ পূর্ণের হইতে পূর্ণ অংশকে বাদ দিলে পুনরায় পূর্ণ বস্তু অবশিষ্ট থাকে। ইহা বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে যে একটী দীপ হইতে অন্য একটী দীপ জ্বালিয়া লইলে মূল দীপের যেরূপ কোন ক্ষতি হয় না এবং একজন মহাভাগবত অন্য একজন বদ্ধজীবকে উপদেশ প্রদান করিলে যেরূপ ঐ মহাভাগবতের জ্ঞানভাণ্ডার শূন্য হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি হইতে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় প্রতিনিয়ত হইতে থাকিলেও তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার কণামাত্রও হানি হইতে পারে না। তাঁহার শক্তিতে অঘটন-ঘটনপটুত্ব থাকায় তাহাতে বিরুদ্ধভাবের একত্র সমাবেশ যেমন সম্ভবপর, সেইরূপ একইকালে বিভিন্ন জীবকর্ত্তৃক বদ্ধ ও শুদ্ধ ভূমিকার তারতম্যানুসারে বিভিন্নরূপে দর্শন দিবার যোগ্যতাও তাহাতে বর্ত্তমান। সেই কারণে কেহ তাহাকে সৃষ্টির প্রাগ্‌ভবাপন্ন নিরাকার সত্তামাত্র ও চিদ্‌চিতের ঈশ্বর বিবেচনা করেন, কেহ বা সৃষ্টির অন্তর্যামী বা অন্তর্যামী তত্ত্ব মনে করেন, কেহ কেহ সৃষ্টির আদিকারণের সন্ধান না পাইয়া অনাদি শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ তত্ত্ব ইত্যাদি প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বৃত্তিত্রয়ের পরাকাষ্ঠা জানাইয়া। তদ্ব্যতীত তাঁহার তটস্থা লক্ষণ-বাচক। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বদ্ধজীবের চিত্ত সর্ব্বপ্রথমে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেবোন্মুখে যে সময় অজ্ঞাতিলাষিতাকে (ধর্ম্মার্থকামবাঞ্ছাকে) দমন করতঃ একান্তভাবাপন্ন হয় তৎকালে শ্রীকৃষ্ণরূপে জীবের সম্বন্ধজ্ঞান হয়। এইজন্য ভাগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন——

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন আমি তাঁহার নিকট সর্ব্বোত্তম শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। যে আমার ঐ দিব্য মূর্ত্তিতে অদৃশ্য প্রকাশ করে না এবং আমিও তাহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারিনা। সমস্তদেবিশ্বর প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যখন ষোলোআনিইভোগী সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করিয়াছিলেন, তখন সামান্য জীবগণ যে শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাসস্থাপন করিতে অক্ষম হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? তবে বদ্ধজীবগণ যদি চিন্তাশীল হন, তাহা হইলে বুঝিতে পারেন যে যখন ব্রহ্মাও অবলেহে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় রত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষালনার্থে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন তখন ব্রহ্মার অনুগমন করাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য। হায়! আমরা কি মূঢ়! এখনও ব্রহ্মাকে আদর্শ করতঃ দম্ভ-দর্পকে অঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য কাতরভাব প্রকাশ করিতেছিনা। হে পাঠকবর্গ, ভাবিয়া দেখুন আমরা কি সত্য সত্যই পণ্ডিত না গোবর? হরিঃ ওঁ তৎ সৎ।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়েষু,——

আপনাদের প্রকাশিত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের ১ম খণ্ড পাঠ করিয়া আমি যে কিরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়াছি তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আমার শ্রীভগবানের নিকট আন্তরিকতার প্রার্থনা যেন তাঁহারই অভিপ্রেতরূপ, কলিহত বহির্মুখীকৃতের একমাত্র চরমকল্যাণপথ প্রদর্শক শাস্ত্র-চূড়ামণি এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ অধিকার নির্ব্বিঘ্নে প্রকাশিত হয়েন এবং সমগ্র বঙ্গদেশ, কেবল বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষ, সমগ্র ভারতবর্ষই বা কেন, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই প্রচারিত হইয়া মানবজাতির আনন্দবর্দ্ধন করতঃ তাহাদের চরমকল্যাণ সাধন করেন। কবিরাজগোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখের উক্তিতে পড়িয়াছিলাম যথা,—

"এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবতভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥"

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় কলিহত জীবগণের উদ্ধারার্থে পরমকরুণ হৃদয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই ইহ ভাগবতের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই ভাগবতের মধ্যে প্রথমটী শ্রীবেদব্যাসের শেষজীবনের সমাধিলব্ধ পরম আদরের বস্তু, যাহা শৈশবের শুকদেব গোস্বামীর জীবন-সর্ব্বস্ব এবং ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষগণের কণ্ঠভূষণ সেই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টী শ্রীভগবদ্ভক্ত বা সাধুপুরুষ। ভগবানের শ্রীচরণযুগল লাভ করিতে চাইলে এই দুই ভাগবতের বিগ্রহ ইহাদের কোনও একটীর সঙ্গ লাভ করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরহরির এই পরম মঙ্গলদায়ক উপদেশ বাক্যটী পাষাণের রেখার ন্যায় আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে। আজকাল বাজারে যে সকল শ্রীমদ্ভাগবত কিনিতে পাওয়া যায় তাহা পড়িয়া ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্মার্থ সংগ্রহ করা আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। আমার পূজ্যপাদ শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁহার কৃত ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে উপদেশ দিয়াছেন যথা,—

সতাং ক্ষীরাশয়ে সিদ্ধে পাদৌ সঙ্গং স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদনাযাদরো রসিকৈঃ সহ॥

সদ্ভক্তের বাসনা দ্বারা সিদ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে।

রসিকভক্ত বলিতে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তকেই বুঝায়। অন্য উপাসককে বুঝায় না। কারণ জীবের একমাত্র উপাস্য বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ই সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণই ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ নিত্যমুক্ত অনাদি-পুরুষ তাঁহার অপেক্ষা বড় কিংবা তাঁহার সম কেহই নাই। ব্রহ্মাদি হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থাবর জঙ্গম জীব তাঁহারই তটস্থা শক্তি হইতে উদ্ভূত। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহারই মায়াশক্তির বিভূতি।

যথা ব্রহ্মসংহিতায়,——

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তাঁহার বিগ্রহ (শ্রীমূর্ত্তি) সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তিনি গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রভৃতি পুরুষাদি করিয়া যে সমস্ত জগতের মূলকারণ আছে, সেই সমুদায় কারণের ও কারণ অথচস্বয়ং অনাদি, তাঁহার আর কোনই কারণ নাই, তিনি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ংপ্রকাশ।

জ্ঞানকর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজন করেন তিনিই উত্তম বা রসিক ভক্ত। শ্রীরূপগোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলিয়াছেন যথা,——

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলনকে সামান্যতঃ ভক্তি কহে, এই অনুশীলন জ্ঞান

ও কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং অনুকূলের প্রতি কৃপা শূন্য হইলেই উত্তমাভক্তি বলা যায়।

শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকাতে উক্ত ভক্তের লক্ষণে বলিয়াছেন যথা——

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
মোক্ষ ত্যাগী কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্য দেব পূজকখানী,
উত্তমলোক দূরে পরিহরি।
কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥

কবিরাজ গোস্বামিপাদও কৃষ্ণভক্তই একমাত্র রসিক-ভক্ত ও সর্ব্বোত্তম এবং তাঁহারই সঙ্গলাভ জনগণের বাঞ্ছনীয় তাহা তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যথা,——

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর দ্বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষ্ঠ পাপ করে ধর্ম্মনাহি গণে॥
ধর্ম্মাচার মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

সুতরাং রসিকভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্ত জগতে অতি দুর্ল্লভ। দুর্ল্লভ বলিয়াই যে কৃষ্ণভক্ত জগতে একেবারে নাই তাহা নহে, অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই পাওয়া যায়; তবে কে তাঁহার অনুসন্ধান করে? বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধুবেশধারী ভণ্ডলোকের মায়া-জালে পতিত হইয়া উপস্থিত ঘোর সংসারবন্ধ গৌরব হইতেও মহাগৌরবের দিকে ধাবিত হইতেছে।

মায়াবাদী, নাস্তিক, সমন্বয়বাদী, কাউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত গোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী প্রভৃতি বহু অসৎ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ধর্ম্মধ্বজী বেশ সমাজের করিয়া বাঙ্গালীর (তথাকথিত) ঘরের ঠাকুর অভিন্ন হৃদয়স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সত্যধর্ম্মরূপ সূর্য্যকে তাহাদের কুসিদ্ধান্তরূপ মেঘে ঘোরতর জীবকুলের জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিয়া তাহাদিগকে কুসংস্কাররূপ ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিতেছে। সেই মেঘ দূরীকরণের এবং অন্ধকার হইতে বিদ্বজ্জনসমাজকে আনিবার একমাত্র উপায় শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা। উক্ত ধর্ম্মধ্বজিগণের সিদ্ধান্তরূপ স্বর্ণ খাঁটী কি মেকী তাহা শাস্ত্রনিকষোপলে এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ কষ্টিপাথরের দ্বারা পরীক্ষা করিলেই ধর্ম্মপিপাসু সাধারণ জনগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। তখন দেখিতে পাইবেন যে সকলই মেকী, সকলই মেকী, কেহই খাঁটী নহে। এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচারে কোন কোন মহাত্মা চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে শ্রীভাগবতপাঠের ও শ্রবণের বিশেষ কোনও ফল হয় নাই; কারণ তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুযায়ী ভাষা না থাকায় উহার নিগূঢ়ার্থ সাধারণপক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন। যদিও ইহা একখানি গ্রন্থে শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ও অন্যান্য টীকাকার গণের টীকা সংযোজিত হইয়াছে তথাপি গৌড়ীয়ভাষ্যের অভাবে গ্রন্থে প্রবেশাধিকারলাভ সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আপনাদের অসীম চেষ্টার ফলে এতদিনে এই অভাব দূর হইল। এইটি আমাদের পক্ষে অতি শুভসংবাদ। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের টীকার অভ্যন্তরেই শ্রীধরের টীকা অন্তর্নিহিত। যদি তাহাতেও আমার শ্রীধর টীকাই স্বতন্ত্রভাবে আবশ্যক বোধ হয় তাহা হইলে বঙ্গবাসী সংস্করণ দ্বারা ৺ টীকাতেই সে অভাব পূরণ হইবে। ব্রহ্মসম্বন্ধের অভাব যাঁহারা বোধ করিতেছেন তাঁহারা যদি

গোস্বামিপাদ সম্পূর্ণরূপে কায়স্থ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে শ্রীজীবের লেখনী হইতে কিছুই ফলপ্রসূ করিতে পারিবেন না। ক্রমসন্দর্ভ বুঝিতে সমর্থ এরূপ ভাগবত পাঠক বর্ত্তমানকালে নিতান্ত বিরল কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যের বিবৃতির মধ্যে শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভ সুষ্ঠুভাবে বুঝান হইতেছে। শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হইয়াছিলেন তাঁহার মূল্য প্রায় ১০০৲ টাকা, বহরমপুর হইতে যাহা প্রচারিত হইয়াছিলেন তাহার মূল্য প্রায় ৬০৲ টাকা, তদনন্তর হইতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রী মহাশয় যাহা করিয়াছিলেন তাঁহার ও মূল্য প্রায় ৪০৲ টাকা; উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রীভাগবত সাহিত্য প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহার মূল্য ২৫৲ টাকা, ইহাও বঙ্গবাসী, বসুমতী আদর ও তদপেক্ষা হইতে অল্প মূল্যের অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে সে তুলিতেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্টী গৌড়ীয়ভাষ্য আর ভাগবতধর্ম্মের গভীরার্থ সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করাতে অসমর্থ। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ও আপনাদের সহস্র উদ্যমের ফলে এগ্রন্থানি প্রচারিত হইলে সাধারণে পাঠ করিয়া সত্যসত্বর উপলব্ধি করতঃ অচিরে শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ অনায়াসে লাভ করিবে। আপনারাই সেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় ভক্ত। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম সাদরে যাজন করিতেছেন এবং তাঁহারই কারুণ্য প্রতিপালনের জন্য প্রত্যেক সংসারী জীবের দ্বারে দ্বারে গৌরাঙ্গের সুচরণ শ্রীহরিনাম প্রচারার্থে বিচরণ করিতেছেন তাঁহারাই যথার্থ শ্রীভগবানের ভক্তভক্ত। সুতরাং আপনাদের কাছে দুই ভাগবতই পাওয়া যাইতেছে। আমাদের মত ঘোর মায়াবদ্ধ জীবের আর চিন্তা কি?

আপনাদের প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবত এগ্রন্থানি পাঠ ও শ্রবণ এবং মধ্যে মধ্যে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিলেই এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা লাভ হইবে। কারণ "ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা", ক্ষণকাল জীব সাধুসঙ্গ করিলেই ভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। আমার সাধন ভজন কিছুই নাই, কেবল আপনাদের মত শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপাই আমার মত বিষয়াসক্ত নরাধমের একমাত্র ভরসা। সাধু বলেন——

গুরু ভক্তক চরণরেণু, ভজন অনুকূল।
ভকত সেবা পরম সিদ্ধি, প্রেম লতিকার মূল॥

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আর অন্য গ্রন্থ পাঠের আবশ্যক হইবে না। এই গ্রন্থে কোনও অসৎ সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। সাম্প্রদায়িক গুরুতা বর্জ্জিত অপক্ষিতাত্মিনাই। জীব মাত্রই স্বরূপে কৃষ্ণদাস অর্থাৎ বৈষ্ণব এবং ইহাতে কৃষ্ণভজন প্রণালীই সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জীবদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া কখন আপনাকে ব্রাহ্মণ, কখন আপনাকে ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য কখন বা শূদ্র মনে করে। আবার কখন হিন্দু, কখন মুসলমান, কখন বা খ্রীষ্টান ইত্যাদি মনে করিয়া থাকে; কিন্তু জীব স্বরূপে তাহা নহে অর্থাৎ জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ, বেদান্ত দর্শন, মহাভারত, শ্বেতোপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের লেখক সেই জগদ্বিখ্যাত একমাত্র শাস্ত্র-সংহিতা শ্রীবেদব্যাস মুনিই এই শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতার রচয়িতা। ইহার বক্তা আমার গৌড়ীয়গণের মুকুটমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং ইহার শ্রোতা জগৎ বিখ্যাত পরমবার্ষিকপ্রবর মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ। আবার নৈমিষারণ্যে এই মহাগ্রন্থের বক্তা শ্রীসূত গোস্বামী এবং শ্রোতা সেই নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি ঋষিগণ। সুতরাং এই গ্রন্থের উৎকর্ষতার পরিচয় আর অধিক দেওয়া অনাবশ্যক। তথাপি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আরও কিছু না পরিচয় দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই গ্রন্থের প্রতি শ্লোক জীবের চরমকল্যাণপ্রদ উপদেশমালায় পূর্ণ। ইহা বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল। জীবগণ কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করতঃ কেবল মায়ার সেবা করিতেছে এবং নানাযোনি ভ্রমণ করতঃ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাই বক্ষ্যমাণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোক আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন ওহে জীবগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণভজনে শীঘ্রই প্রবৃত্ত হও—যথা——

নৃদেহমাদ্যং সুসুর্লভমিহং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

দুর্লভ অতীব নরজন্ম তাহে
নিঃশ্রেয়সের বিষয় খল সর্ব্বতঃ স্যাৎ।

এই মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ, যেহেতু ইহা বহুজন্মের পর (চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর) পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী নহে। ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং ইহা অনিত্য। কিন্তু ইহা অনিত্য হইলেও পুরুষার্থ লাভের প্রধান সাধন। অতএব এই দেহের পতন হইতে না হইতেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য; যেহেতু বিষয়ভোগ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যোনিতেই সম্ভব; কিন্তু মনুষ্য দেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহে ভগবচ্চরণারবিন্দলাভের সাধন সম্ভবপর নহে।

এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র একখানি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে অন্যশাস্ত্র অধ্যয়নের কিংবা শ্রবণের প্রয়োজন নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কারণ ইহা বেদান্তের সার এবং শ্রীব্যাসদেব স্বয়ংই এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
তদ্রূপসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
(ভা ১২।১৩।১২

শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তসার বলিয়া বলা যায়, ভাগবতের রসামৃত তৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

অর্থাৎ স্রোতস্বতীগণের মধ্যে ভাগীরথী যেমন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে শঙ্কর যেমন সর্ব্বপ্রধান, পুরাণ-সমূহের মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবতও সেইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত (ভা ১২।১৩।১৩)।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

বৈষ্ণবদিগের পরম আদরণীয়, পরমহংস বিবেকিজনের গম্য বিমল অদ্বৈতজ্ঞান যাহাতে উপবর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে একান্তিক জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সহ নৈষ্কর্ম্মের চরম বিজ্ঞানভাব প্রকাশিত হইয়াছে সেই অমলজ্ঞানপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া, যিনি তাত্ত্বতত্ত্ব বিচার করেন তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যথা—

কর্ম্মোদ্ভবঃ ব্রহ্মসূত্রার্থঃ ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সমর্দ্ধিত।

শ্রীধরস্বামীধৃত স্কন্দপুরাণে যথা—

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতঃ॥

আঠার হাজার শ্লোকপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমস্ত বেদ ইতিহাসের সারসমূহ হইতে সমুদ্ধৃত।

বিস্তৃত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ৬৪প্রকার ভক্তির অঙ্গ বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যথা—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পাঁচ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম উদ্গমায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

অতএব কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পাঠ করিলেই যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তবে যাহারা ভাগবতকে টাকা উপার্জ্জনের যন্ত্র মনে করিয়া কোনস্থলে জনগণের নিকট পাঠ করতঃ টাকা অর্জ্জন করিয়া স্ত্রীপুত্রাদির ও নিজের উদর ভরণ করেন এবং তাহাদের জন্যায় পত্রাদি গড়াইয়া দেন, সেই সকল ভগবদপরাধী ব্যক্তি ও যাহারা তাহাদের নিকট ভাগবত শ্রবণ করেন এই দুই শ্রেণীর লোকই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন না। অসাধু ব্যক্তির নিকট হরিনাম শ্রবণ করিলে হরিনাম শ্রবণ হয় না বরং তাহাতে নামাপরাধই ঘটিয়া থাকে।

নিবৃত্তস্তৈরুপাস্যমানাদ্ ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র মনোভিরাম্যাৎ।
কউত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান বিরজ্যেত বিনা পশুঘাৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবতোল্লিখিত শ্লোকটী আমরা অতিশয় আদরের সহিত মাথায় বহিয়া থাকি। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভাগবতটীকাবিবৃতিতে এই শ্লোক লিখিতেছেন "কথঞ্চিদনাদিকর্ম্মবশনা যদি কদিচৎ শ্রোতা বা ভাবেন। স বিরক্ত্যে-দেবেত্যাহ পশুঘাদিতি। প্রেমবিমর্ত্তে

অসাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
তবু নামাভাস সবাই নামাপরাধ।
এমন জানিয়ে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্য যথা,——

"নিত্য ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

এতএব শ্রীমদ্ভাগবত কেবলমাত্র বৈষ্ণবের স্থানেই পড়িতে ও শ্রবণ করিতে হয়।

এবম্বিধ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠেই যোগীগণের চূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং কেবল উহা শ্রবণে মহারাজ পরিক্ষিৎ কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ যথা পদ্মাবল্যাং—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎবৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদংঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

রাজা পরীক্ষিৎ বিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব তৎ কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদংঘ্রিভজনে, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রূর অভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে এবং বলি সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদনে শ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতবিষয়ে আচার্য্য বলেন যথা,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুমার্থমুকুটং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ॥

সংক্ষেপার্থ—ব্রজেন্দ্রসুত শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন, ব্রজবধূবর্গের কৃত দাম্পত্যভাবে পূজার রমণিকা উপাসনাই উপাসনা। তাহার শাস্ত্র সাত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ অতিরিক্ত প্রেম বা ভগবৎপ্রীতিই পরম পুরুষার্থ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ইহাই মত তাহাতেই আমাদের পরম আদর।

আমাদের বাল্যাবস্থায় আমরা অতিশয় অজ্ঞ থাকি। তখন সদসৎ বিবেচনা আমাদের আসে থাকে না কিন্তু আমাদের পিতামাতা প্রভৃতি গুরুবর্গ যাহাতে আমাদিগের সেই উত্তম জ্ঞান জন্মে ও আমাদের চরিত্র সুগঠিত হয় সেইজন্য কতকগুলি সদ্গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া আমাদিগকে পাঠ করিতে দেন। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজের অধ্যাপকবর্গও সদ্গ্রন্থের আলোচনা করিতে উপদেশ দেন। যে সকল ছাত্র তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী প্রসিদ্ধলেখকগণের সদ্গ্রন্থ আলোচনা করেন এবং কুসঙ্গে পড়িয়া যান তার লিখিত নাটক নভেলাদি পড়িয়া সময় অতিবাহিত না করেন তাঁহারাই ভবিষ্য জীবনে নৈতিক জীবন লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়েন। যদি সাংসারিক জীবন গঠন করিতে গুরুবর্গের নির্ব্বাচিতসদ্গ্রন্থ আলোচনার আবশ্যক হয় তবে আমাদের চরম লক্ষ্য পারমার্থিক জীবন গঠন করিতে কেননা ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষগণের নির্ব্বাচিত সদ্গ্রন্থের আলোচনার আবশ্যক হইবে? অর্থাৎ নিশ্চয়ই আবশ্যক হইবে। ভগবৎ ভক্ত জগতে অতি দুর্লভ এবং তাহা-নির্ব্বাচন করাও সাধারণ জীবের পক্ষে সুকঠিন। তাই করুণার্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় কলিতে জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে উদিত হইয়া জগদ্গুরুরূপে আমাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন ওহে জীব তোমাদের আয়ু অতি অল্প, কবে মৃত্যু হইবে তাহারও স্থিরতা নাই, জীবন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল। শাস্ত্রও অনন্ত তাহাতে আবার বহু বিঘ্ন; সুতরাং শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ এবং ক্ষীরসমুদ্রবৎ শ্রীমদ্ভাগবতই তোমাদের একমাত্র পাঠ্য ও শ্রবণীয় গ্রন্থ। অন্য শাস্ত্রপাঠ করিয়া বৃথা কালাতিপাত করিবার আবশ্যক নাই। কারণ সারগ্রাহী

সাধুগণ বলেন —

অজ্ঞরণাহং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রং।

গৌরসুন্দরের বাক্যাপেক্ষা তাঁহারই দুই একটী নামের জীবের বাক্যের কত মূল্য ও তাহার বৃদ্ধির কত জোর এবং বৃদ্ধি কিরূপ বিশুদ্ধ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। জীব ত সর্ব্বদাই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষে দূষিত। অতএব কুসঙ্গে পড়িয়া অসার নভেল নাটকাদি পাঠ করতঃ বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া আমাদের কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরহরির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রত্যহই কিছুকাল শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করা আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক ও কর্ত্তব্য।

ভূপ্রদক্ষিণের লেখক ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় গৌরাঙ্গদেবের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কতদূর প্রচারিত হইয়াছে বলিবার কালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি আমেরিকাতে অবস্থানকালে কতকগুলি আমেরিকা বাসীকে গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা নবদ্বীপ মায়াপুর উপবাগের মহাবাগের হরিসভার পার্শ্বে সুদূরবর্ত্তী আমেরিকাবাসী ও কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরহরির আদেশ পালন করিয়া থাকে আর আমরা ঘরের ঠাকুরের আদেশ অবহেলা করিয়া থাকি তবে ইহাপেক্ষা আমাদের দুর্দৈব কি বলা যাইতে পারে। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

হরি! হরি! কো হুই বৈব ছরাশা।
সিন্ধু নিকটে যব, কণ্ঠ শুখায়ব,
কো দূর করব পিয়াসা॥

মনের উল্লাসে আপনাদের শ্রীচরণে অনেক কথাই নিবেদন করিলাম। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় এমন দিন কবে হইবে যে দিন এই বিশ্ববাসী মনুষ্যগণ তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে।

তদ্ভক্তবৈষ্ণবদাসানুদাসে
শ্রীবেদব্যাসনাথ পাল।

ভারতীয়।

মুসলীপেটায় সত্যাগ্রহ—টাটা কোম্পানী মুসলীপেটাতে যে বাঁধ তৈয়ার করিতে চাহিতেছেন, তাহার ফলে ১০ হাজার মাতলা গৃহশূন্য হইবে। এই জন্য মাতলাগণ তথায় বহুদিন যাবৎ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। হরিজনদের কিন্তু কোন অসুবিধা নাই।

ভ্রূণ আশুতোষের স্থান—মহাত্মার অসহযোগকল্পে ভ্রূণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে আর্থারে পেস হাইকোর্টের সিটিনি জজ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এডিসনাল জজ হইয়াছেন। লোক যায়, লোক আসে; কিন্তু যে দিন যায়, সে আসে না। দিন থাকতে নিত্য মঙ্গলের পথ দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ!

কোকনদ-কংগ্রেস—কোকনদে কংগ্রেসের অষ্টত্রিংশ অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতে বোঝা যায়, নেতৃবৃন্দ এবার দেশের জীবনের সমস্যাগুলি আন্তরিক আগ্রহ লইয়া মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কর্ম্মের পথের বিঘ্ন নিবসন করিয়া,—স্বরাজলাভের প্রচেষ্টাকে স্বচ্ছন্দগতিতে লক্ষ্যাভিমুখে প্রবাহিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সব হয়, কিন্তু আমরা ভাগ্যচক্রের পথে বিঘ্ন দূর করিতে প্রয়াস পাইনা, ইহাই পরম দুঃখ।

শোক সংবাদ—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবিখ্যাত অধ্যাপক এম্ ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। সকলেরই একদিন নিতাধামে যাইতে হইবে, স্মরণ রাখা ভাল। প্রস্তুত থাকা আরও ভাল।

বাঙ্গালী অধ্যাপকের সম্মান—আগামী ডিসেম্বর মাসে নেদারল্যাণ্ড সহরে যে আন্তর্জ্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তাহাতে ভারতের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কণ্যাপক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক সেন ১৯১১ খৃঃ অব্দে প্যারিসে গত আন্তর্জ্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেসে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সব ভাল, কিন্তু মানুষ ভয় বিকলে যাইতেছে, অনাদের নিষ্প্রেয়স লাভের কি উপায় হইতেছে?

গৌরীশঙ্কর অভিযান—গৌরীশৃঙ্গ আরোহণ করিবার জন্য আর একদল অভিযানকারী প্রস্তুত হইতেছে। লর্ড বোলাণ্ডসে বলিয়াছেন উক্ত দল নভেম্বর মাসের শেষভাগেই দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিতে সমর্থ হইবে। কেনারেল ব্রুস এইবারও এই দলের অধিনায়ক থাকিবেন। তা'ত হ'ল, কিন্তু ভগবৎ সেবায় আমাদের আগ্রহ কবে হবে না।

ঐক্যবাদে অসন্তুষ্ট—বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত এলাহাবাদে অসন্তুষ্ট মনে ফিরিবেন। সেই সময় হিন্দু-মহাসভার 'ব্যবস্থাপক' সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনও সেইখানে হইবে। সেই জন্য স্থির হইয়াছে, সনাতন ধর্ম্ম-পরিষদের আগামী অধিবেশন ১০ই জানুয়ারী তারিখে বারাণসীতে না হইয়া ২৪শে জানুয়ারী তারিখে প্রয়াগে হইবে। সব ভাল, কিন্তু ইহাতে ভগবৎ সেবা কতদূর হইবে?

নোট জালের মামলা—কে, ডি, সেনের সঙ্গে নোট সম্পর্কীয় ব্যাপারে শরচ্চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, বিধুভূষণ দত্ত, শরচ্চন্দ্র সরকার ও ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে আরও চারজনের নামে জাল নোট চালানোর কেস চলিতেছে। ইহাদের নিকট হইতেও নোটছাপার উপাদান পাওয়া গিয়াছে। সাক্ষ্য প্রভৃতি লওয়ার পর মামলা মুলতুবী আছে। অনর্থক অর্থব্যয় হইতেছে লোকের উৎপত্তি।

বৈদেশিক।

জার্মাণ মন্ত্রী গ্রেপ্তার—জার্ম্মাণীর বুরিঞ্জিয়ার সোস্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্টের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রী হার হারম্যান গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সোস্যালিষ্ট কর্ম্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন বলিয়াই তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। জড় জগতের এই ব্যবস্থা, আজ সিংহাসনে, কাল কারাগারে। অত বড় কাইসারের, তাহের কি হইল? তা' আমরা হাসতে বড় চাই হাসির কথা নয় কি?

কেমালের আবেদনাথ চেষ্টা—ফ্রান্সের মটন সংবাদপত্র সংবাদ পাইয়াছেন যে, যখন মুস্তাফা কেমাল পাশা তাঁর স্ত্রীর সহিত স্মর্ণাতে ছিলেন, একটী যুবক তাঁহার বাটীতে আসিয়া যুবক প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে অনুরোধ করে। তখনই একটী বোমা ছোঁড়েন মুস্তাফাকে আঘাত লাগে নাই, তাঁহার স্ত্রীকে লাগিয়াছে। আততায়ী পলায়ন করিয়াছে। উক্ত পরিচয় ব্যক্তির ভোপনায় সংবাদে অধোরাত্রে আশঙ্কা।

প্যারীতে বন্যা—সেন নদীর বন্যায় [illegible] রাজধানী প্যারিতে অনেক ক্ষতি করিয়াছে। জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈকুণ্ঠে এরূপ বাহিক বিপাক নাই।

ফ্রান্সেরেক সন্ধি—ফ্রান্স ও লেকোলাকে কিয়ার মধ্যে মিলনে আর্ম্মাণীর আতঙ্ক হইয়াছে। উপবিমুখ অংশায় বিবাদ খুবই স্বাভাবিক।

লণ্ডনে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড—ডক ভস্মসাৎ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেকে বাসগৃহ ছাড়িয়া লোক চলিয়া গিয়াছেন তখন পর্য্যন্ত ২ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক ক্ষতি হইয়াছে। নিত্য জগতে কোন ক্ষতি হয় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রতিবৎসর মধ্যে ফাল্গুনিমাসে বৈষ্ণবগণের সমক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরে বিশেষ বর্ণিত হইয়া থাকে।

গৌড়ীয়

আমাদের নিকট প্রার্থনীয় বিষয়াদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীমায়াপুর পোঃ নদীয়া।

দ্বিতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩রা মাঘ ১৩৩০, ১৯শে জানুয়ারী ১৯২৪ { ২১শ সংখ্যা

(সম্পাদকীয়)

গৌড়ীয় যখন গ্রাহকের হাতে পৌঁছে তখনই বাড়ির ছোট ছোট ছেলেরা তাহাদের অভিভাবকের কাছে গৌড়ীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। অভিযোগ আর কিছু নয় আমরা গৌড়ীয় কিছুই বুঝিতে পারি না। ঐ কাগজ নিয়ে আমাদের কোন কাজে লাগে না। কেহ বলে ও কাগজটা কেবল সংস্কৃত, কেহ বলে ঐ কাগজখানা পড়িতে একখান অভিধান সঙ্গে থাকা দরকার। মানুষের কথা কি সহজ ভাষায় লেখা যায় না? সেজন্য শিশুর উপযোগি এই প্রবন্ধটী এখানে প্রকাশিত হইল।

নিমাই।

(শিশুগণের জন্য)

প্রথম ভাগ—জন্মকাণ্ড।

গোপাল, আমি শুনিচি, তুমি তোমার ঠাকুমার কাছে রোজ গল্প-কথা শুনতে বড় ভাল বাস। গল্প-কথা তো আর কিছুই নয়, কেবল গান গল্প মাত্র। আজ আমি তোমাকে এমন একটী সতীকারের গল্প বোলবো, যা শুনলে তুমি অবাক হোয়ে যাবে, মনে ভাববে মানুষের ছেলে কি এমন হয়? এ দেবতা আমি বলি তা সত্যিকটে এ ছেলে দেবতা নয়, তার চেয়ে বড় ভগবান, যে এই সব জগৎ সংসার ছিষ্টি করেচে, এ ছেলে সেই ঈশ্বর, মানুষ নয়। মাতৃদিনী? যা তোর খোকনকে ডেকে নিয়ে আয় গল্প শুনবি এখন, বড় সুন্দর গল্প।

তোমার ঘরে ঐ যে মন ভুলোনো ছোট ছেলের ছবিখানা দেখা যাচ্চে, ওখানা কার ছবি জান? এই ছবিখানা যার মূর্ত্তি তাঁরই গল্প তোমাদের কাছে বোলবো। এ বেঞ্জুসিনের কথা নয়, প্রায় সাড়েচা'শ বছর হোলো নবদ্বীপের মায়াপুরে এঁর জন্ম হোয়েছিল। তোমরা যদি কখন নবদ্বীপে যাও, মায়াপুরে গিয়ে কত কাণ্ড দেখতে পাবে। নবদ্বীপ গেছো? জান? বাঙ্গালাদেশে নদীয়া বোলে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গার সহর কলকাতা থেকে ট্রেণে পঁচিশ ঘণ্টার

মূর্খ আর ওঁর কাও দেখবার জন্য বছর বছর কত লোক নবদ্বীপে যায়। কোন সময়ে তোমরাও গিয়ে দেখো। বড় সুন্দর!

ইনি খুব ভাল বামুনের ছেলে। এঁর বাপের নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র। বাড়ী সিলেটে। সিলেট কোথায় তা জান? সিলেট নবদ্বীপ থেকে ঢের খুব উত্তরে কোণে। তোমরা যে টুকটুকে কমলা লেবু গুলো খাও, সে সব এই সিলেট থেকে আসে। যে সময়ের কথা বলছি, তখন নবদ্বীপে অনেক বামুন পণ্ডিত বাস কোরতেন। তাঁরা রাতদিন কেবল শাস্ত্রোরের কথা নিয়ে থাকতেন। ছোট ছোট ছেলেগুলোও কেবল নেখাপড়ার কথা ছাড়া অন্য কথা বোলতো না। নবদ্বীপ যেন বিদ্যের খনি। নবদ্বীপে পোড়ে পাশ কোরলে সে বড় পণ্ডিত হোতো, আর তাঁর মানও খুব বেশী হোতো। এঁর বাপ জগন্নাথ মিশ্রিও পড়বার জন্যই নবদ্বীপে এসেছিলেন। এখানে কিছুদিন পোড়ে পাশ কোরেছিলেন। নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁকে পরমা বিদ্বান্ছিলেন পুরন্দর। সবাই সকলেই বোলত, জগন্নাথ মিশ্র, এখন থেকে পাশ পাওয়ার পর থেকে, বোলতো জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। ইনি দেখতেও বেশ সুপুরুষ ছিলেন, যেন কার্ত্তিক ঠাকুর। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, পণ্ডিতও সেই রকম—

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপের মধ্যে খুব একজন বড় গণৎকার ছিলেন। তিনি রাজবাড়ীতে গণনা পড়না কোরতেন। তাঁর বড় মেয়ে শচী সেও খুব সুন্দরী। রূপে লক্ষ্মীঠাকুরুনকে হার মানিয়ে দেয়। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ মিশ্রির রূপ গুণনা দেখে ভুলে গেলেন। মনে কোরলেন শচী আমার যেমন সুন্দরী তার সঙ্গে যদি জগন্নাথ মিশ্রির বিয়ে হয় তবে বড় ভাল হয়—মন বড় সুখী হয়। এই মনে মনে দুচারজন ভাল লোকের কাছে জগন্নাথ মিশ্রির সঙ্গে শচীর বিয়ের কথা বোলতে লাগলেন। এদিকে তলায় তলায় ঘটক ঘটকীও লাগিয়ে দিলেন। জগন্নাথ মিশ্রির সঙ্গে যাতে মেয়ের বিয়ে হয়, সে চেষ্টা খুবই হোতে লাগলো। ফলে শেষে তাই হোলো; জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের সঙ্গে শচীদেবীর বিয়ে হোয়ে গেল।

জগন্নাথ মিশ্র এতদিন ঘর দুয়োর করেন নি, এখন বিয়ে হোলো, ঘর দুয়োর না কোরলে আর চলে না। সিলেটের আর আর লোকেরা নবদ্বীপে এসে মায়াপুরে ঘর কোরে বাস কোরেছিলো। জগন্নাথ মিশ্রিও বেশের লোকের টানে সেই মায়াপুরের মধ্যেই ঘর তৈরী কোরে শচীদেবীকে নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে বাস কোরতে লাগলেন। জগন্নাথ মিশ্রি গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু খাওয়া পরার কোন কষ্ট ছিল না। বড় পণ্ডিত বোলে বিদের আদায়টা খুবই পেতেন।

শচীদেবী বাপের বাড়ী যেমন সুখে ছিলেন, জগন্নাথ বাড়ী এসেও তেমনি সুখে দিন কাটাতে লাগলেন—কোন কষ্ট নেই। কিছুদিন পরে তাঁর ছেলের সম্ভাবনা হোলো। জগন্নাথ মিশ্রি আর শচীদেবী দুজনারই মনে বড় আনন্দ—ছেলের মুখ দেখবো। দুজনাই দিন গুণতে লাগলেন—কবে দশমাস দশদিন বেঁধিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে সেই দিনের দিন এলো। শচীদেবী প্রসব করিলেন। বড় আশা—ছেলে হবে। আশার মুখে ছাই, হোলো মেয়ে। বাপ মা দুজনারই মন একটু দমে গেল। লোকে মনে ভাবে এক, ভগবান করে আর। তা কি হবে ভগবান যা দিয়েছেন তাই ভাল, তাই বেঁচে বোর্তে থাক। এই সব ভেবে সেই মেয়ে নিয়েই নাড়াচাড়া কর্তে লাগলেন। ও মা তাতেও বাদী? তাতেও বঞ্চিত। ছোড়ায় বুকো ধন সে মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে গেল—মেয়েটা মোরে গেল। কি হবে যমের সঙ্গেত আর বাদ সাধা চলে না। কাঁদাকাটা কোরে দিন কাটাতে লাগলেন। তারপর শচীর পেটে—উপরি উপরি আর কয়েকটা মেয়ে হোলো; যম সে গুলোকেও খেয়ে ফেল্লে—সে গুলোও সব মোরে গেল।

বেটা পেট থেকে পড়ে সেইটা, মোরে যায় দেখে, বাপমার মনে আর কোন আশা-ভরসা নেই। সবই ভগবানের হাত, মেয়েগুলো মোরে গিয়ে গিয়ে শেষে একটা ছেলে হোলো। আহা ছেলের কি রূপ! এমন রূপ ত' আর হয় না, বিধেতা যেন নিজনে বোসে বোসে গোড়িয়েছে—জগতে যেন আর কোন খানে রূপ রাখেনি, সব রূপ নিয়ে নিয়ে এসে এই ছেলেতে দিয়ে

দিয়েছে। এই রূপ দেখে জগন্নাথ মিশ্র ছেলের নাম রাখলেন বিশ্বরূপ। আষাঢ়োত্তর পক্ষ থেকে চাঁদ যেমন একটু একটু কোরে বাড়তে থাকে, বিশ্বরূপও তেমনি রোজ একটু একটু কোরে বড় হোতে লাগলো। বিশ্বরূপ শচীদেবী আর জগন্নাথ মিশ্রির বড় আদরের ধন। এক নিমেষ চক্ষের আড় ছেলে তাঁদের প্রাণটা বড় উতলা হোতো। এই প্রাণের পুতুলটীকে নিয়ে মনের সুখে ঘর করা কোরতে লাগলেন। আহারে দিন কাটাতে লাগলেন বটে, কিন্তু মনে একটা খেদ হোতে লাগলো। একটা ছেলে কখন কি হয়। কপালের যে রকম জোর। কথায় বলে "এক ছেলের ভরসা, ভেবে বেখলে ফরসা।" নেহেগুলো হোয়ে হোয়ে মোরে গ্যালো এ ছেলেটই বা ভরসা কি? আর একটা ছেলে যদি হোতো, তা হোলে মনের আর কোন খেদ থাকতো না।

মানুষের তো হাত নেই, সবই ভগবানের হাত। ভগবান বেন জগন্নাথ মিশ্রের আর শচী দেবীর মনের দুঃখটা শুনলেন। বিশ্বরূপ যখন নাকি দশবছরের ছেলো তখন (৮৯১ সালের মাঘ মাসে) শচীদেবীর আবার গর্ভ হোলো। ভগবান দুঃখু শুনলেন মন বড় খুসী হোলো। শচীদেবী আর জগন্নাথ মিশ্র দিন গুনতে লাগলেন কবে সন্তান প্রসব হবে। মাঘমাসে গর্ভধারণ কোরেন, তারপর বছরের মাঘ এলো তবুও প্রসব হোলো না, বড় ভাবনা হোলো। ব্যাপারখানা কি? ছেলে পেরে যা হয় একটা হোয়ে গেলে আর ভাবনার কথা থাকতোনা। মাঘে মাঘে তের মাস গেল কিছুই না। জগন্নাথ মিশ্রের'ত মহা চিন্তা। পাড়াপরশীরা পর্যন্ত ভেবে আকুল, হয়তো পেটে কিছু নেই। শচীদেবীর বাপ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী খুব ভাল গণৎকার, রাজবাড়ীর গণৎকার। পাড়া পরশীরা সকলে মিলে পরামর্শ কোরে, পেটে কি আছে গোণাবার জন্য তাঁর কাছে গ্যালো। গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর! একটু দয়া কোরে দেখুন তো বৌএর পেটে কি আছে। দশ মাসে প্রসব হবে, না তের মাস যায় তবুও ছেলে হোলো না। কথাটা কি?

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী যে মেয়ের জন্য একবারও ভাবেন নি তা নয়, ভেবেছেন, তবে একটা কথা কন নি। আজ পাড়ার পাঁচজনের কথা শুনে মনটা একটু দমে গ্যালো। তিনি গুণতে আরম্ভ কোরলেন। বেশ করে গুণে গুণে বোল্লেন, "তোমরা কেও ভেবো না, পেটে এক মহাপুরুষ আছেন। শ্রীগগিরিই প্রসব হবে।" কথাটা শুনে সবাই আশ্বস্ত হোলো, ভাবনা চিন্তা দূরে গ্যালো। হাঁসি মুখে বাড়ী ফিরে এসে, জগন্নাথ মিশ্র আর শচী দেবীকে সকল কথা শুনিয়ে দিলে। প্রসবের বেরি দেখে এরা দুজনাও একবারে মহাবিভ্রাটে পোড়ে গিয়েছিলেন। আজ পাড়া পরশীদের মুখে এই কথা শুনে যেন কুল পেলেন, ভাবনা দূর হোলো। তা ছাড়া শচী মনে মনে অহঙ্কার কোরতে লাগলেন, বাবা যখন গুণে বোলেছেন রাজবাড়ীর পণ্ডিত, পেটে মহাপুরুষ আছে, তখন আমার চেয়ে ভাগ্যবতী সংসারে কে আছে? জগন্নাথ মিশ্র মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমার স্বশুর যখন গুণে বোলেছেন অমন পণ্ডিত আমার ঘরে মহাপুরুষ আমি কি ভাগ্যবান। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কথায় সকলেরই মনের ধুকধুকুনি দূর হোয়ে গ্যালো বটে, কিন্তু সবাই সেই প্রসবের দিনের দিকে চেয়ে থাকলো কবে ছেলে প্রসব হবে। সাত মাস মাস পুটিয়ে গ্যালো, ফাল্গুনমাস এসে পোলো, ফাল্গুন মাসেরও এক এক কোরে দিন যেতে লাগলো, কোন কিছুই না, ছেলে হবার নামও নেই। হঠাৎ একদিন এক মজা হোলো, সবাই দেখতে লাগলো যেন পশ্চিম আকাশ থেকে একখানা তামার থালা খোসে নীচে পোড়ে যাচ্ছে, আর পূব আকাশ থেকে পাকা চকচকে একখান রূপোর থালা উপর পানে ঠেলে উঠল। বড় সুন্দর, চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। ধপধপে আলো সে আলোতে ঘর দুয়োর গাছপালা সব জগৎ সংসার যেন হাঁসছে। দেখে মনে এমন ফূর্ত্তি হোচ্ছে যে তার আর কি বোলবো। ফূর্ত্তিটা যেন গুমরে গুমরে উঠছে। দেখে পাক পাকালী শুদ্ধ পর্য্যন্ত মনের আনন্দে ডালে বোসে কিচির মিচির কোরে ভগবানের গুণগান কোরচে, কতকগুলো আবার গান কোরে কোরে উড়ে বেড়াচ্ছে! সারা সংসারটা যেন আহ্লাদে ভোরে গিয়েচে, আর ধরে না, আনন্দ

উৎসবে পৌঁছেছে।

জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর উঠোনে একটা বড় নিমগাছ ছিল। ফাল্গুন মাস একটু একটু গরম পড়ে গিয়েছে। শচীদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পুত্রিমের চাঁদের এই রকম চোক ঝলসানো চেহারা আর জগতের হাসি ভরা ভাব দেখলেন। হঠাৎ পেটে একটু ব্যাথা হোলো, দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, যেমন বোসেছেন অমনি এই ছেলেটি ঐ কোলের সাম্নে ঘর মূর্ত্তি দেখতে পেলো আমি যে ছেলের কথা বোলতে বসিচি, মাটিতে পোড়ে গ্যালো। কাছেই সূতিকে ঘর ছিল, তাড়াতাড়ি ছেলেটা নিয়ে শচী দেবী সেই ঘরের ভেতর চুকলেন। আহা! কি চেহারা! গায়ের রঙ সবখানা আলো কোরে ফেলে। যেমন নাক, তেমনি চোক, তেমনি ভুরু, নাক তো নয় যেন পক্ষি পক্ষির ঠোঁট খানি, চোক তো নয় যেন পদ্ম বুকের পাপড়ী মেলিয়ে রেখেচে, ভুরু তো নয় যেন ধনুক দুখান ছুড়ে রেখেচে, ঠোঁট দুখানা লাল টক টোকে যেন বাদুড়ী দুধ ফুটে বেরেচে, হাতে পায়ে যেন আলতা পোরিয়ে দিয়েছে, রক্ত ফুটে পোড়চে। চোদ্দমাস পেটে থেকে তার পর পোড়েচে, দেখতেও ছোট খাট নয়, এসব ছেলের চেয়ে অনেক বড়। রূপে ঘর আলো কোরে ফেলেচে। মাথিক যুক্তো যেন উছলে পোড়চে। চাঁদের এহেন রূপ ধোপে আলো এতক্ষণ জগৎ সংসারকে যেন হাঁসাচ্ছিল, সে আলো ঢিমে পোড়ে গেল। এই ছেলের গায়ের আলোতেই সব জগৎ সংসার ভোরে গ্যালো। চাঁদের আলো ঢিলে পোড়ে গ্যালো দেখে, লোকে বোল্লে চাঁদে গ্রহণ লেগেচে। চার দিক থেকে মেয়ে, ছেলে, জোয়ান, বুড়ো, মেয়ে মিন্‌সে সকলেই কেবল হরি বোল, হরি বোল বোলতে আরম্ভ কোল্লে। নবদ্বীপটা যেন নাচিয়ে তুল্লে। শুদ্ধ কি হরি বোল, তার সঙ্গে নাচনা আর লাফালাফি। যে সেটা দেখতে, তবে তুমিও না নেচে থাকতে পারতে না। হরি বোল বোলতে বোলতে একজন আর একজনের গায়ে ঢলে পড়ছে, আবার লাফালাফি দিতে দিতে এদিকে আসে। ভারি মজা, সব লোক যেন হরি বোলতে বোলতে পাগল হোয়ে গেল।

নবদ্বীপের মধ্যে যেখানে যাও সেই খানেই এই মজা গঙ্গার ঘাটেও লোকে লোকারণ্য। এত লোক, যে গুণে সংখ্যে করা যায় না, চারদিকে লোক গিস গিস কোরচে অথচ কত মজা। কেও নাইচে, কেও সাঁতার দিচ্চে কেও বা জল ছিটুচ্চে, আর হরি বোল হরি বোল বোলচে। হরি বোলটা কারো মুখে বাধ নেই। ভারি মজা।

সারা নবদ্বীপ আর গঙ্গার ঘাটে তো এই ব্যাপার, জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে আবার কি মজা শোন, শচী দেবী আর জগন্নাথ মিশ্র ছেলের চেহারা খানা দেখে আহ্লাদে আটখানা হোয়ে গেলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে বসে হরিনাম কোরতে লাগলেন। জগন্নাথ মিশ্র মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমার শ্বশুর বলেছিলেন পেটে বরপুরুষ আছে, তা সত্য বটে, কোন দেবতা এসেছেন নিশ্চয়ই। নইলে এরকম ছেলে কি হয়? কত ছেলে দেখিচি, এরকম তো কোথাও দেখিনি। শচী দেবী মনে কোরতে লাগলেন, বাবা যা শুনে বোলেছিলেন তা ঠিকই বটে। শুনতে পাই যখন যখন ভগবান কারু কারু পেটে জন্মালেন, দেবহুতির পেটে কপিল জন্মে ছিলেন, কৌশল্যার পেটে রাম জন্মে ছিলেন, দেবকীর পেটে কেষ্টো জন্মে ছিলেন। এ ছেলে হয় তো তাই হবে। না হোলে ছেলের গায়ে এত আলো, এতরূপ? ভাগ্যের এ রকম নয় যেন তিন চার মেলে ছেলে। আমার এই বয়সে কত ছেলে হোতে দেখলাম, কৈ কিছুই না আলো ঘরের কথা দুটো পিদীম জ্বালালেও ভাল কোরে দেখা যায় না। এছেলে নিশ্চয়ই দেবতা। শচী দেবী আর জগন্নাথ মিশ্র এই রকম ভাবচেন আর আহ্লাদে ডগ মগ হোয়ে যাচ্চেন।

শচী দেবীর ছেলে হোয়েছে একথা তারের খবরের মত নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে পৌঁছিল। তের মাস পেটে থেকে চোদ্দ মাসের কালে ছেলে হোলো, সকলেই মনের সাধ—দেখবো কি হোয়েছে মানুষ হোয়েছে কি ঠাকুর হোয়েছে। ঘর সংসার ছেড়ে ছেলে পিলে ফেলে

জনে থাকার বাজকর্ম্ম সব বাখিয়ে সকলেই জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর দিকে ছুটলো।

হরিশরণ গুরুগৃহে।

তৃতীয় দিবস।

আজ ব্রজপত্তনে মহাধুমধাম। খুলনা হইতে ভক্তিসিন্ধু-প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে শ্রীব্রজপত্তনে আগমন করিয়াছেন। ব্রজপত্তন আজ হরিকথা-কোলাহলে এবং মৃদঙ্গকরতালের বাদ্যসহ উচ্চ হরিগুণ-কীর্ত্তনে মুখরিত। ব্রজপত্তনেশ্বরের ভোগরাগেরও আজ বেশ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। হরিশরণ ও ভক্তিসিন্ধুপ্রমুখ ভক্তগণ স্থির করিয়াছেন যে মহাপ্রসাদাদি-সেবনান্তে, শ্রীনবহরি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে শ্রীব্রজপত্তনেশ্বরের সেবার ভার রাখিয়া শ্রীগুরুদেবসহ আজ মৃদঙ্গকরতালযোগে হরিনামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীপৃথুকুণ্ড, শ্রীসীমন্তদ্বীপ ও শ্রীবিশ্রামস্থলাদি স্থান দর্শন করিতে যাইবেন।

শ্রীব্রজপত্তনেশ্বরের পূজা ও ভোগরাগাদি যথাকালে মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হইলে শ্রীগুরুদেব মহাপ্রসাদ সেবা করিলেন। তৎপরে ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্টসহ মহা-মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিলেন। ভক্তগণের প্রসাদ সেবা এক অপূর্ব্বদর্শন। ঘন ঘন 'সাধুসাবধান' রোল, প্রসাদ-মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, গুরুদেব ভক্তগণ এবং শ্রীব্রজপত্তনেশ্বরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভক্তগণ প্রসাদসেবা সমাপন করিলেন। স্বল্পক্ষণ বিশ্রামের পর শ্রীগুরুদেবসহ মৃদঙ্গকরতালযোগে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে বহির্গত হইলেন। শ্রীগঙ্গানগরে যাইয়া কিছুক্ষণ অত্যুচ্চ কীর্ত্তনসহ উদ্দণ্ড নৃত্যকরণানন্তর এক বৃক্ষতলে সকলে উপবেশন করিলে শ্রীগুরুদেব কহিতে লাগিলেন—

"ভক্তগণ, অন্তর্দ্বীপের প্রান্তস্থিত এই স্থানটির নাম শ্রীগঙ্গানগর। ইক্ষ্বাকুবংশধর রাজা ভগীরথ পিতৃলোক উদ্ধার-কল্পে, হিমাদ্রি হইতে শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভব গঙ্গাকে যখন আনয়ন করিতেছিলেন, তখন এইস্থানে কাঁদিয়া গঙ্গা আর অগ্রসর না হইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। রাজা ভগীরথ ইহা দর্শন করতঃ ভীত হইয়া, এই নগরে অবস্থানপূর্ব্বক বহু তপস্যাদি করিলে, শ্রীগঙ্গাদেবী তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—'বৎস ভগীরথ, এইটি নবদ্বীপধাম, আমি যাঁহার চরণোদ্ভবা, সেই আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ফাল্গুনপূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণের স্থান এইটী। ঐ তিথিতে এইস্থানে আমার কিছু কৃত্য আছে। এখন যাও মা, তুমি কিছুকাল এখানে স্থির হইয়া থাক। ঐ তিথি অন্তে তোমার পিতৃলোক উদ্ধার মানসে যাইব।'

ভক্তগণ, এইস্থানের মাহাত্ম্য শ্রবণ। যে জন ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গাস্নানকরতঃ উপবাসী হইয়া এই শ্রীগঙ্গা-নগরে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করেন, তিনি এক সহস্র পূর্ণপুরুষসহ, যে কোনস্থানে দেহপাত হউলেও শ্রীগোলোক-ধাম প্রাপ্ত হন। আমাদের আরাধ্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গ এইস্থানে বহুবার নৃত্য করিয়াছিলেন। ঐ দেখ, ঐ স্থানে শ্রীগঙ্গাদাস ও শ্রীগঙ্গাধরের গৃহ অবস্থিত ছিল।

ভক্তগণ, এই শ্রীগঙ্গানগরের পূর্ব্বভাগে ঐ যে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা দেখিতেছ, উহার নাম ব্রহ্মদীর্ঘিকা। সত্যযুগে, পৃথুমহারাজ যখন পৃথিবীর উচ্চনীচস্থান সকল কাটিয়া সমতল করিতেছিলেন, সেই সময় এইস্থান কাটিতে আরম্ভ করিলে, ইহার ভিতর হইতে মহাজ্যোতির্ম্ময় এক প্রভা উত্থিত হইয়া থাকে, কর্ম্মচারিগণ মহারাজকে এই খবর জানাইলে, শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার পৃথুমহারাজ এই স্থানে আগমনকরতঃ ধ্যানে জ্ঞাত হইলেন যে এইটি শ্রীনবদ্বীপধাম। স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার জন্য, এইস্থানে তিনি মনোহর এক কুণ্ড প্রস্তুত করিতে কর্ম্ম-চারিগণকে আদেশ করিলেন। মহারাজের আজ্ঞামত এখানে যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার নাম ছিল পৃথুকুণ্ড। পরে হিন্দু মহারাজ লক্ষ্মণসেন পিতৃলোক উদ্ধার-আশায়, এই কুণ্ড পুনরায় খনন করিয়া ব্রহ্মদীর্ঘিকা নাম রাখিয়াছিলেন। ঐ দেখ, এখনও মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ভগ্নগৃহ দৃষ্ট হইতেছে। পরে যবনগণ এইস্থানে শ্রীমূর্ত্তির অপমান করায়, ভক্তগণকর্ত্তৃক এইস্থান পরিত্যক্ত হইয়া-

ছিল। তবধি কোন ভক্ত অদ্যাপি এস্থানে বাস করেন নাই।

সকলে মহানন্দে হরিধ্বনি দিয়া উঠিয়া পুনরায় শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দক্ষিণে শ্রীসীমন্তদ্বীপে আগমন করিলেন। এখানেও কিয়ৎকাল নৃত্যকীর্ত্তন করণানন্তর সকলে উপবিষ্ট হইলে, শ্রীগুরুদেব কহিতে লাগিলেন—

"ভক্তগণ, গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত শ্রীনবদ্বীপ-প্রান্তস্থ এই স্থানের নাম শ্রীসীমন্তদ্বীপ, ডাকনাম সিমুলিয়া। সত্যযুগে, এখন যেখানিদেব মহেশ্বরকে "শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া প্রেমে নৃত্য করিতে দেখিয়, পার্ব্বতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব, শ্রীগৌরাঙ্গ কে? আমায় কৃপা করিয়া বলুন, যাঁহার নামকরতঃ আপনি এতদূর প্রেমোন্মত্ত হইয়া মুহুর্মুহু নৃত্য করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া আমার প্রাণমন মোহিত হইতেছে।" তখন দেব মহেশ্বর উত্তর করিলেন,—"দেবি, তুমি যে হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধার অংশ হইয়া জগৎস্থিতির আদ্যাশক্তি হইয়াছ, সেই রাধার ভাবকান্তি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ এবার কলিতে শ্রীমায়াপুর ধামে শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হইবেন এবং পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া প্রেমধন বিতরণ করিবেন। সেই প্রেমধন পাইবার আশায় আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। তাই আমি কাশী ত্যাগ করিয়া শ্রীমায়াপুর ধামের সীমান্তে শ্রীভাগীরথীর তীরে এক কুটীরে বাসকরতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনা করিব মানস করিয়াছি।" দেব মুখ-নিসৃত এই বাক্য শুনিয়া দেবীও এইস্থানে আগমন করতঃ প্রেমভাবিতচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান করিতে থাকেন। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘকলেবর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চাঁচরকেশ, গলদেশে ফুলমালাশোভিত শ্রীগৌরাঙ্গ রূপাপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দেবীকে দর্শন দান করিলে, শ্রীপার্ব্বতী সতী তাঁহার নিকট আকুলপ্রাণে প্রেম যাচ্ঞা করিয়া, পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই এইস্থানের নাম শ্রীসীমন্তদ্বীপ। তদবধি মহেশ্বরী প্রৌঢ়মায়া সীমন্তিনীরূপেরূপে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে মত্ত হইয়া মায়াপুরধামের কোন স্থানে বাস করিতেছেন।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে ভক্তগণ প্রেমোল্লাসে হরিধ্বনি করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ প্রেম-ভরে নৃত্যকীর্ত্তন করণানন্তর সকলে কাজীর নগরে গেলেন। তথায় চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে চম্পকবৃক্ষতলে কাজীর সমাধি হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সেই বৃক্ষতলে সকলে উপবেশন করিলে, শ্রীগুরুদেব কহিতে লাগিলেন—

"ভক্তগণ, কৃষ্ণাবতারের মথুরার কংস, এবার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে কাজীনগরের চাঁদকাজী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব এইস্থানকে মথুরা এবং চাঁদকাজীকে মাতুল বলিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন সর্ব্বপ্রথম মৃদঙ্গ-করতালযোগে শ্রীহরিকীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন, সেই সময় এই চাঁদকাজী মৃদঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া বহু অত্যাচারকরতঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনে বাধাপ্রদান করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তখন নৃসিংহরূপে কাজীকে বিষম ভয় দেখাইলে, কাজী তাঁহার শরণাগত হন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণাপরাধিজন অক্ষয় নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অপরাধিজন প্রেমরত্ন লাভ করেন। এই হেতুই শ্রীগৌরলীলা সর্ব্ব প্রধান। এই চম্পকবৃক্ষতলে চাঁদকাজীর সমাধি হয়। এই সমাধিপীঠ যিনি দর্শন করেন, তাঁহার আধি ব্যাধি সকল নাশ প্রাপ্ত হয়।"

তৎপরে সকলে অতঃপরে পশ্চাদ্বর্ত্তিক নগরে গেলে, শ্রীগুরুদেব কহিলেন,—

"ভক্তগণ, ঐ দেখ শঙ্খডাঙ্গা। যবনরাজের অত্যাচার কালে শ্রীজগন্নাথদেব দয়িতাসহ ঐ স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই জন্য ঐ স্থান শ্রীপুরুষোত্তমধামের সমান।"

অনন্তর সকলে তত্ত্বরায়প্রায় পার হইয়া খোলাবেচা শ্রীধরের আলয়ে আগমন করিলে, শ্রীগুরুদেব কহিলেন——

"ভক্তগণ, এই শ্রীধরের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম শ্রীবিশ্রামস্থান। শ্রীজগন্নাথপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া, যে যে পথে তিনি কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইবেন, সেই সব পথে জলকষ্ট নিবারণার্থে, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এক রাত্রে ষাটটি কূপ খনন করিয়াছিলেন। সেই কূপের কাজীনগরে খনন হয়। নিকটে ঐ যেখ খোলাবেচা শ্রীধরের বসবাস স্থান। উহার নিকটে ঐ যে সরোবর দেখিতেছ, ঐ

সরোবরে মহাপ্রভু কোন সময় জলক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীবরের খোলা লইয়াছিলেন।

অদূরে ঐ দেখ মহামারি গ্রাম। এই গ্রাম সম্বন্ধে এক পৌরাণিক কথা আছে, বলিতেছি শুন—শ্রীবলদেব তীর্থযাত্রা করিয়া বহুতীর্থাদি ভ্রমণানন্তর নবদ্বীপে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই সময় তথাকার ব্রাহ্মণবর্গের নিকট মহাসুরের কথা শুনিতে পান। অনন্তর ঐ মহামারিগ্রামে মহাসুরের সহ বলদেবের যুদ্ধ হয় এবং বলদেব মহাসুরকে নিহত করেন। এই জন্য উহার নাম মহামারি গ্রাম। এই মহামারি গ্রাম ব্রজের তালবন সদৃশ।"

অনন্তর তথা হইতে সকলে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে করিতে শ্রীরূপসনাতন প্রত্যাবর্তন করিলেন। সকলে হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্বক শ্রীমালিকাহস্তে শ্রীহরিনাম জপ করিতে করিতে শ্রীগুরুদেব সমীপে আসীন হইলে, শ্রীহরিবর প্রশ্ন করিলেন,—"প্রভো, আপনকার প্রতিশ্রুতি অনুসারে অদ্য আমাদিগকে শ্রীনামাপরাধ সম্বন্ধে উপদেশ করত: কৃতার্থ করুন।"

শ্রীগুরুদেব ভক্তিসিদ্ধুপ্রমুখ ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া করিলেন,—"ভক্তগণ, আমি নামাপরাধ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি, সকলে মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর।

শ্রীনামাপরাধ দশবিধ, যথা পাদ্মে,—

'সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।
শিবস্য যো বিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্ব
শুভ ক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥'

অর্থাৎ (১) সাধুনিন্দা, (২) বিষ্ণু হইতে অন্যদেবে স্বতন্ত্রবুদ্ধি (৩) নামতত্ত্বোপদেষ্টা গুরুর নিন্দা, (৪) শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দা, (৫) হরিনামের অর্থবাদ করা। (৬) নামবলে পাপবুদ্ধি, (৭) অন্য শুভ কর্মের সহিত শ্রীনামের সমভাজ্ঞান, (৮) শ্রদ্ধাহীন বিমুখজনকে শ্রীনামোপদেশ, এবং (৯) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য জানিয়াও প্রীতিরহিতা (১০) অহংমমাদি আসক্তি-হেতু সংসারে মজিয়া শ্রীনামভজনে উদাসীন হওয়া—এই দশটি নামাপরাধ।

কথিত অপরাধগুলির মধ্যে অধিকাংশই মায়াবাদরূপ দুষ্টবুদ্ধির উদয় হইলে সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে সেই মায়াবাদ দ্বারা চিত্ত কলুষিত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। একটি করিয়া নামাপরাধ ব্যাখ্যা করিতেছি,—সাধুনিন্দা প্রথম অপরাধ শ্রবণ কর,—

'সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।'

অর্থাৎ সাধুনিন্দা পরম অপরাধ। এখন সাধু কে এবং তাঁহাকে চিনিবার উপায় কি, তাহা জানা আবশ্যক। একমাত্র সাধু লক্ষণ দ্বারাই সাধুকে চেনা যাইতে পারে। এই সাধু লক্ষণবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহার অনুবাদ বাঙ্গালা পয়ারচ্ছন্দে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

'কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিত-ষড়্ গুণ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবিদক্ষ মৌনী॥'

এই সব লক্ষণ আবার স্বরূপ ও তটস্থভেদে দ্বিবিধ। একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণতাই স্বরূপলক্ষণ এবং অন্যান্য

তখনমাত্র তটস্থ লক্ষণ নামে খ্যাত। কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রীনামের প্রতি রুচির উদয় হইলে, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীনামগান করিতে করিতে যখন তাহার কৃষ্ণৈকশরণতা আসিয়া যায়, সেই সময় হইতে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণের উদয় হয় এবং এই স্বরূপলক্ষণ উদিত হইলে পর দৃঢ় শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার তটস্থ লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। তটস্থলক্ষণসমূহ সাধুর দেহে অল্প প্রকাশিত হইলে বটে, কিন্তু সহসা বা এককালে প্রকাশিত হয় না, ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

অধুনা সাধুনির্ণয় করা বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কেননা বহু অসৎ কপটাচারী ব্যক্তি তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত সাধুর নানারূপ বেশ গ্রহণ করতঃ এবং সাধুর স্বরূপ বা তটস্থ লক্ষণগুলির ভাণ করতঃ, সাধারণ লোকসমূহকে প্রতারণা করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী ইত্যাদি আশ্রম-চিহ্নদ্বারা অথবা শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বর্ণচিহ্ন দ্বারাও আজকাল সাধুনির্ণয় করা যায় না, কারণ এই সকল আধুনিক আশ্রম বা বর্ণ, পারমার্থিকগণের শাস্ত্রানুগ সত্যবিচার দ্বারা বিহিত নহে, অপারমার্থিক কলিসমাজ দ্বারা কল্পিত ও সংগঠিত।

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী সাধুর প্রতি মহাপ্রভুর যে আদেশ আছে, তদ্দ্বারা শ্রবণ করিলে, তোমাদের সাধুনির্ণয়ের পথ কতকটা সুগম হইবে। সপ্তগ্রামবাসী, বৈষ্ণব গৃহস্থ রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থসাধুর কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

পুনরায় ঐ রঘুনাথ গোস্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন :—

"প্রাকৃত কথা না শুনিবে, প্রাকৃত বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গৃহী বা গৃহত্যাগী উভয় সাধুর স্বরূপলক্ষণ একই অর্থাৎ কৃষ্ণৈকশরণতা।"

ভক্তিসিদ্ধ প্রশ্ন করিলেন,—"প্রভো, যদি কাহারও কৃষ্ণৈকশরণতা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার আচার ব্যবহারগুলি যাবতীয় গর্হিত হয়, তবে তাঁহাকে সাধু বলা যাইবে কিনা, কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন।"

গুরুদেব কহিলেন,—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন :—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ অতি সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য চিত্তে ভজনা করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই সাধু, কারণ তাঁহার পূর্ব্বস্বভাবগত কিংবা ঘটনাবশতঃ অসদাচারাদি থাকিলেও, সত্বরই সে সমুহ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তিনি পরমশান্তি অবশ্য লাভ করিবেন। তিনি কখনই নষ্ট হইবেন না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।

সুতরাং হে ভক্তগণ, ভগবদ্ভক্তিপথারূঢ় ঐকান্তিক সাধুগণের দুরাচারাদি লক্ষ্য করিয়া কখনও নিন্দা করিওনা, তাহা হইলে মহদপরাধে পতিত হইবে। শ্রীউপদেশামৃতে উক্ত আছে :—

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥"

অর্থাৎ যেমন নীরধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্বুদ, ফেন ও পঙ্কদ্বারা মলিনীকৃত হইলেও ব্রহ্মদ্রবত্বধর্ম্ম হইতে পরিত্যক্ত হন না, সেইরূপ ঐকান্তিক ভক্ত সাধুগণ, প্রাকৃত দেহগত কদর্য্যলক্ষণ, কুগঠন ও জন্মাদিজনিত কুদর্শন এবং স্বভাবগত

নীচবর্ণতা, কর্কশতা ও আলস্যাদি দোষযুক্ত হইলেও, অসাধু বলিয়া নিন্দিত হইতে পারেন না। সুতরাং সাবধান, এই সমস্ত লক্ষণ অবলম্বন করিয়াও যেন সাধুনিন্দারূপ ভীষণ অপরাধে পতিত হইও না।

অসৎসঙ্গে সাধুর অবজ্ঞা এবং সাধুনিন্দার উৎপত্তি হয় এবং সাধনভজন নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কোমলশ্রদ্ধ সাধকগণকে রক্ষা-করণোদ্দেশে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উপদেশ করিয়াছেন—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

অর্থাৎ ভজনে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, সাধকগণ সমস্ত অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। অসৎসঙ্গ দুইপ্রকার যথা :—(১) স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ এবং (২) কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ।

(১) **স্ত্রীসঙ্গী দ্বিপ্রকার**, যথা :—

(ক) যাহারা পরস্ত্রী-সঙ্গী।

(খ) যাহারা বৈধরূপে স্ব-স্ত্রীতে রত।

কিন্তু নিজ স্ত্রীসহ লাম্পট্যপরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূল সংসার করিলে শাস্ত্র তাহাকে অসৎ বলেন না। এই পুণ্যময় আশ্রম দ্বারা অনুবিধার কোন আশঙ্কা নাই।

(২) **কৃষ্ণাভক্তগণ ত্রিবিধ**, যথা—

(ক) **আত্মারামী**, যাহারা শ্রীভগবানের নিত্যস্বরূপ মানেন না, কৃষ্ণাদি মূর্ত্তিকে মায়ানির্ম্মিত মনে করেন এবং জীবকেও মায়ানির্ম্মিত তত্ত্ব বলিয়া জানেন।

(খ) **প্রতিষ্ঠাবর্জ্জী**, যাহাদের অন্তরে ভক্তি বা বৈরাগ্য নাই, কেবল কার্য্যোদ্ধারের জন্য শঠতার সহিত বেশাদি রচনা করিয়া থাকেন।

(গ) **নিরীশ্বর**, যাহারা নাস্তিক, যাহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস আদৌ নাই।

এই সকল অভক্ত এবং পূর্ব্বোক্ত দুইপ্রকার স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ হইতে সাধু-অবজ্ঞা ও সাধুনিন্দার উৎপত্তি হয় এবং ভজন সাধন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আবার যদি কেহ বলেন যে, ইহারাও সাধু, ইহাদের সঙ্গত্যাগ করিলে সাধুনিন্দা হয়, তবে তাহার সঙ্গও অল্পমাত্র বিদ্বেষ না করিয়া পরিত্যাগ বিধেয়।

শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁহার নামাশ্রয়কারী ভক্তগণই যে শ্রেষ্ঠ সাধু তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

অর্থাৎ, তপস্যা, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগকাণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া যাহারা ভগবদ্ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত এবং শ্রেষ্ঠ সাধু। ভগবদ্-ভজনকারী এই সাধুগণ চৌষট্টিপ্রকার ভক্তাঙ্গের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠাঙ্গ শ্রীনামকে প্রধানভাবে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য ভক্তাঙ্গ সহ শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। এই সাধুগণ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ত্রিবিধ সাধুর লক্ষণ-বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—

(১) **কনিষ্ঠ সাধুর লক্ষণ**—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা লৌকিক বা পারিবারিক প্রথাক্রমে পরমশ্রদ্ধাযুক্ত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চামূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের পূজা করেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা অবগত না হওয়ায়, হরিভক্তজনের পূজা করেন না, তাঁহারা কনিষ্ঠ সাধু অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিপথে আরূঢ় হইতেছেন মাত্র। এই কনিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীনামাভাসের অধিকারী।

(২) **মধ্যম সাধুর লক্ষণ**—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞ-লোকে কৃপা এবং বিদ্বেষিজনে উপেক্ষা করেন, তাঁহারা মধ্যম ভক্ত বা সাধু। এই মধ্যম সাধুগণ শ্রীনামের এবং শ্রীনামভজনে অপরাধাদি-বিচারের অধিকারী।

(৩) **উত্তম সাধুর লক্ষণ**—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

এবং আমার আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে কৃতজ্ঞতাতে অর্পণ করেন, তাঁহারা উত্তম ভক্ত বা সাধু। ইঁহাদের নামাপরাধ কখনই সম্ভবপর নহে। ইঁহারা নিরন্তর কেবলমাত্র শুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মোট কথা, যাঁহার যে পরিমাণে কৃষ্ণৈকশরণতা লাভ হইয়াছে এবং শ্রীভগবন্নামে রুচি উৎপন্ন হইয়াছে তিনি সেই পরিমাণে সাধুত্ব লাভ করিয়াছেন।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শিক্ষাষ্টকে কৃষ্ণৈকশরণাপন্ন সাধুগণ কিরূপে কৃষ্ণনাম করিবেন তৎসম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অর্থাৎ তৃণাপেক্ষা আপনাকে হীন মনে করিয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, নিজে মানশূন্য হইয়া অপরকে সম্মান দান করতঃ, সর্ব্বদা শ্রীহরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া, নিজে মানশূন্য হইয়া অপরকে সম্মান দান করা এবং কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন প্রভৃতি সর্ব্বোত্তম সাধুর লক্ষণ।

কথিত গুণসমন্বিত সাধুগণ জগদ্গুরু। তাঁহারাই জগতের বন্ধু এবং সর্ব্বজীবে কৃপাময়। এইরূপ সাধুগণের নিন্দাকারীর অনন্তকালের জন্য মহারৌরব অবশ্যম্ভাবী, নিন্দাকারী নির্ব্বোধ পামণ্ডব্যক্তির পতিতপাবন শ্রীভগবন্নামে কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রদ্ধা থাকিলে, কখনও শ্রীনামাশ্রয়কারী শ্রেষ্ঠ সাধুগণের নিন্দা করিতে পারে না। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এমত নারকীর রৌরব হইতে উদ্ধারের চেষ্টা ত আদৌ নাই, উপরন্তু ইহারা জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিতে করিতে রৌরব হইতে মহারৌরবের দিকে ধাবমান হইতেছে। শ্রীনাম এরূপ সাধুগণের নিন্দা কখনই সহ্য করেন না। শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ করিলে, শ্রীনামের শরণাপন্ন হইয়া, শ্রীনামকৃপাবলে অপরাধী অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু সাধুনিন্দানামক মহাপরাধ হইতে অপরাধিজনকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং এবং তদীয় শ্রীনামও কখনই মুক্ত করেন না যতদিন পর্য্যন্ত সেই অপরাধী অনুতাপ করিতে করিতে নিন্দিত সাধুর শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করতঃ শ্রীনামের শরণাপন্ন না হন, ততদিন তাহার কুৎসিত হইতেও অধিকতর কুৎসিত অন্ধ অন্ধান্তরভোগ এবং মহারৌরব যন্ত্রণা কোনক্রমেই ঘুচে না।

সাধুগণের দেহে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিরাজিত। তাঁহাদের কৃপাতেই শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি লভ্য, অন্য কোন উপায়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উপদিষ্ট হইয়াছে—

"ভক্তপদরেণু আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত অবশেষ তিন সাধনের বল॥"

অর্থাৎ সাধুর মহাকল্যাণকর পদরেণু, পদজল, এবং ভুক্তাবশেষদ্বারাই পতিত জীবগণ উদ্ধার পাইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু যিনি সাধুনিন্দাকরতঃ সাধুগণ হইতে দূরে অবস্থান করিলেন, তাঁহার ঐ ত্রিবিধ মহামঙ্গলকর দ্রব্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়?"

ভক্তগণ মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—"প্রভো! ভ্রম প্রমাদবশতঃ যদি কেহ সাধুনিন্দা করিয়া বসেন, তবে তাহার উদ্ধার কিরূপে সম্ভব হইবে?"

গুরুদেব কহিলেন,—"বৎস, তাহা হইলেও নিন্দাকারী যখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, যে সাধুর নিকট অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীচরণযুগল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন সদা-দয়ার্দ্রহৃদয় সাধুগণ অবশ্য কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। এতদ্ভিন্ন সাধুনিন্দারূপ মহাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার অন্য কোন পন্থা নাই।

বৎসগণ, তোমরা সাধুনিন্দানামক ভীষণ অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে এবং নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী ভজনপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে। তোমরা অদ্য অধিক পরিশ্রম করিয়াছ, রাত্রিও অনেক হইয়াছে, প্রসাদ সেবা করিয়া সকলে বিশ্রাম করগে যাও। আগামী কল্য অবশিষ্ট অপরাধ বিষয়ে বলিবার চেষ্টা পাইব।"

অনন্তর ভক্তগণ মহোল্লাসে হরিধ্বনি দিয়া খোলকরতালিযোগে কীর্ত্তন করিলেন:—

"(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
রাধা গোবিন্দ বল," (৪বার)
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল।
রাধা গোবিন্দ বল, (৪বার)
গুরুকৃপা জলে নাশি বিষয় অনল।
রাধা গোবিন্দ বল, (৪বার)
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহগেহাদি সকল।
রাধা গোবিন্দ বল, (৪বার)
অনন্য ভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল।
রাধা গোবিন্দ বল, (৪)
কৃপানুগ বৈষ্ণবের পিয়া পদজল।
রাধা গোবিন্দ বল, (৪বার)
দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি মুক্তি ফল।
রাধা গোবিন্দ বল, (৪বার)
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল।
রাধা গোবিন্দ বল, (৪বার)
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল।
রাধা গোবিন্দ বল (৪বার)"

সমালোচনা।

গত ২০শে পৌষ তারিখের গৌড়ীয় পত্রে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন এম্, এ, বি, এল মহোদয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত, "লৌকিক ও আপবর্গী ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের অন্যত্তরে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে মর্ত্ত্যের দেবতাস্বরূপ পিতামাতা ও প্রিয়তমা ভার্য্যার মনে কষ্ট দিয়া পরমেশ্বরের ভজনের জন্য সংসার ত্যাগ করিলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। তিনি তাঁহার মত সমর্থনের জন্য মনুসংহিতা, পাতঞ্জলদর্শন, বৈশিষিক দর্শন, মীমাংসা দর্শন শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বাইবেল, ও অনেক আচার্য্যের চরিত্র হইতে অনেক বাক্য ও উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাদি গ্রহণরূপ আচরণ জীবের জন্য হইতে পারে না কারণ জীব মহাপ্রভুর ন্যায় শক্তিশালী নহে। তিনি আরও বলেন যে ভগবানকেও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ সকল মত ক্রমশঃ সমালোচনা করিব। শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মনোধর্ম্মী জগতের সকল জীবেরই সেই কথা। সুতরাং ঐসকল কথার যথার্থ শাস্ত্রীয় মীমাংসা শুনিতে হইলে ধীর স্থিরচিত্তে বিচারপরায়ণ হইয়া শুনিতে হইবে। আত্মতত্ত্বের কথায় যদিও সকলের প্রবণাধিকার নাই তথাপি তাহা সৌভাগ্যবান্ কোমলশ্রদ্ধ জীবের মঙ্গলের জন্য আলোচিত হইতে পারে। কঠ শ্রুতিতে যমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা নিঃশ্রেয়সের উপদেশ শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তি খুবই বিরল। আবার অনেকে তাহা শুনিয়াও অনুভব করিতে পারে না। আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা তদ্রূপ আচার্য্য খুব দুর্লভ আবার আচার্য্য থাকিলেও প্রকৃত শিষ্য আরও দুর্লভ।

মনুস্মৃতি বলেন—

সুখোদয়িকশ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্যতে।
নিষ্কাম্যং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥

১২শ অঃ ৮৮-৮৯

বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ প্রবৃত্তিপর ও নিবৃত্তিপর। ইহলোক ও পরলোকে উন্নতি ও সুখ কামনা করিয়া যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত-কর্ম্ম-বলে এবং জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া নিষ্কাম যে কর্ম্ম তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে।

প্রবৃত্ত কর্ম্ম অপর আবার লৌকিক, আর্থিক, বা ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয় এবং নিবৃত্ত-কর্ম্ম তত্ত্ব

তাহার পারমার্থিক বা অপবর্গিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া থাকে। আবার নিষ্কাম-কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত এবং ফলভোগ-কামনা ত্যাগ দ্বারা মনত্যাগ কামনা-রূপ কৈতবনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরের সেবা সুখরূপে পরিণত হয়, তখনই একমাত্র চরম প্রয়োজন বা ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ অতিক্রমকারী পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তগণের এই পঞ্চমপুরুষার্থ বা ভগবৎসেবাই একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। লৌকিক বা ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম-সাধনে বদ্ধজীবের স্বপ্নলব্ধ ভোগ্য ভোগায়তন পাঞ্চভৌতিক দেহ ও অভ্রমনের পুষ্টিসাধন, ইহলোকে নশ্বর সমাজে বা সংসারে পরস্পর যথোপযোগ্য নিরুদ্বেগে বাস এবং পরলোকের পাপভয় নিবারণ ও স্বর্গাদি সুখপ্রাপ্তির জন্য দান, ধ্যান, ইজ্যা, জপ, তপঃ, তীর্থাদিতে গমন, সন্ধ্যাবন্দনা, পিতামাতার সেবা, ভাগ্যোদয়, সন্তানোৎপাদন, সন্তান পালন, অতিথি সৎকার, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া, সংসার ভোগাদির পর প্রব্রজ্যা গমনপ্রভৃতি কার্য্য ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সাধারণ কৃত্যসমূহ সকলই ত্রৈবর্গিক। অর্থই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্মে একটী অর্থ কল্পতরুরূপ হইয়া অন্য অর্থ উৎপাদন করে। এইরূপ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম চক্রাকারে ঘুরিতে থাকিয়া কর্ম্মচক্র বৃদ্ধি করে। যেমন বিবাহ একটী ধর্ম্ম কার্য্য।

বিবাহ সন্তানোৎপাদনরূপ আর একটী অর্থকে সৃষ্টি করে। আবার সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্য পুন্নামনরক হইতে উদ্ধারলাভ বা স্বর্গপ্রাপ্তি। স্বর্গপ্রাপ্তি আবার নানাবিধ অর্থ-উৎপাদক। স্বর্গে যাইয়া যে যে নূতন নূতন কামনা হয় তদনুসারে পুণ্যফল নিঃশেষিত হইলে আবার সেই সকল কামনা পূরণার্থে নানাপ্রকার যোনি গ্রহণ করিতে হয়। ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবতার পর্য্যন্ত শূকরাদি যোনি প্রাপ্তি তাহার উদাহরণ। সুতরাং ঐরূপ অর্থ সকলই নশ্বর কারণ—

তাবৎ ন মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ত্ত্যাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥

ভাঃ ১১।২০।১৭

এই সকল ত্রৈবর্গিক কার্য্যই নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্ম। এই নৈতিক ও স্মার্ত্তধর্ম্মে যে সকল ব্রত, তপ, তীর্থে গমন, ঈশ্বর পূজাদির ব্যবস্থা আছে তাহা পারমার্থিক নহে কারণ তাহা ভগবৎসেবা উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বদ্ধজীবের জড়স্বভাব পুষ্টি, সাংসারিক ও সামাজিক উন্নতি, পরলোকে সুখভোগ ইত্যাদি ভোগবাসনা পূরণ চরমলক্ষ্য। পাশ্চাত্যদেশের অগষ্টী Compte,) মনোবৃত্তির পুষ্টিসাধনের জন্য জননী, পত্নী ও কন্যাকে কাল্পনিক উপাসনা করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই সকল লোক যে নিঃস্বার্থ নিঃস্বার্থ বলিয়া চিৎকার করেন তাহা কেবল আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিরর্থক। পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহ, মাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি, স্ত্রী পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর! যেখানে দেহ সম্বন্ধ ও পরস্পর ভোক্তা ও ভোগ্যজ্ঞান বিরাজিত সেখানে কি প্রকারে নিঃস্বার্থ-পরতা সম্ভব? যদি ঐ সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোনও কোনও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তিরূপ আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্নেহ-ভরের দিগিবস, বা বন্ধু এন্টিপিটরকে মাতার জন্য তর্পণ কি সেইরূপ চেষ্টা নহে? বিস্তারণ স্বামী পঞ্চদশীর ৩ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন।

"বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজাত্মতাম্।
ন বা অরে পত্যুরর্থে পতিঃ প্রিয় ইতীয়ত্তন্॥
পতির্জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণ বাহনাঃ।
লোকা দেবা বেদভূতে সর্ব্বং কাম্যার্থতঃ প্রিয়ম্॥
পত্ন্যাবিজ্ঞা যদি পত্যাজ্ঞপা প্রীতিং করোতি সা।
ক্ষুদ্রায়ুষ্টানরোগাদেরপা নেচ্ছতি তৎপতিঃ॥
অতোঽনুপ্রেরণেঽপ্যেবং স্বেচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তনম্।
স্বপ্রসঙ্গকরোধেন বালে রুদতি তৎপিতা।
চুম্বত্যেব ন সা প্রীতির্বালার্থে স্বার্থএব সা॥
নিয়ন্তুমপি যত্নাদি বিদ্বাং যত্নেন পালনম্।
প্রীতিং করোতি সা স্বার্থে বিত্তার্থঞ্চ ন শঙ্কিতম্॥
স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ তাং জন্যেত্যভিধানম্।
লোকত্রয়েঽপি কাম্যায় স্বভোগায়ৈব কেবলম্॥

ঈশ্বরস্যাবতারো বেদাঃ পুরাণানি পাণনইরে।
ন তস্যাপলেবার্থং স্বার্থং তব্ প্রভবতে॥
ঋগাদয়ো হরীচ্ছন্তে দুর্ব্বাক্ষণানবাপ্তয়ে।
ন তৎ প্রপদ্যতে বেদেষু মনুষ্যেষু প্রপদ্যতে॥

যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছিলেন—হে মৈত্রেয়ি! পতির সুখের নিমিত্ত স্ত্রীপতি কামনা করে না, কেবল আপনার সুখের জন্যই পতি কামনা করিয়া থাকে। পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত, পশু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেবতা, বেদ এবং ভূত——সকলই আপনার প্রীতির নিমিত্ত প্রিয় হয়, যেহেতু পতির প্রতি যখন পত্নীর অভিলাষ হয়, তখনই সে পতিকে ভাল বাসিয়া থাকে, কিন্তু পতির যদি সেই সময় ক্ষুধা বা রোগাদি থাকে, তখন পতি, পত্নীর প্রতি অভিলাষী হয় না। পিতা যখন বালকের মুখ চুম্বন করেন, তখন তাহার শ্মশ্রুরূপ কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া বালক ক্রন্দন করিলেও পিতা চুম্বন করিতে বিরত হন না, অতএব পুত্রের প্রতি পিতার সেই স্নেহ, বালকের সুখের জন্য নহে, কেবল পিতার নিজের সুখের জন্য। ঋষাদি যাঁহারা অচেতন বস্তু, তাঁহাদেরও নিজেদের কোনও ইচ্ছা নাই। কিন্তু লোকে উঁহাদিগকে কত যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ধনে প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকে ঐ প্রীতির বস্তুর সুখের নিমিত্ত নহে। কিন্তু কেবল নিজের সুখের জন্য। আমার স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হউক, লোকে যে এইরূপ ইচ্ছা করেন তাহা ঐ সকল স্বর্গাদি লোকের উপকারার্থ নহে পরন্তু কেবল নিজ ভোগের জন্য। আর লোকে যে পাপ-ক্ষালনের জন্য বিষ্ণু বা মহেশ্বরাদি দেবতার আরাধনা করেন তাহা ঐ সকল দেবতার প্রীতির জন্য নহে কেবল নিজ সুখের জন্য। পাছে ব্রাত্যত্ব লাভ হয় এই ভয়ে ব্রাহ্মণেরা যে বেদ অধ্যয়ন করেন তাহা বেদের সেবার জন্য নহে কেবল নিজেদের ব্রাহ্মণরূপ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য।

কিন্তু ভক্তভক্তগণ যে সকল কার্য্য করেন তাহাতে হরিতোষণ ব্যতীত অন্য অর্থ নাই। হরিতোষণে ভুক্তি বা মুক্তি কামনার লেশমাত্রও নাই। হরিসেবকের যাবতীয় চেষ্টা ভগবৎসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। ছলনাযুক্ত স্মার্ত্ত বা নৈতিক বিচারে যাহা বিগর্হিত পাপ বলিয়া নির্দ্দেশিত তাহাও হরিসেবোদ্দেশে সাধিত হইলে পুণ্যোক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। হরিতোষণের জন্য যদি গুরুাচার্য্য-গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রীতির জন্য বিভীষণ জ্যেষ্ঠ সহোদর রাবণের বিরুদ্ধে বদ্ধায়মান হইয়াছিলেন, হরিতোষণের জন্য প্রহ্লাদ পিতার আদেশ পালন করিয়া হরিসেবা ত্যাগ করেন নাই তিনি পিতাকে বলিয়াছিলেন——,

"যস্ত ত্রাতুরুতি ক্লিষ্টান্ জ্ঞানমার্গোপদেশতঃ।
স লোকস্য পিতা জ্ঞেয়ো ন তাতো বন্ধুরঙ্গিনঃ॥

হরিভক্তিসুধোদয় ১০।৫৫

পিতঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানপথের উপদেশ দান করতঃ নিরয়কর্দ্দে নিমজ্জমান ক্লিষ্টলোকদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহাকেই লোকের পিতা, মাতা, বন্ধু এবং গুরু বলিয়া জানিতে হইবে। তাই শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য ভরত করমাতা কৈকেয়ী আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, শ্রীরামের প্রীতির জন্য বজ্রপত্নীগণ পরমদেবতারূপ পতিদেবের ভজনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, হরিভজনের জন্য খট্টাঙ্গ রাজা বহু দেবতার আরাধনা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রুতকপ্রতি বলেন ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। ঐ সকল শাস্ত্রে কর্ম্মমার্গের আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে—অধোক্ষজ ভগবানকে যাহা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। শ্রীগীতাতে ভগবান অর্জ্জুনকে আদেশ করিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

হে অর্জ্জুন বেদাদি শাস্ত্রে কোনস্থানে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম কোনও স্থানে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ ভক্তির উপদেশ আছে। তুমি ঐ সকল গুণাত্মক বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নির্গুণা ভক্তির আশ্রয় কর। শাস্ত্রীমহাশয় মহানির্ব্বাণ অসাম্বতন্ত্র, জৈমিনীয় উত্তর-মীমাংসা বৈশেষিকদর্শন, পতঞ্জলীয় যোগানুশাসন প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহু বচন উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্র নির্গুণ পরাবিদ্যার অন্তর্গত কিনা তাহা বিবেচ্য। এ সম্বন্ধে পর প্রবন্ধে বিশদ সমালোচনা

হইবে। তবে বৃহন্নির্বাণতন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে আমরা দেখিতে পাই যে মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন—

"ইদমেবাদিতো দেবি সর্ব্বেষাং শ্রেয়সে ভবেৎ।
তরোর্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্বৎপরিবারঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেশ্বরাদয়ঃ॥
২য় উল্লাস ৫৭-৪৮শ্লোক

অর্থাৎ হে দেবি, একমাত্র ভগবদারাধনা দ্বারাই সকলের সন্তোষ বিধান হইয়া থাকে। যেমন বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে সুপল্লব সমূহ ও পরিতৃপ্ত হয় তদ্রূপ পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে দেবগণ পিতৃপুরুষগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মনুসংহিতা সূত্র একাদশ অধ্যায়ে বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বিবাহ, দশবিধসংস্কার, পঞ্চমহাযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার, গুরুকুল, গার্হস্থ্যনিয়ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার, অশৌচ নির্ণয়, দ্রব্যশুদ্ধি, যোষিদ্ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম, দায়ভাগ, চৌর্য্যাদি নিবারণের উপায়, বৈশ্যশূদ্রের কর্ত্তব্য, বর্ণ চতুষ্টয়ের বৃত্তিবিধান, প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি বিষয়ে বহু উপদেশ দিয়া সর্ব্বশেষে দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয় জয় এবং বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। শ্রীগীতার শেষে প্রিয়তম অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের গুহ্যতম উপদেশ ও এই—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ টীকায় লিখিয়াছেন—

সর্ব্বপাপেভ্যশ্চেত্যঃ প্রাক্তনকর্ম্মভ্যঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেহমৃতত্বমানশুরিতি। ন চ বিহিতত্যাগে প্রত্যবায়লক্ষণং পাপং স্যাদিতি শোকং মা কুর্ব্বিতি ব্যাখ্যেয়ং।" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভের উপদেশস্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, ব্রতি-ধর্ম্ম, বৈরাগ্য শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূতা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্তরূপ পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদয় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিও না। আমাতে নির্গুণাভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ, প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস কিছুই আবশ্যক হয় না। (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদে)। শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্রুতির বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে ধর্ম্মাদির জন্য কর্ম্ম, পুত্রোৎপাদন বা অর্থাদি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না একমাত্র ত্যাগ বা আত্মসমর্পণ দ্বারাই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রী মহাশয় যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণরূপ কার্য্য জীবের অনুকরণীয় নহে বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন সেই গৌরসুন্দর স্বমুখে মাতাকে ইহা বলিয়াছেন—

"সংসার আরতি করে মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে॥
সেই সে পরমবন্ধু সেই মাতাপিতা।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
আমার নিস্তার হয় তোর পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণে ভজহ এবে ছাড় পুত্রজ্ঞান॥
সকল জনমে পিতা মাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে বুঝয় হিয়ায়॥
মনুষ্য জনমে কৃষ্ণগুরু সঙ্গে জানি।
যেই গুরু নাহি করে পশু পক্ষী মানি॥"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড ১৩২ পৃষ্ঠা বঙ্গবাসী সংস্করণ।

যিনি "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" যিনি সাক্ষাৎ অজির ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও জগতে ভক্তিশিক্ষা দিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই গৌর-সুন্দরের এই সকল বাণী ও আচরণ কি জীবের জন্য নহে?

শাস্ত্রীমহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৫।৫-৭) হইতে কৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতার প্রতি ভক্তিনির্দ্দেশক বচন উদ্ধার করিয়াছেন তাহাও আমরা প্রবন্ধান্তরে বিশদভাবে সমালোচনা করিব। তবে শ্রীশুকদেবের মুখনিঃসৃত উক্ত অধ্যায়ের সপ্তমশ্লোকটী বলিয়া রাখি—

লিতবাহুপদাক্ষাণৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ।
মায়ামিতি নিজাং ধাতাং ততান জনমোহিনীম্ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন যে, বসুদেব ও দেবকী তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি তাহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দূর করিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাবরণী যোগমায়া বিস্তার করিলেন। মনে রাখিতে হইবে যোগমায়া ও জড়মায়া এক বস্তু নহে। একমাত্র পরমেশের বিষয় ও ভোক্তা ভগবান্ এবং বদ্ধ জীব এক নহে। পরে বিচার হইবে। শাস্ত্রীমহাশয় যে ভাগবতকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সেই শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে যমরাজ দূতগণকে বলিতেছেন যে, জগতে মহাজন বলিয়া পরিচিত হৈমিন্যাদি ঋষিগণ আত্মধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হন নাই। কারণ ঐ সকল মহাজনের বিবেকশক্তি দৈবী মায়া দ্বারা বিমোহিত। ত্রয়ীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রতিপাদক মধুপুষ্পিত বাক্য তাঁহাদের বুদ্ধি বিকর্ষিত করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্তারবহুল মহা কর্ম্মরাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছে। এ বিষয়ে পরে আরও বিশদ আলোচনা হইবে। শাস্ত্রীমহাশয় পদ্মপুরাণের যাহা উদ্ধৃত করিয়া নারায়ণকেও জীবের ন্যায় কর্ম্মফল বাধ্য সাজাইয়াছেন! আমরা অনেকেই শাস্ত্রমর্ম্মার্থ জানিবার জন্য তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই ত্রিবিধ বৃত্তি লইয়া অভিগমন করি না বলিয়া শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া থাকি। পদ্মপুরাণ বলেন—বিষ্ণো সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ" সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে যিনি তাঁহার অধীনস্থ অন্যান্য দেবতা বা জীবের সহিত সমজ্ঞান করেন, তিনি নারকী। পদ্মপুরাণ আরও বলিয়াছেন যে নারায়ণের কর্ম্মফল দূরের কথা নারায়ণের ভক্তগণের পর্য্যন্ত কর্ম্মবন্ধন নাই। যথা—

"ন কর্ম্মবন্ধনং ধস্য বৈষ্ণবানাং হি বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরাণাং হি লোকমাহের্মনীষিণঃ ॥
ন দাসঃ যৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্বেবন্ধনির্ম্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ ॥"

বিষ্ণুভক্তগণের কর্ম্মবন্ধন বা ভববন্ধন নাই। তাঁহাদিগের কেবল ভগবানের ইচ্ছায় জীবের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে আগমন। তাঁহারা মুক্ত। বিষ্ণুদেবকগণের কখনও ভববন্ধন হইতে পারে না। হরিদাসগণ সর্ব্বথা-নির্ম্মুক্ত।

ক্রমশঃ

ভারতীয়।

মহাত্মা গান্ধি—তাঁহার উদরের অভ্যন্তরে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ হওয়ায় অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাঁহার অবস্থা সন্তোষজনক।

চৌরঙ্গী হত্যা—গত শনিবার চৌরঙ্গীতে এক বাঙ্গালীযুবক মেটেরগাড়ীতে মিঃ ডে নামক সাহেবকে হত্যা করিয়াছে। শ্রীরামপুরের গোপীনাথ সাহা আততায়ী বলিয়া ধৃত হইয়াছে। মিঃ ডে নাকি পুলিশ কমিশনর টেগার্ট সাহেব ভ্রমে হত্যা করিয়াছে। সে একজন বিশিষ্ট বিপ্লববাদী বলিয়া পুলিশ তাহার উপর বরাবর নজর রাখিয়া আসিতেছিল। এতৎসম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সহযোগী প্রেসের অন্যতম স্বত্বধান্ শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ, বেঙ্গলটেকনিকাল ইন্‌স্টিটিউটের ফিজিক্সের ডিমন্সট্রেটর শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি অনেকে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পদব্রজে কাশী—কয়েকজন যুবক কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা গত ১১ই জানুয়ারী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আগ্রায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয়। আগ্রায় একটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে তিনটী প্রস্তাব যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটভুক্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সদস্য। প্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টী অব আর্টসের ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র মৈত্রও পুনর্ব্বার ফেলো হইলেন।

সীমান্তে হত্যাকাণ্ড। বিগত ১২ই জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ যে, সাউথ ওয়াজিরিস্থান স্কাউটের একদল কোট-কাইতে ধাত্রা পাহারায় নিযুক্ত ছিল, এমন সময় কতিপয় মানুষ তাহাদিগকে গত ১ই তারিখে আক্রমণ করিয়া পাঁচজনকে হত্যা করে এবং তিনটী রাইফেল কাড়িয়া লয়। একজন মানুষও এই সংঘর্ষের ফলে হত হইয়াছে।

শ্রীরামপুরে ডাকাতী। সম্প্রতি মাহেশ ও বিষড়ায় দুইটী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামপুর পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। বিষড়ায় ডাকাতিতে প্রায় ২০।২৫জন লোক যা লইয়া বেচুচরণ ঘোষের বাড়ী ৮৯।৩ করে। ডাকাতগণ গৃহস্থদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় তিনশত টাকা লইয়া গিয়াছে।

এই ডাকাতির পরদিন রাত্রেই মাহেশে দুইখানা বেয়ারা বাড়ী ডাকাত হয়। ডাকাতগণ সংখ্যায় ১০।১২ জন ছিল এবং তাহাদের হাতে বা ছিল। তাহারা গৃহস্থদিগকে মারপিট করিয়া এবং বান্ধ ভাঙ্গিয়া নগদ ও গহনায় প্রায় ৮০০৲ টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

টেলেগ্রাফিক।

সিমং নির্ব্বাচন। আসন্নুল পার্টীর দল জয়লাভ করিয়াছে।

ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রিসভা

শ্রমিকদল প্রস্তুত

কর্ণেল ওয়েজউড্ ভারত সচিব

বিলাতের ডেলী নিউজ পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, শ্রমিকদল এবার গবর্ণমেণ্ট হাতে পাইবেন, ইহা পূর্ব্বাহ্ণেই অনুমান করিয়া নিম্নলিখিতভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করা হইয়াছে :—

প্রধান মন্ত্রী পররাষ্ট্রসচিব ও কার্ষ্ট লর্ড অব দি ট্রেজারী—মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।

পররাষ্ট্র বিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারী—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমসন।

পার্লামেণ্ট সদস্যতার নেতা—মিঃ জে, আর ক্লাইন্‌স্।

লর্ড চ্যান্সেলার অব দি এক্‌চেকার—মিঃ ফিলিপ স্নোডেন।

ট্রেজারির অর্থসচিব—মিঃ ডব্লিউ গ্রেহাম।

হোম সেক্রেটারী—মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন।

উপনিবেশ সেক্রেটারী—মিঃ সি, এইচ, টমাস।

ভারত সচিব—কর্ণেল ওয়েজউড্।

স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী—মিঃ সিডনী ওয়েব।

শিক্ষামন্ত্রী—মিঃ সি, পি, ট্রেভেলিন।

কৃষিমন্ত্রী—মিঃ নোয়েল বাক্সটন।

শ্রমিক মন্ত্রী—মিঃ এ, গ্রীনউড।

এটর্ণি জেনারেল—মিঃ প্যাট্রিক হেষ্টিংস।

লর্ড এডভোকেট—মিঃ রোবার্টসন নিকোল।

সলিসিটর জেনারেল—মিঃ কেসার।

স্কটল্যাণ্ডের সেক্রেটারী—মিঃ ডব্লিউ এডামসন।

আর ইয়ান হ্যামিল্টন সমর বিভাগ কাজ করিবেন। লর্ড মেষ্টন লর্ড সভাতে ভারত সম্বন্ধে মতামত দিবেন। শ্রীমতী স্নোডেন ও মিঃ হেইচ্‌মাও সহকারী কাজ লইবেন।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই মাঘ ১৩৩০, ২৬শে জানুয়ারী ১৯২৪

(দ্বিতীয় খণ্ড) (১৩শ সংখ্যা)

গুরুসেবা।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই আচার্য্যসেবনের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সদ্‌গুরু-সেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। শাস্ত্রে আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশ বা আশ্রয় জাতীয় ভগবৎ বিগ্রহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। গুরুদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তিনি জীবকুলকে নিত্যসেবা শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে সেবক-বিগ্রহরূপে প্রকটিত। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে জীব বিষয়স্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। সদ্‌গুরুর সেবা করিতে করিতে বদ্ধজীবের হৃদয়ের অবিদ্যাদি বিদূরিত হয়, চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হয়, তখন গুরুকৃপায় জীবের ঐ নির্ম্মলহৃদয়ে পরমপ্রেয়ঃ সাধিকা ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। জীবের যে পর্য্যন্ত বুভুক্ষি কামনা প্রবল থাকে সে পর্য্যন্ত সে সদ্‌গুরু সমীপে অভিগমন করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রা-
নির্ব্বেদমায়ান্ন্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

ব্রাহ্মণ কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদি লোকসমূহ কর্ম্মী দলের ন্যায় অসার জানিয়া, নিত্য ভগবদ্ধাম অনিত্য কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা জানিয়া কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবেন। এইরূপ মুক্তিকামনায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত পুরুষ অতি বিনীতভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বেদতাৎপর্য্যবিৎ ও ভগবৎ সেবাপরায়ণ সদ্‌গুরুর চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলিয়াছেন—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ৬।২৩

যে অধিকারী পুরুষের ভগবানে অহৈতুকী পরাভক্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ যিনি সদ্‌গুরুতেও ঐকান্তিকী সেবাবুদ্ধি বিশিষ্ট সেই মহাত্মার নিকট আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ

সকল প্রকাশিত হন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটি পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

অর্থাৎ ত্রিতাপাগ্নিতপ্ত মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য ভগবৎসেবা পাইতে হইলে গুরুসেবা এবং গুরুর আনুগত্যে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সদ্গুরু শিষ্যের মুক্তিমুক্তি কামনাকে নিরাশ করিয়া একমাত্র অহৈতুকী সেবা শিক্ষাদান করেন। সেখানে গুরু (?) শিষ্যকে নিজের চেলা মনে করেন এবং শিষ্যও আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা লইয়া গুরুর নিকট গমন করিয়া থাকেন সেখানে গুরুসেবা নাই। ঐরূপ গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধ নিয়মবর্ত্তের বাহ্যরূপ এবং সদ্গুরু-সেবা বৈকুণ্ঠ বস্তুর দ্বার। গুরু নিত্য ভগবৎ-সেবায় অধিষ্ঠিত সুতরাং তিনি শিষ্যকেও ভগবানের সেবাতেই নিযুক্ত করেন। সদ্গুরু ভগবৎ-সেবা ব্যতীত দ্বিতীয়ও অন্য কৃত্য নাই সুতরাং একমাত্র সদ্গুরুর সেবা করিলেই যুগপৎ গুরুসেবা ও ভগবৎসেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজপাদের নাম শরণার্থি মাত্রেই শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি মায়াবাদ অন্ধকার ও কর্ম্মমার্গীয় স্বার্ত্তবাদের ঘূর্ণিবাত্যা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া জগতে ভক্ত ও ভগবানের সেবামাধুর্য্য প্রচার করিয়াছেন। একদা তিনি শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীশৈলশৈলে গমন করেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহারা একটী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্যের বাস। একজন ধনশালী আর একজন নিঃস্ব। ধনশালী শিষ্যের নাম যজ্ঞেশ এবং অপর জনের নাম বরদাচার্য্য। রামানুজ উক্ত ধনাঢ্য শিষ্যের নিকট শিষ্যগণ সহ নিজ আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার দুইজন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞেশ শ্রীগুরুদেবের আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আনন্দে এত অধীর হইলেন যে অন্তঃপুরে যাইয়া কি প্রকারে প্রভুর সম্বর্দ্ধনা করিবেন তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ দ্বারে বসিয়া রহিয়াছেন তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। রামানুজের শিষ্যদ্বয় যজ্ঞেশের ঐরূপ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া গুরুর নিকট সব নিবেদন করিলেন। রামানুজ ও ধনাঢ্য শিষ্যের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিঃস্ব বরদাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য শিষ্যগণ সহ গমন করিলেন। বরদাচার্য্য প্রত্যহ প্রাতে ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন এবং সারাদিবস ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন তাহা গুরু ও নারায়ণে নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহাদের অবশেষ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার লক্ষ্মীনাম্নী পরমসাধ্বী রূপলাবণ্যবতী সহধর্ম্মিণী ছিল। তিনি প্রকৃতই স্বামীর ধর্ম্মের সহায়কারিণী ছিলেন। যখন রামানুজ বরদাচার্য্যের ভবনদ্বারে শিষ্যগণসহ উপস্থিত হইলেন তখন বরদাচার্য্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন। লক্ষ্মী, স্নান সমাপন করিয়া একটী ক্ষুদ্র শতছিদ্র চিরখণ্ড কোনও প্রকারে ধারণপূর্ব্বক অপর একটী জীর্ণ মলিন বসন রৌদ্রতাপে শুকাইতেছিলেন। তিনি এইরূপ অবস্থায় গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার অভিবন্দন করিতে পারিতেছেন না, ইহা করতালিধ্বনি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। রামানুজ তৎক্ষণাৎ বহির্দেশ হইতে নিজ উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মী তদ্দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক গুরু সম্মুখে আগমন করিলেন এবং গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "প্রভো, আপনারা সকলে উপবেশন করুন, আমার স্বামী ভিক্ষার্থ বাহিরে গিয়াছেন, আমি এখনই বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" এদিকে গৃহে তণ্ডুলকণা নাই। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাণ দিয়াও যদি গুরু ও বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে হয় তাহাই করিতে হইবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মীদেবী একটী মাত্র উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। নিকটে একজন ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। উক্ত বণিকের চরিত্রদোষ ছিল। ঐ বণিক্ লক্ষ্মীদেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বহুবার তাঁহাকে তাহার বিলাসিনী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন যদি লক্ষ্মীদেবী তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার

ও তাঁহার স্বামীর দারিদ্র্য বিদূরিত হইবে তাঁহাদের আর কোনও অভাব থাকিবে না। কিন্তু সতী সাধ্বী লক্ষ্মীদেবী বণিকের ঐরূপ কথায় দৃক্‌পাতও করেন নাই। আজ যেদিনের শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবৃন্দ দ্বারে উপস্থিত। যদি তাঁহাদের সেবার জন্য সামান্য নশ্বর দেহ, লৌকিক বা নৈতিক ধর্ম্ম বলাঞ্জলি দিয়াও শ্রীগুরুদেবের সেবা হয় তবেই তাহার দেহ ধারণের সার্থকতা। তিনি এতদিন নিজের ভোগের জন্য বণিকের অসাধু প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু আজ হরিগুরু বৈষ্ণবসেবার জন্য ঐরূপ বিগর্হিত কার্য্য করিলেও তাহার নরকপাত হয় হউক কিন্তু তাহা দ্বারা ত হরিগুরু বৈষ্ণবের প্রীতি সাধন হইবে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেমনামে কথিত। কলিযুগপাবন এক মহাভাগবত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন। তিরুমলই আলোয়ার বস্ত্রাবৃত্তি দ্বারা অর্থ অপহরণ করিয়াও নিজ ইষ্ট রঙ্গনাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নরকগমন করিতে হইলেও আমি গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা ত্যাগ করিব না; এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ্মীদেবী ঐ ধনাঢ্য বণিকের নিকট গমন করিলেন এবং সেই দিবস রাত্রিযোগেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বণিক্ কত অনুরোধ করিয়া, নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়াও যাঁহাকে ঐরূপ অসৎকার্য্যে স্বীকার করাইতে পারে নাই, আজ সে উপযাচিকা হইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বণিক্ আনন্দে অধীর হইলেন। লক্ষ্মীদেবী বণিকের নিকট তাহার গুরু ও বৈষ্ণব বৃন্দের আতিথ্য সৎকারার্থ দ্রব্যসম্ভারের প্রয়োজন জ্ঞাপন করা মাত্র বরদাচার্য্যের কুটীরে দ্বারে দ্বারে তণ্ডুল, দিবস, ঘৃত, ধনি, ঘৃত, শর্করা, নানাবিধ ফলমূল প্রেরিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবী ক্ষিপ্রতার সহিত রন্ধন করিয়া নৈবেদ্য বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন এবং তাহা গুরু ও বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিলেন। সকলেই পরিতোষ সহকারে প্রসাদের সম্মান করিলেন এবং দরিদ্রের গৃহে এইরূপ প্রসাদের ভূরি আয়োজন দেখিয়া বিস্মান্বিত হইলেন। এদিকে লক্ষ্মীদেবীর পতি ভিক্ষা হইতে আগমন করিয়া নিজ গুরুদেব ও গুরুভ্রাতৃগণকে তাঁহার কুটীরে দেখিতে পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবৃন্দকে পরিচর্য্যা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলে বৈষ্ণবগণ বলিলেন যে তাঁহারা সকলেই পরম সন্তোষসহকারে প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। বরদাচার্য্য শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করাতে লক্ষ্মীদেবী বিনীতভাবে ও ভীতচিত্তে বণিকের নিকট তাহার প্রতিশ্রুতির বিষয় নিবেদন করিলেন। বরদাচার্য্য ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছা করিয়া উঠিলেন এবং লক্ষ্মীদেবীকে বলিতে লাগিলেন—'লক্ষ্মী, তুমিই যথার্থ সাধ্বীশিরোমণি, আজ আমি ধন্য হইলাম, আমি এতদিন মনে করিয়াছিলাম তুমি বুঝি আমার হাড়-মাংসের খনিকেই পতি বলিয়া ভাবনা কর, কিন্তু আজ দেখিতে পাইলাম যে তোমার উপর গুরুকৃপা সম্পূর্ণভাবে বর্ষিত হইয়াছে, তোমার সম্বন্ধ জ্ঞানোদয় হইয়াছে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে শ্রীনারায়ণই একমাত্র পতি এবং যাবতীয় জীবই প্রকৃতি। অতএব আজ তুমি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের বিনিময়ে যে পরমপতির সেবা করিতে পারিয়াছ ইহা স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছি।' ক্রমে শ্রীরামানুজ ও বৈষ্ণবগণও লক্ষ্মীদেবীর এইরূপ সেবাপ্রবৃত্তির বিষয় জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীরামানুজ ঐ দম্পতিকে বলিলেন যে তোমরা উভয়ে ঐ বণিকের গৃহে যাইয়া তাহাকে কিছু মহাপ্রসাদ দিয়া আইস। দম্পতি ঐ বণিকের নিকট মহাপ্রসাদ লইয়া গেলেন। বরদাচার্য্য বাহিরে রহিলেন, লক্ষ্মী বণিকের নিকট গিয়া মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে ঐ বণিক্ রামানুজাচার্য্যের অবশেষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টের কি মাহাত্ম্য! প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে বণিকের মন ফিরিয়া গেল। বণিকের চিত্তে অনুতাপ হইতে লাগিল হায়, আমি কাহার প্রতি এইরূপ অসদভিলাষ করিয়াছি। আপনি ত বৈষ্ণবগৃহিণী, আপনার নারায়ণে সমর্পিত দেহে আমি ভোগ বুদ্ধি করিয়াছি! মাতঃ আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করুন। আপনার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কি আমি রক্ষা পাইব? বৈষ্ণবগণও

অন্বেষণী। তিনি কি আমাকে কৃপা করিবেন না?"

সতী বাটী নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং পরে বণিকের বিষয় শ্রীগুরুদেবের চরণেও নিবেদন করিলেন। পতিতপাবন শ্রীরামানুজাচার্য্য বণিককে অতিশয় অনুশোচিত দেখিয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। পরে ঐ বণিক শ্রীগুরুর নিকট ঐ বৈষ্ণব দম্পতির দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তাহার অর্থদান ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া বরদাচার্য্য গুরুদেবের নিকট অতিশয় বিনীতভাবে বলিলেন প্রভো, এই কৃপা করুন যেন এ অধম হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাধিকার হইতে বিচ্যুত না হয়। প্রভো, ধন জন বা প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা যেন আমার চিত্ত আপনার চরণ-যুগলের সেবা হইতে স্খলিত না হয়। রামানুজও বরদাচার্য্যের ঐরূপ ভাব দেখিয়া বণিককে বলিতে লাগিলেন—

যত বেদ বৈষ্ণবের করয়ে নিন্দে।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ মুখ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা ধন কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

এদিকে রামানুজের ধনাঢ্য শিষ্য যজ্ঞেশ শ্রীগুরুর সেবা করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বরদাচার্য্যের গৃহে আসিলেন এবং শ্রীগুরুকে হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করিলেন। রামানুজ যজ্ঞেশকে বলিলেন তোমার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে তাই আমি তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি নাই। তুমি তোমার গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বর্দ্ধনা না করিয়াই অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছিলে। তখন যজ্ঞেশ কহিলেন প্রভো আপনার শুভাগমন বার্ত্তা শুনিয়া আমি আনন্দে অধীর হইয়া আপনার সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজন করিতেছিলাম। তখন রামানুজ বলিলেন আনন্দে বিহ্বল হওয়া কিছু সেবা নহে কারণ—

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাঢ়ে।
সে আনন্দের প্রতি অঙ্গের হয় মহাক্ষোভে॥"

যেখানে নিজের আনন্দ ভোগের লেশ মাত্রও ইচ্ছা আছে তাহা ভুক্তি-কামনা সেখানে সেবা নাই; সেবায় কেবল মাত্র ইষ্টদেবের সুখ কামনা থাকিবে। আর বৈষ্ণবগণকে বাদ দিয়া কখনও গুরুসেবা হয় না। বৈষ্ণবগণ যা গুরুসেবকগণ সকলেই শ্রীগুরুদেবের একটী একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অতএব তুমি যে অর্দ্ধকুটীনাটী ছাড়ি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগণকে সম্মান না করিয়াই কেবল আমার সেবা চিন্তাতেই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলে তাহাতে তোমার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে। সেই জন্য আমি তোমার গৃহে যাই নাই। যজ্ঞেশ তখন নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের চরণে বারংবার নিজ অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া ক্রন্দন ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য যজ্ঞেশের গৃহে আতিথ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। সদ্‌গুরু ও প্রপন্ন শিষ্যের ব্যবহার এইরূপ। সদ্‌গুরু ধন কুল বিদ্যা দেখেন না দেখেন সেবা-প্রবৃত্তি। সদ্‌গুরু-সেবা এবং ভুক্তি ও মুক্তির পার্থক্য প্রদর্শন করেন। সদ্‌গুরু শিষ্যকে পতিত রাখিয়া পতিতপাবন নাম ধরেন না শিষ্যকে সত্য সত্যই পাবন করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরু নিষ্কিঞ্চন ও নিরপেক্ষ, শিষ্যের অন্যায় আচরণ প্রশ্রয় দেন না।

নিমাই

পূর্ব্বানুবৃত্তির পর।

জগন্নাথ মিশ্রির বাড়ীতে অন্য লোক জন কেউ ছিল না। তাঁর বাপ উপেন্দ্র মিশ্রও থাকতেন না; মা গোত্রা দেবীও তাঁর কাছে আসতেন না। জগন্নাথ মিশ্রির আগে পিটে আর দু ভাই ছিল তারাও থাকতেন না। এরা সকলেই সেই সিলেটের বাড়ীতেই থাকতেন। ইনি শচীদেবীকে নিয়ে একাই নবদ্বীপে বাস কোরতেন, কাজেই বাড়ী খালি ছিল। আজ বাড়ীতে লোকজন আর ধরে না। খোকা দেখতে ন'দের সব লোক ভেঙ্গেচে। দলে দলে আসচে আর খোকাকে দেখে অবাক হোয়ে যাচ্চে। খোকার পানে চেয়ে দেখে সবার এমন আহ্লাদ হোচ্চে যে না চেয়ে আর থাকতে পাচ্চেনা। মনের আনন্দে নাচ্চে আর হাততালি দিয়ে দিয়ে হরিবোল হরিবোল

বোলছে, আর এমন মজা কোরছে যে তার আর কি বোলবো। কে কার গায়ে যে চোলে পোড়ছে, তার ঠিকানা নেই। আর কেবল হরিবোল, হরিবোল বোল হরিবোল বোল বোল হরিবোল, বোল হরি হরি বোল বোলছে। সব লোক যেন একেবারে মেতে গিয়েছে।

মানুষের তো এই কাণ্ড। আবার স্বর্গ থেকে দেবতারা এসে আর এক কাণ্ড কোরতে লাগলেন। একটা ফণাধরা সাপ মাথায় জড়িয়ে, গায়ে কতকগুলো ছাই মেখে, এক হাতে একটা ত্রিশূল আর একহাতে একটা শিঙে নিয়ে, খুব একটা বড় ষাঁড়ের পিটে চোড়ে শিব এসে পোলো! ষাঁড়ের ওপোর থেকে নেমে খোকাকে দেখে, ভারি মজা কোরতে আরম্ভ কোরলেন। একবার এদিকে চোলে পোড়ছেন, একবার ওদিকে চোলে পোড়ছেন, কখন ঘুরপাক দিচ্ছেন, কখন বা লাফ মেরে মেরে উটছেন। সে যে মজা, দেখলে পরে হেঁসে খুন হোয়ে যেতে হয়।

শিবকে আসতে দেখে দুর্গা ঠাকরুন্ বোল্লেন, কি! আমার ভাগ্যে খোকাকে দেখা হোইবেনা? আমিও যাব। এই না বোলে, খুব একটা বড় সিংহির ওপোরে চোড়ে তিনিও এসে হাজীর হোলেন। সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিক আর সেই হাতী মুকো পেট ভাগুরে গণেশ ঠাকুরটীও এসে পোলেন। লক্ষ্মী আর সরস্বতী বোল্লেন যা! সবাই গেলেন আমরা যাব না? এই কথা বোলে সরস্বতী বীণা যন্ত্রের হাতে কোরে নিয়ে হাঁসতে হাঁসতে এলেন, আর লক্ষ্মী ঠাকরুন্ এতখানি খোনটা দিয়ে আস্তে আস্তে এসে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী উটলেন। এই রকম কোরে যত দেবতা ছিল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, জলের কর্ত্তা বরুণ, বাতাসের কর্ত্তা পবন, মেঘের কর্ত্তা ইন্দির, যারা দশদিক পাহারা দেয়, তাদের দিকপাল বলে—একে একে সব এসে পোলেন। আমি আর কত নাম কোরবো তেত্রিশ কোটী দেবতা সবাই খোকাকে দেখতে এলেন। দেবতাদের সকলে ত দেখতে পায় না, কেও কেও দেখতে পায়। জ্ঞানচক্ষু না ফুটলে দেখতে পাওয়া যায় না।

ঘাটোর মশায়ের কাছে তোমরা পোড়েছ তো একে চক্ষু ওরে পক্ষ, তিনে নেত্র। তিনে নেত্র মানে তিনটে চোক। সব মানুষের তিনটে চোক তোমার তিনটে চোক, আমার তিনটে চোক, মাতঙ্গিনীর তিনটে চোক, সকলেরই তিনটে চোক। যে দুটী চোকে আমরা ক্ষীর, সন্দেশ, ভাত, ডাল, গাছপালা, শেয়াল, কুকুর আর অন্য অন্য জিনিস দেখি, সেই দুটো চোক ছাড়া সকল মানুষেরই আর একটা চোক আছে, তাকেই জ্ঞানচক্ষু বলে। জ্ঞান চক্ষু যার ফোটে সেই ঠাকুর দেবতাকে দেখতে পায়, এমন কি সে ভগবানকে পর্য্যন্ত দেখতে পায়। আপনা আপনি কারো জ্ঞান চোক ফোটেনা। গুরুতে ফুটিয়ে দেয়। সেদিন রামদের বাড়ীতে মানের বাপের গুরুঠাকুর এসেছিল দেখেছ তো সেই গুরু। কিন্তু সে গুরুতে জ্ঞানচোক ফুটুতে পারে না, যে গুরুর নিজের জ্ঞান চোক ফুটেছে সেই গুরুই জ্ঞান চোক ফুটুতে পারে, নইলে নয়। কথায় কথায় অনেক বাজে কথা বোলে ফেল্লাম, আর না এখন খোকার কথা বোলি শোন।

যারের জ্ঞানচোক ফুটেছে তারা সবাই দেখতে পেলে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে মানুষ আর দেবতার ছটোছটি লেগে গিয়েছে। যে শুনছে শচীদেবীর ছেলে হোয়েছে সেই ছুটে আসছে। শচীদেবীর বাপ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী যেমন শুনলেন মেয়ের ছেলে হোয়েছে অমনি দৌড় খোরলেন ছেলে দেখতে হবে কেননা তিনি জ্ঞানে বোলেছিলেন মেয়ের পেটে মহাপুরুষ আছেন তাই দেখবার জন্য তাড়াতাড়ী এলেন। এসে দেখলেন, সত্যিই বটে। মহাপুরুষই বটে। এমন ছেলে আর হয়না। বোল্লেন যে গুণলক্ষণে ছেলে হোয়েচে, তাতে দেখতে পাচ্ছি, এ ছেলে সকল রাজার চেয়ে বড় রাজা হবে। শাস্ত্রোরে লিকেছে গৌড়দেশে বামুন রাজা হবে, তা এই ছেলেই বটে—এই ছেলেই সেই রাজা। এ ছেলে লেখাপড়াও খুব শিখবে ভারি বিদ্বান হবে। দেবতাদের মোদ্যে বৃহস্পতি একজন বিদ্যের জাহাজ। এ ছেলে এত বিদ্যে শিকবে যে বৃহস্পতিকেও হারিয়ে দেবে। অল্পের ভেতোরই সব শাস্ত্রোরে দখল কোরতে পারবে।

শ্রীনাথের চক্রবর্তী একজন খুব বড় গণৎকার, তিনি শুধে শুধে ছেলের কত্ত যা বললেন, সকলেই তা কান পেতে শুনতে শুনছে। একজন বামুন সেখানে ছিলেন, তাঁকে কেও চেনে না। তিনিও ছেলের এই সব কত্তা শুনছিলেন। শুনে শুনে বোল্লেন, ছেলে যে কে, আর বড় হোলে যে কি হবে আমি বোলি, আমি সবশুদ্ধে পেইচি। এই কত্তা না বোলে ছেলের কুষ্টি বোলতে লাগলেন। এ ছেলেকে কেও মানুষ বোলে মনে কোরো না। ইনি নারায়ণ স্বয়ং ভগবান। এই ছেলে হোতেই, সকল ধর্ম্ম রক্ষে হবে। ইনি জগতে আসল ধর্ম্ম কত্তা বোলে বেড়াবেন। সব লোককে উদ্ধার কোরবেন। ব্রহ্মা রুদ্র আরও অন্য অন্য দেবতা কোটী কোটী বছর আরাধনা কোরে যে ভগবানকে পায় নি, এই ছেলে সকল লোককেই তাহা দেখাবেন। এঁকে দেকে জগতের সকল লোকই সুখী হবে, এমন কি জীব জন্তু পর্য্যন্ত খুসী হোতে থাকবে। সকলের ওপোরেই এঁর দয়া থাকবে অথচ নিজেকে খুব সামান্য ভাব দেখা-বেন ভক্তের যে সবগুণ থাকা উচিত, সে সব গুণই এঁর শরীরে থাকা যাবে। জগতে সমস্ত লোকই এঁর কীর্ত্তি গান কোরবে। ছেলে বুড়ো সকলেই এ ছেলেকে প্রণাম কোরবে। মোচোলমানেরাও এ ছেলের পায়ের ধুলো নিয়ে মাতায় দেবে। এ ছেলে বড় হোয়ে এমন কাজ কোরবে যে সকলে এঁকে নবদ্বীপচাঁদ বোলবে। নবদ্বীপের লোক এখন যে রকম হরকত্ত কোরচে ইনি সে সব উল্টে পাল্টে দেবেন। এ ছেলের নাম হবে বিশ্বম্ভর।

খোকার কুষ্টির কত্তা এই রকম সব বোলে, জগন্নাথ মিশ্রিকে বোল্লেন দেখুন মিশ্র পুরন্দরঠাকুর, আপনি বড় ভাগ্যবান আপনার বড় কপাল জোর। আপনার ঘরে এমন ছেলে হোয়েচে যে যার নাম কোল্লে জন্ম সার্থক হবে। আর আমারও কপাল ভালো যে আজ এই ছেলের কুষ্টি গণনা কোল্লাম। [illegible] বাড়ীতে দেবতা আর মানুষে এক সঙ্গে মিশে আমোদ আহ্লাদ কোরচে। যেন বৈকুণ্ঠ ধাম হোয়েচে।

জগন্নাথ মিশ্রি গণৎকার ঠাকুরের কত্তা শুনে ভারী খুসী হইলেন, মনে কোরলেন ঠাকুরকে কিছু দেবোপা দি, কিন্তু কি দেবেন, দেবোপা দেবার মত জিনিষ ঘরে কিছুই নেই। এমন আর কি কোরবেন ঠাকুরের পা দুখানা ধোয়ে কাঁসতে লাগলেন, বোল্লেন ঠাকুর! আমার কিছু নেই তুমি আমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কোরো আমি দীনহীন কাঙ্গাল। গণকঠাকুর শুনে বোল্লেন সে কি? আমি এই ছেলের কুষ্টি গুণে দেবোপা নেবো! তা হবে না। তুমি ভাগ্যবান তুমি আমায় ওপোরে ধরা কোরো, আমাকে আশীর্ব্বাদ কোরো, যেন এই ছেলের কত্তা সর্ব্বদা আমার মনে থাকে। ওর পাদুখানা যেন আমি পাই। আমার মোতো লোক কি আর আছে? কে আমি এই ছেলের কুষ্টি গুণিছি! ধন্য আমি। এই বোলে গণকঠাকুর কত্ত যেন কোরতে লাগলো।

জগন্নাথ মিশ্রির ছেলে হোয়েচে শুনে, বাজনদারেরা ঢোল খোল, কাঁসি বাঁশি শানাই নিয়ে এসে খুব বাজাতে আরম্ভ কোরলো। বাদ্যিকারদের বাজনা আর নাচনায় বাড়ী যেন ভেঙ্গে যেতে লাগলো। দেবতাদের যে সব মেয়েরা এসেছিল, তারা খোকার মাতায় ধান দুর্ব্বো দিয়ে দিয়ে, বেঁচে থাক বোলে, আশীর্ব্বাদ কোরতে লাগলো। আর শচীদেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে নিয়ে মাতায় দিতে লাগলো। ভগবানের দয়ায় সবই হোতে পারে। শচী দেবীর জ্ঞান চক্ষু ফুটে গ্যালো, সবই দেখতে পেলেন। এই সব দেবকন্যেরা ছেলের মাথায় ধান দুর্ব্বো দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরবে থেকে একেবারে অবাক হোয়ে গেল, আহ্লাদে মুকে আর রা বেরুলো না।

শচীদেবীর ছেলে হোয়েচে বোলে জগন্নাথ মিশ্রির ঘরে আজ যেমন আমোদ আহ্লাদ হোচ্চে সারা নবদ্বীপ সহরটাই আজ এই রকম আমোদ আহ্লাদে মত্ত হোয়েচে। নবদ্বীপের মধ্যে আজ যেখানে যাও সেইখানেই আনন্দময় নাচনা আর হরি হরি বোল। কি নগরে কি দুয়ারে কি গঙ্গার ঘাটে কোনখানে ফাঁক নেই। এ যে কি ভাব তা চোকে না দেখলে মুখে বোলে বোঝান যায়

না। নবদ্বীপে হরিনাম বন্যাটাও আগে এত বেশী ছিল না। কেও কেও ছাড়া ৮ একজন আড়াগী হরিনাম মুখে আনতো আজ আর কেও বাদ নেই নিস্তার নেই। খোকার সঙ্গে হরিনাম গোলটাও যেন জোরে গিয়েছে। আর সে কতা মিছে নয়, সত্যিই বটে, এই ছেলে বড় জোরে হরিনাম কথাটা দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এযি সাঙ্ঘাতি ছেলে।

খোকার যে কি টান তা বোলতে পারিনে, যে ছেলেকে দেখতে এয়েছে সেই আর ঘরে ফিরে যেতে চায় না। সাঙ্গনদারেরা পর্য্যন্ত বাড়ী যেতে চায় না। বাড়ী যেতে সকলেরই মনে কি যেন একটা কষ্ট হোচ্ছে কি যেন একটা অমূল্য নিধি পেয়েছে, রাত্রি গেলে আর তা পাবে না মনে এখন যে সুখ হোচ্ছে, সে সুখ যেন আর হবে না, পা আর ওঠে না। সংসারের কাজ কর্ম্ম এড়িয়ে যায় দেখে, শেষে সব আপন আপন যায়গায় গেল বটে, কিন্তু মন থাকলো খোকার দিকে।

অপোগণ্ড ব্রহ্মাণ্ড।

সারা রাত খুব আমোদে আহ্লাদে পুটিয়ে গেল। যে যেখান হোতে এসিছিল সকলেই আপন আপন জায়গায় চলে গেল। শচীদেবী চন্দ্রের মণি খোকাটিকে নিয়ে একা আঁতুড় ঘরে থাকলেন, মনে একটু ভয় হয় কখন বুঝি ভূত প্রেত ডান ডাকিনীর দৃষ্টি পরে। দলে দলে আর লোক আসে না, সময় সময় দুচার জন আসে খোকাকে দেখে যায়। কিন্তু দেবতারা অদেকা ভাবে সব সময়ই আসা যাওয়া কোরতে লাগলো। মানুষ সব বাইরে বেড়াচ্ছে একজন দেকতে পেলো কে যেন আঁতুড় ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। জিজ্ঞেলা কোরলো ঘরে কে গেল, কোন উত্তর পেলোনা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে কেও নেই। শচীকে শুধুলো ঘরে কে ঢুকলো? শচী বল্লে কৈ কেও ত নয়। আমি ত খোকাকে নিয়ে একাই আছি। মনে ভয় হোলো, গা শিউরিয়ে উঠলো দেকা মানুষ কোথায় গেল এ ভূত না হোয়ে কি যায়? নিশ্চয়ই ভূত। শচীর মনে ভয় নেই সে অমূল্য ধন কোলে কোরে বোসেচে কিসের ভয়। সে কাকেও ভয় করে না। কোন দিন কেও দেকলো ঘরের ভেতর মানুষ বেড়াচ্ছে গা শিউরিয়ে গিয়ে তাকে কিছুই না। শচী ভয় পাবে বোলে তাকে কিছু বলে না কিন্তু গায়ে কাটা দিয়ে ওটে, শচীর ভয়ে তারি বোধ হয়। ঘরের ভেতোর মানুষ চকতে আসা যায়, বেড়াতে আসা যায়, দেকতে আসা যায়, কাচে থেকে কিছুই না, এসব ভূত পেতনী না হোলে আর কি হবে। যে রকম ব্যাপার তাতে ছেলে বাঁচান ভার। কতকগুলো ছেলে মেয়ে মনে নিলো এটা বুঝি ভূতের হাতে যায়। জগন্নাথ মিশ্রিরও এই ভয় পাড়ায় লোকেও এই ভয়। ওঝা ডেকে বাড়ী বন্ধ কোরে নিলেন ঘর বন্ধ কোরে নিলেন ছেলের গা বন্ধ কোরে নিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলোনা ভূতের আসা যাওয়া নিবারণ হোলো না। নরসিংহ নাম শুনলে ভূত পালায় ভূত সেখানে থাকে না, কাজে কাজেই যখন ঘরের ভেতর ভূত দেকতে পায়, তখনই নরসিংহ নরসিংহ বোলে চিৎকার কোরতে থাকে। অপরাজিতার শোর শোড়লেও ভূত পালায় বোলে কেও কেও ভূত দেখলেই অপরাজিতার শোর শোড়তে থাকে। কিন্তু এ ভূত কিছুই মানে না আসে, যায়, বেড়ায়, কিছুতেই ভয় দেকে না। জগন্নাথ মিশ্রি নিরুপায় ভেবে ছেলের জীবনে হতাশ কোরে বোল্লেন, আর কিছুতে দরকার নেই, ভগবান যা করে তাই হবে। শচীদেবী বোল্লেন, তোমরা ভেবো না আমার নিমাইকের কোন ভয় নেই, নিমাইকে দেবতারা দেখতে আসেন।

এই রকম ভোরে ভয়ে ভয়ে এক মাস বেরিয়ে গেল, খোকার কোন বিপদই হোলো না। না পেতনিতে খেলো না ভূতে খেরলে। কোন আপদ বিপদ হোলো না ছেলে জগন্নাথ মিশ্রির মনে একটু সাহস হোলো, আগে আইবুড় ভাত দেকে গেল। আজ শচী দেবীর ষষ্ঠী পূজো সেদিন বড় আনন্দ। গান বাজনা কোরতে কোরতে শচীদেবী গঙ্গার ঘাটে এলেন, তার পর যা ষষ্ঠীর পূজো দেয়ে আর আর দেবতাদের পূজো কোরে হাসতে হাসতে বাড়ীতে ঘরে উঠলেন। যে সব মেয়েরা শচীদেবীর সঙ্গে গিয়ে ছিলেন, তাদের সকলকে খই, কলা, তেল, সিঁদুর,

পান, গুপুরী দিয়ে বিদেয় কোরেন। মেয়েরাও সবাই খোকাকে আশীর্বাদ কোরে আপন আপন ঘরে গেলেন।

শচী যখন বাড়ীর ভিতর যেতেন তখন খোকা বড় মজা কোরতো। ছোট ছেলেদের ঘুম খুব বেশী। খোকা প্রায়ই ঘুমিয়ে থাকতো। যখন ঘুম ভাঙ্গতো, তখন কেবল কাঁদতো। একদিন এমন হোলো, কান্না আর থামে না। কেবল টাঁ টাঁ কোরে কাঁদতে লাগলো। শচী দেবী কোলে তুলে নিয়ে স্তন মুখে দিলেন, স্তন ধোরলে না। কেবল কান্না, শেষে এমন হোলযে দম আটকে যেতে লাগলো কেবল টাঁ টাঁ এঁা এঁা এঁা টাঁা থাঁা থাঁা থাঁা থাঁা, টাঁা টাঁা টাঁা থাঁা থাঁা থাঁা থাঁা টাঁা টাঁা ক ছেলের বুঝি দম আটকালো। এই ব্যাপার। শচীদেবী কিছুতেই ছেলেকে থামাতে পারলেন না, বড় বিপদে পোলেন। মনে কোরলেন, লোকে বলে ভূত ঘরে আসে আমি বিশ্বাস করেন। সত্যি, এ ছেলেকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে, নইলে এত কান্না, কিছুতেই থামলো না! ছেলে বুঝি আর বাঁচাতে পারিনে! ছেলের দম আটকে যাচ্ছে! আর কি কোরে বাঁচাই! আগে সব গুলো ধনে নিলে, এবার ভূতে নিলো। ভূত আমার সোনার চাঁদকে ছেড়ে আমাকে খেকুক। ওরা ডেকে বাড়ী বন্ধ কোরলাম, ঘর বন্ধ কোরলাম, খোকার গা পর্য্যন্ত বন্ধ কোরলাম কিছুতে কিছু হোলোনা, আর কি বাঁচে, এত কান্না দম আটকাচ্ছে আহা হা ভগবান, কি কোরলে? হা হরি কি কোরলে? ভূত নোলো না? হরিবোল, হরিবোল, হরি হরি খোকাকে এবার পাশে শুইয়ে রেখে হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। হরি মুখে কয়ে হরিবোল হরিবোল। শচীদেবী যেমন হরিবোল হরিবোল বোল্লেন, অমনি খোকার কান্না বন্ধ হোয়ে গেল আস্তে আস্তে আবার ঘুমিয়ে পোলো। বাবা বাঁচলাম, ছেলের এত কান্না! এই বোলে শচীদেবী খোকাকে কোলে তোলে নাথিয়া বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

সমালোচনা।

গত ২০শে পৌষের গৌড়ীয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের এপোক্রাফায়ে বিবিধ • আইন ও আদেশ মূলক অন্যায় হইতে মাতাপিতৃভক্তির সমর্থক বচন নির্দ্দেশ করিয়া যে স্বীয় মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে পণ্ডিত মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ২৩ অঃ ২৯ সংখ্যায়ও একটী আদেশ আছে লক্ষ্য করিবেন—

"তোমার সন্তানগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তানটী আমাকে দান করিবে।" সেণ্ট মেথিউ ২৩শ অঃ দেখা যায় যে, একজন আইনজ্ঞ যিশু খৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

প্রভো, ভগবানের আইনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদেশ কোনটী?

যীশুখৃষ্ট বলিলেন—'তুমি তোমার প্রভু ভগবানকে সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বাত্মায়, সর্ব্বতোভাবে ভক্তি করিবে। ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদেশ।'

শাস্ত্রীমহাশয় যে আলেকজাণ্ডারের বাক্যে মাতৃভক্তি নিদর্শন পাইয়াছেন সেই সেই আলেকজাণ্ডারের চরিত্র Alexander and Robber শীর্ষক আখ্যায়িকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার বড় দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি বাহুবলে সুশাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার রাজ্যে একটি অসম সাহসিক দস্যু তাঁহার প্রজাবর্গের উপর বড়ই অত্যাচার করিতে থাকিল। আলেকজাণ্ডার বহু চেষ্টার পর উক্ত দস্যুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইলেন। বিচারের জন্য আলেকজাণ্ডারের নিকট উপস্থিত হইলে আলেকজাণ্ডার দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ওহে দস্যু তুমি কোন্ সাহসে আমার রাজ্যে দস্যু কার্য্য করিয়া থাক। তখন ঐ দস্যু বলিয়া উঠিল 'মহারাজ' আপনি একজন সর্ব্বাপেক্ষা বড় দস্যু। আমি ধনীগণের ধনের কিয়দংশ হরণ করি, আর আপনি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণবধ করিয়া, কত অবলাকে কাঁদাইয়া কত জনীর চক্ষে অবিশ্রান্ত বারিধারা প্রবাহিত,

করাইয়া, ধন, রাজ্য, গৃহ, অপত্য সকল ত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য করিতেছেন। অতএব তাঁহারা যেখুন কে বন্দ্য। এইরূপ চরিত্রবান্ আলেকজাণ্ডারের পক্ষে বন্ধুকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শনীয় হইতে পারে কিন্তু ইহা সারগ্রাহিব্যক্তিগণের নিকট তুচ্ছির চরম দৃষ্টান্ত বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। অতএব কপটতা যুক্ত লৌকিক ধর্ম্ম ও সম্পূর্ণ-কৈতববিমুক্ত আত্মধর্ম্মকে সমজ্ঞান করিয়া আত্মধর্ম্মের চেষ্টাসমূহে দোষারোপ করিলে সারগ্রাহিতার অভাবই বুঝা যায়।

শ্রীঈশোপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতাদি শাস্ত্রসমূহে বলেন—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ দ্বিবিধা কর্ম্ম বৈদিকম্।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনামৃতেঽমৃতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৫।৪৫

অর্থাৎ বৈদিককর্ম্ম দ্বিবিধ প্রবৃত্তিপর ও নিবৃত্তিপর। প্রবৃত্ত কর্ম্মদ্বারা জীব পুনঃ পুনঃ জন্মের জন্মমরণমালায় ঘুরিতে থাকে। ঐ সকল কর্ম্ম জীবগণকে—

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

আর নিবৃত্তকর্ম্ম দ্বারা জীব অমৃতত্ব লাভ করেন। নিবৃত্তকর্ম্ম একমাত্র ভগবৎসুখতাৎপর্য্য বিশিষ্ট হইলেই পরাভক্তি মাধে অভিহিত হইয়া থাকে।

অনাদিবহির্ম্মুখ অনুচৈতন্য জীব স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের অপব্যবহার-ফলে দেহ ও মনে আবদ্ধ হইলে তাহার স্বরূপগত স্বভাব ভগবৎসেবাধর্ম্ম বিস্মৃতি হয় এবং সে বিরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিরূপগতস্বভাব প্রবৃত্তধর্ম্মের বশীভূত হইয়া পড়ে। একপ্রকার শাস্ত্র ঐ সকল বদ্ধজীবের ভোগপ্রবৃত্তিকে সঙ্কোচিত করিয়া ক্রমশঃ নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাইবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরণ ঐ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেই নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে তাহা শাস্ত্রের অভিমত নহে।

মনুসংহিতা ১২শ অধ্যায়ের কৃতবাক্যই তাহার প্রমাণ—

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সংযম ও বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন।

ভোগপ্রবৃত্তি বিদূরিত হইলে উহা আবার অন্য আকার ধারণ করিয়া মোক্ষপ্রবৃত্তিরূপে উদিত হয়। সারত শাস্ত্র তখন জীবের কৈতবযুক্ত ঐ মোক্ষব্যবহারেরও বিদূরিত করিয়া নিত্য স্বরূপধর্ম্ম ভগবৎ-সুখতাৎপর্য্য সাধক সেবাধর্ম্মের উপদেশ করেন। খুব সুকৃতিবান্ ব্যক্তিই এই সেবা বা ভক্তিধর্ম্মে নিষ্ঠা হয় ইহাই শ্রীঈশোপনিষদের চরম উপদেশ—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু॥"

সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনই জীবের চরম প্রয়োজন নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আনুকূল্যে ভগবৎসেবা সাধিকা ভক্তির অনুশীলনই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু কামিব্যক্তিগণ প্রবৃত্তির প্রাবল্যহেতু কর্ম্মযোগের অধিকারী। তাহারা স্ব স্ব কামনাপূর্ত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কামনা কামযোগ্য দেবতার উপাসক, ইহলোক ও পরলোকে অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠালোলুপ, সর্ব্বথা দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট। ইহারাই স্মার্ত্তনামে অভিহিত। এই স্মার্ত্তগণের অধিকারে নানা প্রকার দেবতা আরাধনার ব্যবস্থা, ইহলোকে পুত্র, পৌত্র, রাজ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখলাভের জন্য যাগ যজ্ঞাদি, দান ধ্যান জপ তপঃ, গৃহধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম-যাজনাদ্যে সন্ন্যাসধর্ম্মাদির ব্যবস্থা। অত্যন্ত দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট বলিয়া ইহাদের জন্য নানাপ্রকার অশৌচ শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এই সকল কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তধর্ম্মের অধিকারী মানবগণের জন্যই বলিয়াছেন—

বিদ্যারম্ভাবধেঃ বালো যদং যাবচ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ঃ ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥
মাতরং পিতরং পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স যতিঃ পাতকী ভবেৎ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৮ম উল্লাস ১৬-১৭।

অর্থাৎ বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন, যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও বিবাহ এবং [illegible] বয়সে ধর্ম্মজনক কর্ম্ম

করিবে, পরে সুধী ব্যক্তি বৃন্দাবনধাম সন্দর্শনে গমন করিবেন। বৃন্দ পিত্রাদিকে, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশুসন্তান পরিত্যাগ করিয়া অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিলে সে মহাপাতকী হইবে ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

প্রচারপ্রসঙ্গ

গত ১৪ই ডিসেম্বর ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিকারীপাড়া নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন।

গত ৩০শে ডিসেম্বর ১৪ই পৌষ তারিখে ৪৬নং রাজা-নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রদ্ধা উদ্দীপিত করেন।

গত ২রা জানুয়ারী তিনি ৩৭।১ শোভাবাজার ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বেণীমোহন রায়চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের গৃহে বহুজন সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সকলেরই মনোরঞ্জন করেন।

শ্রীমদ্ ভারতীমহারাজ গত ৪ঠা জানুয়ারী ১৯শে পৌষ তারিখে উল্টাডিঙ্গি খালধার নিবাসী শ্রীযুক্ত নটবর পোদ্দার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

গত ৮ই জানুয়ারী ২৩শে পৌষ তারিখে তিনি নলিন সরকার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কুমুদপ্রকাশ গাঙ্গুলী মহাশয়ের গৃহে বহু উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

গত ১০ই জানুয়ারী ২৫শে পৌষ তারিখে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ রামতনু বসুর লেনের শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ উকিল মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। বহু উচ্চশিক্ষিত শ্রোতা তাঁহার পাঠ শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ গত ১৬ই হইতে ১৮ই জানুয়ারী তিন দিবসকাল বৃন্দাবন পালের লেনস্থিত প্রসিদ্ধ ডি, এন, বিশ্বাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

গত ২০শে জানুয়ারী ৫ই মাঘ তারিখে তিনি বেলে-টোলা নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে বহু শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

ভক্তিপ্রচারক শ্রীনাথ তটবৈদিক শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী প্রমুখ ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের কয়েক মূর্ত্তি ব্রহ্মচারীসহ ঢাকা জেলা সাভার গ্রামে কিছুদিন যাবৎ শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় ভদ্রলোক সকলেই প্রচারকবৃন্দের মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। তটবৈদিক ও ব্রহ্মচারী মহোদয় দ্বয়ের শ্রীগুরুসেবা আদর্শস্থানীয়।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

নামাশ্রয়ীজনের যাহাতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীল রামহরিদাস মহান্তের বংশোৎপন্ন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীপাট মেদুড় নিবাসী কোন ব্যক্তি হরিভক্তি বিলাস-মতে তাঁহার পরলোকগত মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ কলিযুগ পাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণামৃত ও তন্নিবেদিত মহাপ্রসাদের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র সিদ্ধান্তানুসারে সংকীর্ত্তন যজ্ঞ ও মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উক্ত শ্রীপাটবাসী কোন কর্ম্মি ব্রাহ্মণ বংশো-দ্ভূত অভক্ত, বৈষ্ণবকে সাধারণ কর্ম্মফলভোগী মানবজ্ঞানে কর্ম্ম-ফলানুযায়ী বৈষ্ণব যোগে শাস্ত্র ব্যবহারানুযায়ী প্রেতশ্রাদ্ধ করিতে না দেখিয়া বিদ্বেষ বশতঃ নানারূপ বাগাড়ম্বর করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিশ্বাস রহিত, বৈষ্ণবশাস্ত্রানুযায়ী বৈদিক কর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিতে তাঁহার অধিকার না থাকায় একটী কর্ম্মকাণ্ডীয় দল পাকাই-বার চেষ্টায় ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু শ্রীপাটের নিকটস্থ ব্রজ প্রেমোন্মত্ত শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শাখা বাদকেন্দু ঠাকুর আচার্য্যের বংশধরগণ এই সদনুষ্ঠানে আন্তরিক প্রীতি সহকারে যোগদান করতঃ বংশোচিত মহিমায় পরিচয় দিয়া পক্ষোপাসকী ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বৈষ্ণববিরোধী দল পাকাই-বার উদ্যম অনেকটা শিথিল করিয়াছেন। গলাচুন ও পাচুন গ্রামের মধ্যে উক্ত আচার্য্য সন্তান মহোদয়গণ ভক্তিশাস্ত্রানুযায়ী সদাচারের দ্বারা ব্রাহ্মণসমাজে বিশেষ লক্ষ-

প্রতিষ্ঠা। ইহারা এক্ষণে লুপ্ত বৈষ্ণবাচার সকলের পুনরুদ্ধার করণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। রায় রামানন্দের অষ্টপারিষদের মধ্যে শ্রীল সুবুদ্ধি মিশ্র ঠাকুরের বংশধরগণও ইহাতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। কাটোয়া সন্নিকটস্থ কৈলগ্রামে উঁহারা বাস করেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়গণ পুনরায় লুপ্ত বৈষ্ণবাচার পরিপালনে এবম্ভূত আগ্রহান্বিত। শুনিতে পাই বৈষ্ণবাচার বিরোধী দীক্ষাবিধানানভিজ্ঞ কর্ম্মিটী আবার বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সংস্কার দেখিতে না পাইয়া তাহার বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ঘটিতেছে না। আবার এই ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-প্রভাব দর্শনে অভিমানে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন এবং যাহাতে বৈষ্ণবগণ লজ্জিত হন তজ্জন্য আপন বহির্ম্মুখ সমাজের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সকলকে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। তথাপি বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিবিলাস লিখিত রাক্ষস শ্রাদ্ধের পক্ষপাতী নহেন।

নির্য্যাণ।

গত এই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী ত্রয়োদশী তিথিতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের স্বধামপ্রাপ্তি হইয়াছে। গোয়ালপাড়াবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিমানন্দদাস অধিকারী বি, এল্, মহাশয়ের কৃপায় তিনি গত বৈশাখ মাসে শ্রীচৈতন্য মঠে আসিয়া অক্লান্তভাবে নিষ্কপটে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করেন। পরে গৌড়ীয় মঠে আসিয়া চিকিৎসিত হন। আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ তিনি বহু চিকিৎসাসত্ত্বেও আরোগ্য লাভ করিলেন না। তিনি দুরারোগ্য ভীষণ কালা জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বন্ধুবর অধিকারী মহাশয়ের দর্শনেচ্ছায় মঠ হইতে গোয়ালপাড়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মিষ্ট ও অতি নম্র স্বভাবে সকলেই তাঁহার উপর প্রীত ছিলেন। গুরুবিরহ দারুণ ভাবে অনুভূত হইলেও তিনি যে নীর আরাধ্য কৃষ্ণসেবায় রত আছেন ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার

আয় ব্যয় তালিকা

শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৩৬, সন ১৩২৯ সাল।

আয়ের তালিকা।

সংগৃহীত

মাঃ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪৯৲
মাঃ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী	২১।০
মাঃ হৃদয়চৈতন্য দাসাধিকারী	৮৫।০
মাঃ কলিবৈরি দাসাধিকারী	৪৯৶০
মাঃ হরিদাস ব্রজবাসী	২১৪৶০
মাঃ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী	২৯।/১৫
মাঃ তীর্থ মহারাজ	৩৪১৸৶০
মাঃ ভারতী মহারাজ	১৫০৲
মাঃ মঙ্গলময় ব্রহ্মচারী	২১৲
নৈহাটী হইতে	২৮৲
মাঃ শ্রীভক্তিসাবঙ্গ	১৫০৲
অব্যক্তনামা	২০০৲
মাঃ অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিপ্রাকর	১৪৮৲
মাঃ সনাতন দাস ব্রহ্মচারী	২০৶০
মাঃ ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৲
মাঃ বিষ্ণুদাসাধিকারী ভক্তিসিন্ধু	৪০৲
মাঃ আচার্য্যদাস ব্রহ্মচারী	৬৲
মাঃ সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় হেডমাষ্টার	২২।০
রাধারমণ দাসের মাতা	
উত্তরপাড়ার রাণী মহোদয়া	
অভয়চরণারবিন্দদাসাধিকারী	
জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ	
অরুণ চন্দ্র দত্ত	

১১৲ হিসাবে ২জন—২২৲

১। অবিনাশ হরণ রায়-বিকাশী ২। বিশোরীমোহন রায়

১০ টি: ১০ জন—১০০৲

১। দর্পনারায়ণ নন্দী ২। শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা দাসী ৩। কালি প্রসন্ন বাগচী ৪। কাদম্বিনী মিত্র ৫। সচ্চিদানন্দ দাস ৬। হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ বি এল্ ৭। সুরেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী ৮। নৃপেন্দ্র বালা চৌধুরাণী ৯। সৌদামিনী ঘোষ ১০। মুকুন্দ বিনোদ দাসাধিকারী

৭৲ হিসাবে ২জন—১৪৲

রবীন্দ্র নাথ মণ্ডল ২। বাঁকাশ্যাম ঘোষ

৬৲ হিসাবে ৪জন—২৪৲

কুঞ্জবিহারী গাইন ২। অবিনাশ হরণ দাসাধিকারী নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন ৪। হরি দাস বাবাজী

৫৲ হিসাবে ৩০জন—১৫০৲

১। তীর্থনাথ বসু ২। রাধারমণেশ্বর ঠাকুর ৩। পরেশ নাথ ঘোষ ৪। বংশীবট সিংহ রায় ৫। রাম চন্দ্র সিংহ রায় ৬। ব্রজ মোহন মল্লিক ৭। ব্রজ গোপাল নন্দী ৮। দাস সেট কোং ৯। শশধর দত্ত ১০। তারক নাথ শীল ১১। বীন বন্ধু সাহা ১২। হরি মোহন ঘোষক ১৩। যাদব লাল চক্রবর্ত্তী ১৪। শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দাসী ১৫। মতি লাল ঘোষ ১৬। ক্ষুদিরাম ঘড়াই ১৭। চারুবালা দাসী ১৮। মল্লিক বাটীর বড় গিন্নি ১৯। শ্রীমতী আনন্দা সুন্দরী দেবী ২০। ভোলা নাথ সাহা ২১। নারায়ণ চন্দ্র সিংহ রায় ২২। শচীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাস ২৩। অনন্ত দত্ত ২৪। যুধিষ্ঠির মাইতি ২৫। মন্মথ নাথ সাহা ২৬ কুঞ্জ বিহারী ভৌমিক ২৭। মদন মোহন দাসাধিকারী ২৮ কুঞ্জ বিহারী বিশ্বাসকুমার ভাগবতরত্ন ২৯। প্রমোদবিহারী গুরুঠাকুরতা বি এ ৩০। গোকুল দাসাধিকারী।

৪৲ হিসাবে ৮জন—৩২৲

১। হরিপদ চন্দ্র দে সরকার ২। হরিপদ সিংহ রায় ৩। মতি রায় ঘুণ্ড ৪। কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ ৫। শ্রীমতী রূপচন্দ্রী দাসী ৬। রাধা বল্লভ সাহা ৭। প্রভাবতী দাসীর শাশুড়ী ও সাহা ৮। সন্তোষবাসিনী ঘোষ

৩৲ হিসাবে ৭জন—২১৲

১। কলিবৌরি দাসাধিকারী ২। ঘাটাল ব্যার লাইব্রেরী ৩। সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ এ ৪। মনোমোহন দাস ৫। ভগবান্‌দাসাধিকারী ৬। বৈদ্যনাথ মণ্ডপাট ৭। বসন্ত কুমার দে প্রকাশে চন্দ্র দে

যুগলচন্দ্র প্রামাণিক ২৮/০

২৲ হিসাবে ৫২জন—১০৪৲

১। পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২। নিত্য গোপাল ঘোষ ৩। রাধা গোবিন্দ নন্দী ৪। নারায়ণ চন্দ্র সিংহ রায় ৫। নফরচন্দ্র ভাণ্ডী ৬। সন্ন্যাসী চরণ প্রামাণিক ৭। বিনোদ বিহারী সাহা ৮। কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ ৯। কেবার নাথ ১০। কুসুম কুমারী দেবী ১১। বাপাল চন্দ্র ঘোষ ১২। ভোলা নাথ ঘোষ ১৩। শ্রীমতী ফেলারমণি দাসী ১৪। দেবেন্দ্র নাথ খাঁ ১৫। অতুলকৃষ্ণ রায় ১৬। বিহারীলাল সরকারের স্ত্রী ১৭। সুরেন্দ্রলাল মিত্রের মাতা ১৮। চন্দ্র মোহন চৌধুরীর স্ত্রী ১৯। ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের স্ত্রী ২০। ধরণী ধর ঘোষ ২১। মনোরঞ্জন মজুমদারের স্ত্রী ২২-২৪। অজ্ঞাত ২৫। হরেকৃষ্ণ শুই ২৬। মহেন্দ্র নাথ দাস ২৭। অমূল্যচন্দ্র দাস ২৮। গিরিবালা দাসী ২৯। মোক্তার লাইব্রেরী ৩০। গোবিন্দ ভকির চন্দ্র দাস ৩১। শ্রীচরণ বাগ ৩২। নলকুমার পাল সিং ৩৩। গোবর্দ্ধন দাস হরি সাধন খাঁ ৩৪। পরমেশ্বর মণ্ডল ভকির দাস ৩৫। হাই স্কুল হাণ্ড ৩৬। সতীশচন্দ্র গুহ ৩৭। সোমনাথ রায় ৩৮। শ্রীমতী পরবিনী ৩৯। বঙ্কিম চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪০। হরিমতি দাসী ৪১। উপেন্দ্র নাথ সাহা ৪২। নৃসিংহ প্রসাদ মিত্র ৪৩। সুরেন্দ্র নাথ মিত্রের মাতা ৪৪ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ৪৫। গোপী নাথ অধিকারী ৪৬। ব্রজ মোহন দাস ৪৭। নিতাই সেবক সাহা ৪৮। হরি লাল মিত্র ৪৯। অতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫০। সুদর্শন মণ্ডপাট ৫১। বৃন্দাবন দাসাধিকারী ৫২। বিরাজ মোহন দে।

১।০ হিসাবে ২জন—২৷৷০

১। রামচাঁদ রায় হরি প্রসন্ন দে।
ভোলা নাথ দত্ত। ১৷৷০

১৲ টাকা হিসাবে ২৩৬ জন—২৩৬৲

অবিনাশ চন্দ্র সাঁই, বিনোদ বিহারী মোদক, রামরঞ্জন বোষাল, যোগজীবন সান্যাল, বিশ্বনাথ সেট, নন্দী গোপাল মল্লিক, গোপালচন্দ্র সাহুই, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী, ফাল্গুন্দ্র নাথ ঘোষ, প্যারীলাল কর্মকার, গৌরমোহন ঝাঁ, প্রমথনাথ সিংহ, ক্ষীরোদ বাবু, যতীন্দ্রনাথ নাথ, গঙ্গাধর মজুমদার, গৌরচন্দ্র ঘোষ, বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, বঙ্কবিহারী সিংহ রায়, অনন্তকুমার সরকার, নৃত্যনাথ সরকার, ভাগচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র রায়, নিতাইগোপাল সরকার, বৈষ্ণবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপদ কুণ্ডু, ক্ষীরুদ্রণ সাহস্ত, কালী পদ দে,ক্ষানিপদ দাস, হরেশ্বর নাগ, চরণচন্দ্র ঘোষ, শাস্তমণি দত্ত, বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সাহা, তোলানাথ কুণ্ডু, পঞ্চানন কুণ্ডু, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, বৃন্দাবন পাল, ভবীকেশ চৌধুরী, শ্যামচরণ পাইন, শ্রীপতি গোস্বামী, তুলসী চাল, কালিপদ সরকার, গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ পাল, যোগেশচন্দ্র রায়, উমেশকুমার ঘোষ, নিতাইচন্দ্র মণ্ডল, শাশুতোষ নন্দী, সতীশচন্দ্র মল্লিক, কাঙ্গালগোকুল মণ্ডল, বনওয়ারীলাল বিশ্বাস, শ্রীশচন্দ্র ঘটক, বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশেন্দ্রনাথ সাহা, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ, বীরেন্দ্র কুমার ঘটক, পুলস্ত রায়, সূর্য্যকুমার নন্দী,-দিং, শ্যামাচরণ নন্দী, তারিণীচরণ মোদক, বীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, হরিনাথ বাগচী, সচ্চিদানন্দ বসুর মুহুরীগণ, নারায়ণ চন্দ্র সিংহ রায়, অঘোরানাথ রায়, হরিচরণ দাস, পীতাম্বর দাস, ভিখারিচরণ দাস, একাদশী সাউ, শিবপ্রসাদ দাস, ক্ষেত্রমোহন দাস, ভাগবতচন্দ্র পাল, কাঙ্গালীচরণ সাউ, গোপীনাথ সাউ, রামনারায়ণ সিংহ রায়, উমাপ্রসাদ মিশ্র, ভরিরণ ঘোড়াই, উমেশচন্দ্র রায়, ত্রৈলোক্যনাথ রায়, সত্যভূষণ দাস অধ্যাপক, তারবরনী দেবী, অঘোরা দাসী, গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু, শ্রীমতী মৃণালিনী দাসী, মহীনারায়ণ সরকার, বাসবিহারী রায়, অভয়কুমার বক্সী, ব্রজনাথ দাস, মহেন্দ্রনাথ রায়, কৈলাসপ্রসাদ মণ্ডল, তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ সরকার, প্যারীলাল ঘোষের স্ত্রী, [illegible] মাতা, অন্ন লিক্ষা দাসী, মনোমোহিনী দাসী, [illegible] মাতা, কেদারনাথ রায়, নিরোবাবালা দাসী, শ্রীমুক্তী দাসী, গোপিনাথ সাধু, মহেশ সাধুর স্ত্রী, রামচন্দ্র সাধুর স্ত্রী, [illegible] সাধুর স্ত্রী, ঘনশ্যাম দাসী, শান্তমণি দাসী, কুক্তিমণি দাসী, ভুবন মণ্ডল, হেমকান্ত সরকার, জগবন্ধু দাস, কালাচাঁদ কসি-রাজ, রাধানাথ সেট, মদনমোহন সাধু, নিকুঞ্জলাল, ভোলানাথ নায়ক, কালিন্দিবরী দাসী, যতীন্দ্রনাথ পাল, রাখালচন্দ্র পাল, যোগীন্দ্রনাথ চন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ কর, নাগালচন্দ্র দত্ত, রাধানাথ দাস, নটবর পাল, নটবর দত্ত, উজ্জ্বলাবাহন সিংহ, বিহারীলাল হেম্, গোষ্ঠবিহারী হেম্, ঈশ্বরচন্দ্র নায়ক, অধিকাচরণ দত্ত, ডাক্তার গোষ্ঠবিহারী গুপ্ত, নবকুমার সিংহ, রামলাল নন্দী, বৈকুণ্ঠনাথ শুই, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, উমাচরণ মোদক, নিবারণচন্দ্র দাস, রাধাকৃষ্ণ দাস, শশিভূষণ দাস, রাখালচন্দ্র সিংহ, সীতারাম কুণ্ডু, হরিদাস কুণ্ডু, পশুপতি মাজাল, চন্দ্রনাথ পাল, কবিরাজ ঘাইতি, গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সনাতন মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ দুত, হরিপদ হাজরা, সুধাংশুকুমার দত্ত, প্রিয়নাথ চৌধুরী, সত্যেশ্বর বাবু, গোবিন্দ বাবু, রামকৃষ্ণ হাজারী, ত্রৈলোক্যনাথ পাল, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, হরিসাধন সাহা, অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ পাল, শাশুতোষ দাস, বরদানাথ ঘোষ, মন্মথনাথ নাথ, গোপালচন্দ্র দাস, কবিরবাস কর, রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, ঠাকুরবাস সিংহ, বিভূতিভূষণ ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঘোষ, রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীমতী তুলসীবালা দেবী, বিপিনবিহারী দাস, হলধর দাস, শঙ্খিনী দাসী, নরেন্দ্রচাঁদ পাল, নটবর হেঁস, অক্ষয়কুমার সরকার, ধর্ম্মদাস দালাল, ত্রিলোচন সরকার, মহেন্দ্রনাথ দাস, কেদারমোহন পাল, রামময় কর্মকার, কমলা দাস, সুরুদ্রাবালা দেবী, সুরেশচন্দ্র রায়, হাই স্কুল রামজীবন-পুর, পঞ্চানন পাল, সতীশচন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ পাল, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বিনোদবিহারী মোদক, প্রভাতচন্দ্র অধিকারী, গোকুলচন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্রকুমার দে, কিশোরানন্দ ঠাকুর, রাজদাসের মাতা, কমলিনী দাসী, সুশীলমোহিনী দাসী, শ্রীপতি বক্সীর মাতা, মাধবন্ স্কুল, অনন্ত দাসী,

কালিদাস দাস, সনাতন চক্রবর্ত্তী, প্রতাপচন্দ্র রায়, অশ্বিনী-কুমার সাহা, রাজকুমারী দাসী, উত্তমকুমারী দাসী, সতীশ চন্দ্র খাঁর মাতা, কালিচরণ সাহার স্ত্রী, সত্যসুন্দরী দাসী, সরোজিনী দাসী, পঞ্চানন সাহার মাতা, জগচ্চন্দ্র কাপুড়িয়ার স্ত্রী, জগন্নাথ দাসাধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি মুকুন্দচন্দ্র মাইতি সুরবালা দাসী, নরেন্দ্রনাথ পাল যতীন্দ্রনাথ সাহা, হেমনাথ ঘোষ, হরিবিনোদ দাসাধিকারী, কালিদাস ভৌমিক, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরেরাম মুখোপাধ্যায়, দ্বিজপদ দাস, অভয়াপদ মিত্র, হরিপদ মুখোপাধ্যায়, জগবন্ধু মণ্ডল, হরিপদ বিশ্বাস, হরনাথ দাস, বিনয়কৃষ্ণ সাহাল, যামিনীকান্ত মিত্র, কেদার নাথ বসু, কার্ত্তিক সাহা, পুলিনবিহারী মাইতি, রঘুনাথ দাস।

উদ্বৃত্ত চাউল বিক্রয়	১১০।৶০
খুচরা আদায়	১।৶১৭।০
	২৫০৩৷৶২।০

চাউল।

২৶০ হিসাবে ২ জন—৪৶০

আশুতোষ সিংহ রায়, মুক্তাকেশী দেবী।

কিশোরীমোহন সিংহ

১৶০ হিসাবে ২৪ জন ২৪৶০

কমলারতন নোহক, মতীন্দ্রনাথ মণ্ডল নরেশচন্দ্র মিশ্র, বি এ, তীর্থনাথ বসু শ্যামাপদ সিংহ নকুড়চন্দ্র দাঁই পরেশনাথ ঘোষ বিভূতি ভূষণ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ সিংহ রায় রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায় মন্মথনাথ সিংহ রায় লক্ষ্মীনারায়ণ দাস অক্ষয়কুমার মল্লিক রাধাপচন্দ্র পাঠক মহাদেব চৌধুরী কেদারনাথ ঘোষের মাতা বেণীমাধব ঘোষ চন্দ্রভূষণ চৌধুরী যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী হরিপদ রেজ পঞ্চানন পড়াই, প্যারীলাল ঘোষ ভুজঙ্গভূষণ মিত্র হৃদয়চৈতন্য দাসাধিকারী ভক্তিরত্নাকর, দুর্গাদাস সাধু।

৸০ মণ হিসাবে ৪ জন—৩৶০

হরিপ্রসন্ন বে বিনয়কৃষ্ণ সিংহ যতিলাল ঘোষ আশুতোষ সরকার দিঃ

সরকার বাবুদের বাড়ী

আনন্দময়ী দাসী

৷০ মণ হিসাবে ২৫ জন—১২৷০

তেজনারায়ণ সিংহ রায় ভবানীপ্রসাদ ত্রিবেদী রজনীকান্ত ত্রিবেদী লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী রামপদ সামন্ত বেণোনাথ সামন্ত সৃষ্টীধর মণ্ডল দেবনারায়ণ চৌধুরী ধরণীধর ঝাঁসী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী দাসী উপানন্দ রায় রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল যতিলাল সরকারের স্ত্রী রামকৃষ্ণ সরকারের স্ত্রী রজনীকান্ত লাহা সারদা লাহা গোবিন্দ লাহা তারকনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণমালিনী দাসী কাদিনী সুন্দরী দাসী বিহারীলাল সরকারের স্ত্রী যশোদা মণ্ডল নিত্য দাসী গিরিবালা দাসী চাঙ্গবালা দাসী। অঘোরকামিনী দেবী ৷৯

৷৫ সের হিসাবে ২জন—৸০ সের

পঞ্চহরি কাঁসী সমংকুমার রায় চৌধুরী।

রামহরি কোঙর

৷২ সের হিসাবে ২জন—২৪ সের

তিনকড়ি ঘোষ রমানাথ দাস অধিকারী।

৷০ সের হিসাবে ২৭জন—৬৸০

হরিপদ সিংহ রায় সৌরভ দাসী রমণপাল দেওয়ানচন্দ্র সিংহ রায় তেজনারায়ণ সিংহ রায় পাঁচুগোপাল সিংহ রায় হরিদাস দাস নরানন্দ ঘোষ ভূপতিচরণ ঘোষ বামাপদ চৌধুরী নবীগোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীপতি সামন্ত নলিনাক্ষ রাজমা ব্রহ্মানন্দ চৌধুরী সতীশচন্দ্র মণ্ডল জনৈক হরিপদ রায় প্রেমানন্দ দাস প্রবোধ দাসী নলিনমোহন সরকারের স্ত্রী প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় রামেশ্বর সাহা রমানাথ খাঁ রাধাকৃষ্ণ সাহা প্রতাপচন্দ্র গোপ রজনীকান্ত সরকারের স্ত্রী মনোহর সাধু সুরেশচন্দ্র সিংহ।

রায় রঞ্জন ঘোষাল

খুচরা

সংগৃহীত—চাউল।

তীর্থনাথ বসু	২।৫
অমলকান্তি ভট্টাচার্য্য	২।০
পবনচন্দ্র চৌধুরী	২৶৮

বিনোদী মোহন সিংহ	
হরিপ্রসন্ন দে	
লৌহ দাস অধিকারী	
কেদার নাথ ঘোষের মাতা	
শ্যামাপদ মুখার্জ্জি	
সুবর্ণকৃষ্ণ চৌধুরী	
পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রলোচন রায়	
হরিপদ বেরা	
পূর্ণচন্দ্র দে	
কালাইলাল মিত্র	।৫
পুচরা আদায়	১৸৫
	১০৪৸৬

আলু।

২/০ হিসাবে ২ জন—৪/০

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আশুতোষ সিংহ রায়

১/০ হিসাবে ৭ জন—৭/০

অনন্তময় সরকার শ্যামাপদ সিংহ ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিধুভূষণ ঘোষ বংশীধর সিংহরায় রামচন্দ্র সিংহরায় অক্ষয়কুমার মল্লিক।

দ্বিজপদ সরকার

॥০ মণ হিসাবে ৭ জন—৩॥০ মণ

[illegible] কমলাকান্ত মোদক হরিপ্রসন্ন দে ভূষিভূষণ সামন্ত পাঁচুগোপাল সিংহ রায় রাধালচন্দ্র পাঠক চন্দ্রভূষণ চৌধুরী হরিপদ রায়

।০ সের হিসাবে ৭ জন—১৸০ সের

চন্দ্রশেখর মুস্তফী কালিপদ দাস ভেজনারায়ণ সিংহ রায় প্রভাতচন্দ্র পালিত মন্মথনাথ সিংহ রায় হরিদাস দাস সদানন্দ ঘোষ

/৮ সের হিসাবে ২ জন—।৬ সের

অমৃতময় সরকার নিশাকর সরকার

/৫ সের হিসাবে ২ জন—।০ সের

দেওয়ান চন্দ্র সিংহ রায় ভূপতিচরণ ঘোষ

	১৸৵৬
পুচরা সংগৃহীত	৪।১
সর্ব্বে পুচরা	৪/৸।০
	২৭/৭।০

কলাই।

মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, নাগেন ঘাট

পুচরা সংগ্রহ ৵।০

খরচ

ডাল
তৈলাদি
লবণ
বাজার সরকারী
ইত্যাদি
মরদা ইত্যাদি
চিনিগুড়
ঘৃত
চিড়া
দধি
মেটে বাসন
কাঠ
আলোক
মৃদঙ্গ করতাল
নিশান
পাতা
গ্রন্থ বিজ্ঞাপন ছাপাই
পাথের
ডাকখরচ
বিবিধ

কর্মীদিগের স্থায়ী অস্থায়ী কার্য্যের বিবরণ

গতবৎসরের হাওলাত

২৪০৩৬/২৪০

শ্রীক্ষিতীশ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি
শ্রীহরিপদ বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
শ্রীমতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাগর
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন
শ্রীবিশ্বৈষ্ণবসভার সভার সম্পাদকগণ।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতীয়।

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস:—গত ১৩ই জানুয়ারী সায়াহ্নে কলিকাতার সেণ্ট্রাল কলেজ গৃহে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিবর্গ সমাগম হইয়াছে। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের একখানা তার সভাতে পঠিত হইলে তাঁহার চ্যান্সেলার ডাক্তার পুল সমাগত প্রতিনিধিগণকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তৎপর সভাপতি ডাক্তার আনান্ডেল তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ১৪ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণ তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহার মধ্যে "ভারতে তুলার চাষের ভবিষ্যৎ" ও "দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতা" বিষয়ে দুইখানা প্রবন্ধ ছিল।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি:—পাটনার খবরে প্রকাশ—বিহারের কর্ম্মচারীদিগের বৎসরে দুইবার করিয়া যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, জনৈক মালসী নাকি কোনও কর্ম্মচারীকে ঘুস দিয়া উহার প্রশ্নপত্র বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। উক্ত মালসীর নামে মামলাও রুজু করা হইয়াছে।

মেদিনীপুরে ৬ঠ দিবস:—৯ই মেদিনীপুর আগমনোপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষ ৮০০ দরিদ্রকে ১৪০০৲ টাকার কাপড় বিতরণ করিয়াছেন।

টাকার অভাবে মেদিনীপুরের জলের কল এতদিন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। উহা সম্পন্ন করিবার জন্য মহিষাদলের রাজা ১০০০০ টাকা দান করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

লাট সাহেব মেদিনীপুর স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করিয়াছেন।

মাইকেল শতবার্ষিকী:—অদ্য ১২ই মাঘ কলিকাতা পরিষদ হলে মাইকেলের জন্মকাল হইতে শত বৎসর পূর্ণ হওয়ায় মাইকেল-শতবার্ষিকী উৎসব হইবে।

যাঁহারা মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি পোষণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ঐ তারিখে ঐ স্থানে উপনীত হইবেন।

বৈদেশিক।

পরলোকে লেনিন:—রয়টারের ২২শে তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, লেনিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

নূতন শ্রমিক মন্ত্রিসভা:—লণ্ডনের ২২শে জানুয়ারীর সরকারী খবরে প্রকাশ যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শ্রমিক মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছেন:—

প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব—মিঃ র‍্যামজে ম্যাক ডোনাল্ড।

ভারত সচিব—স্যার সিডনী ওলিভার।

লর্ড অব দি এড্‌মিরাল্টি—লর্ড চেমস্‌ফোর্ড।

সমর সচিব—মিঃ উইন্‌স্টন ওয়ালস্।

লর্ড চ্যান্সেলার—মিঃ ফিলিপ্ স্নোডেন।

লর্ড প্রিভি সীল ও পার্লামেণ্টের অধিনায়ক—মিঃ জে, আর, ক্লাইন্স।

কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট—লর্ড প্যারমুর।

আভ্যন্তরিন বিভাগের মন্ত্রী—মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

প্রাণকিশোর গুহা হরিসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥
মুকুন্দমিশ্রিতালো বৈরাগ্য অনুক্ষণম্।
শ্রীরূপ-সেবায় ভাষা অনুকূল
দিব্য বাণীর ভাষ্য ॥

দ্বিতীয় পত্র } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে মাঘ ১৩৩০, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ { ২য় সংখ্যা

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

গুদ্ধবৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণগণকে আদর করেন। ব্রাহ্মণ মাত্রেই প্রকৃত বৈষ্ণবকে পূজা করেন। যেখানে নিজ নিজ যোগ্যতার অভাবকে আশ্রয় করিয়া জড়াহঙ্কার আসে সেখানে নিজ নিজ স্বরূপ ভ্রান্তি জানিতে হইবে। স্বরূপ বিচারের উপযোগী হইবে বলিয়া নিম্ন প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইল। সকলেই জানেন ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য। ছেলেরা বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট ব্যাকরণে 'নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়' ইহা পাঠকালেও মুখস্থ করিয়া থাকে— 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ'— চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হইতে আর কেহ জগতে শ্রেষ্ঠ আছেন ইহা অনেকেই জানেন না। এক ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পূজ্য কিন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান্। আবার শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায় সেই শ্রীকৃষ্ণও পুত্রের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছেন জগতে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ আছেন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু। একথা সাধারণ লোক মানে না—বলে, এ আবার কি নূতন কথা!

পর আজকালের লোকের 'বৈষ্ণব' সম্বন্ধে ধারণা যেরূপ বিকৃত হইয়াছে তাহাতে 'বৈষ্ণব' বলিলেই লোকে কপিধ্বজ দুশ্চরিত্র বর্ণের ও অব্রাহ্মণ অন্ত্য ছোট লোককেই বুঝিয়া থাকে। লোকের কোনও দোষ নাই, তাহারা প্রত্যক্ষ যাহা দেখিবে তাহাই ধারণা করিবে। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বহু বহু ভাগে শ্রেষ্ঠ। যথা গরুড় পুরাণে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত-পারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোটা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে

সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন সত্রযাজী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; তাহার সহস্র সত্রযাজী ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন সর্ব্ববেদান্ত পার

পারমার্থী একজন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইলে, তাহার সেই প্রকার কোটী ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব হইলে, সুতরাং তিনি বৈষ্ণব তাহাতে ব্রাহ্মণত্বের অভাব নাই। যেমন যে ধনীর এক লক্ষ টাকা আছে তাহার এক বা দশ হাজার টাকার অভাব নাই। এক লক্ষ টাকার মধ্যেই হাজার বা দশ হাজার টাকা নিহিত আছে। অতএব তিনি বিষ্ণুভক্ত তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কেবল ব্রাহ্মণ বলিলে বিষ্ণুভক্তকে ছোট করা হয়। যদিও বিষ্ণুভক্তের জাগতিক ছোট বড় দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি সকলকেই নিজকে তৃণ হইতেও সুনীচ জানেন তথাপি সকল জীবের মঙ্গলাভিলাষী বিষ্ণুভক্ত নিরপরাধ লোক বা সমাজের ব্যক্তিগণ যাহাতে অপরাধে না পতিত হন তজ্জন্য সচেষ্ট। অনেক নিরপরাধ লোক বা যাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে নিজে মনে কষ্ট হয় এইরূপ মতের ব্যক্তি বৈষ্ণব-কুল-বিরোধী সম্প্রদায় ভাগবতাচার্য অতিরিক্ত ব্রহ্মপরিচয় শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল বড়ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবকুলকেও শূদ্র বলিতে কুণ্ঠিত হন না। আবার অনেক বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী ব্যক্তি ঐ সকল মহাত্মা শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তিগণকে শিষ্যরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আচরণে দোষারোপ করিয়া থাকেন। যাহারা দেহকেই যথা-সর্বস্ব বলিয়া জানিয়া দেহের বা লৌকিক ভাবধর্মে অভিনিবিষ্ট তাহারা বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কি প্রকারে বুঝিবেন? তাহারা শুক্র-শোণিতজাত কলেবরের পরিচয়কেই যথাসর্বস্ব বলিয়া জানেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ দেহের মাত্র পরিচয়েই পরিচিত নন। তাঁহারা ভগবানের শুদ্ধ নিত্যদাস। তাঁহারা জানেন আমরা নিত্যকাল সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ ও নিত্যসেবক। যুগে যুগে বৈষ্ণব আচার্যগণ জগতে এই বিষ্ণুবৈষ্ণবের অভিন্নত্ব, আত্মধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও আনুষঙ্গিক ভাবে বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধিদলের হেয়তা, সঙ্কীর্ণতা এবং বহির্মুখ ভাবধর্মের ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব তার নিরসনের জন্য অন্তর্মুখ ভাবগুলি জগতে প্রাদুর্ভূত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যবন-কুলোদ্ভূত হরিদাসের পরিত্যক্ত দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং [illegible] করিয়া তাঁহার মহোৎসব [illegible] করিয়াছিলেন। তদ্রূপ [illegible] করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য প্রভুকে বলিলেন—

> মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
> আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ॥
> অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
> সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয়॥

অদ্বৈতপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন—

> আচার্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
> সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
> তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ ভোজন।
> এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩য়।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ কোনও শূদ্রকুলোদ্ভূত ভক্তের পরিত্যক্ত-দেহের সৎকার করিয়াছিলেন বলিয়া তদানীন্তন বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপূর্ণ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাদপদ হন নাই। শ্রীরামচন্দ্র তির্য্যগ্‌যোনিজ বটায়ুর সৎকার করিয়াছিলেন। শ্রীল বড়ঠাকুর ভুঁইমালীকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস সেই বড়ঠাকুরের আস্তাকুড়ের পরিত্যক্ত চোবা আমের আঠি বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

> তাহার (বড়ঠাকুরের) চরণ চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িল।
> সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্বাঙ্গে লেপিল॥

একদিন বড়ঠাকুর—

> চুরি চুরি চোকা আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে।
> তারে ধাওয়াইয়া তার পত্নী ধায় পশ্চাতে॥
> আঁটি চোকা সেই পাটুয়া ধোয়াতে ভরিয়া।
> [illegible] উচ্ছিষ্টেতে দোষাইল শ্রদ্ধা॥

এই মোর জাতি কেহো কুলে না করিবে।
চুরিতে চুরিতে যদি মোরে মারে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য

শ্রীনারায়ণীসেবক শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৈষ্ণবের কত শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন—

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম যেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
যে শাস্ত্রি বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম তাহা যোনিতে ডুবি মরে॥

চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ১১শ অধ্যায়

বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
বিদ্যা ধন জাতিমদে বৈষ্ণব না চিনে।

ঐ মধ্যখণ্ড ১৬শ অধ্যায়

বৈষ্ণব বিদ্বেষী ব্রাহ্মণকুলকে অভক্ত জানিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত তাঁহাদিগকে আদর করেন নাই।

এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এ সব লোক যম যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র হয়ে।
অবিবেক দুর্জ্জনের হিংসা করিবারে॥

পদ্মপুরাণে এই বাক্যের প্রমাণাদিও আছে। বিষ্ণুর অতুলপূর্ণ পুণ্যফলেই ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াও অব্রাহ্মণ জাতির গ্রহণ করিয়াতাঁহারা মধ্যে মধ্যে শ্রোত্রিয়কুলকে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা অন্ধকার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥
তথাহি পদ্মপুরাণে মহেশবাক্যং
কিমত্র বহূনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥

পদ্মপুরাণে মহাদেব বলেন যে সকল ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ অবৈষ্ণব, প্রমাদবশতঃও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শ পরিত্যাগ করিবে।

বাহ্মণ হইয়াও যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড ১১শ অঃ

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১০০ সংখ্যায়) শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ।

ধন, সৎকুলে জন্ম, রূপ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ওজঃ, তেজ, প্রাণায়াম, বল, পৌরুষ, পরাপেক্ষাশূন্যতা প্রভৃতি এই দ্বাদশ গুণ অথবা শম, দম, তপস্যা, শৌচাচার, ক্ষমাগুণ, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, অনুরাগ, সত্য, ভগবানের কথিতে বিশ্বাস এই দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্রও যদি ভগবানের চরণার-বিন্দে বিমুখ হন, তাহা অপেক্ষা যাঁহার মন, বাক্য, চেষ্টা, ধনও প্রাণ শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়াছে সেই প্রকার ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও ঐ দ্বাদশগুণ থাকা হেতু অজস্র গর্ব্বান্বিত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইয়াও কুল পবিত্র করেন আর উক্ত ব্রাহ্মণ কুলের কথা নিজেই পবিত্র করিতে পারেন না। যথোক্তং—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
যেহর্পিতং চ তদধীনকরাত্মবাচ্চ
ধত্তে চ পাদ কমলাত্মজয়াত্মনা চ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিটীকা—বিপ্রাদ্দ্বিষড়গুণাদ্যো যে জাতিতঃ এব পাপা অতো চ যে কর্ম্মতঃ এব পাপাস্তে তথাত্তি। সদ্গুরুচরণাশ্রয়মাত্রেণৈব জাতিকর্ম্মতাঃ সকাশাৎ পাপিনঃ তথাত্তীতি প্রারব্ধাপ্রারব্ধপাপনাশকত্বং তৎকর্ত্তব্যত্বমুক্তম্। তথাপি তে তজ্জাতিত্বেন তদাখ্যান্তে তাবদ্ব্যবহারত এব ন তু পরমার্থত ইতি জ্ঞেয়ম্। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরিতি হেতু জাতিবুদ্ধিনিষেধাৎ। কিরাত, হূন, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন ও খস প্রভৃতি যে সকল পাপজাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপী, তাহারাও ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তি অর্থাৎ সদ্গুরুর চরণের আশ্রিত

জাতি ও কর্ম্মগত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ভক্তি দ্বারা জীবের প্রারব্ধ অর্থাৎ [illegible] ফল ভোগ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং ক্রিয়মাণ অর্থাৎ যে সকল পাপের ফলভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই তাহা সমুদয়ই বিনষ্ট হয়। তথাপি ঐ সকল সদ্গুরু চরণাশ্রিত ব্যক্তিকে প্রাকৃত লোক যে তত্তৎ জাতি বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকে তাহা ব্যবহারগত, পরমার্থতঃ নহে। কারণ শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণবে যে জাতি বুদ্ধি করে সে নারকী' অতএব তাঁহাদের প্রতি জাতি বুদ্ধি করা নিষেধ। ভক্তি-সম্বন্ধে ১০১ সংখ্যায় শ্রীশ্রীবিপাদ পুনরায় ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন

দিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃৎ বন্ধুষু দিগ্ ব্রতং দিগ্ বহুজ্ঞতাং।
দিক্ কুলং দিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে অধোক্ষজে॥
ভাঃ ১০।২৩।৩২

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন—আমরা জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ। সুতরাং জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের গুরুসম্পত্তি, সাবিত্রী-সম্বন্ধ এবং বৈদ্য এই ত্রিবিধ জন্মে ধিক্ আমাদের ব্রহ্ম-চর্য্যাদি ব্রতে ধিক্, আমাদের বহু অভিজ্ঞতাতে ধিক্, আমা-দের ব্রাহ্মণকুলেও ধিক্, আমাদের বজ্ঞাদি কর্ম্মে নিপুণতাতেও

ইত্যাদি এই শ্লোকে 'অধোক্ষজ' এবং বহুবার ব্যবহৃত অক্ষজ শব্দ, নিরূপণ করিয়া [illegible] ভাষ্যকার ভাষ্যোক্তি স্থাপন করিয়াছেন। যাহারা স্বার্থধর্ম্মের অনুসন্ধানে অন্ধ হইয়া বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতা, ক্রিয়া পটুতা, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত, বহু অভিজ্ঞতার অভাব কল্পনা করেন তাহাদিগকে শত ধিক্। 'সর্ব্বেষ্বপি বৈষ্ণবেষু সমাসতে সুরাঃ' ভগবানের অকিঞ্চন ভক্তের মধ্যে দেবতাগণ তাঁহাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সহিত বিরাজ করেন। সুতরাং বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণব্রুব মাত্র নহেন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নহেন ইহা মূর্খের প্রলাপ মাত্র। বৈষ্ণবকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। বৈষ্ণব সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণব পরমহংসদিগের শ্রেষ্ঠ।

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের [illegible] ভক্তের। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবের অনুগত। কর্ম্মি-ব্রাহ্মণ বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত বস্তু। ভক্ত ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত অপ্রাকৃত বস্তু। মূর্খ জড়লোক বুঝাই-বার জন্য বৈষ্ণব পরমহংসগণ বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণোত্তম ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব ভক্তবাদ বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণব আপনাকে ব্রাহ্মণ বলেন না বলিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণব্রুবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিতেও তুষ্টিত হন। ব্রহ্মব্রু ব্রাহ্মণও বৈষ্ণবের অনুগত। কারণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবৎ—ত্রিবিধ প্রতীতির মধ্যে ভগবৎ প্রতীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীতি। গ্রাজুয়েশন বা উপাধিলাভের পূর্ব্বেই যেরূপ ম্যাট্রিকিউলেশন বা প্রবেশাধিকার অন্ত-র্নিহিত সেরূপ বৈষ্ণবতার অভ্যুদয়েই ব্রাহ্মণত্ব অবস্থিত।

সমালোচনা।

গত ২০শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহোদয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন। তিনি বলেন "যে ধর্ম্মে পিতামাতা ও পত্নীকে অশ্রুবিসর্জ্জন করায়, সে ধর্ম্মই না জানি কেমন! ধর্ম্মের লক্ষণ এই—বৈশেষিক দর্শন ১।১।২

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

যাহা হইতে মঙ্গল ও মুক্তিসিদ্ধ হয় তাহাই ধর্ম্ম।

বৃদ্ধ পিতামাতা ও সহধর্ম্মিণীকে কাঁদাইলে কি ধর্ম্ম হয়? যিনি কাঁদান তাহার কি মঙ্গল হয় কিম্বা তিনি কি মুক্তিলাভ করেন? তিনি যদি মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলে অনন্তকাল অসুবিধা ভোগ করিবে কে?"

পুনরায় ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন—যথা মীমাংসা দর্শনে ১।১।২ 'চোদনালক্ষণোঽর্থধর্ম্মঃ। অর্থাৎ আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক বচনরূপলক্ষণ দ্বারা যে অর্থ সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মের যে দুইটী সংজ্ঞা দর্শনশাস্ত্র হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক ঐ দুইটীকেই ধর্ম্মলক্ষণ জ্ঞাপক প্রামাণিক বচন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে

সাধকগণের বিশেষ আপত্তি আছে। বেদকল্পতরুর তিনটী কাণ্ড— একটী হেয়, অবর, অধীন, নিজের সুখোৎপাদক কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয়টী তদ্বিলক্ষণ ভেদের, অসীম, নিত্যকর্ম্ম ফলত্যাগরূপ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানময় জ্ঞানকাণ্ড এবং অপরটী ফলভোগ ও ফলত্যাগরহিত পরম উপাদের একমাত্র ভগবৎ-সুখতাৎপর্য্যময় ভগবদুপাসনা কাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড মতে ইহলোকে পুত্র, ফলন, ঐশ্বর্য্যাদিপ্রাপক এবং পরলোকে স্বর্গাদিসুখোৎপাদক বেদবিহিত যজ্ঞযান হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য এই যাগযজ্ঞাদিপূর্ণ-কর্ম্মকাণ্ডই পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের বিষয়। "চোদনা লক্ষণো যো ধর্ম্মঃ" এই সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী বলেন—

"কথং পুনর্বিধ্যবগম্যতে? অস্তি তৎপূর্ব্বং"।

অর্থাৎ কর্ম্ম সকল কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটী অপূর্ব্ব-নামক তত্ত্ব উদিত হয়। উহাই কর্ত্তাকে ফলপ্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনকর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করা হইয়াছে। পাণিনি কর্ত্তার সংজ্ঞা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" ১।৪।৫৪

অর্থাৎ যিনি স্বাধীনভাবে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন তিনিই কর্ত্তা। অর্থাৎ কর্ত্তা সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ ও স্বরাট্ পুরুষ। কিন্তু জৈমিনী পূর্ব্বমীমাংসায় ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করিয়া কর্ম্মোচিত অপূর্ব্বতত্ত্বান্তর্গত একপ্রকার ফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীনকর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন নাই তাঁহাদের মতে ঈশ্বর কথাটী থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বতত্ত্বের কর্ত্তা। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও তত্ত্ব স্বীকৃত হইলে তাহা প্রমাণ শিরোমণি শ্রুতি বিরোধী মতবাদ মাত্র। শ্রুতি বলেন—

"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"

অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। গীতোপনিষদেও ভগবান বলিয়াছেন "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন আমা হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। অপূর্ব্বতত্ত্বান্তর্গত ফলদাতা ঈশ্বরদ্রোহ-চাতুর্য্য-বশতঃ জৈমিনীর নিরীশ্বরবাদ ভারতের আর্ত্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আদৃত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসার এই কর্ম্মবাদ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। উত্তর মীমাংসার সর্ব্বপ্রথম সূত্রেই (অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা) জৈমিনীয় নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদের নিরসন হইয়াছে। "অথ" শব্দের দ্বারা কর্ম্মফলের হেয়তা, বিনশ্বরতা ও ব্রহ্মজ্ঞানের অক্ষয় ফলত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা জৈমিনী ও অন্যান্য দার্শনিকগণের নিরীশ্বরবাদ সমূলে খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া শব্দপ্রমাণ দ্বারাই কর্ম্মফলের নশ্বরতা, হেয়তা ও মলীমসতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—"তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" (ছান্দোগ্য ৮।১।৬) "অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি (বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০) ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি তং ত্রয়ং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। (কঠ ২।১০) ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ ইহলোকে শস্যাদি যেমন ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ পরলোকেও পুণ্যকর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক সকল ক্ষয় হইয়া থাকে। কর্ম্মীর কর্ম্মফল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কর্ম্মিগণ তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা কখনই ক্ষয় রহিত লাভ করিতে পারে না। সুতরাং জৈমিনীয় কর্ম্মকাণ্ডীয় মত যখন বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে এবং শব্দপ্রমাণ বেদও তাহার নশ্বরতা ও হেয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন তখন সেই মতবাদকে সাত্বতগণ পরমধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। বৈশেষিকের মতও সেই দোষদুষ্ট। "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ॥" অভ্যুদয়পদের অর্থ ইহলোকে বৈধ বৈভব এবং দেহান্তে পরলোকে স্বর্গাদি সুখ। শ্যেনযাগাদি বা উচাটন, মারণ প্রভৃতি দ্বারা অপরের দুঃখোৎপত্তি না করিয়া নিজের সুখোৎপত্তি হয় না বলিয়া তাহাকে বৈধ বৈভব বলা যায় না। যাহা অপরের কোনও প্রকার উদ্বেগ না জন্মাইয়া সুখোৎপাদন করে তাহাই কণাদের অভ্যুদয়োৎপাদকধর্ম্ম এবং জৈমিনীর চোদনালক্ষণোর্থো ধর্ম্মঃ। এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মবাদে কপটতা বা প্রচ্ছন্নভাবে স্বার্থপরতা বিদ্যমান। এইরূপ নিঃস্বার্থবাদের তাৎপর্য্য এই যে ইহা দ্বারা নিষ্কপটে নিজস্বার্থ সাধিত হইবার সুযোগ হয়।

অপরকে ইহা দিলে আমার ইহা
হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব নিজে
আমরা সুখভোগের জন্য [illegible]

নিতান্ত ভাবে প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, দীন অনাথের, সমাজের জড়ীয় ইতিবিধান প্রভৃতি কার্য্য নিজ ভোগমূলা চেষ্টা হয়। যদি ঐ সকল কার্য্যে নিজানন্দ বা প্রতিষ্ঠাশা না থাকিত তবে কেহই ঐ সকল কার্য্য করিত না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বা সেকলর হাসপাতালের মাতৃভক্তির উদাহরণ, রাণা প্রতাপসিংহের জন্মভূমির প্রতিভক্তি, ধাত্রীপান্নার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, রামচন্দ্রের পুত্রস্নেহকেও পুত্রস্নেহ প্রদানের উদাহরণ, দুর্গাবতীর শত্রুদলের অধীনতা স্বীকার না করিয়া নিজ হস্তস্থিত তরবারী দ্বারা স্বদেহ-ত্যাগ, রাজপুত বীরাঙ্গনাগণের জহরব্রতে দেহ বিসর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য জগতের সভ্যতা নিরূপকই কিন্তু মোক্ষের নিকট এই নিঃস্বার্থপর, সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাই কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা আত্মস্থ হইয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন তাঁহারা দেখেন ঐ সকল কার্য্যেও প্রচ্ছন্নভাবে নিজানন্দরূপ ভোগ বিরাজিত। সুতরাং যাহাতে ভোগ প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন যে কোনভাবে বর্ত্তমান তাহা কখনও পরমধর্ম্ম পদবাচ্য হইতে পারে না। কণাদ বৈশেষিক দর্শনের ১ম অঃ ১ম আঃ ৪র্থ সূত্রে নিঃশ্রেয়সের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও ঈশ্বরের কোনও নামগন্ধ নাই। সূত্র যথা—"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণ-কর্ম্ম-সামান্যবিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।" অর্থাৎ দ্রব্য (ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতি) গুণ (রূপ রস প্রভৃতি) সংখ্যা, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি) কর্ম্ম (উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন) এই তিন পদার্থ এবং ইহাদের সামান্য বিশেষ ও সমবায়রূপে বিদ্যমানতা—এই ছয়টির পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিশ্চিত মঙ্গল লাভ হয়। নিশ্চিত মঙ্গললাভ হইল কিন্তু ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন হইল না! ঈশ্বর যদি কেহ থাকিয়া থাকেন তিনি তাহার মনে থাকুন। ন্যায় দর্শনেও গৌতম প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয় বলিয়া বলিলেন। কিন্তু ন্যায়ের বিষয় যে কোন পদার্থেই সম্বন্ধ ঈশ্বরের কোনও স্থান হইল না। আমরা ন্যায়, পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈতমত বিষয়ক পৃথক পৃথক প্রবন্ধে সমালোচনা করিব। তবে এই কথা বলিয়া রাখা যাউক যে, যে সকল মতে ভগবানেই একমাত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তা, সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, স্বরাট্, পরিপূর্ণ শক্তিমান্ পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই সেই সকল মত প্রকারান্তরে নাস্তিক বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ। যাহাকে মাপিয়া লওয়া যায় [illegible] মাপা। পরমেশ্বর পুরুষকে মানববুদ্ধি মাপিয়া লইতে সমর্থ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন যে যিনি পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুকে ও সূর্য্যাদি সমস্ত জ্যোতিষ্কগণকে গণনা করিতে সমর্থ তিনিও ভগবানের মায়ার একচুল ইয়ত্তা করিতে পারেন না। আমি স্বয়ং ব্রহ্মা, তুমি নারদ এবং মহাদেব পর্য্যন্ত যাঁহার তত্ত্বাবলীর ইয়ত্তা করিতে পারি না অপর দেবতা ও মনুষ্যগণ কি প্রকারে পারিবে? একমাত্র মুক্তিমুক্তি কামনা নির্ম্মুক্ত নিষ্কাম ও নিষ্কপট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ভক্তকে ভগবানের কৃপালোক প্রকাশিত হইলে সেই শরণাগত নিষ্কপট ভক্ত ভগবানের কৃপালোকে তত্ত্বতত্ত্ব ও নিষ্কপট ধর্ম্মস্বরূপ অবগত হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই একমাত্র সেই নিষ্কপট কৈতবনির্ম্মুক্ত পরমধর্ম্মের উপদেশ আছে। বেদে অতিগুহ্যভাবে সেই পরমধর্ম্ম উপদিষ্ট থাকিলেও অনন্তপার বেদশাস্ত্র হইতে হংসের ন্যায় অমৃতমাত্র গ্রহণ করিবার সামর্থ্য সকলের নাই। এই জন্য পরম-কারুণিক শ্রীনারায়ণের আদেশানুসারে শ্রীবেদব্যাস বেদশাখা সকল বিভক্ত করিয়া এবং বহুবিধ পুরাণ, মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াও যখন পূর্ণশান্তি পাইলেন না তখন শ্রীমদ্ভাগবতরূপ নিগম কল্পতরুর প্রপক্কফল জগতে প্রকাশিত করিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই ব্যাসদেব জীবগণকে যেন আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে সত্যস্বরূপপরমেশ্বরের ধ্যান শিক্ষা দিতেছেন—

"নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

আবার দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।

অর্থাৎ ভক্তি শব্দে ভোগ ও মোক্ষ (অনুরাগ ও নিঃশ্রেয়স) এর কোটিগুণের উপরে আছে বিশ্ব এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকৃষ্টরূপে কপটতা নিমুক্ত ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ধর্ম একমাত্র নির্মৎসর সাধুগণ আচরণ করিয়া থাকেন। সেই পরমধর্ম এই—তাঃ। ১।১।৮)

সত্ত্বে পুংসাং প্রো ধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

যাহা হইতে অধোক্ষজের তত্ত্বজ্ঞানে অহৈতুকী ও জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত ভক্তি উদিত হয় তাহাই জীবমাত্রের পরমধর্ম। তাহা দ্বারাই একমাত্র আত্মা প্রসন্ন হইতে পারে অপর কর্মজ্ঞানাদি দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হইতে পারে না। কারণ

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীল চক্রবর্ত্তীর টীকা—যদি চ রতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হি কেবলং শ্রমএব পিতৃলোকাদিনশ্বরতায়াং তস্যাং স্বধর্ম্মে তাৎপর্য্যাভাবাৎ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণঃ পূর্ব্বোক্তঃ পরো ধর্ম্ম এবায়মিতি ভাবঃ।

যে সকল কর্ম্মধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কথায় রতি উৎপাদিত না হয় তবে সেই সকল ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে শ্রম মাত্র সার। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন পিতৃলোকাদির নশ্বরতাহেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্মে পিণ্ড উপাসনাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পরমধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়॥

শাণ্ডী মহাশয় যে "হায় ধর্ম্ম! তুমি কোথায়?" ইত্যাদি বলিয়া খেদ করিয়াছেন তাহার উত্তর ধর্ম্মরাজ যমদেব তাঁহার দূতগণকে বলিয়াছিলেন—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥
গৃণন্তি যে গুণন্ত্যভীক্ষ্ণমনুরাগনিরোধনাঃ
রোদন্ত্যপি ক্বচিদুচ্চৈরুন্মাদবদনৃত্যতে চ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতাদনাশ্রিতঃ পারং পরং যদ্যপি দুষ্কৃতী পুমান্।
ভজন্ন বৈ সেবকবৎ পৃথগ্ধিয়ো যতোঽন্নমত্তি সকলং ন পূয়তে॥

মহাবিষ্ণুনিষ্ঠদিগের পরমধর্ম্মের বিষয় জানেন না। কারণ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত বস্তু। একমাত্র ভাগবত বৈষ্ণবগণই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন। কেবল স্বয়ম্ভু, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, কপিল (দেবহূতি-নন্দন সাংখ্যকার নহেন), মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি যমরাজ এই দ্বাদশজন পরমভাগবত (ঃ ১৮।১৪) বিশুদ্ধ অর্থাৎ সাঙ্কর্য-শাঠ্যাদিতে দ্বারা উক্ত হয় নাই, দুর্বোধ অর্থাৎ বেদের মন্ত্রপুষ্পিত বর্ণকাণ্ড বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের জ্ঞানকাণ্ডে আসক্ত ব্যক্তিগণের দুর্জ্ঞেয় ভাগবতধর্ম্ম অবগত আছি। কিন্তু এই ধর্ম্ম ভাগবত-গণের নিকট হইতে অবগত হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। ভগবৎ নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিযোগ তাহাই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম। কিন্তু বৈষয়িকাদি মহাজনগণ এই পরম ধর্ম্মের বিষয় জানেন না। কারণ তাঁহাদের বুদ্ধি বৈষীমায়ায় বিমোহিত। অতএব তাঁহারা লৌকিক প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুদয়ের জন্য বেদের আপাতরমণীয় বাক্যে সকলে মুগ্ধ হইয়া মহাবিস্তারশীল কর্ম্মরাজ্যের মধ্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং শাণ্ডী মহাশয় বৈষয়িকাদি মানবিকগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, নিগম-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল, সাত্বত সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত খণ্ডন করিলেন।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদ্ভাগবতই শাণ্ডী মহাশয়ের "অনন্তকাল অসুবিধা কে ভোগ করিবে?" এই প্রশ্নেরও উত্তর বহুস্থানে দিয়াছেন—বাহুল্যভয়ে ২।১টী স্থান হইতে উদ্ধার করা গেল। ধর্ম্মরাজ যে তাঁহার দূতগণকে বলিয়াছেন—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

হে দূতগণ যাহাদিগকে পরমার্থ এই বচনের আনিতে হইবে বলিতেছি শ্রবণ যাহারা অসৎসঙ্গ-ত্যাগী নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল সেবিত শ্রীকৃষ্ণের চরণে বিমুখ হইয়া নরকপ্রাপক গৃহেই বদ্ধতৃষ্ণ সেই সকল দুরন্ত অসাধু ব্যক্তিগণকে আমার নিকট আনয়ন করিও।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধঃ ১৭ অধ্যায়েও শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে যাহারা অনন্তকাল কষ্টবিধা ভোগ করিবেন, তাহার উত্তরে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—(১১।১৭।৪৯-৫১)

বদ্ধাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
দৈন্যৈঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাআহাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তাননুবধ্যান্ মৃত্যুরাদায় যাতি তম্॥

যাহারা দৈন্য, পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণায় আতুর হইয়া গৃহে আসক্তচিত্ত হেতু মূঢ়বুদ্ধি, শোকাতুর ও আমি আমার জ্ঞানযুক্ত হয় এবং যাহারা 'অহো, আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা ও পুত্রকন্যাগণকে ছাড়িয়া, যদি চরিতার্থনের উদ্দেশ্যে যাই তবে তাঁহারা আমা ব্যতীত অনাথ ও দীনভাবে দুঃখিত মনে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে' এইরূপ গৃহবাসনায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত, মূঢ়বুদ্ধি, অতৃপ্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের ঐ সকল দীন পিতামাতা, ভার্য্যা ও পুত্রকন্যাগণকে অনুধ্যান করতঃ মৃত্যুর পর অন্ধতামিস্র নরকে প্রবেশ করেন।

নিমাই

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিন দিন খোকা বড় হোতে লাগলো দেখে, একদিন জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীকে বোল্লেন, ওগো ছেলের নাম করণের সময় হোয়ে এলো, একটা নাম না খুলে তো হয় না, তা কি কথা যাবে? শচীদেবী বোল্লেন, তা সত্যি, ছেলের নাম না রাখলে কি হয়? দোষ হবে। বাবাকে গিয়ে বলো, শুভে দেখে একটা ভালো দিন বোলে দেবেন, সেই দিনে নাম খোয়া যাবে। জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীর কথা শুনে তাঁর শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ী গিয়ে বোল্লেন, খোকার নাম রাখবার সময় হোয়েচে, একটা ভালো দিন বোলে দিন্ সেই দিনে খোকার নাম রাখা যাবে। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী একটা দিন ঠিক কোরে বোল্লেন, আপনি সব বামুন পণ্ডিত আর আপনার বন্ধু বান্ধব আর পাড়ার সব গিন্নিবান্নীদের নেমন্তন্ন কোরে রাখুন যে, এই দিনেই খোকার নাম রাখা যাবে। এ দিনটে বেশ ভালো দিন। এর মধ্যে শিগ গির আর এমন দিন নেই। জগন্নাথ মিশ্র বাড়ী এসে সেই দিনই সকলকে নেমন্তন্ন কোরলেন।

আজ সেই দিন। সেদিন নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী খোকার নাম রাখার জন্য শুভে বোলে দিয়েছিলেন। দেখতে দেখতে সেই দিন এসে পোড়েচে। জগন্নাথ মিশ্রির বাড়ীতে বেশ একটু ধুম ধামও হোচ্ছে। লোকটা জনটা আসবে, তাদের তো এক ন্যালা তত্ত্ব নিতে হবে। মিশ্রি বাড়ীর রান্না রান্নার মন দিয়েচে, কার পুরুষ মানুষেরা জিনিষপত্র যোগাড় কোরতে ব্যস্ত হোয়েছে। নাম রাখবার সময় যে সব জিনিষের দরকার, সেই সব জিনিষ এনে এনে ঘরে ঘরে খুচ্ছে। ধান, কলায়, কাপড়, ফল, ফুল, সোনা, রূপো, লোটা, ঝিনে, মুক্তো, বেদ, পুঁথী, কাশী, কলম এই সব কতো রকম জিনিষ খোকা যেখানে বোসবে তার চারদিকে সাজিয়ে রাখচে। জগন্নাথ মিশ্রও চুপ কোরে বোসে নেই। যে সব বামুন পণ্ডিত আসবেন, তাঁদের খাতির কোরে নিয়ে গিয়ে সভায় বসাচ্ছেন।

এক এক কোরে নেমন্তন্ন-কর্ত্তা সমস্ত লোকই এসে পৌঁছুলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কাজ আর সব পণ্ডিতও এসে গেলেন। পাড়ার ঝি, বৌ, গিন্নিবান্নীরাও সব পৌঁছুলেন। সভা গম্ গম্ কোরতে লাগলো। তখন জগন্নাথ মিশ্রি খোকাকে কোলে এনে সভায় বসালেন।

নীলাম্বর চক্রবর্তী খোকার একটা নাম রেখেছেন আর একজন পণ্ডিত সে পছন্দ করেননি। তিনি আর একটা নাম রাখলেন, তা শুনে আর একজন বোলেন ও নামের চেয়ে এই নামই ভাল। সেটা আবার কারো পছন্দ হোলো না, আর একজন পণ্ডিত আর একটা নাম খুলেন। এই রকম কোরে ন ন নিয়েনকটিতে নাম রাখা হোলো কোন নামই কারো পছন্দ হোলো না।

এই সব ব্যাপার দেখে জগন্নাথ মিশ্র বোল্লেন— আপনারা যদি আজ্ঞে করেন আমি ছেলের একটা নাম বোলি। খোকার বাপের কথা শুনে সবাই বোল্লেন তা বেশ আপনিও তো একজন কম পণ্ডিত নন, আপনার পছন্দ মত একটা নাম বোলুন। এই কথা শুনে জগন্নাথ মিশ্র বোল্লেন, এই ছেলের জন্ম হওয়ার আগে দেশে ভারি আকাল দেখে গিইছিল—জিনিষপত্র সব এত মাগ্গি হোইছিল যে লোকে খেতে পেতোনা। জল না হওয়ায় গাছপালা সব শুকিয়ে মোরে যাবার মত হোয়েছিল। দেশের মধ্যে লোক দিন রাত সব ছটফট কোরতো। তা ছাড়া মোরতোও বেশী সব সময়ই লোক হাহাকার কোরতো। কিন্তু এই ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে লোকের সকল রকম অসুবিধে দূর হোয়ে গিয়েছে। এখন সকলেই সুখে সচ্ছন্দে খাওয়া দাওয়া কোরছে আমোদ আহ্লাদ কোরে বাড়াচ্ছে। কারো কোন রকম অসুবিধে নেই। আগে এক সময় নারায়ণ জগতের তত্ত্বাবধান করায় সকল প্রাণী অতি সুখে সচ্ছন্দে ছিল, এ ছেলের জন্ম হওয়ায় সকলেই সেই রকম সুখে সচ্ছন্দে আছে। এই জন্য আমি বোলি এ ছেলের নাম বিশ্বম্ভর থাক্। তা ছাড়া ছেলের কুষ্ঠী গণনা কোরে বিশ্বম্ভর নাম হবে বোলেছিলেন, এ কারণেও ছেলের নাম বিশ্বম্ভর রাখাই ঠিক।

জগন্নাথ মিশ্রের মুখে ছেলের এই নাম শুনে, সে সভায় যত বামুন পণ্ডিত ছিলেন, সকলেই বাহবা বাহবা কোরতে লাগলেন, আহ্লাদে হাততালি দিতে আরম্ভ কোরলেন। জগন্নাথ মিশ্রকে অনেক সুখ্যাত কোরতে লাগলেন। বোল্লেন মিশ্র সুরূপ ধরণের যে নাম রেখেছেন অতি সুন্দর হোয়েছে এই নাম রাখা আমাদের সকলেরই মত।

সভায় বামুন পণ্ডিত যত ছিলেন, বিশ্বম্ভর নাম রাখা সকলেরই মত হোলেও বটে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এ নাম রাখা মোটেই পছন্দ হোলোনা। নাম, শুনে সব মন সবা হোয়ে চুপ কোরে থাকলো। বাড়ুয্যেদের বড় গিন্নি বড় মুকোড় মেয়ে। মুক ফুটে বোলে ফেল্লে ওমা আমার কি হবে? শচীর এমন ছেলে যেন গলান সোনা। সেই ছেলের এই নাম? যে যা নাম রাখে রাখুন, আমরা ওনাম রাখবো না। বড় গিন্নির কথা শুনে সকল লোকই বোল্লেন তা ভাল। মেয়েদের মধ্যে যদি বিশ্বম্ভর নাম কারো পছন্দ না হয়, তবে তাদের পছন্দ মত একটা নাম রাখুক তাতে আপত্তি কি? এইত এক হাজার নাম হোলো? না হয় এক হাজার এক নাম হবে। যার যা মনে যায় সে তাই বোলবে।

মুকুন্দোদের মেজো বৌটীও কম নয় তিনি মুখকে মুখকে হাসতে হাসতে বোলতে লাগলেন, তা থাকবো কৈকি। ছেলে নিমতলায় ভূমিষ্ঠি হোয়েছে, ছেলের নাম থাকবে নিমাই। আমি বড় ঠাকুরের কাছে শুনিছি নিমগাছ বেরতো। বড় গিন্নি বোল্লে, বেশ বোলিছিস বেশ বোলিছিস মেজো বৌ তুই বেঁচে থাক বেশ বলিছিস তুই আমার মনের কথা কেড়ে নিইছিস। আমিও নিমাই নাম বোলতে যাচ্ছিলাম। নিমাই নাম হবে না তো কি হবে? মেয়ে মহলে বেশ একটা সাড়া পোড়ে গেলো। সকলেই নিমাই নাম শুনে বেশ খুসী হোলো।

বড় বড় পণ্ডিতেরা অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকলে পছন্দ কোরে ছেলের নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর। সেই নাম বাদ দিয়ে নাম রাখা হোলো নিমাই; তাতে শচী দেবীর মনে একটু দুঃখু বা রাগ হোলো না; নিমাই নাম শুনে তিনিও খুসী হোলেন। তোরা যেমন নিম খেতে গিয়ে নিম্ কামড় দিয়েই ওঃ বা—বা—বা, নি—ইম তে তো—ও ওয়াক ছি বোলে থু, থু, কোরে ফেলে দাও, শচী দেবী তাই মনে কোরে বোল্লেন আমার অনেক ছেলে মেয়ে মরে গেয়েছে, এ ছেলের নাম নিমাই থাক, যম খেতে এসে নিম তেতো বোলে আর খাবে না, ফেলা কোরে ফেলে দিয়ে যাবে। এই মনে কোরে শচীদেবী ছেলের নাম নিমাই রাখলেন।

বোকো-বৌ এর কথা শুনে হাসি কোরতেন না।

মেয়েদের সকলেরই নিমাই নাম শুনে কোলে থেকে সবাই বোলেন, তা বেশ ছেলের নিমাই নামও থাক বিশ্বম্ভর নামও থাক। তার পর এই এক হাজার নামের ভেতর যার যে নাম পছন্দ হবে সে সেই নামই বোলবে। তাতে আর কার আপত্তি। আমরাও এখন থেকে, খোকাকে নিমাই বোলবো। তোমরা সকলেই এক একখানা খাতা কোরে এনো, আমি সময় মত নিমাই এর এক হাজার নাম সেই খাতায় এক দুই কোরে লিখিয়ে দেবো। তোমরা লিখে মুখস্থো কোরো।

মেয়ে পুরুষ সকলেরই পছন্দ মত নাম হোলে পর, জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে কোলে থেকে নামিয়ে বিছানার ওপোর উপুড় কোরে দিয়ে বোল্লেন বাবা বিশ্বম্ভর তোমার সুমুকে এই সব সোনা রূপো মাণিক মুক্ত আছে, তোমার যেটা মন হয়, সেইটে নাও। সুমুকে থরে থরে কতো জিনিস সাজান আছে, নিমাই তার একটাতেও হাত দিল না, একখানা পুরোনো ময়লা ছেঁড়া ভাগবত পুঁথি ছিল, বুক হেঁটে গিয়ে তাড়াতাড়ি কোরে সেই খানা দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধোরলেন। এই না দেখে সেখানে যত এয়ো (আই-স্ত্রী) মেয়ে ছিল, আর যে সব বামুন পণ্ডিত এসে-ছিলেন তাঁরা সব চার দিক থেকে জয় জয়কার ধ্বনি দিয়ে উঠলো। মেয়েরা বোল্লে, ছেলে ভুলবার এত জিনিষ পত্র চার দিকে ছোড়িয়ে রোয়েছে, সে সব ফেলে দিয়ে ছেলে ভাগবত পুঁথি খানা আঁকড়ে ধোরলে, না জানি এ ছেলে কি হবে। বামুন পণ্ডিত যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বোল্লেন, মিশ্র পুরন্দর মহাশয়! আপনার এ ছেলেকে যা তা মনে কোরবেন না। এ ছেলে সামান্য ছেলে মনে কোরবেন না। বিশ্বম্ভর অল্পদিনের মধ্যেই এক জন মহা পণ্ডিত হবে। শাস্ত্রের গুলো এর জিবের আগায় থাকবে। আর একজন খুব বড় দরের বৈষ্ণব হবে। দেখলেন না? সোনা, রূপা, সুন্দর সুন্দর ফুল, আরও কত জিনিষ থাকতে ভাগবত পুঁথি খানা স্থির হোয়লো? বোধ হোচ্ছে এই ছেলেই এক দিন দেশের মান রক্ষে কোরবে। আমরা সবাই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোরচি, বিশ্বম্ভর চিরজীবী হোয়ে থাক। এই রকম কোরে সব লোক নিমাইকে সুখ্যাত কোরতে কোরতে উঠে গেলো। সবাই চোলে গ্যালো। তার পর খাবার মজা হোলি শোনো।

বাড়ীতে একটু চুপ কোরে বোসে থাকতে শচী দেবীর ভাল লাগলো না। এক বাটি বৌ-ঝিদের সঙ্গে বোসে খানিক গল্প শুজোব কোরবার জন্য, কি সিদ্ধি বাড়িদের কাছে বোসে চারটে ভাল কথা শুনবার জন্যে, সকাল সকাল সংসারের কাজকর্ম সেরে, খেয়ে দেয়ে, বাড়ীতে বেরুলেন। কারো বাড়ীতে গিয়ে যেমন গল্প আরম্ভ কোরতেন, নিমাইও অমনি কান্না জুড়তো। দেখে শুনে শচীদেবী বোলতেন, দিদি আর গল্পে কাজ নেই, এখন ছেলে থামা তোরা হরিনাম কর। বৌ-ঝিরা শচীদেবীর কথা শুনে চারদিক থেকে হরিবোল হরিবোল—বোলতে আরম্ভ কোরতো। সেই হরিবোল শুনতো নিমাই অমনি কান্না বন্ধ কোরতো। বৌ ঝি গুলো নিমাইয়ের "এই কাণ্ড দেখে, তারা সব হাত তালি দিয়ে দিয়ে আরো হরিবোল হরিবোল কোরতে থাকে। তখন নিমাইএর খুসী ধরে কে, উঠতে তো পারে না, কোলের ওপোর থেকেই পা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে আর খিক খিক কোরে হাসতে থাকে। সে যে মজা! এক একবার যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তাই মজা। কখন কখন হাসতে হাসতে দেয়ালটার মত পেছিয়ে যায়। ঝি বৌ গুলোও বেশ মজা পায়। তারা হাত তালি দেয় আর খুব হরি-বোল হরিবোল করে। নিমাইয়ের এখন পা দুলোনের ঠ্যালাই বা থাকে কে, হাসির ঠ্যালাই বা থেকে কে! শচীদেবী গল্প কথা বন্ধ কোরে, ঝি বৌদের সঙ্গে নিমাইকে নিয়ে এই মজা কোরতে থাকে।

যে বাড়ীতে নিমাইকে নিয়ে যেতেন, সেই বাড়ীতে গিয়েই এই মজা কোরতে থাকতো। যতক্ষণ থাকতো হরিনাম ছাড়া আর কোন কথা কেউ কইতে পাবেনা। মুখে কথা বোলেই নিমাই কাঁদতে থাকবে। হরিনাম কর বড় হাসি খুসী। সবাই বোলতো, ও ছেলে কেঁদে কেঁদে লোককে হরিনাম করায়। এ ছেলে আর কিছুতে ভোলে না কেবল হরিনামে ভোলে এই রকম কোরে, নিমাই

পাড়ায় বৈষ্ণব বিদিবাদি সকলকেই হরিনাম ধরাতে। মেয়েরাও নিমাইকে দেখেই হাত তালি আর নাচনা দেওয়ার জন্য কেবল হরিনাম কোরতে থাকতো। শচীদেবী ছেলের এই সব কাণ্ড দেখে বড় খুসী হোতেন।

ক্রমশঃ

নিবেদন।

শ্রীনবদ্বীপ, পোড়াবাটী
১০ই আশ্বিন ১৩১৬ সাল।

বিষয় শ্রীনবদ্বীপের উত্তরদিগবর্ত্তী নাম্নে ভদ্রপল্লী প্রতিষ্ঠা।

মহামহিম (১) শ্রীযুক্ত নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার, (২) ষ্টি, আই, আর ও ই, বি, আর রেলওয়ে কোম্পানীদ্বয়, (৩) স্থানীয় জমিদারত্রয় অর্থাৎ পাইকপাড়ার রাজা স্বর্গীয় নীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সম্পত্তির অধিকারিণী শ্রীযুক্তা প্রসন্ন নলিনী দাসী ও শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দাসী। স্বর্গীয় রাজা সাসনির সম্পত্তির অধিকারি ১৮।৩ নম্বর কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল চৌধুরী ও ও স্বর্গীয় বিশ্বাস পাল চৌধুরীর সম্পত্তির অধিকারী নদীয়ার মহেশগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথ পাল চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণ, (৪) শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান উদ্যোগী কাশীমবাজার মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর

করকমলেষু

নদীয়ার মাননীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহাদুরের হস্ত দিয়া প্রেরিত।

শ্রীবৈষ্ণবোচিত সম্মানপূর্ব্বক সবিনীত নিবেদন এই যে, আজ তিন বৎসর যাবৎ নানা বিষয় আন্দোলন (অর্থাৎ প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ, প্রাচীন দলিল পত্র ও সরকারী বিবরণ এবং বর্ত্তমান সময়ের নবদ্বীপ সংক্রান্ত সরকারী জরিপ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা নিঃসন্দেহিত (?) রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে, "বর্ত্তমান নবদ্বীপ" বা নদীয়া সহরের উত্তর দিগবর্ত্তী মাঠে প্রাচীন "নদীয়া" নগর অবস্থিত ছিল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তি ভক্তিবাসী সমস্ত নরনারীগণের বিশেষ আগ্রহের সহিত নদীয়ার যে অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে (?) পরম বৈষ্ণব মহাত্মা মেঘরাজ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাহাদুর বহু অর্থ ব্যয়ে একটী প্রকাণ্ড মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি উহা মৃত্তিকা গর্ভে বিরাজিত আছে। গত বৎসর ঐ মন্দিরের সন্ধান বাহির করিবার নিমিত্ত "খোকি" যন্ত্রের সাহায্যে ৮টী স্থান পরীক্ষা করিয়া একটী স্থান হইতে যন্ত্র ভগ্ন ইষ্টক ও বালির চটা বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ স্থানে একটী তত্রত্যস্থ স্থাপনের জন্য কয়েকজন ভদ্র ও বিশিষ্ট ভক্ত ঐ স্থানে ("কাকুড়ের মাঠ" নামকস্থানে) বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এদিকে গ্রাম পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঐ স্থানের উপর দিয়া একটী বাঁধা রাস্তা নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে অল্প লাইন দৈর্ঘ্যে প্রস্তুত হইতে পারে, সেজন্য মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট আবেদন করায় তিনিও অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ স্থান তদন্ত করাইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ের রীতি অনুসারে ঐ স্থানে একটী আদর্শ গ্রাম পত্তন করিতে হইলে প্রথমতঃ উপরোক্ত স্থানীয় জমিদারত্রয়ের এবং নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের দৃষ্টি ও সুপারিস করা একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শুভ কার্য্যের উৎসাহদাতা মাননীয় কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রধান উদ্যোগী হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। তিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্পর্কিতস্থানে কোন একটী মহদনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালা, উৎকল, মণিপুর ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ও ধনী ভক্তগণের শ্রীনবদ্বীপবাসের উপযোগী পথ প্রদর্শন করুন ইহা একমাত্র প্রার্থনা। এ কার্য্য দ্বারা শ্রীনদীয়া-নগর অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রীবৃন্দাবন-রূপে ভারতবর্ষের একটী বৈষ্ণব প্রধান আদর্শস্থানরূপে পরিণত হইবে। তৃতীয়তঃ নূতন প্রতিষ্ঠিত নদীয়া নগরটী যাহাতে ভাগীরথীগর্ভে নষ্ট না হইতে পারে এবং বাঙ্গালার ভাগ্যবান মনোহারী হইতে সুখে স্বচ্ছন্দে এই স্থান দর্শন করিতে পারেন, তজ্জন্য (ই, আই, আর) ও ই, বি, রেল-

করে কোম্পানিরা গঙ্গানদীর দুইতীরে কল্পী নদীর ঐ মোহনায় তাহাদের দুইটী ষ্টেশন স্থাপন করুন। অর্থাৎ ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানী নবদ্বীপ ষ্টেশনের উত্তর দিকস্থ মাকেপাড়া ও কোম্পানীপাড়ার উত্তরদিক দিয়া পূর্ব্বমুখী কর্ডলাইন রেল রাস্তা নির্ম্মাণক্রমে গঙ্গার পশ্চিমতীরে (নদীয়া লিটারারী) শ্রীমায়াপুরে (যে নামক ষ্টেশন স্থাপন করিয়া গঙ্গার পশ্চিমতীরে একটী সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করুন এবং ই, বি, রেলওয়ে কোম্পানী কৃষ্ণনগর ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল রাস্তা পশ্চিমমুখী বৃদ্ধি করিয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ জলঙ্গী নদীর মোহানায় "গাদিগাছা ষ্টেশন স্থাপন করিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে একটী সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করুন। প্রস্তাবিত দুই কোম্পানীর যাত্রিগণ যাহাতে অনায়াসে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইতে পারেন সে জন্য নবদ্বীপ নিম্নে একখানা খেয়া ষ্টীমারের ও ব্যবস্থা করুন। এই কার্য্য দ্বারা রেলওয়ে কোম্পানীর প্রচুর আয় বৃদ্ধি হইবে এবং উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীর আনুকূল্য দ্বারা নদীয়া নগরের স্থায়িত্ব রক্ষার ও বিশেষ সুবিধা হইবে। অথচ নদীয়া নগর ভারতের একটী আদর্শস্থানরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। (নদীয়ানগর সংস্কারসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এতদ্‌ সঙ্গে প্রেরিত হইল, আলোচনা করিলেই উদ্দেশ্য সংসে অবগত হইতে পারিবে।

নদীয়া নগরের উন্নতি করিতে হইলে উপরোক্ত তিনপ্রণালীতে একসঙ্গে কার্য্য না করিলে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবেক না। যে স্থানে ঐ গ্রাম পত্তন করিতে হইবে উহা বৈর্ধ্যে প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল অপেক্ষা ও অধিক পরিসর বিশিষ্ট মনোরম স্থান বিশেষ। বর্ষাকালে ঐ স্থানটীতে সামান্য মাত্র জল হইলেও ভবিষ্যতে যাহাতে ঐ স্থানে কোন প্রকারেই আবশ্যক জল বদ্ধ না হয় সে জন্য স্থানে স্থানে দুই তিন হস্ত পরিমিত উচ্চ করিবার আবশ্যক হইবে। এতদ্ব্যতীত যে বাঙ্গলা নকসা পাঠাইলাম তদনুসারে যদি ঐ স্থানে ছয়টী সরোবর প্রস্তুত করিয়া সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে লোক বাসের সুব্যবস্থা করিয়া ছয়টী সড়ক প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে স্থানটী অতি মনোরম ও জল সাধারণের জল কষ্ট নিবারণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে। সরোবরের মধ্য হইতে যে মৃত্তিকা বাহির হইবে তদ্দ্বারা নগরের রাস্তা ঘাট উচ্চ করিয়া দিলে নগরের জল নির্গমনের জন্য প্রস্তাবিত জলাশয় গুলির সঙ্গে পরস্পর নর্দ্দমা সংযোগের ও ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি স্থানীয় জমিদারগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিরক্ষণের জন্য তিনটী জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ স্থান গড়ে তাহা হইতে উচ্চ ও সমতল করিয়া দেন ও কাষ্টেন বাজারের মহারাজা তদীয় নামে একটী সরোবর খনন দ্বারা আনুকূল্য বিধান করেন এবং জিলা বোর্ড হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জলের একটী জলাশয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে অবশিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ সরোবর নামক বৃহৎ জলাশয় উদ্ধারণের প্রকৃত অর্থ ব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দান করিলে নিম্না ঘাটের দুই গঙ্গার তটতীরে দৃঢ় প্রাচীর সহ বেলপুকুর পর্য্যন্ত পাঁচ মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য ও আংশিক রূপে উক্তপ্রকার অর্থ ব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে। প্রার্থনা করি প্রাচীন নদীয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রাচীন স্মৃতি সংরক্ষণার্থে মাননীয় গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার মহোদয়গণ এ দরিদ্র ভিক্ষুকের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন নিবেদন ইতি।

স্বাক্ষর—নিবেদক শ্রীব্রজমোহন দাস

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীপ্রমথীরঞ্জন মিত্র।

জাতি বুদ্ধি।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ব্যাসত পুরাণশাস্ত্রে লিখিয়াছেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

যাহারা ভোগপর কর্ম্মী তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধির দোষে অধঃপাতিত হইয়া অনন্তকাল নরকের পথিক হন। কর্ম্মফল ভোগবিচারই মনুষ্যকে স্বর্গ বা নরকপথের পথিক করায়। কর্ম্মবুদ্ধিতে বিষ্ণুপাদপদ্মে জীবের ভোগ-

পিপাসা পুণ্য ও পাপ সৃষ্টি করে। পুণ্য বলে কেহ সুখ ভোগরূপ স্বর্গ-লাভ করে কেহ বা সত্তাধান মনুষ্যলোক লাভ করিয়া নিরপেক্ষ ভূমিকায় অধিরোহণ করে। পুণ্যের ফলে পুনরায় কর্ম্মভূমি এবং পতন ভোগাতাক্রমে পাপপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া সুখভোগের বিপরীত ক্লেশ লাভ জীবের ললাটপট্টে উদিত হয়। সুখের আশায় দুঃখ-পরিহার বাসনায় জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণই সারবস্তু এরূপ ভ্রান্তপ্রতীতি জীবকে পরমার্থ পথের পথিক হইতে বাধা দেয়। বাসনাই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। কর্ম্ম প্রবৃত্ত মানব ক্রমশঃ বিস্মৃতিক্রমে দৃশ্যজগৎকে ভগবৎসেবার চরমায় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিতে থাকে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই প্রতিমন্ত্রের অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া ভোগপ্রতীতিকে ব্রহ্ম বা বৃহৎ বা ভোগপোষণকারী মনে করে। "নানাত্মা" প্রতিমন্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত না হওয়ায় ইহা প্রতীতি মাত্রই ব্রহ্মপরিণাম বুঝিয়া বসে। ত্রিধাতুক মুণপই ব্রহ্ম এবং ইহা কুণপই মামকীতনু ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রান্ত হয়। এই অসৎ প্রতীতিকেই বিবর্ত্তবাদ বলে। এই বিবর্ত্তবাদে ভানমাণ বহুজীবাত্মবুদ্ধি সমধিক প্রশংসনীয় নহে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ধাতুষ্বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

যাহারা ইহার উপাসক তাহারাই বাতপিত্তকফাত্মক দেহে ব্রাহ্মণ বুদ্ধি করে, এই ইহা দেহের পরিচয়ে আত্মাভিমানে ইহা দেহবিশিষ্ট যোষিতের ভোক্তার অভিমানে পুত্রাদি লাভ করে এবং তাহাতে মামকী তনুর জড় ভোগময় ধারণাবশে ইহাকে উপাসনার জন্য শ্রৌত সংস্কারাদিতে ইহা আরোপণ করে, যাহারা হরিসেবা বিমুখ হইয়া ক্ষিত্যপ্তেজো-মরুদ্ব্যোমাত্মক ভোগ্য ইহা বস্তুতে সেবা বুদ্ধি করেন ভগবৎ বস্তুকে ঘৃণাবুদ্ধি পাষাণকে তীর্থবুদ্ধি প্রভৃতিই যাহাদের ভ্রান্তির উৎকৃষ্ট আদর্শ তাঁহারা দেহিবৎ বলিয়া অহঙ্কার পোষণ করিলেও গোখর প্রায়বাহ্য। অন্তরাত্মা যখন ইহা সর্ব্বং দেখিতে থাকেন তখনই তাহার বিকৃত নশ্বর বুদ্ধি প্রবল। সেই ভোগময়ী প্রতীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করাইবার উদ্দেশে শ্রুতি বলেন সর্ব্বমিদং খলুব্রহ্ম অর্থাৎ দৃশ্যজগৎ আত্মার ভোগ্যভূমিকা নহে। দৃশ্যজগৎ অন্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিলাসভূমি বৃন্দাবন। দৃশ্যজগদ্দ্রষ্টা জন আপনাকে বৃন্দাবনবাসী না জানিয়া 'ভোগের ঈশ্বর হইবার বাসনায় তত্তথা প্রতীতিক্রমে উল্টা বুঝুলি রাম বলিয়া চিৎকার করে।

উল্টা বুঝুলি রামের পরম এই যে এক ইন্দ্রিয়-তর্পণের ভোগী স্বীয় কর্ম্ম বাসনায় চালিত হইয়া বিষ্ণুর উপাসনা আরম্ভ করে। তাহার ইন্দ্রিয়রূপ ঘোটকের সাহায্যে ভোগবাজ্যে বিহরণ-বাসনা হওয়ায় বিষ্ণুর নিকট নিজ কর্ম্মফল ভোগসাধনের প্রার্থনারূপ স্তোত্র পাঠ করে। ঘোড়া কেনার যে রাম এই বলিয়া নামরূপের আবাহনফলে জীবটীকে রামরী একটী বেওয়ারিস্ বুনুর্ ঘোটকের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। সেই বুনুর্ ঘোটক লাভ করিয়া অনুপরি আরোহণ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলে অশ্বটী মরিয়া গেল। তখন তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার কালে ভোগীস্থলিতে লাগিলেন উল্টা বুঝুলি রাম। অর্থাৎ আমার প্রার্থনানুসারে আমার ঘোড়া প্রাপ্তি ঘটিল। আমি তাহার উপর উঠিব এইরূপ ভোগবাসনা করিয়াছিলাম কিন্তু আমার ভাগ্যফলে অশ্বখানি-টীকে বহিতে হইল। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব অবলম্বন করিয়া জীবগণ ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত হন কিন্তু পরে ইন্দ্রিয়ই তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবৎসেবার জন্য জীবস্বরূপে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ। সেই ইন্দ্রিয় গুলি ভোগপরবশ হওয়ায়, জড়ীভূত হইয়া ভগবৎসেবার বিনিময়ে নিত্যকাল বিকৃত হইয়া দাস প্রভুর সজ্জায় ইন্দ্রিয়দ্বারা স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন সুতরাং তাহা তাহার ভাগ্যে চিরদিন প্রাপ্য নহে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

নিকপাধি হইয়া নিত্য ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবৎসেবা সেবাপ্রবৃত্তি জাগিলেই বদ্ধজীবের চিদ্বিস্মৃতিরূপ সেবার অভাবে নিদ্রাবস্থায় হরিবিস্মৃত ভগবদ্বী ভোগধর্ম্মে প্রলুব্ধ হইয়া স্বীয় স্বরূপবৃত্তি পরিবর্ত্তন করেন তখন অতীত প্রবৃত্তিই তাঁহার নিদ্রাবস্থার স্থানে অধিকার করিয়া অহঙ্কারবৃত্তির পরিচয় দিতে থাকে। এক অন্ধ যেরূপ অপরাপরকে পথপ্রদর্শন করে সেই প্রকার মূল ও সূক্ষ্মোপাধিরূপ ভোগবন্ধু বদ্ধ হইয়া উপভুক্তির অন্যে অন্যের হইতে না পারিয়া জড়ীভূত হইয়া বাহ্যের ভোগ্য ইন্দ্রিয়তর্পণে বৈকুণ্ঠপ্রতীতি-রহিত হইয়া মায়াবদ্ধ জন ও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক নশ্বর পরিচয়ে মনে করেন। ভুক্তজগৎ ভোগ বাঞ্ছায় তাঁরা আংশিক অপূর্ণ প্রতীতিতে বৈকুণ্ঠসেবার অভাবই দ্রষ্টার ধর্ম্ম মনে করিতে থাকেন। তাদৃশ মনে [illegible] প্রতীতি নাই। সত্ত্ব ও বিকল্পের দ্বারা-প্রতিহত অপ্রাকৃত ভূকাশে নাই। [illegible] দর্শনলব্ধ মন [illegible] বলিয়া চিত্তের উপলব্ধি করেন। যাহা বা আশ্রয় করিলে নশ্বর ইন্দ্রিয় ভোগ্য অক্ষর জ্ঞানমাত্র তথায় অব্রহ্ম প্রতীতির অধিষ্ঠানহেতু তাহাতে প্রাকৃত ভোগ্য বিচার উপস্থিত হয় এবং তাহা ভোগরহিত অচিৎ জড়া ত্রিগুণসাম্যাবস্থা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাহার নিরাকরণের জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন, সেই অখণ্ড প্রতীতিকে ভোগজননীর ক্রোড় প্রকৃতিময় না জানিয়া ব্রহ্ম বলিয়া জানিলে ভোগবৃত্তিতে অবস্থিত হইতে হয় না। তাহাকে ব্রহ্ম জানিবে, তাহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব সহিৎ বিগ্রহ আছে, স্বতঃসিদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই ভোক্তৃত্ব তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত তিনিই বিষ্ণু। সেই সচ্চিদানন্দ ঘন বিষ্ণুকে ইদং ব্যাপ্য বস্তু অচিৎ বলিয়া ধারণা করিও না। সর্ব্বশিরে বলিতে ভোগময় ত্রিগুণজননী অব্যক্তা প্রকৃতিকে বুঝিবার পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে এবং সেই ব্রহ্মবস্তুই ভগবান্। যাঁহাদের বুদ্ধি বিবর্ত্তবাদের ভ্রান্ত তাঁহারা পুরুষভোগ্যা প্রকৃতিকে নিত্য ভোগ্যা প্রাকৃত বিষয়ের অতীত জানিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্ম প্রকৃতি কখনই বদ্ধজীব ভোগ্যা ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরাবৃত্তিমাত্র নহে। ভোগজননী প্রকৃতি ও ব্রহ্ম প্রকৃতির [illegible] এক নহে। আশ্রয়ের স্বরূপে ব্রহ্মপ্রকৃতি জীব-ভোগ্যা নহেন তিনি জীবের পূজ্যা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপা। সেখানে চিদ্ধর্ম্মিকে বদ্ধজীব ভোগ্যা প্রকৃতির অতীত বলিয়া অনুভূতি তথায় মায়াশক্তির অধিষ্ঠান। সেখানে বৈকুণ্ঠ প্রতীতির অভাব।

বৈকুণ্ঠ প্রতীতি না থাকিলেই সদ্ভজীব নরকের দিকে চলিতে থাকেন এবং পরিণামে নরকের প্রাপ্তিবিশেষ বলিয়া নির্ব্বাণিত্বের উপলব্ধি করিয়া পরাশক্তি বা তটস্থা শক্তিকে জীবকে মূল ও সূক্ষ্ম উপাধিময়ত্ব জানেন। সেইকালে তাঁহার শ্রীগুরুদেবে শ্রদ্ধার হানি হয় এবং গুরুদেবের স্বজনবর্গ বৈষ্ণবগণে পৌঢ় জাতিবুদ্ধি প্রবল হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করায়। শ্রীগুরুবিগ্রহ বা বৈষ্ণবীতনুকে শুক্র শোণিত পরিণত প্রবাহিপেয় মনে করিয়া নিম্নের স্তরে অবস্থিত নশ্বর ভোগপিণ্ড জ্ঞানপূর্ব্বক মৎসরতাক্রমে তাঁহার প্রতি অসূয়া করেন। তখনই ভোগাবস্তুর প্রতিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বে তাঁহার বৈষ্ণববিগ্রহে স্বভাবে চিন্ময় রস রস পঞ্চ পঞ্চ স্পর্শের অনুভূতি না হইয়া জড় ভোগময়ী ধারণা প্রবল হয় ও বৈষ্ণবে সচ্চিদানন্দ প্রতীতির বিনিময়ে পৌঢ় সাবিত্রী ও বৈদ্য জাতিত্বয়ে আবদ্ধ বলিয়া আকৃত দৃষ্টি ঘটে। ইহাই হরিসেবায় পরিবর্ত্তে ভোগপরায়ণতাজনিত ইন্দ্রিয় তর্পণ। নরকাধিবাসী হরিবিমুখজীব ত্রিগুণ তাড়নায় জড়দেহকে সবল করিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানে বৈকুণ্ঠ দেখিতে গিয়া বিষ্ণুর অস্তিত্বের সন্দেহপোষণ করেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয়।

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি।

এই সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ সংবাদ এই যে, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধীকে, পিনাল কোডের ৪০১ ধারা মতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। সকাল ৭।৫৫ মিনিটে কর্ণেল ম্যাডক তাঁহাকে এই মুক্তি সংবাদ প্রদান করেন। মহাত্মা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত সেখানে থাকিতে স্থির করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই ফাল্গুন ১৩৩০, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ | ২৬শ সংখ্যা

প্রকৃত ভোক্তা কে ?

পদার্থসমূহকে ভোগ করিবার যোগ্যতা যাহাতে বর্ত্তমান তাহাকে ভোক্তা বা ভোক্তৃতত্ত্ব এবং অন্তর্কর্ত্তৃক ভোগার্থে গৃহীত হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন পদার্থকে ভোগ্য বা ভোগ্যতত্ত্ব কহে। এই ভোক্তৃভোগ্যাত্মক তত্ত্বদ্বয়ের সম্যক্‌জ্ঞান বিকসিত না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞ মানবকুল, মরীচিকায় জলদর্শনের ন্যায়, ব্রাহ্মিক্রমে একের গুণ অন্যে অর্থাৎ ভোক্তার ভাব ভোগ্যবস্তুতে আরোপ করতঃ কখনও ভোক্তৃগণ ভোগসাধনে তৎপর হইয়া নরকের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন। সেরূপ ভ্রান্তির অপনোদনে মরুভূমিতে জলের পরিবর্ত্তে বালুকারাশি দৃষ্ট হয় এবং জলাশয় ব্যতীত অন্যত্র জলের অবস্থিতি অসম্ভবপর ইত্যাকার জ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ সম্যক্‌জ্ঞানের বিকাশ ভূমিকায় ভোগ্যতত্ত্বে ভোক্তৃত্বের দর্শন না করিয়া কেবলমাত্র ভোক্তৃতত্ত্বে উহার দর্শন বিরত হইতে থাকে।

ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমরা অক্ষ-দ্বিতি-ক্ষয়-ধর্ম্মাত্মক বাহ্যপদার্থ ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধসূচক লৌকিক-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকি; কিন্তু নিত্য সম্পদের ও তৎসম্পর্কীয় অলৌকিকজ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত আমাদিগের গত্যন্তর নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপকালে সমাগত লৌকিকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিসকল স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি এইবার নিশ্চই ভস্মীভূত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; কিন্তু স্বয়ং প্রহ্লাদমহারাজের ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে নাস্তিক-মনোচিত পূর্ব্বোক্ত অমূলক ধারণারূপ দ্বিতীয়াভাবে উৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই তাৎপর্য্যমূলনিঃসৃত অভ্রান্তবাণী হৃদয়ে জাগরূক থাকায় ঐরূপ ব্যক্তিসকল শ্রীভগবান্ যে নিশ্চয়ই প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবেন এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় সম্পন্ন ছিলেন এবং কি প্রকারে যে তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন সেই লীলা সন্দর্শনার্থে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। "আমি যাঁহার নিকট হইতে শক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছাময়েই

উক্ত শক্তিকে অগ্নি হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিজ অভিপ্রায়সাধনার্থে তাহাই করিয়াছেন। অগ্নির শক্তিহীন হওয়ায় অগ্নি নিজস্থানে নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ মহারাজের একটী কেশ মাত্রকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। লৌকিকজ্ঞানে বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এই আখ্যায়িকার ইতিবৃত্তে বিশ্বাসস্থাপনে নিতান্ত নারাজ এবং প্রথমাবধিই ইহা যে মনঃকল্পিত ব্যাপার এরূপ দৃঢ়তাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা ইহা হইতে দেখিতে পাই যে অনেক লৌকিকজ্ঞান-সম্পন্ন নাস্তিক কালপ্রভাবে সুকৃতিসম্পন্ন হওয়ায় অবশেষে ধর্ম্মোজ্জীবনী বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং এইপ্রকার ভক্তি-বৃদ্ধিকরী আখ্যায়িকার বিশ্বাসস্থাপন করতঃ ভগবৎসেবোন্মুখতা লাভ করিয়াছিলেন।

লৌকিকজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা হৃদয়ঙ্গম হইলে জীবগণ শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া থাকেন যে শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র আদি সত্যপদার্থ ও সকলশক্তিমান্ ব্রহ্মবিশেষ এবং নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তিনি অন্যান্য পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেরূপ মৃত্তিকা হইতে নানা ঘটসরাদি পৃথক্ পৃথক্ আকারে উৎপন্ন হইয়াও কারণরূপ মৃত্তিকাকে আশ্রয় করিয়াই নিজ নিজ সত্তা প্রকাশে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগবদ্‌কর্ত্তৃক সৃষ্টপদার্থনিচয় পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হইলেও কারণরূপ ভগবদ্বস্তুকে আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ সত্তা রক্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমরা অমুকের পুত্র ও অমুকদেশে অবস্থিত ইত্যাদি প্রকার লৌকিকজ্ঞাননিষ্ঠাবাক্যসমূহ শাস্ত্রানুশীলন-প্রভাবে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং তৎস্থলে আনন্দময় শ্রীভগবানের সৃষ্ট দেহাত্মসম্বন্ধিত শুদ্ধজীব এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছি এপ্রকার অলৌকিক-জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম অধিকার করিয়া থাকে। যেহেতু লৌকিকজ্ঞান, অলৌকিকজ্ঞান প্রভাবে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য হয়, তদ্বিষয়ক অলৌকিকজ্ঞানের যে ভবক্ষয়সাধনতা আছে ইহাতে আর সন্দেহ কি?

অতএব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে আশ্রয়জাতীয় পদার্থের একমাত্র দ্বারা বিষয়জাতীয় পদার্থের সেবা করা। যেরূপ আশ্রয়জাতীয় বিদ্যুৎসেবা প্রকাশিকা শক্তি নিজ বিষয়জাতীয় চন্দ্রমার মহিমা প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কাহারও মহিমা ব্যক্ত করেনা এবং রাজবিদ্বেষ-বাসনার পুষ্টিসম্বন্ধে ভ্রান্তিরূপ আশ্রয়জাতীয় পদার্থের ধনজনাদিরূপ অনিত্য বিষয়জাতীয় পদার্থকারে অবভাসিত পদার্থসমূহের সেবা ও তাহাদের নামরূপ-গুণলীলার কীর্ত্তন করা ব্যতীত কৃত্যান্তর নাই, তদ্রূপ আশ্রয়জাতীয় নিখিল-জীবকুলের শুদ্ধ-স্বরূপের স্বভাবে বিষয়জাতীয় শ্রীভগবানের সেবা ও তাঁহার নামরূপ-গুণলীলার শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণাত্মক কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাহ্যলৌকিকজ্ঞানোত্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধিনিষ্ঠ ক্রিয়ার পরিচয় অসম্ভব। ব্রহ্মগায়ত্রীর "ধিয়ো যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ" পদের অনেকে এরূপ কাল্পনিক অর্থ করেন যে শ্রীভগবান্ যখন বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক, তখন কর্ম্মের হেয়োপাদেয়তারূপ বিচার নিষ্প্রয়োজন এবং চিত্তের এরূপ বিচার প্রবণতাটীকে দমন করণার্থে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দুষ্কৃতপ্রারব্ধরূপে অপ্রারব্ধের চিন্তা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নমত সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই শাস্ত্র-বচনটী উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা সুকৃতং ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতার হৃদয়ে ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য সূর্য্যোদয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়া থাকেন যে কিরণসমূহ যেরূপ অবিচারে পাপী ও পুণ্যাত্মাকে সমভাবে আলোক প্রদান করিয়াও পাপপুণ্যের ভাগী হয় না এবং অবিচারে আলোক দান করাই তাহার ধর্ম্ম, মানবগণও বিচার-শূন্য হইয়া তদ্রূপ সৎ ও অসৎ যে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন এবং তজ্জন্য তাহাদিগের কোন প্রকার অধোগতি হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু পাপ ও পুণ্য অবিদ্যার ন্যায় অলীক অর্থাৎ বাস্তবসত্তাহীন তত্ত্ববিশেষ। সূর্য্য-কিরণ প্রভৃতপদার্থ বিধায় হেয়োপাদেয়রূপ বিচারযোগ্যতাহীন এবং উহা নৈসর্গিক নিয়মের অধীন। একমাত্র মানবগণই হিতাহিত বিচার করিতে সমর্থ এবং শাস্ত্র-সাহায্যেই তাহা যথাযথরূপে নির্ণয় হইতে পারে। শাস্ত্রানুশীলনকালে তত্ত্বোৎকর্ষের যে বিদ্যালোক আমাদিগের বুদ্ধিতে উদিত-

কথিত হয়, তদ্দ্বারা আমরা ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি; যেহেতু ঐ বিশুদ্ধ আলোক ভগবৎসকাশাৎ আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করায়, তন্নিমিত্ত শাস্ত্রে শ্রীভগবানকে আমাদিগের বুদ্ধির প্রেরক বলা হইয়াছে। শ্রীগীতায় ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" অর্থাৎ যাহাতে মানবগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন তদ্বিষয়ক বুদ্ধি তিনি তাহাদিগকে দিয়া থাকেন। অতএব কল্যাণের আকর শ্রীভগবান্ কখনই অসৎ কর্ম্মে আমাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন না এবং অসৎকর্ম্মকে সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত জ্ঞান করিতে থাকিলে, আমরা যে অনন্তকাল রৌরব হইতে মহারৌরবে যাইয়া কঠোর যন্ত্রণা পাইতে থাকিব ইহাতে আর সন্দেহ কি? বিষয়ভোগে প্রমত্ত নকল ভক্তগণ স্বকের নিকট সাধু সাজিবার অভিপ্রায়ে গায়ত্রীর কূট অর্থ করিতে বাধ্য হন এবং যাহারা তাহাদের ছলনায় প্রতারিত হন তাহাদিগের সঙ্গকেও দূরদূরান্তে পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বিষয় ও আশ্রয় পরস্পর স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত প্রতিভাত হইলেও যখন বিষয়ের সেবা করাই আশ্রয়ের ধর্ম্ম বুঝা যাইতেছে, তখন ইহাও অবগত হওয়া যাইতেছে যে সেবার দ্বারা বিষয়-জাতীয় বস্তুটীর তৃপ্তি হইলে আশ্রয় নিজেকে কৃতকৃতার্থ অনুভব করেন এবং বিষয়ের সুখে আপনাকে সুখী বিবেচনা করিয়া থাকেন। নিজ ভোগতাৎপর্য্যতার স্থান আশ্রয়জাতীয় পদার্থের স্বভাবে না থাকায় আশ্রয় তত্ত্বটী যে বিষয়-তত্ত্বের সহ অভিন্নতত্ত্বের ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। শাস্ত্রেও কথিত আছে যে ভগবান্ লীলারস-আস্বাদনার্থে নিজ মূল স্বরূপটীকে বজায় রাখিয়া স্বাংশ ও বিভিন্নাংশাকারে অজস্র বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সেই অজস্র রূপগুলির দ্বারা নিজ মূল রূপটীর সেবারূপ অভিনয় করাইতেছেন। মূলরূপে সেবা গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রে সেব্য বা ভোক্তৃ-তত্ত্ব এবং অন্যান্য রূপগুলিকে সেবক বা ভোগ্য-তত্ত্ব কহে। বিষয়াসক্ত মানবগণ এরূপ অভাবপূরণের ভ্রান্ত কর্ম্মের আচরণ করেন, পূর্ণানন্দময় শ্রীভগবানের কোনরূপ অভাব না থাকায় কাহারও দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তির উদ্রেক সম্ভবপর নহে। নৃপতিগণ অন্তঃপুরে অবস্থান করতঃ অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পারেন এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের মৃগয়ারূপ ব্যাপারকে কেহ মাংসাশী ব্যাধের কার্য্যবুদ্ধে যে দূষিত ব্যাপার এরূপ মনে করিতে পারেন না। মৃগয়ার অভিনয়টী কেবলমাত্র ঔদ্ধিত্যব্যঞ্জক লীলার দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু শ্রীভগবানের স্বইচ্ছাকার্য্যটী লীলাতত্ত্বের পরিপুষ্টভাবোদ্দীপক ব্যাপারবিশেষ অর্থাৎ কোন অবান্তর উদ্দেশ্য ইহার মূলে থাকিতে পারে না। যদি কেহ একটু স্থিরভাবে চিত্তগহ্বরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তিনি অনুভব করিতে পারিবেন যে নিত্যকৃষ্ণক সত্তারূপে কোন একটী বিশেষ তত্ত্ব নিত্যসেব্যরূপে এবং জেয়ের মধ্যে থাকিয়াও অসংস্পৃষ্টভাবে সদা অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিত্যকাল-ব্যাপী সেবা করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রয়-জাতীয় জীবকুল কায়, মন ও বাক্যকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যিনি ভূমা পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণানন্দের ঘনবিশেষ), তাঁহার সেবাতেই প্রাণিগণ তৃপ্ত হইতে পারে। ক্ষুদ্র ধনজনাদির সেবা হইতে ভগবৎসেবানন্দের কণামাত্রও লভ্য নহে। ধনজনাদি ক্ষুদ্র অর্থাৎ বিভিন্নাংশ পদার্থ বিধায় যখন জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাহারা জড়সেবানন্দরূপ ইন্দ্রিয়ানন্দের প্রয়াসী, তখন তাহারা নিশ্চয়ই ভিখারী। অতএব ভিখারীর নিকট পরমানন্দের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। মানব মাত্রেই কখন কাহারও সেবা করিতে এবং কোন সময়ে কাহারও কর্ত্তৃক সেবিত হইতে চাহে। কে সেবক ও কাহার সেবা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আছে, তদ্বিষয়ের সম্যক্‌জ্ঞানাভাবে সেবা-প্রবৃত্তির উদয়কালে মানবগণ সেবকত্বেরই সেবা সাধিত করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য স্বার্থশূন্যরূপে যিনি সেব্য, তাঁহার সেবায় বঞ্চিত হইয়া থাকে। অন্ধকারাগমনে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি সম্ভবযোগ্য হয় না, তদ্রূপ সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে সেব্যবস্তুরই সেবা সাধিত হইয়া থাকে, অন্যের নহে। এই ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপ তত্ত্বভ্রান্তি যাবৎ না

অপনোদিত হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানবের জ্ঞানের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ থাকিতে বাধ্য। অতএব যত্নে এই ব্যাধির শান্তি করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতবর্ষে ছয় খানি দর্শন শাস্ত্র প্রধান বলিয়া পরিগণিত আছে। তদ্ব্যতীত আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শন শাস্ত্র এদেশে এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। এতৎসমুদয়ের মধ্যে বেদান্ত-দর্শনখানি সত্য-সিদ্ধান্তমূলক এবং তাহা বুঝিতে হইলে অগ্রেই শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ অত্যাবশ্যকীয়। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে শ্রীবেদান্ত দর্শনের নিগূঢ় মর্ম্ম অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীভগবানই এক মাত্র সেব্য তত্ত্ব এবং অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহার সেবক-তত্ত্ব। ইত্যাকার সত্যানুসন্ধ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে পরতত্ত্বসম্বন্ধীয় অদ্বয়জ্ঞান দর্শনকে ব্রহ্ম দর্শন বলাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং সৎ-সিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানালোক দ্বারা বিরোধ সিদ্ধান্তগুলিকে দগ্ধ করিয়া চিত্ত হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। তর্ক ও কলা দিয়া কালসর্প দোষ কয়া বুদ্ধিমানের উচিত নহে। ভোক্তা যাহিয়া যুক্তিবাদ আশ্রয় করিলে অথবা ভোগে বিরক্ত হইয়া যুক্তিবাদের অনুসরণ করিলে কোন কালেই সুবিধা হইবার নহে।

আমি যখন বাস্তবপক্ষে শ্রীভগবানের সেবক অর্থাৎ ভোগ্য-তত্ত্ব, তখন সকল ভোক্তা সাজিয়া ভোগে প্রমত্ত হওয়া আমার নিশ্চয়ই অকর্ত্তব্য। আবার অধীন স্ত্রী-পুত্রাদিরও ভোক্তা সাজা অন্যায় এবং তাহাদিগের ভোগপ্রবৃত্তির সাহায্য করা আমার পক্ষে দ্বিগুণ অন্যায়। সকলেই যদি নিজ নিজ সেবকভাবে ভগবৎ-সেবারত হয় তাহা হইলে এই জগৎ ভোগবুদ্ধিরূপে দৃষ্ট না হইয়া নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হইতে থাকিবে। তৎকালে শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্নব্যঞ্জনাদিকে মহাপ্রসাদ বুদ্ধিতে আস্বাদন দ্বারা দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে অর্থাৎ ডাল ভাত মনে করিয়া ভোক্তবুদ্ধিতে আহার করিতে হইবে না। শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্ট গীতারূপ কার্য্যটীকে হরি-সেবার অঙ্গ বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা অনিবেদিত বস্তু ভোজন করেন তাহারা অভক্ত, যেহেতু ভোক্তবুদ্ধিই উক্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক। যে কিছু ভোগোপযোগী সামগ্রী পৃথিবীতে আছে তৎসমুদয় শ্রীভগবানের ভোগ্য এবং তিনি ভোজনান্তে দয়া করিয়া আমাদের জন্য যাহা পরিত্যাগ করিবেন সেই প্রসাদ উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে সেবকগণের অধিকার নাই। অতএব যাঁহারা মহাপ্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় রত থাকেন তাঁহারা দিন দিন ভক্তিলতার বৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হন, অন্যে নহে। হরি ওঁ তৎসৎ।

গীতার ভূমিকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশমূলক অষ্টাদশ অধ্যায়ী শাস্ত্র। দুর্য্যোধনাদি নিজ পুত্র-গণের বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তদুত্তরে সঞ্জয় যাহা যাহা দেখিয়া-ছিলেন ও শুনিয়াছিলেন তাহা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন। তাহাই আবার মহাভারত পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় হইতে বিচত্বারিংশ তম অধ্যায় পর্য্যন্ত বৈশম্পায়ন ঋষি জনমেজয়কে বলেন। ইহাই শ্রীগীতার বিষয়।

শাস্ত্র বিচারে স্কন্দ পুরাণ বলেন—

"ঋগ্‌যজুঃ সামথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, ভারত (মহাভারত) রামায়ণ পঞ্চরাত্র এই সকলই শাস্ত্র বলিয়া কথিত। ইহাদের অনুকূল বা অনুগত যে সকল শাস্ত্র তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ তাহা ও শাস্ত্র নহেই পরন্তু তাহাকে কুবর্ত্ম বলা যায়। সুতরাং মহাভারত অতি প্রামাণিক শাস্ত্র। আবার ভবিষ্যপুরাণ বলেন—

"কার্ষ্ণং পঞ্চমং বেদং মহাভারতং স্মৃতম্।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত মহাভারত পঞ্চম বেদরূপে উক্ত

হইয়াছে। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে মহাভারতকে চারিবেদের অন্তর্গত না বলিয়া পঞ্চম বেদ বলাতে তাঁহাকে বেদতুল্য সম্মান দেওয়া যাইতে পারে না তদুত্তর এই যে "সমানজাতীয়নির্দ্দেশিতত্বাৎ সংখ্যায়াঃ"—পরস্পর সমান জাতীয় বস্তু সংখ্যা দ্বারা গৃহীত হয়। যেমন কেহ যদি বলেন 'যজ্ঞদত্তকে লইয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর' তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে চারিজনত ব্রাহ্মণ আছেই পঞ্চম ব্যক্তি যজ্ঞদত্তও ব্রাহ্মণ। তদ্রূপ মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলাতে মহাভারত বেদতুল্যই প্রামাণিক শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন। শ্রীগীতা এই মহাভারতের অন্তর্গত। আস্তিক মাত্রেই বেদকে মান্য করেন এবং সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি বলিয়া গ্রহণ করেন। কারণ যদিও দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা এবং শব্দ এই দশবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন তথাপি শব্দ অর্থাৎ বেদই মূল প্রমাণ। কারণ প্রত্যক্ষাদি নববিধ প্রমাণে অসম্পূর্ণতা আছে। ঐ সকল দোষ যথা—ভ্রম অর্থাৎ এক বস্তুতে আর এক বস্তুপ্রতীতি যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্প বলিয়া ভ্রান্তি, প্রমাদ বা অনবধানতা—এই বলিতে আর এক ভুল, বিপ্রলিপ্সা—অপরকে প্রতারণা করিবার ইচ্ছা বা কিছু গোপন করিয়া বলা, (শিষ্যের নিকট গুরুজনগণ শাস্ত্রের কথাও গোপন করিতে বাধ্য হন কারণ তাহাতে তাহাদের নিজ নিজ চরিত্রের উপর আক্রমণ আসিতে পারে), করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা অর্থাৎ সাধারণ জীব চক্ষু কর্ণাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় বা মন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা অনুভব করেন একমাত্র তাহাই বলিতে পারেন তাহার পর আর কিছু বলিতে পারেন না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে ঐ সকল দোষ বর্ত্তমান। যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে চন্দ্রকে থালার মত দেখায় কিন্তু চন্দ্র থালা হইতে কোটী কোটী গুণে বৃহৎ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মরীচিকায় জল দেখা যায় কিন্তু বাস্তবিক সেখানে কোনও জল নাই। আবার অনুমান জ্ঞানে ধূম দেখিয়া আগুন আছে বলিয়া মনে হয় কিন্তু অনেক সময় এরূপ হয় যে বৃষ্টিতে আগুন নিবিয়া গেলেও ধূমগুলি একত্রীভূত হইয়া থাকে; কেহ যদি ঐ ধূমরাশি দেখিয়া সেই স্থানে অগ্নি আছে এরূপ অনুমান করেন তখন তাহার তাৎকালিক ধূম দেখিয়া অগ্নি অনুমান ঠিক হয় কিন্তু অনেক সময় বাষ্পাদি দ্বারাও চক্ষুর্ভ্রান্তি হইলে বাষ্পকেও ধূম বলিয়া অনুমান করা হয়। 'আর্ষ' শব্দের অর্থ ঋষিগণের বাক্য পরস্পর বিবাদমান। সুতরাং কাহার কথা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইরূপে নববিধ প্রমাণে দোষ রহিয়াছে তাহা দেখান যাইতে পারে কিন্তু শব্দ বা বেদপ্রমাণে ঐ সকল দোষ নাই। হিমালয় হিম পাকে, অগ্নিতে দহন আছে ইহা চিরপ্রসিদ্ধ—অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শব্দপ্রমাণ বা বেদ ভগবানের বাণী। ভগবান্ আমাদের ন্যায় অসম্পূর্ণ বস্তু নহেন। তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে কোনও বাধা নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকল সময় সর্ব্বত্রই বিরাজিত, তিনি স্বপ্রকাশ সুতরাং তাঁহার জ্ঞান অবাধ জ্ঞান, পরিপূর্ণজ্ঞান ও নির্ম্মল জ্ঞান। তাঁহার বাণীই বেদ। তাঁহার বাক্যের প্রামাণিকতা পরীক্ষার জন্য আর অন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা থাকিতে পারে না অপর অল্পপ্রমাণ তাঁহার বাক্যপ্রমাণে সমর্থ হইতে পারে না। সর্ব্ববিধ প্রমাণকে তুচ্ছ করিয়া বেদপ্রমাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাই স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেমন গোবর, গোমূত্র, শঙ্খ প্রভৃতি বাহ্যবিচারে বিষ্ঠা মূত্র ও মৃত অস্থি মাত্র, কিন্তু বেদ উহাদিগকে পবিত্র বলিয়া আদেশ করিয়াছেন বলিয়া বেদবলে পঞ্চগব্য দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়, শঙ্খতলে শ্রীনারায়ণের স্থান হয়। সুতরাং বেদই একমাত্র প্রমাণ। শ্রীগীতা সেই বেদ-সার। শ্রীগীতা ভগবানের সাক্ষাৎ উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান স্বয়ং নিজমুখে যে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই গীতার বিষয় সুতরাং শ্রীগীতায় উপনিষদ্ সকল বর্ত্তমান। এই জন্যই শ্রীগীতাকে শ্রীগীতোপনিষদ্ও বলা হয়। গৈ ধাতু (গানকরা)+ক্ত আপ্ প্রত্যয় দ্বারা গীতা শব্দ নিষ্পন্ন অর্থাৎ যাহাতে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ গীত হইয়াছে তাহাই গীতা। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন—

ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী মতা।

অর্থাৎ মহাভারতের অন্তর্গত গীতার সর্ব্বশেষে এবং মহাভারতের তাৎপর্য্য নিহিত আছে এই জন্য গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী। গীতামাহাত্ম্যেও লিখিত আছে—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

শ্রীগীতা স্বয়ং পদ্মনাভ বিষ্ণুর মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীগীতাই সুষ্ঠুভাবে পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য শাস্ত্র বিস্তারের কোনও প্রয়োজন নাই।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

উপনিষদ্ অর্থাৎ প্রতিসন্দূহ গোমাতার ন্যায় পরম হিতকারিণী। দুগ্ধপানে আবালবৃদ্ধবনিতার, স্বাস্থ্যবান্ ও মুমূর্ষু সর্ব্ববিধ ব্যক্তিরই তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশাবলী সকলপ্রকার অধিকারীর জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার ইহা যে কেবল গোবৎসই একাকী পান করিয়া পুষ্ট হয় তাহা নহে। গোবৎস মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ নির্গমন করিয়া দেয় নিজে কিছু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণও তাহা পান করেন। তদ্রূপ গোবৎসস্থানীয় অর্জ্জুন প্রতিরূপ গোমাতার স্তনে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া (নানাবিধ পরিপ্রশ্ন করিয়া) যে দুগ্ধটুকু তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন তাহাই আবার গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সারগ্রাহী ও দুগ্ধ পানাভিলাষী জীবের জন্য দোহন করিয়াছেন। ইহাই গীতারূপ দুগ্ধামৃত। অতএব এই গীতামৃত দুগ্ধামৃত একমাত্র সুধীগণই পান করিতে করিতে পরিতৃপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন। যাহারা বিষয় কুপজলাদি-পানে লোলুপ তাহারা গীতামৃত দুগ্ধ পান করে না। আবার অনেকে সারগ্রাহী ও সুবুদ্ধিমান না হওয়াতে চক্ খড়ি গোলা বা চুণ গোলাকেও দুগ্ধ বলিয়া ভ্রম করিয়া অবশেষে বঞ্চিত হয়।

(ক্রমশঃ)

নিমাই

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিনে দিনে নিমাই বড় হোতে লাগলো এখন আর কোলে থাকে না। শচী দেবী দুটই কোলে রাখ্‌তে চায়, নিমাই ততই পিছলিয়ে মাটির দিকে নেমে পড়ে। একদিন হামা দিতে শিখেছে, আর কি নিমাইকে কোলে কোরে থাকতে পারে? শচী দেবী কোলে থেকে নামিয়ে দিয়ে এক দিষ্টিতে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলের কি রূপ! এমন মন ভুলোনো চেহারা তো আর হয় না। যে একবার নিমাইকে দেখেছে, তার মন আর আর কোন কিছু দেখতে চায় না।

নিমাইকে উটোনে নামিয়ে দিয়েছে, হামা দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আহা কি সুন্দর! পা দুখানা লাল টক টক কোরছে, তার ওপোরে রূপোর সাদা মল যোগে মল পোরিয়ে দিয়েছে, তাতে এক-বাহার হোয়েছে যে তা আমি বোলে উটতে পারিনে। তোমরা সে বাহার দেখলে বুঝতে পারতে, আর কত খুসী হোতে। কোমোরে রূপোর ঘুন্টি (কিঙ্কিনী) তার ওপোরে সোণার পেটা পোরিয়ে দিয়েছে তারই বা কত বাহার! যখন হামা দিয়ে ঘুট ঘুট কোরে চোলতে থাকে, তখন সেই ঘুন্টিগুলো ঝুম ঝুম কোরে এমন মধুর বাজতে থাকে যে শুনে কান জুড়িয়ে যায়। গলায় একখানা সোণার হাঁসুলি দুলিয়ে দিয়েছে সে খানা যেন টল মল কোরে দুলছে। মাতার চুলের সঙ্গে একটী ঘুন্টি বেঁধে দিয়েছে সেটী কপালের ওপোরে দুলে পোড়ে কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে তা আর বোলতে পারিনে। নিমাই যখন হা কোরে খিট খিট খ কোরে হাসতে থাকে তখন তাতে যেন বাহার ধরে। হাতে বালা পোরিয়ে দিয়েছে তারই বা কত বাহার! নিমাইয়ের চেহারা দেখে ছেলে বুড়ো সবাই ভুলে যায়; সকলেই মনে করে ছেলেকে যদি প্রাণের ভেতর রাখতে পারি তবেই

যেন মনের সুখ হয়। মানুষের ছেলের এমন চেহারা কাহি কখনও দেখিনি। একটা বেশ লোভার ছেলে গোড়িয়ে উটোনে থেকে দিলে যেমন আকার নিমাইকে দেখতে ঠিক সেই রকম। বড় সুন্দর! বড় সুন্দর!

নিমাই চানা দিতে দিকে এক যায়গায় স্থির থাকতো না। হামা দিয়ে যখন ঘোড়ুতো তখনই বা তার কি বাহার। বোধ হয় যেন প্রাণটা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘুট ঘুট কোরে ঘোড়োচ্ছে, আর এক একবার হাসি মুখে মাতা তুলে পেচন দিকে চেয়ে থাকে, মা বুঝি ধোরতে আসছে। আবার দৌড়োয়। আবার ঐ রকম কোরে চেয়ে থাকে। দেখতে বড় সুন্দর! শচী দেবী ধোরতে গেলে মাতাটা নিচের দিকে কোরে খিট খিট কোরে হাঁসে আর আরো ঘোড়ুতে থাকে। আর ঐ রকম কোরে হাসি মুখে পেচন দিকে চেয়ে থাকে মা বুঝি এলো। শচী দেবী ঘোড়িয়ে গিয়ে চেপে ধোরলে এমন হাসতে থাকে, যেন গোলে গোড়চে বোলে বোধ হয়! যারা নিমাইকে দেকতে আসে তারা এই রঙ্গ দেকে ভারি সুখী হয়। শচী দেবী কতার কতায় আনমোনা হোয়ে গেলে নিমাই কখন কখন হামাগুড়ি দিয়ে একবারে বাড়ীর বার হোয়ে যায়। বড় রাস্তায় অত লোক জনের চলা দেকা দেকে একটুও ভয় করে না। হাসি মুখে কেবল পেচন দিকে চেয়ে থাকে, মা বুঝি আসচে। রাস্তার লোক নিমাইকে দেকে একেবারে থ হোয়ে যায়। শচীদেবী নিমাই কোতা গ্যালো বোলে এদিকে ওদিকে দেখতে থাকে আর চাচাতে থাকে। নিমাই মাকে দেকে হা কোরে কোরে হাঁসতে থাকে।

এক এক দিন এমন হোতো যে, নিমাইয়ের জন্ত সব ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়তো। শচীদেবী নিমাইকে উটোনে ছেড়ে দিয়েচেন। নিমাই বেশ হেঁসে হেঁসে উটোনে হামাগুড়ী দিয়ে বেড়াচ্ছে, হাসচে আর উটোন ময় ছুটো ছুটী কোরচে দেকে, সকলেরই বড় আনন্দ হোচ্ছে। যৌ বিয়ের সঙ্গে কতা কোইতে কোইতে শচীদেবী এমন আনমোনা হোয়েচে ওদনি নিমাই বাড়ীর বার হোয়ে, সদর রাস্তায় সেই গাড়ী ঘোড়া গরু মানুষের ভিরের মদ্দে দিয়ে ঘুট ঘুট কোরে [illegible] যাচ্ছে আর এক এক বার হাসি মুখে পেচন দিকে চেয়ে দেকচে, মা আসচে কি না। নিমাইয়ের সেই ঘুট ঘুট কোরে চলন আর হাসি মুখে চাউনি দেকলে এমন বাহার হয়, যে প্রাণের ভেতর যে। কেমন কোরতে থাকে। এদিকে শচীদেবী উটোন পানে চেয়ে থাকে নিমাই নেই। এমন ছুটি নাটি কোরে ভারি বেতিব্যস্ত হোয়ে পড়লে। ওগো আমার নিমাই কোতা গ্যাল গো, এই না গোলে একবার এদিকে একবার ওদিকে দোড়াদোড়ি কোরতে থাকলে বাড়ীর ভেতর চারদিকে খুজে আসে নিমাই নেই। [illegible] সকলকেই বলে, ওগো আমার নিমাই কোতা গ্যালো থাক। পাড়াপড়শিরা পর্য্যন্ত খুজতে আরম্ভ করে, নিমাই কোতা গ্যালো। নিমাই যে বড় রাস্তা দিকে যাচ্ছে তাতো কেও জানে না। শেষে জগন্নাথ মিশ্র নিজে খুঁজতে বেরোয়। জগন্নাথ মিশ্রির জানা আছে যে নিমাই একটু ফাঁক পেলেই রাস্তায় গিয়ে পড়ে। ভয় হয় কিছু চাপা পোড়ে যেতে পারে।

নিমাই হারিয়েচে শুনে জগন্নাথ মিশ্রির তো প্রাণ উড়ে গেল। আর কিছু নয়, নিমাই সদর রাস্তায় গিয়েচে গাড়ী ঘোড়া চাপা পোড়ে মারা গিয়েচে। কি হবে? যদি তা হয়, তবে তো সর্ব্বনাশ হোয়েচে! এই রকম নানা ভাবনায় প্রাণ যেন ধর ধর কোরতে থাকে। রাস্তায় এদিকে ওদিকে খুজতে আরম্ভ কর্লে। খুজতে খুজতে যাবে, নিমাই গঙ্গার ঘাটের দিকে ছুটচে আর এক একবার হাসি মুখে পেচন দিকে তাকিয়ে দেকচে মা বুঝি ধোরতে আসচে। গাড়ী ঘোড়া, মানুষ গোরু কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই, কারুকে দেকেই ভয় হোচ্ছে না। রাস্তার সকল লোক দেকে অবাক। বাবা এ কার ছেলে? ছেলের এপোরে একটু নজর নেই গা? ছেলেও বেশ যে শুদ্ধ সব গাড়ী ঘোড়া মানুষ গোরু দেকে একটু ভয় কোরচে না? ঘুট ঘুট কোরে ঘোড়ুচ্ছে যাব নিমাই কোতা যাচ্চো, বোলে তাড়াতাড়ী কোলে তুলে নিলে জগন্নাথ মিশ্র মুকে চুমো খেলে, আর

বোসে, বাপে তোমার একটু ভয় নেই? পাড়ী ঘোড়া চাপা পোলে কি কোরো বল দেখি? এই রকম সোহাগ কোরতে কোরতে নিমাইকে বাড়ী এনে শচী দেবীর কোলে দিয়ে বোলেছেন,—খুব সাবধান ছেলেকে আর এই কোলে থেকে নামিও না। বাবা! আমি না গেলে কি আর এ ছেলে পাওয়া যেতো? হাসতে হাসতে একেবারে গঙ্গার ঘাটের দিকে দৌড়ছিল। ছেলের এত সাহস তো আমি কোথাও দেখিনি? তাই কি সহজে ধরা যায়? অনেক চেষ্টা কোরে ধোরিচি। খবরদার আর নিমাইকে ছেড়ো না। সংসারের কাজ কর্ম্ম না হয় না হবে এমনি কোরে ছেলেটাকে খুইয়ে দেবো। শচীদেবীকে এই রকম সাবধান কোরে দিয়ে জগন্নাথ মিশ্রি আপন কাজ কোরতে লাগলেন।

নিমাই হামা দিতে দিতে তো মারে মারে এই মজা কোরতো। নিমাইয়ের কাণ্ড দেখে সকলেই ভেবে অস্থির। নিমাইয়ের কিন্তু কোন ভাবনাই নেই, হা কোরে কোরে কেবল হাসতো। আর এক দিনকের মজা শোনি শোন। জগন্নাথ মিশ্রি শচীদেবীকে সাবধান কোরে দেওয়ার পর থেকে শচীদেবী কোলে কোতে নিমাইকে আর বড় একটা নামাতেন না, কিন্তু নিমাইতো কোলে থাকবার ছেলে নয়। মা যতই আঁকড়ে ধোরুক না কেন, নিমাই মাকে আঁকড়ে ধোরতো না, হাত পা সব ছেড়ে দিতো। মা কতক্ষণ ধোরে থাকবেন? শেষে বিরক্ত হোয়ে কোলে থেকে নামিয়ে দিতেন। সেদিন শচীদেবী নিমাইকে কোলে কোরে বাড়ীতে আর পাড়ার যে সব মেয়েরা নিমাইকে দেখতে এয়েচে, তাদের সঙ্গে গল্প কোরছেন। নিমাই তো কোলে থাকবার ছেলে নয়? হাত পা ছেড়ে দিয়ে যায় যায় মনে দিচ্চেন। শচীদেবী নিমাইকে কোলে না রাখতে পেরে ভাবলেন, আমরা তো সব এই খানেই আছি, যাক একটু নামিয়েই দি। এই ভেবে উঠোনে নামিয়ে দিলেন। নিমাই একন হোসতে শিকেচে শচীদেবী যেমন নামিয়ে দিলেন, নিমাই অন্য দিনের মত ছুটো ছুটী না কোরে, বেশ বোসে হেসে হেসে হাত নেড়ে নেড়ে খ্যালা কোরতে লাগলো। শচীদেবী তাকিয়ে দেখলেন নিমাই বেশ বোসে বোসে খ্যালা কোরচে। আর কোন খানে যাবে না ভেবে খুব গল্পে মন দিলেন। এদিকে হোলো কি, কোতা থেকে একটা সাপ এয়েচে তা কেও দেখতে পায়নি। সাপটাকে উঠোনে ঘাড়াতে দেখে যেমন সাপ সাপ কোরে উঠচে, ওমনি নিমাই হোড়িয়ে গিয়ে সাপটার মাজা চেপে ধোরলো। যেমন সাপটাকে ধোরেচে, ওমনি সেটা ফুলুনী পাকিয়ে পাকিয়ে নিমাইয়ের মাতার ওপোর এতখানি ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকলো, আর নিমাই কোরলো কি সাপের সেই লেজের কুণ্ডলীর ওপোর বোসে গলাটা চেপে ধোরে থাকলো। বোধ হোতে লাগলো নিমাই যেন ছাতা মাতায় দিয়ে বোসেচে। শচীদেবী এই না দেখে ভারি চ্যাচাতে লাগলেন—ওগো আমার নিমাইকে সাপে খেয়ে ফেল্লে গো? সবাই হোড়িয়ে এলো, নিমাইকে সাপে খেয়েচে। ওগো তোমরা সাপ তাড়িয়ে দাও গো, খেয়ে ফেল্লে। হায়! হায়! কি হবে! ওগো সব এস গো, আমার নিমাইকে বাঁচাও। এই বোলে কাঁদতে লাগলো।

শচীদেবীর কান্না শুনে চারদিক হোতে লোক ছুটে আসতে লাগলো। এসে দেখে, সব একেবারে অবাক হোয়ে গালো- নিমাই সাপের ওপোর বোসে, তার গলাটা চেপে ধোরে বোসেচে, যেন ছাতা মাতায় দিয়ে বোসে খেয়োচে এমনি দাঁড়াচ্চে। নিমাইয়ের চেহারা দেখে মেয়েপুরুষ সকল লোকই তাকে প্রাণের মত ভালবাসতো। আর সেই ছেলের এই দশা, সেই ভালবাসা প্রাণের পুতুলটীকে সাপে খেয়ে ফেলচে তা কি আর যায়ো প্রাণে সয়! সকলেই হাউ হাউ কোরে কাঁদতে লাগলো। গরুড়ের নাম কোরলে সাপ পালিয়ে যায় বোলে, কেও কেও গরুড় গরুড় কোরে চ্যাচাতে আরম্ভ কোরলো।

নিমাইকে সাপে খেয়েচে দেখে সকল লোক হায় হায় কোরে কেঁদে খুন হোতে লাগলো। নিমাই বেশ মজা কোরে সাপের ওপোর বোসে আছে কোন ভাবই নেই—কেবল হাসচে। এক সময় ভগবান যেমন বাসুকী সাপের ওপোর শুয়ে ছিলো, নিমাইও তেমনি সাপের ওপোর বোসে থাকলো। সকলে ভয়ে কেঁদে মোরচে

থেকে নিমাই যেন সাপটাকে একটু আলগা দিলেন। সাপটা যেমন একটু আলগা পেলো, অমনি ছোলে যেতে লাগলো। সাপটা ছোলে যাচ্ছে দেখে নিমাই যেমন আবার ধোরবার জন্য দৌড়লো, অমনি শচীদেবী তাড়াতাড়ী কোরে নিমাইকে কোলে তুলে নিলো।

সাপটা নিমাইকে ছেড়ে দিয়েছে, দেখে সকলেই মনে ভারি আমোদ হোলো। মরা মানুষ বেঁচে উঠলে মন যেমন খুসী হয়, সকলেই তেমনি খুসী হোতে লাগলো। কেউ বোল্লে ও ছেলের কি কিছু হয়? ওর গায়ে যে বোলে জড়ি বাঁধা আছে। কেও বোল্লে, না না ও যে জাত সাপ তাই। জাত সাপ মানুষকে কিছু বলে না, নইলে বাবা ও ছেলের কি রেখেছে ছিলো? এই রকম যার যা মনে আসচে সে সেই রকম বোলচে, আর সব চেঁচামেচী কোরচে। বড় গিন্নিও নিমাইকে দেখতে এসেছিলেন, বোল্লেন শচী তোর কপাল ভালো, আজ যে কি হোতো! বাবা! নিমাই তোর যমের মুখ থেকে ফিরে এয়েচে। খবরদার আর কখন নিমাইকে কোলে থেকে উটোনে নামিয়ে দিওনা, আমার দিব্বি লাগে বোলচি।

এই দিন থেকে শচীদেবী নিমাইকে আর উটোনে নামিয়ে দিত না। যখন কোলে কোরে না রাখতে পারতো তখন নামিয়ে দিয়ে নিমাইয়ের হাত ধোরে কাছে বোসে থাকতো। নিমাই মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁসতো আর এক একবার যেন দাঁড়াতে চেষ্টা কোরতো। শচীদেবী নিমাইয়ের ভাব দেখে, কোলে হাত ধোরে টেনে তুলতো। আমার নিমাই ওটে হরিবোলে, হরি ওটে হরি বোলে, আমার হরি হরি ওটে, এই উটেচে আমার হরি। মায়ের এই রকম সোহাগ শুনে নিমাইয়ের ভারি আহ্লাদ হোতো। হেসে যেন গোলে গোলে পোড়তো। শচীদেবী এমনি কোরে সোহাগ কোরে দাঁড় করাতে করাতে অল্প দিনের মধ্যেই নিমাই দাঁড়াতে শিখলো।

নিমাই দাঁড়াতে শেখার পর থেকে, আর বড় একটী হামা দিয়ে বেড়াতো না। শচীদেবী নিমাইকে কোলে থেকে নামিয়ে দিলেই মার আঁচল ধোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁসতো। নিমাই যখন বেশ দাঁড়িয়ে থাকতে শিখলে, শচীদেবী তখন সোহাগ কোরে হাঁটাতে শিখাতে লাগলো। শচীদেবী একটু দূরে দাঁড় কোরিয়ে দিয়ে নিমাইয়ের হাত দুখানা ধোরে বোলতেন, নিমাই হাটে পা পা, হরিবোলে বা বা হরি বোলে যায় যায়, নিমাই হাঁটে পায় পায়। নিমাই মায়ের মুখে এই রকম সোহাগ শুনে ভারি হাঁসতো আর যেন পা ফেলতে চেষ্টা কোরতো। শচীদেবী এই রকম সোহাগ কোরে কোরে হাঁটিয়ে নিমাইকে বেশ হাটাতে শিখালেন।

(ক্রমশঃ)

জাতি বুদ্ধি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিষ্ণুতে নিত্য বিহার, অপর দেবের সহিত বিষ্ণুর সাম্য, অহর্নিশ বিষ্ণুসেবাপরাধে শ্রীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি এবং বৈষ্ণবের চিত্তে ভক্ত বিদ্বেষ বিষয় আসিয়া তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থানের পরিবর্ত্তে নরকে বা গৃধ্রত্বাদিধর্ম্মে স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করায়।

এই নরকাধিবাসী হইয়া তিনি ক্রমশঃ জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে লৌকরঙ্গের আহ্বানেই মুগ্ধ হন এবং যৌন-সম্বন্ধকেই আত্মীয়তার প্রধান আশ্রয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহার জীবের দুর্গতিসমূহ বৈষ্ণব মহাজনগণ সর্ব্বক্ষণ আলোচনা করেন এবং তাহাদিগের চরমকল্যাণ কামনা করেন। মায়ামুগ্ধ জীব ত্রিগুণচালিত হইয়া অহঙ্কারবিমূঢ় আত্মা আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন এবং ত্রিগুণের দ্বারা কালধর্ম্মপ্রভাবে ভোগফলপ্রসূ কর্ম্মকে নিত্য কর্ম্ম বলিয়া অভিমান করেন। সেইকালে প্রপন্ন বৈষ্ণব শ্রীগুরুদেব আসিয়া স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বিপথগামী জীবের ভ্রান্তাকর্ষণজন্য দয়া বিতরণ করিলেই জীবের অধঃপতন হয়। তখন জীব ভক্তির কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন এবং প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হন। ইহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি।

যত্ন করে পরাভক্তিকথা শোনে তথা ভরে।
তাঁহাতে কথিতা হর্ষাৎ প্রকাশয়ে মহাত্মনঃ॥

শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত নরক হইতে উঠিবার আর উপায় নাই, ঐবৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ গুরুপদে বরণ করেন না।

মহাকুলপ্রসূতোপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

মহীয়ান্ ও অকিঞ্চন বলিতে শ্রীবৈষ্ণবকেই বুঝায়। বৈষ্ণবের চতুর্দ্দশভুবনে লোভনীয় কোন বস্তুই নাই। বৈষ্ণব বিষ্ণুর নিত্যসেবা ব্যতীত অন্য কোন অনিত্য প্রয়োজনে বদ্ধবতী নহেন। তাঁহার সংখ্যা প্রাপঞ্চিক জগতে নিতান্ত অল্প। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোদ্ধৃত শ্রীগৌরবাক্য—

এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
তারমধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদমুখে মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত ধর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি ধর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে একজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধি কামী সকলি অশান্ত॥

আরও বৈষ্ণবের নির্ম্মলতা বর্ণনে বলিতেছেন—

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতিমাথা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি যায় পাতা॥
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদগম॥
কিন্তু যদি (ভক্তি) লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটি জীবহিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।

তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলফুল করে আস্বাদন॥
এইত পরমফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

এতাদৃশ অনুপম বৈষ্ণবকে যাঁহারা কর্ম্মফলভোগী ইন্দ্রিয়াসক্তিপ্রচুর জড়ভোগময় ফলত্যাগবান্ শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ত্রিবিধ জন্মজন্য জাতির অন্তর্ভুক্ত করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন, সেই নরকের অধিবাসিগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর ভোক্তৃত্বে ভগবান্ প্রেমবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর উপরিলিখিত উপদেশ বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাবান্ শ্রীরূপানুগগণ উহাই মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া স্বয় অবৈষ্ণব-সঙ্গ দূরে পরিহার করেন। এতাদৃশ বৈষ্ণবের সংখ্যা নিতান্ত বিরল হইলেও সেই অপ্রতিহত মতো আদর করিবার জন্য সৌভাগ্যবান্ জনের আবশ্যক। বিশেষতঃ বিবাদযুগ কলির প্রবল প্রতাপ জীবগণকে মুহুর্মুহু নির্য্যাতিত করিতেছে। তাহারা এক সময়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মুখে সত্যকথা শুনিবার অবকাশ পাইয়াও প্রপঞ্চের স্বাভাবিক সঙ্গপ্রভাবে প্রতিক্ষণেই অপরাধ সংগ্রহের অবকাশ পাইতেছেন। বৈষ্ণবের সঙ্গের মাহাত্ম্য বুঝিয়াও গৌড়ীয় পরিচয়াকাঙ্ক্ষ দুর্ভাগা জীব অনেক সময়েই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া হেলায় পরম-দুর্ল্লভ পরমার্থ চিরতরে হারাইতেছেন এবং নরকনগরে প্রাসাদের ভিত্তি দৃঢ় করিতেছেন। তাঁহারা যদি অনুক্ষণ শুদ্ধবৈষ্ণব সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করেন তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে অসৎসঙ্গে তাঁহাদের প্রাপ্তধন পরমার্থ-খানি ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই করিতেছেন না।

বৈষ্ণবের লৌকিক পরিচয়ে বিভ্রান্ত হইয়া সাত্যকিতুল্যকে মাদুরোবংশজ্ঞানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে যবনকুলে প্রকটিত মনে করিয়া, শ্রীবড়ঠাকুরকে ডুঁইমালী কুলে জাত জানিয়া, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত ঠাকুরকে সুবর্ণবণিককুলোদ্ভূত মনে করিয়া,

শ্রীনানানক প্রভৃতি মনোধর্ম-কুলোদ্ভবকারী জ্ঞান করিয়া, শ্রীবিজয়ধ্বজ-দেবকের উৎকল কপিকুলজাত মনে করিয়া শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকে গৌড়ীয় বৈদ্যকুলসম্ভূতজ্ঞানে, শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে গৌড়ীয় কায়স্থকুলপ্রদীপ মাত্র জ্ঞানে, এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃপাদকে গৌড়ীয় কায়স্থ-কুলাঙ্গারস্বরূপজ্ঞানে তত্তৎকুলজাত বুদ্ধিসম্পন্ন শরীরধারী মনে করিয়া কি বিষয় ফলের আশাদন করিতেছেন, দেখিয়া কেই বা না শিহরিয়া উঠিবেন?

অবৈষ্ণবের লৌকিক পরিচয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পুরুষোত্তম বসুকে কুলীনজ্ঞানে, নরকাসুরকে বিষ্ণুপুত্রজ্ঞানে, হিরণ্য-কশিপুকে ভক্তপতনয় জানিয়া, মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদিকুলজাত গণকে বিষ্ণুসন্তান মনে করিয়া, শুক্রপদের বহুদের অযোগ্য লৌকরংশোদ্ভবগণকে কুলগুরু মনে করিয়া, বিশ্রবা ঋষি-তনয় রাবণকে ঋষিকুল মনে করিয়া, তুলসীমালাধারী তিলকধারী দম্ভিদিগকে বৈষ্ণবজ্ঞানে, গৈরিকবসনধারী ইন্দ্রিয়-তর্পণপর আশ্রমাভিমানিগণকে হরিসেবাবিমুখ বৈষ্ণব বলিয়া পূজা করিতে গিয়া আমরা কিরূপ অজ্ঞজ্ঞান-সাগরে হরিবিমুখ হইয়া পড়িতেছি তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর আমাদের পরমার্থে থাকে না।

জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস এই বিচার হারাইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে ভক্তিবিচ্যুত অবস্থায় প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া তাহার বড় ছোট বিচার বাড়াইতে গিয়াই আমাদের জাতি বুদ্ধি। এই বুদ্ধি মৎসরতামূলে উদ্ভূত। ভক্তিরাজ্যের পথিকের ইহা প্রয়োজনীয় দর্শন নহে। এই দৃষ্টি করিতে গিয়াই দুর্ব্বাসা একদিন অম্বরীষদর্শনে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রভৃতির দর্শনে আমাদের অনেক সময় ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। তজ্জন্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণব দেখিতে গিয়া আমরা আর কিছু দেখিতা বসি। বৈষ্ণবের নিদ্রা আলস্য জন্ম প্রভৃতি অজ্ঞজ্ঞানে দেখিতে গেলেই তাঁহাতে বৈষ্ণবত্বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। বৈষ্ণব দর্শন করিতে গিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া আমরা কল্পনাবলে অবৈষ্ণব দর্শন করি এবং অবৈষ্ণব-দর্শনফলেই অপর প্রাকৃত বাহ্য অর্থবান মনে করিয়া নশ্বর অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া পড়ি। ইহাই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি। বৈকুণ্ঠবস্তু বৈষ্ণবে মায়িক প্রতীতির অনুপাতের বিচিত্রতা আলোচনা করিতে গিয়া বড়ছোট-জ্ঞানের মৎসরতা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক নরকপথের পথিক করিয়া ফেলে। বৈষ্ণবকে ভোগের বস্তু মনে করিলেই তাঁহাকে ভোগ্য জগতের অন্যতম বস্তু জ্ঞান হয় এবং তাঁহার প্রকৃত অধিষ্ঠান ভুলিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া নিজ চক্ষু অপর বৈদেশিক আবরণে আবৃত হইয়া বৈকুণ্ঠবস্তু বৈষ্ণবের অভাব দর্শন করিয়া ফেলি। বদ্ধজীব যদি বৈষ্ণবের প্রভু হইতে যোগ্য হইত, তাহা হইলে বিধাতা তাঁহাকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দ্বারা মঙ্গলাভাবের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ সেরূপ নহে। বৈকুণ্ঠে মায়িকবুদ্ধি করিতে গেলেই মায়া-বাদের বিবর্ত্তদোষ ব্রহ্মেতর বস্তু দর্শনরূপ ভোগ আনিয়া দ্রষ্টাকে ভ্রান্তি ও মৎসরতায় আবদ্ধ করে। বদ্ধজীবের বৈষ্ণবাপরাধক্রমে স্বরূপগত নিত্যবৃত্তির পূর্ণাভাবে তজ্জনীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভোগ্য বিচার আসিয়া পড়ে। ইহাই ভক্তি-লতা উৎপাটনের কুষ্ঠার-স্বরূপ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর নিরূপণ করিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকেই শ্রীগৌরহরি বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে বলিয়াছেন এবং শ্রীমুখেই জীবস্বরূপ বর্ণনে বর্ণাশ্রমাদি প্রভৃতির পরিচয় এবং আশ্রম ও তাহাতে ব্যক্তি-গত অধিষ্ঠান-যোগ্যতা স্বরূপগত নিত্যধর্ম্ম নহে বলিয়া জানাইয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব লোকদৃষ্টিতে ভোগময় দর্শনে যাহাই কেন না পরিদৃষ্ট হউন, তাহাতে তাঁহাকে আশ্রমগুরু সন্ন্যাসী এবং বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ জানিতে হইবে আবার আশ্রম ও বর্ণাদিমাত্রে জানিয়াই নিবৃত্ত হইতে হইবেনা। আশ্রম ও বর্ণগুরুত্বের তিনিই একমাত্র গুরু বলিয়া জানিতে হইবে সুতরাং বর্ণাশ্রমাবস্থিত জনগণের গুরুরূপেই বৈষ্ণবকে জানিতে হইবে। তাঁহাকে প্রাকৃত-বিচারে জাতিবিশেষের অন্তর্গত মনে করিতে হইবে না। মনে করিলে বৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্জাত হইবে। পর-মার্থানুশীলনে জড়ীয় বর্ণাশ্রম বিচার প্রবল করিলে বদ্ধ-জীবের অপরাধমাত্র ঘটে। তদ্দ্বারা কোন সুফল উৎপত্তি নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিচার প্রণালীর মাধুর্য্য ও সূক্ষ্ম-দর্শনাভাবে কর্ম্মফলভোগময় অসচ্চিন্তার অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয়ব্রুবগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমবিচার অপরাধপূর্ণ কদর্য্য

বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।
স্থাপিত হইলে মহাসত্য মূল
কিরূপ পরিমাণে মূল হইবে এবং উহার
বহুজীব কতদিন হইতে আশ্রয় পাইবেন।

বৈষ্ণব ঠাকুর।

হে ঠাকুর! তব পদে কোটী নমস্কার
বৈকুণ্ঠের দূতরূপে অবতীর্ণ তুমি
ধরামাঝে, অমৃতের বাণী তাই সদা
উৎসারিত শ্রীমুখে তোমার। শুদ্ধ, মুক্ত,
অপ্রাকৃত দেহ মন লয়ে বিচরিছ
তুমি ধরামাঝে; প্রতিপদক্ষেপে তব
পুলকিত হয় এই ধরিত্রীর জন্ম কর্ম
অপূর্ব্ব উল্লাস-ভরে। সৃষ্টির প্রথমদিনে
তুমিই ত গো মেখেছিলে সেই আনন্দ-
জ্ঞানের মূর্ত্তি, যবে স্বরূপে ভগবান্
অবতীর্ণ হইলেন ব্রহ্মার জঠরে
তব মুখ হতে মুহ্যমান মর্ত্ত্যবাসী
একদিন শুনেছিল কম্পিত হৃদয়ে
সেই যজ্ঞনির্ঘোষ "অমৃতের সন্তান
তোরা মানবসকল, ভুলিয়া স্বরূপ
বদ্ধ হলি মায়ামোহ-জালে,—কার ছুটে
মম পাশে, জানি আমি আলোকের ধামে
নিত্য বিরাজিত সেই পরম পুরুষে"।
তুমিই ব্রহ্মেণ—বেদবাণী মূর্ত্তিমতী
সদা বিতরিছ তোমায়। তাই শাস্ত্রে কহে,
মানব-বিলাসভূমি তোমার হৃদয়—
তাই শুদ্ধব্রাহ্মণের অপ্রাকৃত শুধাবলী
বিরাজিত দেহে তব। কর্ম্মফল ভ্রান্তি-
ভুলের বিচার নাহি স্পর্শে তোমারে—
মহাজন নহ তুমি কভু! এক দা
সাক্ষেতের গোবিন্দের পূত পদতলে
নমিয়াছে তব শির,—কেমনে জানিবে
বল মূঢ় ধরাজন, নাহি দিলে ধরা?
ভুলাইয়ে যাও মোর অক্ষজ কুটীল
বিচার, দাও মোরে সেই অধোক্ষজ জ্ঞান,
যাহে চিনিব তোমারে ভক্তপ্রিয় আমি।
কল্পকলে ভ্রমি কোন ভুবন মাঝে,
নাহি তাহে ক্ষোভ, কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুর
নরকেও লভি যদি স্থান, তবু মোরে
করোনা করুণা বঞ্চিত এ দীনহীনে।

গৌড়ীয়ের বেশ।

এক ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বেশ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' কথায় দুইটী শব্দ আছে, তন্মধ্যে আদি শব্দ 'গৌড়ীয়ে' সাধারণতঃ গৌড়দেশবাসীকে বুঝায়। ভারতের উত্তরে, হিমালয়ের দক্ষিণে, বিন্ধ্যগিরির উত্তরভাগে দেশকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। সেই আর্য্যাবর্ত্তকে প্রাদেশিক নাম হইতে অন্য ভাষায় পঞ্চ-গৌড় বলে। বিন্ধ্যের দক্ষিণাংশে ভারতবর্ষের ভূমিগুলি পঞ্চদ্রাবিড় দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চগৌড় দেশের অধিবাসিগণ সকলেই আর্য্যাবর্ত্তবাসী বা গৌড়ীয়। মনু বলেন, পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত। গৌড়দেশ বলিতে সাধারণতঃ কান্যকুব্জ, সারস্বত, মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল দেশকে বুঝায়। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশকে কিছুদিন হইতে গৌড়দেশ বলিয়া সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' নামক গৌড়ীয় ভাষার গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ নগরকেই গৌড়ের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লিখিত হয়, যদিও কেহ কেহ মালদহ কানুনুনিয়া প্রভৃতি স্থানকে গৌড় আখ্যা দিতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি নবদ্বীপনগরে গৌড়দেশের কেন্দ্রভূমি বলিয়া আদিম সভীয় সাহিত্যে

উল্লিখিত আছে। শ্রীনবদ্বীপধামের শ্রীমায়াপুর পল্লীতে সেনরাজধানীর রাজাবাসের প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রাচীন মায়াপুরেই গৌরনো সিমাঞ্চুলিয়ার অর্থাৎ চাঁদে কাজীর বাড়ী ছিল। এই জন্য গৌড়দেশের রাজধানীসূত্রে নবদ্বীপনগরে আবির্ভূত শ্রীগৌরসুন্দরকে গৌড়দেশবাসিগণ তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য বলিয়া জানেন। যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী না হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত, তাঁহারাও আপনাদিগকে গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অনুগত দাস শ্রীদামোদর স্বরূপকে গৌড়ীয়গণের মালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়ীয় শব্দে সাধারণতঃ শ্রীগৌরহরির আশ্রিত জনসমূহকেই বুঝায়। এজন্য গৌড়ীয়ের যোগরূঢ় অর্থে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবকেই লক্ষ্য করে। 'পঙ্কজ' বলিলে যেরূপ পদ্মকেই বুঝায়, তদ্রূপ।

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য হরিসেবা। যে সকল বৈষ্ণব, স্বরূপে অবস্থিত হইয়া হরিসেবা করেন, তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব বলা হয়, অন্যান্য জীব বৈষ্ণব হইলেও স্বরূপবিস্মৃত বলিয়া তাঁহাদিগের অবৈষ্ণব সংজ্ঞা। পৃথিবীর যাবতীয় জীব বৈষ্ণব। ভারত পৃথিবীর অন্তর্গত, সেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পারিমার্ষিকের সহিত গৌড়দেশীয় পারিমার্ষিকের বিশেষত্ব নির্দ্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সংজ্ঞায় গৌরপদাশ্রিত জনকেই বুঝায়। যে সকল বৈষ্ণব ভগবৎসেবাবর্জ্জিত হইয়া অপর সংজ্ঞায় পরিচিত, অথবা বৈষ্ণব বলিয়া আপনাকে জানেন না, তাঁহারাই অন্যাভিলাষী বলিয়া আপনাদিগকে অবৈষ্ণব সংজ্ঞা দেন। শ্রীভক্তিবিলাস বলেন,—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

যেরূপ গৌরবিধানদ্বারা সাহিত্য সংস্কারের কথা কতিপয় কল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এবং সেই কল্পশাস্ত্রের বিধানমত সংস্কারাদিসম্পন্ন ব্যক্তি সংজ্ঞা লাভ করেন, সেইরূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা অবৈষ্ণবিধানে শূদ্রতা ও বৈষ্ণবিধানে দ্বিজত্বরূপ বর্ণত্ব সিদ্ধ হয়। "তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং"। কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি বেদশাস্ত্রোক্ত গৌরসংস্কার অবলম্বনে যেরূপ ভাবে বর্ণ নির্ণয় করেন, তাহা অধিকতর সমীচীন। ভারতবর্ষে বৃত্তগত পরিচয় হইতে অসংখ্য ঋষি উদ্ভূত হইয়াছেন। সেই ঋষিগণের গৌরসংস্কারগতই গৌরপদাশ্রিতে পরিচিত বর্ণ। মহাভারত ও ভাগবতীয় ঐতিহ্য পুরাণাদি বৃত্তগত বর্ণ-নির্ণয়ের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাদৃশ বৃত্তোৎপন্ন বর্ণবিচার গৌরপদ্ধতির মূলে অবস্থিত। গৌরসাহিত্য পদ্ধতিমতে প্রস্তাবিত বর্ণ অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে মৌলিক সনাতন ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া ধর্ম্মাভাসে পরিণত সেখানে তাৎপর্য্যগত অনভিজ্ঞতা পরিস্ফুট। সাধারণ ব্যক্তির সংখ্যা মহাজনের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। জনসঙ্ঘের অনভিজ্ঞতা জাত ধারণা অনেক সময় বিচারকে অভিভূত করে। তাই বলিয়া সত্য চিরদিন আবৃত থাকিবে এরূপ নয়। কুজ্ঝটিকায় সূর্য্যকিরণ অথবা মেঘের দ্বারা ভাস্করকে আবৃত দেখিলেও বা ভাস্করের কিরণ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও সত্যই উহা বিলুপ্ত হয় না, সেইরূপ সত্ত্বের মর্য্যাদা কলিযুগে অনেকটা ক্ষীণ হইলেও সত্য জগৎ হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ সুখদুঃখের পরিমাণগত ভেদমাত্র। বর্ণের উচ্চাবচ ভাব গুণকর্ম্মের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

দুষ্ট জগতে বা কর্ম্মভূমি ভারতে গুণকর্ম্মভেদে যে উচ্চাবচ বর্ণ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা গুণ ও কর্ম্মের পরিমাণানুসারে সিদ্ধ হয়। পরমার্থহীন নিরীশ্বর জগৎ গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ নিরূপণ করেন। সেখানে নীতিপরায়ণ সমাজ গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণনিরূপণের পক্ষপাতী। বিষ্ণুভক্তিরহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারে ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তির অভাব আছে। হংসজাতির সহিত ভেদবাদী বিষ্ণুবিদ্বেষী জনগণ যে অবৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে বর্ণবিভাগ আছে। বিষ্ণুর সংজ্ঞাস্থর 'ব্রহ্ম' শব্দের বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞগণ আপনাদিগের ব্রাহ্মণত্ব স্থাপন করেন। যোগিগণ বৈষ্ণব-বিচারের প্রতিপক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাদৃশ্যপ্রবাদী হইয়া শুক্তিহীন হইয়া আপনাদিগকে যোগী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। তথাকথিতগণ তাঁহাদের সহিত বিরোধ

[illegible] সহিত সম্ভাষণ করেন। কালে বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাৎকালিক ভাবটুকু লইয়া আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগণের সহিত আপনাদিগের পার্থক্যটুকুর মানসে স্বয় ভক্তিবিরোধী কতকাংশ প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য কবি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের দুর্বিচার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আবার পণ্ডিতবর অপ্পয়দীক্ষিত প্রভৃতি অবৈষ্ণব ভট্টগণ যামুনাচার্যের প্রতিকূলে নানা কথার প্রজল্পনা করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ণবিধান সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধ, একাদশ স্কন্ধ, নারদপঞ্চরাত্র, সাত্বত-সংহিতাসমূহ, 'আগমপ্রামাণ্য,' সংস্কারচন্দ্রিকা, সংস্কারদীপিকা বৃহন্নন্দ প্রভৃতি আকর ও আকরানুগ গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত হইয়া বৈষম্য-নাস্তিক্য-বর্ণবিধানের যাথার্থ্য উপলব্ধি ঘটিবে। যাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয়ক ভাষ্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও জানিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষে মধ্যযুগে নানা প্রকারে বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার প্রবল প্রচার হইয়াছিল। বর্ত্তমান গৌড়বর্ণবিধান তাদৃশ অনুষ্ঠানের পরিণতি কিনা, তৎপ্রতিকূলে কি কি প্রমাণ আমরা দেখাইতে পারি?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 'সর্ব্বেষাং মহুপাসনম্' অর্থাৎ যে কোনও বর্ণে পরিচিত ব্যক্তি ভগবদুপাসনা করিতে পারিবেন। মহারাজ অম্বরীষ যাবিয়ে ক্ষত্রবর্ণে অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও দুর্বাসার ন্যায় ঋষির তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে সন্দিহান হইবার ফলস্বরূপ যে বিপদাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খচিত আছে। বাহ্যজগতে অজ্ঞানবাদির জন্য বর্ণচিহ্ন ও আশ্রম চিহ্নের ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। তবে অজ্ঞানবাদী চিহ্নমাত্র দেখিয়াই অনেক সময়ে প্রতারিত হন। প্রতারিত হইবার ফলে সিঁদুর মেঘ দেখিলেই যেরূপ গবাদি পশু ভীত হয় সেইরূপ ভাবে বৈষ্ণবের বাহ্য চিহ্ন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হন। অনুমানুধাবন-প্রবৃত্তির অভাবে এরূপ নিষ্ফলা অবস্থা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরমহংস হইতে পারেন তখন তাঁহার বেশ দেখিয়া কেহ বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব স্থির করিতে পারেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর বেশে বর্ণাশ্রমের চিহ্ন নাই, আবার শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর বেশে পরিধানে কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড দেখা যায়। শ্রীপরমানন্দ পুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির বেশে একদণ্ড ও কাষায় বস্ত্র। ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী বা নির্দণ্ড সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাঁহারা কর্ম-ত্রিদণ্ড জ্ঞান ত্রিদণ্ড এবং ভক্তি-নির্দণ্ড প্রভৃতি আশ্রমচিহ্ন পরিত্যাগ করিবার বেশ লইতে পারেন। আবার বর্ণাশ্রমে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভাব নাই। তাঁহাদের বর্ণচিহ্ন, আশ্রমবেশ রাখিয়াও তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার তত্তচ্চিহ্ন ধারণ করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইবারও কেহ বাধা দিতে পারেন না। কাষায় বসন যাহাতা, ত্রিদণ্ড যাহাতা প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত আছে। চিহ্নদ্বারা বা বেশগ্রহণ-রীতি দর্শনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব নির্দ্দেশ হয় না। হরিজনে নিষ্কপটতাই বৈষ্ণব-পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। যাঁহারা কতকাংশ বৈষ্ণবের স্কন্ধে চাপাইতে গিয়া বৈষ্ণবকে কর্মী বা জ্ঞানী মাত্র জানেন, তাঁহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ ও বৈষ্ণবাপরাধী। কৌপীনবহির্বাসাদি দেখাইয়া যাঁহারা বৈষ্ণবতাকে বিপন্ন করেন এরূপ স্বজনের সন্ধান না রাখিয়া 'নমস্যতে অলাবুচষক নিষেধ' প্রভৃতি বিধিই বৈষ্ণবাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারমতে ত্রিদণ্ডভূক্ স্বরূপ লইয়াই প্রমত্ত সুতরাং বৈষ্ণববেশ স্থির করিতে গিয়া লোকসূচীর অনুসরনে বৈষ্ণব চিনিতে অসমর্থ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি।

—:০:—

আচারে প্রচারে যিনি অনুপম নিষ্ঠ,
ভকতি-পরানুগতি প্রতি সমাদৃষ্ট,

অকপটী শ্রীগৌরাঙ্গী সহ যাঁর ঐক্য,
অকপট জ্ঞানে জ্ঞানী সহ নাহি সখ্য—
যাঁর কাছে তুল্য সম মোক্ষ বা স্বর্গ,
যাঁর কাছে অগ্নির শুদ্ধ-অপসর্গ ;
ত্রি-লক্ষ হরিনাম-গানে যাঁর হর্ষ,
জগতের কল্যাণে ভক্ত-আদর্শ ;
যাঁহার বচনা-পাঠে কাটে মোহরজ্জু,
চরিতমন যাঁর সাধুস্মৃতি-মজ্জা ;
সংজীবা, তর্কনিষ্ঠ-তত্ত্ব অগুরু,
তন্নিরসনে যাঁর চিত্ত প্রবৃদ্ধ ;
শরণাগতির বাণী যাঁহার আলাপ্য,
খাটী-নদীয়ার খোঁজ যাঁর কাছে প্রাপ্য ;
ভকতি-পীরিকা যাঁর নিরুপম মন্ত্র,
প্রভার পাশিলে যা'—টুটে মোহ-তন্ত্র ;
সাধু-জন-মতি বিনোদন যাঁর কার্য্য,
(সেই) "ভক্তিবিনোদ" প্রভু দণ্ডবাচার্য্য ;
অনুসরণেতে সাধ তৎপদ চিহ্ন,
হবে নাকি কৃপা তাহে—মোহে বেরা ঘিন ?

যাচক,—শ্রীনারায়ণদাস বিদ্যাভূষণ।

প্রচারপ্রসঙ্গ।

গত সপ্তাহে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্যিক, হরিপদ ব্রহ্মচারী, বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কয়েক মূর্ত্তি ভক্ত সহ বরিশাল জেলান্তর্গত শিরোমণিপুর মহকুমায় শ্রীনাম প্রচারের জন্য গমন করেন। প্রত্যহ দুইবেলা নগরসঙ্কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় স্থানীয় দেবালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শিক্ষিত পণ্ডিত মূর্খ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই হরিভক্তির বিমল আলোক প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।

স্থানীয় সকল লোকের, বিশেষতঃ আবগারি বিভাগের দারোগা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ রায়, উকিল শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুহঠাকুরতা, কালিপদ দত্ত, ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ আইচ, জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদ্বয়ের অমায়িক ব্যবহার ও হরিকথা প্রচারে উৎসাহ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শিরোমণিপুরের পর প্রচারকগণ ঐ জেলার প্রসিদ্ধ বন্দর কালকাঠিতে গমন করেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মদনমোহনদাস অধিকারী ও সীতানাথদাস অধিকারী মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। এখানেও তাঁহারা পাঁচ কীর্ত্তন বক্তৃতাদি দ্বারা স্থানীয় লোকের নিকট হরিভক্তির সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ভক্তিদয়িত ও বিদ্যাধর মহাশয় প্রমুখ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রাণাঘাটে নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের আহ্বানে তথা প্রচারার্থ গমন করেন। স্থানীয় মহকুমা ডেপুটী বাবু এবং অন্যান্য বহু শ্রদ্ধালু ভক্ত স্বামিত্রিপ্রমুখ প্রচারকবর্গের বক্তৃতায়, পাঠে এবং কীর্ত্তনে শুদ্ধ ও মিশ্রভক্তির পার্থক্য বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

রাণাঘাট হইতে স্বামিজী ও ভক্তিদয়িতপ্রমুখ শুদ্ধ-ভক্তবৃন্দ মেদিনীপুর জেলান্তর্গত কোলা ষ্টেশনে গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত অবিদ্যা-হরণ দাসাধিকারী, নুকুলচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের হরিসেবা-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

গৌড়ীয় মঠে আচার্য্য-প্রকটোৎসব।

নিমন্ত্রণ-পত্র।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

"যত দেশে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।"

ভক্তিকুল-প্রবণসঙ্কোপাক্ত-পরাবিদ্যা-বিলাসী—

আগামী ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় **আচার্য্য-প্রকটদিবসে শ্রীব্যাস-পূজা** উপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরি-জন্মমহিমোপাখ্যান ও মহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্।

১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, ১৫ই ফাল্গুন ৪৩৭।

ভারতীয়।

মহাত্মার মুক্তিতে আনন্দ—ভারতের বিভিন্ন স্থানে মহাত্মার মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনেও মহাত্মার মুক্তিতে আনন্দ-প্রকাশের জন্য এক প্রস্তাব অধিকাংশ কমিশনারগণের সমর্থনে গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে নূতন জজ—ডাঃ থর্ণহিল কলিকাতা ছোট আদালতের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি ছিলেন। সম্প্রতি তিনি হাইকোর্টে অস্থায়ীভাবে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহার স্থানে মাননীয় কে, জি, গুপ্ত সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মিঃ কে, সি, গুপ্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতিরূপে মিঃ গুপ্তই সর্ব্ব-প্রথম ভারতবাসী।

রেলযাত্রীর সুবিধা:—বড়দাটের ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:—

সর্ব্বসাধারণ বড়দাট যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের সকল রেলের কর্ত্তাদের এই সব ব্যবস্থা করিতে আদেশ করুন—

(১) ভাড়া হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যে স্থানে যাত্রী গাড়ীর সংখ্যা বাড়ান হইবে।

(২) যে সব ষ্টেশনে মহাজন দেশীয় গাড়ী দেওয়া হয় না, সে সব ষ্টেশনে সে গাড়ী দেওয়া হউক।

ছোট ছোট ষ্টেশনে হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য পানীয় জল সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হউক।

সাহিত্য সম্মিলন:—আগামী মাসে মেদিনীপুরে সাহিত্য-সম্মিলন হইবে। এবার যে সম্মিলনের বৈশিষ্ট্য সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি উভয়েই তরুণ বয়স্ক। সভাপতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—নাড়াজোলের কনিষ্ঠ কুমার শ্রীমান্ বিনয়কৃষ্ণ খান।

বৈদেশিক।

মার্কিণবাসী বুদ্ধ—কালোনিয়া নামক জাহাজে ৪ শত ৩০জন যাত্রী কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ডাক্তার পি হল নামক মার্কিণ দেশের একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন। ইনি পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম পুনর্গঠিত করিবার কর্ত্তব্যভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছেন। ইনি ১৪ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বিগত দশ মাসে বা এক বৎসরের মধ্যে সেতু হাজার বক্তৃতা করিয়াছেন। মার্কিণের কালিফোর্নিয়া অঞ্চলে ইঁহার দশ হাজার শিষ্য আছে। ইঁহার মত এই যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কাণ্ড একই, তাহা হইতে বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাস শাখা ও প্রশাখারূপে বহির্গত হইয়াছে। সেই কাণ্ড বা বৃক্ষই হইতেছে, সমস্ত রাজনীতি দর্শন এবং ধর্ম্মের বনিয়াদ। ডাক্তার হলের বয়স এখন ২২ বৎসর মাত্র। ইনি এখন আমেরিকার "বুদ্ধদেব" নামেই পরিচিত। প্রশান্ত মতের উদারতার প্রভাবেই নাকি ইনি জনসমাজে বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর মতের দার্শনিক ভিত্তিভূমি ইনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইনি বেলা ১টার সময় কলিকাতাআলফ্রেড থিয়েটার হলে "পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় বর্ষ } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১১ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩০, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ { ১৩শ সংখ্যা

শ্রীগীতার ভূমিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে।)

শ্রীগীতা বেদের শিরোভাগ উপনিষদাবলীর সার। শ্রীগীতা যাবতীয় শাস্ত্রের সমন্বয় ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ। শ্রীগীতা সর্ব্ব-ধর্ম্মের মীমাংসা। শ্রীগীতা ও উপনিষদে কোনও ভেদ নাই। শ্রীগীতা স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, সুতরাং বেদ হইতে অভিন্ন। এই জন্যই শ্রীগীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে উক্তি দেখা যায়—"ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং" ইত্যাদি। যদিও অনেক সময় উপনিষদের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা দুষ্কর, কিন্তু শ্রীগীতা অতি সরল ও সরস ভাষায় উপনিষদের সারাংশ, সিদ্ধান্ত ও প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র-গ্রন্থ মাত্র সপ্তশত শ্লোকনিবদ্ধ অতি ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রন্থ হইলেও ইহাতে সর্ব্বশাস্ত্রের নির্য্যাস অন্তর্নিহিত। সাহিত্য ও কাব্য হিসাবেও এই গ্রন্থ অতি মনোরম। যদিও সাহিত্যিক বা দার্শনিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তথাপি ইহার অক্ষর-জ্ঞানবাদিগণকেও শ্রীগীতা তাহার ঐ সকল বহিঃ-সৌন্দর্য্যে মোহিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সভ্য জগতের সর্ব্বত্র এই ক্ষুদ্র গীতাগ্রন্থখানা লইয়া বহু বহু মেধাবী ব্যক্তি মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছেন। আজকাল এই গ্রন্থখানি কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইতেও দেখা যাইতেছে। যুগে যুগে আচার্য্যগণ জগতে প্রকটিত হইয়া শ্রীগীতা গ্রন্থের ভাষ্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আচার্য্যপরম্পরাতে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে এক সময়ে যে প্রকার স্ব স্ব সম্প্রদায়-অনুযায়ী বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন একটী অত্যাবশ্যকীয় কৃত্য হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্রূপ তৎসঙ্গে শ্রীগীতার ভাষ্য রচনা করাও প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আচার্য্য রামানুজ, মধ্ব, শঙ্কর সকলেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মতা-নুযায়ী বেদান্ত ও শ্রীগীতার ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য ও উপনিষদ্ শ্রীমদ্ভাগবতের এক্যাবলম্বনকে শ্রীগীতার সার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও এবং তাঁহার চরণানুচর শ্রীল রূপ সনাতন

ও শ্রীজীবপাদ উক্ত শ্লোকের অষ্টাদশভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, নিবন্ধ-গ্রন্থ ও অনুব্যাখ্যারূপে লঘুতোষণী, বৈষ্ণব-তোষণী, বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, ক্রমসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বৃহদ্ ভাগবতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজের কোনও কোনগুলি প্রকাশ না করিলে চৈতন্য-চন্দ্রচরণানুগত কলিযুগ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বয়ং সারার্থদর্শিনী নাম্নী একটী অপূর্ব্ব সারগ্রাহী শ্রীগীতা-টীকা রচনা করেন এবং কিছুকালপরে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্য, এবং গীতাভূষণ নামক গীতার ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানযুগে জীবের একমাত্র নিত্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের মূল পুরুষ গৌরপ্রকাশ, আচার্য্যপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও বিদ্যাভূষণের অনুগত হইয়া শ্রীগীতার "রসিকরঞ্জন" ও "বিদ্বদ্রঞ্জন" নামক ভাষানুবাদদ্বয় প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর শ্রীগীতার মাধ্বভাষ্যটীও বঙ্গদেশে সর্ব্ব-প্রথমে প্রকাশ করেন। সুতরাং শ্রীগীতা যে সাধুর আচার্য্যসম্প্রদায়সেবিত গ্রন্থ এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। এদিকে সাধুগণ শ্রীগীতার সেবা করিয়া জগতে একমাত্র ভগবান্, ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্ব, সর্ব্বারাধ্যত্ব এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন অপরদিকে ভুক্তি ও মুক্তিকামিগণ শ্রীগীতাকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীনারায়ণকে শিলা-জ্ঞানে তদ্দ্বারা যাহাতে তাহারা ভজন করার ছলে উক্ত গ্রন্থ দ্বারা কেহ বা নিজ মনোহভীষ্টপূর্ত্তি স্ত্রীপুত্র-পরিপালন, ঐহিক ও পারলৌকিক সুখসম্পদ্ আহরণ, কেহ বা অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভ, কেহ কেহ বা ভগবানের আসন পর্য্যন্ত গ্রহণে সাহসী হইয়াছেন! শ্রীগীতার কলঙ্কিতে মুগ্ধ হইয়া কলকামী কর্ম্মিগণ, শারীরিক ব্যাধি নিরাময়, ধনপুত্রাদিলাভ, গ্রহবৈগুণ্য-অপনোদন, পুণ্য সঞ্চয় বা স্বর্গাদি-সুখলাভের জন্য গীত গ্রন্থের আদর-গ্রহণে ব্যস্ত হন। ইহাকেই সাধুগণ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন। কোথায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাক্ষাৎ উপনিষৎস্বরূপিণী ভগবানের অভিন্নপ্রাকৃতা—কিন্তু হায়, তাঁহাকে নিজসেবা করিয়া নিত্য আনন্দলাভ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন, তাঁহাকে খাটাইয়া লাভের আশা বা গ্রন্থবৈগুণ্য অপনোদনের চেষ্টা ও স্বর্গাদি-লাভের প্রয়াস! কোথায় ভগবানের কৃতা হইবার যত্ন করা উচিৎ, না, তৎপরিবর্ত্তে ভগবানকে দিয়া মজুর খাটাইয়া লইবার চেষ্টা! কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থানে গেলে দেখা যায়, ধনাঢ্য কলকামী কর্ম্মিগণ সাধুদিগের জন্য ধর্ম্মশালা, আচার্য্য এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক সাধুকে এক একখানা শ্রীগীতা-গ্রন্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল তীর্থস্থানের রাজপথে চলিতে চলিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, দুই একজন কৌপীন বা চিম্‌টাধারী সাধুবেশী পুরুষ যাত্রিদিগের সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন "একঠো গীতা গ্রন্থ কিনকে দিজিয়ে, আপ্‌কো অনেক পুণ্য হোগা"—আমাকে একখানা গীতাগ্রন্থ ক্রয় করিয়া দিন, আপনার অনেক পুণ্য হইবে।" পুণ্যপ্রয়াসী সরল তীর্থযাত্রী তীর্থ স্থানে সাধুকে গীতা-দান করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইবে মনে করিয়া এক একখানা গীতা কিনিয়া দিতেছেন, কিন্তু ঐ সাধুবেশধারী তীর্থযাত্রিদের নিকট হইতে গীতা ভিক্ষারূপ ব্যবসায় পাতিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিতেছে ও তদ্দ্বারা গাঞ্জা, ভাং ও নানাপ্রকার চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ভোগ করিতেছে। গ্রন্থবিপণীকারের সঙ্গে ঐ সকল সাধুর বন্দোবস্ত আছে। তীর্থযাত্রিদের দ্বারা একখানি গীতাই পুনঃ পুনঃ ক্রয় করাইয়া উহা দু এক পয়সা কম মূল্যে তাহাই আবার ঐ বিপণীকারের নিকটই বিক্রয় করিতেছে! এইরূপে তীর্থস্থানে বহু সাধুবেশী পুরুষ ও বিপণীকার শ্রীগীতা গ্রন্থের সাহায্যে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। ইহাকেই বলে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি। বঙ্গদেশে সেইরূপ উদাহরণ না থাকিলেও শ্রীগীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন করিয়া অর্থ, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-সঞ্চয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সমুদয় কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধির উদাহরণ।

শ্রীগীতা সর্ব্বশাস্ত্রের ও সর্ব্বধর্ম্মের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। সুতরাং সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা-গ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষ উভয়ই থাকিবে, কারণ পূর্ব্বপক্ষসমূহ না থাকিলে কখনও কোন সিদ্ধান্ত

দূরীকৃত হইয়া স্থাপিত হইতে পারে না। এইজন্যই গীতার কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই সকলের যথার্থ পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সমগ্র অবতার ব্যতীত গীতার চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। কেহ যদি গীতার কেবল দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া বলেন যে, মনুষ্যকে যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত করা, পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা, সকলকে রজোগুণে অনুপ্রাণিত করাই গীতার উদ্দেশ্য তাহা হইলে জানিতে হইবে যে তিনি গীতার অসম্যক্‌দর্শী,—প্রাকৃত অভিজ্ঞান, জড় মন ও জড় বুদ্ধি এবং বিচার প্রণালী দিয়া গীতা পাঠ করিয়াছেন। আবার কেহ যদি শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া বলেন যে কর্মযোগই গীতার উদ্দেশ্য, কারণ শ্রীভগবান্ নিজে বলিয়াছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥" ৩।৮

তুমি নিত্যকর্ম (সন্ধ্যা-উপাসনাদি) কর, যেহেতু কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা ভাল। সর্বকর্মশূন্য হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হইবেনা। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত ব্যক্তিকেও গীতার একদেশদর্শী বলিতে হইবে। কারণ তার পরের শ্লোকেই ভগবান্ বলিতেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ। ৩।৯

টীকা—যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ, যজ্ঞঃ অর্থঃ বিষ্ণুঃ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ তদারাধনার্থাৎ বিনা কর্মবন্ধনঃ।

সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মও কর্মের সূক্ষ্মরূপ সৃষ্টি করিয়া জীবকে কর্মপাশে বন্ধন করে। তবে পরমেশ্বর বিষ্ণুর প্রীতি বা সেবোদ্দেশ্যে যে কর্ম অর্থাৎ ভক্তি, কেবল সেই কর্মই করা কর্তব্য। কেহ আবার শ্রীগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং॥" ৪।১১

আমাতে যে যেমন ভাবে শরণ গ্রহণ করে আমিও তদ্রূপ তাহাকে ফলপ্রদান করিয়া থাকি" এইরূপ বাক্য দর্শন করিয়া জড়ীয় অভিজ্ঞানে লইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন 'যাহার মনে যেরূপ লয় সেইভাবে ভগবানকে ডাকিলেই হইল'; ভগবানকে ডাকাই উদ্দেশ্য, তা, কালী দুর্গা, হরি, বিষ্ণু, শিব, রাম, কৃষ্ণ একটা নাম ধরিয়া ডাকিলেই তিনি ফলপ্রদান করিবেন। এইরূপ অনেকে একদেশ দর্শন করিয়া বা জড়ীয় বুদ্ধি লইয়া গীতা পাঠ করিতে যাইয়া মনোধর্মী হইয়া পড়িয়া মনের খেয়ালকে ভাব বা ভক্তি মনে করিতেছেন, ভগবানকে খণ্ড বস্তু জ্ঞান করিয়া ধারণা করিতেছেন। "যিনি আমাতে যে ভাবে শরণাগত হন আমি তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করি" ভগবানের এই বাক্যে ইহা বুঝায় না যে, সকলভাবে ডাকিলেই ভগবানের সমগ্র স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কেহ যদি বলে 'যেমন কর্ম তেমন ফল' তবে কি ইহা বুঝায় যে, সব কর্মেরই ফল একপ্রকার? বরং তাহার বিপরীতই বুঝাইয়া থাকে যে, কর্ম অনুসারেই ফলের পার্থক্য। তদ্রূপ উক্ত ভগবদ্বাক্যের উদ্দেশ্যও এই যে, জীব আমাতে যেরূপ ভাবে শরণাগত হইবে আমিও তদনুযায়ী ফল প্রদান করিব। যাহারা কর্মকেই বহুমানন করিয়া কর্মফল-প্রদাতা হইয়া বহু দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমি বৈষ্ণবী মায়ায় বিমোহিত করিয়া আমার যথার্থ স্বরূপ ও আমাতে নিষ্কিঞ্চনা অহৈতুকী প্রেমভক্তি দানে বঞ্চিত করতঃ সামান্য নশ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রদান করিব। কারণ উক্ত শ্লোকের পরেই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ৪।১২

যে সকল ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক সুখসম্পদাদি-ফলসিদ্ধির জন্য এই পৃথিবীতে আমার ভৃত্য আধিকারিক দেবতাগণের আরাধনা করেন তাহাদের এই মনুষ্যলোকে অতি শীঘ্র শীঘ্র কর্মজনিত ফল ফলিয়া থাকে।

আবার যাঁহারা নির্বিশেষবাদী, তাঁহাদের আত্মবিনাশ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আমি নির্বাণ-মুক্তি প্রদান করি। যাঁহারা শূন্যবাদী, আমি শূন্যস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি। যাঁহারা জড়, জড়কর্ম বা জড়-বিধিবাদী, তাঁহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড়-প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাঁহাদের প্রাপ্য হই। যাঁহারা যোগী, তাঁহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বররূপে বিভূতি প্রদান করি।" এই সমস্তই ভগবদ্বিমুখতার দণ্ডস্বরূপ;

করেন তাহাতে আমাতে একত্বের প্রবর্ত্তনা এবং অন্যের সুখদুঃখপ্রাপ্তি নাই। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত তাঁহারা পরম নিষ্কাধামে আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে নিত্যকাল সেবা করিয়া আমার সেবানন্দ লাভ করেন"।

ক্রমশঃ

হরিশরণ গুরুগৃহে।

চতুর্থ দিবস।

অদ্যও প্রসাদ-সেবান্তে শ্রীগুরুদেবসহ শ্রীহরিশরণ ও ভক্তি-সিদ্ধপ্রমুখ ভক্তগণ মৃদঙ্গকরতালযোগে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণবিহারমুখে চলিতে লাগিলেন। পথে অনেক লোক তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিল। সুবর্ণবিহারে উপস্থিত হইয়া বহু নৃত্যকীর্ত্তনাদি করণান্তর সকলে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব কহিতে লাগিলেন—

"ভক্তগণ, এই গ্রামের নাম সুবর্ণবিহার। সত্যযুগে এই স্থানে সুবর্ণসেন নামক এক মহারাজা ছিলেন। সুবর্ণ অর্থাৎ বিত্তই তাঁহার একমাত্র ধ্যেয় বস্তু ছিল। কিসে বিত্তবৃদ্ধি হইবে, সারাজীবন এই চিন্তাই তিনি করিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সেও সে চিন্তাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন না। একদা দেবর্ষি নারদ তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, তদীয় প্রাসাদে আগমন করিলেন। মহারাজাও পরম সমাদরে তাঁহার যত্ন ও সেবা করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি তাঁহার যত্নে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মঙ্গলচিন্তা করিয়া, একদিন তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে অতি যত্নের সহিত জড়প্রতিষ্ঠায় দেহগৃহধনজনাদি জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের অনিত্যতা ধর্ম্ম-অর্থ-কামমোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গের হেয়তা এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবজনের উপাদেয়তা ও সম্বন্ধের সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—'মহারাজ, আপনি মহাভাগ্যবান, যেহেতু আপনি শ্রীনবদ্বীপধামে বাস করিতেছেন। আমার পরমপূজ্য পরমদেব স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি শ্রীহরি করিতে এই ধামে তদীয় শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রকাশ করিবেন। সে লীলা অতি অদ্ভুত এবং অতি চমৎকার হইবে।

এই কথা বলিয়াই দেবর্ষি বীণাসংযোগে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীগৌরগুণগাথা গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিতে শুনিতে মহারাজের ভাবান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি দেহ-গৃহবিত্তাদি জাগতিক সমস্ত পদার্থের অনিত্যতা ও হেয়তা এবং হরিজনের নিত্যত্ব ও চরমোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিলেন। দেবর্ষি চলিয়া গেলে মহারাজ পরম নিবিষ্টচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা নিদ্রাকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে শ্রীগৌরহরি সপার্ষদে তাঁহার অঙ্গনে "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া অতি সুমধুর কীর্ত্তন করিতেছেন। হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, নরপতি তাঁহার অতীন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় সুমধুর স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ায় বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় দৈববাণী হইল 'মহারাজ, আপনি কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রকটকালে 'বুদ্ধিমন্ত খাঁ' নামে পরিচিত হইয়া শ্রীগৌরসেবা লাভ করিবেন।'

এই দৈববাণী শ্রবণানন্তর, মহারাজ পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং অবশিষ্ট জীবন শ্রীগৌরভজনে অতিবাহিত করিলেন।"

শ্রীগৌরভাবোদ্দীপক এই অদ্ভুতপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণকরতঃ সকলে শ্রীহরিধ্বনি দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল নৃত্য ও উচ্চকীর্ত্তন করিয়া সকলে দেবপল্লীগ্রামে আগমন করিলেন। তত্রত্য শ্রীনৃসিংহ দেবালয়ে গমন করতঃ সকলে শ্রীনৃসিংহদেবকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া উপবেশন করিলে শ্রীগুরুদেব কহিলেন—

"ভক্তগণ, এই শ্রীনৃসিংহদেবালয় সত্যযুগ হইতে এই স্থানে বর্ত্তমান আছেন। শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে রক্ষাকরতঃ এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এই জন্য এই গ্রামের নাম শ্রীনৃসিংহক্ষেত্র। ব্রহ্মাদিদেবগণ এই স্থানে আগমন করতঃ নিজ নিজ নিকেতন প্রস্তুত করিয়া এক গ্রাম বসাইয়াছিলেন। এই জন্য এই গ্রামের অপর নাম শ্রীদেবপল্লী। দেবগণ প্রত্যেকেই নিকটবর্ত্তিনী মন্দাকিনী তটে এক এক টিলা

প্রস্তুত করতঃ শ্রীনৃসিংহ উপাসনায় রত হইয়াছিলেন। এই স্থানের পশ্চিমে ঐ স্থানে সুধাটিলা ছিল। ঐ দিকে গণেশের টিলা প্রভৃতি বহু টিলা ছিল। সকল স্থান এখন নির্দ্দিষ্ট নাই।

বিশ্বকর্ম্মাদের এইস্থানে দেবগণের বহু প্রস্তরময় বসতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালেতে সবই লোপ পাইয়াছে। মন্দাকিনীটিও শুকাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র কয়েকটি টিলা আছে এবং অগণিত শিলাখণ্ড দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দেবগণের বসতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই, ঐ দেখ, সব পড়িয়া রহিয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে শ্রীনৃসিংহদেব-কৃপা-লব্ধ কোন ভক্তবর সুবৃহৎ এক মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের সেবা পুনঃ প্রকাশ করিবেন। ঘোল ক্রোশ পরিমিত মহামহিমান্বিত শ্রীনবদ্বীপধামের পূর্ব্বসীমায় এই গ্রাম অবস্থিত।"

অনন্তর সকলে শ্রীনৃসিংহদেবকে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণতি করতঃ তথা হইতে রওনা হইয়া শ্রীগোদ্রুমদ্বীপাভিমুখে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া শ্রীগুরুদেব সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"ভক্তগণ, দেখানে সুবর্ণবিহার দেখিলে, ঐ স্থানে মন্দাকিনী হইতে অলকানন্দা বাহির হইয়াছেন। সেই অলকানন্দার পূর্ব্বপারে গণ্ডকবারে শ্রীহরিহরক্ষেত্র বর্ত্তমান। কালে ঐ স্থানে শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ হইবেন এবং এক মনোরম উদ্যান শোভমান্ হইবে। অলকানন্দার পশ্চিমে ঐ দেখ কালী। ঐ স্থানে শৈব এবং শাক্তগণ মুক্তিদায়ী শ্রীভগবদ্ধানীর ভজনা করিয়া থাকে। বারাণসী হইতেও ঐ স্থানের মহিমা অশেষ। এখানে ধূর্জ্জটি পিনাকধর। তিনি নিজে শ্রীগৌরপ্রেমে সর্ব্বদাই মত্ত হইয়া নিজ ভক্তগণকে শ্রীগৌর-প্রেমদানে কৃতার্থ করেন। সহস্রবর্ষ কাশীবাস করিয়া জাদিবর্ষে যে মুক্তি লাভ করেন, তাহা এখানে চরণে ঠেলিয়া ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনায় নিমগ্ন হন। শিব এখানে নির্য্যাণ-সময়ে জীবগণকে শ্রীগৌরনাম দানকরতঃ উদ্ধার করিয়া থাকেন। এই জন্য এই স্থানের নাম মহাবারাণসী।"

এইরূপে কথায় কথায় শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ডাকনাম পাইয়াছা-গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলে সকলে খোলকরতালযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। পথিপার্শ্বস্থিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জের সম্মুখে আসিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে সকলে কীর্ত্তন এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ কুঞ্জ-মধ্যে ভজন করিতেছিলেন। কীর্ত্তনের রোল শুনিয়া তিনি কুঞ্জের বাহিরে আগমন করতঃ যোগদান করিলেন। তথায় কিয়ৎকালব্যাপী কীর্ত্তন ও নৃত্য করণানন্তর সকলে নিকটবর্ত্তি সুরভিকুঞ্জে গমন করতঃ উপবিষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব কহিতে লাগিলেন—

"ভক্তগণ, এই গ্রামের নাম শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, গো-শব্দের অর্থ গাভী এবং দ্রুম শব্দের অর্থ বৃক্ষ। এই গ্রামের এইরূপ নামকরণ কেন হইল, বলিতেছি শুন—

একদা দেবরাজ ইন্দ্র অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নিজ গৌরবে শ্রীগোকুল জলপ্লাবিত করিতেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীগোকুল রক্ষা ও ইন্দ্রদর্প চূর্ণ করেন। দেবরাজ তখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বশক্তির আকর শ্রীভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া নিজ অপরাধ মার্জ্জন নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণযুগল ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয়দান করিলেন। তথাপি শচীপতির ভয় গেল না। তিনি তাঁহার কামধেনুর নিকট গমন করতঃ বলিলেন,—"হে সুরভি, আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝিতে না পারিয়া অতি ভীষণ অপরাধ করিয়া বসিয়াছি। শুনিয়াছি, শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রসুত নদীয়ায় অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিবেন। পাছে সে সময়ও মোহিত হইয়া অপরাধী থাকিয়া যাই, সেই ভয়ে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। তুমিত সকলই জান, কৃপাপূর্ব্বক তাহার বিধান কর।"

সুরভি তখন কহিলেন,—"দেবরাজ, তবে চলুন, আমরা উভয়ে সেই নবদ্বীপধামে গমনকরতঃ শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ভজন করি।"

সুরভির পরামর্শে দেবরাজ সুরভিসহ এই স্থানে আগ-মন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গভজন আরম্ভ করিলেন। কিছু দিবস পরে পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ দেবরাজকে দর্শনদানপূর্ব্বক

করিলেন,—"ঈশ্বরদেব, আমি আপনার অভীষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। আমার প্রারব্ধভোগের জন্য যে কিছু বাকী আছে, সেই প্রারব্ধ ক্ষয়ে আপনাকে আর ব্যস্ত হইতে আজ্ঞা করিবে না।" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্হিত হইলেন। দেবরাজও স্বর্গে গমনপূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুরভিসুতগণ এই স্থানেই এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে অবস্থানপূর্ব্বক গৌরাঙ্গচরণ সেবা করিতে লাগিলেন। এই জন্য এই স্থানের নাম শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ। এই স্থানে যিনি কুটীর বাঁধিয়া ভজন করেন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন।

এই স্থানের আর এক অদ্ভুত কথা বলিতেছি, শুন—মৃকণ্ডসুত মার্কণ্ডেয় নামক এক মহামুনি সাতকল্প আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রলয়কালে সমস্ত স্থান জলময় হইলে, তিনি "হায়, কি কষ্ট এখন হয় হইয়াছিলাম" বলিয়া দুঃখ করিতে করিতে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছেন। অনন্তের জলের তরঙ্গাঘাতে তিনি ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। সেই সময় ভগবানের ইচ্ছা ক্রমে যোলক্রোশ পরিমিত এই নবদ্বীপধাম জলপ্লাবিত না হইয়া ভক্তগণকে বিশ্রাম দান করিতেছিল। সুরভি মার্কণ্ডেয় মুনির এবম্বিধ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাকে এই স্থানে উত্তোলন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে মুনি সংজ্ঞা লাভ করতঃ ক্ষুধায় আকুল হইয়া সুরভির নিকট দুগ্ধ ভিক্ষা করিলেন। সুরভি সদয় হইয়া তাঁহাকে দুগ্ধপান করাইলেন। অনন্তর মুনি সুস্থ হইয়া সুরভিকে করিলেন,—"হে ভগবতি, তুমি আমার জননী। তোমার মায়াতে এ জগৎ বিভোর। আমি না বুঝিয়া সপ্তকল্প পরমায়ুঃলাভের বর গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি প্রলয় সময়ে বড়ই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। হে আমার জননি, কৃপাপূর্ব্বক বলুন, এই ভীষণ দুঃখ হইতে কিরূপে নিস্তার পাইতে পারি।"

তখন সুরভি কহিলেন,—"হেন মুনিবর, এই নবদ্বীপধাম প্রকৃতির পার। ইহার কখনও বিনাশ হয় না। চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে ইহা ষোল ক্রোশ পরিমিত, কিন্তু ইহা পরম বৈকুণ্ঠ এবং সর্ব্বদা নির্দ্দোষ। এখানে সপ্ততীর্থ বিরাজমান এবং সর্ব্বদেব ও সর্ব্ব ঋষি এখানে বাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিয়া থাকেন। তুমি এখানে বসিয়া ভক্তি-ভক্তি নাম কৈতবধর্ম্মসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন কর। তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তিলাভ পূর্ব্বক ধন্য হইবে।

সুরভির এই বচন শ্রবণকরতঃ মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতঃ, আমি যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনা করিব, তখন আমার অদৃষ্ট কোথায় রহিবে?"

সুরভি উত্তর করিলেন,—"মুনিবর, শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনা করিলে কোন বিপাক থাকে না, সমস্ত কর্ম্মফল বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সংসার-বাসনা সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।"

সুরভির কথায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনা করিতে করিতে এই স্থানে গৌরপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।"

অনন্তর সকলে কিয়ৎকাল তথায় হরিসংকীর্ত্তন করিলেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় সকলে শ্রীবামনদেবের কুঞ্জনামক তদীয় ভজন-স্থানে তৎসঙ্গে শ্রীহরিকথায় রাত্রি যাপন করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন, এবং সারারাত্রি তৎসঙ্গে শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিলেন। হে সৌভাগ্যবান্ শ্রীগৌড়ীয়ের পাঠক মহোদয়গণ, তাঁহারা যে সমস্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি কীর্ত্তন আমার স্মরণ আছে, তাহা আপনাদিগের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

গোদ্রুমধাম ভজন-অনুকূল।
মাধুর শ্রীনবীশ্বর সমতুল॥
শুচি যাহ সুরভিকুঞ্জ কুটীরে।
বৈঠবুঁ হাম্ সুরতটিনী তীরে॥
গৌরভকতপ্রিয় বেশ বধানা।
তিলক তুলসী মালা শোভমালা॥
চম্পক বকুল কদম্ব তমাল।
রোপত নিরমিত কুঞ্জ বিশাল॥
মাধবী মালতী উঠাবুঁ তাহে।
ছায়া করব করবুঁ তাঁহি যাহে॥
রোপবুঁ তহ কুসুম-বনরাজি।
সুখি জাতি মল্লী বিরাজব সাজি॥

মন্ত্র যন্ত্রাদি কুলটী ব্যভিচারী।
কীর্ত্তন নৃত্য গীতি সাধন জানি না।
বৈষ্ণবের পদ পাইবে কি নাথ।
তব গোচরে তব গৌর কি ধাম॥
বিনোদসেবক ভক্তি কণ্ঠাকুল।
হর কুরু মুঢ় সুরনদীকূল!

বিষ্ণুমায়া।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

গীতা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে সখে, আমার এই মায়া দৈবী, অলৌকিকী এবং দুস্তরা অর্থাৎ মনুষ্যাদি অন্যান্য জীব ত দূরের কথা, এমন কি, দেবতা ও ঋষির পক্ষেও এই মায়ার মোহিনী শক্তি হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন,

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥

বাস্তবিক এই সত্ত্বরজঃতমোগুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা বিষ্ণু মায়াকে তাঁহার ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জয় করিতে সমর্থ হন নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—একান্ত-ভাবে যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাঁহাদিগকে এই ভীষণ মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিয়া থাকি।

সমুদ্র মন্থন সময়ে, যখন দেবাসুরে মিলিয়া, সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন সমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃত বণ্টন জন্য দেবাসুরে মিলিয়া তুমুল কোলাহলে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিলেন। দেব এবং অসুরবৃন্দ সকলেই অগ্রে অমৃত পান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, পরিশেষে সৃষ্টিশক্তি সংহারিণী কালাগ্নি-সদৃশ প্রলয় সমরানল প্রজ্বলিত করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণকে মোহিত করিবার জন্য সুইজ্জার্থ দেবতাদের বিপদ্ধার জন্যই মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী রমণীমূর্ত্তি! নহি! কি তাঁহার, কি মধুর হাসি! যেন ত্রিভুবনকে মোহিত করিবার জন্যই এই নবীন-নবীনা অবতীর্ণা হইয়াছেন। মোহিনীর অঙ্গে নবীন কুসুম শোভিতেছে, হস্তে বলয়, গলদেশে পরিজাত-পুষ্পের হার, নবীন মুকুলপাতি দশন, উজ্জ্বল বিদ্যুদ্বরে মধুর হাসি! সৌন্দর্য্যে কোটী মদনদর্প দর্পকে পরাজিত করিয়া বীণা-বিনিন্দিত স্বরে দেব এবং অসুরবৃন্দকে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া মোহিনী বলিতে লাগিলেন, হে দেবতাবৃন্দ এবং অসুরগণ, তোমরা কি জন্য আমার অমৃতের জন্য এই ভীষণ সমরানলের আয়োজন করিয়াছ? আমি মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতেছি।

যাঁহার মায়ায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত, স্বয়ং লোক-পিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যাঁহার মায়ার অন্ত পান নাই, ভগবানের মায়াপ্রভাবে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, আর অতি ক্ষুদ্র জন্তু জীব অসুরের ত কথাই নাই! তাহারাত' মুগ্ধ হইবেই, সুতরাং সকলেই মোহিনীর মূর্ত্তিই যাচ্ঞা সুশোভিত হইয়া উঠিবার যাচ্ঞা সম্মত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! মোহিনী বিষ্ণুমায়ার প্রভাব! শুধু দেব এবং অসুর কেন, এই সংসারে পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট বৃক্ষ লতা হইতে আরম্ভ করিয়া যোগী, ঋষি, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী, যক্ষ, রক্ষ, নর, নারী, পন্নগ, কিন্নর, কিন্নরী আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া এই দেহকেই আত্মবুদ্ধি করিয়া, ভগবানকে ভুলিয়া, অনিত্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, ধন, মনুকে জীবনের একমাত্র বন্ধু বিবেচনা করিয়া, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া থাকেন। গীতায় একস্থানে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয় দেশে অবস্থিত হইয়া এক ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য জীবমূলকে মায়ায় অভিভূত করাইয়া যন্ত্রের মত ভ্রমণ করাইতেছেন। যাঁহারা সদ্গুরুতে প্রপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই এই দৈবী বিষ্ণুমায়া হইতে বিমুক্ত হন,

অন্ধে নয়ন। সদ্‌গুরু বলিতে আমরা কি বুঝি? যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারেন না, দেখাইলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই গর্ত্তে পতিত হইয়া মারা পড়েন, তদ্রূপ; এজন্য সদ্‌গুরুর লক্ষণান্বিত গুরুতে যাঁহারা শরণাপন্ন হইবেন তাঁহাদেরই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা, অন্যথা বদ্ধ হইবার বেশী সম্ভাবনা। শাস্ত্রে লেখা আছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।
তস্যৈষ্ব ব্রহ্ম প্রবদেত বিজ্ঞানায়ুঃ শ্রেষ্ঠ উত্তমম্।
যাতে পরেচ নিকাতং ব্রহ্মপুরোসমাশ্রয়ম্॥

বস্তুতঃ এই মায়িক সংসারে কোন সুখই প্রকৃত সুখ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, সকল সুখই নশ্বর অপস্থায়ী, জলবিম্বের মত, বক্তৃতাস্থলে মরীচিকার মত, দেখিতে দেখিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত এক বাসনা চরিতার্থ হইতে না হইতেই শত সহস্র বাসনা প্রবাহ হইয়া মানবের হৃদয় কানন ধ্বংস করিয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেও কামরূপ হাঙ্গরের দংশনে সতত অস্থির হন, সুতরাং বুঝিয়াও কেহ বুঝেন না। এজন্য যে ব্যক্তি এই দুস্তর বিষ্ণুমায়া হইতে উদ্ধার পাইতে চান তিনি অবশ্যই সদ্‌গুরুতে প্রপন্ন হইবেন, নতুবা মায়াবদ্ধ হইয়া কখন পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে গমন, কখন বা পাপকার্য্যদ্বারা নরকে গমন করিয়া অনাদি কর্ম্ম-বাসনার বদ্ধ হইয়া চক্রগতির ন্যায় পুনঃ পুনঃ জন্মমার্গে ভ্রমণ করতঃ অশান্তি-অনলে দগ্ধীভূত হইয়া নিরবধি আসিয়া পুড়িয়া মরিবেন। সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? যিনি শব্দ ব্রহ্ম বেদের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যা দ্বারা তত্ত্ব-বিশ্লেষণে নিপুণ এবং শ্রবণ-মননাদিবিধান প্রত্যক্ষাদিত অনুভব দ্বারা পর-ব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারই উপদেশ-দানে যথার্থ অধিকার আছে। অতএব যিনি উপরিউক্ত লক্ষণান্বিত গুরুদেবে শরণাপন্ন হইবেন, তিনি এই দুর্জ্জয় বিষ্ণুমায়া জয় করিতে সমর্থ হইবেন, অন্যতঃ তাঁহার সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শরণাগতির লক্ষণ কি? গীতায় আছে যথা—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"।

শ্রীগুরুদেবকে প্রণিপাত করিতে হইবে, পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে যে হে গুরুদেব, আমি গ্রাম্য বিষয়ে পণ্ডিত বটে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মূর্খ, এবং অজ্ঞান, আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আমি কোথায় ছিলাম, এখানে (পৃথিবীতে) কি জন্য আসিয়াছি এবং পরেই বা কোথায় যাইব?—এ বিষয়ে আমি অতি ক্ষুদ্র, কিছুই জানি না, আপনি দয়া করিয়া আমাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করুন—যাহাতে এই ভব-সমুদ্র পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে অপর কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

শ্রীগুরুদেব বিনীত শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত কথামৃত পান করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সেবা করিতে পারিলেই এই অলৌকিকী বিষ্ণুমায়া হইতে মানব পরিত্রাণ পাইতে পারেন, অন্য উপায়ে কখনই নহে।

এই বিষ্ণুমায়ার মোহিনীচিত্র অসুরদ্বয়ের এই মোহিনী মূর্ত্তি-দর্শনে অন্তঃকরণে কামের উদ্রেক হইল। এই বিষ্ণুমায়াকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবগণের ভক্তির উদয় হইল। যেমন স্বভাব-দুষ্ট অলৌকা মাতৃস্তন্যে ক্ষীরে পরিবর্ত্তে রক্ত, শোষণ করে, কিন্তু বালক যেমন রক্তের পরিবর্ত্তে অমৃতময়ী দুগ্ধের আস্বাদন অনুভব করে, তদ্রূপ দুষ্ট অসুরপ্রকৃতি বলস্বভাবসম্পন্ন কামুক লম্পটের দল অসুরবন্ধু বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া মোহিনীকে নিজেদের বিলাসের অর্থাৎ ভোগের উপকরণ মনে করতঃ কপট দৈত্যগণ আড় নয়নে মৃদু মধুর হাস্যে মোহিনীর সলজ্জ নয়নকোণে বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে লাগিল,—অয়ি, কম্বুকণ্ঠী আয়তলোচনা সুন্দরি! এস এস নিকটে এস, আমরা তোমারই দাস, তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি সানন্দচিত্তে যাহা আদেশ করিবে, আমরা অনুগত ভৃত্যের ন্যায় অবনত-মস্তকে অবশ্যই তাহা পালন করিব।"

দেবগণ কিন্তু এই মায়াকে সরল শিশুর ন্যায় মাতৃ-ভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরিণামে এই হইল যে, পূর্ব্বোক্ত অলৌকার ন্যায় নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দানবদ্বয়

বিষ্ণুর ছলনায় মোহিত হইয়া ধৃতব্রত অমৃত হইতে বঞ্চিত হইল আর দেবগণ শিশুর ন্যায় অমৃত-পানে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সংসার বিষ্ণুমায়ায় গঠিত। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, তল, অতল, বিতল, সুতল, পাতাল, তলাতল, রসাতল, এই চতুর্দশ লোকধাম সমস্তই বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছাদিত। এই সংসার কারাগার-সদৃশ, সমস্ত জীবকুল এই মায়ার জেলখানায় কয়েদী। কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ভৃত্য, কেহ বা কুলী মজুর ইত্যাদি মায়িক সজ্জায় সাজিয়াছেন।

থিয়েটারে যেমন রামা বাগ্দী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সাজিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজার অভিনয় করিলেন, তদ্রূপ রামা ডোম শৈব্যারাণীর ভূমিকায় সর্পদষ্ট পুত্রের জন্য কত কপট ক্রন্দন করিয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে যুগপৎ বিষাদ এবং হর্ষের সঞ্চার করতঃ পর মুহূর্ত্তেই যবনিকার অন্তরালে রাজারাণীর পরিবর্ত্তে আসল রামা শ্যামা হইয়া বসিলেন। সেরূপ এই সংসাররূপ মায়া-রঙ্গভূমিতে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া কেহ কখন দেব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, নরী-সৃপাদিও বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রস্তরাদিতে পরিণত হইয়া আবদ্ধ হইয়াছেন। নলকূবর অপ্সরাগণসহ জলকেলি আরম্ভ করিলে, পরম-বৈষ্ণব নারদ মুনির অভিশাপে তাহারা যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়াছিলেন। অহল্যাদেবী ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতমের অভিশাপে প্রস্তররূপে পরিণত হইয়াছিলেন। মায়ামুগ্ধ জীব চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া কখন উচ্চে, কখন বা নিম্নদেশে গমন করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। এইরূপ—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াবাধা ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

এই বিষ্ণুমায়া আবার পরা এবং অপরা ভেদে দুই প্রকার-বিষ্ণুমায়া এবং অবিদ্যামায়া—অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি এই দুই প্রকার। অবিদ্যা-মায়া জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। বিদ্যা-মায়া সেই সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন।

'বিদ্যা' বলিতে আমরা কি বুঝি? এই অপরা বিদ্যা বা অক্ষরবিদ্যা লাভে আমরা কিছুদিন সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি বটে, কিন্তু সকলই নিশার স্বপনসদৃশ অস্থায়ী। অধুনা পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত অর্থকরী-বিদ্যায় দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প, ছন্দ, জ্যোতিষ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিচিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইলেও বা ধন-জনে সম্পন্ন হইলেও এ সকলই ঐন্দ্রজালিকের ছায়াবাজীর ন্যায়—চপলা সৌদামিনীর ন্যায়, দেখিতে দেখিতে কালের অতল গর্ভে নিমিষমাত্রে অন্তর্দ্ধান করে। পরিণামে সকলই হাহাকার, অতৃপ্তিকরী অশান্তি। "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" সেই বিদ্যাই বিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা কৃষ্ণে মতি উৎপন্ন হয়, তাহার অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা পরা বিদ্যা। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি আমার অপরা শক্তি। ইহা ভিন্ন আর একটী উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে; যথা—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

এই অপরা প্রকৃতি ভিন্ন আর একটী উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে যাহা সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। তাহাই পরা, শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা জীব-প্রকৃতি।

এই মায়িক সংসারে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া জীব কত প্রকারেই না ভ্রম করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। "কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়"—যেমন কোন সুনিপুণ যাদুকর তাহার অঙ্গুলী-সঞ্চালনে, চলচ্চিত্র পুত্তলিকাগুলিকে নানাভাবে, দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থে নৃত্য করাইয়া থাকেন, দর্শকগণ যেমন অন্তরালস্থিত যাদুকে কোন মতে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহার সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়া দ্বারা ত্রিভুবনকে মোহিত করায় এই জগতের জীবকুল উন্মত্তের ন্যায় কেহ হাসিতেছে,

কেহ নাচিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে।

সুতরাং যে কেহ এই মায়ার সংসারে সং না সাজিয়া সার আশ্রয় অর্থাৎ (হরিসেবা বা হরিভজন) করিতেছেন তিনিই প্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। নতুবা বিকারী রোগীর মত সকলেই প্রলাপ বকিতেছে। বিষয়তৃষ্ণা জলের জ্বালা, তাহার জন্য ছটফট করিয়া মরিতেছে। 'আমি একলা এল্ব রে আমি একলা যাব রে' প্রলাপ বকিতেছে। ভব-রোগীর এই উন্মাদের ন্যায় বাক্য শুনিয়া গুরুরূপী বৈদ্য কাঁদিতেছেন আর কীর্ত্তন করিয়া নিকটে আহ্বান করিতেছেন।

তাই বলি, মায়ার কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি, মায়া-প্রভাবে কেহই নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না! এক বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত সকলেই এই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের আবশ্যকতা।

কলেদোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

ভাঃ ১২।৩।৫১

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্ কলিযুগকে দোষের সাগর বলিয়া স্বীকার করিলেও, এমন একটী প্রধান গুণ তাহার আছে, যাহার জন্য অন্যান্য যুগের অপেক্ষা উহাকে উৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, কলিযুগে ভগবান্ বাসুদেবের গুণ কীর্ত্তন করিলেই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পদে গমন করে, সন্দেহ নাই।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

ভাঃ ১২।৩।৫২

অহো! সত্য যুগে প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া যে ফল লাভ হইত, ত্রেতাযুগে বহু আয়োজনে বহুকাল ও আয়াসসাধ্য জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের সম্পাদনে যে ফল লাভ হইত এবং দ্বাপরে বিবিধ আয়োজনে অর্চ্চনের দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ করা যাইত, কলিযুগে কেবল শ্রীহরির সংকীর্ত্তনেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই।

তাই শচীনন্দন গৌরহরি আমাদের ন্যায় ঘোর বিষয়াসক্ত, মায়ামুগ্ধ ও ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া এবং আমাদিগের আশু কল্প দেখিয়া আমাদের পরম কল্যাণ সাধন মানসে, শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করতঃ উহাদের নির্য্যাসস্বরূপ নিম্নলিখিত উপদেশটী শ্লোকদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

চিত্তরূপ দরপণ, করিয়া যাহা মার্জ্জন,
নষ্ট করে যত দুর্ব্বাসনা।
সংসার দাবাগুন, করি যাহা নির্ব্বাপণ,
দূর করে ত্রিতাপ যাতনা॥
কল্যাণরূপ কৌমুদী, প্রকাশিতে নিরবধি,
জ্যোৎস্নাপ্রকাশে বিধু যাহা।
ঘুচে যায় অনঙ্গল, ঘটে অতি সুমঙ্গল,
প্রেমোদধি সার হয় তাহা॥
বিদ্যাবধূর জীবন, রূপে যাহা সর্ব্বক্ষণ,
তত্ত্বজ্ঞান করে বিতরণ।
বিদ্যামধ্যে সার যাহা, প্রধান করয়ে তাহা,
কৃষ্ণভক্তি জীবের জীবন॥
আনন্দের পারাবার, বৃদ্ধি করে অনিবার,
যাহা ভক্তে সুখেতে ভাসায়।
নিরানন্দ দূরে যায়, প্রেমসিন্ধু উথলায়,
ভক্ত সুখে জীবন কাটায়॥
প্রতিপদে পদে যার, করে অমৃত শতধার,
ষড়্ রস কিবা তার আগে।

সর্ব্ব রস আস্বাদন, সদা করয়ে পূরণ,
ত্যাগ ছাড়ি অন্য নাহি মাগে॥
ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর, হয় চেয়ে নাহি পর,
সেই যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
নিত্যকাল অবিরত, হয় যেন জন্মযুক্ত,
মোর এ প্রার্থনা অনুক্ষণ॥

মানুষ অতি লঘু উচ্চারণকে জপ বলে; অর্থাৎ এরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় তাহা কেবল আপনার কর্ণগোচরমাত্র হয়, অন্যে শুনিতে পায় না। যথা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

মন্দস্তু মূলমুচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে।

নাম, রূপ ও গুণাদির উচ্চরূপে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন বলে। যথা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।

জপের দ্বারা কেবল জপকর্ত্তারই প্রয়োজন সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে কীর্ত্তন জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক হইয়া যায়। কীর্ত্তন হইলে আবার শ্রবণকারীরও শ্রেয়োলাভ ঘটে। সংকীর্ত্তন শব্দে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন, অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত হইলে, অন্য প্রকার সাধনাঙ্গের আবশ্যক হয় না, তাহাই বুঝায়।

যখন অনেকগুলি ভক্ত একত্র মিলিত হইয়া মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি লইয়া শ্রীহরির নাম, রূপ ও গুণাদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন তখন ঐ উচ্চ কীর্ত্তনকে সাধুগণ সংকীর্ত্তন আখ্যা দিয়া থাকেন। এইরূপ উচ্চ সংকীর্ত্তনে শ্রবণকারী প্রত্যেক মনুষ্যের, কেবল মনুষ্যের কেন, প্রত্যেক পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর জীবেরও চরম কল্যাণ সাধিত হয়। যিনি "কৃষ্ণ" এই পরম মঙ্গলপ্রদ নাম উচ্চারণ করেন তাঁহার কোটী মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়।

যথা—বিষ্ণুধর্ম্মে—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ॥

একমাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় তাহা কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা—মধ্য ২২ পরিঃ—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম উদ্গম, এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।

উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তনের দ্বারা মনুষ্য ব্যতিরেকে ইতর জীবেরও যে চরম কল্যাণ সাধিত হয় তাহা আমাদিগকে উপদেশ দিবার ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ইতর জীবগণের কি উপায়ে মুক্তিলাভ হইবে, তদুত্তরে হরিদাস ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত পয়ার দ্বারা জানা যায় যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

পৃথিবীতে বহুজীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকার হইবে মোচন॥
হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়।
স্থাবরের শব্দযোগে প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়।

অতএব যদি কাহারও জগতের ইতর প্রাণী সকলের ও যথার্থ উপকার করিতে বাসনা থাকে তবে তাঁহার পক্ষে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করা একান্ত বিধেয়, নতুবা বহু অন্নাদির দ্বারা তাহাদের (ইতর প্রাণিসমূহের) যথার্থ উপকার অর্থাৎ চরম কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর নহে। ধনী ব্যক্তি ধন দ্বারা ক্ষুধার্ত্তগণকে অন্নাদি প্রদান করিয়া তাহাদের ক্ষুধা কিছু সময়ের জন্য নিবারণ করিতে পারেন বটে কিন্তু তাহাদের চির ক্ষুধা দূর করিতে পারেন না, অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্তগণ যে কর্ম্ম বশতঃ

চৌষট্টি ভক্ত যোগিতে লইয়া কবার বিহার। আমার দগ্ধীভূত ও ক্ষুধা পিপাসায় অস্থিরের কারণ হইয়া থাকে, সেই দুঃখ হইতে তখনই তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন না। তবে তাহাদিগকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে ভগবৎপ্রসাদ সেবন করা এবং শ্রীহরির নাম উচ্চৈঃস্বরে শ্রবণ করান। ইহা ব্যতীত ইহজ প্রাণীর উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই। একমাত্র উচ্চ সংকীর্তন শ্রবণ দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীই উদ্ধার হইয়া যাইবে ইহাই আমাদের পরম দয়াল ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্মের গূঢ় রহস্য ও প্রধান উপকারিতা। ভক্তগণ যখন শ্রীভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করেন তখন উহা শ্রবণ করিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল হয়; বিষোদক্ত মন বিষয় ভুলিয়া ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগজনিত দুঃখ সমূহ একেবারে ভুলিয়া যাই এবং আনন্দভরে ভক্তগণের সহিত আমরা তখন নৃত্য করিতে থাকি। আমরা যে মায়াবদ্ধ জীব তাহা তখন আর মনে হয় না—আমরা যে নিত্য কৃষ্ণদাস সেটী তখন বেশ বুঝিতে পারি।

শুদ্ধসংকীর্তনসম্প্রদায়সকলের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ে ভক্তগণ সাধারণ মনুষ্যগণকে উপদেশ দিবার ছলে নিম্নলিখিত গানটী কীর্তন করিয়া থাকেন যথা—

রাধা কৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নবীন,
কিরছে নেচে গৌর নিতাই॥
(মিছে) মায়ায় বশে, ঘাচ্ছ ভেসে,
পাচ্ছ তাবু ডুবু তাই॥
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
কর্লেত আর ভয় নাই॥"

কখনও বা নিম্নলিখিত পংক্তিটী গাইয়া আমাদিগের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবকুলকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যথা—

আর কেন মায়া জালে, পড়িতেছ জীবহীন।
নাহি জান বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরদিন॥
কতি তুচ্ছ ভোগ আশে, বসী হয়ে মায়াপাশে,
বহিলে বিকৃত ভাবে, কভু তথা পরাধীন॥
এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে,
ক্রীড়া করি অনায়াসে, থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

আমার কোনও শুদ্ধসম্প্রদায়ে ভক্তগণ সাধারণ জীবগণকে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন নাই, কেবল নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে আশ্রয় দেওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য এই উপদেশচ্ছলে নিম্নলিখিত গানটী কীর্তন করিয়েন যথা—

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি সুখোদয়।
মিছে সব ধর্মাধর্ম জীবের উপাধিময়॥
যোগ যাগ তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান,
নানা কাণ্ডরূপে জীবের বন্ধন কারণ হয়॥ ১॥
সেবকের বাঞ্ছা সব নানাকাণ্ড ত্যাগ কর,
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয়॥

ভক্তবৃন্দগণের মুখে উক্ত গীতগুলি শ্রবণ করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে আমরা নিত্য কৃষ্ণদাস, ভগবানকে ভুলিয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া মায়ার সেবা করায় আমাদের এই বিষম দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যদি সাধু, শাস্ত্র ও শ্রীগুরুর উপদেশ শুনিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকি, তবে আমাদিগকে আর বিষম ত্রিতাপজ্বালা সহ্য করিতে হইবে না। নিত্যধন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিব।

শুধু ভক্তগণ কেন, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলিও আমাদিগকে শ্রীভগবানেরই সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। মৃদঙ্গ আমাদিগকে উপদেশদানে বলিয়া থাকেন যথা—

যেষাং শ্রীযুত-যশোদানুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাম্
যেষামাভীরকন্যা-প্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিত গুণকথা-সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্তানধিক্তানধিগ তানজননিতরাং কীর্তনস্থোমৃদঙ্গঃ॥

শ্রীমান্ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের যে সকল

যাহার ভক্তি নাই, "ধিক্ তান্"—তাহাদিগকে ধিক্। গৌরবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে যাহাদের চিত্তে আনন্দ নহে, "ধিক্‌তান্"—তাহাদিগকে ধিক্। যাহাদের কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে অনুরক্ত নহে, "ধিক্ এতান্"—তাহাদিগকে ধিক্। কীর্তনকালে মৃদঙ্গ এই কথাই বলিতে থাকেন।

মৃদঙ্গের এই বোল শুনিয়া, এই ধিক্কার বুঝিয়া, অপরে হরিসংকীর্তনে যোগ দিতে পারেন। মৃদঙ্গ দ্বারা এই উপকার পাওয়া যায়।

করতাল যন্ত্র ছলে যাহা বলিয়া থাকেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল যথা—

মৃত্যুং জয়েয়ং শমনং জয়েয়ং তং কিঙ্করাংশ্চাপি সুরং জয়েয়ম্।
ইত্যেতি দূরাৎ করতালসঙ্ঘঃ সঙ্কীর্তনং তে বলু মোদয়ন্তি॥

"মৃত্যুকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব, এবং তাঁহার কিঙ্করগণকে জয় করিব।" করতালের এই শব্দ দূর হইতে শুনিয়া তাহারা (অর্থাৎ মৃত্যু, শমন ও শমনকিঙ্করগণ) সংকীর্তনকারীর নিকটে আসিতে পারে না। অতএব করতাল দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়। এই রূপে বিষাণ, করতালী, নৃত্য ও শিরোলুণ্ঠন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

বিদেহপতি (নিমিরাজ) করভাজনকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! যুগধর্মের কোন্ সময়ে কি কি বিগ্রহ, বর্ণ ও নামগ্রহণে আবির্ভূত হন এবং কিরূপ বিধানেই বা মনুষ্যগণ আরাধিত হন তাহা আপনি আমার নিকট কীর্তন করুন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

কস্মিন্‌কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্।
(ভা ১১।৫।১৮)

তদুত্তরে করভাজন বলিয়াছিলেন,—সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ে ভগবান্ ক্রমশঃ নানা প্রকার বর্ণ, নাম ও আকার ধারণে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং বিবিধ প্রকারে পূজিত হন। পরে ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের উক্ত বিষয়সমূহ অর্থাৎ চারি যুগের ভগবানের বর্ণ, নাম ও আকার ধারণের বিষয়, বর্ণনা করিয়া অবশেষে বর্তমান এই কলিযুগের বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন—যাঁহার মুখে সর্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্তন যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভা ১১।৫।৩২)

এই শ্লোক একমাত্র অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবকেই লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রকার।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আর।
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ বরণ।
তার বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥
বেদধর্ম্মো হয় যৈছে অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ॥

চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিচ্ছেদ

এই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অঙ্গ, শ্রীবাসাদি প্রভুর উপাঙ্গ গদাধরাদি প্রভুর পার্ষদ, এবং হরিনামই অস্ত্র। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের সঙ্কীর্তন দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভজনা করাই একমাত্র কর্তব্য। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সঙ্কীর্তনপ্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিচ্ছেদ)

গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আপনারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় পরম দয়াল আর পাইবেন না। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের

ক্ষায় এক ঈশ্বরের বন্দনা করিয়া করুণা নবদ্বীপধামে প্রকট হইয়া নিজে আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে এক মাত্র শ্রীহরিনামই গতি তাঁহাকে (শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবকে) পাওয়া যায়। অতএব এই দরদী ঠাকুরের বাক্য আমরা যদি না গ্রহণ করি তবে আমাদের কোনও কালে ভবন্ধন মোচন হইবে না। পুনরায় চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে।

ভারতীয়।

কুকাঙ্গিনীর উপর রেলওয়ের অত্যাচার :—সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশের তুণ্ডালা নামক স্থানে রেলওয়ে কর্তৃক দেশীয় রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারের একটী লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, বিনসিয়া নাম্নী একটী চতুর্দশবর্ষীয়া নাগা জাতীয় বালিকা, জিয়োরাখোর হইতে আগ্রা যাইতেছিল। বালিকার সঙ্গে তাহার মাতুল বেণ্ডী নামক অষ্টাদশবর্ষীয় একটী বালক ছিল। জিয়োরাখোর ষ্টেশনে গেণ্ডী করিয়া আসাতে বিনসিয়া ও বেণ্ডী টিকিট কিনিতে পারে নাই। একজন রেল কর্ম-চারীর সদুপদেশক্রমে তাহারা বিনা টিকিটেই গাড়ীতে উঠে। তুণ্ডালা ষ্টেশনে বেরেলো নামক একজন ফিরিঙ্গী টিকিট-কালেক্টর তাহাদের নিকট টিকিট চায় এবং টিকিট দেখাইতে না পারায় তাহাদিগকে পুলিসের হাতে দিবে বলিয়া ভয় দেখায়। কিন্তু অবশেষে পুলিসে না দিয়া, বেরেলো ও তাহার সঙ্গী ডটন (আর একজন টিকিট কালেক্টর), বিনসিয়াও বেণ্ডীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে একটী 'বাঙ্গলো' ঘরে লইয়া যায়। এইখানে বালিকা বিনসিয়াকে একটী ঘরে বন্ধ করিয়া, দুই ফিরিঙ্গী টিকিট-কালেক্টর (বেরেলো ও ডটন) তাহার উপর বলাৎকার করে। আগ্রার ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ ই, বেনেটের নিকট আসামী দুইজনের বিচার হয়। অ্যাসেসরেরা আসামী-দিগকে দোষী বলিয়া মত দেন। কিন্তু জজ বেনেট অ্যাসেসরদের মত অগ্রাহ্য করিয়া দুইজন আসামীকেই খালাস দিয়াছেন।

সার জগদীশচন্দ্রের বিলাতে বক্তৃতা :—লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী লর্ড মর্লিভিয়রের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ডাক্তার বসু কলিকাতার বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক গবেষণাগুলি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। সভাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ হ্যাক্ টোনাল্ড, মিঃ বার্ণার্ডশ, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, লর্ড রোনাল্ডসে প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বসুর কার্য্যের প্রশংসা করিতে উঠিয়া বলেন যে, যদি কাহারও এরূপ ধারণা থাকে যে, ভারতীয়গণ বিদ্যা-বুদ্ধিমত্তায় কোনও জাতির চেয়ে হীন, তবে অধ্যাপক বসুর আশ্চর্য্য গবেষণা-গুলি পাঠ করিলেই তাহার এই ভুল ধারণা দূর হইবে। লর্ড মর্লিভিয়রকে এখন ভীষণ সমস্যার সমুদ্রীন হইতে হইবে এই সমস্যা সুষ্ঠুরূপে সমাধান করিতে চাহিলে তাঁহাকে অধ্যাপক বসুর অনুমোদিত পন্থা অনুসরণ করিতেই হইবে। তিনি ব্রিটনের লক্ষপতিদের নিকট অধ্যাপক বসুর দানের দৃষ্টান্ত প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়া বলেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহারাও এরূপ উচ্চ বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় দিতে পারেন। মিঃ বার্ণার্ডশ বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী মিঃ বসুর বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন, ইহাতেই বোঝা যায়— মিঃ বসুর কিরূপ ক্ষমতা আছে। প্রধান মন্ত্রী ও লর্ড মর্লিভিয়র যে বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু হইয়াছেন, ইহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তারপর তিনি বলেন যে, অধ্যাপক বসুর এমন একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র আবি-ষ্কার করা উচিত, যাহাতে প্রধান মন্ত্রী ও ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের মনের ভাব তাহাতে ধরা পড়ে। তাহা হইলে ঐ সব মন্ত্রীদের কার্য্য বেশ সুসাধ্য হইবে।

বক্তৃতা শেষে আচার্য্য বসু বলেন যে, ভারতীয় শ্রম-শিল্পিগণ অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে ও তাহাতে ভারতের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। ভারতের চাঞ্চল্য প্রধানতঃ অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যই হইয়াছে এবং তাহা অবহেলা করা বিধেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমি প্রচুর

কাঁচামাল ও খনিজ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম। এবং প্রকৃতিদত্ত ভিনিস নানাভাবে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলেই ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ভারতীয়গণের নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও স্বজিনব প্রচেষ্টাগুলিকে সাহায্য, আশা ও উৎসাহ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই ভারত আবার জাগিয়া-উঠিবে।

বাঙ্গলা ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্বাসের অভাবসূচক প্রস্তাব :—শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত বাঙ্গলার সংবাদ বর্ত্তমান মন্ত্রিগণের প্রতি বিশ্বাসের অভাব জ্ঞাপন করিয়া একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট উহা নাকচ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বাঙ্গালী সদস্যগণের স্বাক্ষরিত দুইখানা চিঠি প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করা হইবে। প্রথম চিঠিতে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করা হইবে তিনি যেন বাঙ্গলার গবর্ণরকে জানান যে বর্ত্তমান মন্ত্রিগণের প্রতি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের বিশ্বাস নাই। দ্বিতীয় চিঠিতে গবর্ণরকে এই কথা জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে যে শ্রীযুত সেনগুপ্তের বিশ্বাসের অভাব সূচক প্রস্তাবটী নাকচ করা অন্যায় হইয়াছে এবং এই কার্য্যের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই কতিপয় সদস্য উক্ত চিঠি দুই খানিতে নাম দস্তখত করিয়াছেন। স্বরাজ্য ও নিরপেক্ষগণ আশা করেন যে ব্যবস্থাপক সভার বেশীর ভাগ লোকই এই চিঠি দুই খানিতে নাম স্বাক্ষর করিবেন।

মধ্যপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা-সমস্যা :—নাগপুরের সংবাদে জানা যাইতেছে যে, মধ্যপ্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর ১৪ই তারিখ অপরাহ্নে হঠাৎ বড়লাটের সহিত দেখাকরিবার করিবার জন্য দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী মিঃ চিৎনবীশ কার্য্যে ইস্তফা দেওয়াতে এবং তাঁহার স্থানে কেহই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হওয়াতে তত্রত্য ব্যাপার লইয়াই সমস্যায় পড়িয়াই বড়লাটের উপদেশ গ্রহণ করিতে বোধ হয় দিল্লী গিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে মিল ধর্ম্মঘট—বোম্বাইয়ে প্রকাশ, সেখানকার মিল ধর্ম্মঘট একরূপ অবসানেই আসে। মিলগুলি বন্ধ হওয়ার পর প্রথম খুলিয়াছে এবং এখন নূতন কিছু ঘটিবে না বলিয়াই আশা করা যায়।

মহাত্মার স্বাস্থ্য—পুনার ১৩ই তারিখের সংবাদ প্রকাশ, মহাত্মাজী ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতেছেন। কর্ণেল ম্যাডক বলেন কোনও চিন্তার কারণ নাই। মহাত্মাজী পুনরায় নিয়মিত পাঠ প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছেন।

মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন—গত সোমবার আহমদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল জানাইয়াছেন যে, ভগবানের অনুগ্রহে মহাত্মার বিজয়ঘোষী আবার আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদ্বারা সকল সম্প্রদায়ের মিলন ও গঠনমূলক কার্য্যের সফলতা ঘোষণা করা হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসী যিনি মহাত্মাকে ভালবাসেন তাঁহার নিকটই এই আবেদন করা যাইতেছে; কিন্তু আমি গুজরাটবাসীদের নিকট আবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন প্রত্যেকে মহাত্মাকে অন্যূন দশ টাকা করিয়া তাঁহাদের ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেন। তাঁহাদের মিলিত উপহার যেন ১০ লক্ষ টাকা হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিকিৎ যাত্রা—পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগামী ১৪ই মার্চ্চ চীন যাত্রা করিবেন। তাঁহার অধিকাংশ ইংরাজী পুস্তক চীন ভাষায় অনুদিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার আয়োজন চলিতেছে। প্রায় সমস্ত চীনা সংবাদপত্র তাঁহার চীন ভ্রমণ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছে। কবির নিকট যে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে :—আপনি আমাদের নবজাগ্রত জাতির মনে যে অকৃত্রিম উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত কোন প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য দেশের লেখক, তাহা করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান নিরানন্দ, সংক্ষোভ ও আন্দোলনের যুগে

আপনার উপস্থিতি শান্তি বর্দ্ধন করিবে ;—আপনি আমাদের মনে ভগবান্ বিষয়ের প্রতি যে আশা এবং বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছেন আপনার অবর্ত্তমানে তাহা রক্ষিত হইবে। আগামী ১৪ই মার্চ্চ রবীন্দ্রনাথ সিটিং ধরো করিবেন।

গোপীনাথ সাহার প্রাণদণ্ড :—চৌরঙ্গীতে মিঃ ডে হত্যাকাণ্ডের মামলার রায় বাহির হইয়াছে—বিচারক জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন।

বোম্বাইয়ের রাজকুমারীর বিবাহ :—গত ১০ই ফেব্রুয়ারী জয়পুর রাজপ্রাসাদে নয়ুরভঞ্জের মহারাজের পুত্রতাতপুত্র কুমার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেবের সহিত বোম্বের রাজকুমারী শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবীর শুভপরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা এই সংবাদে সুখী হইয়াছি। কুমারীর পিতা পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভঞ্জদেব রাইখ রাও সাহেবকে এবং নব দম্পতীকে বিধাতা নিরাপদ ও কার্য্যকারী করুন, এবং শুভকার্য্যানুষ্ঠানে পরমোৎসাহ ও অনুকূল চিত্তবৃত্তি প্রেরণ করুন—শ্রীবনমালীপ্রভুর নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রয়েল কমিশন—শ্রমিকদলের মুখপত্র ডেইলি হেরাল্ড বলিতেছে, স্বরাজদল যে গোলটেবিল বৈঠক বসাইবার দাবী করিতেছে, উহাতে সম্মতি প্রদান করিতে কিছু বাধা থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য একটী রয়েল কমিশন প্রেরণে কোনও বিঘ্ন নাই। উক্ত কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হইবে এবং ভারতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতাগণকে কমিশনের মধ্যে লওয়া হইবে। উভয় দেশের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সদ্ভাব স্থাপনের পক্ষে এইরূপ একটী কমিশন প্রেরণ করা আবশ্যক।

কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা—গত ২রা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত কলিকাতা সহরে ৫৩৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই সপ্তাহের মৃত্যুসংখ্যা ৫৭৯ ও ৫৩০। গত বৎসর ঠিক ঐ সপ্তাহ অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা এবৎসর ২২জন কম।

বৈদেশিক।

ব্রহ্মরাজ্ঞীর মুক্তি ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট—গত ১২ই তারিখ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় মিঃ ওয়ার্ড মিঃ মিল্‌নের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক রিচার্ডস্ জানান যে শ্রীযুত গান্ধীকে বিনাসর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত সচিব ভারতগবর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট বেথাই গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীযুত গান্ধীকে মুক্তি দিয়াছেন।

"রয়েল কমিশন" সম্পর্কে বিলাতের তার—মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকা বিলাত হইতে বিশেষ তারযোগে জানিতে পারিয়াছে যে, বড়লাট অবিলম্বে রয়েল কমিশন নিয়োগের ঘোষণা প্রকাশ করিতে পারেন, কমিশন যে নিযুক্ত হইবে ইহা প্রায় সুনিশ্চিত। তবে গোল টেবিল বৈঠকের কথা কোন মতেই অনুমোদন করে না এবং খুব সম্ভবতঃ উহা প্রত্যাখ্যাত হইবে। নিরপেক্ষ সমস্যা অনুসন্ধান দ্বারা মীমাংসা করিবার জন্য ও তাড়াতাড়ি স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই কমিশন বসিবে বলিয়া অনুমান হয়।

পার্লামেণ্টে চৌরঙ্গী হত্যার কথা—পার্লামেণ্টে মিঃ মিলনি নামক জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারতসচিব মিঃ রিচার্ড বলিয়াছেন যে, আর্থেষ্ট ডে'র হত্যাকারী কোন বিপ্লববাদী দলের লোক,—অসহযোগীদের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধে নাই। অসহযোগীরা জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিলেও, তাহারা হিংসাপন্থী নয়।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৮ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৩, ১লা মার্চ্চ ১৯২৭ | ২৮শ সংখ্যা

শ্রীব্যাসপূজা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত রবিবার অপরাহ্ণে মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী দিনে শ্রীআচার্য্যপ্রভুটিলিতে শ্রীব্যাসপূজা হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে স্বরচিত সম্ভার অনেকগুলি অভিনন্দন পঠিত হয়। অভিনন্দন পাঠান্তে পঠিত প্রতি-সম্ভাষণও এখানে প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীগুরু প্রশস্তি।

[১]

গৌর প্রিয়তম আচার্য্য-স্বরূপ
হে দীন-শরণ ভকত-হৃদয়।
(আমি) কি জানি তোমার মহিমা অপার
(তুমি) ভক্ত-বৎসল ভক্তি-প্রদ [illegible]

[২]

ভব-মহা-দাব- দহনে পড়িয়া
যারা দুখ পায় শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া
তাহাদের দুঃখ দূর করিবারে
এসেছ এখানে তুমি দয়াময়।

[৩]

হরি-প্রিয়তম যে বৈষ্ণব-জন
জগতেও যিনি হন সর্ব্বোত্তম
তাঁর উপাসনা ছিলনা ছিলনা
(তাই) তোমার প্রভাবে জগতে উদয়।

[৪]

যে সে কুলে হোক্ বৈষ্ণব উদয়
বিপ্রাগ্রণ-পূজ্য মহাপ্রভু ক
(সেই) চৈতন্য আদেশ প্রচারি [illegible]
উড়া [illegible]

[৫]

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস শাস্ত্রের বিহিত
গৌড়ীভক্তেরে। তাহা না জানিত
প্রভো) আপনি আচরি শিখালে সবারে
শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-সাধন-উপায়।

[৬]

ভোগের বাসনা জড় কাম্য কর্ম্ম
মুক্তি-বাঞ্ছা আদি যত ছল-ধর্ম্ম
(তব) তীব্র প্রতিবাদে দূর-গত এবে
গৌরাঙ্গ-নাগরী পাষণ্ডী পলায়।

[৭]

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন
প্রকাশি তথায় শ্রীমঠ স্থাপন
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধা গিরিধারী
রাধা-কুণ্ড তটে নিত্য লীলাময়॥

[৮]

বৃন্দাবনাভেদ নবদ্বীপ-ধাম
পরিক্রমা তার শুদ্ধা-ভক্তি নাম
লীলা-শক্তিরূপা ধামের মহিমা
বুঝালে জীবেরে নিজ করুণায়॥

[৯]

অনুভাষ্য আর সজ্জন তোষণী
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত কল্যাণের খনি
লুপ্ত গ্রন্থরাজি প্রকাশি যতনে
(বহু) সিদ্ধান্ত অমৃতে শোধিলে জগৎ।

[১০]

শ্রীজীব গোস্বামী দাস রঘুনাথ
রূপানুগ জন, নরোত্তম সাথ
এদের চরণে অপরাধিজনে
কখন চরণে না দিলে আশ্রয়॥

[১১]

কৃপাকর প্রভো পতিত-পাবন
দীনজন-দিয়ে ধর দু চরণ
দিতে উপহার কি আছে আমার
সকলইত দিয়ে দিয়েছি তোমায়॥

[১২]

তব অনুগত যুগল ভজন
বিনা কিছু নাহি জানে অকিঞ্চন
জীবনে মরণে নিত্য-ব্রজধামে
তব সেবা বিনা কিছু নাহি চায়।

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের পঞ্চাশত্তম প্রকটোৎসবে গীত।
৪ গোবিন্দ ৪৩৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

কাঙ্গাল সেবক
পরমানন্দ।

ওঁ চিদ্বিলাস অষ্টোত্তর
শত শ্রীমদ্‌গুরু মহারাজের পঞ্চাশত্তম
বার্ষিকাবির্ভাব
মহামহোৎসব।

কস্যচিন্ শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাসানু-
দাসচরণানুচরস্য
ভক্ত্যর্ঘ্যম্।

দেব প্রসীদাদ্য শুভেঽহ্নি দাসা-
স্তে প্রার্থয়ন্তে চরণাব্জসীধূন্।
পঞ্চাশদব্দে প্রগতে প্রপঞ্চা-
বির্ভাবজীবোদ্ধরণস্য তে বৈ॥

জীবের উদ্ধার লাগি করুণা প্রকাশি
এসেছ প্রপঞ্চে, মর্ত্ত্য নহ তুমি, নাথ—
শতাব্দীর অর্দ্ধ আজি হইল পূরণ।
নিত্যকাল রত তুমি চিন্ময় গোলোকে
প্রভুর পার্ষদরূপে মাধুর্য্য-সেবায়,
মুকুন্দের প্রেষ্ঠ, গুরো, তোমার খেয়াতি।
জগতের জীবগণ বৈরস্য-নিরত
নিজেরে রসিকভাবে জড়রসে মাতি,
অথবা আপনি সাজে বিভু ভগবান্;
সে ভ্রম ঘুচাতে দেব তোমার প্রয়াস,
নরের সৌভাগ্য বড় তব আগমনে।
কুটিলের ক্লেশ হয় তব অভ্যুদয়ে,
সরলের প্রাণে খেলে আশার লহরী—
আজি সে মোদের দুঃখ বুঝি হয় দূর,
পিশাচী মায়ার বাঁধন বুঝি কেটে যায়।
কোটী-চন্দ্র-সুশীতল, ও' পদকমল,
উহার ছায়ায়, প্রভো, স্নিগ্ধ হইবারে,
বরণ করিনু মোরা—কি ভয় মায়ায়?
আজিকার দিনে, দেব, শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি
দিব গো চরণে, দেব, মানস মোদের,
অনুমতি ভিক্ষা তাই মাগি পদাম্বুজে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ।
কলিকাতা, ৪ঠা গোবিন্দ, ৪৩৭ শ্রীগৌর
প্রকটাব্দ।

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত
শ্রীচিদ্বিলাস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-
সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের
শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু----

পরমারাধ্য প্রভুপাদ,

আপনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন হইয়াও খণ্ডকালমধ্যে পৃথিবীতে অষ্ট পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়াছেন। আপনার দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ভক্তিজনপ্রচেষ্টা স্মরণ করিয়া শুভবাসরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে অযোগ্য নিতান্ত অধমের আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি আপনার শ্রীচরণ-কমলে প্রদান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি, আপনি প্রসন্ন হউন্।

উৎকল-সিন্ধুতটে আপনার প্রপঞ্চে শুভাবির্ভাব একদিন শ্রৌতপন্থী ভক্তবাদিগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া শুদ্ধ-ভক্তিজগতের এক নবীন প্রভাতের মঙ্গল উদ্বোধন করিয়াছিল। অদ্য আপনি সেই বৈষ্ণবজগতে মধ্যাহ্নগগনের প্রোজ্জ্বল ভাস্করস্বরূপে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যমান। আপনার শুভাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর আপনার তপ্তকাঞ্চন-গৌর ললাটপটে অভিনবশ্রী পরাবিদ্যার ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র এবং সহজ-ব্রাহ্মণের যাবতীয় সংস্কারে সংস্কৃত করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবাচার্য্যের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ ও আশৈশব অবস্থানহেতু বৈষ্ণব-পারিপাট্যের প্রতি আপনার আন্তরিক সমাদর এবং যৌবনে মূর্ত্তিমান্ বৈরাগ্যস্বরূপ ভক্তরাজ বাবাজী মহারাজের সঙ্গ করিয়া হরিবিমুখ গৃহব্রতধর্ম্মের প্রতি আপনার অনাদর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। উক্ত সহজ পরমহংসত্বের সকল মহাগুণ একাধারে আপনাতে বর্ত্তমান থাকিয়া ভগবদ্ভক্তি, ভগবদ্জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিতেছে। গুরুবর্গের পারমহংস্যবেষের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন জন্য স্বয়ং

সকল পরমহংস হইয়াও বৈষ্ণবরাজ-সার্বভৌম
বস্ত্র পরিধান এবং পরমহংস শ্রীগৌরসুন্দরের এতদ্রূপ
সন্ন্যাসের প্রতি সমাজে সর্ব্বত্র বহু সংশয়াদির উদয়িত-
জানিয়া নিজস্ব সমাজে প্রকট করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অনুকরণ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরকথিত "তৃণাদপি
সুনীচ" শ্লোকের যাথার্থ্য ও সার্থকতা সাধন করিয়াছেন।

—পণ্ডিত ভিন্নকালই স্রৌত বা আম্নায়ধারার, সমাজের বা সম্প্রদায়ের স্রোত পরিচালক ও মহান্ পরিচালক হইলেও অনেক গতানুগতিকতা-বিরোধী অজ্ঞজনসমাজের সমালোচনা কোন দিনই আদর করেন নাই। নিজবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীগৌরনাম কৃষ্ণিতে ভজন পরিত্রমণপূর্ব্বক শ্রীগৌরধামে সন্ন্যাসলীলা এবং আত্মবিগ্রহ আপনার তাহার সন্ন্যাস-লীলাক্ষেত্রে ভজনবিগ্রহ ও প্রকটমূর্ত্তিতে সন্ন্যাসগ্রহণ—উভয়ত্র এই লীলাবৈচিত্র্য আমাদিগের চিত্তকে বিমোহিত করিয়া আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গদোষে অজ্ঞ জ্ঞানপ্রিয় মূর্খতা ও চরিত্রহীনতার আশ্রয়স্বরূপ পরমার্থবিরোধী কলি দিগ্বিজয়ভূত সমাজে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া স্বীয় কণ্ঠচর্ব্বণ সহ যে প্রভূত তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল, প্রকৃত আচার্য্য এবং শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠাই তাহার একমাত্র কারণ। জগতের সৌভাগ্যক্রমে প্রথম শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এবং তৎপর আপনি শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর নির্ম্মল স্রোত সেই মরুসমাজে প্রবাহিত করিয়া অহৈতুকী করুণা করিয়াছেন। এই মহাযজ্ঞ কার্য্যে কেবল শ্রীগুরুসেবা আপনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং হরি-কীর্ত্তনই আপনার একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। সরস্বতী-সম্প্রদায়ে মূর্ত্তবিগ্রহ আপনি, তাই হরিকীর্ত্তন আপনার ভূষণস্বরূপ। এই হরিকীর্ত্তন যজ্ঞে আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট ভাবটী কোথা সম্পাদন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর আপনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্ব্ব প্রকাশকালের ভজন ঘনসঙ্গদ্বয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া ভক্তিমার্গের বিশেষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের এবং মহাপ্রভুর শ্রীমুখদৃষ্ট ও শ্রীমুখ প্রভৃতি পাঠের সাহায্যে সুলিখিত ও নিবন্ধনি-লিখিত গ্রন্থাদি আলোচনা ও তাঁহাদের প্রদর্শিত সম্প্রদায়-সংরক্ষায় যাবতীয় তথ্য পাইয়া প্রচারণ পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে ভক্তিগ্রন্থের যথারীতি সংরক্ষণ ও পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া স্বয়ং শ্রীভক্তিরসামৃত, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীভাগবত, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, শ্রীভক্তিরসের নূতন-বিধুর শ্রীগীতাই ক্রমান্বয় নির্দ্দেশ এবং ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের পর শুদ্ধ ভক্তিমূলা মাসিক পত্রী শ্রীসজ্জনতোষণী সম্পাদন ও গৌড়ীয় সাম্প্রদায়িক পত্রের প্রবর্ত্তন এবং সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বৈষ্ণব-স্মৃতি-সম্পাদন প্রভৃতি অসংখ্য উপায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের অনভিজ্ঞতা কালিমা অপনোদনের এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের অদ্ভুতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধিসাধনের অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, "প্রাকৃত ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা অভ্রান্ত অবৈষ্ণব-সমাজে স্রৌত ভাগবত ও স্রৌত পরমহংসমার্গের পুনঃ প্রচলন করিয়া নিগম ও আগমের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। আপনি অন্বয় শাস্ত্রানুমোদিত বৃত্ত বা লক্ষণ বিনির্দ্দেশে বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন ও বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্য-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি ঐকান্তিক বিকুণ্ঠবাদ ও ব্যভিচারী পঞ্চোপাসনার পার্থক্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমার্থি-সমাজে সাত্বতশাস্ত্রীয় বৈষ্ণব প্রাদ্ধ প্রবর্ত্তন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাপ্রথার সংরক্ষার কর্ত্তব্যতা, ভাগবতমালীর কেবল নাম-প্রভুর গুরুনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-বিচারের ঔচিত্য, বিষ্ণুসম্বন্ধসূচক বার, তিথি, নক্ষত্র ও মাসাদির প্রচলন, চাতুর্ম্মাস্যাদি বৈষ্ণব ব্রতাদি-পালনের আবশ্যকতা, অনর্থযুক্ত অনধিকারীর পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন ও শ্রবণের বিশেষভাবে নিষিদ্ধতা এবং দীক্ষিত ব্যক্তির ধূত, পান, স্ত্রী, দ্যূত ও জাতরূপ এই কলিযুগ পঞ্চকের বর্জ্জনের প্রভৃতি বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়া আধ্যক্ষিক সমাজে সর্ব্বত্র বৈষ্ণব আচার প্রচার করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, সমগ্র ভক্তিস্থানীয় শ্রীল-ঈশ্বরের মহতী ইচ্ছার অনুবর্ত্তীতে এক একটী ঈশিত সেবা স্থাপন করিয়া মূলতীর্থোদ্দেশ্যে পুনঃ প্রধাবিত করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, আপনি হরিজনের কর্ণে হরিনামের বীজ বপন করিয়া ভজনস্থানাদি নানাস্থানে হরিবসতি সংস্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমায়াপুরধামে কাঞ্চন-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মঠ, কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ঢাকায় শ্রীসারস্বতগৌড়ীয় মঠ, পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, ভুবনেশ্বরে শ্রীভিরণ্ডি মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন মঠ বা ভক্তবিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই সকল পারমার্থিক অনুষ্ঠানে আপনি একাধারে পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্ধরদাসের কেবলাদ্বৈতবাদ-নিরসন, শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভরীয়াসাধন এবং গৌরপ্রিয়তম শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবর্গের অপূর্ব্ব কৃষ্ণতত্ত্বম চেষ্টার অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যৎকালে ভাগ্যবান মানবকুলের অলৌকিক উপকার সাধন ত করিয়াছেনই, অধিকন্তু বর্ত্তমান যুগেও জীবের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং গমন এবং স্বগণকে প্রেরণ করিয়া পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে সকল জীবের প্রতি নিরহৈতুক করুণা-বারি কৃষ্ণপ্রেমধারায় বর্ষণ করিতেছেন। আপনি স্বয়ং ঠাকুর শ্রীহরিদাসের অনুকরণে লক্ষ কোটী মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া দীক্ষা-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধালু জীবগণকেও সেই নাম-মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ ভগবৎস্বরূপ-তত্ত্বরূপ-বৈভবজ্ঞ, জ্ঞানিগণের মধ্যে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষবিদ্বিৎ, পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে আপনি সমগ্রসঙ্গ-বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা কোবিদ, বস্তুবিদ্‌গণের মধ্যে আপনি নিঃসন্দেহে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা। বিগত কয়েক শত বর্ষের মধ্যে কেবল আপনি ব্যতীত অন্য কোন আচার্য্যের পদাশ্রিত হইয়া এত অধিকসংখ্যক নিকপট চরিত্রবান ত্যক্তগৃহ নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না।

সমবয়স্কাদি অযোগ্যবর্ষিন্ পতিতপাবন প্রভো, আপনার অপ্রাকৃত অনন্ত গুণাবলী সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি, এমন শক্তি ও ভাষা আমাদের নাই। তথাপি অধমতারণ নিত্যানন্দ আপনার কৃপা [illegible] অযোগ্য নিষ্কিঞ্চন এই শুদ্ধ-ভক্তবৃন্দের [illegible] গ্রাম্য ভাষাদের এই সামান্য ভক্তি-পুষ্প নিবেদন করিতেছেন, কৃপাপূর্ব্বক যোগ্যতা বিচার না করিয়া তাহাদের এই সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করুন, আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের অনুকম্পনীয় সৌরভটী যেন তাহাদের কায়মনোবাক্যে চিরদিন উদ্ভাসিত থাকে। জয় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়। হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।

চিরানুগতবিনামী দীন সেবক—

শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকবৃন্দ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা, ১২ই ফাল্গুন, সন ১৩৩০ সাল।

শ্রীবিষ্ণুপাদ
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের
পঞ্চাশত্তমপ্রকটোৎসব উপলক্ষে
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি।

আচার, প্রচার, প্রভো! করি' দুই কার্য্য
জগতের আর্য্য তুমি সর্ব্বগুরুদেব।
সেবার বিগ্রহ যেন বৈরাগ্যের মূর্ত্তি
বিতরিতে সর্ব্বজীবে কৃষ্ণ-সেবা-ধন।
জাতি, রূপ, বিদ্যা, ধন—দেহ অভিমান;
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ—সকৈতব ধর্ম্ম;
নানাদুষ্টমতবাদ জগতে বিদিত
নাহিক তোমার স্থানে, বৈকুণ্ঠের দূত!
প্রচারিছ আত্মধর্ম্ম—শুদ্ধ সুনির্ম্মল
অধোক্ষজ কৃষ্ণভক্তি—অকৈতব প্রেম।
ভক্তিবীজ সর্ব্বহৃদে করিয়া রোপণ
হরিকথা নিস্যন্দিনী করিছ সেচন।

তব শ্রীচরণযুগে লভিলে আশ্রয়
নানামতবাদপূর্ণ সিন্ধু পারের
হেলায় তরেন তাঁর হয় মধুময়।
ভক্তির সিদ্ধান্তরূপে তুমি অবতীর্ণ!
ফুকারিছ সদা, দেব! সিংহের হুঙ্কারে
"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।"
কনক, কামিনী, যশ,—ছাড় অভিমান
দূর করি' স্থাপিয়াছ বিশুদ্ধ বিরাগ।
শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ তুমি গৌরনিজজন,
প্রকাশিছ শুদ্ধ কৃষ্ণ-শ্রীগৌরভজন
নিরাসিয়া অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম যত
—কেবল ইন্দ্রিয়প্রীতি কৃষ্ণে ভোগকাম।
আর্য্য, তব শ্রীচরণে এ অধম কবে
অকপটে পুষ্পাঞ্জলি করিবে প্রদান।
অনুগ হইয়া তব সেবকসকাশে
মাগিয়া লইবে সেবা—তব প্রীতিকাম।

শ্রীচরণানুসেবাভিখারী দীনাতিদীন
জনৈক ব্রহ্মচারী।

ভক্তিপ্রসূন।

মদীয় গুরু পরমহংসশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ণতাপ্রাপ্তি-উপলক্ষে আনন্দোৎসবের অভিনন্দন।

"আজি আমি কেন শুধু বঞ্চিত হ'ব ও চরণে!"

আমার স্বামীর অসংখ্য ভক্তবৃন্দ আজিকার আনন্দ উৎসবে মত্ত, মহামিলনে আত্মহারা। শ্রীশ্রীগুরুদেবাজের শ্রীচরণ পূজা করিবেন বলিয়া তাঁহারা নানা উপচারে তাঁহাদের প্রাণের অর্ঘ্য সাজাইয়া আনিয়াছেন; আর আমি আনিয়াছি কি জানেন—সকলের পিছনে আমার ব্যর্থ জীবনের রিক্ত হৃদয়টী বহিয়া! আজ সকল ভক্ত কেমন আনন্দিত, কেমন নিষ্কপটে তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুসেবায় ব্যস্ত, আর ইহাদের মাঝে নিরাশের গান গাহিবার জন্য ওগো কেবল আমিই কি আজ আসিয়াছি! ওগো শ্রীগুরুসেবা তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা নিজেরা কখন গুরুগিরি করেন না,—আর আমার বলিতে কিছুই থাকেন নাই, সব দিয়া "তোমার হ'লাম ব'লে" নিষ্কপটে শ্রীগুরুচরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। ধন্য তাঁহারা—তাঁহারাই পাইয়াছেন যথার্থ শ্রীগুরুসেবাধিকার। আমার তবে বৃথা অভিমান কেন?

আজ আমার হৃদয়স্বামীর পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্ণতা প্রাপ্তিউপলক্ষে এই মহোৎসব করিতেছেন। একটী দুইটী করিয়া দীর্ঘ বীরে, শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত আত্মজন—মহাপুরুষের অর্দ্ধশত বর্ষ আজি পূর্ণ। শ্রীগৌড়ীয়মিশনের অতি-বিশ্রুত বিপ্রলম্ভ প্রেমময় তনু, শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রদত্ত সুনির্ম্মল প্রেমভক্তি ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও প্রচারোদ্দেশে সর্ব্বপ্রধান পরিচালক ও আচার্য্য-কার্য্যে এই অর্দ্ধশত বর্ষ তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। আজ তাঁহারই কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন ও শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে সমর্থ হইতেছেন। শ্রীমদ্ ষড়্ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ সভার বর্ত্তমানে একমাত্র তিনিই সভারাজরূপে অধিষ্ঠিত আছেন।

ভারতের নানা স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের বিশ্বহিতকর পরম রমণীয় প্রেমভক্তি ও শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিশ্রামার্থ শ্রীমঠসমূহের স্থাপনা, ইহা আমার স্বামীরই অক্ষয় কীর্ত্তি।

আমার স্বামিমহারাজের আহা কি সৌম্য দর্শন! আ মরি কি উদার করুণা-বিহ্বল শান্ত মুখচ্ছবি!! ঐ প্রশস্ত ললাট দীর্ঘনাসাস্থান, ঐ শ্রীতিলক শোভিত তিল ফুল জিনি নাসা,—এ মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে। তাঁহার স্বভাবে একদিকে কুসুমের কোমলতা, অন্যদিকে প্রাকৃত ভোগিসম্প্রদায়ের মহাতীতিপ্রদরূপে বজ্র অপেক্ষাও কঠিন।

সেই কতদিন হইল যায়, এক বসন্তের কোকিল-কূজিত শ্যামসন্ধ্যায়, শ্রীমঠবাস শ্রীপাদ চন্দ্রশেখর আচার্য্য-

ভবনে—শ্রীচৈতন্য মঠে আমার স্বামীর চরণ প্রথম দর্শন। সে চাহনি, সে ভাষা, সে মধুর আহ্বান এখনও কাণে বাজে যে! আজ, এমন দিনে আমি এ সব কি বলিতে কি বলিতেছি! হে বৈষ্ণববৃন্দ, আপনারা আমাকে যাহা বলিতে হয় বলুন; আমি আমার প্রভুর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, এ কি জানি কাহার প্রেরণা!

তাই বলিতেছিলাম আমার স্বামীর সে 'পরাণ-পাগল-করা' মেহের ডাকে হঠাৎ একদিন কাশিম বাজারে ছুটিয়া গিয়াছিলাম, মুহূর্তদিন বহুর যুদ্ধক্ষেত্রে শত সৈন্য কোলাহলেও সে ডাক কতদিন এ অধমকে আকুল করিয়াছে—স্থির হইয়া কাজ করিতে পারি নাই, তাই পলাইয়া আসিয়াছিলাম।

হে অযাচিতকৃপাবান বৈষ্ণববৃন্দ! আপনারা কোন্ চক্ষে, কেমন করিয়া কি দেখিয়াছেন জানি না—আপনারা কাহার সঙ্গে আমার প্রভুর তুলনা করিয়াছেন জানিনা, কিন্তু আমিত' শুধু জানি আমার হৃদয়স্বামীর কোন কিছুরই তুলনা হয় না। শাস্ত্রার্থে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। রূপে তাঁহার তুলনা নাই—রূপের সাগর তিনি। বিরাটত্বই তাঁহার অনন্ত মহিমা। আমি ক্ষুদ্র, আমি হীন—আমি যে গো তুচ্ছ, তবু আমি আমার প্রভুর অসীমতায় ভোরপুর—একেবারে আত্মহারা। তিনি যে করুণার সাগর। আমি বঞ্চিত হইব কেন?

দিবাভাগে এই কর্ম্মকুশল জগতের মহাকর্ম্ম-কোলাহলের মাঝখানে, নিঝুম নিশীথে, মৌন প্রকৃতির স্তব্ধতার অবাক্ হইয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছি, আমার প্রাণারাম প্রভু অন্তরে বাহিরে এক ভাবেই আছেন। তাঁহার তেমনি হাসি, সেই করুণা বিহ্বল ঢল ঢল আঁখির সেই ও' চাহনি,—সেই অনন্ত উদার উদ্বেগশূন্য মুখচ্ছবি! আ মরি!! মরি!!—আমি ভয় পাইয়া কাঁদি—ডাকি "স্বামিন!" "ও স্বামিন!" তিনি বলেন "এই যে আমি—আমি!"

হায়! আমি অবুঝের মত আজ কি বলিতে আসিয়া কি! বলিতেছি না জানি আপনাদের শ্রীচরণে কতই না অপরাধ করিতেছি! তবুও প্রাণ বুঝে না—এ যে আমার প্রভুরই কথা! আজিকার এ উৎসবে স্বামী মহারাজের কথা ছাড়া আর কি বলিব?

ওগো তিনিত' মহান্—তিনিত' বিরাট, তাঁহার কথা আমি কতটুকু বলিতে পারি! তবুও' তিনিই আমার ইহকাল পরকাল—তিনিই যে আমার সব! আমার শত অপূর্ণতার মাঝে—তিনিই যে চিরপরিপূর্ণ!

আজ আমার সেই স্বামী মহারাজের পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ণতায় এই মহোৎসব। কি আনন্দ! কি আনন্দ!! সকলে উচ্চ কণ্ঠে বলুন অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কি জয়' তাঁহার সেবকবৃন্দ তাঁহার নিজজন ভক্তবৈষ্ণববৃন্দ কি জয়!! —হে স্বামিন্! হে আমার জীবন সর্ব্বস্ব! আপনিত' আমার সবই জানেন। অন্তরের কোন্ কোণে কি লুকান আছে তাহাত' আপনার কিছুই অবিদিত নাই প্রভো। আমার শত অপবিত্রতায় কলুষিত চিত্তভূমি আজি ঐ রাতুল শ্রীপদস্পর্শে ধন্য হউক্ সার্থক হউক্ জীবন আমার। আমি অনন্তকোটী দণ্ডবৎপ্রতি জানাইয়া বলিতেছি—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

দীনহীন—শ্রীকৃষ্ণকৃপাকণা।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের

অভিনন্দন পত্র।

আচার্য্যদেব, আমরা কি দিয়া আজিকার এই পুণ্যাবাসরের অভিনন্দন করিব? আপনি আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তিলতাবীজ রোপণপূর্ব্বক তথায় নিরন্তর পুতনিস্ত ক্ষিনী হরিকথা সেচন দ্বারাঃ যে ভক্তিকুসুম প্রস্ফুটিত করাইবার প্রযত্ন করিতেছেন তাহা লইয়াই আজ আমরা পার্থিব গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পৃথিবীপূজার ন্যায় অথবা

অন্তরাত্মার ন্যায় তখনই শ্রীচরণমূলে তাহাকে দিতে উদ্যত হইলেন।

স্বামিন্, আপনার কৃত ও নিরন্তর ঘোষিত মহাস্তোত্রাদি আমাদের ন্যায় সেবাবিমুখ দুষ্ট জীবের আশ্রয় ও আদর্শ। আপনার আশ্রয়েই আমাদের ন্যায় মূকও বাচালতা লাভ করে, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিও পরমার বিদ্যমান নানামতবাদরূপ নক্র-মকরাদিবিভীষিকাসঙ্কুল সিন্ধুসলিল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

হে প্রভো, আপনি সর্বেশ্বর ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্তের এবং লোককল্যাণের বাহিনীস্বরূপ। আপনি সংসার-দাবানলসন্তপ্ত-লোকসমূহের জন্য করুণাবারিবাহরূপে কৃপাপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়া অনাদিবহির্মুখ জীব-কুলের উপর [illegible] বর্ষণ করিতেছেন তদ্দ্বারা আপনার অনুচর ও প্রপন্ন ভক্তবৃন্দ এবং এজন্মে পুত পুত সুকৃতিসমূহ ইতিপূর্বেই অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিবেন। বলাবাহুল্য সকলে সমভাবে প্রবাহিত হইলেও তাহা যেমন একমাত্র সারবান্ বৃক্ষসমূহই সারচন্দনে পরিণত হয়, তদ্রূপ, তদীয় কৃপাবায়ু সুকৃতি-জীবগণকেই মধুময় করিতেছে। শ্রুতি তাহাই সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—

"বনস্পতাবপি বন্ধভির্গো র্ন দৃশ্যতে
দৃশ্যতেঽপি বনেঃ সর্বে র্ন বিদ্যুতঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

হে দেব, বর্ত্তমান যুগে আপনার আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ কালদোষের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবমাত্রেরই একমাত্র নিত্য সনাতন আদর্শ—শুদ্ধভক্তি এই ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। কলিকলুষনাশনকল্পে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরপ্রচারিত প্রেমপ্রতিপাদ্য সনাতনধর্ম্ম তদীয় চরণানুচর শ্রীল রূপসনাতনভট্টরঘুনাথাদি আচার্যাবৃন্দ এবং তৎপরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্যাগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইলেও কালের কুটিলগতিতে জড় লোক-সমূহ তাহার বিশুদ্ধতাংশেই যেন সনাতন ভক্তিধর্ম বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক বঞ্চিত হইতেছিলেন এবং যখন তথাকথিত সহজরূপং বিকৃতধর্ম্মের দুর্গন্ধে নাসিকা কুঞ্চন করিয়া তদানীন্তন ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তখন আপনি এতদ্দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রাচ্য শিক্ষায় উদ্ভাসিত হইয়া এবং বৈয়াখ্যাতুক প্রেমসাধনার আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব-কৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের প্রস্ফুটিত প্রেমপ্রসূন পুনরায় জগজ্জনের হার্দ্দ নাসিকাগ্রে ধারণ করিয়াছেন।

আচার্য্যপ্রবর, জড়বাদ, নাস্তিকবাদ, তথা ঈশ্বরসাযুজ্যমুক্তিযুক্ত নির্বীশ্বর কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ ও জ্ঞানবিরোধী নিরাকার-ব্রহ্মবাদ, এবং নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদ, শুষ্কভক্তির নামে প্রচ্ছন্নমায়াবাদ, কৃষ্ণভজনের ছলে ইন্দ্রিয়তর্পণ, প্রচারকের সহায় কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশাগর্ত্তের চেষ্টা, ভাবুক ও রসিকের মুখোসের নানাবিধ কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা লোক-প্রতারণা, তৃণাদপি সুনীচতার নামে কপট দৈন্য, নির্জ্জনভজনের নামে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা, পরমহংস ধর্ম্মানুষ্ঠানের ছলে গৃহ-ব্রতধর্ম্মবর্জ্জন, বহুজনসঙ্গ মায়ামুগ্ধ ক্ষুদ্র জীব হইয়াও আচার্য্যবান্ বহুজনহিতৈষী আচার্য্য বা গোস্বামীর পদবী বৃথা ধারণের জন্য বিপ্রলিপ্সার আশ্রয়গ্রহণ প্রভৃতি সকৈতব ধর্ম্মের তাণ্ডব হুঙ্কার ও বিকট চীৎকারে যখন ধরাধাম কম্পিত হইয়াছিল এবং যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী পরমহংস যাযাবর মহারাজ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণ ঐসকল কৈতবপূর্ণ অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং প্রোজ্ঝিতকৈতব সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি এবং তৎসঙ্গে নিঃসহায় কোমলশ্রদ্ধ সত্যানুসন্ধিৎসু বালিশ জনের দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিয়া কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণযুগলে নিয়ত অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের শুভেচ্ছায় ঐ সকল গৌরগতপ্রাণ পরদুঃখদুঃখী নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের অশ্রুমোচনের জন্য এবং সংবিদ্ধাত্রতল শব্দের দ্বারা শুদ্ধভক্তিগণের কুণ্ঠিতাস্ত্রপূর্ণ মনোধর্ম্মসমূহ নিরাকরণ আপনি এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেন।

স্বামিন্, আপনার আবির্ভাবে জগতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য পুনরায় প্রকাশিত হইল। বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধী স্মার্ত্তদলেহী, পাষণ্ডোপাসকী, কপটাচারী বৈষ্ণব-ব্রুবগণ, গুরুক্রবগণ, ব্রাহ্মণক্রবগণ, আচার্য্যক্রবগণ, ধার্ম্মিক-ক্রবগণ ছত্রভঙ্গের ন্যায় বিভ্রাটে পড়িয়া দূরে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনি নিজেকে রাজরাজেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আজ্ঞাবাহক চিন্ময়ধামবাসী দূত জানিয়া ও প্রভুর গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিয়া বহির্ম্মুখ লোকের চীৎকারে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করিয়া অপ্রতিহত-গতিতে নিজ কার্য্যে চলিয়া যাইতেছেন। কারণ—

"কুত্তা চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নহি, যৈসে নিন্দে সংসার॥"

আর্য্য। বহির্ম্মুখ গতানুগতিকজনানুবন্ধ, বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধী সমাজানুবন্ধ, এমন কি বিদ্যানুবন্ধ মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ দেখিতে পান নাই। আপনি শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কার্য্যে আচার্য্য শ্রীল ঈশানাদের ন্যায় সিদ্ধান্তনিপুণতা, ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় দৃঢ়তা, বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দের ন্যায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে ও গৌরজননিষ্ঠা, শ্রীল স্বরূপ দামোদরের ন্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রীতি, শ্রীল রূপসনাতনের ন্যায় দৈন্য, শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের ন্যায় জীবদুঃখ-কাতরতার আদর্শ একাধারে প্রদর্শনপূর্ব্বক সহজয় পিতার সদৃশ আমাদের ন্যায় বালকগণকে নেত্র হস্তে ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠ রাজ্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য নিয়ত প্রয়োচনা করিতেছেন।

প্রভো। আপনার অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণাবলীর ক্ষুদ্র জীব আমরা কিরূপে ইয়ত্তা করিব? বহির্ম্মুখ মূর্খ জগৎ আমাদের এই সকল চেষ্টা দেখিয়া ব্যঙ্গহাস্য করিবে, কত কি বলিবে, কিন্তু স্বামিন্, বিষ্ণু, বণিষ্ঠ পরাশর ও জৈমিন্যাদি প্রখিতনামা লোকপূজ্য মহাজনগণ পর্য্যন্ত যখন হরিজনের অধোক্ষজ চরিত্র বুঝিতে সমর্থ হন নাই, তখন বহির্ম্মুখ অক্ষজবাদী জড়লোকগণ যে ঐরূপ আচরণ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

"বিষ্ণু-মহাত্ম্য সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা,ধন, কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"
"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।"
"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে ও না বুঝয়॥"

আর্য্যা। আপনি যে সমাজের জন্য চিন্তাকাঙ্ক্ষী, তাহা বহির্ম্মুখ সামাজিকগণ বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আপনাকে বুঝিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, একমাত্র যথার্থ আচার্য্যই আচার্য্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এমন একদিন আসিবে, যে দিন সমগ্র গৌড়দেশ, ভারতবর্ষ, সমগ্র জগৎ আপনার ন্যায় ভগবৎপ্রেরিত অপ্রাকৃত স্পর্শমণি জনগণ করিয়া করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল বলিয়া শিরে করাঘাতপূর্ব্বক রোদন করিবে।

আচার্য্যদেব! গুরুবর্গরূপ উর্দ্ধস্রোতা পরমহংস পুরুষ ও অদ্বৈতজ বেদাধর্ম্মের সাক্ষাৎ বিগ্রহস্বরূপ! আপনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ হরিসেবার কেন্দ্র-সমূহ সংস্থাপন পূর্ব্বক নরমাত্রকেই স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অধিকার দিতেছেন, আপনার অনুচরগণ আদর্শ শিক্ষকগণদ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুবর্ত্মের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, স্বয়ং বর্ণাশ্রমাতীত পুরুষ হইলেও বেদ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন মানসে অমল পরমহংস ধর্ম্মের মর্য্যাদাও মহত্ত্ব-সংরক্ষণ ও গ্লানি দূরীকরণার্থে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাহ্যিক বেশ ও আচরণ স্বীকার করিয়া জীবকুলকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের হরিতোষণতাৎপর্য্য শিক্ষা দিতেছেন। সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষাগুরু আচার্য্য-রাজের এই শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, বহির্ম্মুখ ব্যক্তি বিপরীত বুদ্ধিতা বৈষ্ণব অপরাধ করাকেবলে নিপতিত হইবে।

দেব! আপনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের প্রকটস্থলী এবং লুপ্ততীর্থসমূহ পুনরুদ্ধার ও তাঁহাদের সেবার কার্য্য সম্পাদন করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডলের লুপ্ত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা এবং বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে গুরু ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব উপলক্ষে তাঁহাদের মহিমাদ্যোতক উৎসবাদিরূপ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া কত কত জীবকে স্বরূপোদ্বোধের

আশ্রয় করিবার সুযোগ প্রদান এবং সহ বহু জীবের নিত্যকল্যাণোদ্দেশ্যে ভক্তিমূলী সুকৃতি সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন।

পরিব্রাজক-প্রবর! আপনি স্বয়ং তীর্থস্বরূপ হইয়াও ভারতবর্ষের বহুতীর্থ তীর্থনামে পর্য্যটন করিয়া স্বীয় অন্তর্হিত তীর্থপাদ শ্রীগোবিন্দদেবের পবিত্রতাবলে কলিকলুষের পাপমলিন তীর্থসকলকে পুনরায় মহাতীর্থরূপে পরিণত করিয়াছেন এবং অতীর্থস্থানসমূহকে তীর্থীভূত করিয়া সেই সেই স্থান হরিভক্তি-মন্দাকিনীধারায় প্লাবিত করিতেছেন। যাহারা কেবল জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমানকে আরূঢ় হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারা ঐ মন্দাকিনীর সান্নিধ্যলাভে অধিকারী হইতে পারিতেছেন না।

হে আর্য্য! কেবল তাহাতেও আপনি ক্ষান্ত হন নাই; আপনি জগজ্জীবের স্থায়ী কল্যাণের জন্য এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক আপনার তীর্থযাত্রার অমূল্য অভিজ্ঞান গৌড়ীয় সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশাধিকারকেও গৌড়-মণ্ডলের অধিবাসিগণের আধিক ভোগবৃত্তি ব্যতীত বৈকুণ্ঠের সাহিত্যগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কলিকলুষপাবন-স্বভজন-বিভজনপ্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবচ্চরণানুচর শ্রীল রূপসনাতনজীব প্রভৃতি আচার্যবৃন্দ যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সংস্কার সম্পাদন করিয়াছিলেন আপনি পুনরায় সেই সভার সুযোগ্য পুরুষগণের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জাতিকুলনির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসী জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব এবং প্রত্যেককেই সদ্গুরুর নিকট প্রপন্ন হইলে পুনঃ শুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন—এই প্রত্যক্ষ বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন এবং শ্রীল রূপসনাতন ও শ্রীজীবপাদের ন্যায় দৃঢ়শাস্ত্রযুক্তিতে যাবতীয় কুসিদ্ধান্ত নিরসনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অধোক্ষজ-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছেন। আপনি আপনার পরিব্রাজক সেবকবৃন্দের দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিপ্রচার, সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদির সাহায্যে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা, গৌরজনের মহত্ত্ব, হরিভক্তির সনাতনত্ব, বিষ্ণু-আরাধনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রচারপূর্ব্বক সনাতনধর্ম্ম ও তদন্তর্গত শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিত্য বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত করিতেছেন। আপনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মীমাংসা-গ্রন্থসমূহ যথা—শ্রীল জীবপাদের ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর সৎ-ক্রিয়াসারদীপিকা, শ্রীলরূপপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রমেয়রত্নাবলী, শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের সঙ্গীতমাধব ও নবদ্বীপশতক, আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি বহু বহু গ্রন্থের সংসিদ্ধান্ত ও গবেষণাপূর্ণ মনোরম ভাষাসকল গৌড়ীয় ভাষায় নির্ম্মাণ করিয়া এবং বহু বহু অপ্রকাশিত ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থরাজি প্রকাশপূর্ব্বক যথাযথ-শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছেন এবং জীবকুলের নিঃশ্রেয়স-লাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। আপনি মনোহর কীর্ত্তনাবলী রচনা করিয়া আমাদিগকে তদ্ভাবে অনেক সারবান্ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। আপনার রচিত—"মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?"—এই কীর্ত্তনটীতে শুদ্ধবৈষ্ণবের লক্ষণ, ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য, জড় ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, অক্ষজ জ্ঞান ও অধোক্ষজ ভক্তি, সকৈতব নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও অকৈতব নিত্য হরিসেবার পার্থক্য এবং নির্জ্জনভজনের অধিকার নির্ণয় প্রভৃতি শুদ্ধপরমার্থনিকরে প্রবেশার্থিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ অল্পাক্ষরে অতি মধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আবার আপনি বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুভাষ্যস্বরূপ সকল কুসিদ্ধান্ত-নিরাসপর গৌড়ীয়ভাষ্য নির্ম্মাণ এবং চারিটি সাম্প্রত সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ভাষ্য সংযুক্ত করিয়া, গৌড়ীয় ভাষায় তাহাদের মর্ম্মোদ্ঘাটন ও তৎসঙ্গে সাম্প্রতগণের মীমাংসা সংবলিত করিয়া "বেদান্তপ্রদীপ" নামে বেদান্ত-ভাষ্য ও "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা" নামক সার্ব্বভৌমিককোষগ্রন্থ সঙ্কলন করিতে ব্রতী হইয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ অভাবদ্বয় মোচন করিতেছেন এবং সর্ব্বতোভাবে আচার্য্য পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের শুভেচ্ছায় জগতে আপনার সুদীর্ঘ অবস্থান হইলে বিশ্ববাসী সুকৃতিবান্ জীব আরও কতভাবে লাভবান্ হইতে পারিবেন।

আচার্য্যাভিমান! আপনি আচার্য্য শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর বাক্যের যাথার্থ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া মুখের আচার ও প্রচার দ্বারা "তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য"—এই পদ লাভ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও বিষ্ণুসীকার-প্রভাবপ্রতিপাদক সাত্বতসংহিতা শ্রীভাগবত, পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রের স্পষ্ট আদেশ—যাহা আচার্য্যব্রুবগণ বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী স্মার্ত্তশাসনের করাল কবলে নিগৃহীত হইবার ভয়ে প্রতিপালন করিতে সাহসী না হইয়া কেবল বৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছিলেন, আপনি সেই সকল সাত্বতশাস্ত্রানুশাসন সিংহহুঙ্কারে জগতে প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব সংস্থাপন করিতেছেন। শ্রীবৈষ্ণবে কর্ম্মমার্গীয় নশ্বর ব্রাহ্মণতা কেন, ব্রহ্মগুণের পর্য্যন্ত অসদ্ভাব নাই জানিয়া একমাত্র আপনিই এই সুগে প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি, নামাপরাধে শিলা-বুদ্ধি, মহাপ্রসাদে অন্নবুদ্ধি, গৌর বস্তুতে পুতুলবুদ্ধি এবং কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি যে নরকপাতের হেতু একমাত্র আপনিই তাহা অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছেন। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তাচারী বৈষ্ণবব্রুবগণ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে ও বৈষ্ণবাপরাধের ফলে ঐ সকল সুপ্রস্তুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না।

আর্য্য। অবৈষ্ণব স্মার্ত্তাচারের প্রাবল্যে বৈষ্ণব-বেষধারিগণের মধ্যেও প্রেতশ্রাদ্ধ প্রদর্শন, শ্রীমহাপ্রসাদে ও শ্রীনারায়ণে স্পর্শদোষ-জ্ঞান, বিষ্ণুর সহিত দেবতান্তরের সমজ্ঞান, লৌকিক ও লৌকিক অন্যোপাস্যনিষ্ঠা, মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, ভাগবতব্যবসায়, কীর্ত্তনব্যবসায়, প্রচ্ছন্ন অহং-গ্রহোপাসনা প্রভৃতি অপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে, পরমার্থ-মার্গেও যুক্তিতর্কশিক্ষক কপটগুরু, কপটভক্ত, বেষোপজীবী ছড়াপাণ্ডিত্যাভিমানী, কুতার্কিক, অক্ষজমুক্তিবাদী, জাত্যভি-মানী, কপটী, স্ত্রৈণী, পাতপূজা ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, ভক্তবৈষ্ণব ভক্তবর্ণাশ্রমাভিমানী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তাচারী, ভক্তাভিমানী, আচার্য্যাভিমানী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী, অহংগ্রহোপাসক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ—পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, যমলার্জ্জুন, বকাসুর, প্রলম্বাসুর, ধান্যকবিপ্র, কেশীদৈত্য ও ইন্দ্রাদি কংসসেবিতগণের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া অতির ব্রজধাম শ্রীগৌড়মণ্ডলে উৎপাত আরম্ভ করিলে, সাধুজনপরিত্রাতা শ্রীগৌরসুন্দরের ঐ সকল পাষণ্ডগণকে সংহিতাস্বরূপ শস্ত্রের দ্বারা বিনাশ করিবার জন্য তদীয় নিজজন—আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সকল পাষণ্ডগণ নাস্তিক্যবাদে আপনার আচার্য্যলীলারই পুষ্টিসাধন করিতেছে।

গোস্বামিন্! হরিজনবিদ্বেষীর প্রতি আপনি বজ্রাদপি কঠোর এবং হরিসেবকের প্রতি আপনার হৃদয় নবনীত কুসুম হইতেও কোমল। কেশরীকে যেমন গজশার্দ্দূলাদি প্রাণিগণ উপদ্রবিক্রম এবং তদীয় শাবকগণ অনুগ্রহ, বৎসল, কৃপাময় ও স্নেহময় বলিয়া অনুভব করে, তদ্রূপ জন্মৈশ্বর্য্যাদিমদমত্ত বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষিজনও আপনাকে প্রচণ্ডপরাক্রম মূর্ত্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ মনে করে, আবার হরি ও হরিজননিষ্ঠ শরণাগত ভক্তগণ আপনাকে অতিশয় কৃপালু, বদান্য, শান্ত ও বৎসল বলিয়া উপলব্ধি করেন।

অযোগর্দ্দিন্ পতিতপাবন, প্রভো! আপনি যখন আমাদের ন্যায় নিতান্ত বহির্ম্মুখ, অন্ধ, বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে নিমজ্জমান অজ্ঞের ভক্তিরসামৃতপানে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণকেও কেশে ধারণপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া বৈরাগ্যাদ্ভুতভক্তিরসপানে সর্ব্বদা প্রবোচিত করিতেছেন, তখন আপনি যে পরদুঃখে কতদূর দুঃখী তাহা আপনিই জানেন।

আচার্য্যপ্রবর! আপনি অসীম কল্যাণগুণার্ণব। আমরা ঐ সাগর কর্ত্তৃক বেলাভূমিতে কৃপাপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত উপলরাশির কতিপয় মাত্র সংগ্রহ করিতে প্রয়ত্ন করিলাম। আপনার যে সকল অন্তরঙ্গ ভক্ত আপনার অন্তরে অবগাহন করিয়া আপনার গুণরাশিতে নিষ্ণাত হইয়াছেন এবং বহুমূল্য মণিপ্রবালাদি সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারাই সুষ্ঠুভাবে আপনার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ! উপসংহারে আমাদের এই প্রার্থনা, যেন আমরা কোটী কোটী জন্মেও তদীয় সেবকানুসেবকের পদলাভ করিয়া আপনার প্রীতি-কামনায়

তত্ত্বতঃ প্রণতি জানাইতেছি। আমার শ্রীগুরুদেব আমার জাতীয় বিকুবিগ্রহ-লীলার প্রবর্ত্তয়িতা। তিনি আমার নিত্যতম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মদ্রূপ অধিষ্ঠানকে উদ্ধারন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্ব্বপ্রথমে অধিষ্ঠিত। তিনি প্রাণি মাত্র নমস্যরূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি নরোত্তমরূপে বৈষ্ণবগণের পরম সেবনীয় বস্তুর সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্য-পরাকাষ্ঠা-তত্ত্ব। পরিভ্রমান জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবা-বিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত। সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেক ভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলম্বিত বাক্য শ্রবণে ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রভবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি। জগৎকে কিছু শিক্ষা দিবার হইতা আমার নাই, কেন না, বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব নিত্যবৈশিষ্ট্য বা নিত্য [illegible] অচিন্ত্য ভাবে অভিন্ন। আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, অন্বয়জ্ঞানে ব্রজেন্দ্রনন্দনে সমস্ত উপাস্য, সকল শ্রেণীর উপাসকবৃন্দ ও সকলপ্রকার উপাসনা নিত্য সংশ্লিষ্ট—নিত্য সংশ্লিষ্ট হইলেও নিত্য প্রাকট্যময় বিচিত্র বিলাসযুক্ত। সেই বিচিত্র বিলাসযুক্ত নিত্যলীলা আমি ও মৎসদৃশ হরিগুরুবৈষ্ণববিমুখ জীব বিস্মৃত হওয়ায় নিত্য সত্তা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, আমার আমি কি প্রকারে ভ্রষ্ট, তাহাও সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিত্যবোধে আমি কৃষ্ণদাস। আমি নিত্যধাম বিস্মৃত হইয়া নিজের স্বরূপানুভূতিলাভে বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত। তাদৃশ পতনে আমার তটস্থশক্ত্যপস্থিতি সুপ্ত হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-বৈমুখ্যকেই আমার পরম নিবৃত্তি বলিয়া যে উপলব্ধি করি, তাহা নিত্যচিন্ময়বিলাসবিচিত্রতার বিরোধী হওয়ায় আমি মায়াবাদকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া ভ্রান্ত হই। তাদৃশ দর্শন আমাকে বিপথগামী করিয়া শ্রীগুরু- দেবের নিত্যদাস্য হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত করিতেছে। সেই জন্য আমার অন্তিত্বে ভেদাভেদপ্রকাশ বুঝিতে পারিতেছি না। "ন মুমুর্ষা" ক্রমিসম্প্রদায়ে আমার কীর্ত্তনের বিষয় হইতেছে না। যেখানে আমার স্বরূপবিস্মৃতিতে ভেদাভেদ-প্রকাশ অন্তর্হিত, সেই খানেই আমি অকৈতবরক্ষক শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অভিন্নতত্ত্ব শ্রীবল্লভস্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছি, শুদ্ধাদ্বৈত বিচারকে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত ভ্রম করিয়া আমি আমার প্রাণবল্লভের প্রিয় সেবনকার্য্যে বঞ্চিত হইতেছি। শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তি-সিদ্ধান্ত বঞ্চিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিচারকসূত্রে শ্রৌতপন্থা পরিহার করিতেছি। তজ্জন্যই অবৈদিক হইয়া কর্ম্মবিচারকে বহুমাননা করিতে গিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতেছি। শ্রীনারায়ণ কথিত পঞ্চরাত্র পদ্ধতিকে শ্রৌত কর্ম্মপদ্ধতি হইতে বিরোধী জানিতেছি। উপাস্য বস্তু সম্বর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বস্তুত্রয়কে বাসুদেব তত্ত্ব হইতে ভেদ দর্শনে নিজ অমঙ্গল সাধন করিতেছি। শাস্ত্রিলোর চরণে অপরাধ করিয়া আমার-কেবলাদ্বৈত প্রতীতি প্রবল হইতেছে। এই দুর্দ্দিনে শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ শুদ্ধি আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাসদাস্য প্রকটিত করিয়া আমার যে উপকার করিতেছেন, তাহা আমি আমার প্রাপঞ্চিক ভাষায় বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ সেই উপাস্যবস্তুর ভজনচেষ্টা—যাহা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনগণকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। সেই প্রেমবিস্তারকারী শ্রীরূপের আনুগত্যে ভজনরহিতিবিগ্রহ শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভুর পাদপদ্মসেবাবিমুখ হইয়া আমি হরিবিমুখ হইতেছিলাম, শ্রীজীবপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুগমনে আমার কেশাকর্ষণ করিয়া রঘুনাথ স্বরূপ পাদপদ্মের নিত্যদাসরূপে স্থাপন করিয়াছেন। আমি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনিবার সুযোগ পাইয়া আমার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনরোত্তম পাদপদ্মরূপে দর্শনে সুযোগ পাই। আমি এই বিশ্বের একটী ক্ষুদ্র জীব। সেই বিশ্বনাথ প্রভু আমাকে বিপথগমন হইতে উত্তোলন করিবার মানসে কতই না ব্যাসপূজায় আবাহন করিয়াছেন। বিপৎকালে শ্রীগুরুরূপে প্রাকট্যলাভ করিয়া শ্রীমধুসূদন দাস ও শ্রীউদ্ধবদাসের বলদকারকারী বেদান্তাচার্য্য

আমাকে তর্কপন্থার সঙ্কট হইতে ত্বরা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান জগতের নাথ জড়িতমূর্ত্তিতে আমার অক্ষজ চেষ্টায় বাধা দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই আশ্রয়জাতীয় গুরুবিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদের লেখনী আচরণ প্রভৃতি বিভুবাস্তু আমাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহরূপে ব্রজভূমি নবদ্বীপে অন্তঃস্থলী শ্রীব্রজপত্তনে আশ্রয় দিয়াছেন। আমি প্রাপঞ্চিক ভোগভূমিজ্ঞানে সেই ব্রজভূমিশোভা দর্শনে বাহ্যচেষ্টায় ধাবিত হইতে গেলে আমার পতন ঘটিবে জানিয়া যে শ্রীগৌরকিশোর বিগ্রহ তাঁহার পরেরপুত্তে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃতবিগ্রহপদ-রেণুকুণ্ঠিত হইয়া আজ আমি শ্রীচরিতামৃতলিখিত ভাষায় আপনাদের নিকট পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা করিতেছি।

পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই লয় তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম যেই লয় তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে॥

সেই পতিতোদ্ধারণ বাঞ্ছাকল্পতরু মহাবদান্য নিত্যানন্দবিগ্রহ আমাকে দণ্ডতোয়ে হরিবিমুখতা হইতে রক্ষা করিতেছেন। আপনারা সকলেই বৈষ্ণব আমার সেই প্রভুরই বিলাসবিগ্রহ বৈভব প্রকাশ। আপনাদের চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম। আপনারা আমার প্রিয় বান্ধব, বিপৎকালে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। আমি ত্রিগুণ-জাত পরিদৃশ্যমান নশ্বর জগতের প্রাণিবিশেষ বলিয়া যে কৃষ্ণবিমুখতা কায়মনোবাক্যে পোষণ করিতেছি, আপনারা আমার সেই দণ্ডনাই ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া আমার কৃষ্ণ ভোগপ্রবৃত্তি দণ্ডিত করুন। আপনারা বাহ্য জগতে সকলেই বৈষ্ণব পরমহংস, আপনাদের পরিত্যক্ত দণ্ড আমি বহন করিয়া দণ্ডগ্রহণ স্বীকারপূর্ব্বক ভক্তি-প্রতিকূল বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া যাহাতে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তদ্রূপ কৃপা করুন। আপনারা অনন্ত জীবের অনন্ত অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। আমি হরিবিমুখ জীব, আমার হরিবিমুখতার দণ্ডবিধান করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত করিবার সহায়তা করুন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সুতরাং আমার প্রাণনাথ আনন্দতীর্থের অনুগত্য যেন কোনদিন বিচ্যুত না হই। আমাকে প্রাপঞ্চিক ভোগালী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বস্তুবৈষ্ণবের পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই। আমার বড় ভরসা, শ্রীগৌরসুন্দরের সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব অনুপ মূর্ত্তিধর আমাকে কৃপানুগ কিঙ্কর জ্ঞানে তাঁহাদের পদতলে নিত্যকাল স্থানপ্রদান করুন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকগতি—
শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস।

পরিক্রমায় আমন্ত্রণ।

গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।
শ্রীনরোত্তম ঠাকুর

হে মেধোমুক্ত ভক্তমণ্ডলি, হে ভজনচতুর বৈষ্ণবকুল, হে নিঃশ্রেয়প্রয়াসী সজ্জনসকল, দেখিতে দেখিতে আবার সেই শুভবাসর সমাগতপ্রায়। সেই নদীয়ার নিকলঙ্ক চন্দ্রের প্রকাশ-দিন আবার আসিয়া পড়িল। আবার ঐ দেখুন, কোন মহাপুরুষ সমগ্র বিশ্বের আবালবৃদ্ধবনিতাকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ ও অমিয়-জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত করাইবার জন্য কি এক সুন্দর সজ্জার আয়োজন করিয়াছেন। নদীয়ার চাঁদের প্রকট-বাসরের নয় দিবস পূর্ব্ব হইতে নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরসুন্দরের বিহার-স্থলী চিন্ময় শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। এই শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা নববিধা ভক্তির সাক্ষাৎ অর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রত্যক্ষে উদিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর বলেন—

"নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি দীপ্ত যাতে॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যয়নের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ যিনি প্রথমে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণা ভক্তি সাক্ষাৎভাবে যাজন করেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন। অতএব জগতে যিনি যত বড়ই কবীন্দ্র কিংবা আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য বা রূপসম্পন্ন হউন না কেন, যদি তাঁহাদের ঐ সকল প্রাকৃত গুণাবলী ভক্তিমুখনিরীক্ষক না হয় তবে মৃতকের দেহস্থিত অলঙ্কারের ন্যায় কেবল লোকরঞ্জনমাত্র হয়। অতএব হে সজ্জনমণ্ডলী, হে সুধীসমাজ, আপনারা যিনি যতই আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা বা রূপবান্ হউন না, যদি নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে চান, যদি জীবন ধন্য করিতে চান, তাহা হইলে মহাপুরুষের আনুগত্যে নববিধা ভক্তির শ্রীবিগ্রহ শ্রীধামসেবা করুন, প্রণতি গৌরজনের সঙ্গে সৌবিদ্যাবৃত্তি সঙ্কর্ষণ করুন, কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিযোগে নববিধা ভক্তির অর্চ্চা-সেবা করুন, প্রাণরক্ষাকারী মহাপ্রসাদ সম্মান করুন, নিষ্কিঞ্চন সাধুজনের সঙ্গ করিবার সুযোগ গ্রহণ করুন। বায়ুযানে গুরুরূপের চতুর্দ্দিকে 'চোক্ ঢাকা বলদের মত' ঘুরিবার প্রবৃত্তি, কয়েক দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া হরিজনের আনুগত্যে নিত্য শাশ্বিময় চিন্ময়ধামের চতুর্দ্দার্শে পরিক্রমা প্রণালী শিক্ষা করুন। নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবে শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখনেত্রে চিন্ময়ধামের নব-নবায়মান সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করুন।

আগামী ২৯শে ফাল্গুন তারিখে এই শ্রীধামপরিক্রমণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রথম দিবস অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর ধামপরিক্রমা। এই অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনের শ্রীবিগ্রহ-স্বরূপ। শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করিয়া ভক্তগণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন। এই দ্বীপে শ্রীগৌরজন্মস্থিতী, শ্রীচন্দ্রশেখরভবন, শ্রীবাস, শ্রীধর ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন এবং শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি অবস্থিত। শ্রীমায়াপুরধাম পরিক্রমায় জীবের ভক্তিমার্গ বিমুদ্রিত হয় এবং যোগমায়াক্রমে জীব শ্রীধামযোগী ও লীলাবিলাস বৈচিত্র্য সঙ্কর্ষণ করিতে পারেন। ৩০শে ফাল্গুন দ্বিতীয় দিবস শ্রবণভক্ত্যঙ্গের শ্রীবিগ্রহস্বরূপ সীমন্তদ্বীপপরিক্রমা। তৃতীয় দিবস ১লা চৈত্র কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির অর্চ্চাস্বরূপ গোদ্রুমদ্বীপপরিক্রমা। ২রা চৈত্র চতুর্থদিবস স্মরণভক্ত্যঙ্গের শ্রীবিগ্রহ মধ্যদ্বীপ পরিক্রমরূপ সেবা। এই চারিটী দ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। ৩রা চৈত্র পঞ্চম দিবস পাদসেবনের শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ কোলদ্বীপ পরিক্রমা। এই দ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিত ও গোপাল চাপাল অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল। ৪ঠা চৈত্র ষষ্ঠ দিবস অর্চ্চনশ্রীবিগ্রহ ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা। এই দ্বীপে চম্পকট্টি নগরে শ্রীগৌরপার্ষদ বিজয়াদিনাগের নয়নমনো-বিমোহনকারী শ্রীগৌরগদাধর যুগল বিগ্রহ বিরাজিত। ৫ই চৈত্র সপ্তম দিবস বন্দনবিগ্রহ জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা। এই দ্বীপে বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রকটিত হইয়া সর্ব্ব-বিদ্যা প্রচার করেন। এই বিদ্যানগর সন্দর্শনে জীব অবিদ্যা-শার্দ্দূলীর হস্ত হইতে নিষ্কৃত হইয়া শ্রীগৌরসেবা প্রাপ্ত হন। ৬ই চৈত্র অষ্টম দিবস দাস্যের অর্চ্চা স্বরূপ মোদদ্রুম-দ্বীপপরিক্রমা। এই দ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান ও শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের শ্রীপাট বিরাজিত। ৭ই চৈত্র নবমদিবস সখ্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গের শ্রীবিগ্রহ রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা। তৎপর দিবস ৮ই চৈত্র শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের শুভপ্রকটবাসর। সেই দিন হইতে দিবসত্রয় শ্রীগ্রন্থ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন উৎসব ও মহামহোৎসব।

হে বিশ্ববাসিসজ্জনগণ, আপনারা কে কোথায় আছেন চলিয়া আসুন। প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদ-বৃন্দের প্রকট ও বিহারস্থলীসমূহ ভক্ত-সঙ্গমে দর্শন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা করুন, সাধু প্রমুখাৎ হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রবণযুগল ধন্য করুন, নাসিকাদ্বারে শ্রীভগবচ্চরণার্পিত শ্রীতুলসী ও নির্ম্মাল্য সেবা করিয়া নাসিকা পুটের সার্থকতা সম্পাদন করুন, জিহ্বাদ্বারে হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা করিয়া জিহ্বা-দ্বারের উদ্ঘাটন সফল করুন। স্বকদ্বারে চিন্ময়ধামের রজ ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবমূলের চরণ রেণু স্পর্শ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হউন। সাক্ষাদ্বারে হরিকথা কীর্ত্তন, হস্তদ্বারে সাধু বৈষ্ণব ও শ্রীধামের সেবা, পদদ্বারে গৌরবিহারস্থলী পরি-ক্রমণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গের দ্বারা নববিধাভক্তির শ্রীঅর্চ্চার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করুন। জীবন ধন্যতর, শান্তিময় ও ধন্য হইবে। সময় বহিয়া যায়—ভবিষ্যতের আশায় মহৎকার্য্য ফেলিয়া রাখিবেন না। কারণ—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
স্থিরং যদা ভবেন্নস্তু ন পতেদনুতস্ততঃ
নিষ্প্রপঞ্চমনায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৫শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩০, ৮ই মার্চ ১৯২৪

শ্রীধামদর্শন।

জীবের বিবিধ দর্শন। ভগবদ্বহির্মুখ জীব প্রপঞ্চে আগমন করিয়া রূপ-রসাদিকে নিজের ভোগ-সামগ্রী জ্ঞান করে। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্‌ই যে একমাত্র ভোক্তা, এবং যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য-উহা ভুলিয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়। শ্রুতিকথিত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ভুলিয়া গিয়া দ্বাবরজঙ্গমে ইষ্টবুদ্ধি না হইয়া মায়াগ্রস্ত জীবের প্রত্যেক বস্তুতে ভোগাবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই জীব কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ, জীব এবং জীবিতব্য উভয় বস্তুতেই ভোগাবুদ্ধির আরোপ করে। এইরূপ ভোগ-বুদ্ধি লইয়া যে দর্শন তাহারই নাম অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ দর্শন। হরিসেবাবিমুখ ইন্দ্রিয়মাত্রেই ভোগপিপাসু সুতরাং ঐ সকল ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা জীবের যে প্রকার দর্শন, তাহা হরিবিমুখ বা মায়িক দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যে [illegible] ভগবৎসেবালয় নহে, যে জ্ঞান ভগবানের নিত্য শুভানুধ্যায়ক নহে, যে যোগ ভগবানের নিত্যসুখ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাহা ভগবৎসেবাবিমুখ বলিয়া অক্ষজ প্রতীতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই সকল অক্ষজজ্ঞানদ্বারা ভগবানের মাধুর্য্য বা ভগবচ্ছক্তির নিত্যত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না। শ্রীভগবানে পরস্পর বিরোধী গুণ—যথা মূর্ত্ত ও বিভু, সর্ব্বাধার ও সর্ব্বাধেয়, সর্ব্বজ্ঞতা ও নরভাবত্ব, প্রভৃতি অসংখ্য বিরোধিগুণ যুগপৎ অতি সুন্দর সমন্বয় স্থান করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা অক্ষজ দৃষ্টি ধারণা করিতে না পারিয়া ঐ সকল মায়িক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হয়। এই অক্ষজ দৃষ্টিফলে শ্রীভগবানের তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম দর্শন হয় না। ঐরূপ দৃষ্টিতে কাঠ, পাথর, গাছ, মাটি, স্ত্রীলোক, পুরুষ, মানুষ, গরু প্রভৃতির দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের যখন নিষ্কিঞ্চন সেবোন্মুখ সাধু-গণের কৃপায় ও ভগবৎকৃপায় দ্বিতীয় অভিনিবেশ দূর হইয়া সেবাবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, তখন জীব সেবোন্মুখ নেত্রে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন সেবোন্মুখ নেত্রে জীব এইরূপ দর্শন করেন—

ঐ, সহজাপরি শ্রীগোকুল রহস্যেতে।
শ্রীগোলোকে বেতদ্বীপ ভূবনের নাথ।
সর্ব্বত্র অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপলব্ধি ব্যাপি আছে নাস্তিক নিধন॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপগোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥

ব্রহ্মসংহিতায়াঃ ৫।২৯—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মী সহস্রশত সম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

সেবোন্মুখ জীব তখন আরও উপলব্ধি করেন যে—

"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব, প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যাস্তমণ্ডলস্থিত তেজইব মণ্ডল স্বহির্গত তদ্রশ্মি তৎ প্রতিচ্ছবিরূপেণ।" শ্রীজীবগোস্বামীপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে।

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থতেজ, মণ্ডল, তাহার বাহিরে অবস্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাঁহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দৃশ্যমত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দ মাত্র নাম ও বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ বৈভব।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী পরা শক্তি স্বীকার করিয়া বলেন—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

অপ্রাকৃতবস্তু শ্রীভগবানের একটী অবিচিন্ত্য পরা শক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধা। এই তিন শক্তির প্রভাবে চিজ্জগৎ, জৈব জগৎ ও জড়জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা ত্রিবিধ বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। চিজ্জগতে যে সন্ধিনীবৃত্তি তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম চিদ্বস্তু, চিদুপকরণ এবং সর্ব্বপ্রকার তদ্রূপবৈভবের প্রকাশ হইয়াছে। সেই চিদ্ধাম বা তদ্রূপবৈভব শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-বলে নিত্যধামে বিরাজিত থাকিয়া তদ্রূপ প্রপঞ্চে উদিত হইয়া সেবোন্মুখ ভক্তগণের প্রেমাঞ্জনরঞ্জিতভক্তি-বিলোচনের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সুতরাং একমাত্র সেবোন্মুখ হরিজনই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারেন। অপরে ঐ সকল হরিজনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যোগ্যতা লাভ করিলে শ্রীধামদর্শনসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় "শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ" গ্রন্থের প্রথমে লিখিয়াছেন—

"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তারা কি আস্বাদিতে পারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বারে বারে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্ত কৃপা যোগ্যতা কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞানকর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥
জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীব চক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥

একমাত্র নিষ্কিঞ্চন হরিজনের আনুগত্যেই শ্রীধাম শোভা সন্দর্শন ও শ্রীধামে বাস সম্ভব। নিষ্কিঞ্চন হরি-জনের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম দর্শনের বা শ্রীধাম বাসের প্রয়াস মক্ষিকার কাচাভ্যন্তরস্থিত মধুভাণ্ড হইতে মধু গ্রহণের চেষ্টার ন্যায় অথবা বিশ্বপ্রসাধনের সীতা গ্রহণ

চেষ্টায় ভাসু বৃথা প্রয়াস। শ্রীনাম ঐ সকল জড়ভোগপরের নিকট তাঁহার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন।

অতএব হে সজ্জন সকল! যদি আপনারা সত্য সত্যই নিত্য মঙ্গল চান, শ্রীধাম কৃপা ও শ্রীনাম কৃপা ও শ্রীনামীর কৃপা লাভ করিতে চান তবে নিষ্কিঞ্চন সাধু সঙ্গে শ্রীধাম সেবোন্মুখ হউন।

কলিতে সন্ন্যাস।

শাস্ত্র বিবিধ প্রবৃত্তিপর ও নিবৃত্তিপর। প্রবৃত্তিপর শাস্ত্রে অজ্ঞান কর্মসক্তিগণের জন্য উপদেশ এবং নিবৃত্তিপর শাস্ত্রে স্বরূপজ্ঞান ও স্বরূপধর্ম ভগবদ্ভক্তির উপদেশ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(৩।২৬)

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং।"

অর্থাৎ যাহারা কর্মের উদ্দেশ্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান তাহা জানেন না এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি এবং যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ কর্মে আসক্ত তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। কারণ কর্মে আসক্তদের শ্রদ্ধা নিবৃত্ত হইলে তাহারা "উভোভ্রষ্টস্ত্রিশঙ্কুরিব" হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাহারা ভক্তি উপদেশ করেন, তাহাদের পক্ষে এ উপদেশ নহে। যেহেতু ভক্তি সম্বন্ধে অন্তঃকরণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। "ন হ্যতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতো হি ভিষক্তমঃ"—সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগী কুপথ্য গ্রহণে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে কুপথ্য প্রদান করেন না। বহির্মুখ দুরাচার যবন কর্মত্যাগীর শাস্ত্র হইতে গোবধ নিষিদ্ধ ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বলিলে শ্রীগৌরসুন্দর রাজপুরুষদ্বারা হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কাজির বাক্য খণ্ডন করিয়াছেন।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥

অর্থাৎ কর্মী অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি কলিকালে এই পাঁচটী বর্জন করিবে। গোবধ কলিকালে নিষেধ ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই উপযুক্ত শ্লোকের অবতারণা। সন্ন্যাস নিষেধ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে তবুও যে এখানে সন্ন্যাসের কথা "আনুষঙ্গিকভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা কর্মকাণ্ডীয় সন্ন্যাস নয়। কারণ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত কর্ম সন্ন্যাসের আর কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু কলিকালে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নাই বলিলেই হয়। কলিকালে গোবধ নিষেধ ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর কাজীকে বলিয়াছিলেন—

"কলিকালে ধর্ম ক্রিয়া নাহিক প্রচারে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখানে॥
জিয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
সেই পুণ্যে আছে হেন আজ্ঞা বেদবাণী॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ

অজ্ঞান কর্মসক্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কর্ম শাস্ত্রের বিচার দ্বারা নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য এই বিচার স্বরূপধর্মপরাণী ভগবৎসেবোন্মুখজনের বা আচার্যগণের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ সর্বদাই কর্মনাশীয় বিচার ও সেবাপর বিচার, অদ্বৈতবাদের বিচার ও বৈষ্ণবধর্মের বিচারের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ অনুবর্তনাশ্রয়ন্বিত স্মার্তগণের বিচারে একাদশী, শ্রেতশ্রাদ্ধ, গয়মেধীয় ধর্ম যাজন, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, দীক্ষিত ব্যক্তির শালগ্রাম পূজায় অনধিকার দৈববর্ণাশ্রম সাত্ত্বতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। সাত্বত স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়া সারদীপিকা, ও নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ ইহা উক্ত শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই উক্ত বাক্যের অবজ্ঞাকারী বলিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে কলিতে সন্ন্যাস নাই বলিয়া আমার নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? শিক্ষাগুরুর কি আচরণে ও প্রচারে এইরূপ ভেদ থাকে? সুতরাং মহাপ্রভুর ঐ বাক্য কলিসন্ন্যাস নিষেধক জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত কলির প্রারম্ভে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন। জ্ঞানমার্গীয় ও ভক্ত আচার্যগণ সকলেই এই কলিযুগে সন্ন্যাসধর্ম আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আচার্যগণ সকলেই সন্ন্যাসী। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন বলিয়াই স্বয়ং বৈদিক একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে বৈদিক দণ্ডধারী সন্ন্যাসপ্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আচার্য নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, বিষ্ণুস্বামী ভারতীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, ধ্যাননিধি, বিদ্যানিধি, ধর্ম্মধর্ম শ্রীপুরুষোত্তম ধৃতি, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতিতীর্থ মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী সকলেই আচার্য ও ঋত্বিকালেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিভক্তিবিলাসের অন্তর্গত ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক সাম্বত স্মৃতির সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর গুরুদেব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সকল গৌড়ীয়গণ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে কলাবড়ীয় বলিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিতে সাহসী হন তাহারা সম্প্রদায়বৈভবের কিছুই অবগত নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া তাহাদের দ্বারা ভগবৎসেবার মুক্ত থাকেন বলিয়া তাহারা সকলেই ত্রিদণ্ডী। মুকুন্দের একাদণ্ডগ্রহণও ত্রিদণ্ডীকে দর্শন করা প্রণাম না করিলে একদিন উপবাস করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে।

জ্ঞানিগণের সন্ন্যাস কণ্ঠ সন্ন্যাস। শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ মুমুক্ষুগণ প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধি বস্তু সকলকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাই ফল্গু সন্ন্যাস। ভক্তের সন্ন্যাস সেইরূপ নহে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

ভক্তগণের যুক্তবৈরাগ্য। তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগ। কৃষ্ণ ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী বর্জ্জন ও আনুকূল্য গ্রহণ। যাহারা কর্ম্মসন্ন্যাস, জ্ঞান সন্ন্যাস ও ভক্তগণের যুক্তবৈরাগ্যাত্মক সন্ন্যাসগ্রহণকে একাকার করিয়া ফেলেন তাহাদের নষ্টিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বিষয় উপলব্ধি হইতে পারিবে না। ভক্তগণের যুক্তবৈরাগ্যে কর্ম্মমার্গীয় ভোগপ্রবণ যুক্তবেণীর ধর্ম্ম বা পরমহংস ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণের তাণ্ডব নাই। শ্রীল রূপপাদ উপদেশামৃতের প্রারম্ভে—"বাচো বেগং" শ্লোকের কর্ম্ম, বাক্য ও মনোবেগ-দ্বারা ভগবৎসেবারূপ ত্রিদণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে অবন্তিনগরের ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর উপাখ্যানে—"ত্রিবেণু" বা ত্রিদণ্ডের উল্লেখ আছে। সুতরাং ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসই বৈষ্ণব সাম্বত শাস্ত্রানুমোদিত সন্ন্যাস। সন্ন্যাস চারি প্রকার—কুটীচক বা স্বাশ্রম ধর্ম্মপ্রধান সন্ন্যাস, বহূদক বা কর্ম্মত্যাগ জ্ঞানাভ্যাস প্রধান, হংস বা জ্ঞানাভ্যাস-নিষ্ঠ সন্ন্যাস এবং পরমহংস নিষ্ক্রিয় বা প্রাপ্তত্বাবস্থা।

ধীর ও নরোত্তম এই দুই প্রকার সন্ন্যাসের বিষয়ও উল্লিখিত আছে।

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতির্জ্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥
যঃ স্বকাৎ পরতো বেদ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥

অনেক অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীগৌরসুন্দরের দণ্ডভঙ্গলীলার কথা শ্রবণ করিয়া দণ্ডগ্রহণ বা সন্ন্যাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে বলিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দণ্ডভঙ্গলীলা দ্বারা স্বয়ং শ্রীভগবানের বা পরমহংসমুকুটের বৈধ সন্ন্যাস দণ্ডের অকর্ত্তব্যতা জানিয়া বৈধ সন্ন্যাস দণ্ড বহন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অব্যাহতি দেন। আবার জগদ্গুরু লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু তাদৃশ দণ্ডত্যাগ কার্য্যে বিধিহীনা সন্ন্যাসপর অযোগ্য দণ্ডিগুরুর যোগ্যতার পক্ষে বৈধিক বিধি শিথিল হইবে জানিয়া ক্রোধলীলা প্রদর্শন করেন। সুতরাং বিধৎসন্ন্যাসে বা পরমহংসাবস্থার দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিৎসা বা বিষয়ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ শুক্ল্যনুকূল অনুষ্ঠানে লোকশিক্ষার্থে সাধকজীবনে আবশ্যক ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ, বা সন্ন্যাস কিংবা সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুকরণে বিধিমার্গে শিথিলতাপ্রযুক্ত এবং অনুপযোগিতা বশতঃ কাষায় বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া পরমহংসবেশ গ্রহণ করুন সকলেই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। পরাবর পণ্ডিত গোস্বামী, বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর লোকচক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অভিনয়

করিয়া কিংবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর গার্হস্থ্য লীলায় কল্পিত করিয়া, শ্রীজাহ্নবাদি পরকীয়াভাবে সজ্জিত হইয়া, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এরূপ করিয়া সকলেই কামমনোবাক্যে হরিবাস্তে নিযুক্ত ছিলেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা পার্ষদ প্রধান শ্রীবাস পণ্ডিতের অলৌকিক চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া যাহারা গৃহব্রত ধর্ম্মকেই শ্রীনিত্যানন্দের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম মনে করেন তাহারা বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত। গৃহব্রতগণ বলিতে সন্ন্যাস নাই বলিয়া ভোগে লিপ্ত হইয়া অন্ধতামিস্র নরকে গমনের পথ পরিষ্কার করে। শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট প্রতিগ্রাহ, পরিগ্রহ ও সেবা এই ত্রিবিধ বৃত্তির সহিত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়া তাহাদের দুষ্কৃতি সংশোধিত হইলে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসই যে বৈষ্ণবগণের একমাত্র প্রার্থনীয় সন্ন্যাস এবং কলিতে জীবের পক্ষে মহা উপকারক তাহা উপলব্ধি হইবে। যাহারা বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম হরিভজনের অনুকূল মনে করেন না তাঁহারা একাদশস্কন্ধোক্ত "সর্ব্বেষাং মদ্ভূপালনম্" শ্লোকটী মনোযোগের সহিত পড়ুন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত এবং বর্ণাশ্রমাতীত উভয় শ্রেণীর ভক্তগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রম ও পারমহংস্য উভয় ধর্ম্মে অবস্থিত জনগণের বিধি ও উপাসনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণব সন্ন্যাস মানেন না তাঁহারা গৃহব্রত ও ভাগবতবিদ্বেষী বৃথাবাউল বা ধর্ম্ম পাগলা।

বিষ্ণুমায়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতাংশের পর)

যেই সংসারে কাহারো একটী পুত্র জন্মিল, অমনি আনন্দে উন্মাদ হইয়া পাড়া প্রতি যেথা সকলকে ডাকিয়া আনিয়া, গৃহস্থ মহাধুমধাম আরম্ভ করিয়া দিল। পাড়ার মেয়েরা আসিয়া সকলেই একত্রিত হইয়া সুমধুর স্বরে পরস্পর বলা বলি করিতে লাগিলেন। আহার আমাদের নক্কর (নবেন্দ্রের) কি ভরি গো। এমন সোণার চাঁদ আর কাহারও হয় না, মরি মরি কিরূপ যেন কাচা সোণা যেন রাজপুত্তুরটি হাসি গুলি। কি চেকনাই গো ছেলের কপালে যেন বাঁধ ভাঙ্গে অলছে—আহা বাটুয়াটি লক্ষ্মীর ঘটে বস্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমার সোনার চাঁদ খোকা বেঁচে থাকুক, আমার চুলের সংখ্যা যত তত বৎসর পরমাই হউক, রাজহস্তী ছুটলেই খোকাকে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসাবে তাহলে মায়ের কোন দুঃখই আর থাকবে না; রাজার মা হয়ে আনন্দে মনের সুখে কাল কাটাবে।

ছেলে হয়েছে শুনে সবাই আনন্দে আটখানা, কিন্তু এর পরিণাম যে কি ভীষণ! তা কেউ একবার ভাবলে না। কেবল উলুধ্বনি। আর খোকা হওয়াতে হাতের কোয়াবা টুটিতেছে কি আনন্দের ঘটাই লেগেছে। ক্রমে ক্রমে প্রতিবাসিনীরা তৈল, পান, সিন্দুর লয়ে যে যার বাড়ীতে প্রস্থান করিলেন। ইহার ছ'দিন বাদেই ছেলেটী যখন বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন এই ছেলের মাই আনন্দের পরিবর্ত্তে পুনরায় শিরে করাঘাত পূর্ব্বক যখন—হারে আমার বাপরে আমার যাদুরে কোথায় গেলিরে আমায় বাছাধন বে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন সুরু করিয়া দিলেন, অমনি কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া (চক্ষে জল না আসিলেও, চক্ষে অঞ্চলাবৃত করিয়া) নাকি সুরে কাঁদ কাঁদ স্বরে খোকার মাকে বুঝাইতে লাগিলেন। আ-হা-হা কোন সবে একটীমাত্র সোনার চাঁদ ছেলে কি হলো—এমন সর্ব্বনাশ কারো কি কখন হয়, পোড়া বিধাতার চোখে এত সুখ সইবে কেন? এমনি করে মাথায় বজ্জর হানতে হয়-গা অসময়ে নিয়ে গ্যালো গো—অসময়ে নিয়ে গালো! আ-হা-হা! প্রাণভরা ছেলে গো—প্রাণভরা ছেলে, এমন সোনার চাঁদ এমনটী, আর কখনো হবে না আমরা সব আশায় ছিলাম, পরীর এমন (পরিবর্ত্তে) এমন সোনার চাঁদ খোকা হলো আমরা সবাই এসে আমোদ আহ্লাদ করবো, পোড়া বিধাতা তাতেও বাদ সাধলে। দু'দিন বাদে ছেলের অন্ন-পাশন হবে তাহলে দুটো খেতে, কোন আরও কত কি আমরা সকলে সাধ আহ্লাদ করবো—মরণ আর কি এরি মধ্যে কোথেকে পোড়া যম এসে

মুখের মুখে ছাই দিয়ে সব আপনি কলঙ্কিত করবে। যে সবের মুখ দেখিতে পারে না তার কেহ কখনও কোন কালে হবে না একথা আমি জোর করে বলতে পারি—এমন বাপ বলো মার বলো মুখে কাঁটা! (কেউ কেউ করিয়া ক্রন্দন) কেন কোন বিধাতার কি ইচ্ছে সবই অদেষ্ট! অদেষ্ট মন্দ হলে কেউ কারো সুখ দিতে পারে না এই দেখ না কোন ও পাড়ার চরিশ বুধুয়ো তার এমন ছাগলা পিরিতের মত বউটী কেমন হয়ে বনের দুখে চলে গ্যালো, দুঃখের কথা আর বলবো কি অমন কাঁচা সোনার মত বউ চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গ্যালো। সাধে কি আর কান্না পায় বিচার নাই গোড়া বিধাতার বিচার নাই সময় অসময় বুঝলে না কোত্থেকে কার কোন সর্বনাশ করে বসবে, তার ঠিক নাই। আজ সাতকড়ি কাল হতে পথের ভিখারী হয়ে ভিক্ষে করে সবই বিধাতার লীলা তা না হলে আজ এ সর্বনাশ হয়? ও, এই দেখনা ভুল হয়ে গ্যালো কি বলছিলুম ঐ চরিশ মুখুয্যের কথা তার বউ তো গ্যালই তারপর (অশ্রুপাত করিতে করিতে) সে কথা কি আর বলতে পারি বোন সে কথা বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে একে একে মা গ্যালো জ্ঞান গ্যালো মেয়ে গ্যালো ভাই গ্যালো বাপ গ্যালো কেউ রইলে না দিদি! সকলকেই মনের দুখে দিয়ে বসে আছে। এখন সেও ত সঙ্গেই আছে যাও বোন ওঠ! চট করে স্নান করে এস দুটো মুখে দাও এমন করে আর কদিন শরীর টিকবে বল?

তাই বলছি সবই মায়া এ মায়িক সংসারে কেহ কারো নয়, সবই দু'দিনের জন্য কেবল ভগবানের সেবাই নিত্য তাঁহার সেবা ভুলিয়াই জীব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই সংসারে ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতেছে।

কেহ রাজা কেহ রাণী কেহ মন্ত্রী কেহ হাকিম কেহ খানসামা কেহ মেথর কেহ ছোট কেহ বড় এইরূপ মায়ার মুখোস পরিয়া স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়াধীশ ভগবান বিষ্ণুকে ভুলিয়াই জীবের এই দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

কোন ভামিনী ও স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার শব দেহের সম্মুখে সকলের অজ্ঞাতসারে ক্ষিপ্র হস্তে অতি সন্তর্পণে পাছে সাধের নেকলেসটী ভাঙ্গিয়া যায় (যাহা সবে মাত্র নূতন প্রস্তুত হইয়াছে) এই আশঙ্কায় হার, বালা, অনন্ত মাকড়ী নুমকা, নথ, ইত্যাদি অলঙ্কার গুলি খুলিয়া—পরিশেষে—ওগো আমার কি হলোগো—আমি কোথায় যাবগো আমার আর কেউ নাই গো—আমার কি উপায় হবে গো! আমার আশা ভরসা সব গেল রো! হায়! হায়!! পোড়া বিধির মনে এই ছিলো গো কোথায় গেলরে আমার ইত্যাদি শব্দে বিনাইয়া বিনাইয়া পাড়াশুদ্ধ লোককে জড় করাইয়া নিজের পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন।

একমাত্র বিষ্ণুভক্তি বিনা সবই মায়া, মায়ার খেলা এই রক্ত মাংস পিণ্ড চামড়ার পুতলিকে ভোগাবুদ্ধি করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া—আমি আমার করাতে জীব কুলের বিষম অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে; এই মায়ার ভেল্কী হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বৈষ্ণব মায়া অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতিত, আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

দেখনা ছোট ছোট মেয়েরা খেলাঘর করে পুতুল খেলা করে, যেন সত্য সত্যই পুতুলের ওপর কত টান—এক দণ্ড না দেখিলে প্রাণ ছটফট্ করে। কখন বা পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে, ঝুঁরকী ইটের গুড় দিয়ে অন্ন তৈয়ের করে ভোগ লাগাচ্ছে, তৈপাতা দিয়া থালি, মাটীর সন্দেশ মাটীর পান্তোয়া দিয়া পুতুল জামাইকে নানা উপকরণ দিয়ে খাওয়াচ্ছে, পরিশেষে ছোট পাখী এনে কনেকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে আনন্দে হাবুডুবু খাচ্ছে। বালিকাদের পুতুল খেলাতেই আনন্দ কিন্তু এ পুতুল খেলা বইত নয়, এতেই এত আনন্দ আর যখন ঐ মেয়েটী বড় হয়ে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যাইবে তখন এই সাধের পুতুলগুলি পেটরায় তুলিয়া পুতুলের পরিবর্তে নিজেই কনে সাজিয়া পতির সংসারে ঘর কন্না করিতে যাইবে। তখন এ সুখ এ আনন্দের তুলনায় পুতুল খেলার যে আনন্দ কিছুই নয় তাহা বোধগম্য হইবে। তদ্রূপ আমরা সকলেও এইরূপ মায়ার সংসারে আসিয়া সকলেই ভোক্তা হইয়া (পুরুষ অভিমানে) পুরুষ সাজিয়া, রূপরস গন্ধ স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি জাগতিক সুখ সমূহের আমিই একমাত্র ভোক্তা অর্থাৎ কর্তা সাজিয়া পূর্বোক্ত বালিকাদের মত পুতুল খেলা করিতেছি। কিন্তু

যখন সদ্গুরুকৃপায় আমার মায়ার আবরণ উন্মোচন হইবে তখন দিব্য নয়নে দেখিতে পাইব আমরা সকলেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যা অর্থাৎ প্রকৃতি। নিজে প্রকৃতি হইয়া কি প্রকারে অন্য প্রকৃতিকে সন্তোষ করিতে পারে? উহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই ভ্রান্তি এই মায়া যখন আমরা গুরুকৃপায় জানিতে পারিব তখন সেই আরাধ্য প্রিয়তম সর্বপ্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি বলিয়া চিনিতে পারিব। পূর্বোক্ত বালিকা যেমন প্রথমে পতিকে দেখে নাই কিম্বা চিনে নাই, কিন্তু ঘটক যেমন সম্বন্ধ স্থির করিয়া ঐ বালিকার বরকে সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন, সেইরূপ গুরুরূপী ঘটক আমাদের প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিরূপ অভিধেয়, এবং শ্রীকৃষ্ণই প্রেমরূপ প্রয়োজন তত্ত্ব; যেমন বালিকা প্রথমে প্রণয়ের ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না কিন্তু যখন ঐ বালিকা যুবতী হয়, তখন যেমন কেহ ঐ যুবতীকে পতিকে কি প্রকারে সেবা করিতে হয় তাহা অন্যে না বুঝাইলেও নিজে নিজেই বুঝিতে পারে যে কি প্রকারে সর্বান্তঃ দিয়া প্রাণপতির সেবা করিতে হয় তদ্রূপ "হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে"।

সর্ব ইন্দ্রিয়ের পতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা কি প্রকারে সেবা করিতে হয়, তাহা আমরা গুরুরূপা সখীদ্বারা অর্থাৎ যিনি গুরুদেব তিনি সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা কি প্রকার ভগবানকে সেবা করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়া যেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাই কোন ধনী লোককে তুষ্ট করিতে হইলে তাহার পুরাতন ভৃত্যের নিকট যাইয়া আমাদের সবিশেষ জানিতে পারিলে ঐ ধনবান প্রভুকে তুষ্ট করিতে পারি, তদ্রূপ জগতের স্বামী যিনি তাঁহাকে তুষ্ট করিতে হইলে যিনি সর্বদা সেবায় নিযুক্ত আছেন এমন যে গুরুদেব তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করিলে কি প্রকারে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিব? অতএব শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাদিপতি শ্রীকৃষ্ণের কি প্রকারে সেবা করিতে হয় জানিতে পারিব, তখন সেবানন্দে মত্ত হইয়া দিবানিশি তাঁহার সেবাই করিতে থাকিব।

এ সংসারে আমরা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যাহা করি সত্য, কিন্তু এ সকলই অনিত্য, নশ্বর অর্থাৎ জড়, কারণ, এ আনন্দ ক্ষণিক মাত্র, দুদিনের জন্য মাত্র, চিরস্থায়ী নহে, ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনই সম্ভবে না, আজ আছে কাল নাই, ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছি যথা—এক বন্ধুর সঙ্গে পথে আমার সাক্ষাৎ হইল, আমি বন্ধুকে দেখিয়া নমস্কার দিলাম, তিনিও প্রতি নমস্কার করিলেন, 'ভাল আছেন তো' বলিলে তিনিও 'যে আজ্ঞে, ভাল আছি' বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রহিল না। উহা জড় সম্বন্ধ; সেইরূপ পিতা মাতা যে সন্তানকে স্নেহ করেন অথবা সন্তান যে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করেন, প্রত্যেকের ভিতরেই প্রচ্ছন্নভাবে কিছু কিছু স্বার্থের সংস্রব আছে।

আমরা এই সংসারেই কত না প্রকার অনর্থই না দেখিতে পাই। স্বামী স্বার্থের প্রয়োজনে স্ত্রীকে ভোগ্যা-বুদ্ধি করিয়া কতই প্রকারে না লালনা প্রদান করেন। তাহার পরিবারও সমস্ত বুঝিয়া স্বার্থের খাতিরে অলঙ্কারাদি আদায় করিবার ছলে কপট ভক্তি দেখাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন।

কোন পুত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিরপরাধ পিতার প্রতি অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেন, কেহ বা নিজ হস্তে পিতাকে বন্দী করিয়া রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেছেন। কোন ভৃত্য অর্থলোভে স্বীয় প্রভুকে সংহার করিয়া তাহার আজীবন সঞ্চিত অর্থরাশি হরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

এক সখা অন্য সখাকে বিষ পান করাইয়া তাহার যথা-সর্বস্ব অপহরণ করিতেছে। সর্বত্রই এই ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, এই মায়িক সংসারে যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব আছে তাহা সমস্তই অনুপাদেয়, হেয়, নশ্বর, কিছুতেই ইহারা শাশ্বত চিরস্থায়ী অবিনশ্বর সুখ প্রদান করিতে পারে না, যেহেতু ইহারা সকলই জড় উপাদানে নির্মিত। পরম ব্রহ্মণ্য ভক্তিভাজন শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর একস্থানে গাহিয়াছেন

আর কেন মায়া ছায়ে, কাঁদাও জীব দীন!
নাহি জান বদ্ধ হয়ে তব কৃপা চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ আশে বন্দী হয়ে মায়া পাশে
রহিলে নিকৃত ভাবে সদা হয়ে পরাধীন।
এখন ভকতি বলে, হৃদয়েশ সিন্ধুজলে,
ক্রীড়া করি অনায়াসে, থাক তুমি স্বাধীন॥

অতএব বলুন ভক্তকৃপায় আমরা এই মায়িক প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া কখন অপ্রাকৃত রাজ্যে বৈকুণ্ঠানন্দের সন্ধান করিতে পারিব তখনই নিত্য সুখ যে কি, তাহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হইব। সেই ঐশ্বর্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠধামে সকলই চিন্ময়। বিরত হইয়াছে কুণ্ঠা-ধর্ম যাহাতে, তাহাই বৈকুণ্ঠের ইহা নিশ্চয় এবং আনন্দময়। তদুপরি মাধুর্যের গোলোক বৃন্দাবন ধামে সকলই নিত্য আনন্দে বিরাজমান। এখানে মায়িক জগতের কোন অবস্তু বা হেয়তা নাই সমস্তই উপাদেয় ও চিন্ময়। এখানেও শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব আছে, তাহা নিত্য ও চিরস্থায়ী। মায়িক জগতে যেমন জন্ম, জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক হাহাকার প্রভৃতি ত্রিতাপ জ্বালায় জীবকুল সর্বদাই অস্থির, এখানে সেইরূপ নয়, এখানে সমস্তই সুখময়—সুখের বুঝাবার কোন অভাব নাই—এখান দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, সূর্যিবীর চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, তারকা এবং বিদ্যুতের প্রভায় এখান আলোকিত নহে। এখান স্বয়ংপ্রকাশ কোটী সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল আর কোটীচন্দ্রসম শীতল চিরানন্দ ভূমি। এখানে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক অশান্তি কিছুই নাই, আছে নিত্যানন্দ। সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় সকলেই আনন্দময় ও চৈতন্যময়। এখানে যমুনা নদী প্রেমে উজান বহিয়া যায়, ভূমি চিন্তামণিসদৃশ, কানন, বৃক্ষ, পুষ্প লতা সমস্তই মধুময়। এখানে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ পরিচারিকা। তাহাকে নানাভাবে নানা উপকরণে সকলেই মনপ্রাণে সেবা করিয়া সেবানন্দে মগ্ন রহিয়াছেন। হ্লাদিনীশক্তি পরিবেষ্টিত পরমপুরুষ ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গোপ, গোপী, সখাগণসহ ব্রজধামে নিত্যলীলা করিয়াও জগতের হিতের জন্য বিকসহ এ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

যাহার ভক্তিচক্ষু আছে তিনিই দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তাহার এ প্রপঞ্চবর্তী লীলা শ্রীগুরুকৃপায় দেখিতে পাইবেন। এ নিত্যানন্দ ধামে নিরানন্দ বলিয়া কোন বস্তু নাই।

এ স্থানে সনক সনন্দন মুনিবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, রুদ্রকে, পঞ্চক প্রভৃতি দাসগণ শান্ত ভাবে সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীদাম, সুদামবসু বসুদাম প্রভৃতি রাখালগণ সখ্যভাবে সেবা করিতেছেন।

নন্দ যশোমতী প্রভৃতি বাৎসল্য ভাবে শ্রীভগবানের করিতেছেন।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাগণ মধুরভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সেবা করিতেছেন।

ধন্যা শ্যামলা প্রভৃতি যোবৃন্দ, রাখালগণ, ধেনু, বেণু, বিষাণ সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভগবানের সেবায় দেহমন সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু মধুর ভাবই ব্রজে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব। যেমন আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, অনলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস পৃথিবীর গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ যেমন ক্রমান্বয়ে পর পর অবস্থিত আছে তদ্রূপ এক মধুর ভাবেই পর পর শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা সখ্যের অসঙ্কোচভাব বাৎসল্যের পালন ও পালন কান্তাভাব অর্থাৎ মধুর ভাবে সর্বাঙ্গ দিয়া সেবা—এই পঞ্চবিধ ভাবই মধুর রসে দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং এই ভাবই ব্রজে শ্রেষ্ঠ ভাব। অতএব পরিশেষে বক্তব্য এই যে একমাত্র গুরুশক্তি দ্বারা এই বৈষয়ী বিষ্ণুমায়া হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিত্যকালের জন্য গোলোকে নিত্যসেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

নিমাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শৈশব কাণ্ড।

নিমাই এখন বেশ হাঁটতে শিখেছে। যখন তখন যায়, পা দু'খানা দিয়ে যেন রক্ত ছুটে পড়ছে বোলে বোধ হয়। নিমাইয়ের পায়ের দিকে তাকিয়ে শচীদেবীর মনে বড় ভয় হয়—পা দিয়ে বুঝি রক্ত পড়ছে। হাঁটতে শিখে অবধি নিমাইকে আর এক যায়গায় পাওয়া যায় না, সারাটা দিন এ বাড়ী ও বাড়ী কোরে বেড়ায় ছোট বড় সবাই তাকে ভালবাসে। জগন্নাথ মিশ্র আর শচীদেবীর তো ভাবি আহ্লাদ। ন'বছর মধ্যে তো এমন ছেলে আর কারু নেই, অন্যের আর কারো আছে কিনা সন্দেহ, বোলে মাটিতে যেন পা ফেল না। ছেলে ভাল বোলে তাদের আরো গুমোর। শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্রকে বলে, হাঁগা রাখো! আমাদের আর ভাবনা কিসের? এই ছেলেই আমাদের সব দুঃখু দূর কোরবে। আমাদের নিমাই বেঁচে থাক্ আমাদের কিসের ভাবনা? জগন্নাথ মিশ্র বলে তা তো বটে, এখন বাঁচলে হয়? আমার বিশ্বরূপ আর বিশ্বম্ভর থাকলে কি আর ভাবি? ঠ্যাঙের ওপোরে ঠ্যাং দিয়ে বোসে বোসে হরিনাম কোরতো। কারইতো এমন ছেলে দেখতে পাইনে। হরিনাম শুনলে ছেলে ভারী খুসী হয়, আর এমন ভঙ্গি কোরে নাচে যে, তা দেখে চোক্ যেন জুড়িয়ে যায়। আমায় যদি হরিনাম না শুনতে পায় তবে কাঁদে আর আছড়ায় করে। এমন ছেলে কার আছে? থাকো, এ ছেলে সত্যি সত্যিই কোন মহাপুরুষ এসে জোন্মেছে। নইলে এমন ছেলে তো দেখা যায় না। ভগবান্ এত দিনে আমাদের ওপোর দয়া কোরেছেন বোলে বোধ হয়—পোড় চোখে যেন আমাদের দুঃখু শেষ হোয়েছে। জগন্নাথ মিশ্র আর শচীদেবী দুজনা ঘরে বোসে বোসে এই রকম কত কথা-বার্ত্তা কয়ে।

নবদ্বীপের সব লোকই জানতে পারলে যে জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে হরিনাম শুনলেই নাচতে থাকে। নবদ্বীপের আর আর সব পাড়াতে এ কথা বেশ রাষ্ট্র হোয়ে পোড়লো। পাড়াতে ছেলেদিগেরা যেমন থাকে, তেমনি নিমাই কোন রাস্তায় পেলেই, যেতে যেতেও নিমাইকে দিয়ে দোরে হরিবোল হরিবোল কোরতে থাকে, নিমাইও যেন বেশ মজা পায়, হাত তালি দিতে থাকে আর এমন চং কোরে নাচে যে দেখতে ভারি মজা লাগে। তোমরা যদি সে সময় নিমাইয়ের নাচ দেখতে, তবে হেসে হেসে খুন হোয়ে যেতে। সে বড় মজার নাচ। এক এক বার আবার ধুলোয় গোড়ে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করে আর সব গায়ের ধুলো লেগে যায়। তখন সোনার মত রং ধূলো-ময় হোয়ে পড়ে, দেখতে কিন্তু বড় বাহার হয়। নিমাইয়ের এই সব মজা দেখতে এক এক দোরে পাড়ার সব বৌ, ঝি, গিন্নি মাগি জমা হোয়ে কেবল হরিবোল হরিবোল কোরতে থাকে, নিমাই তখন আরও জোরে জোরে আরও রকম রকম চং কোরে নাচতে থাকে। খাবার কথা একবারও মনে করে না, যেন সংকীর্ত্তনে মেতে গেছে। শচীদেবী খোজে এসে এসে খাইয়ে দিতো। কেও কেও ঠাট্টা কোরে বোলতো, নিমে হোড়া কেত্তনের দল বেঁধেছে। কারো ছেলে সোজা পড়া না কোরলে বোলতো,—যা নিমাইয়ের কেত্তনের দলে ঢুকিয়ে দিগে। ওইটুকু ছেলে ভাল কোরে কথা বোলতে পারে না, তার এই কাণ্ড দেখে সকলে তাজ্জব হোয়ে পোড়তো।

নিমাই কার বাড়ীতে বা দোকানে কোন খাবার জিনিষ দেখলেই তার সেই আধভুতুড় কথায় চাইতে থাকে। কারো কাছে সন্দেশ দেখলেই অমনি বোলতো তোমরা আমায় সন্দেশ দেবে না। আমি সন্দেশ খাবো। কারো কাছে কলা দেখলে অমনি বোলবে, আমি কলা খাবো, আমায় কলা দাও। কারে কাছে খই দেখলে অমনি চাবে—আমি খই খাবো, আমায় খই দাও। নিমাইয়ের এই রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা সকলের কানে এত মিষ্টি লাগতো যে তারা মনে কোরতো, নিমাই রাত দিন কাছে বসে এই রকম কোরে কথা বলে, তো বেশ সুখ হয়।

নিমাইয়ের এই রকম আরো ২ কথা শুনে, যার কাছে

যে খাবার থাকতো, তখনই সে কাউকে কোলে তা নিমাইকে দিয়ে দিতো। যারা নিমাইকে তখন আদেনি, তারা নিমাইয়ের কান-জুড়ানো কথা শুনে, তার কোঁচে কত কত খাবার দিতো। নিমাই সেই সব খাবার বাড়ী নিয়ে এসে নিজে তার কিছুই খেতো না। যে সব ছেলে মেয়ে তাকে দিয়ে ধোরে হরিনাম কোরতো, তাদের সকলকেই ঐ সব খাবার বিলিয়ে দিতো। সব লোক নিমাইয়ের ওই কাণ্ড দেখে হাসতো আর ভাবতো, এইটুকু ছেলের এমন বুদ্ধি কোত্তা হতে হোলো! মানুষের ছেলের তো এত বুদ্ধি হয় না। যখন হাঁটতে শেখেনি, তখন কেঁদে কেঁদে লোককে হরিনাম করাতো; এখন দেখচি, খাবার দিয়ে হরিনাম করাচ্ছে—বলি ছেলে! শচীর এ ছেলে নয়, কোন মহাপুরুষ চং কোরে এসে শচীর পেটে ঢোকেচে।

নিমাই কোন লোককে পর ভাবতো না। সকলই যেন তার আপনার লোক। কারো বাড়ী গেলে নিজের বাড়ীতে যেমন আব্দার করে, সেখানেও সেই রকম। তার ঘরে গিয়ে, খাবার জিনিষ যা দেখতে পায়, নিজের হাতে তুলে নিয়ে খেতে থাকবে। কেও কিছু বোলবে কি কেও এসে মারবে বোলে কোন ভয়ই করে না। আর ঘরে খাবার জিনিষ কিছু তুলাবেনা, তার হাঁড়ি কলসী সব ভাঙতে আরম্ভ কোরবে। কারো ঘরে যদি ছেলে শুয়ে আছে কি ছেলে হোয়েছে দেখতে পায়, তো যেমন কোরে হোক্, তাকে কাঁদাবে। যদি কাকে দেখতে পায়, নিমাই তেমনি সেখান থেকে পালিয়ে যাবে, দৈবাৎ যদি কেও এসে নিমাইকে ধোরে ফেলে, তবে নিমাই তার কাছে মিনতি কোরবে আর তার পায়ে পোড়তে থাকবে, বোলবে "আমার জিনিষ আমি নিচ্চি, তোমরা বোলবে কেন? আমাকে ছেড়ে দাও আর আসবো না, আমি তোমার পায়ে পোলচি। আর যদি আসি, তবে আমাকে বোলো। আর চুরি কোরবো না। দেকো আর আমি আসবো না।' নিমাইয়ের চোক-জুড়ানো চেহারা আর কান-জুড়ানো কথা শুনে সবই ভুল কোরে যায়। তার ওপোর ছাওয়ার বয়স হোলেও কিছু মনে থাকে না, আপন ছেলের চেয়েও বেশী ভাল বাসতে ইচ্ছে করে। তার সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি কথা শুনে কি আরও বেশী কোরে খাবার দিয়ে বিদেয় করে। কেও কেও বা কিছু না দিয়ে মিষ্টি কথায় ফিরিয়ে দেয়। কারো কাছে কিছু না পেয়ে ওমনি শুদ্ধ ফিরে আসবার সময় বোলতে বোলতে আসে, এঃ আমার জিনিষ আমাকে দেবে না, আপনারা খাবে! এই রকম কোরে বোলতে বোলতে নিমাই বাড়ী ফিরে আসে। তাই গোপাল, এ ছেলের কি রকম বুদ্ধি! ভগবান যেমন বলে, এ সংসার আমি ছিষ্টি কোরেচি, সবলই আমার, নিমাইও তেমনি বলে সকলি আমার। রোজ রোজ নিমাই এই রকম আব্দার কোরতে থাকে। আর এক দণ্ডও এক জায়গায় থির হোয়ে থাকে না। সব সময়ই যেন চঞ্চল। নিমাই হাঁটতে শিখে অবধি জগন্নাথ মিশ্র, শচীদেবী, বিশ্বরূপ আর তার সব আপনার লোক পাড়া পোড়শী পর্য্যন্ত বাস্ত সমস্ত হোয়ে পোলো। কখন নিমাই কোথায় চোলে যাবে। রাস্তায় হয়তো কবে গাড়ী ঘোড়া চাপা পোড়ে মারা যাবে কি কোত্তায় হাগিয়ে যাবে—সবারই মনে এই ভয়। থির হোয়ে এক জায়গায় থাকবে না, এই জন্যেই ভাবনা। আর এক দিনকের মজা বলি, শোন।

শচীদেবী নিমায়ের গায়ে সব গহনা পোরিয়ে দিয়েচে, নিমাই উটোনে বেশ খেলা কোরে বেড়াচ্চে। শচীদেবী মনে কোরলো নিমাই বোস হয় আর কোন খানে যাবে না আমি এই ফাঁকে সংসারের কাজ কর্ম্ম সেরে ফেলি। এই মনে কোরে শচীদেবী সংসারের কাজে ব্যস্ত হোয়ে পোলো। এদিকে নিমাই কোরলো—কি আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পোড়েচে; রাস্তায় কত গাড়ী ঘোড়া লোক যাওয়া আসা কোরচে, নিমাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেকচে। নিমাইয়ের গায়ে অনেক গহনা আছে দেকে দুটো চোর পরামর্শ কোরলো, এই ছেলের গা থেকে সব গহনা খুলে নিতে হবে। কিন্তু কি কোরে খুলবে, রাস্তার থেকে তো আর গায়ে থেকে গহনা খুলে নেওয়া যায় না! পাহারাওয়ালারা দেকতে পেলে ওমনি ধোরে নিয়ে যাবে। অনেক টাকার গহনা দেকে তারা লোভ সাম্লাতেও পারচে না, কি রকম

কোরে খুলে রেখে, তারই ভিতর ঢুকিয়ে রাখতো। পরে এক চোর বোল্লে, ছেলেকে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়ে সব গহনা খুলে নিতে হবে, তাহলে আর কেউ দেখতেও পাবে না, কেও জানতেও পারবে না। এই রকম ঠিক কোরে একজন চোর দোকান থেকে গোটা কতক সন্দেশ নিয়ে এসে নিমাইকে বোল্লে, খোকা সন্দেশ খাবে? নিমাইয়ের কাকে দেখেই ভয় নেই, তা ছাড়া তাকে আদর কোরে যে যা খেতে দায়, তাই খায়, মনে কোন রকম ঘেন্না করে না। চোর যেমন বোল্লে, সন্দেশ খাবে, নিমাই অমনি হাসতে হাসতে বোলে ফেল্লে, খাবো বৈকি, তোমরা আমাকে সন্দেশ দেবে? নিমাইয়ের কথা শুনে একজন চোর তার হাতে একটা সন্দেশ দিয়ে বোল্লে, খাও, চলো তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই। নিমাই সন্দেশ হাতে নিয়ে খুব খুসী হয়ে খেতে আরম্ভ কোরলো। তখন একজন চোর তাকে কাঁধের ওপোর তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগলো। নিমাইকে সহজেই ভুলুতে পেরেছে ভেবে দুজনাই মনে ভারি খুসী হোলো, নিমাইকে যত নিয়ে যায়, আর একজন চোর মাঝে মাঝে তার হাতে একটা কোরে সন্দেশ দেয়, আর বলে, খাও বাপধন! এই বাড়ী এইচি। অন্য ছেলে হোলে ভয়ে চেঁচিয়ে বাড়ী ভেঙে ফেলতো। নিমাই সে ছেলে নয়, তার ভয় একেবারেই নেই। সে মহা কোরে সন্দেশ খেতে খেতে হাসতে হাসতে কাঁধের ওপোর চোড়ে যেতে লাগলো। চোরেরা সঙ্গে সঙ্গে বলে, ভয় নেই বাপ, এই বাড়ী এইচি। নিমাই বলে, আমি ভয় কোরলো না, সন্দেশ দেবে তো। চোরেরা এই রকম কোরে নিমাইকে ভুলিয়ে নির্জ্জন জঙ্গল যেখানে আছে, সেই দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

ঘরের ভেতর কাজ কোরতে কোরতে শচীদেবীর মনে হোলো অনেকক্ষণ নিমাইকে উঠোনে রেখে এইচি, আছে কিনা একবার দেখে আসি। সে তো এক জায়গায় স্থির হোয়ে থাকবার ছেলে নয়, এই ভয়। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে ডাকে, নিমাই নেই। কোথায় গ্যালো? এদিক ওদিক বাড়ির ভেতর খুজে দেখলো, নিমাই নেই শচীদেবীর মাথার ভেতর চড়াৎ কোরে উঠলো, বুক শুকিয়ে গ্যালো, বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস কোরতে লাগলো। কি হবে? নিমাই নেই। সন্দিক অন্ধকার দেখতে লাগলো। বাড়ির ভেতর চারদিক আবার বেশ কোরে খুজে দেখলো কোথাও নিমাই নেই। উঁকি ঝুঁকি মেরে বাড়ীর বাইরে দেখলো নিমাই কোথাও নেই। তখন চ্যাচাতে আরম্ভ কোরলো, ওগো আমার নিমাই কোথা গ্যালো, তোমরা সব খুজে আনো। হায়! হায়! আমি কেন কোরতে উঠোনে রাখ্তে গেলাম, বাপ আমার কোথায় গ্যালো। তোমরা সব খুজে আনো গো নিমাই কোথা আছে। হায়, হায়, হায়, আর কি ছেলে পাওয়া যায়। ওগো তোমরা খুজে আনো। শচীদেবীর চীৎকার শুনে চার দিক থেকে লোক আসতে লাগলো। সকলেই আনে নিমাই নেই, ছেলে হারিয়েচে বোলে শচীদেবী কাঁদচে আর চ্যাচাচ্চে; নিমাইকে খুজে পাওয়া যাচ্চে না বোলে তারি একটা হৈ চৈ পোড়ে গিয়েচে। বড় মিশ্রি নিমাই হারিয়েচে শুনে ছুটতে ছুটতে এসে শচীদেবীকে বোকতে আরম্ভ কোরলো, যা পোড়ার মুকী তুই আমার কথা শুনিস নে, আমি তোকে পায় পায় নিষেধ করিচি, ছেলেকে একা ছেড়ে দিস্‌নে। হায়! হায়! ও ছেলে কি পাওয়া যায়? আমার কথা রেখে যাবি। হায় হায় ও ছেলে কি আর পাওয়া যায়! ছেলের পেচোনে জ্যোতিষ দানব তো লেগেই আছে। হয়তো তারা উটিয়ে নিয়ে গিয়েচে! হায়! হায়! ও ছেলে কি পাওয়া যায়! বড় মিশ্রি এই রকম কোরে চিৎকার কোরতে কোরতে পাড়ার ভেতর নিমাইকে খুজতে বেরুলো এক এক কোরে সমস্ত বাড়ীর ঘর ঘর গলী খুজী সব খুজে বেরুলো কোথাও নিমাইকে পাওয়া গেল না। হায় হায় কোরে সেও চ্যাচাতে আরম্ভ কোরলো।

জগন্নাথ মিশ্রি নিমাই হারিয়েচে শুনে তখনি বেরিয়ে উটলেন। মাতাটা ঘুরতে লাগলো, কি কোরবেন তার কিছুই ঠিক কোরতে পারলেন না। কেবল বোল্লেন হা! বিশ্বম্ভর হারিয়েচে! তাকে খুজে পাওয়া যাচ্চে না! আমি এতো কোরে বোলি ছেলেকে একা ছেড়ে দিও না, তা কিছুতেই শুনবে না। হায় হায় হাতে কোরে ছেলেটা

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন অনুসন্ধানীর উচ্ছিষ্ট কণিকা নবদ্বীপে কথিত নবদ্বীপী বৈষ্ণবের কাছে গোয়ালীদের ব্যবসায় কথিত ঠাকুর, নিষ্কাশিত ঢেঁড়ি দিয়া দর্শনার্থি করিলে, কিরূপ ফলাফল মনে করা যায়। যেখের অংসলগ্ন বড় থেকে হইতে নামিয়া কাঁধেরযুক্ত সুটকেশ ও চৌয়ালাবদ্ধ বস্তরবাড়ী বিছানার মোট বিলিষ্ট বাহু যেন নিকটবর্তী নাম্বরো অপরিচিত হোটেলে শুভাগমন করিবে, হোটেলের দালাল হইতে আরম্ভ করিয়া বয়, সিঙ্কি, কি, চাকর ও মোসাহেব প্রভৃতির নিকট যথোপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে নানা শ্রেণীর আহার বিহার ও সুখ্যাতির লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

আবার গৃহ-পালিত সম্বাদি পশুপক্ষীই চাবি চাত পা বন্ধনমুক্ত হইয়া গো-চারণে নীত হইলে, খরগোস, কুকুর, শৃগাল, গৃহিনী, শকুনী, কাক প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিশ্চিন্তমনে পরম আহারে কৃতার্থ হয়; বর্তমান নবদ্বীপের যাত্রীর ঠাকুরবাড়ি দর্শনকারী যাত্রীর ও সেইরূপ বলা প্রায়। যাঁহারা বর্তমান নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থা আলোচনা ও যথার্থ ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন।

কেহ ললিতাবাসীকে একজন জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সে জ্ঞানটা কিরূপ? শুনিয়াছি "কৃষ্ণভক্তিই সর্ববিদ্যাসার।" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি আচরণের শিক্ষা দিয়াছেন। তাই রাধার প্রেমটীও ধরেন নাই! অন্তরে সিদ্ধভাব ধারণ করিয়া ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ লীলাস্মরণে করিবে। ইহাই উপদেশ পাওয়া যায়। শ্রীরাধা শ্রীজাতীয় হইয়া সখী ভেষে কৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃত পুরুষ-দেহে স্ত্রীবেশ সাজিয়া কৃষ্ণের ধ্যান করিতে কোথায় আছে? তা হ'লে ব্রহ্মচারীরই বা ব্রজে গোপী-ভেষ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের ধ্যান করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? সেই ভেষেই গোপী সাজিয়া ভজন করিলেইত হইত!! আবার সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে রত থাকেন বলা হইয়াছে। সৎকর্ম্মই বা আমাদের চলে? প্রাকৃত পুরুষ হইয়া মেয়েলোকের ভাবে অনং পোষাক ধারণ করা, অলঙ্কার পায় দেওয়া, অঙ্গ-ভঙ্গী, কথার ভঙ্গী, মুখ নাড়নী, চোখ টাননী, ঘোমটা টাননী ও নানারকমের স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া মনমরা কুটনী, চুল বান্ধনী ও বস্ত্রহরণ করনীতেই সদা-সর্ব্বদা ব্যস্ত ও অন্যান্য উহাই কি সৎকর্ম? (শুধু ললিতাবাসী নয়, স্বয়ং রাধা বিনোদিনীর ও আবির্ভাব দেখা গিয়াছে।) বহু বাবা মহারাজ ঐরূপ বিদ্যুত্ব গ্রহণ করেছেন বলা হইয়াছে। তাহাই বা কারণ কি? কোন্ ধরণের শিক্ষত্ব? বুঝতে পারলাম না। শুনতে পাই ললিতা দাসী কোন শিল্প করেন না, কেবল শাসনই করেন। তবে তাঁর হাতে চুড়ি নাকে নথ কেন? পাচার সোনার মোটা রেট পর্য্যন্ত ও দেখে এসেছি। এমন অত্যাশ্চর্য্য ছবি বর্ত্তমান নবদ্বীপের বাজারে বিক্রয় না হওয়ারই বা কথা কি? কি জানি, সম্ভোগ যে ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকে! তবে সমাজ বাড়ীটা উপরোক্ত কারণে প্রস্তুত। তা হ'তে পারে; কারণ এখানকার বাবাজীরা কোন প্রদেশে আসরে সাক্ষাতে ইহাদের নাম প্রচার ও কীর্ত্তন করিতে গিয়া নিজেদের বরণ করণের পরিচয়ে বিলাতী বাবাজী কন্যা প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন?

বর্ত্তমান নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহোৎসবে "ধুলট" এবং "গান" উপলক্ষ্য করিয়া অসংখ্য নর-নারীর অবধূত উৎসাহে ছুটাছুটী করিতে দেখা যায়। সেই 'ধুলট' এবং 'গানের' প্রকৃত অর্থ এবং কারণ কি ভ্রমণকারী কি অনুসন্ধান করিয়াছেন?

আমাদের দেশ প্রচলিত মৎস্যাদি ভোজী গুরু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভের কোন প্রকার সহায়তা করে কি না? এবং কৃষ্ণ প্রসাদের সঙ্গে উক্ত জাতীয় প্রসাদ একত্রে ভক্ষণ করিলে কৃষ্ণ প্রসাদের কিছু সার্থকতা হয় কি না? এ বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছেন?

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীহরিহরণ মিত্র।

২৮শে পৌষ, সন ১ যশোহর বেলবাজার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর,
১২ই মাধব, ১৩৩০।

বিপুলানন্দবসন্তনন্দপুরিকেষুঃ—

আগামী ২৯শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ বুধবার হইতে নব-দিবসকাল নবদ্বীপের নবতী দীপে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তগণের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। দ্বাদশদীপের পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাচস্পতি) শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তারবাবু) শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল্,) শ্রীরাসগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্ এ) শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ২৯শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ বুধবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সমুদ্রগড়, সোনডাঙ্গা, বেলার চর, বেলপুকুর) ৩০শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, বেলাড়া) ১লা চৈত্র ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ২রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ শনিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাতীরের চর, তেঘরির কোল কোল, আমাদে কোলের পল্ল, কোলের দহ) ৩রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ রবিবার।

(৬ ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরসদাংবের শ্রীমন্দির) ৪ঠা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ সোমবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, মাজপল) ৫ই চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (মালঞ্চাড়ি, অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর) ৬ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ বুধবার।

(৯) কতুপাড়া, পরমপুর, ইন্দ্রাকপুর, পরেশডাঙ্গা) ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

৮ চৈত্র ২১শে মার্চ্চ শুক্রবার হইতে বিশেষ ভাবে মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কয়েকজন ভক্তসহ মেদিনীপুর অঞ্চলে বড়বাড়ি, বড় বাসুদেবপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি কথা প্রচার করিয়া ঘাটিবেড়, কোড়ধালি প্রভৃতি স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা তত্রত্য সুধী মণ্ডলীর, চিত্ত জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তির প্রতি আকৃষ্ট করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্দ্ধমান কালনা সহরে টাউন হলে বহু শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীগণী সমক্ষে সভায় জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক সুন্দর গবেষণা বক্তৃতা করেন। সংসারপ্রসক্ত জনৈক জাত গোস্বামী স্বামীজীর সন্ন্যাস বেশ দেখিয়া কলিতে সন্ন্যাস নাই বলিয়া উঠেন। পরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং শ্রীপাদ রামানুজ, মধ্ব নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী, লক্ষ্মীপতিতীর্থ, মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি আচার্যগণ সকলেই কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ দিলে উক্ত ভ্রান্ত গোস্বামী গৃহব্রত ধর্ম্মকে নিত্যানন্দ প্রভুর অনুমোদিত বলিতে উদ্যত হন। কলিতে সন্ন্যাস প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ সমালোচনা হইয়াছে এবং পর পর আরও সমালোচনা হইবে।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ এখন মেমারী বর্দ্ধমানে প্রচার করিতেছেন।

শ্রীপাদ হরিপদ ভট্টবৈশিক প্রমুখ শুদ্ধভক্তি প্রচারকগণ বর্দ্ধমান অঞ্চলের নাদন ঘাট, কুসুমগ্রাম, ভোগপুর, কাইগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

বিশেষ ধর্ম্মী শ্রীযুক্ত ভক্তি বিনোদ মহাশয়ের মহাপ্রাণ শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বোগদান করিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শুভ বিজয় করিয়াছেন। তিনি এবারে শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন।

৩রা ফাল্গুন তারিখের পত্রে প্রকাশ যে বিগত ১৮ ও ১৯শে ফাল্গুন তিথিতে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ভক্তি বিনোদ আসনটী বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের গৃহে শ্রীহরিসভার নাম করেন। প্রচার কার্য্যে শ্রীযুক্ত নগেন বাবুর আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন প্রশংসনীয়।

ভারতীয়।

বিলাত-ধুরন্ধরের অপমৃত্যু—বড়ই দুঃখের কথা

বিলাতের নূতন ডিরেক্টর মহোদয়, ফ্রাঙ্কলিন টি, ও, টি, ডান্, তিনি পূর্ব্বে ইঙ্গলেণ্ডেরসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে হুগলীতে স্থল পরিবর্ত্তন করিয়া নৌকাযোগে নৈহাটী যাইবার কালে হঠাৎ নৌকা হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহারই কয়েকদিন পরে চাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ কৃপতিনাথ দাস (বি, এল্ দাস) মহোদয় মস্তিষ্ক বিকৃতি ফলে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উভয় মহাত্মাই আমাদের পরিচিত ছিলেন। ডান সাহেবের সৌজন্যের কথা তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রে স্বীকার করিবেন, ইহা—আমরা যতদূর তাঁহাকে সাক্ষাতে সাক্ষাৎ জানিবার সুযোগ পাইয়াছি—সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এমন উদারহৃদয় সাহেব অতি বেশী দেখা যায়। আর কৃপতি বাবু আমাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি চাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সহায়ক ছিলেন। গত কার্ত্তিক মাসে যখন আমরা তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন শুনি যে তিনি অনেক মাস মস্তিষ্ক পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। এই কয়েকদিন তাঁহার স্থান ঘটিয়াছে। উঁহার সহধর্ম্মিণী অতি সাধ্বী, স্বামীর কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্য তাঁহার পীড়িত কালে মঠের সাহায্য বন্ধ করেন নাই। প্রার্থনা করি, ভগবান্ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া শোকমুক্ত করুন।

ফাঁসি—মটরকারের উপর ডে সাহেবের হত্যাকারী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হুকুম শুনিবার পর হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির প্রথা বড় চমৎকার কাণ্ড, অমেরিকার ছাপ এইরূপ দোষী ব্যক্তিগণকে পাশ ছাদলাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার বন্দোবস্ত করিলে এ দুঃসহ প্রথার প্রচলন বন্ধ হয় কি না? সকল কার্য্যে প্রীতির প্রবর্ত্তনই উত্তম।

জাইটো চাঙ্গনা—নাভোয়াজো গুরুগ্রন্থ সাহেবের পূজার জন্য সসৈন্যভাবে গমনকারী অকালী জাতের প্রতি গুলি ও গোলা মারিয়া কয়েকজন অকালীকে হত ও আহত করায় দেশে হৈ হৈ হইতেছে। বিলাতেও সাড়া পড়িয়াছে। পরস্পর প্রীতির অভাবেতেই এত অশান্তি। ইহা দূর করিতে হইলে প্রেমভাবে বন্ধনই একমাত্র ঔষধ।

ভাবের সঞ্চার—নূতন লর্ড মর্লির বক্তৃতা পড়িয়া এদেশের লোক যে বিলাতের প্রমজীবিদলের রাজ্যভার গ্রহণে অত্যন্ত ভরসা পাইয়াছিলেন তাহা কতকটা কমিয়াছে। এইরূপ অবস্থা একদিন বার্কের অনুগামী লর্ড মর্লির ভারত সচিব-পদ গ্রহণের সময় হইয়াছিল। অল্পায় ভরসা করিলেই অনেক অনিষ্ট হইতে অনিষ্টায়, ইহা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া রাখা উচিত।

নূতন, এফ, আর, এস্—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ পি, ভি, রমণ মৌলিক গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়া বিলাতের পণ্ডিত পরিষৎ রয়াল সোসাইটীর ফেলো বা সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারত-বাসিগণের মধ্যে ইনি তৃতীয় ফেলো হইলেন। প্রথম এফ, আর, এস্—মিঃ রামানুজম্ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বিতীয় ফেলো—বাঙ্গালী সৌরব জগদ্বিখ্যাত স্যার জে, সি, বসু মহাশয়।

গৌড়ীয়

আলৌকিকত্বা বস্তুনো হরিসম্বন্ধিনঃ।
মনঃকৃতিঃপরিত্যাগো বৈরাগ্যাং কপটোদিতে॥
শ্রীরূপ-লেখায় যাহা অনুকূল
বিষয় ঘটিয়া তাহে কৃষ্ণ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২রা চৈত্র শনিবার, ১৩৩০, ১৩ই মার্চ্চ ১৯২৪ | ৩০শ সংখ্যা

শ্রীগৌর জন্ম।

শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরিপূর্ণ-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, পরমতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ। উপনিষদ ব্রহ্ম তাঁহার অসম্যক আবির্ভাব। পরমাত্মা তাঁহার আংশিক প্রতীতি মাত্র। জীব যখন কেবল সম্বিৎবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবানের স্বরূপ অনুধাবন করিতে যান তখন তাহার জড়ব্যতিরেকজ্ঞান দ্বারা অসম্যগাবির্ভাব ব্রহ্মদর্শন ছাড়া আর কিছু উপলব্ধি হইতে পারে না। আবার যখন কেবল সচ্চিৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়ী নীলাযুক্ত তত্ত্ব-বস্তুর অনুধাবন করেন তখন পরমাত্ম দর্শন সম্ভব হয়। এই উভয়বিধ দর্শনই কেবল জীবগত সম্বিৎশক্তির কার্য্য সুতরাং ইহাতে অসম্পূর্ণতা সম্ভব। কিন্তু জীবগত সম্বিৎশক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া হ্লাদিনীর কৃপা লাভ করেন তখনই জীবের ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। এই ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধিতে জীবের নিজের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, কেবল স্বতন্ত্রতার-পরিপূর্ণ সদ্ভাবের প্রপত্তি বা শরণাগতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া পরম সত্য বস্তুর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। প্রপন্ন জীব তখন হৃদয়ঙ্গম করেন যে প্রতি কণিত অচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তিযুক্ত শ্রীভগবানই পরিপূর্ণ অদ্বয়-তত্ত্ব। জড়ব্যতিরেক জ্ঞানে সশক্তিক বস্তুকে শক্তিরহিত করিয়া দর্শনই ব্রহ্মদর্শন এবং জগতে অনুপ্রবিষ্ট ভগ-বদংশানুভূতিই পরমাত্ম দর্শন। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি এবং অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মাকে পরমতত্ত্ব অভিন্নরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের আংশিকপ্রকাশ বলিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ অদ্বয়তত্ত্ব বস্তুর ভগ্ন বলিলে জড়ীয় অভিজ্ঞানে নানা কুতর্ক উপস্থিত হইবে। কিন্তু শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা-ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

বীতরাগভয়-ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥

৪। ৩, ২, ১০।

অর্জুনকে ভগবান জীবের জন্ম ও ভগবানের আবির্ভাবের পার্থক্য বলিতেছেন। হে অর্জুন যদিও জীব এবং আমি পুনঃ পুনঃ জগতে আগমন করি তথাপি জীবের আগমনে ও আমার আগমনে আকাশ পাতাল ভেদ আছে। আমি সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য, আমি জন্মরহিত ও অব্যয়স্বরূপ। আমি মায়াধীশ স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারা নিজ স্বরূপে জীবকে কৃপা করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হই। কিন্তু মায়াবশ-যোগ্য জীব অনাদি ভগবদ্ বহির্মুখতা ক্রমে কর্ম্মফল বাধ্য হইয়া লিঙ্গ ও স্থূল শরীর ধারণপূর্ব্বক আমার মায়াশক্তি প্রভাবে জগতে জন্মলাভ করে। জীবের স্বরূপস্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম নিরূপাধি দ্বারা আবৃত হয় কিন্তু আমার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। আমার নিত্য অনন্ত, বৈকুণ্ঠ চিন্ময় স্বরূপই আমি আমার সচ্চিদানন্দশক্তি বলে প্রাপঞ্চিক জগতে প্রকাশ করিয়া থাকি। আমার অচিচ্ছক্তি অক্ষজজ্ঞানের অগম্য। এই জন্যই যাহাদের মস্তিষ্ক অক্ষজ বিচারে পরিপূর্ণ তাঁহারা আমার জন্মকে প্রাপঞ্চিক বা আমার দেহকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া থাকে। আমার শক্তি এক হইলেও আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি।

অতএব আমার জগতে আবির্ভাব এবং জগতে নানাবিধ লীলাকে তিনি আমার অচিন্ত্য চিচ্ছক্তির সমুত্থিত কার্য্য বলিয়া দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত জ্ঞান করেন তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং তিনি আমার নিত্যসেবা লাভ করিয়া ধন্য হন। আমার জগতে আবির্ভাব ও লীলা-সম্বন্ধে বিচার করিতে অগ্রসর হইয়া অক্ষজবাদী মূর্খ লোকগণ তিন প্রকার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। যাহাদের বুদ্ধি জড়রাগে আবদ্ধ তাহারা চিদ্বস্তু বলিয়া কোনও নিত্যবস্তুর ধারণা করিতে পারে না। ইহারাই জড়বাদী, স্বভাববাদী বা বিধিবাদী। আবার কোনও কোনও ব্যক্তি চিদ্বস্তু মুখে স্বীকার করেন বটে কিন্তু অক্ষজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া চিদ্বস্তু বিচার করিতে যাইয়া চিদ্বস্তুর সবিশেষতা, শক্তিমত্তা, অখণ্ডতা ও নিত্যভাবতা, অজত্ব ও জন্মরহিত প্রভৃতি গুণগণ নিরীক্ষণ করিলে অক্ষজ চিন্তাও নামরূপগুণ সবিশেষ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়িবে এই ভয়ে তাঁহাকে জড় নির্ব্বিশেষ নিরাকার, জন্মরহিত, বলিয়া কল্পনা করে। সুতরাং ইহারাও আমার স্বরূপ তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। আবার কেহ কেহ জড়াতীত কোন বস্তু আছে ইহা স্থির করিতে অক্ষম হইয়া ক্রোধবশতঃ কিছুই নাই বা শূন্যমাসীৎ বলিয়াই সবই শূন্য বলিয়া ধারণা করে এবং শূন্যতে লয় বা ক্বচিৎ পরিণতিকেই পরম প্রাপ্য বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু এইরূপ জড়বিষয়ে অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনেক সম্বন্ধজ্ঞানাশ্রিত আমার ভক্ত আমার সেবা দ্বারা পূত হইয়া আমার নিত্যপ্রেম লাভ করিয়াছেন।" অতএব শ্রীগৌর জন্ম বা শ্রীগৌরাবির্ভাবের অপ্রাকৃতত্ব একমাত্র প্রণয় ভক্তগণেরই অধিগম্য। শ্রীগৌরসুন্দরের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাবির্ভাবের তিনটী মূল প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

শ্রীগৌরাবতারের তিনটী মূল কারণ—

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়বিগ্রহ এবং শ্রীমতী রাধিকা আশ্রয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কেবল বিষয়জাতীয় সুখের আস্বাদ উপলব্ধি হইয়াছিল। তাঁহার আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদনের প্রবলা ইচ্ছা হইলে তিনি বিচার করিলেন যে আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে হইলে প্রেমের আশ্রয়বিগ্রহ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। এই মনে করিয়া তিনি শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে অদ্ভুত, অনন্ত ও অসীম মাধুর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুরী শ্রীরাধিকার প্রেমদর্পণে দেখিয়া তাহা আস্বাদন করিতে প্রলুব্ধ হইলেন। সেই লোভ হইতে তিনি শ্রীরাধিকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিতে চাহিলেন।

তৃতীয় কারণ এই যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ যাহা আস্বাদন করেন তদপেক্ষা অধিক শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সুখ লাভ করেন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের এমন এক অপূর্ব্ব রসচমৎকারিতা আছে যাহা আস্বাদন করিবার জন্য রাধিকার সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু সেই সুখ আস্বাদন করা বিজাতীয় ভাবে সম্ভবপর নহে। এই তিনটী গূঢ় বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-অবতার—

"সেই রাধা ভাব লঞা চৈতন্য-অবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥"

অতএব রাধাভাব বিভাবিত নিত্যসিদ্ধস্বতনু শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের লীলাপ্রকাশকারী স্বরূপ। তাঁহাকে যাহারা 'নাগর' বলিয়া ভাবনা করেন তাঁহারা এখনও শ্রীগৌরাবতারের প্রয়োজন ও কারণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।

গৌরাবির্ভাবের এই তিনটীই মূল প্রয়োজন অসুরসংহারাদি কার্য্য কৃষ্ণাবতারে যেমন স্বয়ং ভগবানের মূল প্রয়োজন ছিল না কারণ ঐ সকল কার্য্য অংশাবতারগণের দ্বারাও সাধিত হইতে পারে কিন্তু শ্রীভগবান একমাত্র জগতে পরমমাধুর্য্যময় প্রেম ভক্তি প্রকাশ্য করিবার জন্য প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং বিষ্ণুদ্বারে আনুষঙ্গিকভাবে অসুরসংহারাদি কার্য্যও সংঘটিত হইয়াছিল তদ্রূপ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাবতারেও নাম কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন গৌরসুন্দরের নিজকার্য্য না থাকিলেও আনুষঙ্গিকভাবে জীবের তাৎকালে সংঘটিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তনসঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

জীবের যাবতীয় কলুষরাশি দূর করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব।

"চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশ যাঁহার হুঙ্কারে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ৩য়

কল্মষপদের অর্থ—

ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥

ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম মাত্রেই কল্মষ। শ্রীগৌরসুন্দর—

জীবের কল্মষ তমোনাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥

ঈশ্বর সংব্রহ চাতুর্য্যযুক্ত কর্ম্ম জড় স্মার্ত্তবাদ, নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ, সিদ্ধিকামিগণের পরমাত্মবাদ ও যাবতীয় অন্যাভিলাষ নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি অঙ্গ দ্বারা, শ্রীবাসাদি উপাঙ্গ দ্বারা, হরিনামাদি অস্ত্র দ্বারা এবং গদাধর দামোদরাদি পার্ষদবৃন্দ দ্বারা দূরীভূত করেন। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর যথার্থ অনুগত ও গৌরগতপ্রাণ তাঁহারাও ঐ সকল সকৈতব কল্মষযুক্ত ধর্ম্ম নিরাস করিয়া একমাত্র জীবের স্বরূপধর্ম্ম শুদ্ধাভক্তিকেই সনাতনধর্ম্ম বলিয়া জানেন। শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ। এই সনাতন আত্মধর্ম্ম অতি পরিস্ফুটভাবে প্রচার করিয়া ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সনাতন ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের মত

সর্ব্বাপেক্ষা উদারভাবে পবিত্র জগতে কাহার চক্ষু নাই বা হইতে পারে না। এই ভক্তিধর্ম্মে জীবমাত্রেরই অধিকার। কর্ম্মজ্ঞানাদিতে সকলের অধিকার নাই। যিনি বিদ্বান্ বা অর্থবান্ তিনিই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম-সম্পাদন করিয়া সকল স্বর্গসুখের অধিকারী হইতে পারেন। যিনি সংসারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ের গহ্বরে যাইয়া রেচক পূরককুম্ভকাদি দ্বারা চিত্তসংযম করিতে পারিবেন অথবা বহু শাস্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া বেদান্তবিৎ হইতে পারিবেন তিনিই যোগ বা জ্ঞানসুখের অধিকারী। কিন্তু ভক্তিতে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের মত পঞ্চমবর্ষীয় বালক আবার খট্টাঙ্গ রাজার ন্যায় মুমূর্ষুব্যক্তি, বিদুরের ন্যায় দরিদ্র, আবার অম্বরীষের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী, গুহক, হনুমান, গরুড়াদির ন্যায় ভগবদ্বন্ধুলোলুপ জীবের এবং স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত সমান অধিকার। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উদার। আবার শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম কারণ আত্মাই একমাত্র সনাতন বা অবিনশ্বর বস্তু। শ্রীগীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।" ২।২৪

আবার বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন। ১৫।৭

শ্রীগৌরসুন্দর সেই আত্মধর্ম্ম ভক্তি অতি পরিস্ফুটভাবে প্রচার করিয়াছেন। আত্মা নিত্য চিন্ময়ধামে অবস্থিত হইয়া পাঁচটী অপ্রাকৃত রসের একমাত্র বিষয় বিগ্রহ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নব নব ভাবে যেরূপে সেবা করিয়া থাকেন তাহা শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ নিজে আচরণপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছেন।

তিনিই একমাত্র বৈদিক ধর্ম্মের সমন্বয়কারী ও প্রচারক। কারণ জগতে অন্যান্য যে সকল আচার্য্য হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই নানা মতবাদ প্রচার করিয়াছেন আবার শাস্ত্রত আচার্য্যগণের মধ্যেও কেহই বেদের সর্ব্বাঙ্গীন বিচার করেন নাই। তাহার কারণ এই যে ভগবৎকথিত ধর্ম্ম একমাত্র ভগবানেই পরিপূর্ণভাবে অবগত আছেন। সুতরাং যাঁহার বস্তু তিনিই যদি স্বয়ং সেই বস্তু জগতে দান করেন তাহা হইলেই পরম সত্য বস্তু লাভ হইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র মত প্রচার করিলেন। বেদশাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক মন্ত্রের সঙ্গে ভেদপ্রতিপাদক মন্ত্র সহ বিরাজিত। আচার্য্যগণ নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য কেহ কেবল অভেদপ্রতিপাদক বা কেহ কেবল ভেদপ্রতিপাদক বাক্য গুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর প্রমাণশিরোমণি বেদশাস্ত্রের সমন্বয় বিধান করতঃ বেদের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তিনি জগতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মে চেতনাংশে অভেদ এইজন্যই "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ব্রহ্ম "প্রজ্ঞানং" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র আবার পরিমাণাংশে ভেদ জীব—অণু ব্রহ্ম বিভু তজ্জন্যই "দাসভূতা" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত সনাতনধর্ম্মের সার অতি অল্প কথায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রকাশ করিয়াছেন।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ॥

প্রেমস্বরূপ।

আমরা প্রাকৃত সংসারে এবং অন্যগত সাহিত্যে ও গল্পে ব্যাসমা ব্যাসদীর প্রেম, নলদময়ন্তীর প্রেম, পুত্রবধূ উর্ব্বশীর প্রেম বলিয়া কৈ বা অদ্বৈধ স্ত্রী পুরুষ মিলনাকাঙ্ক্ষাকেই লক্ষ্য করি ও উহাকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের সহিত এক জাতীয় মনে করিয়া ভ্রান্ত হই। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ভঙ্গীর। উহার মধ্যে প্রেমাভাসের ন্যায় মাদকতা থাকিলেও উহা প্রেম নহে। যদিও সময়ে সময়ে দেখা যায় ঐরূপ আকর্ষণের মধ্যে তথাকথিত স্বার্থত্যাগ আছে, তথাপি তাহাতে অক্ষেন্দ্রিয়প্রীতি নিজ মনেরই তৃপ্তি অনুসন্ধান আছে।

এ জগতের বাৎসল্য ও দয়া মধ্যেও ঐরূপ নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণই দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা পুত্রস্নেহকে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি। এ জগতে জননীর স্নেহের তুলনা বিরল, সুতরাং ইহাকে ভাল করিয়া বুঝিলেই আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

এমন জননী অনেক দেখা গিয়াছে যাঁহারা তাঁহাদের পালিত সন্তানের জন্যই অধিক ব্যস্ত, সে পুত্র বা কন্যা শৈশব হইতে ঘটনা চক্রে অকূল পালিত তাহার জন্য তিনি ততটা ব্যাকুল হন। অবশ্য কাব্যাদিতে দেখা যায় যে অপরিচিত নিজ পুত্রকে দেখিয়াই জননীর বক্ষোদেশ স্তন্য সিক্ত হইল, পিতার প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল, কিন্তু দীন-লেখকের ন্যায় কৃষ্ণভোগী মাত্রেই জানেন ঐরূপ কল্পনা কেবল কাব্যজগতেরই নিজস্ব ধন, ঘটনা জগতে উহার অস্তিত্ব নাই। লালনপালন জন্য শিশুর প্রতি মমতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ ওটি আমার এই বুদ্ধি হৃদয়ে বাড়িতে থাকে আর বস্তুকে যে পরিমাণে আমার বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার প্রতি আমাদের ততই আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সঙ্গই ইহার হেতু। সঙ্গক্রমেই আসক্তি বৃদ্ধি হয়। অচেতন দ্রব্যাদিতেও আমাদের ঐরূপ মমতা হয়, তখন তাহার বিয়োগে আমাদের শোক হয়। উহাকেও কি প্রেম বলিব? যদি সঙ্গই এই মমত্ব বুদ্ধির কারণ তখন জড়ীয় বস্তু পুত্র পতি কলত্রাদিতে যে আসক্তি তাহা প্রেম নহে।

প্রেমের নির্দ্দেশ করাক্ষরে অথচ সুস্পষ্টভাবে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ প্রদান করিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

জাগতিক মমত্ববুদ্ধি হইতে যে আসক্তিলিপ্সা তাহা নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ মাত্র। "তোমাকে ভালবাসি" অর্থে "তোমার সঙ্গ আমার ইন্দ্রিয়ের প্রীতি হয়ক, তুমি নিকটে থাকিলে আমার বেশ ভাল লাগে, তোমার অদর্শনে আমার চিত্ত প্রসন্ন থাকে না। তুমি যদিও আমার প্রতি ততদূর আকৃষ্ট নও, আমার সহিত একত্রাবস্থান যদিও তোমার প্রীতিকর নয়, তথাপি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার নিকট তোমাকে সর্ব্বক্ষণ রাখিতে চাই। এই ভালবাসা নিজ ইন্দ্রিয় তোষণ ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহাকে প্রেম বলে না। প্রেম বলিতে ভগবদ্ভাবণে যে একাগ্রতা, অব্যভিচারিণী রতি, তাহাকেই বুঝায়। যেখানে নিজ ইন্দ্রিয় প্রীতি, সে স্থলে কাম বিরাজমান। প্রেম ভগবৎসম্বন্ধেই একমাত্র। ভগবৎসম্বন্ধ অগ্রাহ্য করিয়া প্রেমের অস্তিত্ব নাই, সেরূপ স্থলে কামই বলবান। এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা জীবে প্রেম-বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে নিরীশ্বর নীতিশূন্য মানবগণের হৃদয়ে আদৌ প্রেম থাকিতে পারে না। নীতিশূন্য ব্যক্তিগণ পরস্বাপহারী, নিজ ইন্দ্রিয়প্রীতি ভিন্ন বা নিজ ইন্দ্রিয় প্রীতিদায়ক অন্য কাহারও প্রীতি উদ্দেশে তাহারা অপরের অশুভ সাধনকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে, সুতরাং যেখানে দ্বেষ সেখানে প্রেমের অধিষ্ঠান কিরূপে হইবে। যাঁহারা নিরীশ্বর নৈতিক জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা জানেন সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা বিধান করিতে পারিলে তবে তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। সুতরাং সমাজ শৃঙ্খলা করিতে গিয়া তাঁহারা অপকর্ম্ম হইতে বিরত হন অপরকেও সেই উপদেশ দেন, পরস্পর সাহায্য বিনিময়ে সুখপর থাকিয়া বিশ্ব উদ্ধার ব্রত লইতে পারেন। কিন্তু খুব ধীরভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপ প্রবৃত্তির পশ্চাতে জীবে প্রেম বলিয়া কোন বৃত্তি নাই। নিজেন্দ্রিয় প্রীতিই তাঁহাদিগের লোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তিগণ বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড জৈমিনী বা পাশ্চাত্য মনীষী কম্‌টের অনুবর্ত্তনে কর্ম্মফল বিধাতা কর্ত্তা এক ঈশ্বরকে ঈশ্বর বা অন্যকোন নামে স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিলেও তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের বিশ্বাস না থাকায় তাঁহারা সেশ্বর পরিচয়েও নিরীশ্বর। তাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক নিজ মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়া যে জীবহিতসাধনে যত্ন করেন তাহা প্রেম নহে, কাম। যেখানে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রেম নাই, সেখানে জীবে প্রেম কখনও স্থান প্রাপ্ত হয় না।

এতদ্ব্যতীত যদি ব্যষ্টিগত ভাবে জীবে প্রেম আলোচনা করা যায়, আমরা দেখিতে পাই ব্যক্তিবিশেষ মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র মানবের শুভ সাধনে তৎপর, তাহাও অল্পস্থলে তাঁহারা অনেকে তাঁহার নিজ সম্পর্কে আত্মীয় কেহ স্বগ্রামবাসী, কেহ স্বপ্রদেশবাসী, কেহ স্বদেশবাসী ইহাদের মঙ্গল চেষ্টা কিছু সমগ্রভাবে প্রেম নহে। ইহারা প্রথমে নিজপরিবারের ব্যক্তিবর্গকে ভালবাসে, পরে স্বগ্রাম, স্বদেশবাসী ভাল বাসে। আমরা জিজ্ঞাসা করি ইহার সীমা কোথায়? চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগতে অনন্তকোটী জীব আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে এরূপ গণ্ডী বাড়াইয়া বাড়াইয়া আমরা ভালবাসিতে সমর্থ হইব। মানবই একমাত্র জীব নহে। অনন্তকোটী অদৃশ্য জীবাণু আছে, তাহাদের বিষয় কে চিন্তা করিতেছেন? যাঁহারা তাঁর সেবা জীব সেবা করিয়া ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন আমিষ আহার বর্জ্জন করিয়া জীবনাশে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন? মূলে ভগবৎপ্রেম উদ্বুদ্ধন করিয়া জীবে প্রেম শাখাবিহীন মূলবিহীন। ইহাদের বিচার এইরূপ বৃক্ষটীকে সতেজ রাখিতে প্রথমে পাতায় পাতায় জল ঢাল, পরে পল্লবে পল্লবে, তৎপরে শাখায় শাখায় জল সেচন কর। এরূপ বিচার বাতুলের বিচার ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? বুদ্ধিমানের বিচার বৃক্ষের মূলে জল সেক করিতে হইবে। সেইরূপ কয়েকটী জীব মাত্রে প্রীতি করিলে সর্ব্বজীবে প্রীতি হয় না ঐরূপ অধিরোহ বিচারকে ক্রমপর্য্যায়ের পন্থা বলা যায় না। ক্রমপর্য্যায়ে প্রথমে মূলসেক, পরে বিস্তারিত হইয়া প্রেম দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। এক্ষণে আমরা এই ক্রম বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহাদের ভগবৎপ্রেমে শ্রদ্ধা হইয়াছে ও তৎকল্পে যত্ন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ জানা যায়। যাঁহাদের চেষ্টা কেবল প্রাথমিক, তাঁহাদিগকে কনিষ্ঠ অধিকারী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই অবস্থার সহিত বৃক্ষমূলে জলসেক কালের তুলনা করা যাইতে পারে। যে সময়ে জল সেচন করা হয়, তৎমুহূর্ত্তেই কিন্তু সে জল দ্বারা বৃক্ষের পুষ্টি বিষয়ে উপকার হয় না। সেইরূপ মানবের প্রাথমিক শ্রদ্ধার অবস্থায় ভগবৎ প্রীতি সম্যক্ হয় নাই। অর্চ্চা বিগ্রহে শ্রদ্ধার সহিত পূজাদিতে যত্ন হইয়াছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তাদিতে তখনও বৈষ্ণব বুদ্ধিপ্রযুক্ত পূজা বা আত্মীয় বুদ্ধি হয় না, সেই অবস্থায় মানবের কনিষ্ঠাধিকার। এক্ষণে প্রেমের কলিকার মুকুলোদ্গম মাত্র হইতেছে। এই কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তের হৃদয়ে ভাবোদ্রেক হয় নাই এখনও তিনি ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম বুঝিতে পারেন নাই, ভক্ত সেবায় এখনও তাঁহার রুচি সঞ্জাত হয় নাই।

ক্রমে যত্নের সহিত এই ভাবে প্রেম বর্দ্ধন করিতে করিতে যদি প্রতিকূল কোন বিড়ম্বনা বাধা না দেয় তাহা হইলে মুকুল ক্রমে পুষ্ট হইতে হইতে নিমীলনোন্মুখ কলিকায় পরিণত হইবে। জলসেকের উপমাস্থলে এই সময়ে সেই জলে বৃক্ষের পুষ্টির উপকরণ সমূহ মিশ্রিত হইয়া রস হইয়াছে। বৃক্ষ মূলতন্তুগুলি দ্বারা সেই রস আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিতেছে ও ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রেরণ করিতেছে। এ অবস্থায় মধ্যম অধিকারী ঈশ্বরে প্রেম পরতায় সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী করেন ঈশ্বরতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃপা দেখাইয়া ঈশ্বরে প্রেমপ্রাপ্তির উপদেশ করেন, আর ভগবৎসেবা বিরোধী ব্যক্তিকে উপেক্ষা দেখাইয়া তাহার সঙ্গ বর্জ্জন করেন। তখন ভগবৎসম্বন্ধে যিনি যেরূপ ভক্ত তাঁহার সহিত সেইরূপ আত্মীয়তা করা মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। যিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণনামে শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়াছেন, এখনও ভজনমার্গে প্রবিষ্ট হ'ন নাই, তাঁহাকে মধ্যমাধিকারী মনে মনে আদর করেন, যিনি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রণতি দ্বারা সম্মান করেন, আর উত্তমাধিকারীকে অর্থাৎ যিনি ঐকান্তিকভাবে ঈশভজন তৎপর অনন্যভাব, নিন্দাদিশূন্যহৃদয়, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে করিতে ক্রমে নিজে উত্তমাধিকারীর পদবীতে উন্নীত হইতে থাকেন।

উত্তমাধিকারে প্রেম এখন কোরকাবস্থা নহে, ইহা এক্ষণে পূর্ণ বিকচিত পুষ্প। জলসেক উপমাস্থলে রস এক্ষণে শাখায় প্রশাখায় পল্লবে পত্রে পুষ্পে ফলে সঞ্চারিত হইয়া বৃক্ষের সম্যক্ পুষ্টি সাধন করিতেছে। উত্তমাধি-

কারী দাবের ভজনমাত্রক নিখিল সংসারেই ভগবৎদর্শন করেন এবং সমস্ত বিশ্বকে শ্রীভগবানে দর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে নিখিল সংসারেই ভগবৎক্ষেত্র এবং ভগবানই সংসারের অধিষ্ঠাতা আশ্রয় তখন তিনি সকলবস্তুকেই প্রেমনয়নে অবলোকন করেন। ইহা পরমেশ্বরের অনন্ত মহত্তার ফল। এ অবস্থায় ভক্তের নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবদ্মুখ হয় এবং আত্মার সুদৃঢ় অজ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত হয়। তখন তিনি সর্ব্বত্রই ভগবানের পরম মাধুর্য্য দর্শন করিয়া আকৃষ্ট হন। ইহাই প্রেমের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা! এই অবস্থা হইলে তবে অন্বয়জ্ঞানের বিকাশে জীবে প্রেম সম্ভবপর হয়। নচেৎ কৃত্রিমভাবে এ পাত্রে ও পাত্রে প্রেম করিতে করিতে জীবে প্রেম সাধন হয় না। ভগবান্ যখন আমাদের প্রেমের পাত্র হ'ন তখন তৎসম্বন্ধে সৎশাস্ত্র আমাদের প্রেম হইতে বিশ্ব প্রেম।

এই ক্রমপন্থাই প্রকৃত মার্গ। ভগবানকে মূলে ধরিয়া প্রথম হইতে তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইবে। ক্রমে সম্বন্ধ জ্ঞান পুষ্ট হইতে থাকিলে ও সেই প্রেম ক্রমে অর্চ্চা বিগ্রহ হইতে পূর্ণভগবদ্বিগ্রহে বিস্তারিত হইলে আমাদের প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা প্রথমে একটী জীবে, পরে দুইটী জীবে এইরূপে প্রেমবর্দ্ধনের উপদেশ দেন, তাঁহাদের যুক্তি অশাস্ত্রীয় ও তাঁহাদের ব্যবসাদ্ধিকা বুদ্ধির অভাব।

প্রচার প্রসঙ্গ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাব্দের সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান সুযোগ্য পাত্ররাজ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্নতির জন্য বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা ও বিচারক্ষমতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপরিচয়ে ধন্য হইয়াছি। তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ থাকিলেও তাঁহার সর্ব্বতোমুখী বৈষ্ণব-প্রতিভার প্রশংসা, তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সৌজন্যের সম্মান না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। বৈষ্ণবসাহিত্যিকের মধ্যে এই পুরুষসিংহ একটী প্রধান স্তম্ভ, বৈষ্ণবসমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কোন্ কোন্ বিষয়ে মতভেদ আছে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত না হইলেও কয়েকটী বিষয়ে তাঁহার সহিত শুদ্ধ গৌরভক্তগণের মতভেদ আছে জানি। গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর মনে করিয়া যাঁহারা অপ্রাকৃত রস বিপর্য্যয় করিয়াছেন তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী। শ্রীরূপ সনাতনাদি ষড় গোস্বামী, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি অন্বয় ভক্তগণ শ্রীবাসাদি শুদ্ধ পার্ষদ ভক্তগণ যে ভাবে শ্রীগৌর সুন্দরের নিত্য উপাসনা করিয়া থাকেন সেই উপাসনা হইতে পৃথক্ হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নবীননাগরীর ভজন পদ্ধতি শুদ্ধভক্তি হইতে মতভেদ উৎপন্ন করিয়া কর্ত্তাভজাদিগের শাস্ত্রের মত পোষণ করিয়াছে। উৎপত্ত্যসম্ভবাবরুধিণে এই মতের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নিরাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মধ্বমুনি প্রভৃতি বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই প্রকার শাস্ত্রের ভোগবাদকে আদর করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ ও শ্রীগদাধরাদি শক্তিগণ কেহই গৌরভক্তকুলকে আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ভক্তির পরিমাণ অনুসারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হরিপ্রিয়তমজ্ঞানে শুদ্ধ গুরুদেবের আশ্রয়গ্রহণই প্রেয়ঃ মনে করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধস্তন সভ্যসদস্যের উক্তিতে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু সেই পথ হইতে মতভেদ করিয়া জাতিগোস্বামীকে আচার্য্য-সম্মান ও অচ্যুত প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করেন।

চুঁচুড়া—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদবৃন্দ-উদ্দেশ্যে প্রচারের প্রতিষ্ঠাতা-গুরুর আবির্ভাব-উৎসব সম্প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবার্ষিকোৎসবাদিতে চিরদিনই সেইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু গৌড়ীয়ের বাবু নানা রকমের আউল, বাউল, নেড়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তেরটী সম্প্রদায়ের ও উহাদের আশ্রয়ভূত লোকদিগকে ও অপসম্প্রদায়ের প্রচার অধিকে ভাগবতদের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দিয়া, গুরুতত্ত্বের আচরণ হইতে মস্তকের করিয়াছেন। তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিভিন্নরূপের সহিত সমপর্যায়ে গণ্য করেন। তিনি মায়াবাদীকে তত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত সমপর্যায়ে গণনা করেন, তিনি নেড়ি ও মিশ্রিকে, ও অতক্তকে, গৌরবিদ্বেষ ও গৌরসেবককে একই শ্রেণীতে গণনা করেন। ইহাতে গুরুবৈষ্ণবের সহিত ব্যক্তিগত মতভেদ অবশ্যই আছে। তিনি কপট ও নিষ্কপট উভয়কেই গৌড়ীয় বলিয়া ভ্রম করেন। তিনি চিনি ও নুনকে একই বস্তু বলিয়া তত্ত্ববিরোধ করেন তাহা গৌড়ীয় উপযুক্ত গৌরবাণী মহাশয় সত্যাগ্রহের সম্পূর্ণ বিরোধী নহেন। তজ্জন্য তাঁহাকে বহুবার দেওয়া যাইতে পারে।

ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীপাট চাকুন্দি গ্রামই শ্রীশ্রীমৎ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর আবির্ভাব ভূমি। এই শ্রীপাটে স্বয়ং শ্রীমৎ শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু অর্চনাদি সাধনের জন্য এবং পরিত্রাণের জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীমূর্তি সংস্থাপন করেন।

কিন্তু কালের প্রভাবে এই শ্রীপাটের প্রাচীনকীর্তি এক্ষণে প্রায় অপ্রকট হইয়াছেন। বলিতে কি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির প্রভৃতির অতি শোচনীয় অবস্থা। কতদিন হইল এই স্থানীয় কোন কোন ধর্মশীল মহাত্মার স্বপ্নাদেশে মহাপ্রভুর বিগ্রহের উদ্ধার করার জন্য বাসনা হয়েছিল কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়; সুতরাং শ্রীমৎ আচার্য প্রভুর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সেবা সমুজ্জ্বলরূপে সংরক্ষণ করিবার এক্ষণে ভক্তমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

বৈষ্ণবের সম্প্রদায় বলিয়া নাই; ধার্মিক সদাশয় ব্যক্তিমাত্রেরই এই প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ করিতে উদ্যোগ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের সেবার অর্থব্যয়ই অর্থের প্রধান সদ্ব্যয় এবং উহাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের প্রধানতম আকর।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর দৌহিত্র বংশীয় শ্রীমদ্বিশ্বানন্দ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি বর্তমান সময় সেবা ভার এবং অর্থ সংগ্রহতার ন্যস্ত হইয়াছে। ইনি অতি সুদক্ষ ও নিষ্ঠাবান ভক্ত। যদ্যপি ভক্তবৃন্দ ইহাঁর নিকট অর্থদান করিলে তাহা এই অভীষ্ট সম্বন্ধেই ব্যয়িত হইবে, অপব্যয় হইবে না। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ৫১ নং বক্সিবাস টেম্পল ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইতে পারেন।

এইস্থানটী ই, বি, রেলের রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ লাইনের বেথুয়ায় রেলষ্টেশনের দক্ষিণে ৪ মাইল দূরে এবং ই, আই, রেলওয়ের নবদ্বীপ কাটোয়ার মধ্যস্থিত পাটুলী ষ্টেশনের ৫ পাঁচমাইল দূরে অবস্থিত।

Sri Goudiya Math

The Amrita Bazar Patrika 1st March 1924.

A UNIQUE CELEBRATION

The 50th birth-day anniversary of Paramhansa Paribrajakacharya Srimat Bhaktisidhanta Saraswati Goswami Maharaj wellknown to our readers was celebrated by his disciples with great devotion and eclat at the Calcutta head quarters of the Sri Goudiya Math at Ultadingi Jn. Road on Sunday the 24th inst. The excellent and elaborate outbursts of the "Bhaktas" of the math which were nicely printed and sweetly read out on the occasion were simply charming and appealing. The audience consisting of about a few hundred respectable and educated ladies and gentlemen of the town heard and witnessed with rapt attention the addresses made and the

ceremonies performed on the occasion for about 6 hours and were then sumptuously treated to 'Mahaprasad'. The whole thing was managed in such a way as to convince audience of the necessity maintaining even to-day the high standard expressed about Acharya' by Sri Krishna i. e. the 'Acharya' should be such as can guide his desciples to the spiritual world and should be regarded by them as a being superior. অনুবাদ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

অপূর্ব্ব মহোৎসব।

২৪শে মার্চ্চ রবিবার দিবস ১, নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আমাদের পাঠকবর্গের সুপরিচিত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পঞ্চাশদ্ বার্ষিক আবির্ভাব উৎসব মহীর বিধানগুলী দ্বারা সাতিশয় ভক্তি ও মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে ভক্তবৃন্দের মনোরম ও জ্বরস্পর্শী ভক্ত্যুচ্ছ্বাসাবলী বিশুদ্ধভাবে গ্রথিত ও অতি পরিপাটীর সহিত মুদ্রাঙ্কিত হইয়া কলিকাতার কয়েকশত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মণ্ডিত সভায় মধুর ভাবায় পঠিত হইলে শ্রোতৃবর্গ অতি মনোযোগ সহকারে সেই সকল অভিনন্দন পত্র সমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং উৎসবদর্শন করিয়াছিলেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা কাল [illegible] উৎসব, চলিয়াছিল এবং উৎসবান্তে সকলকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সমস্ত উৎসব ব্যাপারটী এইরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল যে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়াছিল যে বর্ত্তমান কালেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণোপদিষ্ট "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" আচার্য্যের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করা আবশ্যক অর্থাৎ যিনি আচার্য্য হইবেন তিনি শিষ্য-মণ্ডলীকে ভগবদ্রাজ্যে অগ্রসর করাইতে সমর্থ হইবেন এবং শিষ্যগণও আচার্য্যকে ভগবানের অভিন্ন স্বরূপ জ্ঞানে ভক্তি করিবেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর [illegible] ভক্তবৃন্দের [illegible] উৎসব, নামকীর্ত্তন, [illegible] ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব [illegible] প্রতিদিন হইবে। বাহিরের [illegible] সময় শ্রীমদ্ভাগবতাদি [illegible] শ্রী সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের [illegible] সৎকার্য্য স্থানীয় ও সমাগত [illegible] সভাধিবেশের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। [illegible] সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদে পরিমার্জিত [illegible] বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের [illegible] ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুসম্পন্ন [illegible] ২৪শে ফাল্গুন হইতে ৭ই চৈত্র [illegible] প্রকারে হইবে।

(১) ২৪শে ফাল্গুন—জম্বুদ্বীপ, (২) [illegible] শ্রীমন্দ্বীপ, (৩) ১লা চৈত্র—গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) [illegible] মধ্যদ্বীপ, (৫) ৩রা চৈত্র—কোলদ্বীপ, (৬) ৪ঠা চৈত্র—ঋতুদ্বীপ, (৭) ৫ই চৈত্র—মহদ্বীপ, (৮) ৬ই চৈত্র—রোদ্রদ্বীপ, (৯) ৭ই চৈত্র—ব্রহ্মদ্বীপ।

সজ্জনবিস্তর—

শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (রায়বাহাদুর), [illegible] পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী [illegible] (এম্ এ, বি এল্)।

সম্পাদকবর্গের [illegible]

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রবন্ধাদি ইত্যাদি পরমহংস শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর শ্রীমঠ, পোঃ আঃ, জিলা হুগলী ঠিকানায় পাঠাইবেন। উহার যথারীতি বিচার গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশিত [illegible]

———

শ্রীধাম পরিক্রমা।

কাহারো ভাগ্যেতে ব্রজের ভজন তার হয় কখনো।
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপ-প্রকটন॥
নবদ্বীপগোলোক ভেদ কিছু নাই সেই চিৎ অপ্রাকৃত।
ভেদ দেখা যারে সে বড় নিরোধ মায়ার দ্বারে বিক্রীত॥
বৃন্দাবনাতে নবদ্বীপ ধাম যেবা জানে সে উত্তম।
গৌরারি শাস্ত্রেতে এই উপদেশ লঙ্ঘিবে মাত্র অধম॥
সংসার ভোগকে চিরকাল সবে মরিতেছি খোঁ পুষিয়া।
বিষয় বিষয় করিয়া ছুটাছুটি জনম গেল বহিয়া
জড় পরিক্রমা চিরকাল কৈনু না হলো বিবেকোদয়।
অপ্রাকৃততত্ত্বে রতি না জন্মিল সেবন করিনু ছয়॥
ছয়ের তাড়নে জর্জ্জরিত মোরা, তাদের সেবায় রতি।
লক্ষ লক্ষ জন্ম গেল যে কাটিয়া কি-হবে মোর গতি।
লজ্জা কিংবা ঘৃণা কাহারি জানে, না অকার্য্য কথার নিত্য।
এত করে' তবু উপায় নাই, হা ধিক! মোহের ভৃত্য॥
ছিলেকও মাত্র অবসর নাই, তাদের হুকুমাদ্ খাটি।
আমার ভাগ্যেতে শান্তি ত' হোলনা সকল হইল মাটি॥
নাসার ছিদায় রজ্জু লাগাইয়া তৈলিক ঘুরায় গরু।
সেইমত মোরে ঘুরায় ছজনা, যেখানে সংসারমরু॥
এদের পীড়নে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবুত সংজ্ঞা না হয়।
এদের দাসত্ব তবুও না ছাড়ি শুধু অধীনতায়॥
স্বরাটের সেবা ভুলেছি বলিয়া স্বাধীনতা গেছি ভুলে।
চির পরাধীন কামাদির বশে, বদ্ধতা অবিস্মরণে॥
স্বরাট সকল শ্রীচৈতন্য-নিধি তাঁহার সেবায় রতি।
কেমনে পাইব স্বাধীন হইব সতিব উন্নত গতি॥
নবদ্বীপে চাঁদ আমাদের স্বরাট্ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ভাই।
ভক্তপরিবৃত শ্রীধাম তাঁহার, তাহার সেবায় যাই॥
শ্রীধাম-সেবায় গৌরসেবা হবে ঘুচিবে ছয় প্রকোপ।
ধাম পরিক্রমা সেই ধাম সেবা যাহাতে অবিজ্ঞালোপ॥
ত্রিবার ত্রিকাল সাধু-আজ্ঞামতে পরিক্রমা যেবা করে।
শ্রীগৌর-সুন্দর সেবা দেন তা'রে সে মায়া-সাগর তরে॥
বিষয়-চৌদিকে পরিক্রমা ছাড়ি সাধু মহাজন সঙ্গে।
এস, ভাই, সবে ধাম-পরিক্রমায় সাধায় ত্রিনিধ বরে॥
অন্তর্দ্বীপ যোগপীঠ মায়াপুর গৌরজন্ম স্থল।
কর্ণিকার কেশর অষ্টদিকে তা'র অষ্টদীপ পদ্মদল॥
অন্তর, সীমন্ত, শ্রীগোদ্রুম, মধ্য গঙ্গাপূর্ব্বে দ্বীপ চায়।
পশ্চিমে, কুলিয়া অতুলমহীপ, মোদ্রুম, ক্ষত্র আর॥
এই নব দ্বীপেনবদ্বীপ ধাম গৌরাঙ্গলীলার ভূমি।
এস মায়াপুরে ভ্রমিবে সকল সাধুর চরণ চুমি॥
মায়াজাল ছুটে সোনার চরণে হইবে আহুতি তবে।
শ্রীগৌরাঙ্গসেবন নিঃশ্রেয়স শুদ্ধ ভক্তি লভ হবে তবে॥
যাও, ভাই যাও, শুদ্ধ ভক্ত, জয় গাও ভাই সবে মিলে।
কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে ধামপরিক্রমা বহু ভাগ্যফলে মিলে॥
চৈতন্য মঠের ভক্তবৃন্দ মেলি জীবেতে করুণা-ভরে।
বদ্ধপরিকর সে সৌভাগ্য দিতে ধনী নির্ধন সবারে॥
শ্রীগৌর সেবায় ভক্তকুল রত তাদের সেবায় লাগি।
ধনীর দুয়ারে সাধু সমাগত আবশ্যক দ্রব্য মাগি॥
শুদ্ধভক্ত কার্য্যে সহায় হইয়া সুকৃতি অর্জ্জয়ে ধনী।
সেই দ্রব্য লয়ে অকিঞ্চন সাধু উচ্চৈঃ প্রসাদদানে॥
সে প্রসাদ লভি ধামপরিক্রমা নিশ্চিন্তে সকলে করে।
আবার্য্য আবাস সাধুসবে যেন ভগবৎ সাধুবরে॥

কাকড়ের মাঠ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে।)

হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিলে বাবাজী নন্দী মহাশয়ের আশ্রমে নিশ্চই সময় সেবা করিবার কথা বলিয়া কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বিদায় হইলেন। আমি যথা স্থানে প্রসাদাদি পাইয়া ডাক্তার নন্দী মহাশয়ের আফিস ঘরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বাবাজী নবদ্বীপ পরিক্রমার ছাপান কাগজের প্রুফ সংশোধন কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত আছেন। আমাকে দেখিয়াই নন্দী মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, নন্দী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনার উপর কোন কাজের ভার আছে? আমি কোন উত্তর না করিতেই বাবাজী আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন।

ইনি কতিপয় বন্ধু বান্ধবসহ আমাদের সহিত সোজাসুজি কলিকা ঐ পল্লীতে সংকীর্তন করিলেন। তখন নন্দী মহাশয় আমাকে বলিলেন, শুধু তিলক কাটিয়া মালা জপ করিলে চলিবে না, লাঠি ধরিয়া ধারালির সময়, যাহাতে ঐ সকল ব্যবসাধারী ঠকুর বাড়ীতে না যায়, সেই প্রকার বক্তৃতা দিয়া নিবারণ করিতে হইবে।

কয়েকখানা পুস্তক (যাবারস্থরে পরিচয় দেওয়া যাইবে) আমার হাতে দিয়া বলিলেন, ভাল করিয়া পড়িয়া বুঝুন, কি করিতে হইবে। আমি বলিলাম, আপনারা যদি আগে আগে চান তবেই আমাদেরও যাওয়া হইবে লাঠিসহ পশ্চাদানুসরণ করিতে হইবে। নন্দী মহাশয়ের আলাপে বুঝিলাম, তিনি ঐ স্থানে পূর্বেই কিছু বেশী পরিমাণ ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং জমিদারদিগের সহিত জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষভাবে লিপ্ত আছেন। তাঁহার মুখে "শিশির মেনোরিয়াল" সম্বন্ধেও নানাপ্রকার গুজব কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, ইঁহারা সকলেই যখন এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন, তখন এটা একেবারে ভুয়ো কথা না হইতে পারে। যাত্রা থিয়েটারের সাজা নায়কের ন্যায় মস্তকোপরি বৃহৎ হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত লম্বমান শ্বেত শ্মশ্রুবস্ত্রাবরণ বিশিষ্ট ডাক্তার বাবুর কোন প্রকার বৈষ্ণবতার লক্ষণ না দেখিয়া মনে করিলাম, ইনি বোধ হয় বাহ্যিক চিহ্ন ধারণে বিরক্ত হইয়া, ভিতরে ষোল আনা ভক্তবাইয়াছেন। আমায় ভাবিলাম, বোধ হয় বস্ত্রহীন বওয়াতে সাধারণের ন্যায় বাহ্যিক্যবেশের জন্য ঐ প্রকার অবলম্বন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব দাসানুদাস—শ্রীযুক্ত রঞ্জন মিত্র

যশোহর রেল বাজার।

শ্রীগৌরধামের স্বরূপ

শ্রীভগবান গীতাশাস্ত্রে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

৬।২৫

অর্থাৎ হে অর্জুন, আমি পূর্বে অব্যক্ত ছিলাম এখন মূর্তিরূপে করিয়া প্রকাশিত হইয়াছি ইহা নির্বোধ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত। আমার নিত্য চিন্ময়স্বরূপ, চিন্ময়ধাম, চিন্ময়ী লীলা, চিন্ময়পরিকর আমার সহিত অভেদভাবে -অন্বয়-জ্ঞানরূপে অভিন্নীভেদবাদের মূলকে বিরাজিত থাকিয়া আমায় মোহ সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু আমি অভক্তগণের নিকট এইরূপভাবে প্রকাশিত নহি। তাহাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান প্রবল। তাহারা জড়ীয় অভিজ্ঞান লইয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত ও অতীত আমাকে মাপিতে যাইয়া আমার নিত্য চিন্ময় তত্ত্ব পাকিলে আমি প্রাকৃত মানুষের ন্যায় হইয়া পড়িব—এই ভয়ে আমাকে নির্বিশেষ ও নিরাকার বলিয়া কল্পনা করে, আবার কেহ কেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগতে প্রকাশিত আমার সচ্চিদানন্দমূর্তিকে তাহাদের প্রাকৃত জড়-দেহের তুল্য মনে করিয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে, ঐ সকল মূঢ়লোকদের চক্ষু যোগমায়ারূপ ছায়া দ্বারা বিশেষরূপে আবৃত। তাই তাহারা জগতে উদিত আমার চিন্ময় স্বরূপ, চিন্ময় লীলা, চিন্ময়ধাম প্রভৃতিকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান করে।"

কিন্তু ভগবানে শরণাগত ভক্তগণের নিজ অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা বাস্তব বস্তু নির্ণয় করিতে প্রয়াসী নহেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, জড়চক্ষু বা জড়েন্দ্রিয় দ্বারা জড়বস্তুরই যাথার্থ্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। জড়েন্দ্রিয় দ্বারা আমরা সমুদ্রের তলদেশে কি আছে, পৃথিবীর অন্তরে কি আছে অনেক সময় জানিয়া উঠিতে পারি না। নয়নচক্ষে স্রোতস্বিনী বা প্রস্রবণের জল সুনির্মল প্রতিভাত হইলেও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বড়ই মেধাবী, প্রতিভাশালী, সুদূরদর্শী হই না কেন আমাদের জ্ঞান কখনও নির্দোষ জ্ঞান নহে। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পদে পদে প্রতিহত হইয়া থাকে। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়ে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় সর্বদা দূষিত। কিন্তু এমন একজন পুরুষ আছেন যাঁহার জ্ঞান অবাধ জ্ঞান, যাঁহার জ্ঞান দেশকাল ভেদে বা কখনও

হইতে পারেন এবং তিনি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ। জীব যখন কিঞ্চিন্মাত্রও নিজের ভূমিকা না রাখিয়া সেই পরিপূর্ণ-জ্ঞানস্বরূপে শরণাগত হন, তখন সেই অণুস্বরূপ জীবের স্বতঃজ্ঞান পূর্ণ-স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানালোকে বিভাসিত হইয়া বাস্তব জ্ঞানের উদয় করায়। সেই জ্ঞানের নামই অধোক্ষজ জ্ঞান। জীব সেই অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত দিব্যজ্ঞানে অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষের স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। তখন পরমেশ্বর ভগবানকে স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, বিলাসতনু,

পরিকরাদি সহ দর্শন করেন। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে সন্ধিনীশক্তিপ্রকটিত ধামপরিকরাদিদ্বারা স্বয়ং স্বতঃ কোনও ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, শ্রীধাম নিত্য ভগবানের চিন্ময় তনু, অন্তরঙ্গগণ নিত্য, ভগবানের লীলা নিত্য। তখনই জীব প্রকৃত উক্তি ব্রজমণ্ডল বা অপ্রাকৃতগৌড়মণ্ডলের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি মেঘোন্মুখ লোকে শ্রীনবদ্বীপধাম উপলব্ধি করিয়া বলেন।—

চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দ ময়ধাম চিন্ময় সকল॥
জল ভূমি বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিময়॥
স্বরূপ-শক্তির যেই মহিমা প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলা-পীঠ রূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহা হয় অবিদ্যাবিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিনকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দ-কৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥
গঙ্গা-যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান।
সপ্তপুরী প্রয়াগাদি আছে স্থানে স্থান॥
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল॥
স্বরূপ শক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে॥
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাবে সবে না পায় দর্শন॥

নিষ্কিঞ্চন ধামবাসী হরিজনের কৃপায় যাঁহার এইরূপ ভাবে ধামের স্বরূপ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয় তিনি কর্ম্মিগণের ন্যায় কদাকারী হইয়া শ্রীধামের দ্বারা স্বর্গাদি ভুক্তিলাভের প্রয়াস করেন না, কিংবা কর্ম্মত্যাগী মুমুক্ষুগণের ন্যায় ধামকে কল্পিতজ্ঞানে ধামের সহিত পাষণ্ডসম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হন না, অথবা তিনি ধামকে জড় জগতের কোনও স্থান মনে করিয়া খণ্ডসত্ত্ব জ্ঞানে জড় ভ্রমকারীর ন্যায় চিদ্বিলাসের চরম কর্ণ মূলিয়া দেওয়ান না।

হরিজনেতর শ্রীগৌড়মণ্ডলের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীগৌরতত্ত্ব বুঝা আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যময় বিগ্রহ। ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দ্বারা অচিন্ত্য শক্তিক্রমে আচ্ছাদন করিয়া চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঔদার্য্যলীলা দ্বারা শোভিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে বিরাজিত। সুতরাং শ্রীগৌরধামে যুগপৎ সকলধামের সমাবেশ, অধিকন্তু তাঁহা অধিকতর কৃপা-সঞ্চারী। যে ভাগ্যবান্ জন শ্রীগৌরধামের কৃপা লাভ করিয়াছেন তাঁহার আর কিছুই অলভ্য নাই। কারণ—

"শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশীকাঞ্চী আর।
অবন্তী দ্বারকা যেই পুরী সপ্ত সার॥
নবদ্বীপে সে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে॥

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য। ২য় অধ্যায়।

নিমাই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চোর দুজনা নিমাইকে কাঁধে কোরে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগলো। আর এক এক বার বোলতে লাগলো, ভয় কোরো না বাপ, এই বাড়ী এইটি। নিমাই বল্লে আমি ভয় কোরবো না, তোমরা আমাকে সন্দেশ দেবে তো। চোরেরা জঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে থাকে, ভারি একজন যোয়ান, তাকে দেখলেই ভয় হয়—চাল তলোয়ার খুলে জঙ্গলের ধারে পা চালি কোরে বেড়াচ্ছেন। তাকে দেখেই চোরদের তো প্রাণ উড়ে গ্যালো। একজন বোল্লে, না এখানে হবে না। পাহারাওয়ালা যদি টাকে তবেই সর্ব্বনাশ—একবারে কেটে দুটুকরো কোরে ফেলবে। বাবা! চেহারা দেখেই ভয় হোচ্ছে! আর একজন বোল্লে, তাই তো এখানে তো হয় না। ভারি গোল দেখছি! এখন করা যায় কি? চলো আগেকার জঙ্গলে যাকা যাবে, সেই খানেই কাজ শেষ হবে। এই বোলে সেই বনের দিকে যেতে লাগলো। নিমাইকে বোল্লে, বাপ আমার, কিছু ভয় কোরো না, এই এইচি। নিমাই বোল্লে আমি একটুকু ভয়ও কোলবো না, আমাকে সন্দেশ দেবে তো? চোরেরা নিমাইয়ের কথা শুনে বড় খুসী হোতে লাগলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, এমন বোকা ছেলের গা থেকে যদি গহনা খুলে নিতে না পারি, তবে চুরিবিদ্যে ছেড়ে দেবো—আর চুরি কোরবো না। এই রকম ভাবতে ভাবতে তারা জঙ্গলের কাছে এসে পোড়লো। দেখলে, এখানেও যেন ভারি একজন যোয়ান, তার দিকে চাইলে পরে ভয় হয়—চাল তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে চোরেদের গা কাঁপতে লাগলো। একজন বোল্লে, উঁহুঁ যা—যা! আর তো এগোনো যায় না? ওরে এখানেও যে তাই, এখানেও তো হয় না! আজ তো ভারি ঠেকে পোড়েচি দেখছি। দেবে কি প্রাণটা হারাবো নাকি? চ ঐ ঘুমুকের সোনডায় যাই।

এই বোলে চোরেরা নিমাইকে নিয়ে সেই ঘুমুকের দিকে যেতে লাগলো। বনের কাছাকাছি গিয়ে থাকে সেখানেও যেন মানা লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই রকম এক এক কোরে, নবদ্বীপের যেখানে জঙ্গল ছিল, সব ঘুরে বেড়ালো, কোন খানেই নিমাইয়ের গায়ে হাত দিতে পারলে না, সব যায়গাতেই অস্ত্রধারী পাহারা। বোধ হোচ্ছে যেন ওরেরই দিকে সব চেয়ে আছে।

সমস্ত জঙ্গল ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি শেষ হোয়ে এলো, কোন কাজ হোলো না, তারি ভাবনা হোতে লাগলো। সেই খানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজন পরামর্শ কোরতে লাগলো। একজন বোল্লে, তাই তো! এত কাজ কোরিচি, এ রকম গোলমালে তো কখন পড়িনি? সারা দিনটে বোয়ে গ্যালো, কিছু কোরতে পারলাম না! চ মোদের বাড়ী নিয়ে যাই, সেই খানেই সকাজ হবে। কেও জানতেও পারবে না। গহনা গুলো সব খুলে নিয়ে, ছেড়ে দিলেও হবে, না হয় গলা টিপেও কম শেষ কোরে দিলেও হবে। আর একজন বোল্লে, দূর! বাড়ীতে কি হয়? মাগীরা থেকে গোলমাল কোরে ফেলবে যে? এ চেহারা দেখলে কি আর মাগীরা ও কাজ কোরতে দেবে? চেহারা দেখে আর কথা শুনে, আমারই মনটা এক একবার কেমন কেমন কোরচে। কাঁধে কোরে বোয়ে বোয়ে মোনের ভেতর কি যেন হোচ্ছে। আর একজন বোল্লে, নে নে আর ধম্মগিরিতে কাজ নেই। ছোর ধম্মগিরি ফেলে দে। ফেটিয়ে মাগীর মাতা ভেঙ্গে দেবো, যদি গোলমাল করে। চ নিয়ে চ। বড় চোরের এই কথা শুনে, সে আবার নিমাইকে কাঁধে তুলে নিলো। বোল্লে, বাপধন, এইবার বাড়ী পেইচি, আর ভয় নেই। নিমাই বোল্লো, আমি ভয় কোলবোনা, তোমাদের যেন থিক থাকে। আমায় সন্দেশ দেবে তো? বাপ আমার, বাড়ী গিয়ে এক বাটী সন্দেশ দেবো এখন, বোসে বোসে খেও, বোলে বেতে আরম্ভ কোরলে। নিমাই কাঁধে চোড়ে মজা কোরে হাসতে হাসতে যাচ্ছে। কোন ভয় নেই। চোরেরা যেন তার চাকর—কাঁধে কোরে নিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন কাঁধের ওপোর যাতেও কোন কষ্ট হোচ্ছে না, বেশ খুসি।

মামা কড়া ভাষাটা গায়ে দিয়ে
আড়া ছাড়ি কোরে চলে অন্ধকার তখনও ভাল করে
হয় নি, সব ঘরে আলোর রোশ্নাই কোরেছে,
ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যে আরতি কোরবে বোলে, সব শঙ্খ, ঘণ্টা
বেজে উঠেছে। বোধ হয় বা সকাল সকাল
বিছনা কোরবে। সব লোকেই এই
সব নিয়ে ব্যস্ত, সকলেই বেশ খুসী। কেবল জগন্নাথ মিশ্রির
বাড়ীতে সন্ধ্যে বাতির কোন কাজ হোচ্ছে না। জগন্নাথ
মিশ্র আর শচীদেবীর মনে কোন সুখ নেই, মাতায় হাত
দিয়ে বোসে বোসে কাঁদছে। সারাদিন খায়নি, নিমাইকে
খাওয়া খোলো না। বুকের ভেতর ফেটে যাচ্ছে, প্রাণটা যদি
এখনই বেরিয়ে যায়, তবে যেন সব ঠাণ্ডা হয়। নিমাই
পাড়া পোড়শীদেরও বড় ভালবাসা ছেলে, তারাও সব
জগন্নাথ মিশ্রির বাড়ী এসে হায় হায় কোরছে। আর এক
একবার সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে, বাপ নিমাই! বাড়ী
আয় বাপ, তোর মা বাপ কেঁদে কেঁদে খুন হোচ্ছে, আয়
বাপ, বাড়ী আয়, সন্ধ্যে হোলো, বাপ আর থেকো না।
সন্ধ্যে বাতি জগন্নাথ মিশ্রির বাড়ীতে নিরানন্দ বটে কিন্তু
নবদ্বীপের আর সব যায়গাতে লোক সব সন্ধ্যে বাতির কাজে
ব্যস্ত। দোকান দারেরাও আপন আপন দোকানে আলোর
ব্যবস্থা কোরছে। সকল লোকই সারা দিন কাজ কর্ম্ম কোরে
খুসী মনে বাড়ী যাচ্ছে। কেওরা কাজ কর্ম্ম সেরে একটু
ব্যাড়াতে বেরুচ্ছে। রাস্তায় এত লোক যে, ভিড় ঠেলে
যাওয়া যায় না। এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, চোরেরা নিমাইকে
কোলে ফেলে, তার গায়ের সব গহনা গুলো খুলে নেবে বোলে,
নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় কত লোক, কেও কাকে জিজ্ঞাসা
করে না, কোরা যাচ্ছে, সকলই আপন আপন কাজে মত্তো।
নিমাই কাঁদে চোড়ে যেতে যেতে একবার ভারি খুসী হোয়ে
চেঁচিয়ে উঠলো, "এইবার আমাদের বালি পেইচি, এইবার
আমাদের বালি পেইচি, এই আমাদের বালি। একন
আমায় এক বাতি ছন্দেশ দেবে তো? চোরেরা নিমায়ের
কথা শুনে একেবারে চোমকে উঠলো। হটাৎ ঘুম ভেঙ্গে
গেলে যেমন ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়, চোরেদেরও তেমনি
ভাবাচ্যাকা লেগে গ্যালো—ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে, ফ্যাল ফ্যালে
চোরে এদিক ওদিক দেকতে লাগলো। একজন বোল্লে,
ওরে ও ভাই এ কোতা এনেন রে! এতো মোদের
বাড়ী নয়, এ পাড়া খানাও ত মোদের পাড়া নয়, ভাল লোগ!
এ ভাব বাড়ী এসে পোড়িচি! আমি তো মোদের পাড়ার
রাস্তা বোরে ধোরে বরাবর আসচি, তবে একি গোলো?
ভেলকি লেগে গ্যালো নাকি? বড় চোর বোল্লে, তাই তো।
এ মোদের গাঁও নয়, এ মোদের পাড়াও নয়, মোদের এ
বাড়ীও নয় দেকচি। "আরে, এ কাদের বাড়ী এলাম!
সব্বনাশ হোয়েচে, মোদের এলো ভুলোয় পেয়েচে আর কিছু
নয়। ছাওয়ালদের সেই জাওড়াতলা দিয়ে এইচিল তো?
সেইখানেই গোল হোয়েচে। ও গাছটায় যে বেহ্মদোত্যি
আচে, জানিস নে? ভুলিয়ে মাটের ভেতর নিয়ে গেলে তো
পেরাণ তা হারাতাম। নামা, নামা, সব্বনাশ হোয়েচে,
শীগ্‌গির নামা যা হবার তা হোলো। শীগ্‌গির নামা, পালা,
ধরেরে এই বোলে চোরেরা নিমাইকে কাঁধ থেকে নামিয়ে
নিয়ে দৌড়িয়ে পালিয়ে গ্যালো। (ক্রমশঃ)

নদীয়ার চাঁদ।

বসন্তের ফুলরাশি নবীন সজ্জায়
সাজিছে কাহার তরে? কার শ্রীচরণে
দিবে এ ফুলের ডালি? কার পরিমায়
দশদিক্ উল্লসিত? চন্দ্রমা গগনে
বিতরিছে সুধারাশি! পৌর্ণমাসী দেবী
কাঁর প্রতিক্ষায় বসে? বুঝি বিশ্বপতি
বিশ্বে হইবে উদয়; পদ সেবিবারে
তাঁর এই আয়োজন—এই লয় মতি।
শচীগর্ভসিন্ধুমাঝে গৌড়ের আকাশে
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উদিল বেদিনে,
সেইদিন সমাগত! প্রাণভরে হাসে
যত ভকত-চকোর, মত্ত গুণ-গানে।
কাঁপাইয়া দশদিক ভেদিয়া গগন
উঠিয়াছে হরিধ্বনি—পাষণ্ড দমন।

শচীর দুলাল।

জনমিয়া নবদ্বিপে, উজর গোধূলি-লগনে রে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাতে, মধুর মধুর বাতে, শচীর অঙ্গনে রে॥
এ চাঁদে দেখিয়া চাঁদ, মনে মানি পরমাদ, ম্লান হোয়ে গেল রে।
লোকে বলে রাহুর্যায়, গরাসিল চাঁদে, হায়, ঐ গোল উঠিল রে॥

• •

ঘন ঘন হরিধ্বনি, চৌদিকে ভরল রে, অবনীতলে।
হেন সময়ে নিমাই, উজালা করল রে, নিমের মূলে॥
শচীগর্ভ সিন্ধু হোতে, এলো গৌরচাঁদ রে, জীবহরষে।
রাধাভাবদ্যুতি লোয়ে, জগতের নাথ রে, প্রেমের রসে॥

• • • •

বিষয়বিগ্রহ হরি, আস্বাদিতে আশ্রয়ের সুখ।
রাধাকান্তি অঙ্গীকরি, হইলেন রাধাভাবোন্মুখ॥
আশ্রয়ের শিরোমণি, শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী মোর।
তাঁর ভাবকান্তি লোয়ে, কৃষ্ণচন্দ্র হোলেন বিভোর॥

৯

উজল রসশ্রীমন কতুনা পাইল।
সে রস বিলাতে প্রভু আপনি আইল॥
এমন দয়াল প্রভু আর কেবা হয়।
পাপীতাপী সবকেরে প্রেম বিতরয়॥
নবদ্বীপ মায়াপুরে যোগপীঠ ধাম
তথা অবতীর্ণ মোর গৌর গুণধাম॥
আগামী পূর্ণিমাদিনে গৌর জন্মোৎসবে।
যোগপীঠে মহোৎসাহে এস ভাই সবে॥

নিবেদন।

শ্রীরাধাভাবন কলিজীবে দয়া করি।
শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতরি॥
সর্ববিধা ভকতি জীবে করিলাহে দান।
স্বহস্তাদে শিখায়ে জীবে নিজে ভগবান॥
স্ত্রীপুত্ররূপে কলিনিজ সঙ্গিনী-সকাশ।
পুরধাম ব্রজে গৌড় বিবিধ বিলাস॥
শ্যামদেশ বলে জীব প্রভুসেবা পায়।
অগতির সদগতি ভকতবিরাজিত॥
পুরীবৈকুণ্ঠ-তলে জীবের পুরাসক্তি-ক্ষয়।
ত্রিপুরীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি-সেবনেতে হয়॥
ব্রহ্মপদ্মা ধরি জীব নিত্যানন্দ সঙ্গে।
আত্মাপুর-ক্ষেত্র করি স্বভাবে তরঙ্গে॥
ভক্তকবি নামগায়ি-মহা কীর্ত্তিভরে।
প্রবিক্রমা করি শেষে মিলে শচীঘরে॥

জ্ঞাতিত্ব মানব জন্ম, যেনা করে সাধুসঙ্গ,
তার জন্ম বৃথা যায় ভাই।
ক্ষেত্রে বাস হৈল যার, তাঁর সঙ্গে বাস যার,
তাঁর সেবা জন্মে জন্মে চাই॥

সম্পাদকীয় নিবেদন।

আগামী সপ্তাহে অর্থাৎ ৯ই চৈত্র ২২শে মার্চ শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীপত্রিকা বন্ধ থাকিবেন। তৎপর সপ্তাহ অর্থাৎ ১৬ই চৈত্র ২৯শে মার্চ হইতে পুনরায় প্রতি সপ্তাহে বাহির হইবেন।

ভারতীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—পঞ্চদশ অধিবেশন। আগামী ৭ই ও ৮ই বৈশাখ (১৩৩১) ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল শনি ও রবিবার বামাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের আহ্বানে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ বিএল মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি; কবিরাজ

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের বিভিন্নবিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাধারণ সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, এম্ এ, এফ আর এস, ; সাহিত্য শাখার সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু সেন বাহাদুর ; ইতিহাস শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বিএল, ; দর্শনশাখার সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ ; বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্ সি, বিএ, ।

বিবাহ বিচ্ছেদ :—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী মনীষেলা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে নাখোদা মস্‌জিদে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। তিনি গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ বাটারওয়ার্থের এজলাসে তাঁহার হিন্দু স্বামী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। জজ বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে বালকবালিকাকে ঈশভক্তি শিক্ষা না দিবার ফল এইরূপই হইয়া থাকে।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন জজ। হাইকোর্টের সরকারী উকীল রায় দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর মিঃ র‍্যাঙ্কিনের স্থানে অস্থায়ী জজ নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গেল। মিঃ র‍্যাঙ্কিন বর্ত্তমানে সিভিল ওয়ার্ক্স কমিটিতে কার্য্য করিতেছেন।

অধ্যক্ষের পদত্যাগ :—আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় নাকি উক্ত কলেজের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া নারায়ণগঞ্জের নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজে যোগদান করিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নূতন সদস্য—শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ ডন্ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় গবর্ণর বাহাদুর সরকারী শিক্ষা-ডিরেক্টার মিঃ ওটুলকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

বৈদেশিক।

ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—ফরাসী আর ইংরেজে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিয়া কিরূপে এই দুই জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ফরাসী মন্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি বলেন যে, মাইনল্যাণ্ডে, রুহ্র এবং প্যালেষ্টাইনে যে গোল বাধিয়াছে তাহার মীমাংসা করিতে হইলে ইংরেজ আর ফরাসীকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। উভয়েই চাহে শান্তি, কেবল সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া একে অন্যকে ভুল বুঝিয়া এই অ-প্রীতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলেন যে, এখন ব্যবস্থা করা কেন সম্ভবপর হইবে না, যাহার ফলে ক্ষতিপূরণ-সমস্যার সমাধানে ইংরেজ বা ফরাসী কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।

ফরাসীমন্ত্রী পঁয়কার তদুত্তরে জানাইয়াছেন যে ইংরেজের সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিতে ফরাসীর কোনরূপ আপত্তি নাই—ইয়ুরোপের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ফরাসী ইংরেজের সঙ্গে এক যোগে কাজ করিতে রাজী আছে।

মরক্কোতে যুদ্ধ :—স্পেন প্রায় ৫০০০ নূতন সৈন্য পূর্ব্ব মরক্কোতে প্রেরণ করিয়াছে। বিদ্রোহীদের শাস্তি দিবার আয়োজন চলিতেছে। স্পেনিশ সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে সর্ব্বত্রই বিদ্রোহীগণ হারিয়া যাইতেছে। স্পেনিয়ার্ডদের হতাহতের সংখ্যা ৫০ জনেরও কম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৬ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩১, ১৯শে এপ্রিল ১৯২৪ | ১৩শ সংখ্যা

সুদর্শন।

দর্শন শব্দের অর্থ অবলোকন বা দেখা। দর্শন দুই প্রকার—কুদর্শন ও সুদর্শন। কুদর্শন শব্দে কুৎসিৎ ভাবে দর্শন বা তদ্যুক্ত কুণ্ঠিত দর্শনকে লক্ষ্য করে এবং 'সুদর্শন' শব্দে সুষ্ঠু দর্শন বা সমগ্র বৈকুণ্ঠ দর্শনকে বুঝাইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি যদি কাল বর্ণের চশমা ধারণ করিয়া জগৎ অবলোকন করেন তখন তিনি সকল বস্তুকেই কাল বলিয়া ধারণা করিবেন আবার কেহ যদি নির্মল চক্ষে জগৎ দেখেন তিনি যে বস্তুর যেটী প্রকৃত বর্ণ তত্তদ্রূপই দর্শন করিবেন। আমরা যখন কোনও উপাধি সংযোগে ধর্ম্মের স্বরূপ পরমেশ্বরের স্বরূপ, বা জীবের কিংবা জগতের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকি তখন আমাদের দর্শনও কাল চশমা পরিহিত শক্তির দর্শনের ন্যায় কুদর্শন, কিন্তু যখন আমরা নিরুপাধিক বৈকুণ্ঠ চিচ্ছক্তি দ্বারা ঐ সকল তত্ত্ব দর্শন করি তখনই আমাদের দর্শন সুষ্ঠু দর্শন হইয়া থাকে। কুদর্শনকারীর ইন্দ্রিয়গণ অর্থাৎ যাহা কুণ্ঠতাপূর্ণ সাহায্যে দর্শন করেন সেই যন্ত্রসমূহ অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্ত। তাহাতে ভ্রম অর্থাৎ বিপর্য্যয়, সংশয়াদি দোষ, প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, করণাপাটব বা ইন্দ্রিয় গ্রামের অপটুতা, ও বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছারূপ চতুর্ব্বিধ দোষ বর্ত্তমান। কুদর্শনকারীর অতীন্দ্রিয় বা সোপাধিক ইন্দ্রিয় নাই সুতরাং তিনি নিরুপাধিক অপ্রাকৃত নয়নে যাহা দর্শন করেন তাহা সুদর্শন পদবাচ্য। সেই অপ্রাকৃত নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা নিত্যসূরিগণ নিত্যকাল বিকুণ্ঠ ধামে পর দর্শন করিতেছেন। প্রেমাঞ্জনসুরঞ্জিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা নিরুপাধিক নির্ব্বিঘ্ন ভাগবতগণ জন্মজন্মান্তরে অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবের অপ্রাকৃত নিত্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রজস্থ গোপ-গোপীবৃন্দ, দাসগণ, সখাগণ, বৎসল পরিকরগণ, কান্তাগণ, সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়নেত্রে অচিন্ত্যগুণসম্পন্ন ভাব-দেহ বিভুজ মুরলীধর নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি থাকেন। শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দর্শন করাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্

অর্থাৎ হে অর্জুন, তোমার নিজের এই চক্ষু দ্বারা
দেখিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমাকে
চক্ষু প্রদান করিতেছি তাহা দ্বারা আমার যোগৈ-
শ্বর্য্যের স্বরূপ দর্শন কর। ভগবানের এই যোগৈশ্বর্য্য স্বরূপটী
সাধারণ জীবের। যে চক্ষু স্থূল নহে কিন্তু লোপাধিক
তাহাকে দিব্যচক্ষু বলে। এই লোপাধিক দিব্যচক্ষু দ্বারা
লোপাধিক যোগৈশ্বর্য্যময় ভগবৎ স্বরূপ দর্শন লাভ
হয়। কিন্তু নিরুপাধিক অধোক্ষজ চক্ষু দ্বারা ভগবানের
নিত্য অধোক্ষজ মাধুর্য্যময় স্বরূপটী দর্শন হইয়া থাকে।
কিন্তু যাহারা ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়যুক্ত জড়চক্ষু লইয়া
জড় ব্যতিরেক বা মায়িক উপাধির অন্বয় ভাবযুক্ত
লোপাধিক নেত্রদ্বারা ভগবৎ স্বরূপ দর্শন করিতে প্রয়াস
তাঁহারা কখনও ভগবানের সত্য দর্শন করিতে
পারেন না—ইহারাই অধোক্ষজোপাসক ভাগবতগণ কর্ত্তৃক
কুদার্শনিক বা কুত্ত দার্শনিক নামে অভিহিত। এই কু-
দার্শনিক সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়াতীত অচিন্ত্যগুণযুক্ত, সর্ব্বশক্তি-
মান পরমপুরুষ শ্রীভগবানের স্ব স্ব রুচি বা ভ্রমযুক্ত
লোপাধিক নেত্রদ্বারা, কর্ণের অধীন তত্ত্ব, চিজ্জড়-
সমন্বয় বা জড় নির্ব্বিশেষ নিরাকার ইত্যাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত
করেন। কুদর্শনজনিত জ্ঞান প্রবল থাকা হেতু তাহারা
শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা, ভূমসৎ পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মযুক্ত
অচিন্ত্যশক্তিত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া নির্ব্বিশেষ ভাব-
কে পরতত্ত্ব বলিয়া জ্ঞান করেন ও তাহাই প্রচার করিয়া
থাকেন বা তাহাতেই স্থানে এই
সম্প্রদায়ের অভাব নাই। বৈশেষিক,
ন্যায়, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা এই সকলের ভাষ্যকার
গণ বা তাহাদের অনুমোদিত চতুর্দ্দশ দর্শন সকলই কুদর্শন।
এই চতুর্দ্দশ দর্শনের মধ্যে কেহ বা সাক্ষাৎ ভাবে
ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন আবার
সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিলেও
স্বীকার করিলেও সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের
স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিত্ব বা অধোক্ষজত্ব
নাই।

বেদের দর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসাই একমাত্র বৈদুষ্টদর্শন
বা সুদর্শন। কারণ বেদের শিরোভাগ শ্রুতির মীমাংসা করা-
হইবে, এই বেদোক্ত দর্শন গ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু কুদার্শনিক
গণ অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানে নির্ভর করিয়া শ্রীভগবানের
অধোক্ষজত্ব অচিন্ত্যত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে
কুণ্ঠিত তাঁহারা মুখে বেদ বা বেদান্ত দর্শন স্বীকার
করিয়াও স্বকপোলকল্পিত ভাষ্য দ্বারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য
বাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন
প্রণেতা সুদর্শনিক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বকীয়
সর্ব্বজ্ঞত্বাভিমানবলে এবং পরমবিষ্ণুভক্ত শ্রীনারদের আবেশে
এই বেদান্ত দর্শনের এক অকৃত্রিম ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া
সুদার্শনিকগণকে কুদার্শনিকগণের করাল কবল হইতে
রক্ষা করেন। উহাই শ্রীমদ্ভাগবত বা নিগম কল্পতরুর
পরম ফল। এই শ্রীমদ্ভাগবতকে কলিযুগপাবনাবতার
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একমাত্র সুদার্শনিক মীমাংসা এবং
পরম প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই
সুদার্শনিক মীমাংসাগ্রন্থে শ্রীভগবানই একমাত্র স্বরাট্
পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সেই শ্রীভগবান
অধোক্ষজ পুরুষ। সেই অধোক্ষজ পুরুষে অহৈতুকী ও
অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৬

সুতরাং যেখানে লোপাধিক জ্ঞান প্রবল সেখানে অধোক্ষজ
পরম পুরুষ বিষ্ণুর শ্রীহস্তে সুদর্শন বৈষ্ণব চক্র সতত
বিরাজমান। এই সুদর্শন বিষ্ণুভক্তগণের রক্ষায় নিয়ত।
কুদার্শনিকগণ যখন অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তগণকে ভ্রমপ্রমাদাদি
কুদর্শন সাহায্যে দেখিয়া মৎসরতাপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে
উপহাস করে বা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর
হয় তখন সুদর্শন তাঁহাদের রক্ষার্থে উপস্থিত হইয়া
থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় যখন ওপস্তাদদগ্ধ,
ব্রাহ্মণ আত্যন্তিমানী দুর্ব্বাসা নৃপ অম্বরীষকে দুর্ব্বাসা কুদর্শনদ্বারা দেখিয়া
অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের একান্তভক্ত মহাভাগবত অম্বরীষ
রাজর্ষি মহারাজকে অষ্টাঙ্গ যোগাদি তপস্যাহীন ক্ষত্রিয় জাতি-
মাত্র জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে অপরাধ করিয়াছিলেন, তখন

ব্রহ্মবন্ধুত্ব দুর্ব্বাসার ওষ্ঠাগত কালানল তুল্য তেজোময় বিষ্ণুর হস্তস্থিত সুদর্শন চক্র, দাবানল যেরূপ বায়ুর সাহায্যে বৃক্ষকে ভস্ম করে তদ্রূপ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। দুর্ব্বাসা দেখিতে পাইলেন যে ঐ সুদর্শন চক্র তাহার কৃত্যাকে ভস্ম করিয়া পুনরায় দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া আমি যখন ব্রাহ্মণ, তখন ব্রহ্মা অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন—এই আশায় নির্ভর করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন; ব্রহ্মা বলিলেন, আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞা বাহক মাত্র, সুতরাং যিনি তাঁহার ভক্তদ্রোহী তাহাকে রক্ষা করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। তদনন্তর দুর্ব্বাসা শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহেশ বলিলেন যে আমি সনৎকুমার ব্রহ্মা, কপিলাদি সকলেই শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত, সুতরাং সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন হইতে রক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত। দুর্ব্বাসা তখন অনন্যোপায় হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, আমি ভক্তপরাধীন, সাধুরা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং তুমি যদি মঙ্গল চাও অম্বরীষের চরণে যাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর। শ্রীভগবান বলিলেন,—

"তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়স করেউভে।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তুরন্যথা॥"

ব্রাহ্মণগণের তপস্যা বিদ্যা এই উভয় নিঃশ্রেয়স্কর কিন্তু যখন উহা অজ্ঞজ্ঞানদুষ্টব্যক্তির দ্বারা সাধিত হয় তখন বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। ভগবান দুর্ব্বাসার আতিআত্যন্তিমান, তপস্যাভিমান প্রভৃতি খর্ব্ব করার জন্য দুর্ব্বাসাকে পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অম্বরীষের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করাইলেন—

"এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ॥"

সুদর্শন চক্রদ্বারা তাপিত দুর্ব্বাসা ভগবান কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অম্বরীষ মহারাজের সন্নিধানে গমন করিয়া অতিশয় তাপিত অন্তঃকরণে তাঁহার পদযুগল ধারণ করিলেন। কুদর্শন কুদর্শন বা অজ্ঞ দর্শন হইলে জীব যখন বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, ভগবানে [illegible] প্রাকৃত বুদ্ধি করেন, সুদর্শন তখন ঐ সকল শ্রীমদ্ভাগবতব্যক্তিগণকে শাসন করিয়া থাকেন।

পথে দেখা।

স—মহাশয়, আপনাকেই খুঁজছিলাম, ভাল হোল, দেখা হোল, এই নিন একখানা কার্ড নিন। রবিবারে এই ঠিকানায় রবিবার সন্ধ্যায় যাবেন, তখন মিলনমধুর পূর্ব্বরাগ কীর্ত্তন হবে।

আ—নমস্কার, আপনাকে ধন্যবাদ; কিন্তু রসকীর্ত্তন শ্রবণের ত' আমার যোগ্যতা হয় নাই।

স—একি কথা বলেন, আপনারা অযোগ্য ত,' তবে কে? আপনারা নিরন্তর হরিকীর্ত্তনাদিতে মত্ত আছেন, আর আমরা পাঁচজন বৈষয়িক কাযে লিপ্ত থাকি।

আ—আজ্ঞে, আমি যথার্থই বল্‌ছি ঐ লীলাকীর্ত্তন শুনতে আমি যোগ্য নই। আমি অনর্থনিমুক্ত মুক্তপুরুষ নই।

স—মুক্তপুরুষ আর কে হ'বাই, সবাই ত' শোনেন।

আ—দেখুন, যাঁরা নিজকে যোগ্য মনে করেন, তাঁরা শোনেন। যাঁরা অনর্থযুক্ত জীব; অথচ রসকীর্ত্তন শ্রবণে ব্যস্ত, তাঁরা বড় কর্ত্তাদের কাছে ছুটোছুটি করেন, তাতে তাঁদের দরকার নেই।

স—যাঁরা কীর্ত্তন করেন, তাঁদের বিষয় আপনি কি বলেন?

আ—এতক্ষণ নিজের অযোগ্যতার কথাই বল্‌ছিলাম, আপনি আবার কথা তুল্‌লেন, পরের কথা এসে পড়ল কীর্ত্তনও অনর্থমুক্তপুরুষেরই অধিকার।

স—তবে এই যে "ভক্তমণ্ডলী" দেখিতেছেন ইহাদের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

আ—তাঁরা যদি সকলে অনর্থমুক্ত হ'ন, তা হোলে তাঁরা অধিকারী। তবে তাঁরা সাধকের কাছে কীর্ত্তন

বলেন শ্রীবলরামপ্রভুর কথা।

"বলরামানন্দ মনে,

নীলাচল কহে আ

নীলাচল সাধারণের কীর্ত্তনীয় নহে। যেহেতু তাঁরা সাধারণকে লইয়া কীর্ত্তন শুনাইতে প্রস্তুত তখন সকলে হয়, ইহা অনধিকৃত ও কীর্ত্তনে দোষ কিনা?

ম—না মশাই, ও কথা বলবেন না, তাঁরা খুব ভাল কীর্ত্তন করেন। তাঁদের কীর্ত্তন শুনে এক এক জনকে চোখের জল মুছতে দেখিছি।

আ—চোখের জল ফেলায় কতকে অন্য রকম। তাদের লক্ষণ না হোলে শুধু চোখের জল, গা কাঁপা, রোমাঞ্চ এসব দেখে তাদের উপর হোয়েছে বলা যায় না।

স—তাদের লক্ষণ কি?

আ—তাদের অনুকূল ভাবে হোলেই নানা অনুভাব দেখা যায়, তা'র মধ্যে একটী হোল বড় সংসারে বিরক্তি না হোয়েও, আর একটী হরিজন ভিন্ন বৃথা সময় কাটাবে না। এ দুটীর যেখানে অভাব, সেখানে অনুভাবের মত কিছু দেখা গেলেও বুঝতে হ'বে, কপটতা বা আত্মবঞ্চনা তা'র মূলে আছে, ভাব হয় নাই। আর অনেকের স্বভাবে পিচ্ছিল চক্ষু, তাদের অভ্যাসে হোলেই চোখে জল আসে।

স—এ রকম যদি বলেন, মশাই, তা'হোলে ত' কীর্ত্তনের আটচালাই উঠে যায়।

আ—আজ্ঞে, শাস্ত্রের আর মহাজনের এই আদেশ।

স—কিন্তু এই রকম কীর্ত্তন ত' অনেক কাল হোয়ে আসছে।

আ—আজ্ঞে, তা' হোয়ে আসছে। যখন মহাপ্রভু ও অনেককাল সমাজে আদিষ্টা হোয়ে আসছে।

স—ছি ছি ছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আর মদ খাওয়া এক কোরেন।

আ—দেখুন, একটু ধৈর্য্যহোয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই হোচ্ছে না, ঐ নামে বিষয়-কীর্ত্তন হোয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণের নামে খুব লম্বা দিয়ে নায়ক-নায়িকার জড়রসের গান শুনতে মিষ্টি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, সোজাসুজি এসব খারাপ ঐরূপ কীর্ত্তন তোলাদিই প্রকৃত কথা হয়।

স—আজ্ঞে, কথাটা ত' কীর্ত্তনটা শুনতে ভাল লাগে, তাই শুনি।

আ—তা'র ভাল লাগে, সেইটে বিচার কোরে দেখতে হ'বে। যেটা জেনেশুনে ভাল লাগবে, সেটা সাধারণতঃ ভোগের ব্যাপার, আত্মার ধর্ম্ম নিত্য ভগবদ্ভক্তি।

স—আচ্ছা, তা' বুঝলাম, কিন্তু নবদ্বীপে যে ঘুলোটে রসকীর্ত্তন চিরকাল হোয়ে আসছে, সে সম্বন্ধে কি বলেন?

আ—চিরকাল নয়, কয়েক বৎসর। গৌসাঁই নাম দিয়ে ...ম'শাই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐটী প্রবর্ত্তন হয়েন। ওটীও একটী ভোগের ব্যাপার, আমরা ঘুলোটে লোক কিছু নাই, শ্রীগুরুদেবের নিকেল।

স—কথা তাই বটে। কিন্তু তা' হোলে আর রস-কীর্ত্তনের প্রণালী থাকে না।

আ—নাচার। প্রণালী বজায় রাখতে ভক্তিবিরুদ্ধ কাজ কর্ত্তে হ'বে এমন কথা যদি হয়, বজায় রাখুন।

স—আচ্ছা, মহাজন পদাবলীর কথা কি বলেন?

আ—সেগুলি আমাদের প্রণম্য। যাঁদের অধিকার হ'বে তাঁরা আস্বাদন কর্ব্বেন, অন্যের অনধিকার।

স—তবে কি বিদ্যাপতি, জয়দেব অশুদ্ধ নয়?

আ—তবে কৃষ্ণ! ওরূপ আদেশ করেন না, ওকথা বললে বা শুনলে অপরাধ হয়। মহাপ্রভুদেহে অশুচি অবস্থায় ঠাকুর ঘরে প্রবেশের অধিকার আমার নাই বোলে কি ঠাকুর ঘর অপবিত্র বলতে হ'বে? যে শ্রীগ্রন্থ-দুইখানির কথা বল্লেন উহারা অপ্রাকৃত রসের ভাণ্ডার। স্বয়ং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আস্বাদন কর্ত্তেন। কিন্তু আমি জড়রসাভিনিবিষ্টবুদ্ধি, ঐ গ্রন্থ পাঠ কর্ত্তে গেলে আমার শ্রীকৃষ্ণ উদ্দীপন না হোয়ে জড়কামোদ্দীপন হয়। আমি অতি চরাচার। যাদের জড়ীয় স্ত্রী পুরুষভেদ জ্ঞান নাই, তাঁরাই এইটির অধিকৃত ঐ অপ্রাকৃতরসের অধিকারী। তাঁরাই ঐ গ্রন্থপাঠদ্বারা সেবা করিবেন, আমরা প্রণাম মাত্র করিয়া সেবা করিব।

স—আপনারা কি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন না?

আ—দেখুন, এ বিষয়ে বিচার আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা স্বয়ং নির্গ্রন্থিকার শ্রীশুকদেব, যাঁহাকে উনি দেখিয়াও স্বপ্নোত্থিতের লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া অনাবৃতাকালে স্বস্ব বস্ত্র পরিধান করেন নাই। সে স্থলে আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্তচিত্ত জীবের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অধিকার কোথায়? তবে বিজিতষড়্‌বেগ যথার্থ গৌস্বামিপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের মুখে প্রতিবিম্ব তাহারই অনুভাজনে অনুগত বুদ্ধিতে অধ্যয়ন বা কীর্ত্তন করিয়া যে ভাগবতসেবা, তাহাতে আমাদের মুখে বক্তা বিষয়নির্মুক্ত স্বয়ং শ্রীশ্রীগুরুদেব, তিনি হরি, বস্তুস্বরূপে তাঁহার পঠনের আবৃত্তি করিয়া তাঁহারই সেবা করি মাত্র।

স—তার মধ্যে রাসপঞ্চাধ্যায় ও আবৃত্তি করেন ত'?

আ—আজ্ঞে না, ও অধিকার শ্রীগুরুদেব আমাদের সকলকে দেন নাই, আমাদের কোন্ কোন্ সতীর্থভ্রাতা পাইয়াছেন, সে সংবাদও জানিনা, কেননা ঐ অধিকার সাধারণে প্রকাশযোগ্য নহে, আর যিনি অধিকারী হইয়াছেন, তিনি গোপন করিয়া বস্তুতঃ নিজের অধিকার প্রচার করেন না, কেননা বৈষ্ণব অমানী মানদ। শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ববিচার অধ্যয়ন করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানলাভের সুযোগ পাইবার আদেশ আমাদের প্রতি আছে।

স—ওঃ আপনারা বুঝি বিচারমার্গের লোক, তাই রসকীর্ত্তনে আপনাদের রুচি হয় না।

আ—এ কথাটি কিন্তু একটু সাধুমার্গের সংবাদ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা জ্ঞাপক। রসের ভাণ্ডার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহারাজ কি উপদেশ দিয়াছেন দেখুন—

"চৈতন্যচরিত্রের দয়া কর বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রভাগে কি আদেশ দেখুন—ভাগবত পাঠ করিতে গেলে

"তদ্বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

স—বিচারে আপনাদের কাছে পেরে উঠ্‌বনা। আমরা বিচার টিচার বড় ভাল বুঝি না। বেশ একটু কীর্ত্তন টীর্ত্তন হয়, শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।

আ—আজ্ঞে, মহাজনগণের তত্ত্বময় প্রণালী সম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ পালন করা যদি আপনার অনভিমত হয়, নাচার। ভক্তিমার্গের একমাত্র দ্বার মহাজন অনুসরণে পালন, তাহা লঙ্ঘন করিয়া যে রসকীর্ত্তন শ্রবণ তাহাতে কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই সাধিত হয়, ভক্তির লেশ কথা নাই। অনধিকারে শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাকীর্ত্তন শুনিয়া শুনিয়া নায়ক নায়িকার ভাবে ভোরপুর যিনি হইবেন লীলাস্বাদের অধিকার লাভের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের শাসনবাক্য তিনি মানিবেন না, তখন আর উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবত "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" শ্লোকে লীলাস্বাদের অধিকারী নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তর্ষ অর্থাৎ সংসার পিপাসা নিবৃত্ত হইলে লীলাগানে ও লীলা শ্রবণে অধিকার জন্মে।

স—আজ্ঞা, ভাগবতপাঠক গোঁসাই প্রভুরা ত' দেখি আমাদেরই মত ঘোর সংসারী, তাঁহারা আপনাদের মত তিলকমালা ধরেন বোলেই তাঁদের অধিকার হোয়েছে নাকি?

আ—দেখুন, পরের আলোচনা এসে পড়্‌ছে। তবে আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ করা আবশ্যক। যথার্থ গোস্বামীই ত' পাঠ করিবেন, তিনি ত' ষড়্‌বেগের দাস ন'ন, তিনি "নিবৃত্ততর্ষ"। তবে আপনি যারা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা স্বতন্ত্র বস্তু, "ঘোর সংসারী" গোঁসাই হইতে পারেন না, গো বা ইন্দ্রিয়ের দাস মাত্র। অধিকন্তু ভাগবত পাঠ অর্থে ভাগবতসেবা, তাকে নাকি অনেকে মূল্য বিনিময়ে বা অর্থপ্রাপ্তির লোভে পাঠোদ্যি করেন, ইহা সেবা নহে, ভাগবত দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া ল'ন অর্থাৎ সে কেমন? শালগ্রামশিলা বুদ্ধি করিয়া তাহা দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া নিজে খাওয়া যেমন। তাহার ন্যায় বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই নরক।

স—বলেন কি, মশায়? আপনার দেখ্‌ছি যে সব উল্টো কথা। কিন্তু কথা গুলো শুনতে বোলেই মনে হয়। তবে শুনিয়ার ভোলে আসছে কি? বলেন কি—গোঁসায়ের পাঠ, রসকীর্ত্তন- এসব মেকী? কথাটা বুকে ও যেন বস্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না।

ও আছে, ২ এক পয়সার অধিকক্ষণের সময়ে কিনা, সময়ে চাইছে না। কিন্তু পায়ে বেগুন ভাবন অর্থাৎ আড়াটে পুরাণি, ছুতক (ভাড়াটে। অধ্যাপক হারার নিকট প্রবেশকারী ভূতকর্তৃক প্রবৃত্তিকে কিরূপ নিশ্চা করিয়া থাকেন, মনু, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এখন একটু বাস্ত আছি, আসি, সময়ান্তরে সুবিধা হলে আরও আলোচনা হতে পারে।

স—দেখি মশায়, বুঝি, তাহি। হাঁ নমস্কার, তবে এখন যাওয়া যাক্।

আ—নমস্কার।

সার্ব্বজনীন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবতারবাদ, আরোহবাদ, প্রেতপন্থা বা আত্মাবেষণ পরিহারপূর্ব্বক আনুগত্য, শরণাগতি, প্রপত্তি, প্রণিপাত ধর্ম্মের অস্বীকার হেতু ভারতবর্ষে অনাদিকাল হইতে স্বয়ং সিদ্ধ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্র ও বেদান্তগুরু মুখে স্বীকার করিয়াও বেদবন্দার্থ-বিরোধী মত সকল যথা বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য-কর্ম্মমীমাংসা পাতঞ্জলাদি মত তথা কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ, কার্য্য ও মুখে বেদ অস্বীকৃত চার্ব্বাক মত, বৌদ্ধমত, জৈনমত বা আর্হতমত প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। কেবল যে ভারতবর্ষে এইরূপ নানা মনোধর্ম্ম সমূহ প্রচারিত হইয়াছে তাহা নহে। মানবমাত্রই মনোধর্ম্মের বশীভূত সুতরাং ভারতের ও জগতের সর্ব্বত্র সত্তা ঐরূপ নানাবিধ মনোধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে! যথা জড়বাদ (materialism) দ্বিরবাদ (positivism) সর্ব্বেশ্বরবাদ (sectarianism) নির্ব্বাণমুক্তিবাদ (pessimism) সন্দেহবাদ (scepticism) অদ্বৈতবাদ (pantheism) নাস্তিকতা (Atheism) প্রভৃতি বহু বহু মতমত পৃথিবীতে প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। জীব যখন কর্ম্মফলানুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে আগমন করে তখন রূপরসাদি বিষয় উহার অভেদ্যবস্ত হইয়া পড়ে। বৃক্ষলতা প্রস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত ঐ রূপরসাদি বিষয়ে পা চালিয়া দেয়। প্রস্তরাদিতে চেতনধর্ম্ম অত্যন্ত আবৃত থাকায় তাহাদের বিবেকশক্তি দেখা যায় না! মনুষ্যের চেতনধর্ম্ম অনেকটা অনাবৃত সুতরাং তাহাদের বিবেক শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। মনুষ্যগণের মধ্যে আবার যাহাদের চেতনধর্ম্ম যত অনাবৃত তাহারা তত অধিক বিবেকযুক্ত। ঐরূপ মনুষ্যগণের নিকট রূপরসাদি পঞ্চবিষয় সমন্বিত জগৎ প্রকটিত হইয়া অন্তিমের জ্ঞানমূলের উন্নয় ঘটাইয়া দেয়। তখন তাহাদের মনে কয়েকটী প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উদিত হইয়া থাকে। এই জড়জগতের ভোক্তা স্বরূপ—আমি কে? এই বিপুল পরিদৃশ্যমান বিশ্ব কি?—আমাদের উভয়ের সম্বন্ধ কি? নিজ নিজ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা মনের দ্বারা এই তিনটী প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া জগতে বহুবিধ মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ মন সংকল্প ও বিকল্পাত্মক। সুতরাং মনের বিচার প্রণালীও নানাবিধ ও পরস্পর বিভিন্ন। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার ত দূরের কথা, জীবাত্মাও ঐ প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা করিতে অসমর্থ। কারণ জীবাত্মা অণুচৈতন্য বস্তু। অণুচৈতন্যে অসম্পূর্ণ বাধক, বা খণ্ডজ্ঞান বিরাজিত। সুতরাং জীবচৈতন্যের সিদ্ধান্তও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সেই অণুচৈতন্য যখন বিভুচৈতন্য বা সমগ্র অপ্রতিহত, নির্ব্বাধক পরিপূর্ণ জ্ঞানময় বস্তুর অধীনতা, আনুগত্য প্রপত্তি বা শরণাগতি স্বীকার করেন তখনই একমাত্র যথার্থ বা নির্দ্দোষ জ্ঞান লাভ হইতে পারে সুতরাং জীব যখন ঐ প্রকার মনোবুদ্ধি বা বিভুচৈতন্যের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার না করিয়া উক্ত প্রশ্নত্রয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তখনই নানা বিচিত্র সিদ্ধান্ত জগতে প্রচারিত হইয়াছে। ঐসকল বিচিত্র মতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আমরা জড়ানন্দবাদ বলিয়া একটী মত দেখিতে পাই। এই জড়ানন্দ বাদে দেহই সর্ব্বস্ব—কারণ উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। দেহের পুষ্টি, তুষ্টিই পরম পুরুষার্থ। তাহাদের বিচার এই।

"যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ইতি॥

যতদিন বাঁচিয়া থাক, সুখে কাল কাটাও। মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই। দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে উহার প্রত্যাবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এইরূপ দেহসর্ব্বস্ববাদ বা প্রত্যক্ষ জড়ানন্দবাদ ভারতে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল—শুধু তাহাতে কেন ঐরূপ জড়সুখবাদের কথা পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হইয়াছে। যাহারা জগতের ধর্ম্ম ইতিহাস পড়িয়াছেন তাহারা জানেন যে গ্রীক দেশে ধুসিপস্ এপিকিউরাস, রোম দেশে লুক্রিসিয়স্ টীনদেশে ইয়াংচু, মধ্য এসিয়া খণ্ডে সর্জেনেপোলাস, ইংলণ্ড দেশে ইউটিলিটেরিয়েন মিল এইরূপ জড়ানন্দ বাদ প্রচার করিয়াছেন।

এই জড়ানন্দবাদ আবার মনোধর্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে দুই প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। (১) স্বার্থ জড়ানন্দ ও (২) নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদ শেষোক্তবাদিগণ প্রথম শ্রেণী হইতে অধিকতর চতুর। স্বার্থ জড়ানন্দ বাদী সোজাসুজি নিজকে ধরা দিয়াছেন আর দ্বিতীয় শ্রেণী নিঃস্বার্থ কথাটীর আবরণ দিয়া ধরা দিতে পারে নাই।

স্বার্থ জড়ানন্দবাদী বলিতেছেন—'খাও দাও, দুনিয়ার মজা লোটো'—নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদী বলেন, ও সব করিতে পারিবে কিন্তু একটু সংযত হইয়া কর, কারণ তা হইলে ভোগটা আরও ভাল করিয়া অধিক দিন করিতে পারিবে। তাহাদিগের বিচার অনেকটা এইরূপ—অর্থাৎ একেবারে এত অপরিমিত ভোজন করিও না যেন উদরাময় হইয়া পড়ে। পরিমিতভাবে ভোজন কর তাহা হইলে ভোজন ক্রিয়াটী অধিক দিন ধরিয়া চালাইতে পারিবে। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বমীমাংসার সূত্রকার জৈমিনী চোদনালক্ষণার্থো ধর্ম্মঃ বলিয়া এই নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ পরলোকে স্বর্গাদি সুখোৎপাদক এবং ইহলোক পুত্র, কলত্র, ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপক বেদবিহিত যজ্ঞ দান ও হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম। শোনযাগাদি এবং উচ্চাটন, মারণ প্রভৃতি বিষয়ক কর্ম্ম বেদে কথিত হইলেও তাহা ধর্ম্ম নহে। কারণ তাহা দুঃখোৎপত্তি না করিয়া সুখোৎপত্তির কারণ হয় না। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী বলিয়াছেন—

কথং পুনরিদমবগম্যতে? অস্তি তৎপুরুষ—কিরূপে এই সত্যের অবগতি হয়? অতএব তৎপুরুষ নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্মকৃত হইলে তাহারা একটী অপূর্ব্বতত্ত্ব উদিত হয় তাহাই ফল প্রদান করে। অর্থাৎ ইনি অপূর্ব্বতত্ত্বকে ঈশ্বর স্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই জড়ানন্দবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে চাতুর্য্য হেতু ইহা ভারতবর্ষীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে খুব বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং আদরণীয় হইয়াছে। ইহলোকে দান, ধ্যান, ইজ্যা, তীর্থভ্রমণ, সন্ধ্যাবন্দনাদি নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মের আবাহনে এবং তজ্জন্য ভক্ত বা কর্ম্মী বলিয়া জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি এবং তৎসঙ্গে পরলোকে স্বর্গসুখের সৌধ-নির্ম্মাণ নিঃস্বার্থ নামের আবরণ দিয়া কর্ম্মজড় বুদ্ধি লোকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। ইংলণ্ড দেশের মিল্, হুইস্, পেন, কারলাইল্, বেনথ্যাম, কোম এই নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। ফ্রান্স্ দেশের কোমত নামক দার্শনিক এই নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

এই নিঃস্বার্থবাদমূলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থ চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইরূপ নিঃস্বার্থপরতার আবরক এই যে ইহার দ্বারা নিজের স্বার্থসিদ্ধিটী বিনা আয়াসে নিরুদ্বেগে সাধিত হইবে। নিঃস্বার্থপরতা থাকাটী আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক। নিঃস্বার্থ-কথাটী অত্যন্ত অস্বাভাবিক। স্বার্থই স্বাভাবিক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী সংবাদে আমরা এবিষয়ে সুন্দর মীমাংসা দেখিতে পাই। যথা—

"স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রা প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রা প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি।

ন বা ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ন বা সর্ব্বে
দেবাদেঃ কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক শ্রুতি
অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে কহিলেন—

হে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের জন্য কেহ পতিপ্রিয়া হন না কিন্তু আত্মসুখের জন্য পতিপ্রিয়া হইয়া থাকেন। পত্নীর সুখের জন্য পতি পত্নীকে ভালবাসেন না কিন্তু নিজের সুখের জন্যই পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকেন। পুত্রের সুখের জন্য পিতা পুত্রকে স্নেহ করেন না কিন্তু নিজের অভীষ্ট নিমিত্ত পুত্র পিতার প্রিয় হইয়া থাকে। ধনকে সুখ দিবার জন্য লোকে ধনের আদর করে না পরন্তু নিজ সুখের জন্য ধন লোকের প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য লোকে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করেন না কিন্তু নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মণ ভক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার সুখের জন্য প্রভু রাজভক্ত হন না পরন্তু নিজের সুখের জন্যই রাজভক্ত হইয়া থাকেন। স্বর্গাদির সুখের জন্য লোক স্বর্গাদির প্রিয় হন না পরন্তু নিজে সুখ ভোগ করিবার জন্যই স্বর্গপ্রিয় হইয়া থাকেন। দেবতাগণের প্রীতির জন্য দেবতাকে লোকের প্রিয় হন না, কিন্তু নিজের ইষ্টসিদ্ধির জন্যই লোকে দেবভক্ত হইয়া থাকে।" লাখতিক বিচারে যে সকল খুব নিঃস্বার্থ কার্য্য বলিয়া পরিজ্ঞাত ঐ সকল যদি কক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া কেহ বিচার করেন তিনি দেখিতে পাইবেন যে ঐ সকল নিঃস্বার্থের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে নিজানন্দ লাভরূপ প্রীতি বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছারূপ অজ্ঞানত্ব বিরাজিত। এমন কি দেশের জন্য, দশের জন্য, সমাজের জন্য, জীবসেবাদির জন্য যে সকল আত্মদান, বা ত্যাগ মনোধর্ম্মশীল জগতের নিকট খুব নিঃস্বার্থ কার্য্য বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার অন্তরালেও সাধকগণ নিজানন্দরূপ কপটতা দর্শন করিয়া থাকেন।" নিজানন্দ লাভের জন্য মনুষ্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হন, নানাবিধ যাতনা সহ্য করিতে স্বীকৃত হন। এইরূপ নিঃস্বার্থ জ্ঞানবাদ সভ্য জগতের বিচারে প্রশংসনীয় হইলেও শ্রোত্রিয়অকৈতব ধর্ম্মযাজী, পরম সত্যের উপাসকগণের নিকট প্রভৃত যাতীত আর কিছুই নহে। পাপ ও পুণ্য, ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই কৈতব। জাগতিক বিচারে পাপ হইতে পুণ্যের, ব্যভিচার হইতে নীতির, ভোগ হইতে ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব আছে বটে কিন্তু অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বিচারে পুণ্য, পাপেরই অপরপিঠ, নীতি ব্যভিচারেরই অপরপার্শ্ব, ত্যাগ ভোগেরই অন্য দিক, কারণ উভয়েই প্রাকৃত। যেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সর্ব্বেশ-তত্ত্বেরই একমাত্র সুখানুসন্ধান নাই, ভগবানেরই একমাত্র প্রীতিসাধন চেষ্টা নাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা নাই ভগবৎসেবাসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্টতা নাই সেখানেই স্বার্থ জড়ানন্দ বা নিঃস্বার্থ জড়ানন্দ, পাপ বা পুণ্য, ভোগ বা ত্যাগের আবাহন। সেই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

মুণ্ডক ৩।১।১-৩

অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একই শরীরে অবস্থান করিয়া নিজের স্বরূপশক্তি-বিমূঢ় হইয়া যখন সুখদুঃখ পাপ-পুণ্য, ভোগ ত্যাগরূপ মধুর ও কষায় স্বাদযুক্ত পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতে থাকে তখন সে মুহ্যমান হইয়া দীনভাবে শোক করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃত শান্তি পায় না কারণ উক্ত উভয়বিধ ধর্ম্মই জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্ম নহে। কিন্তু যখন সেই জীবাত্মা তাহা হইতে বিলক্ষণ তাহার ঈশ বা সেবাতত্ত্ব ভগবানকে সুরিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত দর্শন করেন এবং তাঁহার মহিমায় মহিমান্বিত হন তখনই তিনি বিগত শোক হইয়া থাকেন। যখন সেই দ্রষ্টা বা বস্তুতত্ত্ব পুরটসুন্দরত্বাতিকমনমনীষিত পরমপুরুষ একমাত্র কর্ত্তা ব্রহ্মেরও উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহার অঙ্গকান্তি মাত্র সেই ভগবানকে দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান ব্যক্তি পুণ্যপাপের প্রাকৃত মল হইতে বিধৌত হইয়া অঞ্জন অর্থাৎ প্রাকৃত অনর্থ নির্ম্মুক্ত হন এবং পরম শান্তভাব লাভ করেন। ঈশবাক্যেও বলিয়া.

যেন ইহকাল-পরকাল সব বিকাইয়া বসিতে।

ন তীর্থপদে-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

এই জগতে যে সকল কাজ করা হয় তাহা যদি ধর্মের জন্য সাধিত না হয় এবং ঐ ধর্ম যদি বৈরাগ্য আনয়ন না করিয়া মীমাংসকের 'চোদনালক্ষণার্থ ধর্মের' ন্যায় কেবল প্রবৃত্তিমার্গেই পুনঃ পুনঃ জীবকে ভ্রামামাণ করাইতে থাকে আবার ঐ বিরাগও যদি কর্মবৈরাগ্য বা প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে ইন্দ্রিয়বৃত্তি বস্তু ত্যাগে পর্য্যবসিত হয় কিন্তু "কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি তোষণত্যাগ" বা একমাত্র সেবাতত্ত্ব তীর্থপদ শ্রীভগবানের সেবার জন্য উদ্বুদ্ধ না হয় তাহা হইলে ঐরূপ ধর্ম কর্ম ত্যাগ সকলই বিফল। ঐরূপ ধর্ম বা কর্মচারী বা ত্যাগী জীবন্মৃতস্বরূপ। সুতরাং স্বার্থ বা নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদ উভয়ই নিরর্থক। ভারতবর্ষীয় চার্ব্বাক ব্রাহ্মণের মত বা কর্ম মীমাংসার মত উভয়ই নিন্দনীয়। যদি আমরা নিরপেক্ষভাবে নিজের অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া একবার শ্রীঅর্জ্জুনের ন্যায় ভগবানের ও প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের প্রপত্তি স্বীকার করিয়া বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যাহারা উপর্য্যুক্ত বিবিধ শ্রেণীর কোনও একটীর অন্তর্গত না হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের অধিকাংশই চার্ব্বাক মতাবলম্বী বা স্বার্থজড়ানন্দবাদী তন্মধ্যে কিয়দংশ মীমাংসকের মতাবলম্বী অর্থাৎ স্মার্ত্ত বা বঙ্গীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য অনর্থ কথায় নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদী। চার্ব্বাক মতাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া এবং তাহাদের অস্তিত্বটা খুব সহজে চোখে পড়ে বলিয়া জগতের বিচারে তদপেক্ষা আচরণে কিছু ভাল এবং নিঃস্বার্থ কথার আবরণে আবৃত মীমাংসা মতাবলম্বী বা নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদী স্বার্থ সমাজের আদর সম্মান, প্রতিষ্ঠা বেশিতে পাওয়া যায়। এই নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদে ঈশ্বর সম্ভব স্বীকারস্বরূপ চতুরতা থাকিলেও তাহা নাস্তিক্য বাদ কারণ সেখানে ঈশ্বর কর্ম্মের অধীন, নীতির অধীন, বিচারের অধীন বস্তু, তিনি স্বরাট্ পরম পুরুষ নহেন। সেখানে ভগবানের প্রীতির সন্ধান নাই—ভগবানকে খাটাইয়া নিজের প্রীতি সাধন বা শালগ্রাম দ্বারা বীজাম ভাঙ্গিয়া নিজ মনোযোগ পূরণের ব্যবস্থা আছে মাত্র।

স্বপ্ন না জাগরণ?

"ঘরনি"! ঐ শোন—

'জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়াপিশাচীর কোলে॥'

কালিদাসের পত্নী-মনোমোহিনীর মাতা—কামিনী বিছানায় বসিয়া কন্যাকে বলিলেন। কন্যা বলিল 'কৈ, মা, আমি ত শুনছি না। তুমি কি বকছ।'

কামিনী—ঐ শোন্—

'অজির বলিয়া এলে সংসার ভিতরে।
দুনিয়া ছাড়িলে তুমি অদিত্তার তরে॥'

কন্যা—মা! তোমার কি হ'ল? তুমি এ কি শুনছ!

কামিনী—ঐ আসছে ঐ আসছে! কি সুন্দর বেশ! কি সুন্দর গান! শুনছিস্?

'তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার
কালিদাস তোমার বন্ধু নহে মম তোমার বন্ধু নহে—
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥'

কন্যা—মা তোমার এ কি যদি হ'ল?

কামিনী—হ'লি! ঐ যে ওষুধ দেখছিস্

'এনেছি ঔষধি মাতা নাশিবার আধি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥

এই বলিয়া কামিনী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শয্যায় চলিয়া পড়িল। কন্যা ভয়ে এ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া দিবাকর প্রবেশ করিয়া কামিনীর স্বপ্নাচ্ছন্ন ধরণ মণ্ডলে পড়িয়াছে। মনোমোহিনী উঠিয়া বসিয়া মাতার সেই ছবি দেখিতেছে আর কত কি ভাবিতেছে। এমন সময়ে নীচে কে মধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নাম-হট্ট জীবের কারণ॥"

গান শুনিয়া কামিনী লাফাইয়া উঠিয়া উঁকি মারিয়া দেখে—সেই সন্ন্যাসী।

এদিকে সন্ন্যাসী ঠাকুর গাহিতে লাগিলেন—

ভগবান্ জন রে, ভক্তবান্ জন রে
প্রভুর চরণে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি বোল॥"

ঠিক হইয়াছে বটে" এই কথা বলিয়া কামিনী ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল। পশ্চাতে কন্যা চকিতের ন্যায় চলিল। এদিকে সন্ন্যাসী ঠাকুর দু'পা চলিয়া বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করিয়া আরও গান ধরিয়াছেন—

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।'

যেহেতু 'কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।'

একি সংসার করছেন? যাকে সংসারের কর্ত্তা মনে করছিলেন, তিনি যোগায়?—কৃষ্ণই এই সংসারের কর্ত্তা সুতরাং

'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম সার॥'

সদ্য বিদ্রোহিতা কামিনী নীচেকার ঘরের কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর কথা ও গান শুনিতেছিলেন এবং দোরের ফাঁক দিয়া সন্ন্যাসীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বাহিরে কন্যা মনোমোহিনী দণ্ডায়মানা।—সন্ন্যাসীর মুখখানি যেন কাণে করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের গান থামিল, গৃহিণী কন্যাকে কৌশলে বলিলেন—"মণি, ঠাকুর মশায়কে বসতে আসন দে। উপর থেকে কিছু ভিক্ষা এনে দে। কন্যা আসন আনিতে উপরে গেল। এদিকে গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের পায়ে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর আপনি কে? আমার কর্ত্তাকে কোথায় রেখে এলেন? আপনি যা চান তাই দিচ্ছি, কর্ত্তাকে এনে দিন।

ঠাকুর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" বলিতে লাগিলেন কামিনী প্রত্যহই 'হরে কৃষ্ণ' নাম শুনে থাকে, নিত্যই চাল-চাল ভিক্ষে যাও দেখে। তোমার বলার ধরণ দেখে। "এইরূপ কত ভাবে কত মুখে কত শোনা-পড়া বা নাম তলিকরাইবার নিকট "হরে কৃষ্ণ" শুনিয়াছেন, কিন্তু কৈ, তাহা ত তাঁহার এমন "ব্রহ্মসংবিদ্ধাম" হয় নাই। বরং তাহা চিরকাল উদরের জ্বালায় বিষাদ ও অকিঞ্চনকে বোধ হইয়াছে। আজ এ কি হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা উন্মেদিতা কামিনী স্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বহির্দ্বারের সমস্ত শ্রোতারা স্থির হয়ে সবাইয়া নিবিষ্ট-চিত্তে কর্ণদ্বারে সেই অদ্ভুতধ্বনী হরিনাম পান করিতে লাগিলেন।

মণি আসন লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া জননীর অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিতেছিল। যখন মাতাকে একটু সুস্থ দেখিল, তখন সম্মুখের বারেন্দায় সেই আসন খানি বিছাইয়া দিয়া বলিল ঠাকুর! এখানে বসুন, আমি ভিক্ষা এনে দিচ্ছি সে ভাবিল ঠাকুরকে শীঘ্র ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলেই না প্রকৃতিস্থ হইবেন। সুতরাং শীঘ্র উহাকে বিদায় করিয়া দিই।

মণি উপরে গেল, কামিনী মাটীতে বসিয়া নখ দিয়া কি লিখিতেছিলেন। ঠাকুর আসনে বসিয়া আবার গান ধরিলেন—

(মিছে) মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে
পাচ্ছ লাঞ্ছনা ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস
কর্লে ত আর দুঃখ নাই॥

'কালিদাস' কে? আপনার বাড়ীতে কালিদাস কেউ নাই বা ছিল না। কৃষ্ণদাস আছেন। যাঁহাকে কালিদাস বলিয়া জানিতেন তিনি এখনে বলেন "আমার নাম কৃষ্ণদাস, আমি কালীর দাস নই। কালী যাঁহার দাসী, আমি সেই প্রভুর দাস। 'কালিদাস' 'কামিনী'কে স্ত্রী বলিয়া জানে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কামিনীকে দেখিয়া বলে—

কামিনীর কামে নহে মম মন
তাহার মালিক কেবল মাধব।

ঠাকুরের কথাগুলি কামিনী শুনিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। একে ত বিগত রাত্রির ভীষণ স্বপ্ন তাহার উপর চক্ষের সাধনে ঘুম ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে সেই স্বপ্নদৃষ্ট সন্ন্যাসীর গৃহে আগমন। ইহাতে অন্তর্বৃদ্ধি নারী যিনি নিজকে এ যাবৎ কালিদাসের কামিনী বলিয়া জানিয়াছেন,

আবাহাম থাইতে লাগিলেন। আর এই সব নূতন নূতন কথা শুনিয়া মনে করিতে লাগিলেন ইহা কি স্বপ্ন না জাগরণ?

শক্তি রহস্য।

পরাস্ত শক্তিবিবিধের ভত্ত্বতে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল-ক্রিয়া চ এই বেদমন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে শ্রীভগবানের অঘটন-ঘটন পটিয়সী পরা শক্তিকে আমরা ত্রিবিধভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হই। সেই ত্রিবিধ ভাবকে শাস্ত্রে জ্ঞান বল ক্রিয়া, সৎ চিৎ আনন্দ, বা সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যেমন একই ব্যক্তিকে কেহ পুত্র, কেহ পিতা এবং কেহ স্বামীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ একই ভগবচ্ছক্তি যে ত্রিবিধ ভাব বিশিষ্টরূপে দর্শনের বিষয় হইতে পারেন ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

২। ত্রিবিধভাবাপন্না পরাশক্তি ভগবৎ প্রীতার্থে নানা-রূপে পরিণতা হইয়াছেন। একটী দীপালোক দ্বারা বহুদীপকে আলোকিত করা হইলে মূল আলোকের যেরূপ কোনই ক্ষতি হয় না এবং অধিকন্তু তৎসমক্ষ বহু বহু আলোক প্রকটিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ নিজ-সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরাশক্তি কর্তৃক অন্য বহু সত্তার প্রকটনকার্য্যকে তাঁহার পরিণতি কহে। শক্তির পরিণতিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা। নিত্যভগবদ্ধাম ও তত্রস্থ নিত্য পরিকরবর্গকে অন্তরঙ্গা প্রভাবের পরিণতি, অনিত্য জড় জগৎকে বহিরঙ্গা প্রভাবের পরিণতি, এবং নিখিল প্রাণী সমূহকে তটস্থ প্রভাবের পরিণতি বলা হয়। মূলদীপের ধর্ম্ম যেমন তাহা হইতে আলোকিত হইয়া অন্যান্য দীপে অনুগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ মূলশক্তির ধর্ম্ম বা জ্ঞান উহা হইতে জাত পদার্থনিচয়ে সংক্রামিত হইয়াছে। তন্নিমিত্ত সৃষ্টপদার্থগুলিতে সৎ, ৎ আনন্দরূপ অবশ্যম্ভাবীরূপে অবস্থিত আছে।

৩। শক্তির সৎ বা সন্ধিনী ভাব হইতে যাবতীয় সত্তাভাব স্থাপিত হইয়াছে। সেই সত্তাভাব দ্বিবিধ, যথা—বস্তুর অস্তিত্বসূচক এবং তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধসূচক। রাম ও শ্যামের অস্তিত্বজ্ঞান জন্মন এবং তাহাদিগের মধ্যে যে সৌহৃদভাব অবস্থান করিতেছে তাহার প্রকটনকার্য্য সন্ধিনী ভাবের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুসমূহের অস্তিত্বভাব ও পরস্পর সম্বন্ধভাব স্থাপিত হইলেও যাবৎ না কেহ তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত কোন প্রকার ব্যবহার নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সুষুপ্তিকালে শক্তির চিৎ-ভাব সুপ্ত থাকে এবং তৎকালে বস্তুর সত্তা সত্ত্বেও কেহ কিছুই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। উক্ত অবস্থা পরিত্যাগের পর জাগ্রৎকালে যখন চিৎ ভাবটী বিকাশীল হয়, কেবলমাত্র সেই সময় জীবসমূহ নিজ ও বস্তুর সত্তা ও পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন। অস্তিত্ব ও সম্বন্ধ জ্ঞান বিকসিত হইলেও পরস্পর ব্যবহার নিষ্পন্ন হইবার জন্য হ্লাদিনী শক্তির সহায়তা অপেক্ষা করে। শাস্ত্রে কথিত আছে "কোবে হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দ ন স্যাৎ" অর্থাৎ এই আকাশে আনন্দ বলিয়া যদি কোন বস্তু না থাকিত তাহা হইলে কেহই কোনরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। আনন্দের আশাতেই মানবগণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, আনন্দলাভার্থ যে প্রেরণা তাহা হ্লাদিনী ভাব দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

৪। পরাশক্তির অন্তরঙ্গ পরিণতিরূপ বৈকুণ্ঠ ধামস্থ যাবতীয় পদার্থে সন্ধিনী, সম্বিৎ হ্লাদিনীর ভাব পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীলভাবে অবস্থিত এবং তন্নিমিত্ত তাহারা নিত্য ভগবৎ সেবায় রত থাকেন। হেতু ভগবদ্ জ্ঞান সম্বিতের সার এই সিদ্ধান্ত বাক্যানুসারে চিদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ ভূমিকায় শ্রীভগবান বাসুদেব কৃষ্ণ ব্যতীত উহার বস্তুর লাভের সম্ভাবনার নহে। অতএব বৈকুণ্ঠস্থ পদার্থে সকল যে নিত্য ভগবৎ সেবারত থাকিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাদিগের জ্ঞান পূর্ণরূপে বিকসিত হয় নাই

তাহাদিগের চিত্ত পরাশক্তির বহিরঙ্গ পরিণতিরূপ অনিত্য জড়জগতে আসক্ত। শাস্ত্রে কথিত আছে 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল। সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।" অর্থাৎ পরাশক্তির তটস্থাংশের পরিণতি হইতে উদ্ভূত জীবগণ যখন শ্রীভগবানের অস্তিত্ব এবং তাহাদিগের স্বরূপে অবস্থিত ভগবৎসেবা ভুলিয়া যান, সেই সময় তাহারা ভগবদ্-দের পরিবর্তে অনিত্য বস্তুসকলকে সম্মুখে দেখিতে পান তখন পরাশক্তির মোহে অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে তাহা-দিগের সেবায় আত্মনিয়োগে রত হন। শাস্ত্রকারগণ বলেন "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত হইতে ইতর বস্তুতে আসক্ত হওয়ার জন্য ভীতি উপস্থিত হয় এবং সেই ভয় নিবারণার্থে যে কোন কল্পিত পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহা মুহূর্ত্তে ত্রিতাপজ্বালায় আবাহন হইয়া থাকে।

এইপ্রকারে ত্রিতাপদগ্ধ জীবদিগকে বদ্ধ মানব সমাজ অভিহিত করেন। বদ্ধ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তাহাদের চিত্ত অনিত্য বস্তুতে সর্ব্বদিক আসক্ত এবং সেই জন্য প্রকৃতপক্ষে এতাদৃশ বদ্ধজীব যে শ্রীভগবান আছেন এবং তাঁহার সহিত তাহাদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহাদের বিস্মৃতির নিমিত্ত হইবার জন্য তাহারা সুযোগ বা অবসর প্রাপ্ত হন না। নশ্বর বাহ্য বিষয়ের স্বরূপ চিন্তা-স্রোত কোনরূপে ভগবচ্চিন্তাকে তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে বের না এবং উক্ত অসৎ চিন্তা নিজে বদ্ধজীবের হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রে উহাকে আবরণ শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে ঢাকিয়া সূর্য্য দর্শনে বাধা দেয়, অনিত্য বিষয় রত আসক্তিও তদ্রূপ ভগবত্তত্ত্বকে অনুভব করিতে এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে দেয় না অর্থাৎ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। যাবৎ না বদ্ধজীব অকা-তিতাবে শুদ্ধ হইতে পারেন অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চনত্বরূপ পরম কল্যাণপ্রদ অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহার চিৎস্বভাবটী পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া তাহাকে শুদ্ধস্বরূপগত অহৈতুকী ভগবৎ সেবাজনিত নিত্য বিমল আনন্দাস্বাদনে সুযোগ দেয় না।

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব।

বিদ্যার্থীর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—

কোন ব্যক্তিবিশেষের শাস্ত্রে কি আছে না জানিয়া থাকিলে শাস্ত্রীয় বিধি কিছু সমুৎপাটিত হয় না। কেহ জানুন আর না জানুন, তাহাতে শাস্ত্রের বিধান উঠিয়া যায় না। কোন ব্যক্তি তালমান কম্বলাবৃত তালুকের হস্তে পড়িয়া 'আমি ত কম্বল ছাড়িতে চাই, কিন্তু কম্বল আমাকে ছাড়ে না' বলিয়াছিলেন। আমি শাস্ত্রীয় বিধান জানিনা বলিয়া 'শাস্ত্রীয় বিধান উঠিয়া যাক্' এই বিচার বিধি শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য নামক শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দীক্ষা-বিধানে মন্ত্রের উপদেশ ও মন্ত্রার্থের উপদেশ দীক্ষার অন্তর্গত বিষয়। দিব্যজ্ঞানলাভ যে বিধান হইতে সম্ভব হয়, তদ্দ্বারা জীবের যোগ্যতা সম্যকরূপে লাভ প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ ইহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। দীক্ষাবিধি অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভের অভাব ও পাপপ্রবৃত্তির ক্ষয় না হইলে দীক্ষা হয় নাই বলিতে হইবে। মন্ত্রের অনধিকারীকে মন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হইবে আর মন্ত্রোপ-দিষ্ট ব্যক্তিকে মন্ত্রের অর্থবোধের জন্য উপদেশ দেওয়া হইবে না এরূপ কথা নহে। মন্ত্রের অর্থবোধ না হইলে জীবের দিব্যজ্ঞান হয় না এবং পাপ হইতেও নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্য নারদপঞ্চরাত্র দীক্ষাবিধানের বিধি জানাইবার জন্য এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন—

যথা ব্রহ্মণি নির্দ্দিষ্টান্ জ্ঞানেবধি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃতা প্রতিবোধয়েৎ॥

ইহার অর্থ এই যে, মনোযোগ মন্ত্রের বেদোক্ত উচ্চারণ ও অর্থরূপ বিষয়বস্তুকে আত্মারাম জ্ঞান করিয়া 'পড় পাখী আত্মারাম। তবে কৃষ্ণ হবে বাম'—বুলি শিক্ষা দেওয়াকে দীক্ষা দেওয়া বলে না—উহাতে ত্রুটিহীন মনোযোগ ও অর্থ-জ্ঞান বিষয়প্রাপক মন্ত্র হতে সরে না। সংস্কারের অভাবে মন্ত্রে রুচি না হইলে বহুজীবের কোনই মঙ্গল হয়

না। স্বয়ং আচার্য্য প্রেমভক্তি বিতরণপূর্ব্বক পুরুষানে মায়িক সংসারে ভোক্তৃবুদ্ধি পরিহার করাইয়া কৃষ্ণ না বেদ পাঠে বিরত করাইবার উদ্দেশে বৈদিক সংস্কার করাইয়া মন্ত্রার্থের উপদেশ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত যে কৃষ্ণসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য সেই ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্র-প্রকরণ আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন যে অসংস্কৃত ব্যক্তির বেদার্থে প্রবেশাধিকার নাই। যদি কোন শূদ্র অবৈধভাবে বেদে অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহার সংস্কারাভাবে ও সংস্কৃতজনের ইতিহাসের অভাবে তাহাকে যিনি বেদমন্ত্রার্থ জানাইবেন তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হওয়া দূরে যাউক, তাহারও শ্রুত-কথন ও শ্রবণপ্রভাবে অক্ষয়কাল রৌরবেতুধারণ নরকলাভ হইবে।

যো যস্তি ভাবদচিরপ্রভাবেন পুমোত্তিয়ঃ।
তাবদৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।

ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্র প্রকরণের ভাষ্য-টিকাতে যে শূদ্র-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বেদ পাঠে অধিকার দান এবং শোকরাশী অপাণিনিশিষ্ট শূদ্রের বেদমন্ত্র শ্রবণ, উভয়ই নরক গমনের হেতু হয়। পুরাণ বলিয়াছেন—

স্বাধ্যায়শ্রবণাদ্যুৎসং শূদ্র মন্ত্র ইবাহিতঃ।
শূদ্রো বিনশ্যত্যাশ্বেতি বিদ্যন্তপ্রভাবতঃ ব্রহ্মেঃ।

আবার শূদ্র গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র না পতিত ব্রাহ্মণ শিষ্য যাচ্ঞা, প্রণব যাচ্ঞা যে মন্ত্রলাভ করেন তাহাই তিনি শূদ্র শিষ্যকে দিতে পারেন। শূদ্র বা পতিত ব্রাহ্মণ কিছু নিজে মন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে না বা নিজে মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। উহা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্তি ঘটে। শূদ্র কখনই গুরু হইতে পারে না সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে এবং তাঁহার অনুগত শিষ্য সম্প্রদায়কে গুরু শিষ্য সম্বন্ধে সাক্ষিষ্ট বলা যাইতে পারে না। উহা রজস্তেতের তাৎকালিক অভিনয় মাত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে দীক্ষা বলবাচ্য নহে। পাঞ্চরাত্রিকগণ যে দ্বাবিংশৎ বা অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার প্রদান করেন তাহার মধ্যেই বেদপাঠোপযোগী দশসংস্কার বা ষোড়শ সংস্কার অন্তর্গত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে উপদেশ দেখা যায়—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।

ইহাতে যে শূদ্র ও বিপ্র শব্দ প্রয়োগ আছে তাহা মূর্খজনের ব্যবহারোচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কখনই শোকরাশী হইতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টিতে, অজ্ঞজ্ঞানে লৌকিক পদ্ধতির বিচারক্রমে যে শূদ্রকুলোদ্ভবে বিচার হয় তাহা কৃষ্ণতত্ত্ববিদের সম্বন্ধে সেরূপ বিচার হইতে পারে না বলিবার উদ্দেশেই যাহাকে তথাকথিত শূদ্র বলিয়া বোধ করা হয়, সে কখনই শূদ্র নহে। শাস্ত্র বলেন—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিকেই বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রৌতস্মার্ত্ত-বিধানে বৈষ্ণব বলিয়াছেন—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতো ভাগবতৈস্তিতরঃ স্মৃতঃ॥

সম্বন্ধজ্ঞানহীন দীক্ষাভিমানিগণ গুরুশিষ্য সম্বন্ধের অভাবে দ্বিতীয়াভিনিষ্ঠি চতুর্থ বেদপাঠে অধিকার পাইলেন না সুতরাং শ্রীকৃষ্ণদেবের কথিত মায়িক ভোগের ভোক্তা হইয়া পড়িলেন। মায়ার ভোক্তা কখনই বৈকুণ্ঠের সেবক নহে, সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হইবার অধিকার তাহার থাকে নাই। বিধিবিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা কখনই কৃষ্ণভক্ত নহেন। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে শূদ্রত্বাদি তাহারা বৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছেন মনে। অসংস্কৃত শূদ্র কখনই দীক্ষালাভ করেন নাই, সেজন্য অদীক্ষিত অবস্থায় তিনি কৃষ্ণকে কোন মন্ত্রই প্রদান করিতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবের অধিকার কেবলমাত্র কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির—ইহাই সমস্তশাস্ত্রে বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রগণ দান করিয়াছেন। যাহারা দীক্ষাবিধানে দীক্ষার করেন না তাহারা শাস্ত্রমতাবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাবে বৈষ্ণব হইতে চাহেন, কৃষ্ণ কিন্তু তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন করেন না। যাহারা প্রাকৃত বিচার হইতে মুক্ত হয় নাই তাহারা কিরূপে কৃষ্ণের সেবা করিবেন? তাহারা মহাপ্রসাদকে ভাত মনে করে, বৈষ্ণবকে একটা জাতি-

হিংসে জন্মে করে, ভগবানের অচিন্ত্য-বিদ্রূপকে শাস্ত্র ও বিশ্লেষণ করে সুতরাং তাঁহার নেহাৎকিছু হইয়া তাঁহারা ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে সেবা করিয়া ফেলেন। ঈশ্বরের বস্তুর সেবা ও ঈশ্বরের সেবা এক নহে। আপনাকে সেবাভিমানি ও আপনাকে সেবক ভিমান এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাহারা শাস্ত্র ও গুরুবাক্য অবহেলা করিয়া নিজের মনগড়া বস্তুকে ঈশ্বর, ও বিশ্বজনীনতাকে বিভিন্নাংশের অনুমোদিত মনে করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে অভ্রান্তে বেদনিন্দকো নাস্তিক বলিয়া জানিতে হইবে।

যার দুইটী হস্ত নাই সে দুইটী পদের সাহায্যে হস্তের কার্য্য করিয়া থাকে। হস্তের সাহায্যে তাহার অনেকগুলি কার্য্য করিতে হয়। এখন সেই ব্যক্তি যদি বস্ত্র সেবা করিতে যায় তাহার প্রথম নৈবেদ্য ঈশ্বর প্রথম ভক্ষণ করিবেন না এরূপ নহে, কিন্তু যাহার হস্ত থাকিতে মস্তের দ্বারা ঈশ্বরে করিয়া ঈশ্বসেবা প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহাকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞান করেন না। সকলের অধিকার সমান নহে। ব্যক্তিগত বিচারে বিধির বিলুপ্ত কোন কার্য্যই হয় না এবং বিধিও কেবলমাত্র পালিত হয় না। জনার্দন অন্তর্যামী, তাই বলিয়া কি 'বিধির নমঃ' বিধি হইবে? যাহাদের ভাবে গলদ আছে, তাহারা অন্তর্যামী জনার্দনকে কপট প্রতারণা বশ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ অজস্র ভগবদ্ভক্তির (?) পরিচয় করিয়া বৃন্দাবনীয়োৎসবপ্রাঙ্গণে ভজনপীঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা সকলেই বেদপথ ও ব্রহ্মসূত্র ছাড়িয়া দিয়া 'সাধারণের পাঠযোগ্য হরিকথন হয়।' প্রচার করিতে যাইব না, আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুষ্ঠানে সুতরাচার আছে বলিবার জন্য ব্যস্ত নহি। এই তৃতীয় প্রশ্ন প্রথম দুই প্রশ্নের তাৎপর্য্যের মাত্র সুতরাং তৃতীয় প্রশ্নোত্তর পাঠকালে প্রথম ও দ্বিতীয় উত্তরগুলি স্মরণ করিলে বিষয়গুলি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ধর্ম্মের লক্ষণ ও আচরণের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। বর্ণাশ্রমে অবস্থান করিয়া কয়েকজন হে, বর্ণাশ্রম ছাড়িয়াও কয়েকজন হয়। সুতরাং যাহারা বর্ণাশ্রমে থাকিয়া কয়েকজন করিবেন তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধি ও দীক্ষাবিধান পালন করিবেন। স্বরূপ বিচারে বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ চতুঃষষ্টি ভক্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীগুরুদেব কখন ভক্তিবিরোধী কোন চিহ্ন ধারণ করিতে বিধানে উপদেশ করিবেন না। যেখানে হরিচিহ্ন বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরোধ করে তখনই কালে প্রতিকূল জ্ঞানে পরমহংস আচারে শিখাসূত্রের ত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে হরিচিহ্ন বিষ্ণুভক্তির অনুকূল সেখানে তাহার পরিত্যাগ প্রয়াস বৈষ্ণবগুরুবর্গের অবমাননা করিবার ও বিরুদ্ধভাব পোষণের জন্য হইয়াছে জানিবেন। অমেধ্য অপবিত্র অশুচি হইয়া কখনই অর্চ্চন করা যায় না। অর্চ্চন করিবার পূর্ব্বেই অবশ্য স্বীকার আবশ্যক। অর্চ্চন না করিয়া এই পৃথিবীতে কেবল ভোগের মধ্যে থাকিলে পাপিষ্ঠ হইতে হয়। মূলতঃ পাপিষ্ঠতার নামান্তর। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পাপিষ্ঠ হইয়া শ্রীগুরুকে নৈবেদ্য অর্পণ করা যায় না, কিন্তু পরমহংস বৈষ্ণব হইয়া যাহা অর্পণে আচারবহির্ভূত হইলেও ভক্তির ক্রিয়ার জন্য অসন্তুষ্ট হন না, পরমাদরের সহিত তাহা গ্রহণ করেন।

পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযামুনমুনির গুরুদেব শ্রীমৎ নাথাচার্য্য "আগমপ্রামাণ্যে" নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বৈষ্ণবমাত্রই হরি গুরু বৈষ্ণবসংস্কার সম্পন্ন, তখন পঞ্চোপাসক নাস্তিক ব্রাহ্মণক্রবগণ তাহাদিগকে কি প্রকারে ব্রাহ্মণেতর শূদ্রাদি সংজ্ঞা দিবেন? 'বৈষ্ণব পাপিষ্ঠ' এই শব্দটি না 'বৈষ্ণব শূদ্র' এই শব্দটি সোনার পাথরের বাটীর ন্যায় ভয়ানক। অবশ্যই ব্রাহ্মণকে জন্মিবৈষ্ণব জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বাসার যে অপরাধ ঘটিয়াছিল, সুদর্শন চক্র তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিয়াছিলেন সুতরাং বৈষ্ণবক্রবগণ সাবধান!!! বারান্তরে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে।

ক্রমশঃ।

———

ভারতীয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনে অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন—কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী সভ্যগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অল্ডারম্যননির্ব্বাচিত করিয়াছেন—মিঃ সি, আর, দাশ, মিঃ এস সারওয়ার্দ্দী, প্রিন্স আকবর হোসেন, মিঃ হেমচন্দ্র নস্কর, মিঃ শরচ্চন্দ্র বসু। প্রকাশ যে, মিঃ সি, আর, দাশ মেয়র এবং মিঃ এস্ সারওয়ার্দ্দী ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। চীফ এক্সিকিউটীভ্ অফিসার নিয়োগ সম্বন্ধে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। শুনা যাইতেছে যে, এই পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে এবং বর্ত্তমান এক্সিকিউটীভ্ অফিসার রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত তিনবৎসরকাল স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

কোচিন সত্যাগ্রহে জলযুদ্ধ—দুর্ব্বার্থ মাদ্রাজ অঞ্চলে যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোথাও নহে। সেখানে হীন-জাতিগণের সাধারণের সহিত এক রাস্তায় চলিবার অধিকার স্থাপন জন্য কোচিন প্রবেশে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় সকল নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, জর্জ্জ জোসেফ একজন নেতা, তিনিও গ্রেপ্তার। গ্রেপ্তারীর এটুকু অধিকারও পায় না এমন দেশও আছে, আর তাও দুটিলতায়তে। এখানে আমরা দেশের সহিত এক ধাপে চড়ি। সেখানে এরূপ একটী ধারণা পশ্চিমে স্বর্গেরও অপেক্ষাও অসম্ভব। হায়! ব্রাহ্মণক্ষত্র তুমি যেখানে যেটুকু সুবিধা পাইয়াছ, সেই টুকু তোমার দেশীও আধিপত্য বিস্তারে নিয়োজিত করিয়াছ, করিতেছ—আর ব্রহ্মজের বংশজ বলিয়া অভিমান করিতেছ! আহা, ব্রহ্মজন্মের কি এই শোচনীয় পরিণাম!

প্রেস অ্যাক্ট—বিলাতের সাহেবগণ আবার ভারতে প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। পার্লামেণ্টে ইহার কথা উঠিয়াছে।

মাদ্রাজের গবর্ণর পরিবর্ত্তন—মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড ওয়েলিংডন গত সপ্তাহে মঙ্গলবার সস্ত্রীক বোম্বাই যাত্রা করিয়া ১২ই এপ্রিল তারিখে তিনি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের ভারগ্রহণ করিবেন। তাঁহার চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া লর্ড গোশেন ১৪ই এপ্রিল পৌঁছিয়া শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

গোশেন ও বসু—কলিকাতা মনুমেণ্টে মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চিফ এক্সিকিউটীভ্ অফিসার পদ লইয়া শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র গোশেল ও শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু একটু গণ্ডগোল করিতেছেন। গোশেল মহাশয়ের ববাহোল্ল ভ্যালের বাসনায়ও গুরুর বাজারে পড়িয়াছে।

লাটের ছুটি—ছুটিতে গেলে কখনও কোনও বড় লাট বা প্রধান সেনাপতির ভালো ঘটে নাই। লর্ড কর্জ্জনকেও পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাইতে হইয়াছিল। উপরন্তুপর ভাগ্যলক্ষ্মি লর্ড রলিন্সিয়ার একটী বিশেষ করিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছা করিলে না করিয়াও বিলাত যাইতে পারিবেন। সুতরাং লর্ড রেডিং গেলে সহজের লর্ড লিটন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

চরকার সুতা—বরিশাল জেলার ধানশীপাড়া নিবাসী শ্রীমতী হেমলতা গুপ্ত মাত্র ১২২৩ সালের সমগ্র ভারতের খদ্দর প্রদর্শনীতে স্বহস্তে কাটা চরকার সুতা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে তিনি ৯০ হইতে ১২০ নম্বরের চরকার সুতার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গ মহিলার এ কৃতিত্ব বাঙ্গলার অন্যান্য মেয়েদের গৌরব।
বাস্তবিক।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—শ্রীমতী জয়ন্তী সেন বেঙ্গল স্কুল ও কলেজ বিভাগে সঙ্গীত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী জয়ন্তী বরিশালনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের কন্যা, বাঙ্গালী মেয়ের এ কৃতিত্বে আমরা প্রীত হইলাম।

মহিলা ব্যারিষ্টার—কুমারী মিস্ টাটা বিলাত ব্যারিষ্টার পাশ করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারদের তালিকা ভুক্ত হইয়াছেন। ইনিই ভারতের সর্ব্বপ্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার

মাতৃত্ব শিক্ষা—আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো বিদ্যালয়ে মাতৃত্ব শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কেমন করিয়া উপযুক্ত মা হইতে হয়, কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, গৃহস্থালীর কাজকর্ম কেমন করিয়া চালাইতে হয়, এই সমস্ত তাহাদের শিখান হইতেছে। জোর-জবরদস্তী কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহাও তাহাদিগকে শিখান হইতেছে। এই সব মায়ের সন্তান সাধারণের চক্ষুশূল হইবেনা। আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেরা মানুষ হইবার আগেই সন্তানের মা হইয়া বসেন। এই সব মায়ের সন্তান যে অস্বাভাবিককালেই কাল-কবলে পতিত হইবে ইহা খুবই

বিদ্যালয়ে চরকা প্রচলন—বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত প্রদেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীদের সুতা-কাটা শিক্ষা দেবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নারীহরণের আধিক্য—বাংলার শ্রীমতী বরদাসুন্দরী নাম্নী জনৈকা মহিলা ও তাহার সহায় কয়েকজন নারী অপহরণকারীর হাতেও হইয়াছে। তিন জনের সাত বৎসর হিসাবে এবং দুই জনের চয় বৎসর হিসাবে কঠোর সাজাও হইয়াছে। এ সংবাদ পাঠকগণ জানেন। অল্পকাল যাবৎ বিভিন্ন হইতে নারী অপহরণের সংবাদ আসিতেছে। এই সমস্ত অপহরণকারী দুর্বৃত্তগণের বিশেষ শাস্তি হওয়া দরকার। দেশের এ দোষের জন্য আমরা সরকার ও দেশ-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা—কুমারখোলার নিবাসী শ্রীমতী রাধারাণী প্রমিলারাণী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। মাদ্রাজে নারীসমাজের পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের কথা।

রাজপরিবারে শিক্ষার প্রসার—পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন যে আগরতলার মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্রের পৌত্রী কুমারী পূর্ণিমা এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন। ইহার পূর্বে রাজপরিবারের আর কোন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেন নাই। আমরা আশা করি, ইনি সসম্মানে উত্তীর্ণা হইয়া রাজ পরিবারের মুখোজ্জ্বল করিবেন এবং কালে দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিয়া বুঝিবে, শিক্ষিতাগণের সঙ্ঘের নিবাসে সহায়তা করিবেন।

বৈদেশিক।

খনির তত্ত্বাবধানে মহিলা—ইংলণ্ডের ননহামা নামক স্থানে মিস্ অনসন্ নাম্নী একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলার কয়েকটী টীন ও লোহার খনি আছে। তাঁহার বাসস্থান হইতে খনিগুলি প্রায় চই মাইল দূরে। মিস অনসন্ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া নিজে রন্ধনাদি করিয়া খাইয়া, পায়ে হাঁটিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী সেই খনিতে যান এবং শ্রমিকদিগের সহিত নিজে কাজ করেন। তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি এত প্রখর যে বহুস্থান হইতে বহু লোক তাঁহার নিকট ব্যবসায় কার্য্যে পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসেন। মহিলার এ কৃতিত্ব বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় এদেশে শিক্ষিতাগণ বিলাসিনী হইয়া পড়েন।

যুদ্ধ জাহাজের তালিকা।—সম্প্রতি আন্তর্জাতিক একটী তুলনামূলক তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১লা ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত—

যুদ্ধের জাহাজ	ডুবার	টরপেডো	সাবমেরিন
ইংরাজ ২২	৫০	১৪৬	৬১
মার্কিণ ১৮	২৫	৩০৯	১১৫
জাপান ১০	১৭	৭৮	৪৪
ফ্রান্স ৯	১১	৪৮	৪৮
ইটালি ৭	১৩	৪১	৪৩
রুশিয়া ৬	৩	২০	২৩
জার্ম্মাণি ৮	২	১৬	

নির্ম্মিত হইতেছে—

ইংরাজ	৪	৭
মার্কিণ	১১	১১
জাপান	১২	৩৩
ফ্রান্স	৩	২১
ইটালি	২	৪
রুশিয়া		১
জার্ম্মাণি		

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

(দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৩ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩০, ২৬শে এপ্রিল ১৯২৩ (৩৫শ সংখ্যা)

অর্চ্চনাধিকার।

অর্চ্চন নববিধাভক্তির অন্যতম ভক্তাঙ্গ। অদীক্ষিতের অর্থাৎ যিনি সদ্গুরুর নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ বা গুরুরূপে আত্মসমর্পণ করেন নাই তাহার অর্চ্চনের অধিকার নাই। একমাত্র দীক্ষিত অর্থাৎ গুরুরূপে প্রপন্ন ব্যক্তিরই অর্চ্চনে অধিকার। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে দেখা যায়—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥ ৭।৫।২৩

উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামীপাদের টীকা যথা—'সা চাপি-ত্যেব সতী বর্ত্ম ভিনত্তি, নন্থ কৃতা সতী পশ্চাদপোহতি' অর্থাৎ বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধাভক্তি যদি মন্ত্রপ্রবণে তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তি বা পরমাপ্তি লাভ করিয়া কৃত হয় তাহা হইলেই ঐ সকল ভক্তাঙ্গের সার্থকতা; পূর্ব্বে ঐ সকল ভক্তাঙ্গ যাজন করে আত্মসমর্পণ তাহা যথার্থ ক্রম নহে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ বা সদ্গুরুর নিকট অভিগমন পরে অর্চ্চনাদি ভক্তাঙ্গাধিকার। যিনি শ্রুতি ও স্মৃতি কথিত 'শ্রোত্রিয়' অর্থাৎ বেদোক্ত-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিৎ এবং 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্য সেবাদিষ্টিত সদ্গুরুর নিকট সবিনয়ে বা শরণাগত বুদ্ধিতে সর্ব্বতোভাবে গমন করেন নাই তিনি অর্চ্চনের অধিকার লাভ করিতে পারেন না। অল্পবয়স্ক বিষ্ণু কুমারের যেরূপ সুকণ্ঠতা কর্ত্তৃক অধ্যয়নবিধিতে অধিকার থাকে না, কিন্তু উপনয়নের পর অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও অর্চ্চনাদিতে অধিকার হয় না। কিন্তু আত্মাকে নিবেদনের বা দীক্ষিত করিলে অর্চ্চনাধিকার লাভ হইয়া থাকে। দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অর্চ্চনাধিকার লাভ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের নিত্য অর্চ্চন করা শাস্ত্রের আদেশ। দীক্ষিত ব্যক্তির অর্চ্চনাধিকারে অদীক্ষিত ব্যক্তির অর্চ্চনে অনধিকার হইবার কারণ এই যে, যে কোনও মূলে

দুষ্ট ব্যক্তিই হউন না কেন দীক্ষা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তিনি সর্ব্ব অপরাধমুক্ত চূড়ান্তোদ্ধার কোনও অনিত্য বস্তু পাকেন না।

"দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

দীক্ষা, বিবাহের বা যজ্ঞোপবীত লাভ হইলে জীব নিজকে কর্ম্মমার্গীয় গতানুগতিকের ন্যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্যান্য বলিয়া ভাবনা করেন না। কারণ তিনি জানেন যে তিনি স্বরূপে নিত্য ভগবদ্দাস, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহ বা মনবুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহ নহেন, তিনি অণুচৈতন্য শুদ্ধ জীব—বিভু চৈতন্যের নিত্য দাসই তাহার নিত্য স্বভাব। সুতরাং তিনি দীক্ষা প্রভাবে অচ্যুতগোত্রত্ব লাভ করিয়া তাহার নিত্য স্বরূপ—ধর্ম্ম যাজন করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরন্তিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধ-বিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসংপাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়তৈব। যে তু সং-পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং অর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবলস্মরণাদিনিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্যপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরমার্থা সংপদেনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যান্ত বা প্রতিপাদকং। তস্মাদেবমর্চ্চনমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিধেয়ং। • • • দীক্ষিতানাং চ সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে।" অর্থাৎ সদ্গুরু দিয়াকে দীক্ষাবিধানের দ্বারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলে শ্রীনারদাদি পাঞ্চরাত্রিক ভগবদ্ভক্তগণের অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাহারা বিত্তশালী গৃহস্থ তাহাদের অর্চ্চনমার্গই মুখ্য। তাহা না করিয়া কেবল নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের মত স্মরণাদিতে নিষ্ঠাযুক্ত হইলে বিত্তশাঠ্যদোষে লিপ্ত হইতে হয়। নিজে ভগবানের অর্চ্চন না করিয়া অপরের দ্বারা অর্চ্চন করাইলেও তাহা অশ্রদ্ধার লক্ষণ এবং অত্যন্ত হীন। উহাদ্বারা কৃতক সাধনের শ্রীবিগ্রহসেবা নিষিদ্ধ হইল। যে কোনও কুলো-দ্ভূত হউক না কেন দীক্ষিত ব্যক্তি নিয়মতঃ অর্চ্চন করিবেন, না করিলে শাস্ত্রে তাহার জন্য নরক গমনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক স্মৃতিগ্রন্থ গ্রন্থে ও শ্রীগোপালভট্টগোস্বামী ও টীকাকার শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয় একবাক্যে দীক্ষিত ব্যক্তিরই অর্চ্চনাধিকার দান করেন, কারণ দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই পাঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—শ্রীশালগ্রামপূজায় দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অধিকার তবে যে স্ত্রীশূদ্রাদির শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই শুনা যায় তাহা অদীক্ষিতের প্রতি শাসন বাক্য এবং মাৎসর্য্যপর কোনও কোনও আচার্য্যের কল্পিত মতবাদ মাত্র। 'মাৎসর্য্যপরৈঃ আর্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যং। অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রপ্রায়দীক্ষিতৈঃ শ্রীমৎ-পূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ং। যতঃ শূদ্রেষ্বপ্যাভীরেষ্বপি যে বৈষ্ণ-বাস্তে মুখ্যাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ নারদীয়ে শ্বপ-চোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি। ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি। পাদ্মে চ। ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে। কিন্তু ভগবদ্দীক্ষাপ্রভা-বেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথা চ ভক্ত্য যথা কাঞ্চনতাং যান্তীত্যাদি। অতএব তৃতীয় স্কন্ধে দেব-হূতি বাক্যং। যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎপ্রহ্বণাদ্যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ইতি সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। • • • কিঞ্চ বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাদি বচনৈ রবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো **শ্রীচণ্ডালজাতিজাতানামপি** বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাং। এবং শ্রীভাগ-বতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ। যতো বিধি-নিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি। দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণামিত্যাদিবচনৈঃ তথা কর্ম্মপরিত্যাগিনামপি ন কশ্চি-

কোরে থাকেন ইতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি বদা বস্তানু-গুহ্যাতি তদবদানিত্যাদি বচনৈশ্চ বাস্তং বোধিতমেবাস্তি। অর্থাৎ বিধিনিষেধ অধৈষ্ণব অর্থাৎ যে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হন নাই তাহার জন্য কিন্তু তিনি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ এবং নিজের অকপট ভগবৎসেবোন্মুখতা সদ্গুরুর নিকট যথা-বিধি ব্যক্তিত হইয়াছেন তিনিই শালগ্রাম অর্চ্চনের অধি-কারী যেহেতু তিনি যদি শূদ্র এবং কি অন্ত্যজকুলেও উদ্ভূত হন তাহাকে নিশ্চয়ই শূদ্র বা কন্যাজ বলিয়া বলা হয় না। নারদীয় বাক্যের প্রমাণে জানা যায় যে বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালকুলজাত ব্যক্তিও দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস সমুচ্চয়ে দেখা যায় শূদ্র, নিষাদ, এবং চণ্ডালকুলজাত ভগবদ্ভক্তকে যে তৎতৎ জাতিদ্বারে বর্ণন করিয়ে অর্থাৎ ইনি শূদ্র বৈষ্ণব ইনি নিষাদজাতীয় বৈষ্ণব, ইনি চণ্ডাল বৈষ্ণব যে এইরূপ জ্ঞান করিবেন সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে। অগ্নিপুরাণও বলেন যে ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন তাঁহারা ভাগবত। যাহারা জনার্দ্দন হরিতে নিষ্ঠা অপ্রতিহতা ভক্তিযুক্ত নহেন অর্থাৎ যাহারা কর্ম্ম-মার্গীয় স্মার্ত্ত, বা যাহারা অদ্বৈতবেদান্তপরায়ণ, যাহারা জাত্যাভিমান হেতু শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য সোর্দ্ধডঙ্কে বাজা তাহারাই সর্ব্বদোষের মূলে শূদ্র। শোককারী ব্যক্তিকেই শূদ্র বলে। ঐ সকললোক জড়মায়ের বলি ও জন্মবুদ্ধি অহঙ্কারে আত্মবুদ্ধি করা হেতু নিত্য শোক ও ভয়গ্রস্ত এইরূপ ব্যক্তিগণ মাৎসর্য্যপরায়ণ নিজদিগকে "ব্রাহ্মণ" বলিতে তৎপর কিন্তু বৈষ্ণবই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের গুরু তাহা বলিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। আরও ভাগবতীদীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিরও দ্বিজসাম্য লাভ হয়। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে দ্বিজসাম্য অর্থাৎ দ্বিজের সমান হয় বটে কিন্তু তিনিত ব্রাহ্মণ হন না—সেই আশঙ্কা করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—তথাচ তত্র যথা কাঞ্চনতাং যান্তীত্যাদি অর্থাৎ দ্বিতীয় বিলাসে যথা কাঞ্চনতাং যান্তি এই শ্লোকে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে সেই শ্লোকের অর্থ এই যে যেপ্রকার কোনও রসবিধানদ্বারা কাঁসা সোনায় পরিণত হয় তখন আর কাঁসার কাসায় থাকে না তদ্রূপ দীক্ষা বিধানের দ্বারা জীবমাত্রেরই দ্বিজলাভ হয়, কেহ যদি আপত্তি করেন যে বৈশ্য ক্ষত্রিয়ও ত দ্বিজ, সেই জন্য শ্রীল গোস্বামী পাদ বলিতেছেন **নূনাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা** অর্থাৎ নূনাং শব্দের যে কোনও কুলোদ্ভূত হউক না কেন সকলেরই 'এব' শব্দ দ্বারা আরও নিশ্চয় করিয়াছেন। দ্বিজত্বের অর্থ বিপ্রতা। তবে যে বিপ্রত্ব লাভ হয় না লিখিয়া বিপ্রসাম্য লাভ হয় পদে লিখিলেন তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত ব্যক্তি নবম কর্ম্ম-মার্গীয় জাতিব্রাহ্মণ মাত্র নহেন তিনি দুষ্প্রাপ্যতম উপনিষদ বহিত নিত্য শাশ্বতার্থিক ব্রাহ্মণ। কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ এই জন্মে ব্রাহ্মণ থাকিতে পারেন কিন্তু অনাচার জন্মে পর জন্মে চণ্ডাল বা উহা জন্মেই মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাক্য অনুসারে বর্ণপরম্পরাক্রমে শূদ্রত্ব লাভ করিতে পারেন কিংবা কর্ম্ম অনুসারে মনুষ্যেতর পশুপক্ষ্যাদি যোনিও লাভ করিতে পারেন কিন্তু বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির আর তাহা ঘটে না কারণ তিনি সদ্গুরুর শরণাপন্ন হইয়াছেন, তিনি একমাত্র বিষ্ণুতত্ত্বের পূজনীয় দেবতা, যমদূতগণের অস্পৃশ্য। অতএব ভাগবতীয় বেদস্তুতি বাক্য হইতেও জানা যায় যে ভগবানের শুকীর্ত্তনাদি শ্রবণে চণ্ডালও সবনযজ্ঞের অধিকার লাভ করেন: সুতরাং ভাগবতীয় বাক্যে জানা যায় যে সবনযাগি যাবনগুণযুক্ত সদাচারসম্পন্ন বিপ্রও যদি ভগবানের চরণকমলে ভক্তি ভক্তিযুক্ত না হন তাহা হইলে তাহা হইতে ভগবদ্ভক্তবিশিষ্ট চণ্ডালও অধিকতর শ্রেষ্ঠ, কারণ ঐ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ভক্ত নিজেত উদ্ধার লাভ করিবেনই, পরন্তু তাহার কুলকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন কিন্তু ঐ যাবনগুণসম্পন্ন সদাচারী ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন যে অতএব এই সকল বাক্য দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে অবৈষ্ণব অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে নিতান্ত, বৈষ্ণবের নিতান্ত ও বিষ্ণু-উপাসনায় নিতান্ত স্বীকার করিয়া একমাত্র বিষ্ণু-পরমপদই অহৈতুকী ভক্তিসহকারে সেবা না করেন সেই

সকল বর্ণের হইতে নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণ নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ হইবেন—অর্থাৎ দেহ এবং মনে অশুদ্ধ কলঙ্কচিহ্নধারীগণ যতই মহাকুলপ্রসূত হউন, বা বেদের মহান্ শাখাধ্যায়ী হউন তাহাদের গৌরব বৃথা। আর বৈষ্ণব নীচকুলজাত হইয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ভক্তিরত্নাকর ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ব্রাহ্মণগণের উক্তি দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণবগণের শ্রীমদ্ভাগবত এবং বেদাদি শাস্ত্রেও অধিকার কারণ অন্যদেবতাগণের উপর বিধি নিষেধ ক্রিয়া করিতে পারে না। অবৈষ্ণবের জন্যই বিধিনিষেধ। বৈষ্ণবের একমাত্র বিধি ও নিষেধ এই যে সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে এবং তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য ও বিস্মৃত হইবে না। আর যতবিধি নিষেধ সকলই এই দুই বিধি ও নিষেধের ছায়া স্বরূপ। সুতরাং ভাগবতীয় [illegible] তাঁহারা বিপ্র-ক্ষত্র, ক্ষত্রিয়কুল, বৃষল প্রভৃতি সকল স্তরের হস্ত হইতে পরিমুক্ত এবং তাঁহাদের কর পবিত্রতায় কোনও দোষ নাই যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে সেকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত না হয় ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলে কর্ম্মত্যাগে কোনও প্রত্যবায় হয় না। বৈষ্ণবগণের হরিকথায় শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবগণেরই একমাত্র অর্চ্চনে অধিকার তাঁহারাই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরমহংস বা স্বরূপ সিদ্ধাবস্থায় তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুরুদেব। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু কায়স্থকুলে উদ্ভূত হইয়াও ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী ও ব্রাহ্মণকুলের নিত্য উপাস্য গুরুগুরু, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনকুলোদ্ভূত হইয়াও জগদ্গুরু সর্ব্বজীবের নমস্য, আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি ভারতকুল বা সদ্গোপকুলোদ্ভূত হইয়াও বহু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত শিষ্যের দীক্ষাগুরু। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৮ম অধ্যায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বাক্য—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন স্বরূপসিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন বা নিত্যসিদ্ধ পরমহংস তাঁহারা স্বয়ং তাঁহারা ব্রাহ্মণসংস্কার চিহ্ন উপবীতাদি ধারণও পারেন না রাখিতেও পারেন। কিন্তু যাহারা ঐরূপ পরমহংস নহেন যাহারা স্বরূপ-সিদ্ধাবস্থা লাভের জন্য সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনভক্তি যাজন করিতেছেন তাঁহারা অবশ্য উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু হরিভক্তিবিলাসের দীক্ষা প্রকরণে ১৪০ সংখ্যায় সেই কথা লিখিতেছেন "গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ" অর্থাৎ গুরুদেব শিষ্যকে দেবদেব শ্রীবিষ্ণুর সমীপে তিনটী আহুতি দ্বারা শিষ্যের গর্ভাধানাদি সমস্ত বৈদিকী ক্রিয়া কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া সম্পাদন করাইবেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু টীকায় লিখিয়াছেন—তাশ্চ যথেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়ন-স্নান-বিবাহাখ্যাঃ। উপনয়ন কথাটীর উল্লেখ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। দীক্ষা প্রভাবে যদি জীবমাত্রই বিপ্রত্ব লাভ করেন, এবং বৈষ্ণব যদি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হন তাহা হইলে কি যত দোষ এই উপনয়নের সময়? যাহারা অন্তর মুখে শাস্ত্রের কথা স্বীকার করিয়া থাকেন বা বৈষ্ণবের বিপ্রত্ব স্বীকার করেন ও তাহা ব্রাহ্মণের অধিসংস্কার উপনয়ন অর্থাৎ তাতে কলমে বৈষ্ণবের বিপ্রত্ব প্রতিপাদন চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন কারণ তাহারা জাতি-বর্ণাশ্রমরক্ষক, সামাজিক সমাজের অধীন, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের পাদলেহনকারী, পরমার্থের পথীভূত না হইয়া জড় অর্থে পথীভূত ব্যক্তি। কিন্তু যিনি প্রকৃত আচার্য্য বা সদ্গুরু, যিনি বেদোক্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ এবং ভগবানের সেবা-পরায়ণ তিনি ছান্দোগ্যশ্রুতিপ্রতিপাদিত চারিপ্রকার গৌতমের ন্যায় সত্যকাম জাবালের আর্জ্জব বা সরলতা গুণকেই ব্রাহ্মণনির্ণায়ক লক্ষণ জানেন এবং কেবল মুখে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণের সংস্কার উপনয়ন প্রদান করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। যাহারা ব্যবসায়ী গুরু কেবল অর্থের জন্য যাহারা শিষ্য করেন, যাহারা অর্থের অধীন, পুত্র, কন্যা বিবাহের জন্য সমাজের অধীন, তাহাদের অনাচার বা তাহাদের মতামত লইয়া পরমার্থরাজ্যের আইন হইতে পারে না। সাধু শাস্ত্র ও সদ্গুরু বাক্যই একমাত্র প্রমাণ।

হরিশরণ গুরুগৃহে।

অষ্ট দিবসে।

গত কল্য অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার পরবর্ত্তী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই জন্য মধ্যাহ্নে দর্শনে তাঁহারা যাইতে হইতে পারেন নাই। অদ্য প্রত্যূষে সকলে হস্তমুখ প্রক্ষালনাদি শেষ করিয়া পূর্ব্ববৎ খোলকরতালযোগে তাঁহারা উচ্চে এই কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন—

'জীব জাগ জীব জাগ গৌরচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥
বিনোদ সেবক প্রভুর চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম মন্ত্র লইল মাগিয়া॥'

ভিক্ষুক ফিরিয়া আবার বলিলেন—

'হরিবল, হরিবল, হরিবল ভাইরে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ নিতাইরে।
(মোদের দুঃখ দেখেরে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাইরে।
হরিনামে শুদ্ধ হলো অনাদি বাধাইরে॥
(বড় পাপী ছিলরে)
মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাইরে।
(আমি আমার বলেরে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আরও ফেরা বাড়ায়।
(আশার শেষ নাইরে)
হরিবলি' বেওভাই আশার মুখে ছাইরে।
(নিরাশ ও সুখরে)
ভোগমোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাইরে॥

শুদ্ধ সত্ত্ব হ'য়েরে
না ডেকেও নামের সঙ্গে ও সব ফল পাইবে।
(তুচ্ছ ফলের প্রয়াস ছাড়রে।
সেবক বলে ভাই হ'য়ে নামের বালাইরে॥
(নামের বালাই ছেড়েরে)

এইরূপ সুমধুর কীর্ত্তন করিতে করিতে, এবং পথিপার্শ্বস্থিত লোক সমূহের চিত্ত হরিকীর্ত্তনের দিকে আকৃষ্ট করিতে করিতে, ধীরে ধীরে তাঁহারা মধ্যাহ্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছায়ায় অনেকক্ষণ বসিয়া বৃত্তা ও কীর্ত্তন অনন্তর সকলে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর শ্রীগুরুদেব বলিতে লাগিলেন—

'ভক্তগণ,' এই স্থানের নাম মধ্যাহ্ন, ডাকনাম মাজিদা গ্রাম। সত্যযুগে, ব্রহ্মার সপ্তপুত্র সপ্ত ঋষি একদা পিতৃ সন্নিধানে প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, আদি গুরু ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই যে চরম প্রয়োজন তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। প্রয়োজনতত্ত্ব অবগত হইয়া ঋষিরা পিতার নিকট অভিধেয়তত্ত্ব অর্থাৎ সেই প্রেম লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা তখন করুণার্দ্র মনে তাঁহাদিগকে এই উপদেশ করেন—

'পরমেশগণ, তোমরা শ্রীনবদ্বীপধামে গমন করতঃ শ্রীগৌরগুণ গান করিতে থাক, তাহা হইলে শ্রীধামকৃপা এবং সাধুসঙ্গ উভয়ই লাভ করতঃ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা লাভ হইবে এবং তদীয় প্রেমলাভে ধন্য হইবে। ইহা অপেক্ষা সেই চরমপ্রয়োজন লাভের অন্য সহজ উপায় আর নাই।'

পিতার নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সপ্তঋষি এই স্থানে আগমন করতঃ শ্রীগৌরারাধনায় নিযুক্ত হইলেন এবং নিরন্তর সঙ্কেতে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'হে গৌরহরি, আমরা এতদিন নানাবিধ সাধনা করিয়া আপনার সংবাঞ্ছিত শ্রীপদযুগলে অপরাধই সঞ্চয় করিয়াছি মাত্র। এখন আপনার শ্রীচরণ যুগলে একটিই একমাত্র সার বুঝিয়াছি। কৃপাপূর্ব্বক

করিয়াছে বাসস্থানকে একবা ... ভক্তার্থ ... করুন।'

এইরূপে তাঁহারা কাতরে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। কিছুই খান না, নিদ্রাও যান না, অহরহ শ্রীগৌরাঙ্গ গুণগান করে সকাতরে ঐ প্রার্থনা। পরমহংস, সত্য-পূর্ণপ্রজ্ঞাদিগের, যোগিগণচিত্তহারী, কমললোচন, শ্রীগৌরাঙ্গ দেব, ঈশ্বরিতানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাসাদি নিজ পার্ষদগণের একদিন দ্বিপ্রহরকালে ভক্তিগণ সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ভক্তিগণ তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শন করতঃ দিবসের নির্ব্বাহ নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে তাঁহার শ্রীচরণযুগল ধরিয়া প্রেম প্রার্থনা করিলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কহিলেন—

'ওহে ভক্তিগণ, তত্ত্ব অভিলাষ ত্যাগ করতঃ জ্ঞান কর্ম্মাদিশূন্য হইয়া অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করিতে থাক, অদ্যদিন পরে এই নবদ্বীপে আমার প্রকট-লীলা হইবে, তোমরা সকলে সেই লীলা দর্শন করিতে পারিবে। এ কথা এখন গোপন রাখিও। তুমারহট্টে গমন করতঃ তথায় শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে থাক।'

এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্তর্ধান হইলেন। ভক্তগণ কুমারহাটীতে আগমন করতঃ তথায় বসতিস্থান প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। ঐ যে অদূরে কুমারহাটী গ্রাম দেখিতেছ, ঐ স্থানে এখনও সপ্তঋষিস্থান বিদ্যমান আছে। চল ঐ গ্রামে যাইয়া সেই স্থানসমূহ দর্শন করি।"

সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে কুমারহাটীতে গমন করিলে শ্রীগুরুদেব কহিতে লাগিলেন—"ভক্তগণ, তোমরা আকাশের সপ্তর্ষি মণ্ডলের কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এই স্থান সেই মণ্ডলের সমান। এখানে শুদ্ধভক্তিরূপে বাস করিলে যমনিয়মাদি সাধন না করিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গচরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানের এতই মহিমা। ইহার নাম সোমতী, আর ঐ যেখ নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র। পূর্ব্বকালে কলি প্রবল হইলে, সৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতের মুখে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গভাগবত শ্রবণ করিয়া কলি জয় করেন। ঐ স্থানে যে জন কার্ত্তিকমাসে পুরাণ পাঠ করেন, তাঁহার সকল ক্লেশ নাশপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। কোন সময়ে শ্রীকানন ভগীর বৃষবাহন ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমহাদেবের হইয়া আপন ভক্তগণ সঙ্গে ঐ স্থানে পুরাণ শ্রবণ করতঃ প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরগুণগান করিয়াছিলেন।"

বেলা দ্বিতীয় প্রহর আগতপ্রায় দেখিয়া সকলে ঐ নৈমিষারণ্যস্থ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে রন্ধনাদি করিয়া প্রসাদ পাইলেন। তৃতীয় প্রহর হইতে না হইতেই সকলে পুনরায় কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীজাহ্নবীমুখরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে নরধামে সকলে উপবেশনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ অনেক লোক তথায় জড় হইয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। অনেকক্ষণ কীর্ত্তনের পর, সকলে ভক্তগৌরাঙ্গও ব্রাহ্মণপুরতীর্থে চরণ দিয়া চুপ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রীগুরুদেব সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"ভক্তগণ, এই গ্রামের নাম ব্রাহ্মণপুকুর, ডাকনাম বামনপুর। এই স্থানের এক অতি গোপনীয় বৃত্তান্ত আছে, বলিতেছি শুন—সত্যযুগে দিবোদাসনামক এক ব্রাহ্মণ একদা গৃহত্যাগ করতঃ সর্ব্বতীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেক তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন। সকল তীর্থ অপেক্ষা পুষ্করতীর্থ দর্শনে তাঁহার মন বড় শ্রীতির সঞ্চার হইল। তিনি মনে করিলেন জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি তথায় যাপন করিবেন। কিন্তু সকল তীর্থ দর্শন তাঁহার তখনও শেষ হয় নাই। তাই তিনি পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। যে দিন এই স্থানে পৌঁছিলেন, সেই দিনই রাত্রে তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহাকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং কহিতেছেন—'হে বিপ্র, এই স্থানে তুমি বাস কর, নিত্যধন পাইবে।"

তদবধি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানেই কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন। একদা বৃদ্ধকালে তাহার পুষ্করতীর্থ দেখিবার বাসনা হইল, কিন্তু তিনি তখন চলিতে অশক্ত, পুষ্কর যাইয়া দর্শন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আর

নাই। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুষ্করদেব সদয় হইয়া দ্বিজরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিতে লাগিলেন—'হে দিবদাস, তুমি ক্রন্দন করিও না। তোমার সম্মুখে যে সুন্দর কূপ রহিয়াছে, ঐ কূপে স্নান করিলে পুষ্করতীর্থ তোমার প্রত্যক্ষ হইবে।'

এই কথা শ্রবণকরতঃ তিনি সেই কূপে স্নান করিলেন এবং দিব্যচক্ষু লাভ করতঃ পুষ্কর দর্শন করিলেন। দিবদাস ক্রন্দন করিতে করিতে পুষ্করদেবকে কহিলেন—'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এই হতভাগ্যের জন্য আপনার বড় কষ্ট হইল। আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

তখন পুষ্করদেব কহিলেন,—'হে ভাগ্যবান্ দিবদাস, আমি দূর হইতে আসি নাই, আমি এই স্থানেই সর্ব্বদা বাস করি। এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বতীর্থময়। বাবতীয় তীর্থ এই নবদ্বীপধামের সেবা করিয়া থাকেন। আমার এক স্বরূপ সুদূরে পুষ্করতীর্থনামে থাকে কিন্তু আমি নিজে এই স্থানে নিত্য বাস করি। সেই পুষ্করতীর্থে শতবার স্নান করিলে যে ফল পাওয়া যায় এই কূপে একবার স্নানে সেই ফল লাভ হয়। শ্রীনবদ্বীপধামের মহিমা অপার। মুক্তজনই এই নবদ্বীপ ছাড়িয়া পুষ্করতীর্থে লোভ করিয়া থাকে। সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণের ফলে জীব এই শ্রীনবদ্বীপধামে বাসের সৌভাগ্য লাভ করে। ঐ যে হট্টের সমান উচ্চ স্থান দেখিতেছ, ঐ স্থানে কুরুক্ষেত্র ও ব্রহ্মাবর্ত্ত বর্ত্তমান আছেন। উহার চই পার্শ্বে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী শোভমানা। হে দ্বিজ, তোমাকে আর এক গুহ্য কথা বলিতেছি শ্রবণ কর—

শ্রীমায়াপুরধামে শ্রীশচীগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রকট হইয়া যখন জীবগণকে শ্রীনামপ্রেম অকাতরে বিতরণ করিলেন, তখন এই সকল স্থানে তিনি ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্ত্তনরঙ্গে মাতিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইবেন। সকল অবতারে যে যে ভক্তগণ ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই ঐ কীর্ত্তনে উপস্থিত থাকিবেন প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিবেন। কেবলমাত্র কুতার্কিকগণ সেই প্রেমে বঞ্চিত থাকিবে। এই ধামে নিষ্ঠাপূর্ব্বক যিনি বাস করেন, তিনি নিঃসন্দেহ শ্রীগৌরানুগত্য লাভ করেন। দুর্জ্জন ব্যক্তি কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করিলেও শ্রীধামে মতি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সে যদি উপরোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা করে, তাহা হইলে অতি শীঘ্র তাহার দুষ্টতাদি বিদূরিত হয় এবং অল্পদিনে নিজ নিজত্বের পাইয়া সদীয় আশ্রয়ে ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতে পারে। অতএব বিপ্র তুমি এই স্থানে থাকিয়া ভজন কর, সত্বরই শ্রীগৌরাঙ্গচরণ দর্শন পাইবে।

এই কথা বলিয়া পুষ্করদেব চলিয়া গেলেন, তখন আকাশবাণী হইল—'দিবদাস, সংসার করিতে তুমি পুনরায় জন্মগ্রহণকরতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনপ্রেমসাগরে সাঁতার দিতে থাকিবে।' দিবদাস ইহা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং দ্বিগুণউৎসাহে কূপতীরে বসিয়া ভজন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে সকলে পুনরায় মহানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে উচ্চট্ট কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তথায় ও কিছুক্ষণ উচ্চ কীর্ত্তন ও নৃত্য করণান্তর উপবিষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব কহিতে লাগিলেন—

"ভক্তগণ, এখানে সর্ব্বদেবগণ, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্রাদি যত তীর্থ আছে সে সমুদয় এবং পুষ্করকারি বিরাজ করতঃ শ্রীনবদ্বীপ-ধামের সেবা করিতেছেন। শতবার কুরুক্ষেত্রতীর্থবাসে যে ফললাভ হয়, এখানে একরাত্রি বাসে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবগণ এই স্থানে বসিয়া শ্রীগৌরকথা আলোচনা করেন, তাই এই স্থানের নাম হইয়াছে। এই হট্টডালাই শ্রীনবদ্বীপধামের দক্ষিণ সীমা।

এই কথা শ্রবণ করতঃ সকলে প্রেমানন্দে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন এবং শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে কীর্ত্তন যে কত মধুর কত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল তাহা আমি প্রকাশ করিতে অসমর্থ। কীর্ত্তন সম্বন্ধে আমার মনে হইতেছিল যেন তত্রত্য দেবগণ সকলেই অদৃশ্য থাকিয়া সেই কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ভক্তগণ সহ একতানে গাহিতেছিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

শক্তিরহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ক্রমে)

৫। সমাধিতে চঞ্চলিনী ভাবটী আবর্জিত থাকে না। তাহা যদি অবশ্য থাকিত তাহা হইলে "আমি আছি", "অমুক আছে", "অমুকের সহিত আমার অমুক সম্বন্ধ" ইত্যাকারের ও ভাবের অসদ্ভাব হইত এবং এতৎকালে অর্থাৎ কর্তৃ সম্বন্ধ অভাবে কাহাকেও কোনরূপ কর্ম্ম করিতে দেখা যাইত না এবং প্রাণীজগৎ লোষ্ট্রপ্রস্তরবৎ পড়িয়া থাকিত ও ঐহিক বা পারত্রিক ব্যবহার লুপ্ত হইত। সুতরাং "আমি আছি" এই অস্তিত্বসূচক ভাবটী যখন অনুভব করা যাইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে নিশ্চয়ই উহা কোন শক্তির প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে এবং সেই সত্তাপ্রসবিনী শক্তিকে শাস্ত্রকারগণ সন্ধিনী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমি কোথায় আছি ও আমার স্বরূপ কি এতদ্বিষয়ক যে জ্ঞানের পরিচয় বস্তুতন্ত্রিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ আমি দেহধারী মনুষ্য, অমুক গোত্রকুলে জাত ও স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালন করাই আমার একমাত্র কৃত্য ইত্যাদি প্রকার যে ধারণা সমূহ তাহা শুদ্ধ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদিত দিব্যজ্ঞান দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। বস্তুপাত অনুভূত অসদ্ধারণাবলী বিলুপ্ত হইলে তৎপরিবর্ত্তে আমি কৃষ্ণদাস এবং কায়মনোবাক্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা আমার কর্ত্তব্য এবম্প্রকার শুদ্ধজ্ঞান যুক্ত জীবের স্বরূপকে চিরকালের জন্য অধিকার করিয়া থাকে। তখন তাহাদিগকে আর সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে হয় না। তখন তাহারা শুদ্ধ চিন্ময় দেহে বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া শ্রীভগবানের সহ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। 'সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ সা' অতএব ইহা স্থির হইতেছে যে চিত্তাবলী যখন স্বরূপে অপূর্ণভাবে বিকশিত থাকে এবং তাহাকে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে ও মহাভাগবতের সঙ্গ যাচিত্ঞা তাহা সুস্বরূপের নহে। বদ্ধজীবের চিত্তাবলী যেরূপ অসম্যক বিকশিত ভাবে অবস্থান করে, তাহার আলিনী শক্তিও তদ্রূপ অপূর্ণভাবে তাহাতে অবস্থিত থাকে। হ্লাদিনী ভাবের অপূর্ণতা ভগবৎসেবাবৃত্তির পরিবর্ত্তে আত্মসুখ-তাৎপর্য্যতার উদয় হয় এবং তৎফলে জীবগণ অনিত্য বাহ্য-বিষয় সম্ভোগে প্রমত্ত হইয়া থাকে। অনিত্য বিষয় সম্ভোগে যত হইলে ক্ষণিক আনন্দ লাভ হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোটিগুণ অধিক ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে হয়। অনেক ভক্ত বলিয়াছেন "গৃহীকা দুঃখ বয়ন না যাই। মানহু অগ্নি বহু দিশ লাই॥" অর্থাৎ গৃহস্থযোগীগণের দুঃখের কথা বর্ণনার অতীত; মনে করুন যে গৃহে তাহারা বাস করিতেছেন যেন তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে অগ্নি আসিয়া চতুর্দ্দিকে হইতে আক্রমণ করিয়াছে এবং গৃহটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায়- গৃহস্থগণ যেন নিষ্ক্রমণের রাস্তা না পাইয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়াছেন এবং প্রাণভয়ে মূর্চ্ছা চিহ্ন করিতেছেন। বাহ্য বিষয় জনিত সুখের ক্ষণস্থায়িতা উপলব্ধি হওয়া পর্য্যন্ত হ্লাদিনী ভাবের উৎকর্ষ ভূমিকার সৃষ্টি হয় না এবং ভাগবৎশাস্ত্রে কথিত আছে 'কৃষ্ণকে আহ্লাদে তার নাম আহ্লাদিনী' অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির মুখ্য প্রয়োজনই শ্রীভগবানের আনন্দ বিধান করা এবং তন্নিমিত্ত তাহাকে আহ্লাদিনী বা হ্লাদিনী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীভগবানই যে একমাত্র নিত্যানন্দ তত্ত্ব এবং কেবল তাঁহারই সেবা হইতে যে পরিপূর্ণানন্দ লাভ হয় ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত। উপনিষদে কথিত আছে "যতো বৈ সঃ। যতঃ যেষাং যস্মাদানন্দময়ী ভবতি॥ অর্থাৎ শ্রীভগবান পূর্ণ ও নিত্য আনন্দ স্বরূপ এবং তাঁহারই সেবায় সর্ব্বাত্মকরূপে যাঁহারা অভিনিবিষ্ট থাকেন তাঁহারা অদ্বৈতুলী ও অখণ্ড আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে যে যৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি অর্থাৎ যিনি ভূমা বা বৃহৎবস্তু তাঁহারই সেবায় পরমানন্দ লাভ হয়। অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তুর সেবায় সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই ঘটিয়া থাকে। ক্ষুদ্রবস্তু নিয়ে সুখান্বেষী অতএব ক্ষুদ্র ভিখারীর নিকট সুখের আশা করা মরীচিকা-

জন প্রাপ্তির আশায় কোন ব্যতিক্রম নাই। অধিক কুদ্র বস্তুতে যে আসক্তি তাহা ভগবৎসেবা সুখের প্রতিবন্ধক। অতএব পিতৃভক্তি, স্বজাতিভক্তি, মাতৃভক্তি, স্বদেশভক্তি, রাজ ভক্তি, নীতি পরোপেক্ষা স্ত্রী পুত্রাদির সেবা বিদ্যাসক্তি ইত্যাদি নানাপ্রকার ইতর কচি বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল শ্রীভগবানে নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি লাভ করিতে অসমর্থ এবং ভগবদ্বিমুখ বিষয়ে আসক্তি নিবন্ধন তাঁহারা ক্রমশঃ যে নিরয়গামী হইতেছেন তাহা কেবল মাত্র ভক্ত সমাজই অবগত আছেন। উক্ত নিষ্কিঞ্চনোদ্ধত বাহ্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান মনে করিয়া ভগবৎসেবাদি ছলে সরলভাবে ভগবৎ আরাধনায় রত হন এবং তাহার কর্তৃক নিজ অভীষ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধ (অর্থাৎ সেবা) করাইয়া লন। এই সকামোপাসকগণ ভগবানের দ্বারা সেবিত হওয়ায় নাস্তিকগণের অপেক্ষা অধিক অপরাধী এবং তন্নিমিত্ত তাহারা নিশ্চয়ই অধিকতর দ্রুতবেগে নরকদ্বারে উপনীত হইবেন শ্রীগীতায় উক্ত আছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

অর্থাৎ নিত্যমাতা ও ধনজনাদির সেবা পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বান্তঃকরণে যদি কেহ ভগবৎসেবায় নিরত হন, তাহা হইলে শ্রীভগবান তাহাকে ইতরসেবা পরিত্যাগ-জনিত পাপ হইতে রক্ষা করিবেন। ভগবৎসেবা বিমুখ পিতৃ ইত্যাদি বাহ্য বিষয় ভজনকারীগণ ভগবৎ চরণে অপরাধী হয় এবং সেই অপরাধ খণ্ডনের জন্য ভগবৎসেবা ব্যতীত উপায়ান্তর লিখিত না থাকায় তাহারা যে গৌরব হইতে মহারৌরবে গমন করিবেন ইহাতে সন্দেহ কি?

৬। চিৎস্তরের পূর্ণবিকাশভূমিকায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবগণ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ব্যতীত পদার্থান্তর দর্শন করেন না। এইজন্য শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

২

অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ব্যতীত ইতর হয় হইবার উচ্চাভিলাষ বা হেয়োপাদেয় জ্ঞান দূরীভূত হয় না এবং বৈষয়িক শোক বা অপ্রাপ্তিলাভে ক্ষুব্ধ অধিকার করিতে পারে না সকলকেই কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলকে একই প্রকার ভগবৎসেবাপর দৃষ্টিবান দর্শনকে উক্ত শ্লোকে সম শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এই প্রকার সমতা যাহার জন্মে ইতর হয় তিনি ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত ইতর অনুরাগ বিশিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং ছোটখাট বড় তারতম্যে যে ভেদবুদ্ধিমূলে এবং ঐ ভেদবুদ্ধি যে জ্ঞানের সম্পূর্ণ ভূমিকায় উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা যিনি বুঝেন তিনি সমদর্শী। অনাত্মবস্তুতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ব্যতীত অন্য বহু ইতর পদার্থের অস্তিত্ব ও অনাত্ম কর্তৃত্ব কল্পিত করিয়া তাহাতে আসক্ত হওয়ায় ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হন। সমাধিস্থান লাভের জন্য যাহারা সৎ শাস্ত্রানুশীলন ও শুদ্ধ মহাভাগবত-গণের চরণাশ্রয় করিবেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা লৌকিকজ্ঞানের দ্বারা প্রতারিত হইয়া নরক দ্বার হইতে রক্ষা পাইবেন না। সাধারণ লোক মুখে অথবা অন্তরে হউক যে কোনরূপে অবগত হওয়া যায় তাহার অধিকাংশই অলৌকিক ও অদ্ভুতরস অন্বেষণ। সেই নরকপ্রাপ্তির কারণে লৌকিক বা ফলকর্ম্মে, গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়ানুসারে যাহারা রুচিবিশিষ্ট, তাহারা নিশ্চয়ই পক্ষ যদি তাহারা বিচক্ষণ হইতেন, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই চক্ষু সত্ত্বে সৎশাস্ত্রানুশীলনে যত্ন করিতেন এবং বিচক্ষণতা হেতু শুদ্ধ মহাভাগবতের সঙ্গ করিবার জন্য লোলুপ হইতেন। তাহাদিগের প্রতি লক্ষ করিয়া কোন মহাজন বলিয়াছেন,—"একস্য কর্ম্ম সংবীক্ষ্য কোঽন্যোঽপি পাপমাচরেৎ। গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ॥" অর্থাৎ একজনকে এক প্রকার কর্ম্ম করিতে দেখিয়া, অন্যে পণ্ডিত হইলেও কি বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে তাহাই দেখা যাইতেছে যে মানবগণ প্রায়ই লৌকিকন্যায়ানুসারে আচরণশীল কেহই বিচারপূর্ব্বক পরমার্থপ্রদ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। বরং না বুঝিয়াও যে অনুকরণপ্রথার হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে তাবৎকাল পর্য্যন্ত

মানবগণের প্রকৃষ্টরূপ উপাস্যমূর্ত্তি নাই।

৭। শ্রীভগবান অনাদিকালেই। তিনি ঐশ্বর্য্যময় শ্রীনারায়ণভাব ও মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্য বিরাজমান। তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাবে যে সব অনাদিসিদ্ধ চমৎকারিতা আছে তাঁহার মাধুর্য্যভাবে তদপেক্ষা অধিক চমৎকারিতা বর্ত্তমান। মাধুর্য্যময় সর্ব্বাংশে ঐশ্বর্য্যভাব অবস্থিত কিন্তু মাধুর্য্যের চমৎকারিতা এতদূর মনোহর যে ঐশ্বর্য্যের দিকে তাহার লক্ষ্য কাহারই হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে, ঐশ্বর্য্যের সমুদয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের মধুমিমাকে বর্দ্ধিত করিয়া নিত্য সুপ্তপ্রায় অবস্থান করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য প্রকাশে "অতো মহীয়ান্" তাহাই বর্ত্তমান তাহার হৃদয়ে গৌরব সম্ভ্রমের তটিলেশ পর্য্যন্ত আস্বাদন করিতে পারে। শ্রীনারায়ণ মহাকবিহৃদয়ে এবং তাঁহার বাসস্থল শ্রীবৈকুণ্ঠে। এতদ্ভিন্ন যে ঔদার্য্যভাবে তাহা যখন সাধকের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন তিনি খাইতে খাইতে নিষ্ঠীবন করিলে উচ্ছিষ্টকেও শ্রীভগবানের মুখে তুলিয়া দিতে সঙ্কোচানুভব করেন না। ভগবানের এরূপ ঐশ্বর্য্য সঙ্কোচকারক মাধুর্য্য প্রবল আবেশ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতেই অভিব্যক্ত। তাঁহার সখ্যরসের সেবকগণ তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, তাঁহারই বৎসল রসের পাত্র না হইলেও তাঁহাকে এমন কি তর্জ্জন করিয়া থাকেন, এবং প্রেয়সীবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা দেবাপরায়ণা শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পদতলে নিপতিত দেখিয়াও মান পরিত্যাগ করেন নাই। গৌরবাদি ঐশ্বর্য্য ভাবের লেশ মাত্রের স্পর্শ হলে উক্তরূপ আচরণ কদাপি সম্ভবপর নহে। এই মাধুর্য্যভাবের চমৎকারিতা বুঝিবার জন্য যাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে তিনিই ইহা অনুভব করিতে পারেন; অন্যের ইহাতে অধিকার নাই। এই সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে "অনন্ত কাল চূত ভাল নিষেবনে। অনন্ত কোকিল যায় প্রেমানুকূলে॥ শ্রীমতী রাধিকার প্রেম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন প্রিয়া যদি মানভরে করয়ে গমন। বেণুরন্ধ্র হইতে নেই হরে মোর মন॥" এই ভগবৎ বাক্য হইতে মাধুর্য্যরস বিপ্রলম্ভরসের শ্রেষ্ঠতা সূচিত হইয়াছে।

"কে প্রধানা সেবিকা ইহা শ্রীনারদ মহারাজ যে যুগাইবার জন্য একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আমার তত্ত্বানেক পীড়া হইয়াছে। সত্বর শ্রীমতী লক্ষ্মী বা শ্রীমতী রাধিকার চরণামৃত লইয়া আইস। উহা পান করিলে আমার পীড়া শান্ত হইবে।" আদেশ শুনিবা মাত্র, শ্রীনারদ মহারাজ সর্ব্বাগ্রে নিকটস্থ শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর নিকট গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী স্বীয় অপরাধভয়ে নিজ চরণামৃত তাঁহা স্বামীকে পানার্থে দিতে অস্বীকার করায় শেষে তিনি শ্রীমতী রাধিকার নিকট গমন করেন। শ্রীমতী রাধিকা তাহাকে শুনিবামাত্রই স্বামীর সুখবিধানার্থে অনতি-বিলম্বে স্বীয় চরণামৃত দিয়াছিলেন। এই কথকের আখ্যায়িকা দ্বারা ইহা দেখাইলেন যে ভীতিভাবযুক্ত ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক সেবার অপেক্ষা ভীতিভাব পরিশূন্য মাধুর্য্যাত্মক প্রেম রসের চমৎকারিতা সর্ব্বদিক উচ্চতর। যদি নিজে নরক ভোগ করিতে হয় তাহা স্বীকার করিয়াও ভগবৎ সুখ বিধান করা কর্ত্তব্য এরূপ বুদ্ধি কেবল মাত্র মাধুর্য্যভাবের সেবকগণের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে ঐশ্বর্য্যগত উপাসকগণ তাহাতে বঞ্চিত। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে মাধুর্য্যরসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই মানব জীবনের চরম প্রাপ্য। এহেন শ্রীকৃষ্ণ সেবায় যাহারা রুচিলাভ করিয়াছেন বা করিবার জন্য শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়াছেন তাহারাই ভাগ্যবান, অন্যে দুর্ভাগ্যচক্রে আরোহণ করিয়া আপনার মাথা আপনিই খাইতেছেন। মন্দভাগ্য ব্যক্তি সকলকে কাতরভিপূর্ব্বক নিবেদন করা যাইতেছে যে তাহারা যেন আর দুর্বুদ্ধির দ্বারা প্রতারিত না হন এবং কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেবায় যে কি আনন্দ তাহা বর্ণনে অক্ষম। সেই বিমলানন্দ সেবামুখে থেক। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।

———

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ।

বিদ্যার্থীর চতুর্থ প্রশ্নটী প্রথম তিনটী প্রশ্নের সমসূত্রে গাঁথা। সুতরাং প্রথম উত্তরবয়ের সহিত এই উত্তরটীও পাঠ্য।

শ্রীনামের প্রকাশরূপে পঞ্চসংস্কার তাহাকে বলে তাহার সুবিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ হইতেই চতুর্থ মন্ত্র সংস্কারের বিধি আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার বিধি উল্লঙ্ঘিত হওয়াকে চতুর্থ সংস্কার সম্পন্ন হওয়া বলে না। যেখানে মন্ত্রের অর্থ প্রদত্ত হইবার যোগ্যতা হয় না সেখানে চতুর্থ সংস্কার হইল না জানিতে হইবে। চতুর্থ সংস্কারের অভাবে তৎপরবর্ত্তী পঞ্চম সংস্কার অর্থাৎ অধ্যাপনকে নৈষ্ঠিক প্রদানরূপ দেওয়া করিবার ব্যবস্থায় এরূপ কথা শাস্ত্রের বিধি সম্মত নহে। সর্ব্বাধারণে সাধারণ মন্ত্রের পাণ্ডিত্য পূর্ণাধিকারের অধিকার নাই ইহাই সুবিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বীজবর্ণ সমন্বিত মানব বেদ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সেই পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করাই সংস্কারের উদ্দেশ্য। যাঁহারা সেই পাণ্ডিত্য কামনা করেন তাঁহারা সংস্কারের যোগ্যতা লাভ করেন না। তখন চূড়াকরণ দেওয়া হয় সেই সময় সেই মন্ত্রোচ্চারণের অপ্রাকৃত নামের অবতারণেচ্ছু মন্ত্রগ্রহণকারী ব্যক্তির সহিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ্যানুষ্ঠানে রুচি হয় না। তিনি যাহাতে বিদ্যাজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানের সেবা তৎপর হন তাদৃশ অনুষ্ঠান বা শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ বা প্রদত্ত সংস্কারাদি গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন না। প্রাকৃত সুকৃতিফলে কোনও কোনও মহাত্মার কৃষ্ণপ্রসাদের ভাব স্বতঃই দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে সাধনাভিনিবেশের কৃপার প্রথাই বিধিরূপে কথিত হয়। অতএব অপবিত্র থাকিয়া পরম পবিত্র বস্তুকে কলুষিত করিবার প্রয়াস বিধিমার্গে শোভনীয় নহে। বৈষ্ণবসদাচারসম্পন্ন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পুরুষের শ্রীজনেরজাতি ভাগবতগণকে মুক্তজনগণ অভ্রান্তরূপে বলিতে যাওয়ায় বৈষ্ণব মাত্রেরই সংস্কার সম্পন্ন ব্রাহ্মণত্ব অনুস্যূত আছে এবং বৈষ্ণব মাত্রেই দীক্ষাবিধান-কালে যাবতীয় অব্রাহ্মণত্বের কুসংস্কারগুলি নিরাকৃত সাধন করিয়া সর্ব্ব সংস্কার সম্পন্ন এই কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে যখনি উপবীত ধারণের কালে তাহাদের অবস্তনগণের মধ্যে নিজ নিজ মনগড়া অব্রাহ্মণ প্রথাদি প্রচলিত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এমন কি উপনয়নসংস্কারে বিধুদীক্ষা বিধানের শাস্ত্রীয় বিধি কি অনেকে তাহাও কুসংস্কার করেন না, সেই জন্যই অবতীর্ণ বিকৃত ব্রাহ্মণ সমাজ বিদ্বেষ ঔচিত্য বাক্যিগণের উপাদেয় মূর্খতা-পূর্ণ ও লাম্পট্যময় বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। আর তাহাদের নিজীবনে অভিশিক্ত হইয়া সম্পট ও দুর্বৃত্তগণ নিজ নিজ বিশৃঙ্খলতার ঐকান্তিকতা বা রাগানুগীয় বিকার প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের নিজ নিজ লাম্পট্যাভিনয় ও দুর্বৃত্তা পথকে প্রশস্তমার্গ বলিয়া পার্শ্বিব জগতকে ভোগের অন্তের দিকে লইয়া যায়। আবার বিদ্যার্থীর ভাষায় আমরা কয়েকবার দোনোমনা পাথর বাটীর অভিধানের প্রাপ্ত হইলাম। তিনি বলেন পঞ্চ সংস্কার সম্পন্ন দীক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তি অনুপনীত থাকিতে পারেন। ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। শ্রীহরি ভক্তিবিলাস লিখিয়াছেন—

তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।

মনু বলেন—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে"

দীক্ষা বিধানের দ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই দ্বিজত্ব হয় অর্থাৎ বেদের উপদেশকাল চতুর্থ প্রহর অন্ত সাবিত্র্য জন্ম সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। যেখানে সাবিত্র্য জন্ম যায় কিনা দীক্ষাবিধান সমাপ্ত হইয়াছে কিনা হয় সেখানে বিধুদীক্ষা প্রদত্ত হয় নাই জানিতে হইবে অর্থাৎ বিদ্যা জ্ঞান বা ব্রহ্মসেবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। বিধু দীক্ষাবিধিতেই সাবিত্র্য জন্ম অবশ্যই হইবে।

"সম্প্রাপ্তে-দ্বিতীয়ে বেমন্ত্রাণাং বিদ্যা মন্ত্রাং"।

যেখানে সাম্প্রদায়িক দীক্ষার অভাব সেখানেই ভগবদ্ বিদ্বেষ ও ভাগবত বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। ঐকান্তিক বিধু ভক্তের নিকট দীক্ষিত না হইলেই নয়, অকাল, ঘেঁটু কলুষিত পুষ্প, প্রেতশ্রাদ্ধাদি, প্রলাপ অবস্থা প্রভৃতি নানা প্রকার নাস্তিকীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। ঐ জন্যই বিদ্যাজ্ঞানের অভাব অর্থাৎ নাস্তিক আর্ত্তের অনুমোদন। নাস্তিক আর্ত্তগণ পরমার্থ বিদ্বেষ করিবার জন্য যে সমোহিকা নীতি পাতিয়া রাখিয়াছেন সেই ফাঁদে যে মূঢ় মনুষ্য যেমনই ধরি প্রবেশ করিবে হইবেন তাহার সঙ্গের ধারাই সাবের বিসো-

বৃত্তি পরিপূরিত হইবে। এতাদৃশ স্বার্থসংঘাত বশ করিয়া কখনই কেহই পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। এজন্য শ্রৌতবিধির অনুশাসনে স্মার্তনিবন্ধকারগণ ব্যাখ্যার অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার অনর্থ বিপাক ঘটাইয়াছে, সেইজন্য পঞ্চরাত্রবিধিই নাস্তিকবিনাশের কল্পশাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছেন। পঞ্চরাত্রের বক্তা শ্রীনারায়ণ। আর কল্পশাস্ত্রের লেখক বহুবেত্তাজী কোনও কোনও ঋষি। শ্রীমহাভারত মোক্ষধর্ম সনৎসুজাতীয়ে পঞ্চরাত্রের অতিশয় বেদবিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা প্রমাণিত আছে। প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ কল্পবিধানানুসারে শৌক্রপদ্ধতিতে চালাইবার কথা মাত্রই পঞ্চরাত্রে অনুমোদন করেন নাই। "অন্তর্বাঃ ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" ইহা আধিক ব্রাহ্মণ পিতার পুত্রের সম্বন্ধে কিন্তু যেক্ষেত্রে পিতার বেদোদ্গমপ্রভৃতি না থাকায় তিনি বেদবেত্তাজী হইয় বেদপাঠে অমনোযোগী হওয়ায় পুত্রকে অষ্টম বর্ষে কল্পশাস্ত্রানুসারে উপনয়ন প্রদান করেন, পঞ্চরাত্রে সেরূপ প্রকার আদর করেন না। ভগবান চৈতন্যদেব পঞ্চরাত্রের শ্রীমদ্ভাগবত ও পঞ্চরাত্রের মতই বেদের প্রকৃষ্ট মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যুগে যুগে স্বীকার কারী কর্মকাণ্ডী বা জ্ঞানকাণ্ডী কখনও সত্যপথ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্র বিরোধী অর্থাৎ পরমার্থ বিরোধী শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে যে-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণবধর্মের প্রতি যে কটাক্ষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা সমূলে উৎখাত, দগ্ধীভূত, ধূমায়িত ও ভস্মীকৃত হইয়াছে। পরমার্থবিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে জ্ঞানপন্থিগণ ও বৈশ্যিস্যাদির অনুচর কর্মপন্থিগণ যেসকল মায়াবাদ গ্রহণ করিতে গিয়া আত্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহারা শ্রৌতবিধানানুসারে দ্বিজ হইয়া তৃতীয় জন্মে দীক্ষাবিধান লাভ করে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস এই কর্মকাণ্ডী বা জ্ঞানকাণ্ডী অক্ষজবাদিগণের জন্য যে শ্রৌতপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা দেখাইয়াছেন তাহা নিম্ন শ্লোকে অভিব্যক্ত আছে—

অতস্ত্বয়া সূত্রকৃতা হি ব্রাহ্মণা ন্যসিদ্ধবাঃ।
তোমায়সমনার্গৈশ্চ ন তদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মনি॥

কেবলাদ্বৈতবাদীপর মায়াবাদিগণ পঞ্চোপাসকগণকে নিজ করিবার উদ্দেশ্যে যেরূপ শিক্ষা লাভ করেন, সেই শিক্ষা পরমার্থের নিতান্ত বিরোধী। উহাদ্বারা কলিকালে ব্রাহ্মণতা সংরক্ষিত হইতে পারে না, এজন্য পঞ্চরাত্রোক্ত দীক্ষাবিধানের দ্বারা বৃত্ত ব্রাহ্মণতাই সুদৃঢ় বলিয়াছেন।

বেদের স্বকপোল কল্পিত শাখা সমূহে নানাপ্রকার কর্ম্মবাদার্থগত ঋষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহ্য ও শ্রৌতবিধান অনেকস্থলে পরমার্থবিরোধী। আবার তাহার উপর কলিকালে নানাপ্রকার তর্কপরম্পরা শ্রৌতপথ অর্থাৎ গুরুপরম্পরা বিলুপ্ত হইয়াছে সে জন্যই স্মৃতি বলেন—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।

যেখানে সম্প্রদায়ের পরিচয় নাই সেখানেই অসৎ সম্প্রদায় সার্বজনীন ভাবের ছৈতব আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদীকে ঈশ্বর বিমুখ করিতেছেন। পরমার্থ প্রচারক আচার্যগণ স্ব স্ব শাখার যোগ্য ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার দিয়াছেন আর পরমার্থবিরোধী সমাজনেতৃগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিগণকে শৌক্রপদ্ধতিতে স্ব স্ব অনিত্য মতবাদে আবদ্ধ করিবার কৌশল বিস্তার করিয়াছেন। কলিকালে শৌক্রপদ্ধতি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত। ইহা বাক্যমাত্র সার হইয়া কেবল মাত্র অক্ষজ কুজ্ঞানদুষ্ট। পরমার্থের কথায় সাধারণ লোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না! গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ"॥

সুতরাং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বহু বিস্মৃতি লাভ করায় সমাজে বহু ব্যক্তিই এই দুই সম্প্রদায় কর্তৃক প্রলুব্ধ ও বঞ্চিত। সুতরাং পরমার্থপথে তাহারা নিতান্ত দরিদ্র।

পারমার্থিক কথাগুলিকে তাহারা জড়ের ভোগ্যবস্তুর অন্তর্গত মনে করে, সেজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

প্রকৃত সভ্যতা ঋষি আর্ষের অনুগমনে যে বর্ত্তমান সমাজের কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে; জাতিপ্রাধান্যী, নকট বৈরাগী এবং মায়াবাদী ভণ্ডগণ আজকাল গৌড়ীয়ের মালিক হইতে চাহেন কিন্তু তাহারা পরমার্থের বিরোধী হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের মতে গোখর মাত্র। এই

কুলাঙ্গনাদিকে ওনি বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করায় বঞ্চিত-গণের অর্থে পুষ্ট হইয়া তাহারা ঊর্দ্ধ ও অধোলোক ন্যূনাধিক অধঃপতন হইতেছে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ গৌড়ীয়গণ তাহাদিগের এই দুর্দ্দশা বা অজ্ঞানগ্রস্ত কৈতব দিকে চিত্ত চালাইতে দিতে চাহেন না। এই অপসম্প্রদায়ের দীক্ষাপ্রণালীতে বিষ্ণুবৈষ্ণবদিগেরই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মত প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তাঁহার আচারিত দীক্ষাবিধানের সকল বিধি পালন করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান হইতেছিল তাহা বৈষ্ণব বিদ্বেষকলে ন্যূনাধিক অতিক্রান্ত হওয়ায় বর্ত্তমান গৌড়ীয় পরিচয়ে পরিচিতগণের অনেকেই বুঝে গৌড়ীয় বলিয়া কার্য্যতঃ বিষ্ণুবৈষ্ণব বিদ্বেষ ব্যতীত আর কিছুই করেন না। এখন এমন কি কোনও প্রকারে দীক্ষাবিধানের উপবীত প্রদর্শন বাদ দিয়া আমরা সোনার বেণে, গন্ধবেণে, তেলি, শুঁড়ী, ধুবী, রাজুন, কাপালী, কায়েত, বদ্যি, গাঁতি, জাতবৈষ্ণব প্রভৃতি নানা প্রকারে অবস্থিত থাকিয়া দীক্ষায় ভাব পরিবর্ত্তন করার ফলে আমরাও বৈষ্ণব হইয়াছি মনে করি। কিন্তু তাহাতে কি তাহারা দীক্ষিত হইবার প্রমাণ হয়? দীক্ষিতগণের ধারণা ঐরূপ অভিমানই নরকগমনের হেতু। যে গুরু আপনাকে গৌরবিচারে সত্যসত্যই জানিয়াছেন তিনি নামাপরাধী তাদৃশ নামপরায়ণের নিকট হইতে মন্ত্র ও নাম গ্রহণ করিলে সেই গুরু কিছু ইন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া লইবেন এবং ভোগী গুরুর তর্পণ বিষয়ে শিষ্য তাহার কিছু সাহায্য করিবেন মাত্র। কার্য্যকালে এরূপ দীক্ষাভিনয়ের পরে আমার গুরু শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রাণ আমাকে তিনি পাণী মুচি বলিয়া এবং উপবীত না দিয়াই কৃষ্ণসেবা বিকারের যোগ্যতা দিয়াছেন। কার্য্যকালে আমি শিষ্য দেখিব যে আমি চামড়া টানিয়া খাই বলিয়া গুরু আমার জল গ্রহণ করেন না বা মৎস্পৃষ্ট কৃষ্ণপ্রেম নিবেদিত জল ও তিনি গ্রহণ করিতে গেলে সমাজ তাহাকে কৃষ্ণদাস শ্রেণী ভুক্ত করে আমার পরিকরগণ মনে করেন আমাদের গুরু আমাদিগকে ছোটজাতে রাখিয়া আমাদিগের পতিত অন্ন গ্রহণ করিয়া নিজের হীনজাতি ঘোচাইতে আমাদিগকে কৃষ্ণসেবাধিকার দিয়াছেন তবে কেন প্রসাদ অন্ন কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া মৈথিল ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বৈষ্ণবকে দিলে তিনি খান না, তিনি যদি নিষ্কপটচিত্তে আমাদিগকে হীনজাতি জানিয়া শ্রীনারায়ণকলেবরোক্ত মন্ত্র কাণে দিবার সংস্কার দিতেন অর্থাৎ নিষ্কপট দীক্ষা প্রদান করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রাণতা জানা যাইত, যদি তিনি তাহা না পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার একপ্রাণতা নাই তিনি কপট বণিক মাত্র। তিনি কখনই বৈষ্ণব বা গুরুর আশ্রিত নহেন, তিনি রঙ্গক্ষেত্রের অভিনয়কারী নাচনেওয়ালা, আমার নিকট ভক্তি-নয়ের প্রলোভন দেখাইতেছেন। আর তাঁর এই কপটতার কপৈব কাপট্যের ভক্ত হইয়া যদি আমরা উহাকেই কলত্র নরকপথের যাত্রী হইয়াছি। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কখনই অন্য দেবতার পূজা করেন না। কিন্তু তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকালে ষোড়শমাতৃকা পূজন ও উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ কালে পঞ্চাহুতি যজ্ঞ পঞ্চদেবতার আহুতি, প্রদান করিয়াছিলেন ঐ গুলিই কি তাহার অন্য কৃষ্ণৈকপ্রাণতার অন্তরায় হইয়াছে?

শিক্ষাগুরু অন্যের উপনয়ন বিধিটী দীক্ষাবিধানের বহির্গত করিতে পারিলেই তিনি যেন মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পান জানিয়ে শাস্ত্রকারগণ যেরূপ বিধি প্রদানপূর্ব্বক তাহা বাদ দিতে পারিতেন, কিন্তু সংসার কলুষিত জগতের চরম কল্যাণের উদ্দেশ্যে সর্ব্বজীবে সমভাবের নিতান্ত বুঝাইবার জন্য বিধির কঠিন নিষ্কৃতি বলে উহা দীক্ষা-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই নিত্য সংরক্ষিত। উপবীত গ্রহণ না করিয়া কৃষ্ণৈকপ্রাণতা প্রকৃত আচার্য্যে নাই এবং কপট পরমার্থবিরোধী স্মার্তের কাছে একপে ভ্রান্তিতে কতদিন পতিত থাকা উচিত তিনি তাহা বিচার করিবেন। আর এক কথা এই যে উপনয়ন সংস্কার অর্থে আমি তোমাকে বেদ সমীপে লইয়া যাইব এখানে বেদ শব্দে শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং এ উপনয়ন সংস্কারই কৃষ্ণসেবোন্মুখ-তার দীক্ষাগর্ভিত মন্ত্রার্থোপদেশের অঙ্গ বিশেষ। সেই অঙ্গ হানি করিবার প্রবল পিপাসা কৃষ্ণসেবাবিমুখতা হইতেই জন্ম গ্রহণ করে, ইহা জানিতে পারিলেই আমাদিগের নিজ নিজ স্মার্তপরিচিত পরমার্থবিমুখতাকে কৃষ্ণসেবা

করিয়া [illegible] পড়িতে হইবে যে না।
শ্রীচরণেষু প্রথম [illegible] তাহা [illegible] না
তাহাকে [illegible] তাই আর যে
শুধু নিজকে নিজের করি [illegible] করিতে সমর্থ সেই
কিনেই শুধু নিজে [illegible] নিজেই চুম্বকশলাকার মোটাইটি
ধারণা নিশ্চয় করিতে পারে। উহার ভাবার্থ এই, স্ত্রী পুরুষকে
অন্তরের [illegible] করিবার প্রয়োগ করি কোনও গুরুজন,
অন্তরঙ্গকে, বেহাইকে, [illegible] দিয়া আসেন তাহা হইলে
তাহার [illegible] কৌতুকপ্রিয়তা অন্তত সময়ের জন্য
হইতে বঞ্চিত করিবে না, আরও এক কথা কি কারণে
মূর্খ [illegible] আপনাদিগের নিজ নিজ প্রাকৃত রূপ
গরিমায় স্ফীত হইয়া পরস্পরবিদ্বিষ্ট হইয়াছেন তাহা
যায় না। তাহাদের কি এইটুকুও বুদ্ধি নাই যে পুরুষে
[illegible] পরিচয় [illegible] অভিনিবেশ এত প্রবল
[illegible] হাতার নিজেই [illegible] কি প্রকারে
আমাকে [illegible] পথে পরিচালিত করিবেন?

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

নিমাই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিমাইয়ের কথা যতই শুনবে ততই তোমাদের মন খুসী হোতে থাকবে। মানুষের মত তার কোন ত্রুটি নেই। কার ছেলের পা থেকে নেপুরের আওয়াজ পাওয়া যায়, শুনেছো কি? তোমাদের পা থেকে কখন নেপুরের আওয়াজ হয়? যাক্ তাহলে বোলি শোনো। একদিন সন্ধ্যা বেলায়, শচীদেবী ঘরে সন্ধ্যা দেবার যোগাড় কোরছেন, এমন সময় নিমাই এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধোরে খাই খেতে চাইলো। নিমাইয়ের গায়ের সব ধুলো ঝেড়ে মুছে কোরছে কোরে শচীদেবী বোল্লেন, দেখো আমার আগে বেশ কোরে পা দুটিয়ে দি, তারপর খাই খেয়ো। নিমাই নাছোড়বান্দা কিছুতেই শুনবে না, জোর কোরে খাই খেতে চাইলো। শচীদেবীও শচীদেবের মত কোন [illegible] পারে হার [illegible] না কোরে কোন রোগে [illegible] পা, হাত, পা সব দিয়ে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে কোলে নিয়ে খাই দিতে লাগলেন। সন্ধ্যে হোয়ে যায়, কিন্তু কি হবে? আমাদের চোখে, খাই না দিলে হয় তো এমন কান্না জুড়বে যে কিছুতে থামান যাবে না। সন্ধ্যে দিবার না হয় না হোক্ ছেলেকে খাই দিতে লাগলেন। দু চারবার খাই টানতেই নিমাই ঘুমিয়ে পোড়লো। শচীদেবী বোল্লেন, ভালই হোলো এখন সব কাজই হবে। তাড়াতাড়ি নিমাইকে শুইয়ে দুইয়ে এসে, দিবার সন্ধ্যে দিতে যোগাড় কোরতে লাগলেন।

শচীদেবী দিবার জন্যে তুলসীতলায় আগে সন্ধ্যে দিবার দিয়ে নমস্কার কোরলেন। অতদিকে আটদিক আট জন দিক পাল আছেন, তাঁদের সন্ধ্যে দিবার দিয়ে নমস্কার কোরলেন। তারপর ঘরে ঘরে সন্ধ্যে দিবার দিতে, নিমাই যে ঘরে শুয়ে আছে, সেই ঘরে সন্ধ্যে দিতে গেলেন। ঘরে গিয়ে দ্যাখেন ঘরের ভেতোরে খুব আলো হোয়েছে—এত আলো যে তাজারটা বাতি জ্বাল্লে বড় আলো হয়, এ আলো এরি ভেতর কেন। চাঁদের আলো তো এর কাছে লজ্জা পায়। কিছু বুঝতে পারলেন না; এ আলো কোথা হোতে আসছে বা কিসের আলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জগন্নাথ মিশ্র সবে আহ্নিক সেরে কেবলমাত্র বোসেছেন মালা জপ কোরবার ইচ্ছে কোরছেন। এমন সময় শচীদেবী গিয়ে বোল্লেন, চলো তো দেখোচো?

জগ। কি দেখবো কি?

শচী। ওকো গিয়ে তো

জগ। কি হোয়েছে কি বলনা কেন?

শচী। আমি অতো বুঝিনে। ঘরে যাওতো, ভারি আলো হোয়েছে।

জগ। আলো। আলো কিসের?

শচী। যাও তো? তারপর বুঝবে এখন। আমি বুঝতে পারচি নে।

জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীর সঙ্গে বাড়ীর ভেতোরে এলেন। যে ঘরে নিমাই শুয়ে আছে, সেই ঘরের মেঝে]

দিয়ে থাকেন, সন্দেহ নাকো। যাক্‌গে, এতো ভালো যে চাকার রাজার বাড়ি এক মাস ছেলেও এ রকম হয় না। বিদ্যুতের আলোকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। তাই তো এতো সেকড়ি বিহুতের গা থেকে বেরুচ্ছে! বোলে অজ্ঞান হোয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এ ছেলে তো মানুষ নয় দেকচি। মানুষের গা থেকে কি আলো বেরোয়? আমার শ্বশুর তো একজন বড় পণ্ডিত ছিল। তিনি দেখে যা শুনে গেছেন তা ঠিক!

শচীদেবী। হ্যাঁগে পাশ এক মলা দেকেছো? এ আলোতে ছাড়া শোয়াতে না। ঐ দ্যাকো কিছুতেই চোখ খোলা রাখচে না।

স্বামী। তা হবেই তো এতো আর চাঁদ সূর্য্যির আলো নয়। যাক্‌ এ সব কথা আর কাকেও বোলে কাজ নেই।

আমার মাণিক বেঁচে থাক বোলে শচীদেবী অন্য কাজে মন দিলেন। জগন্নাথ নিদ্রি মালা হাতে কোরে জপ কোরতে লাগলেন। আর এক মজার কথা বোলি শোনো।

সকল ছেলে নিমাই মার কাছে এসে চুপ কোরে থাকে না, ততক্ষণ গুন না গোয়ে, ততক্ষণ কত রকম অঙ্গভঙ্গি কোরে সে নাচে তা আমি মুকে বোলে তোমাদের বোঝাতে পারিনে। ছেলের নাচন দেখে শচীদেবীর বড় আহ্লাদ হোলো। এমন নাচলা তো আর কোন ছেলেই নাচতে জানে না যে মুখে আর মন কাজলে ঘোরে যায়। সিনেমাতে যখন কোনখানে এই রকম কোরে নাচে, তখন নিমাইয়ের নাচন থেকে কত জোয়ান বুড়ো পর্য্যন্ত নিমাইয়ের সঙ্গে নাচতে থাকে। সে নাচনের কি যে ভঙ্গি আপন চোকে না দেকলে বোঝাতে পারা যায় না, কে যেন তাকে নাচাচ্ছে বোলে বোধ হয়। একদিন এই রকম কোরে অনেকক্ষণ নেচে নেচে শচীদেবীর কোলে এসে বোসলো। ছেলে নেচে নেচে হাঁপিয়ে গিয়েছে দেখে শচীদেবী ভালো কোরে, কোলের কেতোর টেনে নিলেন। খানিক পরেই নিমাই ঘুমিয়ে পোলো। নিমাই ঘুমুলো দেখে শচীদেবী আস্তে আস্তে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেলেন। একটু দেরি হোতে না হোতেই শচীদেবী দেকলেন, তাঁর দুকো একটা বাঙ্গালিনী কে এসে নিমাইয়ের কাছে বোসলেন, তারপর পাড়ুকো একটা সুরোপোন, তাঁর হাতগুলো একটা আর এই রকম রং বিরেঙ্গের কতো এসে নিমাইয়ের চারদিকে ঘিরে বোসে কি কোরতে লাগলো। এদের গা থেকে, মোই মেরিনকার মত আলো বেরুতে লাগলো। শচীদেবী এইসব না দেকে মনে কোরলেন, আজার নিমাইয়ের কাছে তো কতো অপ্সরেরা সবই আসে, এরাও হয় তো তাই হবে। এরা আমার নিমাইয়ের কোন দুক্ষু কোরবে নাকি? যদি করে, আমি মেরেমানুষ হয়ে কি কোরতে পারবো। তার চেয়ে নিমাইকে ওর কাছে থেকে কাজিলে কোন ভাবনা নেই। এরকমে আর কেও হেতে পারবে না। এই সব ঠিক কোরে নিমাইকে আগলাতে লাগলেন। নিমাই বাপ আমার ওটো তো ও ঘরে গিয়ে ওঁর কাছে শুয়ে থাকোগে। ওটো চাঁদ ওটো! চল, ও ঘরে থেকে আসিগে। মাণিক আমার ওটো।

শচীদেবী ডেকে ডেকে যেন নিমাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেন, এমনি তাই সব চাঁদ মুকো খাঁড় মুকো সব বিহুতের মুর্ত্তি কোতাই চোলে গালো। অমন রূপসে আলো আর কোতাও পাওয়া গালো না। যাবার বেলায় দুপ দুপ কোরতে লাগলো। ভাবলেন এ কি! এমন সব মুর্ত্তি, দেকতে দেকতে কোথায় চোলে গালো! কি এ সব? যাক্‌ নিমাইকে আর এখানে রাকা হবে না। এই ভেবে নিমাইকে বোল্লেন। ধোন আমার ওটোতো চলো ওঘরে ওঁর কাছে থেকে আসি।

নি। না আমি এখেনাই থাকো।

শচী। না ধোন আমি রেকে আসি। তোমার ভয় কোরবে।

নি। না তুমি শুয়ে থাক, আমার ভয় কোরবে না।

শচী। না মাণিক। একলা শুতে নেই। আমি চলে কোরে নিয়ে যাই।

নি। না তুমি শুয়ে কোরো না। আমার কিছু হবে

আমি একলাই যাবো।

শচীদেবী নিমাইয়ের কথায় আর কোন কথা না বাড়িয়ে বোললেন, যাওতো মানিক যাও, আমি তাকিয়ে দেখছি। জগন্নাথ মিশ্রকে ডেকে বোললেন, ঘুমুলে নাকি? নিমাই যাচ্ছে দুয়োর খুলে যাবে ভেতর দাও, শুইয়ে থাক। নিমাই বিছনা থেকে উঠে যেমন পা ফেলে ফেলে যেতে লাগলো, পা থেকে সেই আগেকার মত কুনুর কুনুর কোরে বাজনা বাজতে লাগলো। শচীদেবী আর জগন্নাথ মিশ্রি দুজনাই নিমাইয়ের পায়ের এই রকম কুনুর কুনুর শব্দ শুনে বেরিয়ে এলেন। দুজনাই দুদিক থেকে এই আওয়াজ শুনে অবাক হোয়ে রইলেন। নিমাই আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরে উঠে জগন্নাথ মিশ্রির কাছে গেলো। তিনি নিমাইকে কোলে নিয়ে ঘরের ভেতর গেলেন। নিমাই ঘুমুলে পর শচীদেবী আর জগন্নাথ মিশ্রি দুজনা অনেক রাত পর্য্যন্ত নিমাইয়ের কথা বলাবলি কোরতে লাগলেন।

এই সব কাণ্ড শুনে তোমরা নিমাইকে কি মোনে কোরছো তা আমি জানিনে, আমি তো এ সব মানুষের কাণ্ড বোলে মোনে কোরতে পারিনে। আমি তো এই বয়েসে কত ছেলে দেখছি, কারুই তো এ সব কাণ্ড দেখিনি, কানেও কখন শুনিনা। তাই আবার একদিনের কথা বোলি শোনো। নিমাই তখন চার বছরের পোড়েছে। একদিন শচীদেবী মহাপ্রসাদ দিয়েছেন, নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ খেয়ে কোথায় বেরিয়েছে, জগন্নাথ মিশ্রি ঘরে বোসে পুঁথি পোড়ছেন, শচীদেবী নিমাইকে নিয়ে হাঁসিখুসী কোরছেন। এমন সময় কোথা থেকে এক বামুন এসে হাজির। বামুনকে দেখে বোধ হয় তাকি একজন জ্যোতিষ। যে অক্ষরের যে গোপাল মন্ত্র আছে সেই মনতোর জপ করেন, মোনতোর বোলে পুজো করেন।

দুপুর বালো বাড়ীতে অতিথ এলো দেখে জগন্নাথ মিশ্রি খুব খুসী হোলেন। তাড়াতাড়ি কোরে পা ধোয়ার জল নিয়ে এসে, নিজেই পা ধুইয়ে দিলেন। বেশ একখানা বোসবার আসন এনে বোসতে দিলেন। বামুন বোসে একটু জিরুলে পর, জগন্নাথ মিশ্রি তাঁকে শুধুলেন, আপনার বাড়ী কোথায়?

না। আমার বাড়ী ঘর কিছু নেই, উদাসীন। অনেকদিন থেকে দেশ-বিদেশ ঘোরে বেড়াচ্ছি। আমার গোপালকে কোথা পাব তাই খুঁজি।

জগ। এই দিদিনীটের খুব কপাল ভালো বোলেই আপনার মোতো লোক তার ওপোর বেড়িয়ে বাড়াচ্ছেন। আর আমারও খুব কপাল জোর বোলে, আপনার মতো লোককে অতিথ পেইচি। এখন যদি দয়া করেন, তবে দাঁদবার জোগোড় কোরেদি।

না। আপনার যা ইচ্ছে তা করুন।

জগন্নাথ মিশ্রি বামুনের কথা শুনে, যেখানে বোসে রাঁধবে, সে জায়গাটা বেশ কোরে গোঁটা দিয়ে নিকিয়ে-পুছে রান্নার সব জিনিষ পত্র এনে দিলেন। হাঁড়ি, কাট চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, আলু, মরবা, বটী, বাটী, থালা, হাতা, বেড়ী, এক কলসী জল সব এনে দিলেন কিছু অটুট থাকলো না। বামুন এই সব জিনিষ পেয়ে বোসে বোসে ভাত, ডাল, তরকারী সমস্ত রান্না কোরলেন, একটা আস্তো নিজে হাতে পরিষ্কার কোরে, শুকখানা আসন পেতে দিলেন। ভাত তরকারী যা রান্না হইছিলো সে সব থালা বাটীতে বেড়ে ঐ আসনের কাছে রাখলেন। তার পর ঐ বামুন হাত পা বেশ কোরে ধুয়ে মুছে, এক ঘেরো জল ঐ আসনের কাছে রেখে, নিজে এক পাশে আসন পিড়ি হোয়ে বোসলেন! বোসে উনি যে বাল গোপাল ঠাকুরের পূজা করেন, চোক বুজে সেই দেবতার মোনতোর বোলে মনে মনে তাঁকে ডাকলেন, যেমন বোলেচে দাদা, ঠাকুর, এই সব অন্ন ব্যঞ্জন তোমাকে দিইচি এসে খাও, অমনি কোথা থেকে নিমাই এসে সেই আসনে বোসে কপ কপ কোরে খেতে আরম্ভ কোরলো। বামুন চোক খুলে তাকিয়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে ঠাকুরের সেই সব ভাত তরকারী খাচ্ছে। নিমাইও অমনি তাড়াতাড়ি কোরে খাড়া হোয়ে হাসতে লাগলো। হাতে এক মুটো ভাত তরকারী রোয়েচে। বামুনতো সব নষ্ট কোরলে সব নষ্ট কোরলে বোলে চেঁচাতে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২০শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩০, ৩রা মে ১৯২৩ | ৩৬শ সংখ্যা

হরিসভা।

'সৎ' উপপদে 'ভা' ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় দ্বারা 'সভা' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভা' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া। অর্থাৎ যেস্থানে জনকতগুলী কোনও কার্য্যের উদ্দেশে দীপ্তি প্রাপ্ত হন তাহাকে 'সভা' বলে। সভা, পরিষৎ, সংসৎ, গোষ্ঠী প্রভৃতি একপর্য্যায় শব্দ। সভা, পরিষৎ বা গোষ্ঠী অনেক প্রকারের হইতে পারে। যেমন সাহিত্য সভা, বিজ্ঞান সভা, শাস্ত্রসভা, সামাজিকসভা, রাজসভা, ধর্ম্মসভা, হরিসভা প্রভৃতি। কিন্তু হরিসভার সঙ্গে ঐ সকল অন্যান্য সভার বিশেষ প্রভেদ আছে। কারণ শাস্ত্র বলেন "হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ"—হরি সাক্ষাৎ গুণাতীত বস্তু, যে সভায় হরিবিষয়ের আলোচনা হয় তাহার সহিত গুণময় প্রাকৃত জগতের আলোচনার স্থানের সম্বন্ধ হইতে পারে না। কিন্তু আজ কাল জগতে চিচ্ছড় সমন্বয়বাদীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে হরি-ভক্তি-প্রচারিণী সভার নাম করিয়াও তথায় সাহিত্যালোচনা, ঐতিহাসিকত্ব, চিকিৎসাপাঠ, সমাজালোচনা প্রভৃতি বিষয় কথা বিধবাবিবাহ, কে ছোট জাত, কে বড় কুলীন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হইয়া থাকে। আবার কোথাও কোথাও স্বদেশের উন্নতির আলোচনা, গরু ঘোড়ার উন্নতি প্রভৃতির বিষয়ও আলোচিত হইয়া থাকে। জাগতিক বিচারে, অক্ষজবাদিগণের ধারণায়, এই সকল কার্য্য মঙ্গলানুষ্ঠান বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারে কিন্তু হরিভক্তিপ্রচারিণী সভা ঐ সকল বিষয় আলোচনার স্থান নহে। যাহারা চিচ্ছড়কে সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়া মুড়ি মিশ্রিতে এক করিতে চান, পরমহংস ও প্রাকৃত বালক একই শ্রেণীর বলিয়া ধারণা করেন, কাচের পুতুলে টেবিল, পাখাকে, স্টীমরোলার ভৌতিক ক্রিয়াকে চৈতন্য আগমন করে আবার পরে যেখান হইতে চলিয়া যায় মনে করেন, নারায়ণের পবিত্রতায় মলো উপস্থিত হয় বা নারায়ণ পবিত্রতারূপে জগতে আগমন করেন বলিয়া কল্পনা করেন তাহারা কখনও হরিভক্তির কথা শুনেন নাই, উপলব্ধি করা ত দূরের কথা। অনেকে হরিসভার নাম করিয়া তথায় নামের আখড়া, গীতা পাঠকোপলক্ষে, তাস পাশা খেলা, সেখানে দোকান বা সাংসারিক সুখের জন্য খানা পিনীর যে একটা [illegible] প্রামাকথা

করিবার যা খোল্ গল্প শুনাইবার স্থান মাত্র করিয়া নিয়াছেন।

হরি নিত্য বস্তু, হরিকথা নিত্য সত্য, এবং তথায় যার বিষয়ে আলোচনা হয় সেই স্থানও নিত্য স্থান। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো বাজসিক স্মৃতঃ।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্" ॥

অর্থাৎ বনবাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রাম বাস রাজসিক বলিয়া কথিত; যথায় দ্যূতাদি ক্রীড়া হয় সেই স্থানে বাস তামসবাস কিন্তু যেখানে শ্রীভগবান ও শ্রীভগবদ্ভক্তের যশ বা আলোচনা স্থান সেই স্থানে বাসই নির্গুণ বাস। শ্রীভগবান অন্যত্র নারদকেও বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

হে নারদ, আমি আমার নিত্য বসতিস্থল বৈকুণ্ঠেও থাকিনা, ধ্যানপরায়ণ যোগিগণের হৃদয়েও বাস করিনা, কিন্তু যে স্থানে আমার শুদ্ধভক্তগণ আমার গুণানুবাদ করেন আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি অর্থাৎ সেই স্থানই বৈকুণ্ঠধাম কারণ সেখান হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম যে ত্রিগুণাদিকা মায়া তাহা বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং হরিসভা শুদ্ধভক্তি আলোচনার ক্ষেত্র। যেখানে ভগবানে অব্যভিচারিণী সেবা নাই, যেখানে একমাত্র ভগবানের সুখতাৎপর্য্যের চেষ্টা নাই উহা কর্ম্ম, বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানালোচনা, কিংবা কৃত্রিম প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগাদি চেষ্টা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ভক্তি নহে। যাহার ভক্তিতে বা ভগবানের সেবাতে শ্রদ্ধা হইয়াছে তিনি ভক্তিকে ঐ সকল কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অধীন বা অপেক্ষাযুক্ত মনে করিতে পারেন না। ভক্তি আত্মার নিত্যস্বরূপবৃত্তিও সহজ—সুতরাং উহা নশ্বর ইন্দ্রিয়াধীন তর্পণযোগ্য নহে উহা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। গঙ্গার যেমন স্বাভাবিক গতিই সাগরের দিকে অথবা অগ্নির যেমন স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে কিংবা ক্ষুদ্র জড় বস্তু যেমন স্বভাবতঃ বৃহজ্জড় বস্তুতে আকৃষ্ট, তদ্রূপ ভগবানের প্রতি জীবাত্মার নিত্যসেবাবৃত্তি বা ভক্তিও স্বাভাবিকী। স্বাভাবিকী সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গার সম্মুখে অন্য কোনও আবশ্যক বস্তু আনিয়া বাধা করিলে গঙ্গার স্বাভাবিক গতি প্রতিহত হইবে মাত্র। তদ্রূপ ভক্তির নিকট কর্ম্ম, জ্ঞান যোগাদির চেষ্টা উপস্থিত করিলে উহাদের দ্বারা ভক্তির স্বাভাবিকী গতিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টামাত্র হইবে। শুদ্ধাভক্তি নিজেই পরিপূর্ণশক্তিশালিনী, অন্য আগন্তুক বস্তু সহযোগে তাহার শক্তিময়ত্ব বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তিকে ক্রিয়াবতী করিবার জন্য কর্ম্মজ্ঞানের আবশ্যক হয় না বরং "ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান"—কর্ম্মজ্ঞানাদি ভুক্তিমুক্তিসেবক বা ভক্তির সাহায্য ব্যতীত নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম ভগবৎসেবোন্মুখ নহে তাহা দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন হয়, যে জ্ঞান ভগবানে জীবের সম্বন্ধজ্ঞান উদয় না করাইয়া চিন্মাত্র নির্ভেদ বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে লইয়া যায় সেই জ্ঞান আত্ম-বিনাশক, আবার যে যোগ জীবকে ভগবানের সেবায় যুক্ত না করে তাহাও নিরর্থক। শ্রীমদ্ভাগবত এই জন্য পুনঃ পুনঃ বহু স্থানে বলিয়াছেন—

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যদ্ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
যেন যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

আমরা যতই সৎকার্য্য করি, মহদনুষ্ঠান বা ধর্ম্ম যাজন করি না কেন যদি শ্রীভগবানের কথায় রুচি না হয় তবে শ্রমমাত্রসার, একমাত্র ভগবানে ও ভগবদ্ভক্তে সেবাবুদ্ধি যদি উপস্থিত না হয় তাহা হইলে আমরা জীবন্মৃত কারণ যাহা হইতে অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবানে হেতুরহিতা, কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদি দ্বারা ব্যবধান রহিতা ভক্তির উদয় হয় একমাত্র তাহাই প্রাণীমাত্রের শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম। সুতরাং হরিভক্তি-প্রদানরূপ ক্রিয়ার মধ্যে যদি কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি আসিয়া বাধা উৎপাদন করে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু আজকাল প্রকৃত আচার্য্যবান্ আচার্য্যের অভাবে হরিসভা সমূহের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—উহা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা না হইয়া অবিদ্যাপ্রদায়িনী সভা বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়িনী সভা হইয়া পড়িয়াছে। মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃপ্ত মুনিগণকে বলিয়াছেন

ছিলেন যে দশের অন্যূন কিংবা তিনের অন্যূন বৃত্তিস্থ ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভা হইতে যাহা ধর্ম বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাই ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইবে—

দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থাঃ তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ॥

আবার বলিয়াছিলেন যে—

একোঽপি বেদবিদ্ধর্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥

বেদবিৎ একজন যথার্থ দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাহা ধর্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিবেন তাহাই পরম ধর্ম জানিবে, পরন্তু লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানী যাহা বলিবে তাহা ধর্ম হইবে না কারণ—

অত্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষদ্ন বিদ্যতে॥

মনু ১২।১১০-১১৪

যাহারা বেদাদি শাস্ত্র সদ্গুরুর সমীপে অধ্যয়ন করেন নাই, যাহারা কেবল জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ নহেন তাহাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি একত্র হইলেও তাহাতে পরিষদ বা সভার নাই জানিতে হইবে কারণ তাহারা মনোধর্মের বশীভূত বহুনীচ সুতরাং তাহাদের ধর্মনির্ণয়ে সামর্থ্য নাই।

আজ কালের হরিসভাদিও ঐ প্রকার আচার্যের অভাবে কলির সভাতে পর্যবসিত হইয়াছে। ঐ সকল তথাকথিত হরিসভায় শুদ্ধ হরিভক্তির কথা আলোচনা বা নিঃশ্রেয়স বিষয় আলোচনা না হইয়া কেবল আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিকর প্রেয় বস্তুর আলোচনা হইয়া থাকে। কোথাও বা ভাড়াটীয়ার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বা কীর্তনের নামে কাব্যপাঠ, কোথায় বা রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রসলীলা শ্রবণ কীর্তনের নামে প্রচ্ছন্নভাবে ভোগেন্দ্রিয়তোষণের কুচেষ্টা মাত্র হইতেছে। হরিসভাগুলিতে আর হরিসেবার বিষয় আলোচনা নাই কারণ—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

হরিসেবায় কোনও কৈতব থাকিতে পারে না উহা নির্মলা, অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী। আজকাল অনেকেই শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উপদেশামৃত হইতে উপদেশসমূহ বিবৃত হইয়া হরিসেবার সভা হইতে ইন্দ্রিয় বা নিজজিহ্বাকে রসাস্বাদ বলিয়া প্রতারিত নিজে প্রতারিত। তাহারা জানেন না যে "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" যে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"

একমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বপ্রকাশ বস্তু শ্রীনামাদি স্বয়ংই উদিত হইয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামী কথিত 'সঙ্গ-ত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ' অর্থাৎ অসৎ সঙ্গ ত্যাগ ও সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ হইতে ভক্তি পরিপুষ্ট হন অনেকেই এই কথা ভুলিয়াগিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী কথিত—

"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এই কথা উপেক্ষা করিয়া অনেকেই আজকাল বলিয়া থাকেন আমরা সদাচারী বা বৈষ্ণবের আচার করিতেছি। আবার অনেকেই শ্রীল জগদানন্দ প্রভুর বাক্য—"অসাধু সঙ্গে তাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়। নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়"—ইহা ভুলিয়া গিয়া বা ঢাকা দিয়া অক্ষর-মাত্র বা নামাপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইতে ব্যস্ত। তথা কথিত হরিসভাদিতে 'অষ্টপ্রহর', 'ষোলপ্রহর', 'চব্বিশ-প্রহর,' প্রভৃতি হইতে খুব দেখা যায় কিন্তু ঐ সকল অষ্টপ্রহরকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য জানেন কিনা সন্দেহ। তাহার ফলে-চিত্তবৃত্তি বা অচেতন গ্রামোফোন্ যন্ত্রের চিৎকার মাত্র সার হয়। তাহাদের চিত্তবৃত্তি পরিমার্জিত হওয়া দূরে থাকুক বা অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ যাওয়া দূরে থাকুক তাহাদিগের মধ্যে নামাপরাধের প্রতি ক্রিয়া আরও অধিকতর হইতে থাকে। অষ্টপ্রহর বা তাহার মধ্যেই—গাঁজা, পান তামাকের খরচ হরিসভার সভ্যদিগের অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক বহন করিতে হয়। কেহ কেহ বা অষ্টপ্রহর হইতে না হইতেই স্ত্রীপুত্র বিষয়ের কথা মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়েন, কেহ কেহ প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য নিমগ্নপিঙ্গল চক্ষু মিটা মিটা করিয়া চেয়ে থাকেন, নানাপ্রকার

কলহভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু শ্রীল সনাতনস্বামী কথিত ভগবৎ যে মুখ্য লক্ষণসমূহ তাহাদিগের মধ্যে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। আবার মহোৎসবাদির সময় মহাপ্রসাদ লইয়া ভাতভাতের মত বিচার আরম্ভ হয়, স্থানে স্থানে মারামারি হইতেও দেখা যায়। হরিসভার সভ্যগণ তখন শ্রীবিষ্ণুরহস্যোক্ত বচন যথা—(৯ম বিলাস ১৩৪)

"শ্রীবৈষ্ণবো ভগবতীয় অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
তন্নাত্তব্যবিচারঞ্চ নাস্তি তত্ত্বক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণাঃ হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্বন্তি তত্ত্বক্ষে তদ্বিজাতয়ঃ।
দুষ্টব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তত্রৈবাংস্ত্যতে পুনঃ।"

অর্থাৎ ভগবদর্পিত অন্ন যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুবস্তু তাহা প্রাকৃত ভাতভাত নহে ইহা বুঝিয়া গিয়া তখন মহাপ্রসাদে ভাল ভাত বুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি অন্যান্য নরকের বুদ্ধি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ সকল তথাকথিত হরিসভার দ্বারা জীবের কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক তাহা আরও নিরয়গামী হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২) শুরু উপদেশেই হউক, নিজে গ্রন্থাধ্যয়নাদি দ্বারাই হউক বা পরস্পর হরিসভা প্রভৃতিতে আলোচনা দ্বারাই হউক গৃহব্রত অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির কৃষ্ণে মতি হইবে না। তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, অন্যের চর্ব্বিত বস্তুর চর্ব্বণ করিয়াই ক্রমশঃ অন্ধতামিস্র নরকে প্রবেশ করিতেছেন। কারণ তাহাদের যাহারা উপদেষ্টা বা গুরু তাহারা বদ্ধজীব, এবং অন্ধ অন্ধ দ্বারা পরিচালিত হইলে যেরূপ অবস্থা হয় তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না একমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তস্বজনবান্ধব, ভগবানে অখিলচেষ্টাযুক্ত জীবন্মুক্ত, নিষ্কিঞ্চন সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে আনুগত্যে হরিসভা বা যে কোনও হরিসেবার কার্য্যই হউকনা কেন সম্পাদিত না হইবে সে পর্য্যন্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের পথ সুগম হইবার উপায়ান্তর নাই। চিত্তবিনোদনের স্থান, বিশ্রামের স্থান, ইন্দ্রিয়-প্রীতির আরম্ভ হরিসভা নহে,-উহা বলির সভা বা মায়ার সভা। হরিভক্তি-প্রচারিণী সভা কেবল মাত্র শ্রীহরির প্রতি অহৈতুকী প্রীতি সাধনের আলোচনাক্ষেত্র। উহা হরির বসতিস্থল, নিজগৃহ, প্রপঞ্চে প্রকটিত বৈকুণ্ঠ।

অষ্ট মহাদ্বাদশী।

অষ্ট মহাদ্বাদশী হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য কৃত্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বাদশ্যষ্টৌ সমাখ্যাতা যা পুরাণবিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ কৃতা হরতি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥

পণ্ডিতগণ পুরাণে যে অষ্ট মহাদ্বাদশীর বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাদের একটী মাত্রও পরিত্যক্ত হইলে, ঐ পরিত্যক্ত দ্বাদশী তাহার পূর্ব্ব পুণ্য সমুদয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ঐ পুরাণে আরও উক্ত হইয়াছে—

উন্মীলনী ব্যঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী॥
দ্বাদশ্যষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ॥

উন্মীলনী, ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই আটটী মহাদ্বাদশী নামে খ্যাত। ইহারা মহাপুণ্যস্বরূপ এবং কৃতীর সমুদায় পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও পদ্মপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন—

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যষ্টৌ নরোত্তমা।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

সংসার মধ্যে যাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশীর ব্রত না করে, আমার আজ্ঞায় মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহাদের যম লোকে বাস হইবে।

অষ্ট মহাদ্বাদশীর অবশ্য কর্ত্তব্যতা বিষয়ে পুরাণে আরও অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে, তত্তাবৎ উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমাদের

অভিপ্রায় নহে, কই হয়া হাঁহাই কিরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয় প্রদর্শন করাই আমাদিগের সমধিক লক্ষ্য স্থল, অতএব আমাদিগের প্রতিপাদ্য বিষয়ের জন্য এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

উন্মীলনী।

একাদশী তু সম্পূর্ণা রাত্রেস্তু পুনরেব সা।
দ্বাদশ্যেব ন বর্দ্ধেত বদন্তি তামুন্মীলনীমিতি সা॥

যদি একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া পরদিনে অর্থাৎ দ্বাদশী-দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীকে উন্মীলনী দ্বাদশী কহে।

কোনদিন কলামাত্রও একাদশী থাকিলে, পরে সমস্ত দিবারাত্র দ্বাদশী ভোগ হওয়ার পর ত্রয়োদশী আরম্ভ হইলে অর্থাৎ পর দিবস দ্বাদশী না থাকিলে ঐ দ্বাদশীতে ব্রত কর্ত্তব্য। ইহাই উন্মীলনী নামে খ্যাত হইয়া থাকে।

স্কন্দ পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, একাদশীর কলামাত্র ও দ্বাদশীতে থাকিলে, এবং ত্রয়োদশীতে দ্বাদশী না থাকিলে, ঐ দ্বাদশীর ব্রত করিবে।

ব্যঞ্জুলী।

দ্বাদশ্যেব দিনদ্বেতে ন চৈবৈকাদশী যদা।
ব্যঞ্জুলী তু কৃতস্তেন কথিতা পাপনাশিনী॥

একাদশী বৃদ্ধি না হইয়া যদি দ্বাদশীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীকে ব্যঞ্জুলী বলে। ইহা সমুদায় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে সৌভরিমাধবীর সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশীঞ্চ তথা ভবেৎ।
ত্রয়োদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধং ব্যঞ্জুলী সা হরি প্রিয়া॥

যে স্থলে সম্পূর্ণা একাদশী, তাহার পর দিবস দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইয়া ত্রয়োদশী দিনে কিঞ্চিৎ থাকে, তাহাকে ব্যঞ্জুলী বলে। এই ব্যঞ্জুলী ঐহরির অতিশয় প্রিয়তমা।

ব্যঞ্জুলী সম্বন্ধে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণা একাদশী হইলে এবং দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইয়া পরদিন ত্রয়োদশীতে কিয়দংশ পাইলে তাহাকে ব্যঞ্জুলী বলে।

কালিকা পুরাণেও এইরূপই উল্লিখিত হইয়াছে। "একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া পরদিন দ্বাদশী বৃদ্ধি পাইলে উহাই ব্যঞ্জুলী নাম প্রাপ্ত হয়। কলতঃ একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশী দিনে কলামাত্রও থাকিলে যেমন উন্মীলনী বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে কিয়ৎক্ষণ থাকিলে ব্যঞ্জুলী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন, দ্বাদশীর কলা মাত্রও ত্রয়োদশীতে থাকুক আর না থাকুক একাদশী বৃদ্ধি না হইয়া দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই তাহাতে ব্রত করিবে। এই যে সকল বৃদ্ধির কথা উল্লিখিত হইল ইহা অরুণোদয় বা সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পর দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকা প্রয়োজন নহে, কলাদ্বাদশী সিদ্ধ হয় না। যেমন পূর্ব্ব দিন ত্রয়োদশ দণ্ডের পর একাদশী প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং পর দিবস বিংশ দণ্ডের পর নিবৃত্ত হইতেছে এরূপস্থলে একাদশী ষষ্টি দণ্ডাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইলেও ইহা উন্মীলনী নামে আখ্যাত হইবে না। এইরূপ পূর্ব্ব দিবস দশ দণ্ড সময়ে দ্বাদশী আরম্ভ হইয়া তৎপর দিন যোড়শ কি সপ্তদশ দণ্ড পর্য্যন্ত দ্বাদশী অবস্থিতি করিলেও অর্থাৎ ষষ্টি দণ্ড অপেক্ষা ন্যূন বা সাত দণ্ড পর্য্যন্ত দ্বাদশী বিবর্দ্ধিত হইলেও ইহা ব্যঞ্জুলী সংজ্ঞা দ্বাদশী বলিয়া উক্ত হইবে না।

পদ্ম পুরাণে সৌভরিমাধবীর সংবাদে এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে,

সম্পূর্ণৈকাদশী প্রাতর্দ্বিতীয়েঽহ্নি প্রবর্দ্ধতে।
উন্মীলনীতি সা প্রোক্তা পাপপঙ্কোঘনাশিনী॥

যে একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া অর্থাৎ ষাট দণ্ড হইয়া পর দিবস দ্বাদশীর প্রাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে উন্মীলনী কহে। ইহাই পাপ পঙ্ক বিনাশ করিয়া থাকে।

উন্মীলনী ও ব্যঞ্জুলী সম্বন্ধে শাস্ত্রকার দিগের উল্লিখিত প্রকার অভিপ্রায় অবগত হইয়া উক্ত মহাদ্বাদশীদ্বয়ের ব্রত পালন করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বলিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়।

ত্রিস্পৃশা।

ত্রিস্পৃশা বলিলে একদিনে তিন তিথির একত্র মিলন বুঝায়। তদ্বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে—

অহ্নো নক্তং তথা চাত্রে মধ্যে ভদ্রা তবেদযদি।
উপবাসাক্ষমে পক্ষে দুর্লভা কৃষ্ণসাধনে॥

অর্থাৎ অহ্নিতে নক্ত অন্তে ভদ্রা এবং মধ্যে ভদ্রা তিথির মিলনই ত্রিস্পৃশা। ভগবানের নিকট উপবাস অক্ষম ও কৃষ্ণসাধনে এই ত্রিস্পৃশা দুর্লভা।

এই শ্লোক দ্বারা তিন প্রকারে ত্রিস্পৃশা প্রতিপন্ন হইতে পারে। একটী যে প্রতিপদ দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। দুই, ষষ্ঠী সপ্তমী ও অষ্টমী এবং তিন একাদশী দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীর একত্র মিলন; কিন্তু শেষোক্ত তিথিত্রয়ের মিলনই ত্রিস্পৃশা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কারণ সত্যভামা ভগবানকে বলিলেন, হে মাধব, আপনি যে তিথির এত মহিমা কীর্তন করিলেন ঐ ত্রিস্পৃশা কি তাহা আমাকে বলুন। আমি ত' জানি দশমী একাদশী ও দ্বাদশীর মিলন যেদিন হয় ঐ দিনই ত্রিস্পৃশা এবং ইহা ভিন্ন আর আমি কিছুই জানি না।

ভগবান কহিলেন যে দেবি, তুমি যে ত্রিস্পৃশার নাম করিলে উহা আসুরী ত্রিস্পৃশা, যেমন ব্রত হীন ব্রতিকে না [illegible] করা যায় উহাকেও সেই রূপ পরিত্যাগ করা উচিত। সধবা স্ত্রী যেমন বন্ধনীয় উহাকেও সেইরূপ পরিবর্জন করা উচিত। বৈষ্ণব সকল দশমীযুক্ত আমার দিন যজন করিবেন।

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশীম্।
ত্রিস্পৃশা সা তু বিজ্ঞেয়া দশমী সংযুতা ন হি॥

একাদশী, দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হইলে, তাহারই নাম ত্রিস্পৃশা, কিন্তু উহা দশমী সংযুক্ত হইবে ত্রিস্পৃশা সম্বন্ধে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে—

অরুণোদয়ে আদ্যা তাদ্বাদশী সকলং দিনম্।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাতস্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া॥

অরুণোদয় কালে একাদশী তৎপরে দিবা রাত্র দ্বাদশী ভোগ করিয়া অন্তে প্রাতঃ সময়ে ত্রয়োদশী হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীকে ত্রিস্পৃশা বলে। উহা হরির অতিশয় প্রিয়তমা।

এতদ্লোক দ্বারা অন্য দুই প্রকার ত্রিস্পৃশার যে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহাদের নিরসন করা যাইবে। এবং ইহাই প্রকৃত ত্রিস্পৃশা।

পক্ষবর্দ্ধিনী

পক্ষান্তে অমা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি হইলে তাহাকে পক্ষবর্দ্ধিনী বলে। পদ্মপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় ব্রহ্মা বলিতেছেন—

অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা যাততে যদা।
ভূয়স্ত ষষ্টী ঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে।
অশ্বমেধাদ্বাজপেয়াদ্যা তাদ্বে পক্ষবর্দ্ধিনী॥

অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণ হইয়া অর্থাৎ ষষ্টী দণ্ড ভোগ করিয়াও তৎপর দিনে (প্রতিপদ্দিনে) কিছু থাকে, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী বলে। এই পক্ষবর্দ্ধিনী অতি অশ্বমেধের তুল্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামা সম্বাদে উল্লিখিত হইয়াছে—

কুহুরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রয়াতে পক্ষবর্দ্ধিনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ষাট দণ্ড অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী বলে; এমত স্থলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

অষ্ট মহাদ্বাদশীর মধ্যে উল্লিখিত চারিটী তিথি ঘটিত এবং পশ্চাদুক্ত চারিটী নক্ষত্র ঘটিত। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র যোগে জয়া, শ্রবণা নক্ষত্র যোগে বিজয়া, রোহিণী নক্ষত্র যোগে জয়ন্তী এবং পুষ্যা নক্ষত্র যোগে পাপনাশিনী নামক চারিটী মহাদ্বাদশী হয়। দ্বাদশীর সহিত এই সকল নক্ষত্র কিরূপ সংযুক্ত হইলে মহাদ্বাদশী নামে সম্মাননীয় হয়েন এস্থলে তদুল্লেখ করা যাইতেছে।

অনোর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তাস্তিথিকানি চেৎ।
সমানূনানি বা সন্তি তত্রোপোষ্যা ব্রতৌচিতী॥
কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তাস্তিথিকানি চেৎ।
সমানি বা তদপ্যেষা ব্রতাচরণযোগ্যতা॥

পুষ্যশ্রবঃপুণ্যাখ্যারোহিণী সমুদ্ভবাস্তে তাঃ।
উপোষিতাঃ দমফলা দ্বাদশ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥

পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী, পুষ্যা এই চারি নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ করিয়া দণ্ডদ্বয় হইয়া ষষ্টীদণ্ড দিন পরিমাণে অধিক সমান বা ন্যূন হয় তাহা হইলে ঐ চারি নক্ষত্রের যোগে দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হইবে। তাৎপর্য্যার্থ এই যে যদি কোন দিন শুক্লা দ্বাদশীতে ঐ চারি নক্ষত্র যোগ হয় এবং ঐ চারি নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়কে আরম্ভ করিয়া ষাট দণ্ড ভোগ করতঃ ত্রয়োদশীর দিন কিছু থাকে, অথবা কেবল মাত্র ষাট দণ্ড ভোগ করে, কিম্বা ষাট দণ্ড অপেক্ষা ন্যূন হয় তবে দ্বাদশীতে উপবাস করা বিধেয়। দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ এই যে যদি ঐ চারি নক্ষত্রের কোনও একটী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় কালে বা তাহারও পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া ষাট দণ্ড ভোগের পর ত্রয়োদশীতে কিছু থাকে বা ষষ্টীদণ্ডমাত্রই ভোগ করে, তবে তাহাতেই উপবাস করিবে কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র ষষ্টীদণ্ডাপেক্ষা ন্যূন হইলে উপবাসের যোগ্য হইবে না। এই চারি মহাদ্বাদশীর যোগ বিষয়ে আরও কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা এই—

শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু ত্রিষু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তকার্য্যং দ্বাদশ্যুপোষণম্ ॥

শ্রবণা ব্যতীত পুনর্ব্বসু রোহিণী ও পুষ্যা নক্ষত্র যোগে যে তিনটী মহাদ্বাদশী হইয়া থাকে তাহাতে ঐ দ্বাদশী সূর্য্যের অস্ত গমনকাল পর্য্যন্ত থাকা প্রয়োজন, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী পরিসমাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ নক্ষত্র যোগে দ্বাদশীতে ব্রত হইবে না। জয়া জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। বিজয়া মহাদ্বাদশী বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে—

শ্রবণেঽস্তমনতঃ প্রাক্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাম্।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতমৌচিত্যতো ভবেৎ ॥

শ্রবণা নক্ষত্র যোগে যে বিজয়া মহাদ্বাদশী হয়, তাহাতে দ্বাদশী সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পরিসমাপ্ত হইলেও ঐ দ্বাদশীতেই ব্রত করিবে। টীকাকারেরা বলেন শ্রবণা নক্ষত্র যোগে মহাদ্বাদশীর ব্রতে দ্বাদশী যদি দেড় প্রহর থাকে, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীতে ব্রত হইবে দেড় প্রহরের ন্যূন হইলে উহাতে ব্রত হইবে না। যথা দ্বাদশী তিথির পরিমাণ যদি ৩০।৮০ পল হয়, তবে উহার চতুর্থাংশ ৮।২০ পল এক প্রহরের পরিমাণ হয় সুতরাং দেড় প্রহরের পরিমাণ ১২।৩০।৩০ দণ্ডাদি হয়। শ্রবণা যোগে দ্বাদশী এই কাল পর্য্যন্ত থাকিলেও ব্রত হইবে। অপর পরিমাণ যথন ২৮।২০ পল হয় তখন ঐ পরিমাণের চতুর্থাংশ ৭।০ পল এবং দেড় প্রহরের পরিমাণ ১৭।৩০।৩০ দণ্ডাদি হয় এরূপ স্থলেও এই পরিমিত কাল দ্বাদশীর পরিস্থিতি হইলেও উহা ব্রত-যোগ্য হইবে। এতদপেক্ষা ন্যূন হইলে ঐ দ্বাদশী আর ব্রত যোগ্য হইবে না। অই মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে এই সকল বিচার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাতে ব্রত করা কর্ত্তব্য। অন্যথা পাপ পঙ্কে মগ্ন হইতে হইবে।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবপদরজঃ প্রার্থী
ডাঃ কে জ্যোতিষ্কণ

কে গা ?

সন্ন্যাসী ঠাকুর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে উঠিয়া চলিলেন। কামিনী জাগ্রৎ ও সুপ্ত অবস্থার মধ্যে অবস্থিতা। চুমিতে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন সুতরাং ঠাকুরের গমন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। কন্যা মনোমোহিনী ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া যাইয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ছাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল, "রক্ষা পেলুম, বাবা কি অদ্ভুত সন্ন্যাসী! বাবাকে বাড়ী ছাড়া করেছে—মাকে পাগল করেছে! ওমা! কি হলো! আর আমি থাকতে কখনও দোর খুলে দিব না।"

এই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া 'মনি' মাকে কি বলিতে যাইবে, অমনি কে সদর দরজার কড়া ধরিয়া খড়্ খড়্ করিয়া নাড়িতে লাগিল। দরজা নাড়ার শব্দ শুনিয়া 'মনি' অমনি চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, 'অই বুঝি আবার এলো! হায়! এক্ষণে কি করি?' কিন্তু কড়ায় এমন বিকট-ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল যে, মনির আর ভাবিবার অবসর হইল না।

সে সাড়া দিয়া বলিয়া ফেলিল

বাহির হইতে উত্তর আসিল "কোনি নইবং। বহুমা খুলে দে, মনি।"

নাম ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনি বিহ্বলা জননীর অঞ্চল ধরিয়া বলিল "মা, মা, প্রভু এসেছেন, শুন্‌ছ না?"

কামিনী—(উঠে ছুটে কপাট মুক্তকরণে চাহিয়া) কি বল্‌লি মনি? প্রভু এসেছেন! আমার প্রভু এসেছেন?

এই বলিয়া কামিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িলেন।

এদিকে কপাট খড়্‌খড়ানিতে মনি অস্থির হইয়া ছুটিয়া গিয়া বহুমা খুলিবামাত্র দেখিল নটবর গোস্বামি। সঙ্গে পূজারী কার্ত্তিকচন্দ্র। মনি প্রভুকে প্রণাম করিল।

এদিকে রাস্তার অপর পার্শ্বের বাড়ীর বারান্দায় দুইটী যুবক দাঁড়াইয়া গোস্বামি প্রভুর কড়া নাড়া কাণে লক্ষ্য করিবার কালে আরও কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিতেছিল। একের নাম 'অক্রূর' অপরের নাম 'অধোক্ষজ'।

অধোক্ষজ—হ্যাঁ ভাই, অক্রূর! এ লোকটা কে হে? মাথায় কাঁকড়া কোঁকড়ান চুল, মাথে টেরি, মুখে 'বাউরেফাই' গোঁফ, কপালে উজ্জ্বল তিলকের ছাপ, গলায় দিব্যি তুলসীর মালা, হাতে মালাজা ছড়ি, গায়ে মুটিয়ার পাঞ্জাবি, পায়ে পম্‌শু, পানভরা পান, হাতে রূপার নস্যির কৌটা, মনি দেখেই বল্লে, 'প্রভু এসেছেন! প্রণাম হই' বলি ব্যাপারখানা কি হে!

অক্রূর—কেন, অধু, ব্যাপার আবার কি? ওকে চেন না? উনি গোস্বামিপ্রভু, প্রভুদয়াল কালেধন বাবুদের কুলগুরু। বড় ভাল লোক; এ পাড়ায় উহার শিষ্য অনেক। তিনি যেমন অমায়িক, তেমন মধুরভাষী, গানে বাজে সুনিপুণ, যাত্রায় যেও, থিয়েটারে যাও, ঘোড়দৌড়ে যেও সকল ক্ষেত্রে তিনি নিপুণতা দেখাবেন। ওদিকে ধর্ম্মকর্ম্মেও খুব অগ্রসর। বাড়ীতে চারশ বছরের ঠাকুরসেবা, ছাপার পুকুরের বৈষ্ণব, দোল, ছর্গোৎসব যার মাসে তের পার্ব্বন করেন। এই সেদিন পিতৃশ্রাদ্ধে কত ব্যয় করিলেন। নটবর প্রভুদের নাম কে না জানে? তারি আশ্চর্য্যের কথা, তুমি ইহাদের বিষয় কিছুই জান না! এস, আমি তোমাকে উহার সহিত আলাপ করাইয়া দিই।

অধোক্ষজ—(নটবরের অলক্ষ্যে কথাগুলি শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিল) অক্রূর! আমি তোমার কোন কথাই বুঝ্‌লাম না। যাহার সহিত আমার পরিচয় করাতে চাও, আগে তার সম্বন্ধে দু' চারিটা কথা জান্‌তে ইচ্ছা করি। আমায় বলবে কি? পথে এসে যেতে বলি।

এদিকে নটবর প্রভু 'কালিদাসের' সহধর্ম্মিণী 'কামিনী'র নিকট যাইয়া উপস্থিত। প্রভুর দর্শনে কামিনীর কামনা জাগিয়া উঠিল। কালিদাসের বিচ্ছেদানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া প্রভুর পদতলে পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রভুর স্নিগ্ধ চরণকমল তাপিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া কামিনী কামনার বহ্নিতে আহুতি দিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ কাণে শব্দ হইল

কে গা?

নিমাই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জগন্নাথ মিশ্র তাকিয়ে থাকে বিশ্বম্ভর—বিশ্বম্ভর ভাত তরকারী হাতে কোরে দাঁড়িয়ে রোয়েচে—থাচ্ছে আর হাসছে কি সর্ব্বনাশ! এমন ছেলে তো কোথাও দেখিনি। ব্রাহ্মণ অতিথ, ঠাকুরকে নিবেদন কোরে খাওয়া হোয়েচে, তাই খেয়েচে! সর্ব্বনাশ হোয়েচে মহাপাপ হোলো' আগুণে পুড়ে মোরতে হোলো: আর কি, সর্ব্বনাশ কোরেচে। দাঁড়া এই না বোলে খুব বড় একখানা লাঠি হাতে কোরে বিশ্বম্ভরকে মারতে ছুটলেন। নিমাই যেমন দেখেচে বাবা আসচে মারতে অমনি সে সোঁ ভাত গুলো খায় আর পেচন পানে তাকায় আর দোড়োয়। আর নিমাইকে ধরে কে। জগন্নাথ মিশ্র সর্ব্বনাশ কোরেচে বোলে মারবার জন্য পেচ পেচ দোড়তে লাগলো। যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব ভাণ্ড দেখছিলো, তারা দেখলে মহা বিভ্রাট নিমাইকে খোরতে পারলে তো মেরে ফেলবে, তাড়াতাড়ি

দৌড়িয়ে গিয়ে জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকতে দেখলে কেউ বা লাঠিখানা ফেলে রেখেছে। বোলে করেন কি? আপনি বুদ্ধিমান হোয়ে এ কি কোরছেন? কোচি ছেলে ওর কি আর অতো বোধ আছে? ওর কাছে সবই সোমান—ঠাকুরও যা, কুকুরও তাই। যে দেবে তারই খাবে। ভাত দেকেছে আর খেয়েছে। ওকে মেরেই বা আর কি হবে। ওর কি আর শিক্ষে হবে? বাবুন ছুটে এসে বোল্লেন, ঠাকুর আপনি ভদ্রবাপ হোয়ে এই কোচী ছেলের ওপোর রাগ কোরছেন। এর কোন দোষ নেই। যার বোধ আছে তাকেই বুদ্ধি দিতে হয়, যার বোধ নেই, তাকে বুদ্ধি শ্যাওয়ায় কোন কাজ হয় না। আপনাকে আর এসব কতা আমি কি বুঝোবো। পিতর তপোয়ে রাগ কোরলেন আমরা কপালে আজ অন্ন প্রসাদ নেই তাই এই সব কাণ্ড। আপনি দুঃখু কোরবেন না। এতে কিছু ভাববেন না। ঘরে যদি কিছু ফল মুল থাকে, নিয়ে আসুন তাই ঠাকুরকে দিয়ে প্রসাদ পাই। পথে পথে ব্যাড়াই সকল দিন তো অন্ন জোটে না, তার জন্যে আপনি দুঃখু কোরে ছেলেকে মারতে যাচ্ছেন কেন?

জগন্নাথ মিশ্র মাতা হেঁট কোরে বোসে পোড়লেন। ভাবতে লাগলেন, এমন দুরন্ত ছেলে এখনই এই, না জানি বড় হোলে কি হবে, তখন তো ঠাকুর দেবতাকে একে বারেই মানবে না। ব্রাহ্মন বল্‌লেন ঠাকুর আপনি একটু দুঃখুও যেন না, ভাববেন না, ঘর ঘরে যে ফল মুল আছে কোরনিয়ে আসুন, ঠাকুরকে নিবেদন কোরে দি।

জগ। ঠাকুর! তা হোলে আমার আরো দুঃখু হবে। আপনি যদি আমায় না রাখেন তাহলে আর কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারবো। ঘরে সব আছে। ওসব জিনিষের আমার কোন অটুট নেই আপনি আজে কোরুন।

বা। আপনি যদি একুই বোলচেন তবে তাই হোক। আমার একটু কষ্ট হবে। বেলাও শেষ হোয়ে এয়েচে।

জগন্নাথ মিশ্র বাবুনের কতা শুনে উনোন আর রান্নবার জায়গাটা বেশ কোরে লেপে পুছে দিলেন। যে সব ভাতে তরকারী রান্না কোরেছিল, সে সব ফেলে দিয়ে থালা বাটীগুলো মেজে ঘোসে বেশ কোরে ধুয়ে নিলেন। ঘর থেকে আবার নতুন কোরে চাল, ডাল তরকারী এনে দিলেন। রান্নন রান্নবার জিনিষ সব পেয়ে আবার রান্না কোরতে বোসলেন।

ছেলে বড় দুরন্ত হোয়েচে বোলে জগন্নাথ মিশ্রি অনেক দুঃখু কোরতে লাগলেন। শচী দেবীকেও খুব বোকতে আরম্ভ কোরলেন। বোল্লেন তুমিই তো ছেলেটাকে খারাপ কোরে ফেলেছো। আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাতায় তুলে দিয়েছো, নইলে এইটুকু ছেলে কখন এত দুরন্ত হয়! একটু ভয় নেই। এ কি ছেলে বাবা। ঠাকুরকে নিবেদন কোরে খাওয়া হোয়েচে। একটু ভয় নেই তাই নিয়ে কল কল কোরে খাচ্চে, কি সাহস বাবুনকে কে চেনে কে! অন্য ছেলে ওর কাছে এগুতে পারতো না। এ ছেলের কি সাহস বাবা। মারে ধরে আজ যদি না খায় তাহলে আমি বোলতে পারি কোন ছেলে খারাপ হয় না

জগন্নাথ মিশ্রি শচীদেবীকে এই রকম কোরে বোকচেন শচীদেবী মাতা হাঁ কোরে কান পেতে শুনচেন। কি কোরবেন ছেলে দুরন্ত, যে যা বলে সবই সইতে হয়। সবই সইতে হয়। দুরন্ত বোলে তো আর মেরে ফেলা যায় না। বেঁচে থাক, বড় হোলে সবই সেরে যাবে। ছুদের ছেলে কত আবদার করে। এই রকম ভেবে নিমাইকে কোলে তুলে নিয়ে একটা চুমো খেয়ে বোল্লেন, বাবা আমার চলো আর আমরা এখানে থাকবো না। আবার ভাত তরকারী ছুঁড়ে ফেলবে? চলো আমরা ব্যাড়াতে যাই। এই বোলে শচীদেবী নিমাইকে কোলে নিয়ে পাড়ার ভেতোর চোলে গেলেন।

ক্রমশঃ।

প্রশ্নোত্তর গুচ্ছ।

শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রত্যেক পুরুষ চারি প্রশ্নের ন্যায় ব্রহ্মসূত্রের প্রতি বিতৃষ্ণাজনক। সেজন্য পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব চারিটী প্রশ্নের উত্তর ও পুনরায় পাঠ।

শাস্ত্রকারের মত স্ত্রী ও শূদ্রকুলের অনধিকার বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করেন না।—কিন্তু স্ত্রী ও শূদ্রকুলের স্ত্রীত্ব বা শূদ্রত্ব প্রবল রাখিয়া-কোন অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা কি শাস্ত্রকার বৈষ্ণবগণ কোথাও করিয়াছেন? স্ত্রীর প্রাকৃত পুরুষ সেবাপরত্ব, শূদ্রের বৈশ্যবিক অধিক ভোগের ইচ্ছনরূপ হাত পরত্ব। সুতরাং প্রাকৃত স্ত্রী অভিমান এবং প্রাকৃত শূদ্র বর্ণাভিমানে দীক্ষা লাভ ঘটে না ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র ও সকল বৈষ্ণব মহাজনের সিদ্ধান্ত। দিব্যজ্ঞান লাভের নাম দীক্ষা। তাহাতে সকল পাপের ক্ষয় হয়। শাস্ত্র বলেন কর্ম্মফলে অত্যন্ত ভোগাসক্তি বশতঃ কাহক পুরুষগণই জীবনান্তে স্ত্রী চিন্তা করিতে করিতে পর জন্মে বাসনানুযায়ী স্ত্রী দেহ লাভ করেন। তেমনি সন্ধ্যায় ত্রিবর্ণই শূদ্রচিন্তায় শূদ্রের ন্যায় হইয়াছি চিন্তায় স্বয়ং শূদ্রযোনিতে শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ঐগুলি পাপের ফল মাত্র। স্ত্রী ও শূদ্র অভিমান পাপাসক্তির অবৈষ্ণবের লক্ষ্য। সেজন্য বৈষ্ণব কখন ভোগ্য স্ত্রী ও ভোগ্য শূদ্র অভিমানে ক্রীত হইয়া কৃষ্ণসেবাবিমুখ না হন এজন্যই দিক্ষাগ্রহণ আবশ্যকতা। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইলে স্ত্রী ও শূদ্রাদি উপাধিগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় ফলেই প্রাকৃত অন্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে বহুমানন করিয়া অবৈষ্ণব হইয়া পড়েন। ভাগ্যক্রমে গুরুকৃপায় তাহার বর্ণাভিমান ও জড়ীয় পুংস্ত্বস্ত্রীত্বাদি অভিমান ছাড়িয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসঃ বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ' বর্ণবিচারে শৌক্র-পদ্ধতি প্রথমে স্বীকার করিলেও পরে বৃত্ত-পদ্ধতিরই ভাগবতগণ আদর করিয়া থাকেন। বৃত্ত পদ্ধতি ইহাতে নিম্নে শৌক্র বিচারে পাপ প্রবেশ করিয়াছে দেখত সাধক শাস্ত্র বলিয়াছেন শৌক্র পদ্ধতিমতে কলিকালে প্রকৃত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছে। শৌক্রপদ্ধতিতেই মাৎসর্য্যপর স্মার্তগণ শাস্ত্র তাৎপর্য্যকে কলঙ্কিত করিয়া যে দুরাচার আনয়ন করিয়াছেন তাহার বিষময় ফল অবিদ্যাগ্রস্ত বহির্ম্মুখ—জীবমাত্র অবশ্যই ভোগ করিতেছেন! তাহাদের সেই সকল কথা বলিয়া তাহাদের চরণে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতে হইবে না। অদ্যতন্যস্তু পাপপুণ্যপর স্মার্ত্ত সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র মানেন না বলিয়াই তাহাদের অর্ব্বাচীন লোকের রুচির অনুকূল করিয়া মনোধর্ম্ম বর্দ্ধনকেই স্মৃতি বিধি মনে করেন। শাস্ত্রে নিপুণ হইলে তাঁহারা দুরভাবে বৈষ্ণব স্মৃতির উজ্জ্বল শোভাও দেখিতে পান। পরম বিদ্বাংসাহী পরাবিদ্যা কুশল পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবতগণ স্ত্রীশূদ্রাদি পাপীকুলের পাপ মোচন করিয়া দিব্যজ্ঞানোদয় করাইয়া স্ত্রী ও শূদ্রের পাপ অনোচিত অধিকার হইতে উন্মুক্ত করেন। মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণ স্বীয় অনুদারতা-ক্রমে পরদুঃখদুঃখী না হইয়া নিজ নিজ জড়স্বার্থময় ভোগসিদ্ধি করিয়া লইতেই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট বলিলেন যে 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা' সঙ্কীর্ণচেতা স্মার্ত্তগণ এই মহাভারতের উক্তি অস্বীকার করিয়া স্বার্থপরতা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শ্রৌতবিধানে শূদ্রের শূদ্রত্ব অপনোদন করিয়া সংস্কারের ব্যবস্থা করিলেন। সংস্কৃত ব্যক্তিই মন্ত্রার্থ জানিয়া সত্যকামের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইয়া কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিলেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাস বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ ও সন্দর্ভাদি নিবন্ধে মানব-মাত্রেরই বৈষ্ণবাধিকার লাভের যোগ্যতা মুক্তভাবে লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণ বৈষ্ণবের উপর গুরুগিরি করিবার জন্য কর্ম্মিগণের নিগড় সমূহ সামাজিক আচারের নামে বৈষ্ণবের স্কন্ধেও চাপাইয়া দিলেন। সেজন্য আজ প্রাকৃতসহজিয়া সমাজে তেলি বৈষ্ণব, জাতিগোসাঞী বৈষ্ণব, যোগাযোগে বৈষ্ণব,

ব্রাহ্মণবৈষ্ণব প্রভৃতি কুলাঙ্গার কুকথা বৈষ্ণবব্রুবগণের মুখে শুনা যাইতেছে।

অবৈষ্ণব নৈষ্ঠিকাদি বিপ্রব্রুব পর্য্যন্ত মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তের নিত্য গোলাম হইয়া দীক্ষার ভাণ ও বাজে কথার পাণ্ডিত্য বিকীর্ণ করিতে গিয়া স্বীয় প্রাকৃত মন্তোদরের পূরণ চেষ্টায় ব্যস্ত। বৈষ্ণবের প্রাবর্ণ দ্বারা জাতি নামাদি জ্ঞান নরকের হেতু শাস্ত্র স্বর্বাক্ষরে বলিতেছেন তথাপি উদরোপস্থ চেষ্টাকে হরিভজন জানাইতে গিয়া যদি কোন ব্যক্তি পৌরু-জাতে গোপাঞী-মিসিকে বহু মানন করেন তাহা হইলে প্রকৃত কলিই অবিদ্যাহত জীবকুলকে নিত্যকালের জন্য নরকে পাঠাইয়া দিবে।

শাস্ত্র, বৈষ্ণবাচার্য্য কখনই দ্বিবর্ণ দাস শূদ্র ও ভোগ্যা স্ত্রী বুদ্ধি বিশিষ্ট রমণীকে দীক্ষা দানের ভোগ্য ও ভোগ্যা বলেন নাই। হরির সেবাধিকার যেন নাই, কিন্তু তাদৃশ স্বরিচয় হইতে মুক্ত করিয়া কায়মনোবাক্যে হরিসেবার যোগ্যতা দিয়াছেন, যাহারা বিদ্যজ্ঞান রূপ দীক্ষা লাভ করিবেন তাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক ও শুদ্ধ শ্রৌতির বৈদিক অধিকার লাভ করিবেন। বৈদিক অধিকারে ব্রহ্মসূত্র প্রপঠন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসূত্র গ্রন্থানুশীলন ও ভাগবত জীবন লাভ করাই প্রয়োজন। যাহার যেরূপ বৈধিক অনুষ্ঠান সেইরূপ শ্রৌত বিধান দ্বারা হরি সেবাধিকার লাভ হয়। বাজসনেয়িগণ কাত্যায়ন গৃহ্যাদি কল্প শাস্ত্র হতে আশ্রমোচিত বৈদিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একায়নগণ পরমহংসাধিকারে সাবিত্র্য সংস্কার অগ্নিসিদ্ধা এবং বেদাধ্যয়ন প্রকাশ্যে না করিয়াও হরিসেবার উচ্চস্তরে অবস্থিত। বাজসনেয়িগণ কখনই একায়নাগণের অমর্য্যাদা করেন না। যেহেতু উভয়েই বৈদিক অনুষ্ঠাতৃবর্গ। কাত্যায়ন গৃহ্যকল্পে স্ত্রীদের বিশিষ্টের কতিপয় সংস্কারের ব্যবস্থা নাই। একায়ন শাখিগণ বাজসনেয়িগণের ন্যায় আনুষ্ঠানিক নহেন বলিয়া তাঁহারা অব্রাহ্মণ এরূপ নহে। যে শাখায় যেরূপ ব্যবস্থা তাহা অপর শাখিগণ কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধীয় "যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজস্ত্রীশূদ্রবন্ধুষু" শ্লোকটী ভাল করিয়া আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন যে স্ত্রী শূদ্রবন্ধু পাঞ্চরাত্রিকা একায়ন শাখা হইলেও প্রাকৃত স্ত্রীসূত্র সেবানুষ্ঠানে বিশিষ্ট নহে। কাহার নিকট হরির পর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিতে গেলে যেমন পরব নাই শুনিতে হইবে, হরিবিমুখ মাৎসর্য্যপর মৈথিল বৈষ্ণবব্রুব অবৈষ্ণবও শাস্ত্রের কোন সন্ধানই দিতে পারিবেন না। গণিতে অধিকার হীন ব্যক্তি যেরূপ সংক্রমণিত চল গণিত ফোদ গণিত প্রভৃতির উপপত্তি বর্ণনে অসমর্থ, সেইরূপ উদর পীড়া পীড়িত স্মার্ত্তপদাবলেহী বিপ্রব্রুবগণ বিষ্ণুভক্তির কোন সন্ধানই জানেন না। সুতরাং স্ত্রীগণের বৈদিক অনুষ্ঠান যে ভাবে বিহিত তাহাকে বিপর্য্যয় করিয়া কৃষ্ণের বংশীটী গোরার হাতে দিয়া পারকীয় গৌরনাগরীবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের নাগরী কল্পনার ন্যায় নিরর্থক। ব্রহ্মসূত্র গৃহীত প্রকৃত ব্রহ্মচারীই ভাগবতের অধিকারী গোদোহাধ্যয়ন সমর্থ এবং প্রকৃত সেবার অধিকার পান। আর জ্ঞানে প্রয়াস-মুদপাস্ত নোকের ভারানুগতো স্ত্রীদের দ্বারা ভাগবত, পুরুষদেহ ও পুরুষ বেশ রচনা না করিয়া ঐ সকল সাধুমুখে শ্রৌত পন্থায় শ্রবণ করিলেই তাঁহার কৃষ্ণ সেবাধিকার যাইবে। স্ত্রীকে পুরুষ হইতে হইবে না। সামাজিক ব্রাহ্মণে বা শূদ্রাভিমানে হরিসেবাধিকার পাওয়া যায় না। দীক্ষাবিধানে যায়াই পাওয়া যায়। দীক্ষাবিধানে স্ত্রীলোককে ব্রাহ্মণ হইতে হয় না; নিষ্ঠাবতী দীক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী বা ব্রাহ্মণী হইতে হয়। ব্রাহ্মণীর পুরুষবেশে ব্রহ্মচারীর ন্যায় ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা অর্থাৎ আশ্রমান্তরের ব্যবহার বৈধিক নহে। এস্থলে নৈষ্ঠিকী ও গার্হ্যীর কথা স্মরণীয়। প্রাকৃত জগতে স্ত্রী প্রাবাল্য হইতেই পুরুষ জাতি ত্রৈণ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবগণ ত্রৈণ নহেন তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত। বৈষ্ণববিমুখ ব্রাহ্মণীর পুরুষোচিত কর্ত্তৃত্ব মূলে উপনয়ন সংস্কার লইয়া হরি সেবা করিতে হয় না। তিনি স্বাস্থবিৎ হইলে বিদ্যজ্ঞান লাভ করতঃ দাসী শূদ্রাধিকে প্রাকৃত সম্মানিকা প্রভু বলিয়া মনে করেন না বৈষ্ণব গুরুকে ভোক্তা বলিয়া মনে করেন না। তিনি প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পরিবর্ত্তে আত্মসচক্ষুর্ধর্ম্মে নিত্যাবস্থান করেন। সংসার ভোগের গৃহিণী মাত্র হন না। একায়ন শাখায়

পরমহংস শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদেশিগণের ন্যায় অপরমহাশয় ছিলেন না। তথাপি রাজসন্নিধি পণ্ডিতগণের চিত্তাদি মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্বালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন। আমার শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রেম প্রভৃতি রাজসন্নিধি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবিক অনুষ্ঠানের লীলাভিনয় করেন। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবক্রব বা ব্রাহ্মণক্রব হইবার জন্য ব্যস্ত নহেন। কিন্তু মূর্খ অসাধুজ্ঞ মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণকে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইতে হয় দেখিয়া তাহাদের অপরাধ প্রশমনের জন্য ও সত্য অবগত করাইবার জন্য বৈষ্ণবগণ একাদশ ও রাজসন্নিধি পাখণ্ডের অবস্থিতি জানাইয়া থাকেন। উহাতে মাৎসর্য্যরহিত স্মার্ত্তগণ পরমানন্দ লাভ করেন। মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তগণ হিংসা করিয়া অধিকতর অন্ধকারে পতিত হন। ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগণের সহিত সমশ্রেণীতে গণিত হন। তাঁহাদের উভয়ের সমন্ধ আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণক্রবগণ বা বৈষ্ণবক্রবগণ বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণের সহিত কখনই তুল্য নহেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও উক্ত সভার ও গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাহঙ্ক মহোদয় গত সপ্তাহে বহরমপুর মহারাণী পাঠশালায় ও তত্রস্থ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জমিদার মহাশয়ের ভবনে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণ বাবুর আন্তরিক যত্ন প্রশংসনীয়। প্রচারকদ্বয় এখন কাঁদি অঞ্চলে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ নদীয়ার রাজবাটীতে বীরেন্দ্র উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহ ও বিগ্রহসেবা সম্বন্ধে শুদ্ধহিন্দী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। শুদ্ধ-ভক্তগণের শ্রীবিগ্রহসেবা যে কর্ম্মী ও মায়াবাদীর অনিত্য কাষ্ঠপাষাণের পুতুলপূজা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহা তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও নানাবিধ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন।

তৎপর দিবস ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহাশয় জীবের জন্মমৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল।

গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরের সুবিখ্যাত উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ স্থানীয় টাউনহলে জীবে দয়া ও তাঁর সেবা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য সকলেই আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় সকলের অনুরোধে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত ৩রা বৈশাখ তারিখে গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উত্তরপাড়া শ্রীহরিসভায় বাৎসরিক উৎসবোপলক্ষে স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর অনুরোধে উক্ত সভায় শ্রীহরিসভার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ অথচ অতি সরল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ৪ই বৈশাখ শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবেদান্তিক মহাশয় কোন্নগর শ্রীহরিসভায় স্থানীয় লোকের আহ্বানে উপস্থিত হন। তথায় বহু সম্ভ্রান্ত বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে প্রথমে শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহোদয় জীবের সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন পরে শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্তিক প্রভু শ্রীহরিনাম সম্বন্ধে হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করেন। প্রচারকদ্বয় তথা হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুনরায় উত্তরপাড়ায় শ্রীহরিসভায় সভ্যগণের বিশেষ অনুরোধে বক্তৃতা করেন। এই স্থানে রাজসাহী নওগাঁ স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকের

কণ্ঠধ্বনী মহাশয়ও সুললিত ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও শ্রীপাদ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যনিক বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রিয়া গোপালপুর, তাতার, শেখখালি, বৈচার প্রভৃতি স্থলে ভ্রমণ ও শ্রীগ্রন্থপাঠমুখে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে উৎকল প্রদেশাভিমুখে প্রচার কার্য্যে গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই চৈত্র ত্রিবিনায় অন্তর্গত তাজপুর গ্রামে বিরাট সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের বক্তৃতার প্রশংসা ৪ঠা বৈশাখ তারিখের সঞ্জীবনী পত্রিকা হইতে এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।

নবদ্বীপগ্রামের জনপ্রিয় সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মাহিষ্য সমাজের সুপরিচিত প্রবীণ কর্ম্মী ও নেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতি ও শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠস্থ সারস্বত পীঠের অধ্যাপক এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল, মহাশয়গণের সমর্থনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ ও তদধীন শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ গোস্বামী ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভা পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভের শাস্ত্রী মহাশয় সমবেত কালে কিয়ৎক্ষণ শ্রীভাগবত ধর্ম্ম প্রসঙ্গের মধুর আলোচনা করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে পুরোপাঠ সভাপতি মহাশয় প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল বৈষ্ণবধর্ম্মের সার্ব্বজনীনত্ব ও প্রেম সম্বন্ধে অবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহার বক্তৃতা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যে বিচারবিশ্লেষণে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে, সভা প্রকাশে, নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায়, তেজস্বিতায় সকল দিক দিয়াই সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ অতীব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। ধর্ম্মের প্রতি এমন গভীর আস্থা, ধর্ম্মের গ্লানির প্রতি এমন আন্তরিক ঘৃণা, —অবাঞ্ছিত ও অশাস্ত্রীয় কার্য্যের প্রতি এমন অকুণ্ঠোদ্যমে আক্রমণ কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই তাঁহার বক্তৃতার সারবত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত করেন যে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে জাতিবুদ্ধি থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শ্রীনামাপরাধ হইবে। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন—হিন্দুসমাজের সকল বৈষ্ণব একত্র মিলিয়া একই বেদীতে কীর্ত্তন করিলে দোষাবহ হইতে পারে না। কনফারেন্সের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকূল যুক্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। কেহই এ বিষয়ে প্রতিবাদে অগ্রসর হন নাই।

গত ১৩ই বৈশাখ তারিখে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ রাজসাহী সহরে "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বিচারপূর্ণ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় জনসাধারণ স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছেন। রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল্ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহোদয়ের আন্তরিক উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ১৩ই বৈশাখ তারিখের পত্রে প্রকাশ যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কয়েকজন ভক্তসহ ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর টাউন, ঝিনাইগাতি, কাঁকিনা, পাটগুদি প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা এখন কলিকাতা মহানগরীতে নানা স্থানে প্রচার করিতেছেন।

বৈষ্ণবাচার।

কলিযুগপাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচারিত উন্নত ভক্তিসম্প্রদায়ের ও ধর্ম্মের যথেচ্ছাচারে অসমর্থ ও কর্ম্ম মার্গীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ প্রচার করিতেছেন যে বৈষ্ণবেরও কর্ম্মকাণ্ডীয় অশৌচাদি অবশ্য পালনীয়। কিন্তু ভক্তিদেবীর পরম প্রাবল্য ও সর্ব্ব স্বতন্ত্রতা বশতঃ একান্ত ভক্তের পক্ষে এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাভাগবতাভিমানের পক্ষেও নববিধভক্তাঙ্গ যাজন ভিন্ন অন্য কিছুই কর্ত্তব্য বলিয়া সম্ভাবে স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণে একান্ত শরণাগত বৈষ্ণবও যে দেব, ঋষি, পিতৃগণ প্রভৃতির নিকট ঋণী নহেন শাস্ত্র ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে—

"দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥

হে রাজন্! তিনি অপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাত্মা দ্বারা শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত আপ্ত মনুষ্য এবং পিতৃগণের ঋণী ও কিঙ্কর হন না। আর সর্ব্বশিরোধার্য্য পরমগুরু বৈষ্ণব আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী বলিতেছেন যথা

"শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রাদীক্ষিতবর্ণাশ্রমাদিশৈবশাক্তসৌরগাণপত্যাদিব্যতিরেকানেকস্বকীয়বর্ণাশ্রমসম্বন্ধিনাং গৃহস্থভক্তানাং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ব্রাহ্মণেন লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রাগমস্মৃতি পুরাণাদৌ চ নাস্তি এতেষাং তদ্ভক্তে সত্যপি সেবানাম্নাপরাধো ভবতি"। শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাশ্রমবিহিত শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদি ব্যতীত অবশিষ্ট অনন্ত শরণ বর্ণাশ্রমী ও সদ্বংশ অন্যান্যাদি গৃহস্থ ভক্তের পিতৃদেবার্চ্চনাদি কার্য্য বেদশাস্ত্রে, সংসারে, ও ধর্ম্মশাস্ত্রাগম, স্মৃতি পুরাণাদিতে কোথায়ও আদিষ্ট নাই। অনন্ত শরণদিগের পিতৃ দেবার্চ্চন করায় সেবানামাপরাধ ঘটে।

অত্রিসংহিতা বলিতেছেন—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্নানং সন্ধ্যাদেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥ ১১

গৃহী বৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্নান, সন্ধ্যা, দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করিবে না পুনশ্চ পাদ্মে—

বৈষ্ণবস্য ন সন্ধ্যা ন স্নানং ন চ কামনা।
প্রায়শ্চিত্তং চ নো যাগঃ সদ্ব্রাহ্মণাদিপূজনং॥
শুদ্ধপূতঃ সদাকার্য্যঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
কামসঙ্কল্পরহিতশ্চক্রাঙ্কস্তুলসীযুতঃ॥

বৈষ্ণবের সন্ধ্যা নাই, স্নান নাই, কামনা নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই যাগ নাই, পরন্তু সৎ ব্রাহ্মণাদির (শুদ্ধভক্তের) পূজা করিবে। কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র এবং কুশধারণ বর্জ্জিত, যেহেতু তিনি কাম সঙ্কল্পরহিত এবং অঙ্কশঙ্খে হরিযুক্ত।

পুনশ্চ স্কান্দে বেবাখণ্ডে—

"সঙ্কল্পঃ চ তথাদানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টেন্দ্রকুর্য্যাৎ কুশধারণং॥"

মানব যদি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট হন তাহা হইলে সঙ্কল্প, দান, পিতৃ দেবার্চ্চন, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদি এবং কুশধারণ করিবেন না। উপরোক্ত সংশাস্ত্র সকলের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে গৃহী বৈষ্ণবের আচারাদি মার্ত্ত কর্ম্মিগণের আচরণের-সহিত সমান নহে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয় শাস্ত্রানভিজ্ঞ অভক্ত কর্ম্মী, অল্পবুদ্ধি বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাদের বোকা বৈষ্ণবের শিরেও চাপাইতে চাহিতেছে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন ভিন্ন বৈষ্ণবগণের আর কিছু কর্ত্তব্য নাই ইহাই পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পরম পাবনত্বহেতু এবং ভক্তাঙ্গ যাজনের কোন কালাকালের অপেক্ষা না থাকায় বৈষ্ণবগণ নিয়তই পবিত্র তাঁহারা কোন কারণে কোন কালে অশুচি নহেন। অতএব শৈব শাক্তাদির ন্যায় অশৌচকালের অনুশাসন সকল তাঁহাদের পক্ষে বিহিত নহে। মাত্র অশৌচকালে যে সকল বস্তু ও কর্ম্ম শৈব শাক্তাদির পক্ষে পরিত্যাজ্য বৈষ্ণবগণের পক্ষে সেই সকল কর্ম্ম ও বস্তু নিয়তই অনাদৃত ও পরিত্যাজ্য। যথা

মৎস্য, মাংসাদি আমিষ বস্তু ও মদ্যাদি এবং মৃত বেদস্পর্শন ও সকাম ব্রত সঙ্কল্প, দান পিণ্ড তর্পণাদি। কিন্তু পবন বৈষ্ণবগণের নিকটই পবিত্রতা লাভ করে। [illegible] কর্ত্তনকারীর স্পর্শ দোষে পূজা তর্পণাদি অশৌচ কালে নিষিদ্ধ হইলেও বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুপূজা ও কীর্ত্তনাদি নিত্যই বিধেয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা পদ্মপুরাণে—

"শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিল্বিষম্।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামকৃমিঃ কায়তে কৃমিঃ ॥"

শালগ্রামের পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় তাহাকে কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থিতি করিতে হয়।

অপিচ বায়ু পুরাণে—

"অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পূজাং পুণ্যাহ্নিত্যং শালগ্রামস্য পূজয়েৎ ॥"

অযাচক ও প্রদাতা হইবে এবং কৃষিবৃত্তি আচরণ করিবে, নিত্য পুণ্যাহ করণ ও শালগ্রাম পূজা করিবে।

স্কান্দে, পাদ্মে বৈশাখ মহাত্ম্যে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

"চক্রাঙ্কিতস্য নামানি যত্র সঙ্কীর্ত্তয়েৎ নরঃ।
ন শৌচং কীর্ত্তনে তস্য ন পরিক্ষয়ো যতঃ ॥"

যখন হরি পবিত্রকারী তখন তাঁহার নামকীর্ত্তনে অশৌচ-শঙ্কা নাই অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

বৈখানস সংহিতায়—

"ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামস্যেতি মুচ্যতে ॥

দেশকালের নিয়ম নাই বা শৌচাশৌচের অপেক্ষা নাই; জীব কেবলমাত্র রাম রাম এই নাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলেই মুক্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীবিষ্ণু অঙ্গন ভিন্ন বৈষ্ণবের যখন সকলই পবিত্রতা এবং সেই বিষ্ণুর অর্চ্চনাদিতে যখন কালাকাল শৌচাশৌচের বিচার নাই তখন বৈষ্ণবগণের প্রতি ঐ সকল বিধিপ্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব বৈষ্ণবগণ হরি-লোকস্থ পিতৃমাতৃগণকে যে কোন দিনে ইচ্ছানুসারে মহাপ্রসাদের নিবেদন করতঃ ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া তাঁহাদের নিত্য উৎসব সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহাতে কোন বিধানানুসারে কাল, স্থান তর্পণাদির আবশ্যকতা নাই এ সম্বন্ধে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল যথা—

"তথা শ্রীমতি মহাপ্রসাদে পিতৃদি সর্ব্ব ভক্ষ্যোপহারসেবনাদিকং বিনা তস্মিন্ দ্বাদশকালে যথাবিধি পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রভৃতিকর্ম্মভাঃ প্রাপ্য বর্ণাশ্রমাদিষু সর্ব্বজীবেষু তৃপ্তিহেতুনামাচরণ-মাত্রমেবেকেন। যদি মহাপ্রসাদে তথা রাজসাদিশ্রীনারায়ণে বিশেষতো বৈষ্ণবেষু চ সম্প্রদানত্বভাবাদিনিবেদনং বিনা তেষাং পিতৃণাং শ্রীমন্মহা-প্রসাদ চরণোদকাদিনিবেদনবাক্যং বিনা চ তেষ্বস্মদি-মুখপ্রাপ্ততঃ তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরত্বেন বাক্যরচনাসংঘাতত্বং যেষাং তর্পণশ্রাদ্ধাদি বাক্যরচনা সংঘাতক্রিয়া পরাণাং কল্পিতাং তথা তে পিতৃলোকান্ যান্তি তৎকর্ম্মফলং।"

নিতান্ত পবনপাবন বিষ্ণু স্মরণ হেতু এবং বৈষ্ণবীয় মুক্তা তুলসী মালাদি ধারণহেতু বৈষ্ণব শরীরে কোন প্রকার অশৌচ নাই। ত্রিভুবন-পাবন সাধু-ভূষণ বৈষ্ণব-গণকে দূর হইতে দর্শন করিয়া এমন কি মনে মনে মাত্র স্মরণ করিলেও যখন ত্রিভুবন পরম পবিত্র হয় তখন তাঁহাদের শরীরে অশৌচাদি কল্পনা করিলে যে নিরয়গামী হইতে হইবে ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে নিরূপিত আছে।

স্মার্ত্তধৃত একাদশীতত্ত্বীয় ধারণীনিরুদ্ধাসংগৃহীত পদ্মপুরাণ বচনং—

"তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং মালাং বহতি যো নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবত্যেব নাশৌচং তস্য বিদ্যতে ॥

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা ধারণ করেন তাঁহার শরীরে কোন অশৌচ নাই তিনি সদাই পবিত্র এবং তিনি প্রায়শ্চিত্তাদি বিধিবহির্ভূত—ইতিহাসসমুচ্চয়ে

"নিষাদে ন চ পাপেন বৈষ্ণব বিষ্ণুতৎপরাঃ।
পুনন্তি সকলালোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥"

বিষ্ণুতত্ত্বের বৈষ্ণবগণ পাষণ্ডাদি নিম্ন হন না,
স্বয়ং উদিত হইয়া তাঁহারা সকলকে পবিত্র করে।

স্কন্দ-পুরাণে—

"যেষাং শ্রুতিস্মার্ত্তের স্পষ্টমকল্পতানি চ।
সন্ত্বস্থে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং স মহাত্মনাম্॥"

যে মহাত্মা বৈষ্ণবগণের শ্রবণমাত্র নিঃসন্দেহে সত্ত্বস্থ পাপ তমীভূত হয়।

পাদ্মে—

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

অপবিত্র হউক কিম্বা পবিত্র হউক কিম্বা যে কোন অবস্থাতেই থাকুক যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করেন তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরের সহিত হইয়া থাকেন।

উল্লিখিত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বৈষ্ণব জন যে অশৌচাদি বিধি বহির্ভূত এই বিষয় প্রমাণীকৃত হইল। এক্ষণে উপসংহারে বক্তব্য এই যে ওদার্য্যাদি বৈষ্ণবগণ বেদ-ধর্ম্মাতীত হইয়াও বর্ণাশ্রমাদির মর্য্যাদা ভক্তির অপ্রতিকূলে লোকসংগ্রহার্থে পালন করেন মাত্র। তাহা তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পরমার্থ বিষয়ক আচরণ নাহে, উহা বাহ্যতঃ। লৌকিক অশৌচকালেও শ্রীবিগ্রহ শালগ্রামার্চ্চন অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাগবতাশ্রিতগণ অন্যাদি করিয়া থাকেন। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত "কোঁয়ারপুর" "মেরেলা" "গোঁয়াই" "কলুন" প্রভৃতি গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পরিবারগণের মধ্যে উক্ত বৈষ্ণবসদাচার বিদ্যমান আছে। ইঁহারা সুব্রাহ্মণ ও সদাচার নিষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলেও ইঁহাদের জন্মে স্মার্ত্ত সামাজিক ব্রাহ্মণের কুলসংস্কার নাই। ইঁহারা ভক্তিশাস্ত্রানুযায়ী বৈষ্ণবাচার পরিপালনে দৃঢ় সংকল্প।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীযমুনাবিহারী মহান্ত

শ্রীপাট খেতুড়।

ভারতীয়।

দেশবন্ধুর নির্ব্বাচন নাকচ—শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাউন্সিল নির্ব্বাচন নাকচ হয়ে গেছে। তাই মেদিনীপুর দক্ষিণ অমুসলমান মহল থেকে আবার নূতন বাছাই হবে এই জুন মাসে ১০টা ও ৩টার মধ্যে।

গৌরীশঙ্কর অভিধান—ইহার মেডা জেনারাল ক্রুমের পঁচড়া হওয়ায় লেফ্‌টেনাণ্ট্‌কর্ণেল নটন সাহেব ইহার ভার লইয়াছেন।

রাক্ষসী মাতা—রঙ্গপুর সেসন কোর্টে একটী অদ্ভুত মোকদ্দমা উপস্থিত। ২১ বৎসর বয়স্কা সুপ্রাধিবি স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া তাহার গর্ভের চারিবৎসর ও দুই বৎসরের দুইটী শিশু হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত। ঘটনা সত্য হইলে রাক্ষসী আর কাহাকে বলে?

বঙ্গ বালিকার কৃতিত্ব—পাটনার ইনকমট্যাক্স সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নিত্যলীলা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ভাটপাড়ায় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন—সম্প্রতি কাশীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের সভাপতিত্বে যে সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে স্থান স্থলে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পত্রিকা বিচার লইয়া শুদ্ধ প্রেশ্‌ও পি, এম, বাক্‌চীর গণক ঠাকুর জানাতা এত ক্ষেপিয়া যা'ন যে এই বৃহৎ আড়ম্বরের সভাতেও তাঁহারা আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া হাতাহাতি করিয়াছেন। এই কি ব্রাহ্মণের লক্ষণ? ব্রাহ্মণত্ব' দূরের কথা, কোন শিষ্টব্যক্তি এইরূপ চাতাল ক্রোধের বশবর্ত্তী হইতে পারেন না। অথচ ইহাদিগকেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় স্বীকার করিতে হইতেছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কতদূর অধঃপাতে গিয়াছে ইহা তাহারই একটী বিশিষ্ট প্রমাণ। পূর্ব্বাকালের গুণগত বিচার ত্যাগ করিয়া লোক জন্মকেই বর্ণবিচার মূল ধরিয়া আসিয়া সমাজ আজ এতদূর নিম্নগামী হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৭শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩৮, ১০ই মে ১৯২৮ | ৩১শ সংখ্যা

তৃণাদপি শ্লোক।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নিগমকল্পতরুর প্রণব তুল্য, বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত 'হরিকীর্ত্তন'কেই একমাত্র প্রাণীমাত্রের পরমধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া 'তৃণাদপি' শ্লোকে নাম-গ্রহণের বা হরিকীর্ত্তনের প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শ্লোকটী এই—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এইটী তাঁহার শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক। ইহার অবিকল অনুবাদ এই তৃণ হইতেও অত্যন্ত নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু, মানশূন্য এবং মানদ পুরুষ কর্ত্তৃকই সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তনীয় হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা শিষ্যকেই যথার্থ জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। কঠ, প্রশ্ন, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিতে ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রেরও সর্ব্বত্র এই উপদেশ পাওয়া যায়। শাস্ত্রবাক্য, ভগবদ্ধাক্য মহাপুরুষগণের বাক্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধ-বিকাশক পরিবর্ত্তনশীল মনের অধিগম্য নহে একমাত্র সদ্গুরু, যা সাধুজনের প্রদর্শ ব্যক্তিই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন অন্য ব্যক্তি নিজ নিজ মনের বিচার দ্বারা ঐ সকল বাক্যের অনর্থ করিয়া থাকেন। উপসদ ও প্রপন্নবিধাই শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট হইতে ভত্তার্থ প্রাপ্ত হন। যেখানে সদ্গুরুর অভাব বা শিষ্যের শরণাগতির অভাব সে স্থানে প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা দোষ বর্ত্তমান থাকা হেতু শাস্ত্রের সম্যক্ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয়। সুতরাং তৃণাদপি শ্লোকার্থ বুঝিতে হইলেও আমাদের বৈষ্ণবগুরুর চরণে প্রপন্ন হইতে হইবে। বৈষ্ণব-গুরু অন্বয় ঐ শ্লোকের নানা প্রকার অনর্থ করিয়া আমাদের প্রণালীর বিশৃঙ্খলা সাধন করিয়া থাকেন। আধুনিক সাহি-ত্যিক সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবব্রুবগণ কপট দৈন্য বা তোষামোদকেই "তৃণাদপি সুনীচতা" বলিয়া মনে করেন। এদিকে তাহাদের ভোক্তা অভিমানে গুরুবৈষ্ণবাদি বিষয়ে আসক্তি, জন্য,

দেখুন পাঁচ সিকে

সওয়া পাঁচ আনা তাহাদের দ্বারা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজদিগকে ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, বৈষ্ণবাদি আখ্যায় ভূষিত করিবার জন্য সকলে লালায়িত। শিষ্যের মাথায় পা চাপাইতে বা দিয়া 'আমার সেবাপরাধ' ইত্যাদি অধিকাংশ বুদ্ধিতে তাহাদিগের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে তাহারা সকলে ব্যস্ত। অথচ তাহাদের বাহিরে কৃত্রিম দীনতা পাঁচ জনে, সভায়ের ও ভেকাদির কত কি ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, যে তাহারা বুঝি তৃণ হইতেও নীচ হইতে হইবে মনে করিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। এই প্রকার কপট-বৈষ্ণবের কদাচারকে 'তৃণাদপি সুনীচতা' বলে না। তৃণ জগতের যাবতীয় বস্তু হইতে নীচ। গো, পর্ব্বত, বৃক্ষাদি সর্ব্ব পদার্থ তৃণের উপর প্রাধান্য করিয়া উহাকে নিষ্পেষিত করিয়া নিয়ত চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তৃণের তাহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই। কীর্ত্তনাভিলাষিগণের সেই তৃণ হইতেও সুনীচ হইতে হইবে। অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অতি নীচ বস্তুর অভিমান ও ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাকৃতিক বিচারে পর্ব্বত বৃক্ষাদি বৃহদ্বস্তু হইতে তৃণ অত্যন্ত নীচ বটে কিন্তু তাঃ (১১।২।৪৩)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।...
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ।
ত্বয়োপাসিতস্ত্রিজ্ঞান সর্ব্ব মায়ামনঃ।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অর্থাৎ যেখানে অন্যজ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়ার প্রতীতি উপস্থিত হইয়াছে সেখানে ভাল, মন্দ, ছোট, বড় যাহা কিছু বিচার সব ভুল। যেমন স্বপ্ন মধ্যে রাজা হওয়া ও কুটীরবাসী দরিদ্র বলিয়া অনুভব করা একই প্রকারের অমূলক কল্পনা। উভয়ই সমান। তদ্রূপ প্রাকৃত জগতের বস্তুজ্ঞানে নিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যবান্ মনে করা কিংবা নিজকে নিকৃষ্ট শূদ্রাদিবর্ণে অভিমান করা একই কথা। যিনি তৃণাদপি সুনীচ তিনি নিজকে ইহ জগতের বা চতুর্দ্দশ ভুবনের কোনও প্রাকৃতজীব জ্ঞান করেন না। তিনি নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ তাঁহার উক্ত চতুর্বিধ অভিমানের কোনও একটীও তাঁহাতে রহে নাই। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ বর্ণে শোভিত থাকিয়াও শ্রীল সনাতন বা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় তৃণাদপি সুনীচ আপনার কোনও অবকাশ পবিত্র করিবার জন্য সেই নিষ্কুলে আবির্ভূত হইয়াও হরিঠাকুর বা ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় তৃণাদপি সুনীচ অর্থাৎ জন্মাদি-অভিমান-রহিত। তৃণাদপি সুনীচ নিষ্কিঞ্চনগণ নিজদিগকে কখনও ব্রাহ্মণ বা শূদ্র বলেন না, নিজ নিজ নামের পশ্চাতে "গোস্বামী" প্রভৃতি নাম লিখিবার জন্য ব্যস্ত হন না, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় নামের পশ্চাতে 'দবীর' কথাটীই লিখিয়া থাকেন বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় নিষ্কপটে—

"সুনীচের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
মোর নাম যেই লয় তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম যেই শুনে তার পাপ হয়।
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ-সংসারে॥

এইরূপ নিত্যানন্দপর হইয়া থাকেন বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় "অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি" প্রভৃতি বৈজ্ঞোক্তি মনমুখে এক করিয়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু মায়াপহৃতজ্ঞান চতুর ব্যক্তিগণ ঠাকুর মহাশয়ের বা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বৈজ্ঞোক্তির সুযোগ পাইয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে "শূদ্র", শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে যবন প্রভৃতি বলিয়া অনন্ত নরকের পথে গমন করেন। তৃণাদপিসুনীচ অভিমান বৈষ্ণবগণের কোনও প্রাকৃত অভিমান নাই যদি কাহারও থাকিয়া থাকে তিনি তৃণাদপি সুনীচ নহেন আর কেহ যদি প্রাকৃত অভিমান বজায় রাখিয়া তৃণাদপি-সুনীচতার-অভিনয় করেন তবে তিনি যাদা বাগ্দীর ছেলে হয়া বাগ্দী ধাতার দলে নারদ সাজিয়াছেন মাত্র। অন্তরে "আমি যাদা বাগ্দীর ছেলে" এই জ্ঞানটী পূর্ণমাত্রায় আছে অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণবৈষ্ণব বা নিত্যানন্দদাস (?) অমুক গোস্বামীর

ছেলে অমুক গোস্বামী। ২। আমরা ছাপার পুরুষের বৈষ্ণব। যেন বৈষ্ণবতা বংশবিশ্ব সূত্রে প্রাপ্তব্য বস্তু বা প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শুক্রশোণিতের ভিতর দিয়া অপরে সংক্রামণের বস্তু। ইত্যাদি অভিমান লইয়া নামের সাহিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবের নামাপরাধ মালা তিলকাদি ধারণ করিয়া বা বৈষ্ণব পরম্পরা বেশ লইয়া ভক্ত-পরিচয় সংগ্রহের জন্য কপট-বৈষ্ণব করিতেছেন মাত্র বুঝিতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন বা তৃণাদপি-সুনীচ বৈষ্ণবের অভিমান এই—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥
শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা সন্ন্যাসী বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত কেহই নহি। আমি একমাত্র পরমানন্দ-সাগর গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসগণের অনুদাস।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে হরি-প্রিয় ব্যক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

যিনি জন্মকর্ম বা বর্ণাশ্রমজাতিপ্রভৃতি দ্বারা দেহে অহংভাবে সংলগ্ন নহেন তিনিই হরির প্রিয়।

মুকুন্দমালাস্তোত্রেও ভক্তের প্রার্থনায় দেখিতে পাওয়া যায়—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।

তৃণাদপি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া অভিধেয় হরি-কীর্ত্তনের প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীসৌরসুন্দর শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস"
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ"

এই বাক্য দ্বারা যে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন 'তৃণাদপি' শ্লোকে সেই সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া অর্থাৎ নিজকে প্রাকৃত জগতের কোনও ক্ষুদ্রতম বস্তুর অভিমানও না রাখিয়া অপ্রাকৃত নিত্য ধাম্য বস্তু ভগবানের নিত্যদাসানুদাস অভিমানে হরি কীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোক—

"তৃণাদপি তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়"

অর্থাৎ জীবের স্বরূপ বিস্মৃত অবস্থায় জীব নিজকে উচ্চ-জগতের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কোনও না কোনও একটী বস্তুর অভিমানে ব্যস্ত কিন্তু ভগবানের কৃপায় স্মরিয়া বিস্মৃতি হইলে জীব নিজকে বিস্মৃতিং ভগবানের পাদপদ্ম-স্থিতধূলি অর্থাৎ তদীয় বস্তু, বা বিভিন্নাংশচিৎকণ জীব বলিয়া উপলব্ধি করেন। তখনই জীব "তৃণাদপি সুনীচ" হন এবং সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তী ও শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদেও তৃণাদপি শ্লোকের যথার্থ পাওয়া যায়—(ভাঃ ১।৮।২৬)

"জন্মৈশ্বর্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

"শ্রীধরটীকাচ—জন্ম সৎকুলে। অস্মাদিভিরেধমানো যো মদো যস্য সঃ। অভিধাতুং শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দেতি বক্তুমপি। অকিঞ্চনানাং গোচরঃ বিষয়ীভূতম্'

অর্থাৎ সৎকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্য দ্বারা যে সকল পুরুষের প্রাকৃত-অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাদের মুখে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হন না, কারণ হরি-কীর্ত্তন একমাত্র অকিঞ্চনগণেরই গোচরীভূত। ইহার দ্বারা এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে নিকৃষ্টকুলে জন্ম বা ঐশ্বর্য্যাদি বিহীন হইলেই কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করা যায় তাহাও নহে। জাগতিক ছোট বড় যে কিছু অভিমান সমস্তই ত্যাগ করিয়া একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিই "তৃণাদপি সুনীচ" এবং সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তনের অধিকারী। অতএব তৃণা-দপি সুনীচ অর্থে বাহিরের দীনভাব বা কপট বৈষ্ণব বেশ

সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্তাবস্থাই "তৃণাদপি সুনীচত্ব।" যাহাদের তৃণাদপি ভাবের অভিনয় আছে এবং প্রকার ভক্ত প্রতিষ্ঠা লাভের অভিলাষ, তাহা অজ্ঞাতিলাষ মধ্যে গণ্য। উহা কপট-ভক্তির প্রতিকূল।

"তৃণাদপি শ্লোক" দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈন্যবিহ নামাপরাধের ঔদ্ধত্যরূপ দোষ-বুদ্ধি নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "দোষবুদ্ধিঃ তুলসে হরিনামকে স এব গোহরঃ" অর্থাৎ যাহার বাস্তবিক কর্ণাকৃষ্ট হরিনামের আবরণে আত্মবুদ্ধি সে গোকর্তৃক খাদ্য এই উক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে গর্দভের হস্ত সংসারে বোঝার প্রদীপ্তিত যা শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার অনুসারে শ্রীশব্দতাড়িতত্বাৎ"—শ্রীশব্দতাড়িত কারুকের তৃণাদপি সুনীচতার কোনও মূল্য নাই। এইরূপ "তৃণাদপি সুনীচ" ব্যক্তি হরি-কীর্ত্তনের অধিকারী নহে। দোষবুদ্ধি বিশিষ্ট অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তি কখনও তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারেন না। তাহাতে ব্যক্তিরের সুনীচতার অভিনয় করিয়া যার বাহ্য সাধারণ স্বরূপজ্ঞান লাভ হয় নাই তিনি কোনও না কোনও প্রকারে ভোক্তা সাজিয়া আছেন। হরিনাম গ্রহণকারীর কর্তিনয় করিতে গিয়াও তিনি তাহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভোক্তা। তিনি হরিনামকে বা হরিকীর্ত্তনকেও দশটা ভোগের জিনিষের মধ্যে একটা ভোগ্য সামগ্রী করিয়া নিয়াছেন সুতরাং উহা নাম নহে নামাপরাধ মাত্র। ভোক্তার ধর্মে কৃষ্ণতার উপলব্ধি নাই, কৃষ্ণতার জ্ঞান বা অভিনয় থাকিতে পারে। দ্বিতীয় ভোক্তার ধর্মে সহনশীলতা নাই, ভোগ্য কখনও ভক্ত-অভিমান ও জড়-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারে না। এক বিষয় ভোগী কখনও অপর বিষয় ভোগির অনুধাবন দেখিতে পারে না। তাহারা উভয়েই সংসার। তাহাদের বাহিরের নিজের সহনশীলতা বা নিষ্কপটতার অভিনয় কেবল নিজভোগে ও অন্যায়ে জনকবামিনীপ্রতিষ্ঠা ভোগের জন্য চাতুর্য্য মাত্র।

হরিনাম মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু, অকিঞ্চনগণের একমাত্র বিত্ত, পরমনিগুণের সাধুগণের সর্ব্বস্বিদ বৈভব-বিনির্মুক্ত পরম বস্তুসম্পদ সুতরাং উহা কপট ভোক্তা বা কপট বৈভবযুক্ত ব্যক্তির অধিকার নহে। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত জড়জগতের ছোট বড় সাংসারিক অভিমান-নির্মুক্ত, ভগবানের জনকপরম্পরাগত পুরুষই তৃণাদপি সুনীচ, তিনিই একমাত্র সতত নামভজনানন্দী বৈষ্ণব, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু সম্পন্ন, জড় প্রতিষ্ঠায় উদাসীন এবং অপরের প্রতি মানদ। কোনও বৈষ্ণবাচার্য্যপাদের একটী পদে লিখিয়াছেন— ৬

"আমিত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
(জড়) প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দুষিবে,
হইব নীরয়গামী।

আমার অপর কোনও বৈষ্ণবাচার্য্যপাদও অন্য এক পদে গাহিয়াছেন—

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

এই দুইটী পদের সহিত যেন পরস্পর বিরোধ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বিচারপর হইয়া দেখিলে দেখা যায় উভয় পদটীই একই কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের উপদেশ করিতেছেন। প্রথম পদটীতে জড়জগতের অভিমান রাখিয়া "আমি বড় বৈষ্ণব, আমি নির্জ্জন ভজনানন্দী নাম পরায়ণ ইত্যাদি জড়প্রতিষ্ঠা"-ত্যাগের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পদ বলিতেছেন কৃষ্ণনাম একমাত্র প্রবল করিয়াই নির্জ্জনে ভজনাভিনয় জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর কারণ তাহা কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"মন তুমি কিসের বৈষ্ণব!"
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব"

কারণ এইরূপ ভক্ত-প্রতিষ্ঠাশা জড়ের প্রতিষ্ঠা মাত্র তোমার এখনও সম্বন্ধ বা স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় নাই সুতরাং উহা মায়ার বৈভব ব্যতীত আর কিছু নহে।

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা
জানহ কি তাহা মায়ার বৈভব॥

জীবের একমাত্র বৈষ্ণবীয় প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা করাই উচিত কারণ জীব স্বরূপে ভগবানের নিত্যদাস, নিত্যসেবক বা বৈষ্ণব। যদি তুমি তোমার স্বরূপে নিষ্ঠাযুক্ত না হইয়া

নিজকে জড় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও বস্তুজ্ঞান করা অর্থাৎ বৃক্ষের ন্যায় খুব বড় প্রতিষ্ঠাশালী জীব বা তৃণাদপি কোনও ক্ষুদ্র জীবজ্ঞানও প্রবল রাখিয়া জগতের নিকট "আমি খুব বড় বা আমি তৃণাদপি ক্ষুদ্র" এইরূপ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হওয়া উভয়ই জড়সঙ্গ থাকা হেতু কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের স্বরূপাভিমানে ভক্ত ও ভক্তি-সেবাবৃত্তিই তৃণাদপি সুনীচতা, অপর যাহা কিছু তাহা কপটতা বা প্রচ্ছন্ন পাষণ্ডিকতা। এইজন্যই পদকর্ত্তা বলিলেন—"ভাল না ভজিলে লভিবে রৌরব"।

কারণ—

সে হরি সম্বন্ধ, শূন্য মায়া-গন্ধ।
তাহা কভু নহে জড়ের বৈভব॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ৮ম) শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদে দেখিতে পাই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?" শ্রীরামানন্দ বলিতেছেন—"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥

ইহাই অপর ভাষায় জীবের স্বরূপ-জ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান বা শ্রীগৌরসুন্দর কথিত—"পাদপঙ্কজ দিতদুর্নিদৃশং বিধিষ্ব" ইহাকেই অপর ভাষায় বলা হইয়াছে—উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। উত্তমশ্লোক পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পাদপদ্মের নিত্যসেবক তাহাতে সংযুক্ত, তাহার নিত্য পরিচারকগণের ভৃত্যানুভৃত্য—এই স্বরূপ-জ্ঞানই তৃণাদপি সুনীচতা। ইহাই পঞ্চরাত্রের বৈষ্ণব-দারিদ্র্য-ব্রাহ্মণতা, বৃহদারণ্যকের পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা এবং ছান্দোগ্যের আর্জ্জব বা সরলতা। বৈষ্ণবদারিদ্র্য ব্রাহ্মণগণই যথার্থ তৃণাদপি সুনীচ। কারণ তাঁহারা পরমহংস সদ্গুরুর নিকট হইতে এইরূপ দিব্য-জ্ঞান বা স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিয়া নিজদিগকে প্রাকৃত জগতের 'অমুকের পুত্র অমুক' বা আমি জড় জগতের কোনও বস্তু অভিমান ত্যাগ করিয়া, নিত্য নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের দাস এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা এতাদৃশ শাখী পরমহংসের বেষ গ্রহণ করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া বৈষ্ণবদারিদ্র্য ব্রাহ্মণতার চিহ্ন ব্রহ্মসূত্র পরিত্যাগ করেন না। পরন্তু একান্তনশীল পরমহংসকুলের দাস অভিমানে সর্ব্বাদি-ব্যবহৃত স-সম্বন্ধসূত্রের সমান বেষ গ্রহণ না করিয়া ঐ বেষের মর্য্যাদা রক্ষায় ও ভক্ত নিষ্কিঞ্চনকে বাহ্যজ্ঞানশূন্যোক্ত বৈষ্ণবদারিদ্র্য-ব্রাহ্মণ বা পরমহংসগণের নামসঙ্কীর্ত্তন-জ্ঞানে হরি-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হন। ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা," কারণ ইহাতে জড়ের বৈভবপূর্ণ নীচতা নাই এইরূপ সুনীচতার মূলে স্বরূপ-জ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান বিরাজিত। ইহাই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অভক্তজন স্বরূপ-বিভ্রান্ত অভীক্ষিত ব্যক্তিগণ কনিষ্ঠবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুকে সমপর্য্যায়ে বিচার করিতে যাইয়া স্বরূপজ্ঞান, সম্বন্ধজ্ঞান বা বৈষ্ণবদারিদ্র্য ব্রাহ্মণতাকে দাম্ভিকতা বা তৃণাদপি-সুনীচতার অভাব বলিয়া মনে করে; ঐরূপ মনে করার মূলে মূর্খতা ও বৈষ্ণবাপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঐ রূপ মূর্খতার জন্যই আমরা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী জনে" কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিনা। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের—

"তবে পাপি মরে। তার শিরের উপরে"

অথবা পদকর্ত্তার—

"সে তারুয়া সব গ্রাম্য সুখ"

কিংবা নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের পরম নির্ম্মল ধর্ম্মোপরিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের

"ঋষিব্রহ্মাত্মভূদ্ভিঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পর ইত্যাদি বহু বহু বাক্য শুনিয়া ঐ সকল নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের তৃণাদপি সুনীচতার অভাব হইয়াছে ধারণা করিয়া অনন্ত নরকের পথে গমন করি। আমরা বুঝিনা যে "তৃণাদপি-সুনীচতা" জড়ের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য বাহিরের আনুপাকু ভাব নহে, চক্ষু দ্বারা কৃত্রিম জলফেলা নহে, গা ঢাকা দেওয়া নহে, ঘরভাতের ছড়া ছড়ি নহে, বা মুখবোজ নহে। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীল-প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ তৃণাদপি সুনীচতার সহিতই—

"বৈকল্যং নরকায়তে," শ্লোক এবং "জিজ্ঞাসকান্ বিদু" শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা তরোরপি সহিষ্ণুতা, কিংবা অমানিত্ব বা মানদত্বের কোনও অভাব হয় নাই।

অন্তর্যামী, কর্মী ও জ্ঞানীদের [illegible] বলিয়া এই বৈষ্ণবাধমি শ্লোকে জীবকুলকে ক্রমশঃ অন্তর্যামীর করিয়া দেয়। তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম-জ্ঞানাদি লইয়া তৃণাধমি শ্লোক বিচার করেন বলিয়া এইরূপ [illegible] হয়ে পতিত হন। তাঁহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে তৃণাধমি শ্লোক তাঁহার ছোট বা বড় হইবার জন্য উপদেশ করেন নাই। সম্বন্ধ বা স্বরূপ জ্ঞানাভাবে ছোট বড় হইয়া বিচার তৃণাধমি শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। মহাবীর কলিপতি হনুমানের কি তৃণাধমি সুনীচতার কিছু অভাব ছিল। তিনি সর্ব্বদাই জানিতেন আমি আত্মবন্ধু শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যদাস। আমি প্রাকৃত জগতের কোনও জীব নহি, আমার দেহের যে বিদ্বেষী সে হউক না কেন ব্রাহ্মণ-বিষ্ণুভক্তের পুত্র, সে বিষ্ণুবিদ্বেষী, বৈষ্ণব বিদ্বেষী সুতরাং সে রাক্ষস, তাহাকে বধকরাই আমার প্রাণের সেবকত্ব। "তাহাই তৃণাধমি সুনীচত্ব।" অন্তর্যামী জড়জগতের লোকের অভিমানে বাস, কর্মী পরিবর্ত্তনশীল জগতের উন্নতি অবনতিকেই দেখিতে পান, জ্ঞানীও বাহিরের দিকে তাকাইয়া প্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হোন। সেখানে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু, একপুর স্বরাট, অদ্বিতীয় পুরুষ শ্রীবলরামের সেবানুকূলতাৎপর্য্য নাই সেখানে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতরাজ্যে লোকার অভিমান, সেখানেই কৈতব সুতরাং সেখানে তৃণাধমি সুনীচত্ব নাই, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণুতা নাই, আমানিত্ব ও মানদ ভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু-প্রচারিত ও শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য তৃণাধমি সুনীচতার সহিত খৃষ্টপূর্ব্বের গালে চড় মারিলে ডান গালটী বাড়াইয়া দেওয়া বা নিউটনের বা সক্রেটিসের 'আমি জ্ঞান-সিন্ধুর উপকূলে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র, বা "আমি এই মাত্র জানি যে আমি কিছুই জানি না"—এই সকল জড় জগতের ছোট বড় দুরূহ বা ক্ষুদ্র উপলব্ধির কথাকে একজাতীয় মনে করিলে তৃণাধমি শ্লোকের যথার্থ গ্রহণে অসমর্থতা প্রতিপন্ন হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর উপদেশ হরিসেবোন্মুখ শুদ্ধ-জীবের প্রতি সুতরাং তাহাতে খৃষ্টের উপদেশের ন্যায় জড় জগতের কোনও জীবের সহিত তুল্য বিচার পর্য্যন্ত নাই। যেখানে কোনও প্রকার প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান সেখানেই ঐরূপ কথা। জীব যদি স্বরূপে জড়জগতের কোনও বস্তুই না হয় তাহা হইলে অপরের দ্বারা অক্রান্ত হইবারও তাহার অবসর নাই। শুদ্ধজীব স্বরূপ-জ্ঞানলাভে হেতু সর্ব্বদাই অনুভব করেন যে 'আমি বিষ্ণুচৈতন্যের নিত্যদাস' সুতরাং জড়জগতের কোনও বস্তুর নিকট হইতে মার না খাওয়া অধিক কিছু মার খাওয়ার চেষ্টায় আমার কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাইশ বাজারে প্রহার এই সহনশীলতার দৃষ্টান্ত কিন্তু তাল গাল বাড়াইয়া দেওয়ার দৃষ্টান্তের মত নহে। তিনি তাঁহার নামপ্রভুর সেবার জন্য নামপ্রভুর তৃয়াজ্ঞানে সর্ব্বদিক হেন সহনেও পীড়িত। জাগতিক কোনও প্রকার ক্লেশ শ্রীনামপ্রভুর সেবা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

ইহারই নাম তৃণাধমি সুনীচতা। এইরূপ সুনীচতায় তাদৃশিক কোনও বস্তু লাভের জন্য সুনীচতা বা সহনশীলতা নহে পরন্তু চৈতন্যকরসিন্ধুর শ্রীনাম সেবার জন্য সুনীচতা।

"তৃণাধমি সুনীচ" শ্লোকে মহাধিকারী ভক্তও যে তৃণাধমি সুনীচ হইয়া কীর্ত্তনে অধিকার লাভ করিতে পারেন তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। কনিষ্ঠ অধিকারী প্রাকৃত-ভক্ত লৌকিক শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনে নিযুক্ত থাকিলেও স্বরূপোপলব্ধি না হওয়াতে তাঁহার ভক্তজনে পূর্ণ-বুদ্ধি তখনও উদিত হয় নাই সুতরাং তিনি তৃণাধমি সুনীচ হইয়া তখনও হরিকীর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু মধ্যম অধিকারীর স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তিনি ভগবানে সেবা, ভক্ত বা গুরুসেবকের প্রতি সম্মান বা মৈত্রী, অতদ্বিদ বালিশ জনেতরি কথা উপেক্ষা বা নরূপ কৃপা, বিদ্বেষী-জনে ক্রোধ প্রদর্শনাদি দ্বারা উপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং তিনি তৃণাধমি সুনীচ। তিনি নিজের লোকার অভিমান দূর করিয়া সেবা ও সেবকের প্রতি নিষ্ঠা-বিশিষ্ট।

আর মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী তিনিত নিশ্চিন্ত, সর্ব্বতোভাবে তৃণাধমি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী

ও মানব। তিনি আচারের চরমে নামকীর্ত্তনকে দিয়েছেন। তাঁহার দন্তস্ফুরণ হরিবাসর-স্ফুরণ, ঈশারাধন দর্শন। তিনি নিজে ভগবানের সেবক থাকিয়া জগতের সকলকেই সেবায় নিযুক্ত দেখিতে সর্ব্বদা ভালবাসিতেন। সেই হেতু তিনি সর্ব্বজীবের নিকট নিতান্তই প্রভুর মত

"যারে দেখে তারে বলে কহে কৃষ্ণ বাণী।
আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরমণি॥"

আমি তোমাদের ক্রীতদাস হইয়া থাকিব আমার প্রাণপতি ও তোমাদেরও প্রাণপতি একমাত্র অন্বয়জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর, সকলে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হও। তিনি বিদ্বেষীকেও তাঁহার প্রভুর ব্যতিরেকভাবে সেবাপুষ্টিকারক বলিয়া বৈকুণ্ঠজ্ঞানে সম্মান দান করেন। তিনি প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীমতীর ন্যায় বিরহার্ত্তভাবে বিভোর।

"প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণ মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥"

এই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভভাবই তৃণাদপি সুনীচতার, তরোরপি সহিষ্ণুতার, অমানির ও মানদানের চরম উৎকর্ষ, ইহাতে সম্ভোগবাসীর আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা নাই একমাত্র অন্বয়জ্ঞান কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। ব্রজগোপী ও শ্রীমতী রাধারাণীর এই আদর্শভাব একমাত্র লোভনীয়। তাঁহাদের মত তৃণাদপি সুনীচ আর কে? শ্রীমতীর মত সতত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কারিণীই বা কে? সমগ্রজগতে সেই আদর্শ প্রতিফলিত। তিনি সেই আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগজ্জীবকে তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন—নিত্যানন্দ প্রভু সেই আদর্শ দেখাইয়া জীবকুলকে গৌরকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিতেছেন, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সেই আদর্শ লইয়া সর্ব্বদা হরিনাম আচার প্রচার করিতেছেন।

প্রতিবাদ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহাশয়চরণ সমীপেষু

মহাশয়গণ,

গত ১৩৩০ সালের ১১ই মাঘ শনিবার তারিখের "গৌড়ীয়" পত্রে আপনাদের "প্রচার-প্রসঙ্গ" শীর্ষক নিবন্ধ সংবাদ-পাতার প্রেরিত-সংবাদ গুলির সহিত দেহুড় গ্রামের একটী অনভ্য-সংবাদ একত্র প্রকাশিত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আশা করি আগামী সপ্তাহের কাগজে আমার পত্রিকাটি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

"কথিতবংশোদ্ভূত কোন অভক্ত কোন দিন স্বপ্নেও কোন বৈষ্ণবকুলধুরন্ধরকে "শাস্ত্রব্যবস্থানুযায়ী প্রেতশ্রাদ্ধ করিতে না দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ নানারূপ বাগাড়ম্বর করিয়া বেড়ান নাই।" প্রকৃত ঘটনা এই যে, বর্দ্ধমান জেলার দেহুড় গ্রামের শ্রীরামতরিবাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন-সংস্কার, কারণ তিনবিন উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সহিত তাঁহাদের কন্যার আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে, তিনবিন তাঁহারা অনুপনীত কায়স্থদের ন্যায় তিন দিন অশনাশৌচ ও দ্বাদশাশৌচ পালন করিয়া আসিতেছিলেন, এখনও তাঁহারা উপনয়ন-সংস্কার প্রভৃতি কোনরূপ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করেন নাই, অথচ জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিব বলায় দেহুড় গ্রামের 'ব্রহ্মচারী' বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বলেন দেহুড়ের মহান্ত বংশধরগণ যদি তাঁহাদের চির-প্রচলিত অশৌচকাল সংক্ষেপ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এই "কথিতবংশোদ্ভূত অভক্ত" বাক্তির সনাতনভক্ত সংবাদদাতার মতে "ব্রজ-প্রেমোদয়?" গলাতুন ও পাতুনের গোস্বামী মহাশয়গণকেও নিমন্ত্রণ করা হোক্, তাঁহাদের সহিত যুক্তি করিয়া যাহাতে কোনরূপ সামাজিক গোলযোগের উৎপত্তি না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করিবেন। এ কথার উত্তরে তাঁহারা বলেন "আমরা গ্রামের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন স্থানের কোন ব্রাহ্মণকে আনিতে অনভ্য।

তদ্বারা "কশ্চিদ্ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত অভক্ত" কৈহ করেন তাহা হইলে এরূপ স্থলে তাঁহাকেও তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে অসম্মত। হরিভক্তিবিলাস মতে শ্রাদ্ধে তাঁহাদের কোন আপত্তি ছিল না। তাঁহারা আহ্লাদের সহিত সেই শ্রাদ্ধে যোগদান করিতেন। গ্রামের বহু শিক্ষিত লোকের সাক্ষাতে এই "অভক্ত" ব্রাহ্মণ-বংশধরগণ একথা ভক্ত মহান্ত-বংশধরগণকে বলিয়াছিলেন। ইহার পরেই জানা যেন যে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মহান্তগণ যে "ব্রজপ্রেমোন্মত্ত" গোস্বামিগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অসম্মত বলিয়া ওজর করিয়াছিলেন সেই "আচার্য্য সন্তানগণকে" ব্রহ্মেতর অন্য বস্তুতে প্রেমোন্মত্ত করিয়া ফেলা যেন। তখন উত্তরে ইহা প্রভুকে জানাইলাম শ্রাদ্ধের ঠাকুর যে, তোমার অমূল্য উপদেশ—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

আজ "ভক্তিশাস্ত্রানুযায়ী সদাচার দ্বারা লক্ষ প্রতিষ্ঠা" আচার্য্য সন্তানগণ দ্বারা উপেক্ষিত হইল। অবশ্য একথা ও আপনাদের জানা আবশ্যক যে "লুপ্তবৈষ্ণবাচার সকলের পুনরুদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর উক্ত আচার্যসন্তানগণ কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণোচিত দশদিন অশৌচ পালন করিয়া শাস্ত্রব্যবহারানুযায়ী প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। গৃহী বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করেন, ইহা মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রেয়ঃ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আনুকূল্যে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিকা ভক্তির অনুশীলনই গৃহী বৈষ্ণবের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপথে দেহশুদ্ধি ও চিত্ত শুদ্ধির আবশ্যক। সত্যরক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য এই দেহ ও চিত্তশুদ্ধির মূল। সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাঁহার পক্ষে ভজনের প্রতিকূল তিনি বর্ণাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাগানুগাভক্তিসাধনে মনোনিবেশ করিবেন। এইরূপ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিতে নাই। এইরূপ সাধু বৈষ্ণবকে "কর্ম্মফলভোগী সাধারণ মানবজ্ঞান করিতে নাই" শুদ্ধ-শাস্ত্রমুখে এই কথাই শুনিয়াছি। চলতি কথিতকি পরাধম হইতে নিম্নেই বর্ণবিভিন্নতার মূল্য অপেক্ষা হেয়, কিন্তু তাই বলিয়া সেই শুদ্ধ-ভাবের বলে যে কেহ ভক্ত গুরু করিবে তাহাকেই বিপ্রাগ্রণী বলিতে পারা যায় না বা বলা কর্ত্তব্যও। শাস্ত্রে বৈষ্ণবের যে সংজ্ঞা আছে তদনুসারে "কশ্চিদ্ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত অভক্ত" কেন বর্ত্তমানে যাঁহারা নৈষ্ঠিক-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত-তাঁহাদের অনেকেই বৈষ্ণব নন। কেবলমাত্র মালা তিলক ও লম্বা টীকির জোরে বৈষ্ণব হওয়া যায় না তবে অনেককে ভাক্ লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আর এক কথা নিত্যসিদ্ধ প্রভুপরিকরের শাখা বংশধরগণ গৃহী হইয়াও অর্থাৎ বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, ব্যবসায়, কৃষিকার্য্য, চাকুরী প্রভৃতি সাধারণ কর্ম্মলোকের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াও কিরূপে নিত্যসিদ্ধ হইতে পারেন তাহা আমাদের ন্যায় লোকের ধারণাতীত, তাঁহারা যে কেন বর্ণাশ্রমের অতীত তাহাতো বুঝিতে পারি না এই জন্যই তো এই খানেই মত ভেদ। মহান্ত বাটীর শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে শ্রীপাটবাসী "কোন কশ্চিদ্ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত অভক্ত"ই বিদ্বেষ-বশতঃ কোন বৈষ্ণববিরোধী বল পাকাইবার চেষ্টা করেন নাই, এমন কি তাঁহাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমাজের কোন ব্রাহ্মণের কাছে ভাল মন্দ কোন কথাই তোলেন নাই, তবে শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি শেষ হওয়ার পর তাঁহারা তাঁহাদের হিতৈষী সমাজের ব্রাহ্মণগণকে লইয়া একটী সভা করেন। সেই ব্রাহ্মণ সভার উদ্দেশ্য যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন না করিবেন, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের বাটীতে সামাজিকভাবে গমনাগমন করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ যাহাতে সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া না পড়েন তাহার জন্য চেষ্টা করা এবং সেই অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা সমাজের মর্য্যাদা নষ্ট করিবেন তাঁহাদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা। ইহার মধ্যে "বিদ্বেষের ভাব" কিছুই নাই। ব্যভিচারের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়া সমাজের বলবৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য। যদি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ কাজ করা হইত তাহা হইলে শ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বেই ঐরূপ সভা করা হইত এবং

ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে ও তাঁহারা যোগদান করিতেন না। মহান্তদের সঙ্গে তাঁহাদের এরূপ কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে কি? যদি তাহা না ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে কিরূপে বিদ্বেষ-বশতঃ একাজ করা হইয়াছে বলা হইয়াছে। সংবাদ-দাতা আরও লিখিয়াছেন "শুনিতে পাই বৈষ্ণবাচারবিরোধী দীক্ষাবিধানরহিত কর্ত্তিনী আবার বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। বৈদিক সাবিত্রী-দীক্ষায় বংশানুক্রমে দীক্ষিত, তন্ত্রোক্ত বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-বংশ দীক্ষাবিধানে অনভিজ্ঞ আর বংশানুক্রমে বেদে অনধিকারী দুই পাতা সংস্কৃত পড়া ব্যক্তি দীক্ষাবিধানে অভিজ্ঞ! ইহার উপর আর টিপ্পনী অনাবশ্যক। উপসংহারে, ভক্ত-সংবাদ দাতা নিম্ন-লিখিত বিষয় কয়েকটা সম্বন্ধে কি বলেন শুনিতে ইচ্ছা করি।

১। বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত স্বধামগত পূজনীয় শ্রীল অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় সংবাদ-দাতা লিখিত "অভক্ত ব্রাহ্মণ" বংশোদ্ভূত ছিলেন কি না? তিনিই সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষিত-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও তাঁহার শ্রীপাটের বিবরণ "সজ্জনতোষণী" তে প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট বাটী চিনাইয়া দিয়াছেন কি না? তিনিই পূজ্যপাদ শ্রীল রামহরিদাস বাবাজীকে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য বলিয়া শিক্ষিত সমাজে জানাইয়া দিয়াছেন কিনা? তিনি অনেক অনুসন্ধানে পূজনীয় মহান্ত রামহরি সম্বন্ধে যাহা জানাইয়াছেন তাহা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কোন প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে কেহ রামহরির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ দেখাইয়া দিতে পারিয়াছেন কি?

২। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি তিনিই প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে "গুপ্তপ্রেস" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে সকল পত্রিকাতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কি না? একথার সত্যতা "গুপ্তপ্রেস" পত্রিকার পরিচালকগণের নিকট অনুসন্ধান করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন।

৩। বহুকাল যাবৎ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ব্রহ্মচারী পরলোকগত হিতৈষণ মহান্তকে উৎসাহিত করিয়া তাকির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় প্রমুখ ভক্তগণের নিকট পত্র লেখাইয়া কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করাইয়া এই লুপ্ত মহোৎসবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন কি না?

৪। এই শ্রীপাট বাটীতে রক্ষিত শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিতের লিখিত মহাপ্রভুর স্বহস্ত লিখিত স্বরচিত টিপ্পনীসম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটী জীর্ণ পত্রের ফটো লইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে তাহার লিথো করাইয়া ঢাকা হইতে প্রকাশিত "শান্তিকণায়" তাহা বাহির করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটের প্রাচীন-গৌরব রক্ষার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছেন কি না? "শান্তিকণা" হইতে দেশ বিদেশের অনেক কাগজেই সেই শ্রীহস্তাক্ষর চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। যে "কশ্চিদ্ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত অভক্ত"গণ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটের গৌরব রক্ষার জন্য চিরদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিদ্বেষ-পরায়ণ বলা কি অকৃতজ্ঞতা নহে?

৫। কাটোয়া কেশগ্রাম নিবাসী দুর্বুদ্ধি মিশ্র ঠাকুরের বংশধরগণ স্বজাত্যুক্ত দশদিন অশৌচ পালন করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্যসম্পন্ন করেন কি না?

৬। "দীক্ষাবিধানে অভিজ্ঞ" (?) দেহুড়ের মহান্তগণ ও মহান্ত বংশের শিষ্যগণ সম্পূর্ণ বৈষ্ণবাচারে চলেন না স্মার্তমতেও চলেন? তাঁহারা রোগ শোকে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করান কিনা? তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের বিবাহ কি প্রণালীতে সম্পন্ন হয়?

৭। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটবাটী হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে সংসারত্যাগী বৈষ্ণবগণই অচ্যুতগোত্র। তবে যদি বৈষ্ণব হইয়া দেহুড়ের মহান্তগণ দশসংস্কারসম্পন্ন পরমহংস বৈষ্ণবের

আচার গ্রহণ করেন কেন? কারণ সমাজে কথা কাহার প্রধান চলিবে, সংসারে যাহারা সাংসারিক সাধারণ লোকের ন্যায় ভবিষ্যতে, সংসারে, চাকুরী প্রভৃতি চলিবে অথচ নিত্যসিদ্ধ প্রভু পার্ষদের বংশ বলিয়া বর্ণাশ্রম পালন করিবে কিরূপ কথা? এইরূপ ভাবে হরি, গুরু ও শাস্ত্রাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শিক্ষানুযায়ি বংশকে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় তাহা হইলে তো গোড়া হইতে বর্ণাশ্রম মতকে ভিত্তিরূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। ইহাকেই কি 'বৈষ্ণবশাস্ত্রানুযায়ী বৈদিক কর্ম্ম' বলিতে হইবে?

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত কেশব ভারতী প্রভুর ভ্রাতৃবংশসম্ভূত শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বেহুড়।

উপরিলিখিত প্রতিবাদটী সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ প্রকাশ করিতে আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছি। প্রতিবাদের স্থানে স্থানে ব্যক্তিগতভাবের অমার্জ্জিত ভাষা অনেকটা শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত পারোক্ষবাদগত কথা কিছু প্রকাশ না করিলে পাঠকগণের বিষয়টীর উপলব্ধি হইবে না জানিয়া সেরূপ কথাগুলিও প্রকাশিত হইল। প্রতিবাদের বিষয়টী সম্যগ্‌রূপে আলোচনা করিতে হইলে অনেকটা স্থানের আবশ্যক সে জন্য নিতান্ত সংক্ষেপেই কতিপয় কথায় মন্তব্য লিখিত হইল। আমরা বেহুড় গ্রামে কখনও যাই নাই সুতরাং দূর হইতে সকল কথা আমাদের সহিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবে বিচার বিষয়ক কথাতেই আমাদের মন্তব্য লিখিত।

প্রতিবাদকারীকে কর্ম্মি-বিপ্রবংশোদ্ভূত অভক্ত বলায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। বাস্তবিক তিনি যদি তাহা না হন এবং সংবাদদাতার উক্তিমূলে কথায় সম্পূর্ণ যাথার্থ না থাকে তাহা হইলে পাঠকও আমরা প্রতিবাদকারীকে ভক্তিবিপ্রবংশোদ্ভূত জানিতে বলিয়া জানিয়া সুখী হইব। যাঁহারা গীতাভাগবতপ্রমুখ শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন এবং শ্রীচরিতামৃত প্রমুখ ভগবান্ ও ভক্তের চরিত অনুশীলন করেন তাঁহারা সকলই জানেন যে শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ প্রণালীর মধ্যে বৈশিষ্ট লিখিত আছে। ধ্রুবচরিতের পর পুত্রগণের মধ্যে ৮১ জন কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণপুত্র, ৯ জন ভক্তিমান্ ভক্তপুত্র এবং দশজন ক্ষত্রিয় পুত্র হয়। কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাস স্মৃতি-গ্রন্থে দিগ্‌দর্শিনীতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"অবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রেষ্ঠ্যং নিষ্কিঞ্চনেভ্যস্তস্যাম্। অতো বিধিনিষেধৌ ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবতীতি। দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণামিত্যাদি-বচনৈঃ তথা কর্ম্মবিতাদ্যাধিকারিণামপি ন ভক্তিস্কোধো ঘটতে। এখন কে বৈষ্ণব ও কে অবৈষ্ণব নিরূপণ বিষয়ে হরিভক্তিবিলাস বলেন—

"পৃষ্টোঽতো বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

তাহাতে জানা যায় যে বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিয়া অন্য দেবতার পূজা রহিত হইয়া অব্যভিচারক্রমে একমাত্র বিষ্ণু পূজা হইয়া থাকে। অভিজ্ঞগণ ঐকান্তিক বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত অনন্য বিষ্ণুপূজাকারীকে বৈষ্ণব বলেন আর ভক্তের মন্ত্রপুত্র-মাত্র বৈষ্ণব হইলেও তাহাদিগের ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবার অভাবে বাকীগুলিকে অবৈষ্ণব চাতুর্বর্ণ্যবহির্ভূত জানেন। শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলামতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥

অন্যান্যসম্প্রদায়িকগণ অসৎসম্প্রদায়ের আনুগত্যে পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক চেষ্টা সমূহে আবদ্ধ। সুতরাং তাহাদের বিষ্ণুমন্ত্র বিফল ও অবৈষ্ণব শব্দ বাচ্য। এ ক্ষেত্রে বাণী সংবাদদাতা মহাজ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের অনুগত পরিচয়ে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় গৃহস্থবৈষ্ণব। আর প্রতিবাদী পঞ্চ পঞ্চোপাসক মায়াবাদ প্রচারক শ্রীশঙ্কর সম্প্রদায়াশ্রিত শ্রীকেশব ভারতী নামের পূর্ব্বাশ্রমস্থিত ভ্রাতৃবংশ সমুদ্ভূত। ভারতী মহারাজের ভ্রাতার শ্রীগৌড়ীয় মাধ্ববৈষ্ণবের সহিত কি সম্বন্ধ জানা যায় না। অথবা তাদৃশ ভ্রাতৃবংশে বৈষ্ণব সন্তান কিরূপে পালিত হয় তাহাও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবদেবীর স্বতন্ত্র পূজন, প্রেতশ্রাদ্ধাদি

কণ্ঠতালীয় প্রথার সম্বন্ধস্থাপনে, অবৈষ্ণবগণ স্মার্ত ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবগণের মত বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষদুষ্ট কিনা তাহা বিচার্য্য। বিশেষতঃ এই প্রতিবাদেই প্রতিবাদকারীর উক্তি-সমূহ বৈষ্ণবস্মৃতিবিরোধীমূলে প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য তিনি কি প্রকারে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-কুলোদ্ভূত বলা যায় না। আরোও যে বিষয় লইয়া প্রতিবাদ হইতেছে তাহাতে তাহাদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সহ বিরোধপর হইয়া প্রচলিত সামাজিক কর্ম্মপদ্ধতির রহস্যাননকারী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধবিশিষ্ট। প্রতিবাদকারিগণ বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত বিপরীত হইয়া থাকিলে তাহার পুনঃস্থাপনপ্রয়াসী হইবার প্রতিকূলপক্ষ।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে উদ্ভূত হইলেই যে দীক্ষিত বৈষ্ণব হওয়া যায় না এবং অবৈষ্ণব কায়স্থকুলের বিনিই সর্ব্বতোভাবে দীক্ষিত বৈষ্ণবের পাদ্য এ কথার প্রমাণ কোথায়? বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে আদানপ্রদানের সুযোগ না পাওয়ায় যদি কোন গৃহস্থ বৈষ্ণবকুল বৈষ্ণবধর্ম্মিপাকে অন্য অদীক্ষিত সমসমাজস্থ গৃহস্থকুলের সহ আদান-প্রদানাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং তন্মধ্যে বৈষ্ণব স্মৃতিরই মর্য্যাদা পোষণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়া চিরদিন পরমার্থ-বিদ্বেষী স্মার্ত্ত-সমাজের অধীন রাখিবার প্রয়াস কেহই অনুমোদন করেন না। যদি কোন গৃহস্থ বৈষ্ণবকুল, দৌরাত্ম্যপূর্ণ মাৎসর্য্যপর সমাজ শাসনের কুফলে পড়িয়া ত্রিশ দিবস জননমরণ অশৌচ পালন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন এবং উহাকেই নিজ বর্ণোচিত পরমার্থ-বিদ্বেষী আচার মনে না করিয়া উহাই পালন করিতে থাকেন তাঁহারা কি যথাশাস্ত্র ও যথাবিধি বৈষ্ণব-স্মৃতির বিহিত অনুষ্ঠানে চিরদিন বঞ্চিত থাকিবেন? গৃহস্থ দীক্ষিত বৈষ্ণবকুলের অত্রিত্ব ও বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিতে হয় না? বৈষ্ণবস্মৃতি বলেন মনুষ্যমাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে এবং দীক্ষাবিধান দ্বারা দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। এখানে দ্বিজত্ব অর্থে বিপ্রত্ব শ্রীসনাতন গোস্বামী-বিদ্বদ্বিনোদে লিখিয়াছেন। দীক্ষিত-বৈষ্ণব, দীক্ষা বাদ দিয়া বৃত্ত ব্রাহ্মণত্ব ছাড়িয়া ক্ষত্র বা বৈশ্যধর্ম্ম পালন করিতে যান না। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সূত্র পর্য্যন্ত ও দীক্ষাবিধানানুসারে যাজনের শাখার গৃহসূত্র বিধি সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন হন। দীক্ষিত হইয়া যাঁহারা বৈদিক সংস্কারোচিত ক্রিয়াদি গৃহসূত্র স্বীকার করেন না তাঁহারা একতন্ত্র শাস্ত্র অবলম্বনে বিভিন্ন গৃহ্য সূত্রানুসারে যাজনের কার্য্যাদন মত গ্রহণ করেন না। তাহা গ্রহণ না করিয়াও তাঁহারা অব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহেন ইহাই বৈষ্ণবস্মৃতি আগম-প্রামাণ্য গ্রন্থে শ্রীসনাতনকল্প ঋষি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন। অদীক্ষিত অসাম্প্রদায়িক পরমার্থবিরোধী অবৈষ্ণব স্মার্তগণ বৈষ্ণবের স্মৃতির কোন কথাই জানেন না সে জন্য শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে নানাপ্রকার বৈদেশিক কবৈষ্ণবতা সমাজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বৈষ্ণবগৃহস্থ বিপ্রকুলকে বহুদিন ধরিয়া ক্লেশ দিতেছে। যে সকল বিপ্র পরমার্থের বিরোধী হইয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থকে অদীক্ষিত অবস্থায় শৌক্র কুলজ পরিচয়ে পরিচিত করিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব স্মার্তগণ পরমার্থের বিরোধী জানিয়া তাঁহাদের সমাজই পরিহার করিয়া থাকেন। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য না জানিলেই অবৈষ্ণবগণ স্মৃতিবিধান বৈষ্ণব-গৃহস্থকুলের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। স্মার্তগণ তাঁহাদের নিবন্ধে স্থানে স্থানে বৈষ্ণবগণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবস্মার্ত্ত অর্থাৎ পরমার্থ স্মৃতিবিহীন অবৈষ্ণব মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তের ব্যবস্থা হইতে বৈষ্ণবের ব্যবস্থায় স্বতন্ত্রতার পক্ষ-পাতী। যদি কোন অবৈষ্ণবতা বৈষ্ণব গৃহস্থকুলকে কিছু-দিনের জন্য বিপন্ন করিয়া থাকে তাহা হইলে এরূপ বিশৃঙ্খলতা চিরদিন পোষণ করিতে হইবে না। পারমার্থিক বিচার প্রত্যেক ব্যক্তি গ্রহণ করিবেন। স্বার্থপর পরমার্থ-বিরোধী বিচার চিরদিন চালাইতে হইবে এরূপ নহে। শ্রীল ঠাকুর অভিরামের বিশেষণে ব্রহ্মগোপালত্ব লাঞ্ছিত আছে কিন্তু প্রতিবাদকারী তাহা বিস্মৃত হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের শাখাবংশের বিশেষণ জানিয়া যে মোহোক্তি করিয়াছেন তাহা কতদূর সমীচীন তাহা তিনিই বিচার করুন।

যে সকল আচার্য্য সন্তান স্মার্ত্তাচারে সমাজ-বাধ্য হইয়া দশদিন অশৌচ পালন করেন বা প্রেতশ্রাদ্ধাদি বিধি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহারা কি বৈষ্ণব-সদাচার বা বৈষ্ণবস্মৃতির অনুমোদন বা সংরক্ষণ করিতে পারেন

না ? পবিত্র ব্যক্তিই ধর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারি।

মূর্খ ব্যক্তিই বিদ্যালয়ের পণ্ডিত হন, অসংস্কৃত মূর্খই সংস্কার সম্পন্ন হইয়া দ্বিজ হন সুতরাং বৈষ্ণব-সদাচারের অনুমোদনকারী ব্যক্তি ক্রমশঃ বৈষ্ণবগণের লিখিত স্মৃতির অনুগমন করিতে পারেন। যখন এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় হয় নাই সে কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ কৃতিপুরুষ না থাকায় তাঁহারাই উত্তরপরোম্পরার পরীক্ষক হইতেন। অভাব ক্রমশঃ বিদূরিত হইবে বলিয়া লুপ্তবৈষ্ণবাচারের পুনরুদ্ধারপ্রসঙ্গ। তবে আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখায় এই নীতি অবশ্যই পালনীয়।

চাতুর্বর্ণ ধর্ম্ম দ্বিবিধ। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তিরহিত চাতুর্বর্ণকে আমরা শাস্ত্রে দৈব চাতুর্ব্বর্ণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি না। বরং "ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" এই ভাগবত বাক্যে তাহাদের বর্ণাশ্রম-বিধানকে আসুর-বিধান বলা যায়। শুদ্ধ বর্ণাশ্রম বিধানানুসারে যদি গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ প্রেতশ্রাদ্ধ ও অশৌচাদি গ্রহণপ্রথা বর্জ্জন করিয়া পারমার্থিক গার্হস্থে প্রতিষ্ঠিত হন তাহা হইলে বিকৃত বর্ণাশ্রম যাহা কিছুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতির কণ্টক হইয়াছে সেই কণ্টক চিরদিনতরে পরিষ্কৃত হইতে পারিবে। পাশ্চাত্যজনের পাশ্চাত্যোচিত কল্প স্মৃতিবিধান কিন্তু হরিসেবাপর সমাজের পারমার্থিক অনুষ্ঠানের স্মৃতি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভক্তির প্রতিকূল নহে। সর্ব্বেষাং মদুপাশ্রয়ম্" এই ভাগবতোক্তি দ্বারা জানা যায় যে শুদ্ধ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজন সম্ভবপর। কিন্তু অভক্তগণের বিকৃত প্রচলিত বর্ণাশ্রমবিচার হরিসেবার পরম বিরোধী। শ্রীগোপালভট্ট-পাদের স্মৃতিনিবন্ধ দেখিলে বিকৃতবর্ণাশ্রমপদ্ধতিমতাবলম্বী ও হরিবিরোধী সমাজ অনেকটা বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার কম করিতে পারেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবের গৃহে অদীক্ষিত কালের গৌড়বর্ণাভিধান চালান কখনই উচিত নহে। বৃত্তব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবে স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা দীক্ষাবিধানক্রমে অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। বৃত্তব্রাহ্মণতা দীক্ষিত বৈষ্ণবে আছে। বংশপরম্পরায় দীক্ষাপ্রণালীর অভাবে বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা থাকে না সত্য কিন্তু বৃত্ত ব্রাহ্মণের অবস্থনগণ দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণ নহেন এরূপ বিচার অসঙ্গত। যাঁহার দীক্ষাগ্রহণ বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিষ্ণুপূজায় অধিকার হইল না তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অধিকার ছিল বলিয়া তাঁহার অধিকার হইতে পারে না এ কথা শাস্ত্র-সঙ্গত। মহতের বংশে মহৎ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না এরূপ নহে। যিনি মহতের বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি নিজ স্বভাবক্রমে মহৎ না হইতে পারেন সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের কথা লইয়া একটী পদ্ধতিকে বিপন্ন করা যুক্তি-পুষ্ট নহে। বাহিরের বেশাদিতে বৈষ্ণব নিরূপণ করা যায় না আবার বৈষ্ণবোচিত বেশই অবৈষ্ণবতা এরূপ বলা যায় না। যদি আমরা ভিতরে বাহিরে সমান না হইয়া কপটতাবশে অন্তর বাহির তফাৎ রাখি তাহা হইলে কখনই ভগবানের দয়া পাইব না। বৈষ্ণব হইলেই যে সকলে ত্যক্তগৃহ হইবেন এরূপ নহে। কৃষ্ণসংসারে বাস করিয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থ সমাজের মঙ্গল করিতে সমর্থ। বাস্তবিক, কপটবেশী বৈষ্ণব-জগতের জঞ্জাল এ বিষয়ে আর কোন ভুল নাই। মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তাচার বৈষ্ণব সমাজের স্কন্ধে চাপাইতে হইবে এরূপ নহে। শ্রীরামানুজীয় ও শ্রীমাধ্ব বৈষ্ণবগণ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণের ন্যায় পঞ্চোপাসক বা স্মার্ত্তের হস্তে উৎপীড়িত নহেন। গৌড়দেশে এমন একদিন আসিতেছে যেদিন স্মার্ত্তের বিকৃত বর্ণাশ্রমের অকর্ম্মণ্যতা ও দৌরাত্ম্য অপনোদিত হইয়া শুদ্ধ পারমার্থিক দৈব-বর্ণাশ্রম স্থাপিত হইবে। বৈষ্ণব-স্মৃতির দিব্য-চন্দ্রিকা বিষয়-ভোগাপিপাসা-রহিত হইয়া সামাজিক গগনকে হরি-ভজনের জন্য উন্মত্ত করাইবে।

ব্যভিচারের হস্তে পড়িয়া পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজ আজকাল বিকৃত-বর্ণাশ্রমকে বরণ করিতেছে তাহার নিরাকরণ জন্য যে সকল সজ্জন গৃহস্থ আচার্য্য যত্ন করিতেছেন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা কি শোভনীয় ? ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিদ্বেষের কি ভাব হইতে পারে।

বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বংশ যদি বিষ্ণু-দীক্ষাবিধান লঙ্ঘন করেন এবং মনগড়া বিচার আনিয়া বিরোধী স্মার্ত্তের পদাবলেহন করেন তাহা হইলে কি দীক্ষাবিধানক আচার্য্যকুল তাহাই স্বীকার করিবেন ? দীক্ষিত বৈষ্ণব মহাশয়গণকে

বৈষ্ণব বলিয়া অঙ্গীকার করিবার পর তাঁহাদের দীক্ষাবিধানে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় নাই বলা "সোণার পাথর বাটী" বলার ন্যায় প্রলাপ মাত্র।

ডাক্তারের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণ তিন পুরুষ ডাক্তারি না শিখিয়া মাদু ধরিয়া খান এবং খাদিতে জোগেন তাঁহারাই যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক সাব্যস্ত হইবেন এরূপ নহে। আমার প্রপিতামহ বাদিতে ভুলিয়া মরিয়াছেন তাঁহার ভিষগ্‌রত্ন প্রপৌত্র ভূচিকিৎসক নহেন বলিলে কি সৎসমাজ সেই কথার আদর করিবে?

পরলোকগত সাহিত্যিক ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীপাটবাড়ীর উন্নতি করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কি কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন আমরা অবগত নহি। তাঁহার সহানুভূতি ছিল সত্য কিন্তু এক্ষণে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছে তাহা বৈষ্ণবের আদরণীয় কিনা ইহাই বিচার্য্য।

দীক্ষাবিধানজ্ঞগণ বৈষ্ণবাচার বিরোধী পূর্ব্ব হইতে কোন অবৈধ অনুষ্ঠান করিয়া থাকিলে ক্রমশঃ তাহা পরিহার করিতে পারেন। অবৈধ আচার পরিত্যাগ না করিলে অবশ্যই তাঁহাদের আচারের কথা আলোচ্য হইয়া পড়ে।

পরমহংস বৈষ্ণবের দশসংস্কার নাই। শুদ্ধ বর্ণাশ্রমীরই দশসংস্কার। সংস্কার পরিত্যাগ করাই পারমহংস্য। যিনি হরিসেবার জন্য কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহার বৃত্তিকে কৃষ্ণসেবন-বৃত্তি বলা হয়। উহা বিভিন্ন পণ্য-জীবির বৃত্তির সহিত তুল্য নহে যেহেতু ভগবদ্বিমুখ সংসারী নিজ উদরভরণ স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালন প্রভৃতি সেবাবিমুখ ক্রিয়াসম্পাদনার্থ তত্তদ্ভোগী হন। বৈষ্ণবগৃহস্থ সমস্তই কৃষ্ণসেবার জন্য নানাপ্রকার গুরুবৃত্তিস্থলে সেবোপকরণ সংগ্রহ করেন উহা তাঁহার বা তাঁহাদের বৃত্তি-জীবির ন্যায় নিজেন্দ্রিয় পরিতর্পণ মাত্র নহে। সে স্থলে কৃষ্ণসেবার জন্য যাবতীয় চেষ্টা সাধনভক্তিরই অন্তর্গত। এই উভয় অবস্থাকে সমান মনে করিতে হইবে না। যাহারা অর্চ্চাকে লেখা, লেপা, সৈকতা, দারী শৈলী প্রভৃতি মনে করেন, গুরুকে নিজের ন্যায় নরবুদ্ধি করেন, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন, বিষ্ণুবৈষ্ণব পাদোদকে জল-সামান্য বুদ্ধি করেন, বিষ্ণু-নামমন্ত্রে ইতর-শব্দসাম্য বুদ্ধি করেন এবং বিষ্ণু ও তদনুগ সেবগণকে স্বতন্ত্র বুদ্ধিবশে বিষ্ণুসাম্য জ্ঞান করেন তাঁহারা নরকপথের পথিক বা অবৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমাজাধীন নহে, সমাজ বৈষ্ণবধর্ম্মাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু ভাগাহীন বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎসাদিত হইয়া বিকৃত বর্ণাশ্রম ও বর্ণসঙ্করীয় বিচারপ্রণালী প্রবল হওয়ায় গৌড়ীয়ের দুর্দ্দিনে নানা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। শ্রীবৈষ্ণবকরুণ দুর্ব্বিষয়ের আলোচনা ফলে গৌড়ীয়ের পরমার্থ বাধা যাহাতে সত্বরেই বিদূরিত হয় তৎপক্ষে প্রত্যেক সজ্জন গৌড়ীয় কায়মনোবাক্যে যত্ন করুন। ভগবান্ গৌরসুন্দর গৌড়ীয়ের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করাইয়া অচিরেই পরমার্থবিরোধী মদমত্তের হস্ত হইতে তাঁহাদের পরিত্রাণ করাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাধ স্বচরণসেবায় নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত করিবেন। (সৌঃ সঃ)

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ।

শ্রীযুত বনবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় দেহুড় হইতে লিখিয়াছেন—

শ্রীনিত্যানন্দ দাস বিরচিত "প্রেমবিলাস" গ্রন্থখানি কি প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থ বলিয়া কেহ মনে করেন? বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত যশোদা দাস তালুকদার সম্পাদিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন প্রক্ষিপ্ত মত পরিপূর্ণ "প্রেমবিলাস" গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি? প্রেমবিলাসের প্রক্ষিপ্ত মতানুসারে শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুকে কি কেহ কুলিয়া নিবাসী বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত মনে করেন?

শিক্ষার্থীর ষষ্ঠ প্রশ্নটী প্রথম পাঁচটী প্রশ্নের ন্যায় একতাৎপর্য্যপর নহে।

শ্রীকৃষ্ণ নাম, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় ও অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণনাম অচিৎ সংজ্ঞামাত্র না হওয়ায় মায়িক বস্তুর অন্তর্গত নহে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সকল ও জড়েন্দ্রিয় বৃত্তি সকল ভোগের বিষয় ও আশ্রয় অনুশীলনের বিভাগ বিশেষ। সুতরাং নামোচ্চারণকারীর চিন্ময়ী জিহ্বা,

অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ও শব্দব্রহ্ম ভোগ বন্ধন হইতে না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণনামের স্বতন্ত্রতা স্বতঃসিদ্ধ এবং নাম নামীর অভেদসত্তা নিত্যকাল, অনিত্য ভোগ ও নিবর্ত্তির আনন্দময়ী শক্তিত্রয় বিশিষ্ট। বহু নামাত্মক হইলেও সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত চতুর্থীবিভক্তি। সুতরাং মন্ত্র সাধনেও অহিংসা ক্রিয়া মাত্রের অধিষ্ঠান নাই। তবে মন্ত্রদাতা গুরু যদি শ্রীমদ্ভাগবত কথিত গোখর সাম্যক জড়ের ভোক্তা বা বৈষ্ণববিদ্বেষী হন তাহা হইলে শিষ্যকে মন্ত্র প্রদানরূপ অকৈতব দয়া বিতরণ করিবার পরিবর্ত্তে গোখর জ্ঞান করিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তাহার ফল পুনরাবৃত্তি রহিত অনন্ত নরকভোগ।

ভক্তি অভিধেয় সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী। প্রেমও অতি সুনির্ম্মল অপ্রাকৃত আত্মার সহজ উজ্জ্বল। উহাদেরও স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব আছে। হরিনাম মন্ত্রের অনুগামিনী ভক্তি নাম সহজ উত্তরাপেক্ষা রহিত সন্দেহ নাই। কৃত্রিম ভক্তি বা কপটতাকল্প প্রেম জড় ভোগী কর্ম্মজ্ঞানী শব্দবাচ্য জড়দর্শনিকের প্রদত্ত নামাপরাধ ও মন্ত্রাপরাধসেবা। উহা নাম, মন্ত্র, ভক্তি বা প্রেম শব্দবাচ্য নহে। শ্রীনামাদির নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব, শুদ্ধত্ব, মুক্তত্ব, চিচ্ছক্তিসহ সবিগ্রহত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি কুদার্শনিক, বেদজ্ঞানী, মন্বন্তরানভিজ্ঞ, আসুর বর্ণাশ্রমস্থ ভীরুকল্প গুরুক্রবের দুর্লভ। যাহারা উহাদের চেষ্টায় প্রতীতি তাহারা শ্রীগুরুদেবের নিকট নামমন্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় না বলিয়া ভক্তি ও প্রেমহীন হইয়া শিষ্য নামে পরিচিত হইতে গিয়া আত্মবঞ্চনায় ক্ষীত। সেই দুঃসঙ্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধিমান্ জনগণ নিষ্কিঞ্চন ভজনবিজ্ঞ ভাগবতের চরণাশ্রয় করিবেন। প্রকৃত পরমহংসের চরণাশ্রয় ব্যতীত যেকোন বর্ণাশ্রমীর ও তত্ত্ব বৈষ্ণবাচার্য্যক্রবের চরণাশ্রয়ে সুফললাভ হয় না। "পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান। নীচের অধিক দয়া করে ভগবান্।" এই শ্রীচরিতামৃতোক্ত পন্থা বরণ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অসৎ কিঞ্চন স্বভাব ব্যক্তির মুখে শ্রীহরিনাম শ্রুত হয় না।

ন যৎপ্রযাপ্রতশ্চিত্তবেধমানমধঃ ক্ষুধান্।
নৈবাহ্বতাতিধাতুং বৈ ব্যামকিঞ্চনগোচরম্॥

ভক্ত দমক, অবৈষ্ণব, বৈষ্ণবাচার্য্যের বেশ ধারণ করিয়া নহে, পাঠ বা ভক্তির ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিলে জানিতে হইবে যে তাহার গুরুদেব চলনা করায় তাহাকে নামমন্ত্রাদি কিছুই প্রদান করেন নাই। যে গুরু শিষ্যকে নাম মন্ত্রাধিকারী করেন না তাহাদের সহিত শিষ্য সম্বন্ধ করেন নাই জানিতে হইবে। তাদৃশ শিষ্য অপরকে নাম মন্ত্রাদি দিতে পারেন না।

শ্রীনাম প্রকৃত আচার্যবিগ্রহই নামোচ্চারণকারীর নিত্য বস্তু। উহা কৃত্রিম আচার্য্যত্বলী উদরোপস্থচেষ্টের বস্তু নহে। সুতরাং শ্রীনামাদি কায়ারও অপেক্ষা না করিলেও কৃত্রিম অভিনয়কারীর মুখে নামাপরাধ ব্যতীত নামের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। সেখানে নাম অন্বেষণ করিতে যাওয়াও দুর্ভাগ্যের চেষ্টা বিশেষ। হরিগুরু পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ প্রভাবে মনের দুরভিসন্ধি জ্ঞেননকরাই সুবুদ্ধি। তাহাতে বিমুখ হইলে দুর্গতিই চরম প্রাপ্য হইবে একথা নিতান্ত মূঢ়েও বুঝিতে পারে।

প্রচার প্রসঙ্গ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্যামবাজার ভবনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী গোস্বামিজীর শ্রীমুখে সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করেন।

৯পাল তীর্থ-মহারাজ গত ২০শে বৈশাখ শনিবার দিবস পাইকপাড়ার রাণীমহোদয়ার আগ্রহে তদীয় বেলগাছিয়া ভবনে বহু বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত সভায় শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ, এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ,. বি, এল, মহাশয়ের সুললিত ও সুমধুর কীর্ত্তনে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হন।

গত ২১শে বৈশাখ রবিবার বিকাল নারিকেলডাঙ্গা স্থিত শুভদাস ইনষ্টিটিউশনে সনাতনধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং তদোপরি দণ্ডীভাবে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সভাপতির যোগ্যতা ও দ্বিবিধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু কাল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তৎপরে সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে শ্রীপাদ সুকুমারানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় বেদ বেদান্ত বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রপ্রমাণ সহিত ও সৎযুক্তি সম্পুট করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরপ্রচারিত সার্ব্বজনীন ভক্তিধর্ম্মই যে জীবের স্বরূপধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম তাহা শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সভাপতি মহোদয় যুক্তি ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমবেত শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলীকে সাতিশয় আনন্দপ্রদান করেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৫ই বৈশাখ সোমবার তারিখে রাজসাহী ধর্ম্মসভায় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান এবং মঙ্গলবার দিবস শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করেন। উপস্থিত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র মণ্ডলী গোস্বামিজী মহারাজের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও তৎসঙ্গে স্বামিজীর জীবন্ত আদর্শ, মুখপৎ আচার ও আচারের সুন্দরতা দর্শনে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" ইহাই জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা।

গত ১৯শে বৈশাখ শুক্রবার শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বগুড়ার ভক্তবর শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং রবিবার দিবস স্থানীয় ধর্ম্মসভায় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলী গোস্বামিজীর সংসিদ্ধান্ত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দলাভ করেন। উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সান্যাল মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

গত ১৯শে বৈশাখ তারিখের নিজস্ব সংবাদদাতার সূত্রে প্রকাশ যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ হুগলীজিলার অন্তর্গত বালি দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধ ভক্তিনীতি কথা প্রচার করিয়া উত্তরাঞ্চলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত জীবের স্বরূপ ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দে মহাশয়ের ভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী মহোদয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তিপূর্ণ সমন্বয়ভাব ও সমন্বয় পন্থার সম্বন্ধে এক হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। গোস্বামী-পাদও অভিনেত্র ভক্তি সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গৌরেন্দুসুন্দর ব্রহ্মচারী জড়ীয় রস ও অপ্রাকৃত রসের পার্থক্য সকলকে বুঝাইয়া দেন।

সংশোধনম্।

অন্তর্নিহিত কারণে কতকটি মুদ্রাঙ্কণ প্রমাদ পূর্ব্ব দুই সপ্তাহের গৌড়ীয়ের কলেবরে প্রবেশ করিয়াছে। নিম্নে সেগুলি সংশোধিত হইল।

খণ্ড	সংখ্যা	পৃষ্ঠাঙ্ক	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৩৬		১	১	'স'	'সহ'
২	৩৪		১	শেষ	পূর্ব্ব	উত্তর
২	৩৪		২	শেষের পূর্ব্ব	মুক্ত	মুক্ত
২	৩৪		১	১৪	আবোহ	অবরোহ

ভারতীয়।

ইউনিভারস্যাল কলেজ অব্ হোমিওপ্যাথি—উক্ত কলেজ হইতে ১৯২৩।১৯২৪ সালে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এইচ্, এম্, বি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অরবিন্দনয়ন দত্ত, অরুণকুমার চৌধুরী, কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ, কুঞ্জ-বিহারী সরকার, যোগেন্দ্র চন্দ্র হালদার, ধীরেন্দ্রনাথ মাল্লা, এবং পঞ্চানন দাস।

মতিলাল দত্ত এল, এইচ্, এম্, এস্ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রঙ্গকই ভক্তক—ভবানীপুর 'অল ইণ্ডিয়া অরফেনেজের' ম্যানেজার শুকদেব বানার্জ্জি দুইটি অনাথা বালিকাকে ঘোর করিয়া আটকাইয়া রাখার অপরাধে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠক—সিমলাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের প্রতিনিধিগণের যে বৈঠক বসিতেছে তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রীযুত আশুতোষ কাসিম, বিদ্যামন্ত্রী শ্রীযুত ফজলুল হক, তার আশুতোষ মুখার্জি, স্যার নীলরতন সরকার, শ্রীযুত হেমচন্দ্র মৈত্র এবং মিঃ আরকোহার্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মিঃ হার্টগ, শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার ও মিঃ জে, সি, ঘোষ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পাটনা হাইকোর্টে বাঙ্গালী জজ—পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ প্রসন্নকুমার সেন অস্থায়ীভাবে পাটনা হাই-কোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা—অস্পৃশ্যতা, দুঃখার্গ প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া ভারতে বিষম সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কোথাও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের চেষ্টা করা হইতেছে, কোথাও অস্পৃশ্যতা সংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে। কোথাও অস্পৃশ্যতার জন্য হিন্দুর নিয়ন্ত্রণ হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে, কোথাও মানুষে অস্পৃশ্যতার জ্বালায় মানুষকে এত ঘৃণা করিতেছেন যে "তুই আমাদের পথ দিয়া চলিতে পাইবি না, আমাদের পুষ্করিণী হইতে ত্রিশ হাতের মধ্যে আসিলে আমাদের জল খারাপ হইয়া যাইবে ইত্যাদি"। এই লইয়াই মাদ্রাজে অকলে ভাইকমে ভীষণ সত্যাগ্রহ চলিতেছে। এতটা ধার্ম্মিকতা আমাদের দেশে নাই। তবু সেদিন ঐ ভাটপাড়ার সভায় অস্পৃশ্যতা সংরক্ষণের বেশ এক মহলা দেওয়া হইয়াছে। অস্পৃশ্য লোককে স্পৃশ্য হইবার জন্য ছয়মাস অপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে। ওঃ পণ্ডিত মহাশয়গণের কি অদ্ভুত উদারতা। তুমি শুধু কথিত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে চণ্ডালতা প্রাপ্তির উপযোগী কার্য্য করিয়া শুদ্ধশিরোমণি ব্রাহ্মণ থাকিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে দ্বিজত্ব প্রাপ্তির উপযোগী যথার্থ দীক্ষাপ্রাপ্ত অবরকুলজাত যথার্থ ব্রাহ্মণকে অস্পৃশ্যবোধে তাহার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হইয়া বসিতেছ। হে স্পৃশ্য ব্রহ্ম তোমার উদারতা। অবশ্য এটা সিদ্ধান্ত নহে যে যাহার তাহার নিকট যাইয়া বেড়াও। যাহারা পারমার্থিক তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত কিছু খান না। তাঁহারা অনাচার-দুষ্ট ভগবৎসেবায় অনধিকারী ব্যক্তির নিকট খাদ্য লইয়া 'কিরূপে ভোগ দিবেন। যিনি যথার্থ দীক্ষা প্রভাবে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া শালগ্রাম পূজার অধিকারী হইয়াছেন, সেই যথার্থ ব্রাহ্মণ যে কুলেই জাত হউন না কেন তিনি আমাদের মস্তকের শিরোমণি, আমরা তাঁহার উচ্ছিষ্ট-ভোজী। কিন্তু কেহ যদি দাবি করে "আমি অন্ত্যজকুলে জন্মিয়া অন্ত্যজের আচার বিশিষ্টই থাকিব, সাধুগুরু নিকটে দীক্ষা লইয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হইব না, অথচ আমার স্পৃষ্টান্ন গ্রহণ কর," তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সহানুভূতির যোগ্য নহে। শাস্ত্রমতে নিজের অধিকার উন্নত করিয়া লও, সকলে তোমায় শাস্ত্রীয় অধিকার দিতে বাধ্য।

বৈদেশিক।

তুর্কীস্থানে বিদ্রোহ—বিলাত সংবাদে প্রকাশ যে তুর্কী স্থানের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ককেসাস ও উরল হইতে তিনদল সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। সংবাদ যে তুর্কীস্থানের সমস্ত কর্ম্মচারী এবং কম্যুনিষ্ট দল বিদ্রোহীদলের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। যোথারার অধিবাসিগণ এবং বল শেভিকগণের মধ্যে বিষম সংগ্রাম চলিতেছে।

ফ্রান্স ও জাপান—ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে শীঘ্রই একটী বাণিজ্যঘটিত সন্ধি হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইণ্ডো-চায়নার গবর্ণর জেনারেল এস, মাকিস টোকিও গমন করিয়াছেন। সন্ধিটী নিকট-প্রাচ্য দেশসমূহের জন্যই হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

আমেরিকায় মেয়ে-ডাকাত—আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে মেয়ে-ডাকাতের সংখ্যা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা দল বাঁধিয়া ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা সকলেই প্রায় অল্পবয়স্কা। নিউইয়র্কের একটি দলে আটটী অল্পবয়স্কা মেয়ে আছে। তাহারা এপর্য্যন্ত ৫০টী ডাকাতি করিয়াছে। মোটরকার ও হিংসনখার ইহাদের প্রধান অস্ত্র। পুলিশ এপর্য্যন্ত ইহাদের ধরিতে পারে নাই। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশী নারী স্বাতন্ত্র্য; এখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও অধিক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩১, ১৭ই মে ১৯২৪ | ৩৮শ সংখ্যা

সূত্র-বিশ্লেষ।

গ্রাম্য বার্ত্তাবহ সাময়িক পত্র পাঠ করিতে আমাদের অভ্যাস বা সময় না থাকিলেও অপরের প্রয়োজন মত আমরা মাঝে মাঝে গ্রাম্য সাহিত্য ও বিলাসী সাময়িকগণের কথা সমাজ-কল্যাণের জন্য বাধ্য হইয়া আলোচনা করি। গ্রাম্য সাহিত্যসঙ্ঘ বা বৃথা প্রজল্পী সাহিত্যিকগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর দূষিত কথার সহিত আমাদের মিশিতে যাওয়া উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। কেহ বলিতে পারেন ইহাতে আপনাদের ভূমাধিপি-ন্যূনাচ-ভাব ও তরল চেষ্টায় সহগুণসম্পন্ন হওয়ায় ব্যাঘাত করে কিন্তু আমরা বৈদিক সনাতনধর্ম্মের প্রচারকসূত্রে আত্মধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উপর অনভিজ্ঞের বিদ্রূপ ও ন্যূনাধিক কটাক্ষের প্রশ্রয় দিতে পারি না। যেখানে কাজলামি ও বিদ্রূপ মানবকে পৈশাচিকবিলাসে প্রমত্ত করায় সেই সকল কথা আলোচনা করিতে গেলে লোক আমাদিগকে বলে "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" এই নীতি আপনারা স্বীকার করেন না কেন? 'লাগলে কিছু বলে, ভাগলে কি না খায়' এ কথাতে আপনারা জানেন, তাহা হইলে এরূপ দম্ভচালিত হইয়া অবথাস্থ ও অসম্বন্ধোক্ত জনগণের মাদিক বিলাপ প্রতিরোধ করিতে নিরস্ত হওয়াই ভাল। তদুত্তরে আমরা বলি, আহার ব্যাপারিগণ যখন জাহাজের খবর রাখেন না, তখন নিজের আধুলি পুঁজি লইয়া বড় সওদাগরের কথার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহাদের না করাই ভাল।

আর পিপীলিকার ন্যায় শক্তি লইয়া হস্তীর পদতলে পেষিত হইতে যাওয়া অসঙ্গত। গ্রাম্য সাহিত্য বা গ্রাম্য সমাজচিত্তৈষিগণের গ্রাম্য কথায় সহিত প্রকৃতির অতীত আলোকবের সত্যপ্রবণকারী সাময়িকগণের ব্যবহার আলোচনা করিতে যাওয়া অধীন সাহস ও ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র।

সম্প্রতি "ভারতবর্ষ" নামক একখানি গ্রাম্য সাহিত্যিক সাময়িক পত্রে 'অকাল মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ' নামক একটী প্রবন্ধসম্বন্ধে প্রধানও প্রবন্ধের বহু আনন্দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার একটী সমালোচনা প্রকাশ করিতে বলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের গ্রাম্য পত্রিকগণের

সহিত চেষ্টা করিয়া সম্ভাষণ করিতে নাই, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরাও সেই বন্ধুকে গ্রাম্য প্রবন্ধ লেখক উপেক্ষণীয় বলিয়া প্রত্যুত্তর লিখিয়া দিয়াছিলাম। পরে অপর এক বন্ধু আমাদের নিকট একখানি বৈশাখ মাসের "ভারতবর্ষ" দিয়া ঐ প্রবন্ধের লিখিতবাক্য পাঠ ও সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তৃতীয় বন্ধু পুনরায় ঐ কথা বলায় আমরা বার বার বন্ধুবর্গের বাক্য পরিহার করিয়াও বাধ্য হইয়া তৎপ্রসঙ্গে কতকটা কথা লিখিতেছি। বিশেষতঃ আত্মবিদ্গণের উপর অথবা আক্রমণ প্রবণ করিয়া বেদ-শাস্ত্রানুসারে আমাদিগের তিনটী প্রবৃত্তির যে কোনও একটী গ্রহণ করা আবশ্যক। ভক্তবিদ্বেষী ষড়েন্দ্রিয়গণের প্রবল বাত্যায় জিহ্বা ছেদন করিলে অথবা রাজদ্বারে দণ্ডিত করাইয়া জিহ্বা ছেদন করাইলে বিদ্বেষীর প্রতি কৃপা করা হয়। দ্বিতীয় পন্থা এই যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রবণ করিয়া নিজ প্রাণ পরিহার করা অথবা চিরদিনের জন্য ঈশ্বরবিশ্বাস রহিত হইয়া নাস্তিক হইয়া যাওয়া। 'আত্মহত্যা-পন্থার প্রথমাংশ অনুচিত্যা তাহা নিতান্ত ঘৃণ্য। দ্বিতীয়াংশ তদপেক্ষা ঘৃণ্য। প্রথমপন্থার প্রথমাংশে হিংসার পরিচয় আছে, সেই হিংসা সাধারণ হিংসার ন্যায় নহে অর্থাৎ মূর্খকে ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-বিদ্বেষের বাক্য উচ্চারণ করিতে বাধা দেওয়া। অথবা রাজদ্বারে প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া সমাজের বাসযোগ্য বিদ্বেষীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা। তৃতীয় পন্থা এই যে স্থান পরিত্যাগ করা। এই তিনটী পন্থা অবলম্বন করিলেই প্রকৃত আত্মবিৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ গ্রাম্য রসপর সাহিত্যিকের কুহক হইতে ও কপট সমাজহিতৈষীর পরিবর্ত্তনশীলতারূপ অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা পান। এই জন্যই দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়।

যেখানে মহতের নিন্দা হয় ব্যক্তিবিশেষ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু আত্মবিৎ জীবে দয়াবিশিষ্ট বলিয়া বিদ্বন্মণ্ডল সমাজের হিতার্থে সত্য উপস্থাপিত করা স্বধর্ম বলিয়াও জানেন। ভক্তসম্প্রদায়ের দশটী আজ্ঞার মধ্যেও পাশ্চাত্য দেশে সত্যের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে, এমন কি মিথ্যাবাদীর শাস্তি ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। মূর্খলোকের বিষয়বোধের অভাবহেতু অথবা আইন বা বিধির অনভিজ্ঞান বশতঃ পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতি দেয় না। আমি আইন জানি না বলিলেই অথবা দণ্ডকর্ত্তৃক দণ্ড হওয়ার পর উহা দণ্ড নহে বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকিলে দেশবিধি বা আইন অথবা দণ্ডবিধি আমাকে কর্ম্ম-ফলভোগ হইতে অবসর দিবে না। আমি দেখিতে ভুল করিয়াছি যে আমি মূর্খ এই কথা বলিয়া অনুতাপ করিলে বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর ব্যক্তিগত বোধ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত পাপাচরণ বা অসৎপক্ষাশ্রয় জগতের অনেক অশুভ উৎপন্ন করে, সে জন্য পাপকর্ত্তা ও সাধারণ-লোকের ভাবী পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সুযোগ প্রদান সাধুর কর্ত্তব্য। অনায়াসে অনেকে সরল অন্তঃকরণে বলিতে পারেন যে কুকুরগণ না বুঝিয়া ঘেউ ঘেউ করুক তাহাতে আপনাদের গাম্ভীর্য্যের অভাব হইবে কেন? আপনারা বৈষ্ণব সুতরাং সহিষ্ণু, তদুত্তরে আমরা বলি আমরা বৈষ্ণব হইতে না পারায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছি, বৈষ্ণবগণই একমাত্র সহিষ্ণু এ কথা আমরা জানি এবং সেই সহিষ্ণু বৈষ্ণবগণের পাদত্রাণবাহী হইয়া আমরা জীবনের অবশিষ্ট কালযাপন করিতে ইচ্ছা করি। যেখানে বৈষ্ণবের জুতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পাদত্রাণ-বিহীন করিবার চেষ্টা সেই খড়ম্ অপহরণকারীর হস্ত হইতে তাহাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে হইবে। এই কাড়িয়া-লওয়া সেবাই অসংখ্য যুক্তির বিরুদ্ধে বৈষ্ণবপূজা। যদিও দ্বাপরযুগ অতীত হইয়াছে এবং সেই যুগের পরিচর্য্যাদি অনুশীলন কলিযুগে ফলবান নহে তথাপি শত শত জন্ম বৈষ্ণবার্চ্চন ফলে আমরাও একদিন হরিজনকারিগণের নিত্যানুভাবরদার হইব। মহাজন বলিয়াছেন—

কর্ম্মাবন্ধকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবন্ধকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবন্ধকাঃ॥

শাস্ত্র বলেন—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতং॥

বৈষ্ণব-বিদ্বেষী জীবকুলকে মহারৌরব হইতে উদ্ধার করা এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণকে নরক হইতে

উদ্ধার করিবার জন্য যাঁহাকর্তৃপাবাধিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণাশ্রিত ঐকান্তিক গৌড়ীয়ভক্তগণ কলিকাতা মহানগরীতে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই "শ্রীগৌড়ীয় মঠ" নামে একটী নিত্য ভগবদ্বিকেতন প্রকট করাইয়াছেন। এই গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য বুঝিবার শক্তি আত্মবিদের আছে—আত্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণেরই আছে। অস্থূয়াপর দম্ভীর সম্প্রদায় সমূহের নাই। এ কথা জানিয়া শুনিয়াও মায়ামোহিত অকৃতজ্ঞানবাদীর সজ্ঞায় বিবর্ত্তবাদোদ্ভবনে গৌড়ীয় মঠকে লোকচক্ষে নিন্দিত করিবার প্রয়াসে যে চেষ্টা তাহা কিরূপ প্রেয়ঃ লোকের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়াছে তাহা ধীর পাঠকগণ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন। 'ভারতবর্ষের' জনৈক বনাম লেখকের ধারণাগত শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রচারকারী সমিতি মাত্র নহেন, ইহা জানিয়া শুনিয়াও "ভারতবর্ষের" বনামী লেখক গৌড়ীয় মঠের আহারে পালিয়া থাকিয়া তাঁহার নিজস্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। বৈশাখের "ভারতবর্ষ" এই কথা শুনে তাহার মজ্জেই ছাপ লাগাইয়াছেন—"কিন্তু বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণ হওয়া খুবই সহজ, কিছু সূত্র তাহা চরকা কাটাই হউক কিংবা পুরাতন কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়াই হউক গলায় ঝুলাইলেই আমার বাড়ীর পাশে গৌড়ীয় মঠ বলিয়া একটী সমিতি আছে, দেখিতে পাই যে এই সূত্র গলায় জড়াইয়া দিয়া যাহাকে তাহাকে যখন তখন ব্রাহ্মণ করা হইতেছে।"

গৌড়ীয় মঠের পাশের বাড়ীওয়ালা বলিয়া পরিচিত বনাম-লেখক মঠ সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর সাতটী আশ্চর্য্যের পর অষ্টমস্থান অধিকার করিয়াছে। কে তিনি, মঠের কোন পশ্চাতের পাশে তাহার বাড়ী আমরা এখনও নিরূপণ করিতে পারি নাই। রেড়িফলের ধোঁয়ায় তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অনেকটা বিলুপ্ত হইয়াছে এ কথা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য।

"পালুক চিনিয়াছেন, গোপাল ঠাকুর"—কথাটী এদেশে বহুলভাবে প্রচারিত আছে। এক ছানিপড়া বৃদ্ধা শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীজগন্নাথ দেখিবার পরিবর্ত্তে মণিকোঠার পুঁইমাচা দেখিয়া ফিরিয়াছিলেন, এক নরহত্যাকারী ফেরারী কাসাদী ধরা পড়িয়া ও স্বপ্নকালে সর্ব্বদাই তাহাকে ধরিতে আসিতেছে এই আতঙ্কে মগ্ন ছিলেন, কারণ Abrdeen College এর গ্রীকের অধ্যাপক Blackey সাহেব বলিতেছিলেন যদি তাঁহার চামড়া দিয়াই সকল উদাহরণ দেয়, উদ্ভিৎচন্দ্রজ যে ভাবে বৃক্ষলতাদি বর্ণন করেন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ বস্তুর স্বরূপনিরূপণ করিতে অসমর্থ। নাস্তিকগণের ঈশ্বরালোচনায় যাবতীয় বস্তু বস্তু আসিয়া আবদ্ধ করে। মরীচিকায় জল ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি প্রভৃতি বিবর্ত্তের উদাহরণগুলি আমাদের দেশের মূর্খ চাষিলোকও বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু জড়বিলাসপ্রমত্ত অসভ্য স্থাপনরত—'পুরোণো, শিশি বোতল আছে? বিক্রী? দোলার ঘুরের ভাড়াটিয়া অধুনা-প্রাসাদবাসী আলুপটল ফিরিওয়ালা, পাটের দোকানদার সেগুলির মধ্যদিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধক রঙ্গিন কাচের চশমা দিয়া যে রঙের কথা বলিয়া ফেলে সেগুলি আত্মবিদ্‌গণের স্কন্ধে চাপাইতে গেলে বাস্তবিক সত্যের অমর্য্যাদা করা হয়। সরকার বাড়ীর বুড়ো গিন্নি চুলের খোঁপাটা ফেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন ছেলে আজিকাল চইতে কাই বুকের এব ক্লাশে এ, বি, সি পড়িতেন, পরে কলিকুসেক্‌সেন্ পড়িবার সময় সেই এ, বি, সি ছিঁড়ে এ, বি, সি দেখিয়া বুড়োগিন্নি কেটা লইয়া তাঁড়া করেন আর কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে থাকেন—'আমি ভগবানের কাছে কত আবদার করিয়া। সর্ব্বস্ব খোওয়াইয়া তোকে লেখাপড়া শিখাইতে ছিলাম কিন্তু তুই কলেজে পড়িয়া বল্‌ছিস্ কিন্তু আমি দেখছি সেই এ, বি, সি আজও শেষ করিতে পারিসনে, বলিয়া কবাঘাত করিতে লাগিলেন। আমাদের বনাম-লেখক মহাশয়েরও গৌড়ীয় মঠ দর্শন ও মঠসম্বন্ধে ধারণা ঐরূপ। তিনি কাপড়ের পাড় ছেঁড়া ও চরকা কাটা সূত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের নৈতিক শাখা কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রোক্তবিধি বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। তাহার আর দোষ দিব কি সম্প্রতি কেহ কেহ একখানা শাখা হইতে চ্যুত হইয়া পরমহংস বেষ দেখাইতে গিয়া অবৈধ সাজে লিপ্ত থাকায় শ্রীমদ্ভাগবত যাবতীয় ব্যাখ্যা সত্যের আদর্শকে বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহাদিগের বুদ্ধি মিশ্র বিশেষ করিবার যন্ত্র নাই তাহারা স্বপ্নের আকাশ ভাবোদ্ভব করই না দেখিতেছেন ও

দেখিয়া ফেলিতেছেন। মঠের পরিবেশ দেখে মনে হয় কথা পরিষদ দেওয়া অপেক্ষা গৌড়ীয় কার্যালয় পাঠশালার ছেলেদের মত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মত ভাল করিয়া পড়িয়া থাকিলে তিনি তাহার চাকরির আবেদনে কৃতকার্যের মত গৌড়ীয় মঠকে ভুল বলিয়া মনে করিতেন না।

সমাজ সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া নিজে নিজেই তর্কপথে ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলি, পঞ্চরাত্রগুলি ও গৃহ্য শ্রৌতাদি সূত্রগুলি পুরাণ, ইতিহাস গুলি একটু পাঠ করার পরে কড়ুচি করিবার জন্য আসবে না, আসিলেই ভাল হইত। ব্যবস্থাপকের ন্যায় সামাজিক কথার মীমাংসা ও বর্ণাশ্রমাদের কোনও কথা না জানিয়া শ্রৌতপন্থা-বলম্বী কতকগুলি ব্রাহ্মণ বুঝিতে যাওয়া তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও বিশ্বজনীন সহানুভূতির ব্যাঘাত করিয়াছে। অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত গৌড়ীয় মঠবাসীর অন্য কোনও কৃত্য নাই। তবে অক্ষজ প্রত্নতত্ত্বসম্পাদকের ও কথযোগী সম্পাদক বা প্রাদেশবার্তার চিত্তহারী সম্পাদকের সহিত সমজ্ঞানে কটি নষ্ট করিয়া সমালোচনা করিতে না যাওয়াই ভাল ছিল। তাঁহার যেটুকু অধিকার সেই অধিকারটুকু ছাড়াইয়া নোকল সাজিতে গিয়া বাচালতা করা ভাল হয় নাই। তাহার ঐরূপ চবকার মাল তাহাকে বিপন্ন করিয়াছে মাত্র। ঐরূপ চবকার মাল পণার দেওয়া লোকের নিকট তিনি অনাদিকাল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজ চরিত্রে প্রতিফলিত করতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত হইতেও পারিতেন। তবে আরোহবাদ অবলম্বন করিয়া নিজ ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণা-পাটব সাহায্যে যে পন্থা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে একজন ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী নৈষ্ঠিক শূদ্রকুলে পরিচিত করাইয়াছে। যাহার বৃত্ত-ব্রাহ্মণগণের প্রতি এতাদৃশ বিদ্বেষ, সত্য পরমেশ্বর বস্তু তাহার প্রতি নিতান্ত নারাজ। ইহজন্মে যে বনাম লেখক কোনও মতোয় অনুসন্ধান করিবেন তাহা আশা করিতে পারা যায় না, কিন্তু বৈষ্ণবের পাদোদকের এমন মহিমা যে তাঁহার স্পর্শে যাবতীয় রিপু অল্পকালের মধ্যেই নিষ্ক্রপে পরিণত হয়। লেখক লিখিয়াছেন যাহাকে তাহাকে অর্থাৎ কেতকেটাকেও তাঁহার ন্যায় অল্পবয়স্ক নবদীক্ষাধারীর নিত্য কল্যাণপ্রদ সাক্ষাৎ ব্রজবর গুরু ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতীতি হইবে। তাহার ন্যায় সঙ্কীর্ণ চেতা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত বৈষ্ণবের অমর্যাদা করিতে গিয়া যে ছয়পনের অপরাধে পতিত হইয়াছেন, সেই অপরাধ ফলেই পুরুষ পুরুষ সহ শত শত কে-থায় নীত হইতেছেন দেখিলে তাহার এই অযৌক্তিক পাপ প্রবৃত্তিটা কিন্তু প্রশমিত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষকে শৌক্র পদ্ধতি বিচার দ্বারা ধোলাই পুতুল করিলে আমাদিগকে আর 'সুরেন্দ্র' বলিবে না। গ্রাম্য রসপ্রিয়তার ফলের দুর্গন্ধ গৌড়ীয় মঠের প্রচার প্রণালীকে কখনই কলুষিত করিতে পারে না। ঔদ্ধত্য হইতে অবকাশ গ্রহণ করিতে পারিলেই তিনি বুঝিবেন যে শৌক্রপদ্ধতিকে বহুমানন করিতে গিয়া বৈদিক বৃত্তপদ্ধতি অত্যন্ত সহজে আক্রান্ত হইবার বিষয় নয়। আর শাস্ত্রে অধীতী হইয়া সেই অক্ষরতা ও শাস্ত্রজ্ঞান পারদর্শিতার সাহায্যে সুকরামন্ত্র সন্তান বঙ্গীয়াটীর উপাধ্যায় পরিচয় কখনই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মণতায় পর্যবসিত করিবে না। সচ্চরিত্রতা বলে সত্যভাষিত্ব ও সরলতা শৌক্র-পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাকে দেবশর্মা করায়, আর কল্যাণ রহিত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইলেই আমাদিগকে সেই শৌক্র পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মণ্য আবদ্ধ বলিয়া প্রতীতি করায়। এ কারণ যে শাস্ত্রকে আক্রমণ করায় যদি কাত্যায়নগৃহ্যসূত্রের ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ হয় তাহা হইলেও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণ বৃত্ত ব্রাহ্মণতার শৌক্র পদ্ধতির গুরুস্থানীয় মূলপুরুষ। কামক্রোধাদির বৈকুণ্ঠাসূত্রে শ্রৌতপথে বিরোধ স্থাপন করিলে উইলসন হোটেলের বিরোধী পাচক-সমাজ স্থাপন হইবে মাত্র।' পারত্ত দেশীয় খানসামা বঙ্গীয় পাচক শৌক্রপদ্ধতিবাদী সামাজিকগণের সহিত পরস্পর বিরোধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সহিত শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বাঙ্গবাটীর এক সুরেন্দ্র ভরাম-ধারী অন্য দেবেন্দ্রকে বলানী তাহার আক্রমণ করিলে তাহার শাস্ত্রীয় জ্ঞানে অক্ষয় পরসেবা হইবে না, কোন

না, অন্য পক্ষ 'অকৃত' মাত্র নহে। বস্তু-লেখক জড়দর্শনের দ্রষ্টামাত্র। গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক পরমাণু চিদ্রসান্বিত পরমার্থ বস্তু। সুতরাং লেখক মহাশয়ের ঔদ্ধত্য মঠের নিঃসারিত ধূলিকণামাত্রাই আবৃত হইতে পারিবে।

যখন তখন এই শব্দ লিখিয়া লেখক মনে করেন যে তাহার ন্যায় প্রস্তাবিত শৌক্রব্রাহ্মণত্ব মাত্র গৌড়ীয় মঠের লক্ষ্য কিন্তু এতাদৃশ ঘৃণিত চেষ্টা কোনও দিন গৌড়ীয় মঠকে বিদ্ধ করে নাই। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণত্ব প্রয়োগ প্রণালী কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রযুক্ত বিধান হইলেও বৃত্ত ব্রাহ্মণতা সাময়িক। বৃহন্নারদীয় উল্লিখিত, ছান্দোগ্য-উল্লিখিত, মহাভারত-কথিত, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপন্ন, পঞ্চরাত্রোদ্ধাপিত-পন্থা কখনই শাস্ত্রোদ্ঘোষনঘুলনরূপ অনুস্বার বিসর্গে কুলাইবে না। প্রকাশ্যভাবে বেদদর্শন্ নামের যোগ্যতা লাভ করিয়া 'সত্য' জানিবার চেষ্টা প্রত্যেক বৈদিক শাস্ত্রীয় বাক্যেই আছে। তাহার সহিত মেকী সূত্রকন্ডুয়নে ব্রাহ্মণ বলিয়া লাভ হইতে চাহিলে না, এজন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাস লিখিয়াছেন বিবাদমুখে ব্রাহ্মণব্রুবাণ প্রকৃত বিষ্ণুভক্তগণের শরণ লইয়া নিকষাতনয় রাবণকে বর্ণাশ্রম ধর্মের গুরু করিবেন। শচীর দুলাল তাঁহাদিগের নিকট একটু ছোট। দশরথতনয় রামচন্দ্র-পত্নী সীতাদেবী বিশ্রবাতনয়ের হৃদয়ের বস্তু বিশেষ। গৌড়ীয় মঠ এরূপ বর্ণাশ্রমের কোনও মূলাই জানেন না। শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এই কলিসম্ভূত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর করেন না। সেজন্য গাহস্থ্যপ্রস্তাবিত অচিন্ত্য-ভিন্নাভিন্ন ইন্দ্রিয়জ নাস্তিকগণের জন্য যে নিরীশ্বরতাকে চাতুর্বর্ণ্যাধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তদ্দ্বারা জীবের কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না।

কোটী কোটী নিরীশ্বর ব্রাহ্মণ-ধ্বম্ব অপেক্ষা শৌক্র কুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা সকল শাস্ত্রে সহস্রমুখে কীর্ত্তন করেন—ইহাকেই বলে শুদ্ধের আদর। আর সম্প্রদায় দ্বিষেষী, বিষ্ণুবিদ্বেষী কপটমুক্তিপর মূর্খলোকের বঞ্চনার জন্য যে অবৈধ কৌশল প্রচার করেন তাহা কখনই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে না।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।

আমরা কয়েকটী প্রবন্ধে এই 'যখন তখন' ও 'যাহাকে তাহাকে' কথার আলোচনা করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব বিরোধী নির্ব্বোধগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া যাহাতে তাহারা গৌড়ীয় মঠাশ্রিত প্রকৃত ব্রাহ্মণ চিনিতে পারি মঠবাসী সকলের নিকট এরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। মঠের অধিবাসিগণের চরণাশ্রয় করিলেই যে বিষ্ণু-বিদ্বেষ ও বৈষ্ণববিদ্বেষ ছুটিয়া পলাইবে এ কথা তারস্বরে সকল শাস্ত্র গান করেন।

অন্বয় জ্ঞান।

১। শ্রীভগবান বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীব অণুতত্ত্ব। যেহেতু উভয়েই চিৎপদার্থ, তজ্জন্য ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বে জাতি-গত ভেদ নাই অর্থাৎ তত্ত্বতঃ উভয় তত্ত্ব একই জাতীয়।

২। মায়াবাদাশ্রয়কারী অসৎসিদ্ধান্তনিপুণ ব্যক্তি-গণের মতে চিৎতত্ত্বটী জড়তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপ বিপরীত-ভাবাত্মক, কিন্তু সৎসিদ্ধান্তবিদ ভগবদ্ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না। ভক্তগণ বলেন যে জাগতিক ভাবের আত্যন্তিক বিলোপ সাধিত হইলে চিদ্ভাবোদয়, জ্ঞান তাহা কেবলরূপ ত্রিপুটীর অভাবে, শূন্যে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়ায় চিৎপদার্থের ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। অতএব কল্পনাপ্রসূত ধারণায় বলবর্দ্ধিতায় চিৎতত্ত্বের উপলব্ধি যে সম্ভবপর নহে ইহা প্রতিপন্ন করণার্থে সুগম উপায় ঘোষণার্থে ভক্তগণ বলেন যে চিজ্জগতের যাবতীয় ভাব জড়জগতে প্রতিবিম্বরূপে অব-স্থান করিতেছে এবং তন্নিমিত্ত জাগতিক ভাবের প্রতি লক্ষ্যশূন্য না হইয়া উহাকেই অবলম্বন করতঃ চিৎতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

৩। অনেকে অবগত আছেন যে প্রতিবৎসর ভাদ্রে বিষের দক্ষিণ দিক প্রতিবিম্বের বামদিকে হেলিয়া অগ্রসর হয়, (অর্থাৎ কিছুর আগে পিছনে আসে) দেখা যায়। অতএব নিত্যস্থিতিশীল চিৎ-তত্ত্বগত ভাবসমূহ জড়জগতে অনিত্য (উৎপত্তি স্থিতি লয়) ধর্ম বিশিষ্টরূপে গোচরীভূত হইয়া থাকে সুতরাং জাগতিক পদার্থের দৃষ্টান্ত দ্বারা চিজ্জগতের সম্বন্ধে উপলব্ধি অসম্ভব হইলেও আংশিক সৌসাদৃশ্যবশতঃ কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এরূপ বিবেচনা করাই সমীচীন।

৪। দূরদেশে আগত একজন বঙ্গবাসী বা শ্বেতকায় ব্যক্তি অপর একজন বঙ্গবাসী বা শ্বেতকায় পুরুষের সহ যে মিলনের চেষ্টা, শিশুর সহ শিশুর মিলিত হইবার জন্য যে প্রেম, পুরুষের সহ পুরুষের যে মিলন-প্রয়াস, বন্ধুপাটীর সহ বন্ধুপাটীর যে প্রণয়-চেষ্টা এবং ভক্তসঙ্গ করিবার জন্য ভগবদ্বহির্মুখের যে উহন ইত্যাদি প্রকার ব্যাপারের দর্শনে আমরা স্বভাবতিনিষ্ঠ আকর্ষণ বলিয়া একটী সাধারণ নিয়ম অবগত হইতেছি। সেই স্বভাবতি-প্রেমের বশবর্ত্তিতায় পদার্থসমূহ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবৃত্তে আমরা আর একটী সাধারণ নিয়ম লক্ষ্য করিতে সক্ষম হই, যথা গুরু পদার্থ অপেক্ষাকৃত লঘুপদার্থকে, নিজ সমীপে আকর্ষিতে ও সংরিরক্ষাস্বরূপা স্নেহবশে গলদেশে ধারণ করে এবং লঘুপদার্থগুলিও গুরুপদার্থের অভিমুখে গমন করিবার জন্য সমুৎসুক হয়।

৫। পূর্বোক্ত দ্বিপ্রকার পদার্থের সাধারণ নিয়ম হইতে আমরা ইঙ্গিত লাভে সমর্থ হইতেছি যে চিৎকণ জীবসমূহকে বিভুচৈতন্য সর্বদাই নিজ লীলাস্থলী নিত্য বৈকুণ্ঠ নামক চিজ্জগতের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছেন এবং জীবগণও বাহ্যবিষয় ভোগেচ্ছায় নানা প্রকার আগন্তুক ভাবের বশবর্তী হইতে ভাসিতে ভাসিতে অজ্ঞাতসারে শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন পূর্তিহীন পদার্থের সঙ্গ করাই চিৎকণ জীবের স্বাভাবিক নিয়ম; তবে জীবসমূহকে অচিৎ বা জড় পদার্থের সঙ্গ করিতে দেখা যায় তাহা একমাত্র তাহাদিগের স্বরূপ-বিস্মৃতির ফল। এই স্বরূপ-স্মৃতিকে ধারণ করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় এবং সৎসঙ্গানুশীলন ও নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সঙ্গ ব্যতীত তাহা লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই।

৬। অসৎ শাস্ত্র ও ওজনানধারী লঘু ব্যক্তির সঙ্গ প্রভাবে অতত্ত্ব বস্তুতে তত্ত্ববোধ ও তত্ত্ব বস্তুতে অতত্ত্ব-বোধ সংজাত ও বদ্ধমূল হয় এবং তৎফলে যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে শিষ্য যে তিমিরে সে তিমিরেই অবস্থান করেন ও পরিণামে নরকে পতিত হন। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীব ভাগবৎসেবায় ব্রতী হন এবং কায়মনোবাক্যের দ্বারা যাহাতে শ্রীভগবান প্রীত হন তদ্রূপ কার্য্য করিতে থাকেন। যাহার ভাগ্যে ভগবৎ-সেবোন্মুখতার ভাব উদিত হয় নাই, বুঝিতে হইবে যে তাহার এখনও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব আছে। অজ্ঞানান্ধকারের প্রবলতায় তখাপি তিনি স্বভোগ সুখার্থে বদ্ধপরিকর হইয়া মানব জীবনের চরমোৎ-কর্ষভূমিকাতেও ভগবৎসেবৈকতাৎপর্য্যের পরিবর্তে তুচ্ছ ধর্মার্থ কামমোক্ষাত্মক অনিত্যফলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মরীচিকায় প্রতি ধাবমান হরিণের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন এবং ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইতেছেন। মোহ-নিদ্রাপগমে বদ্ধ জীব যাবৎ না স্বীয় প্রাণেশ্বর শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের অভয়চরণে চিরবিক্রীত হইতে সক্ষম হইবেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত অসৎসিদ্ধান্তরূপিণী পিশাচীকে বলিদান করিতে সমর্থ হইবেন না।

৭। শাস্ত্র বলিতেছেন "জলজা নবলক্ষাণি, স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্রসংখ্যাকাঃ দশলক্ষাণি, পক্ষিণঃ। ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবো, চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ।" অর্থাৎ বদ্ধ জীবগণ বারংবার চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যেক চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণ-কালে তাহারা ৯ লক্ষ জলজন্তুদের, ২০ লক্ষ স্থাবরদেহ, ১১ লক্ষ কৃমিদেহ, ১০ লক্ষ পক্ষিদেহ, ৩০ লক্ষ পশুদেহ এবং ৪ লক্ষ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া যাহারা ভগবৎ ভজনে উদ্যুখ হন, তাহারা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন ও অবশেষে সংসার-চক্র পরিত্যাগ করতঃ দেহান্তে শ্রীবৈকুণ্ঠে যাইয়া চিরকালের

জন্য শ্রীভগবানের পরোক্ষ-সেবায় নিযুক্ত হন। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে যে অনেক বিশিষ্টব্যক্তি দৈবের বশতঃ সাধনচ্যুত হওয়ায় বৈরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা জয়দ্রথাদি রাক্ষস হইয়াছিলেন, অহল্যা পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং নলকুবের বৃক্ষযোনিতে উপনীত হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইতর যোনিরূপে অবস্থাপিত পদার্থসমূহ সংসার চক্রে ব্রাহ্মণাদি জীব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

৮। পূর্বে বলা হইয়াছে যে জীবসমূহ চিৎ পদার্থ এবং ভগবৎসেবা করাই তাহাদিগের একমাত্র কৃত্য। তবে যে তাহারা নানাবিধ জড়াকারে ও জড়বস্তুর সেবাপরায়ণরূপে দৃষ্ট হইতেছেন ইহা তাহাদিগের আগন্তুক অনিত্য পাছ পরিচয় মাত্র, নিত্যশুদ্ধ স্বরূপগত পরিচয় নহে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানও আজকাল চিৎ পরিমাণে অধিষ্ঠানের সুরে সুর মিলাইয়া বৃক্ষ প্রস্তরাদিকে চেতন পদার্থ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। গঙ্গাতীরস্থ নানাবিধ বৃক্ষ নির্মল গঙ্গাবারি আকর্ষণ করে এবং বিভিন্ন প্রকার রসযুক্ত ফলপ্রসব করিয়া থাকে। বৃক্ষসমূহ কর্তৃক মূলদ্বারা জলসেচন ও বিবিধ প্রকার রসাত্মক ফল প্রসবরূপকার্য্য নিশ্চয়ই তাহাদিগের চেতনময় মনোধর্মবিশিষ্ট সত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। যদি তাহারা মনোধর্মান্বিত না হইত তাহা হইলে একই জলসেচনে বিভিন্ন প্রকার রসোদ্গার কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং দ্বিধীকৃত হইতেছে যে বাহ্যরূপে প্রতীয়মান পদার্থসমূহের অন্তর্নিহিত মূল সত্তাটী চেতনাত্মক অর্থাৎ চিৎকণ পদার্থ। যাহারা নিজের ও অন্যের বাহ্যবেশ ভেদ করতঃ শুদ্ধ চিৎকণ স্বরূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন অর্থাৎ কার্ষ্ণিভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব নিরীক্ষণ করেন না, তাহারা বিশুদ্ধতত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাহাদিগকে শাস্ত্রে ভাগবত সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই মহাভাগবতগণোচিত কৃষ্ণকার্ষ্ণাত্মক চিন্ময় বা অপ্রাকৃত দর্শনের বিপরীত আকারকে অর্থাৎ জড়ীয় বা প্রাকৃতভাবাত্মক দর্শনকে নাস্তিক দর্শন কহে।

৯। পূর্বোল্লিখিত নাস্তিক দর্শনটী বস্তুর বাহ্য পরিচয়বিশিষ্ট এবং তন্নিমিত্ত উহা সত্যমূলা নহে অর্থাৎ ভ্রান্তিপূর্ণ। ভ্রান্তি হইতে অতত্ত্ব বস্তুতে তত্ত্ববোধ ও তত্ত্ববস্তুতে অতত্ত্ববোধ উৎপন্ন হয়। অতএব শুদ্ধ চিৎকণ জীবকে জড়রূপ দর্শন কার্য্যটী যে কাল্পনিক ও অধিষ্ঠানং বিপরীতভাবের বোধক তাহা যুক্তি ও শাস্ত্রানুমোদিত। সত্যদর্শন একই ভাবাত্মক, কিন্তু নাস্তিকদর্শন দেশকাল ও পাত্রভেদে বহু আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে কথিত হইতেছে যে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৌরব সম্বন্ধবাচক ভক্ত ও ইহা তাহার সত্যমূল পরিচয়; তিনি যে দ্রৌপদীর স্বামী, ভীমের সহোদর, দ্রোণের শিষ্য, কুন্তীর পুত্র, অভিমন্যুর পিতা ইত্যাদিরূপ জড় পরিচয়গুলি তাঁহার বাহ্য আপাতিক ভ্রমজনক অভিধাত্মক এবং তাহেতু ভ্রান্তিমূলা। ভূভারহরণের লীলার পর যখন তিনি নিত্য বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভগবৎ সম্বন্ধের নিত্যশুদ্ধ পরিচয়টী তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তাই তাঁহার বাহ্য পরিচয়গুলি হইতে সক্ষম না হইয়া ইহ জগতেই অন্তর্ধান অবস্থান করিতেছে। শুদ্ধস্বরূপে জড় পরিচয়গুলির স্থান না থাকা হেতু তাঁহারা যে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে নাই ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত।

১০। শ্রীঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহু শাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধিরব্যবসায়িনাং॥" অর্থাৎ সত্যমূলা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই আকার বিশিষ্ট; কিন্তু ভ্রান্তিমূলা বা সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি বহু প্রকার ভাববিশিষ্ট। আত্মার ধর্ম্ম ভগবৎ দাস্যত্ব ও তাহা একনিষ্ঠ। অনাত্মা বা দেহ ও মনের ধর্ম্ম দেশকাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে বাধ্য। অতএব "নাস্তি মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" এই মহাজন কথিত বাক্য সর্ব্বতোভাবে সত্য। আত্মার পারম্পর্য্যক্রমে যে সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই একমাত্র আদরণীয় এবং সেই সত্যজ্ঞানে অবস্থিত গুরুবর্গকে ব্যাসদম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়। অবৈদান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের দর্শন ভ্রান্তিমূলক এবং তাহাতে জীবের আদৌ শ্রদ্ধা দেখান অনুচিত। যাহারা তাহাতে

আস্তাবান তাহারা নাস্তিক এবং তাহারা নরকে পতিত হইবেন ইহা সুনিশ্চিত।

কীর্ত্তন-বিরোধ।

একখানি মাসিক কাগজে শ্রীমান্ প্রফুল্লালের একটী প্রবন্ধ দেখিলাম। বাল্যপ্রথা অনুসারে, ভগবিদ্বেষ হইলেও, শ্রীমান্ নামের শেষে "গোস্বামী" লিখিয়া থাকেন। অবশ্য শ্রীমান্ সোজাসুজি সাহিত্যচর্চ্চাই ব্রত করিয়াছেন, তত্ত্ব-বিচারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কম। কিন্তু অতাত্ত্বিক হইয়া তাত্ত্বিকের আসন অধিকার করিতে যাওয়া শ্রীমানের উচিত হয় নাই। প্রবন্ধেই বলিয়া রাখি শ্রীমান্ আমাদের ছাত্র।

শ্রীমান্ লিখিয়াছেন—"এই সমস্ত মহিলারা নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে দেখা যায় এবং ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহই ইঁহাদের প্রধান উপ-জীবিকা।" পাঠক মহাশয়গণ উদ্ধৃতাংশে যেটুকু ভাষার অসারত্ব দেখিতেছেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা উহার অবতারণা করি নাই। এখানে শ্রীমান্ সংবাদ কত অল্প রাখিয়া তাহারই উপর তাঁহার যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাই দেখাইব। তাহার পরেই শ্রীমান্ বলিতেছেন, "ইঁহারা কৈবল্য বা মুক্তিলাভের জন্য আসিয়া, বিধবার যে প্রকার সংযম ও শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনে যে প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহার শতাংশের একাংশও যদি দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত হয় তবে দেশের নারী সমাজের অবস্থা হয়ত দুই দিনেই ফিরিয়া যাইতে পারে।" ইত্যাদি শেষে তিনি ইঁহাদিগকে "হে চৈতন্য-বিদ্বাগণ" বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। দেখিতেছি শ্রীমান্ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মতের সংবাদ রাখেন না। শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বামিমহারাজকৃত এই শ্লোকটী শ্রীমানের কেহই বোধ হয় দেখেন নাই—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেবস্তুমঃ।"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ পাইলে কৈবল্য নরকতুল্য প্রতীয়মান হয়, স্বর্গ আকাশকুসুমের ন্যায় বোধ হয়। কৈবল্য বা মুক্তিলাভ শ্রীশ্রীগৌরচরণাশ্রিত ভক্তের লক্ষ্য নহে। তাঁহারা "মুক্তিলাভের জন্য কীর্ত্তনাদি নানা-প্রকার কণ্ঠোদ্যতপক্ষম করেন" না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই আদেশ অনুসারে, ষড়্ গোস্বামীর কণ্ঠতম শ্রীজীবপাদের "যদ্যপ্যস্ত্যেতস্যাঃ কর্ত্তুং কর্ম্মণীয়া, তদাকীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব" এই উপদেশানু-সারে ও "অভিন্নত্বাৎ নামনামিনোঃ" অনুসারে শ্রীনামকে স্বয়ং শ্রীহরি জানিয়া কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহারই সেবা করেন, এইটী জীবের স্বরূপধর্ম্ম। যাঁহাদের সেবাস্বরূপধরূপ শ্রীমদ্ভাগ-বতাক্ত "গোবৎস" প্রবল, শ্রীমান্ তাঁহাদের চেষ্টা বা কৃত্যগুলিকে তর্কের যূপে চাপাইয়া ভক্তের ভগবৎসেবার নষ্ট না করিয়া ভক্ত দ্বারা দেশাত্মক নিজের ও তৎসম্বন্ধে আত্মীয়ের অর্থাৎ দেশের লোকের সেবা করাইয়া লইতে চাহেন। শ্রীমানের স্পর্দ্ধা এতদূর বর্দ্ধিত হওয়া উচিত হয় নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দাসের বংশে জন্মের গৌরবকালে মূলসূত্রের ভগবৎসেবায় বিঘ্ন স্মরণ করা ভাল ছিল। প্রতীচ্যের "Patriotism" (দেশাত্মতা) Materialism (জড়বাদ) তার একদিক, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আশ্রিতগণের নিকট তদ্রূপবাদের আদর নাই।

শ্রীমানের জানা উচিত ছিল যে "দেশসেবা" কখনও নিষ্কাম হইতে পারে না। দেশসেবা জৈমিনীয় পূর্ব্বমীমাংসার কর্ম্মবাদ বা মুক্তিবাদের অন্তর্গত, ইহারই মধ্যে "রোগার্ত্তের সেবা, পিপাসিতকে বারিদান, বুভুক্ষুকে অন্নদান" প্রভৃতি অন্তর্নিবিষ্ট। ভগবৎকথা শ্রবণাদিদ্বারা যাঁহাদের ভোগ-মার্গের প্রতি নির্ব্বেদ আসে নাই, তাঁহাদের কর্ম্মাধিকার, কর্ম্মাধিকারী পুণ্যকর্ম্ম করিবেন, না করিলে অকর্ম্মজনিত প্রত্যবায় ঘটে ইহা আমরা স্বীকার করি। যাঁহাদের ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, শ্রীমদ্ভাগবত কথিত "জ্ঞানবিরাগ সহিত নৈষ্কর্ম্ম্য" যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন না, তাঁহারা পুণ্যকর্ম্ম না করিলে পাপে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা

এর কথা। শ্রীমান্ এই শ্রেণীর লোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বেশ ভাল কথা, তাহার কর্ণাধিকারে, তিনি তাঁহাতেই নিষ্ঠা করুন বা কর্ণাধিকারীকে তাহাই করিতে বলুন, তাহাতে কোন দোষ হইত না। পাশ্চাত্যের আদর্শ কর্ণধার। কর্ণাধিকারী মানব ত' প্রায় সব, তাঁহাদের তুলনায় নৈষ্কর্ম্মমার্গে কয়জনের রতি হইয়াছে? যে কয়জনের হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি শ্রীমান্ ও অন্যান্য কর্ম্মীর কেন অযথা আক্রমণ? ভুক্তিকামী কর্ম্মী কখনও নিষ্কাম নহে। শ্রীমানের যদি শ্রীচৈতন্যচরণে লেশমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিতের জীবনধন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

এই নিগূঢ় উপদেশে আস্থা স্থাপন করিতেন।

তথাকথিত নবদ্বীপবৃন্দাবনে যে সকল শ্রীলোক ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন করিয়া বেড়ায় তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীমানের জ্ঞান খুব কম। তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও তাহাদের মধ্যে ভক্ত একজনও আছে কিনা কে বলিবে? থাকিলেও তাঁহারা অতি দুষ্টিমেয়। খুব অধিকাংশই শ্রীমানের লক্ষিত সংঘ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমা-কীর্ত্তনে আগ্রহ প্রভৃতি সদ্গুণে বঞ্চিত। তাহারা ভিক্ষাকেই উপজীবিকা করিয়া তাহার স্বরূপ কীর্ত্তনের ভাণ করিয়া থাকে মাত্র। ভক্ত কীর্ত্তন করেন, তাহাই তাঁহার নিত্যকৃত্য বলিয়া, আর মাধুকরী ভিক্ষা করেন সেই ভজনের সহায়তার জন্য, তাহাতে তাঁহারই অধিকার আছে, শক্তি বা ভক্তব্রুবের ভিক্ষায় অধিকার নাই। কিন্তু তাহারাই ভিক্ষা করিবে, গৃহস্থকে বিব্রত করিবে, কীর্ত্তন না করিলে ভিক্ষা পায় না তাই কীর্ত্তন করে। এই উভয়ের উদ্দেশ্যে ও ভিক্ষায় পার্থক্য আছে। এই ভক্তিভিক্ষুকগুলির ভিক্ষা চৌর্য্যবৃত্তির ন্যায়, কেননা ইহাতে তাহাদের অধিকার নাই। এই অলস, সমাজের অপকলঙ্ক, তবু স্ত্রী কেন, স্ত্রীপুরুষগুলিকে তাহাদের আলস্যে প্রশ্রয় দুষ্টুনা দিয়া সমাজের কাজে লাগান মন্দ নহে। তাহাতে আমাদের মত বিরোধ নাই। তাহারা যখন ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে আসে নাই, কেবল তাহার ভাণে নিষ্কিঞ্চন ভক্তের ন্যায্য ভিক্ষার অংশ কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদিগকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। তবে ভক্তগণকেও তাহাদের সহিত এক করিয়া ফেলা উচিত নহে।

নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের নিকট হইতে সেবা আদায় করিবার চেষ্টা অত্যন্তগর্হিত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা। তাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সংসারবন্ধন স্বতঃই ছিন্ন হইয়াছে। তাহা দেখিয়াই যদি আমাদের লোভ হয় যে যখন তাঁহাদের নিজের সংসারসেবায় টান নাই, তখন সেই ছুটটা আমাদের সংসারের সেবাতে এসে লাগুক; সেবার সেবা অর্থে আমার সংসারে আমার সেবাতে লাগাবে—এরূপ আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত নীচতার পরিচায়ক বুঝিয়া শ্রীমান্ যেন আর ভক্তের দ্বারা সমাজের সেবা করাইবার প্রয়াস পরিত্যাগ করেন।

শ্রীমান্ আর একটী কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। "ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের জীবে দয়া নামে রুচি এই মহাবাণীর সার্থকতা।" "জীবে দয়া" বলিতে শ্রীমান্ বুঝিয়াছেন কি, যেখানে যত ভগবদ্বিদ্বেষী, ভক্তদ্রোহী আছে, তাঁহাদের বাড়ীর বাসন ধুয়ে, কাপড় কেচে দিয়ে উপকার করা দরকার, আর তাঁরা মৎস্য, মাংস, ডিম উদরস্থ করিয়া জীবে দয়ার আদর্শ দেখান। তাই শ্রীমান্ উপদেশকের আসন টানিয়া লইয়া বলিতে চাহিতেছেন, "জনসেবা ছাড়িয়া দূরে থাকিয়া কেবল কীর্ত্তন করিলেই যে ভগবানকে পাওয়া যায়, এমন কথা ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবও কখনও বলেন নাই।" আহা শ্রীমানের জন্য বড় দুঃখ হয়। শ্রীচৈতন্য-কথা শুনিবার জন্য শ্রীমানের কর্ণ প্রস্তুত হইল না। শ্রীচৈতন্য বুঝি ঘর ঘর গিয়া লোকের পা ছাড় টেপা, জলতোলা, অন্নযোগানর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন? শ্রীমান্ কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা পাইয়াছেন কি? তাঁহার মহাবদান্যতার পরিচয় "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়া" শ্লোকে বিশদভাবে পাওয়া যায়। তাহা তাঁহার "উজ্জ্বল রসশ্রী সনাথা।" এ কথা জানিলে বোধ হয় শ্রীমানের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি যে টুকু শ্রদ্ধা আছে তাহাও চটিয়া

যাইত। শ্রীমানের ভায় জড়বাদী যদি শুনেন যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

তাহা হইলে তিনি ত' এখনই খড়্গহস্ত হইবেন, বলিবেন শ্রীচৈতন্যের এতদূর স্বার্থ হওয়া ভাল হয় নাই। কিন্তু ভক্তগণ ইহা তাঁহার অসীম কৃপা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তাঁহার নাম প্রচারেই জীবের চরমকল্যাণ। তুমি বোমাকে সেবা করিয়া, নিরন্নকে অন্নদান করিয়া পিপাসিতকে জলদান করিয়া কি তাহাদের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া দিতে পারিবে? আর কি রোগ, ক্ষুধা, পিপাসা তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করিবে না? কিন্তু অপরাধ শূন্য হইয়া ভগবানের নামগ্রহণ করিলে জগৎ প্রেমোজ্জ্বল হয়, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি পড়াই হইয়া যায়, তাহার জন্য যত্নের প্রয়োজন থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধোক্ত ত্রিগুণবৃত্তি অধ্যায়টভাবে পাঠ বা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা জানিয়াছেন তত্তন প্রভাবে মন নিয়ন্ত্রিত না হইলে নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। সুতরাং মনোনিগ্রহের পথ তত্তন যিনি যেখান তাঁহা অপেক্ষা সরল আর কে আছে? শ্রীনামকীর্ত্তনই জীবে দয়ার চরম। নতুবা জীবহিংসক সমাজ পরস্পর নেন নেন কুটুম্বিতা মুখে দয়া দেখাইতে গেলে তাহা জড়ার্থেরই একটা দিক মাত্র। আশা করি শ্রীমান্ এই কথাগুলি একটু বুঝিতে যত্ন করিবেন।

অমোঘ-কাহিনী

(শ্রীযুক্তা সুষমাবালা দেবী)

সে আজ বহু দিবসের কথা। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে সন্ন্যাসলীলাভিনয় করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৈষ্ণব গৃহিণীগণও প্রকৃত সংধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা ছিলেন। এক দিবস সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় গৃহে ভিক্ষা গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। ভট্টাচার্য্য পরমানন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য গৌড়ীয় ও উৎকল দেশীয় প্রথায় নানাবিধ ব্যঞ্জন পায়েস পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে গৃহিণী ষাঁড়ার ভাতাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ষাঁড়ার জননী অতি যত্নে ভোগ রন্ধনে ব্যস্ত, ভট্টাচার্য্য নিজে রন্ধন কার্য্যের সহায়তায় নিযুক্ত। শ্রীগৌরসুন্দরের ভিক্ষা জন্য ভট্টাচার্য্য নিভৃতস্থানে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই গৃহের মাত্র দুইটি দ্বার একটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবেশার্থে অন্যটি ভোগপ্রবেশ জন্য। শ্রীশ্রীচরিতামৃতে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনায় দেখা যায় যে ষাঁড়ার জননী উৎকল ও গৌড়ীয় প্রথায় নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন পিষ্টক পয়সাদি প্রস্তুতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আজ বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে শচীনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্য সুবৃহৎ অখণ্ড কদলি পত্রে তিন মান তণ্ডুলের অন্ন, পীত সুগন্ধি ঘৃত সিক্ত করিয়া কেয়াপত্র ও কলার মোচা-ডোঙ্গা পূর্ণ ব্যঞ্জনাদি সজ্জিত করিলেন। দশ প্রকার শাক, নিম্বদ্বারা তিক্তাস্বাদ যুক্ত সুক্তা ঝোল, মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়াঘোল, দুগ্ধতুম্বী অর্থাৎ লাউয়ের পায়স, কুষ্মাণ্ডের পায়স, উৎকল দেশীয় প্রসিদ্ধ ব্যঞ্জন বেসর, লাফরা, মোচাঘণ্ট, মোচা ভাজা, সাকুয়া নামক মিষ্টাস্বাদযুক্ত নানা প্রকার ব্যঞ্জন, কুষ্মাণ্ডাদির নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, কুলখাড় ভাজা, নিম্বেগুন ভাজা, পটোল ভাজা, কুষ্মাণ্ড মানচাকী ভাজা, ভাজামুগ ও ভাজা মাষ কলাইয়ের ডাল, বড়া সহ মধুরান্ন পাঁচ ছয় প্রকার। মুগ ও মাষের বড়া, কলার বড়া, ক্ষীরপুলি, চুণীপুলি ইত্যাদি বিবিধ পিষ্টক, ঘৃতসিক্ত পরমান্ন ঘৃতপাত্রে সজ্জিত করিয়া দিলেন। চাপাকলা আম ঘনদুগ্ধে দিলেন। দধি সন্দেশাদি তৎপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রসাদ মৃন্ময়গুটিকা মিঠাপানা ইত্যাদি। শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের মনোভাব জানিয়া মধ্যাহ্নে একাকী সার্ব্বভৌমগৃহে শুভাগমন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ভট্টাচার্য্যগৃহে এতাদৃশ অন্নোজন দর্শনে বলিতেছেন এত অন্ন ব্যঞ্জনাদি দুই প্রহর মধ্যে কি প্রকারে প্রস্তুত হইল? শত ব্যক্তি দ্বারা ও শত চুল্লীতে এত অন্ন সময়ে এত অধিক দ্রব্য রন্ধন অসম্ভব। ভট্টাচার্য্য দুহিতা ষাঁড়ী এবং জামতা অমোঘ। অমোঘ বড়

নিন্দক চরিত্র। শ্রীগৌরসুন্দরকে ভোজনে উপবেশন করাইয়া ভট্টাচার্য্য পরিবেশন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে অমোঘ দেখিতে সুযোগ না পায় সেজন্য লাঠী হাতে দ্বারে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ইতোমধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরকে জগন্নাথ প্রসাদ দিতে ভট্টাচার্য্য অগ্রসর হইয়াছেন সেই অবসরে অমোঘ অন্ন ব্যঞ্জনাদি দেখিয়া নিন্দা করিতে লাগিল যে এত অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে দশ বারজন লোক তৃপ্ত হয়, একাকী সন্ন্যাসী এত অধিক ভোজন করে? ইহা শ্রবণ মাত্র ভট্টাচার্য্য লণ্ডড় হস্তে অমোঘকে তাহার বধ করিতে ধাবিত হইলেন, অমোঘ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিন্দা শ্রবণে হাস্য করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য ও ষাঠীর মাতা অমোঘকে শাপ দিতে লাগিলেন। ষাঠীর জননী করাঘাত পূর্ব্বক মস্তক ও বুকে সাংঘাতিক চাপড়াইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন **আজী শীঘ্র বিধবা হউক**। সপত্নীক সার্ব্বভৌমের এই দুঃখ দর্শনে দয়াল ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর উভয়কে প্রবোধ দিয়া ভোজন সম্পন্ন করিলেন। সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ হইয়া বহু বৈষ্ণবসনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবশিষ্ট শ্রীপদে ভূয়োভূয়ঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিলেন। অসীম কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমকে প্রবোধ দিয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন। সার্ব্বভৌম গৃহিণীকে বলিলেন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিন্দা যাহার মুখে উচ্চারিত হয় সেই নিন্দকের বধ করিলে এই দুঃখ দূর হইত অথবা শ্রীগৌরসুন্দরের নিন্দা-প্রবণকারী এই দেহত্যাগ করিলে দুঃখ যায়, কিন্তু হায়! দুইটির একটিও কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নাই, কারণ এই দুই দেহই ব্রাহ্মণের। সেই নিন্দক-মুখ আর দর্শন করিব না, ষাঠীকে বল পতিত-স্বামী পরিত্যাগ করুক। অমোঘ সেই রাত্রি কোথায় পলাইয়া রহিল, প্রাতঃকালে অমোঘ বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইল। অমোঘ মৃতবৎ শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন দৈব আমার সহায় হইয়াছে। ঈশ্বরাপরাধ এতক্ষণে ফলিল। আয়ু, যশ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ এ সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত আছে। প্রভাতে শ্রীপাদ গোপীনাথ আচার্য্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু দর্শনে গিয়াছেন। অন্তর্যামী প্রভু সার্ব্বভৌম-সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য বলিলেন ভট্টাচার্য্য ও ষাঠীর জননী নিন্দক জামাতা ভক্ত শ্রীজগন্নাথচরণে সেবাপরাধ ভয়ে, মনের দুঃখে উপবাস রহিয়াছেন। অমোঘ বিসূচিকা ব্যাধিতে মৃতপ্রায় হইয়াছে। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি এ সংবাদে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমোঘের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া অমোঘের বুকে শ্রীহস্ত প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, অমোঘ! এই ব্রাহ্মণ হৃদয় সরলতা পূর্ণ। সরলতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যেখানে সরলতা সেখানে কৃষ্ণ বাস করেন। মাৎসর্য্য চণ্ডাল স্বরূপ, সুতরাং হৃদয়ে চণ্ডালকে বসাইয়া পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করিয়াছ কেন? সার্ব্বভৌমদত্ত প্রভাবে তোমার পাপ ক্ষয় হইয়াছে। কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে, অতএব অমোঘ, তুমি সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণনাম কর, ভগবান অচিরে তোমায় কৃপা করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই পরম কারুণিক আশ্বাস বাণী শ্রবণে অমোঘ প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমোঘ পুনঃ পুনঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে বহু দীনতাসহ অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে গাল মুখ ফুলাইলেন, গোপীনাথাচার্য্য অমোঘের হস্ত ধরিয়া চড় বন্ধ করিলেন। পরম দয়াল পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দর অমোঘের গাত্রে শ্রীহস্তদান করিয়া নানা প্রকার বাক্যে প্রবোধ দিতেছেন, সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি আমার স্নেহপাত্র, নিন্দ তো দূরের কথা, সার্ব্বভৌম গৃহের দাস দাসী পশু পাখী সকলেই আমার প্রিয়। তোমার অপরাধ নাই, তুমি কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর। শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম সকাশে শুভাগমন করিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর দর্শনে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া শ্রীচরণে পতিত হইলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন দিয়া আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, ভট্টাচার্য্য, অমোঘ বালক, তাহার দোষ নাই কেন অকারণ রাগ করিয়া উপবাস রহিয়াছ, উঠ সত্বরে স্নান করিয়া শ্রীনীলাচলসুন্দরের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া শীঘ্র আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ কর, তবেই আমি সুখী হইব। তুমি যে পর্য্যন্ত প্রসাদ না পাইবে সেই পর্য্যন্ত এখানেই রহিব। ভট্টাচার্য্য প্রভুর অভয় পদে পতিত হইয়া বলিলেন, প্রভো, অমোঘ মরিত তাহাকে কেন রক্ষা করিলেন?

তিনি বলিলেন অনোধ বালক, শিক্ষা কি কখনও নিষ্ফল হোয় গ্রহণ করে? একণে সে বৈষ্ণব হওয়ায় তাহার অপরাধ মাত্র নাই, তুমি তৎপ্রতি প্রসন্ন হও। ভট্টাচার্য্য তখন, প্রেমগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, প্রভো, আপনি শ্রীজগন্নাথ দর্শনে নিজ জন আদি স্নান করিয়া পশ্চাৎ যাইতেছি। শ্রীশ্রীগৌর সুন্দর গোপীনাথাচার্য্য প্রভুকে আদেশ করিলেন, তুমি এখানে থাকিয়া ভট্টাচার্য্য প্রসাদ সেবা করিলে আমাকে সংবাদ দিবে। ভট্টাচার্য্য স্নান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। সার্ব্বভৌম সম্বন্ধীয় অলৌকিক ভগবদ্ভক্তি কথা আদর্শ স্থানীয়। সংসারের মায়াযুদ্ধ জীব অনেক, ভক্ত সঙ্গ চিরস্থায়ী বলিয়া ধারণা আমাদের প্রবল। আমাদের ইহা উপলব্ধি হয় না যে কি প্রকারে স্নেহময়ী জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যার বৈধবা প্রার্থনা করিলেন? কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করত বিচার, বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ ভগবৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত গৌরৈকনিষ্ঠগণ, সেই জন্যই বৈষ্ণবগণ মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া জগদ্বাসীর স্মরণীয় বন্দনীয় ও পূজনীয়। বৈষ্ণবগৃহিণীবর্গের অত্যুজ্জ্বল সুচরিত্রতা বর্ত্তমানকালে পুরাতত্ত্ব শিক্ষাভিমানিনী ভগিনীদের চক্ষুতে কি প্রকার লাগিবে জানি না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে নারীগণ বেদের মন্ত্র রচনা করিতেন, যেমন বিশ্ববারা, অত্রিকন্যা অপালা, সূর্য্যতনয়া সূর্য্যা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণি বা শচী, বাক্কন্যা ঘোষা, সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি বহু মহিলা কবি পরবর্ত্যা ছিলেন, কিন্তু তৎকালেও অবতারশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের ন্যায় ভক্তিমতী কৃষ্ণৈকশরণা বিদুষীনারী দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়।

এই ঘটনাটিতে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন যে সরলতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। সংশয়ী চণ্ডালের লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে—

ভগবান্ সবারেই করেন উদ্ধার।
বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক এক দুরাচার॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অনোধের ঈশ্বরাজ্ঞাধ ক্ষমা করিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দকের প্রতি তিনি পক্ষপাতশূন্য। এতৎ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ও চমৎকার দৃষ্টান্ত স্মরণীয়। তৃতীয়তঃ ভগবান্ ভক্তের জন্য এত করুণাবিশিষ্ট যে একমাত্র ভক্ত সাক্ষাৎকারের জন্যই তিনি অনোধকে ক্ষমা করিলেন। চতুর্থ প্রকৃত বৈষ্ণবগৃহিণী বা বৈষ্ণব গৃহস্থ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আত্মীয়গণেরও অমঙ্গল দেখিতে বা তাহাদিগের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

ভক্তাধীন ভগবল্লীলা শ্রীশ্রীসাধুগুরু কৃপাতেই উপলব্ধি হইতে পারে। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ তদীয় নিজজন শ্রীগুরুদেবের সুশীতল শ্রীপদছায়ায় আসুন আমরা প্রিয় ভগিনীবর্গ! নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া দুরন্ত কলির ত্রিতাপ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করি।

নিমাই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

শচী দেবী ব্যাড়াতে ব্যাড়াতে বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হোলেন। বড় গিন্নি বোল্লেন, বৌ? আজ অসময়ে যে?

শ। আর মা, এই ছেলের জন্যে অপমানের একশেষ, এমন দুরন্ত ছেলেও হোয়েচে।

ব, গি। কেন, কি হয়েচে?

শ। সে কতা আর বোল্‌বো কি, এমন অশান্ত ছেলে, যা নয় তাই কোর্‌লে। আর আমাকে কতা শুনতে হবে।

ব, গি। নিমাই কোর্‌লে কি?

শ। বাবা, ও ছেলে কি কয়; ওর সঙ্গে পারবে কে?

ব, গি। কোরেচে কি?

শ। তারি দুরন্ত মা! তারি দুরন্ত। আজ বাড়ীতে আকজন ওতিত এয়েচে। সে তাত তরকারী রেঁদে বেড়ে তার ইষ্টি দেবতাকে নিবেদন কোরে দিয়ে চোক বুঁজে যোনতোয় বোলচে, আর এই ছেলে কোতা থেকে গিয়ে, সেই সব তাত তরকারী খেতে লেগেচে। বামুন

থেকে, হায়, হায় কোরতে লাগলো। এমন ছেলে মা?

ব, গি। তার পর?

শ। বামুনের চাঁচামেচি শুনে উনি দৌড়িয়ে বেরলেন। তাকেন নিমাই ভাত হাতে কোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্চে আর হাসচে। এ কি ছেলে মা! একটু বুদ্ধি হোলো না!

ব, গি। তার পর?

শচী। দেকেই তো ওনার মাতা ঘুরে গ্যালো ওতিতের মুকের ভাত খেতে দিলো না? এমন দুরন্ত ছেলে। রাগে একেবারে গস্ গস্ কোরতে লাগলেন, লাঠি হাতে কোরে মারতে ছুটলেন।

ব, গি। উঃ মা আমার, কি হবে? তা বৈ?

শ। ওতো সেই ভাত খেতে খেতে দৌড় দোরলে ভাত ফেলে দিলো না—হাসে আর পেছুদিকে চেয়ে আসচে কি না। ছেলের কতা কি বোলবো মা!

ব, গি। উঃ মা আমার কি ঘেন্নার কতা! তা বৈ?

শ। ছেলে তো হাসতে হাসতে আমার কাচে এসে পোড়লো। একটু ভয়ও নেই, মা কি হবে?

ব, গি। উ মা আমার পোড়া কপাল! নিমাইয়ের এমন কতাও শুন্তে হোলো? তা বৈ?

শ। তার পর সেখানে যারা যারা ছিলো, সব গিয়ে ওনাকে চেপে ধোরলে। বামুনও গিয়ে ওঁর হাত চেপে ধোরলে। অনেক কোরে বোজাতে লাগলো—ছেলে, ওর কি আর অতো বুদ্ধি আচে, যে যা আর, তাই খায়। খাবার জিনিষ দেকলেই খায়, কোন বিচার করে না। ওকে মেরে আর কি হবে? আপনি বুদ্ধিমান, আপনাকে তো আর বোঝাতে হবে না। আর, আমার কপালে আজ অন্নপ্রসাদ নেই, তা কি হবে। ওর কাচে সবই সমান। এই রকম কোরে অনেক বোজালে উনি চুপ কোরে মাতায় হাত দিয়ে বোসলেন।

ব, গি। উঃ মা আমার, জাত গেল, ওতিতের খাওয়া হোলো না। তা বৈ?

শ। তার পর বামুন আর খাঁদতে চায় না। বলে ঘরে যদি ফলমূল কিছু থাকে, তাই এনে দিন, আজ সেই সবই ঠাকুরকে দিয়ে প্রসাদ পাব।

ব, গি। উঃ মা আমার কি লজ্জা, না বোললে কি হয়? তা বৈ? ঘরে কিসের অটুট?

শ। তার পর উনি অনেক কোরে বলাতে আর পাড়ার আর আর সব এসে খোসামোদ কোরলে আবার বামুন খাঁদতে রাজী হোলো। তখন সেই উনোন খাঁদবার আংগা সব তাল কোরে, লেপে পুঁচে, থালা ঘটী বাটী সব আবার ধোয়া কোরে নেয়ে ধুয়ে নতুন কোরে আবার চাল ডাল সব এনে দিলেন, বামুন তখন খাঁদতে বোসলেন। বামুনকে খাঁদতে দেকে সে একটু খুসী হোলেন। কিন্তু ছেলেকে কত বকা বোকলেন। আমাকে কত বোকতে লাগলেন। বোল্লেন তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে এমন খারাপ কোরে ফেলেছ। এখনই বামুন বৈষ্ণব মানে না, বড় হোলে ঠাকুর দেওতাদের মানবে না। ওদের পুজো কোরে ভোগ দিতে গেলে উনিই সব খেয়ে ফেলবেন, কেবল সোহাগ দিয়ে দিয়ে এই রকম হোয়ে গিয়েচে। গর্ভধারিনীর কাছেই ছেলের সকল শিক্ষে। সে যা শিকুবে তাই শিকবে। এই রকম কোরে কতো বোলতে লাগলেন। সে সব কতা বোলতে গেলে রাত দিন থাকে না মা!

ব, গি। উঃ মা আমার, মরণ ভালো, এত অপমান! তা বৈ?

শ। কি কোরবো মা! ছেলে দুরন্ত, মাতা হেঁট কোরে কান পেতে পেতে শুনতে লাগলাম। ছেলে দুরন্ত হোয়েচে বোলে তো আর মেরে ফেলতে পারি নে? বাচা আমার বেঁচে থাক্, বড় হোলে সবই ভাল হোয়ে যাবে। সকলে বোলে, যে পর্য্যন্ত বামুনের খাঁদা খাওয়া না হয় ততক্ষণ বিশ্বম্ভরকে অন্য বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাকো। তা না হোলে আবার যদি ভাত তরকারী খায়, তবেই সর্ব্বনাশ হবে। তাই মা! এমন সময় নিমাইকে নিয়ে এখানে এলাম।

বড়গিন্নি নিমায়ের কাণ্ড শুনে একেবারে থ হোয়ে গ্যালো। মনে মনে একটু দুঃখ হোলো বামুনের মুখের ভাত খেতে দিলে না। তবে ঐ টুকু কোড়ে ছেলে, সে এত সাহস কোরে যে, কোতাকার একজন অচেনা লোক, তার কাচে গিয়ে ভাত খেয়েচে, একটু ভয়ও হয় নি ভেবে ও দুঃখটা মনে বেশীক্ষণ থাকলো না, নিমাই যে খুব সাহসী

তাই বার বার মনে আসতে লাগলো। নিমাইকে কোলের কেতর টেনে নিয়ে, গালে একটা চুমো খেয়ে, মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে বোল্লে, এমনি কোরে কি বামুনের ভাত খেতে আছে ভাই?

নি। আমাকে ভাত খেতে ডাকলে কেন? আমাদে খেকেচে, তাই খেতে দিচি। না ডাকলে কি যাই?

শ। নাও ঐ শোন—একে যেনো কে ডাকলে, ঐ ভাব।

ব, দি। কোতাকার বামুন, কোন কুলে বা উৎপোত্তি তা কে জানে? তুই ভাই তার ভাত খেইচিস, তোর জাত গিয়েচে।

নি। আমার বাড়বকি হয়। ও বামুন আর আমি বোষ্টম। বামুনের ভাত খেলে কি বোষ্টমের জাত যায়? আমি তো ত্রিলোকেই বামুনের ভাত খাই।

শ। ঐ নাও, আর খানা শোনো। কি ভরাভো ছেলে মা! পেট থেকে এত কথাও বোলতে পারে।

(ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ।

গত ২৭শে বৈশাখ শনিবার বসিরহাটস্থ শ্রীযুক্ত যাদবলাল কবিরাজের আগ্রহাতিশয্যে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থস্বামী, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ প্রমুখ ভক্তগণ সহ বসিরহাটে শুভাগমন করেন। তথায় বিশ্বম্ভরীনস্থিত সভায় শ্রীশ্রীপরমহংস গোস্বামী মহারাজ দুই ঘণ্টাকাল শ্রৌতপন্থা ও তর্কপন্থা, অবরোহবাদ ও আরোহবাদ, অধোক্ষজ ভক্তি ও অক্ষজ জ্ঞান, বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও আধুনিক গ্লানি ইত্যাদি বিষয়ে বহু গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সভার কার্য্য পরিচালনের ভার শেষ করেন। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপরমহংস গোস্বামী মহারাজ অত্রত্য হরিসেবার কার্য্যের অনুরোধে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বসিরহাটের অনতিদূরে মুঁড়াগ্রামে স্বধামগত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে মুঁড়াগ্রামের সদালাপ সভায় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হয়। সুযোগ্য সভাপতি মহোদয় মুঁড়াগ্রামের সদালাপ সভার সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন এবং তৎসঙ্গে আধুনিক ধর্ম্মের গ্লানির কথা বুঝাইয়া দেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বহু বহু শিক্ষিত ব্যক্তি স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণে নিত্য সত্য আত্মধর্ম্ম ও তথা কথিত প্রচলিত গতানুগতিক দেহ ও মনোধর্ম্মের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করেন তৎপরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আদর্শ গুরুসেবক বাল ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী 'সদালাপ কাহাকে বলে?' 'সদ্বস্তু কি?' ও বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রত্যক্ষ শ্রীগুরুর আদেশে কীর্ত্তন করেন। এই গুরুসেবার মূর্ত্তিস্বরূপ বাল ব্রহ্মচারীটীকে দর্শন করিলে বৌদ্ধযুগের আদর্শ গুরুসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারিগণের কথা মনে পড়ে। ইহাকেই বলে শ্রীমদ্ভাগবতের আচার্য্যদেবনরূপ স্বরূপবোধক ব্রহ্মচর্য্য। সদালাপ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও সেবাবুদ্ধি বিশেষ প্রশংসাহ। রবিবার দিবস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপরমহংস গোস্বামী মহারাজের আদেশে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বসিরহাটে সভার কার্য্যের জন্য অবস্থান করেন। পরমহংস গোস্বামী মহারাজের শুভ আগমনবার্ত্তার কথা শুনিয়া সেদিন নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং স্থানীয় হাকিম, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি বহু বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আগমন

করেন। সকলের অনুরোধে প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় "শ্রীনাম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত জনমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয্যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অপরাহ্ণেও বক্তৃতা প্রদান করিতে হইয়াছিল। বৈকালে শিক্ষিত লোক সংখ্যা আরও অধিক হইয়াছিল। সকলের অনুরোধে বক্তা "কৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞানে সংবিদের লাভ" এই কথার ব্যাখ্যা উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, ঘটসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাখ্যা করেন। সকলেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মুখে যুক্তিপূর্ণ বিচার প্রণালী ও সিদ্ধান্ত শ্রবণে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস গোস্বামী মহারাজের শিষ্যগণের প্রতি শক্তি-সঞ্চারের অপূর্ব ক্ষমতার মুহুর্মুহুঃ প্রশংসা করিতে থাকেন। নিকটবর্তী গ্রামবাসিগণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে তাহাদের নিজ গ্রামে লইয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি শ্রীগুরুদেবের অনুমতি না থাকাতে অন্যত্র না গিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠেই প্রত্যাবর্তন করেন।

গত ৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার ভদ্রকালী শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন সমিতির সম্পাদক ও সভ্যগণের অনুরোধে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, ও কতিপয় ভক্ত তথায় গমন করেন। শ্রীপাদতীর্থ মহারাজের আদেশে শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীমন্মহা-প্রভুর আগমনের কারণ সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীপাদতীর্থ মহারাজ অতি প্রাঞ্জলভাষায় দুইঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সকলকে বুঝাইয়া দেন। কীর্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন প্রামাণিক মহাশয় যত্নের যত্ন ও আগ্রহ প্রশংসার্হ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বক্তৃতা অন্তে বহুস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ, বক্তৃতা ও হরিকথা কীর্তন করিয়া জীবের নিত্য মঙ্গল সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বক্তৃতার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। দত্ত মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র দেবেন্দ্র দত্ত ও তাঁহার বৈবাহিক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরমোহন দত্ত মহাশয়ের বিনু ও বৈষ্ণব সেবায় আন্তরিকতা, সত্যের প্রতি প্রীতি বিশেষ প্রশংসনীয়। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সরকার মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বক্তৃতা হইতে ১৪ মাইল দূরে সালিয়াল গ্রামে প্রচারার্থ গিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের সত্য প্রচারের আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত গৌরেন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে হাটাল অঞ্চলের নানাস্থানে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণী সফল হইতেছে।

ভারতীয়।

বাবরদেবের ফাঁসী—বরোদার বিখ্যাত দস্যু বাবর দেবের বিরুদ্ধে কাসির হুকুম বরোদা সুপ্রিম কোর্টে আপীলে বহাল রহিয়াছে।

শ্রীযুত দাসের বিলাত-যাত্রা—বিলাতের "ডেলী নিউজ" পত্রে প্রকাশ যে, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস খুব সম্ভব শীঘ্রই প্রধান মন্ত্রীর সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিবেন।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু—গত এই মে ফেনীর অন্তর্গত সিউলা নামক স্থানে আজু আলী নামক এক ব্যক্তির বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

রায়বেরেলীতে ৪ জনের ফাঁসী—রায়বেরেলীতে গত বকরিদের সময়ের দাঙ্গা বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। বিচারে দুর্গাপ্রসাদ, গোবিন্দ প্রভৃতি ৪জন হিন্দুর ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে। বাকী আসামীগণ খালাস পাইয়াছে।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ভুয়াচুরীর চেষ্টা—ঢাকার ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে একটী মামলা চলিতেছে যে, বরদাকান্ত দে নামক একব্যক্তি গ্রামবাসীদিগকে গিয়া বলে যে, একজন সন্ন্যাসী নোট দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারে। গ্রামবাসিগণ সন্ন্যাসীকে আনিতে বলিলে বরদাকান্ত বে, গুরুচরণ সাহা নামক একব্যক্তিকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া

লইয়া যায়। সেখানে উহাদিগকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। দেশের সাধু সোহাগে কত চুকই চলিতেছে!

'বেঙ্গলী' নূতন বন্দোবস্ত—আমরা জানিতে পারিলাম যে, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইহাই 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রেনাথ বসু, আই, বি, সেন প্রভৃতিকে লইয়া একটী সম্পাদকীয় বোর্ড গঠিত হইতেছে। তাঁহাদের পরামর্শে 'বেঙ্গলী' চালিত হইবে।

উচ্চ কর্ম্মচারীদের বিদায়—ভারতের বড়লাট প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারীদের কার্য্যকালে যাহাতে ছুটীর বন্দোবস্ত হয়, তৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডে একটী বিল উপস্থিত করা হইয়াছে।

মেথর ধর্ম্মঘটের অবসান—গত সপ্তাহের বুধবার কর্পোরেশনের মেথর শ্রীযুক্ত [illegible] কলিকাতায় তিনদিন মেথর ধর্ম্মঘটের পর তিনি স্বয়ং বাহির হইয়া মেথরদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের দাবী সম্বন্ধে কয়েকটী প্রতিশ্রুতি দিয়া, তাহাদিগকে কাজে যোগদান করিতে স্বীকৃত করান।

পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ—একটী সংবাদপত্রের ইস্তাহারে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, গত ৯ই মে এজেলীতে ৫০ জন বিদ্রোহীর সহিত পুলিশের যুদ্ধ হয়। ফলে ১২ জন বিদ্রোহীর মৃত্যু হইয়াছে। একজন কনেষ্টেবল আহত হইয়াছে। একটী রাইফেল এবং কিছু কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। বিদ্রোহী নেতাকেও গুলির আঘাতে মারা গিয়াছে।

বর্দ্ধমানে ডাকাত দল গ্রেপ্তার—বেহেরী ও বর্দ্ধমান জেলায় কয়েক বৎসর যাবৎ একদল ডাকাত ভীষণ অত্যাচার করিতেছিল। তাহাদিগকে পুলিশ কোনক্রমেই ধরিতে পারিতেছিল না। গত ২৭শে এপ্রিল বর্দ্ধমান জেলার দুর্গানগরে ডাকাতেরা আছে এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ অধিনায়ক তথায় উপস্থিত হয়। ডাকাতেরা একটী ভাঙ্গা বাড়ীতে আশ্রয় লয়। তাহারা কিছুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর পুলিশের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে।

মসজিদের সামনে বাজনা—মৌলানা সৌকত আলী দিল্লী হইতে বোম্বাই রওনা হওয়ার সময় 'ডাবত মিত্র' পত্রের জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকটী প্রশ্ন করেন। উহার উত্তরে মসজিদের সামনে বাজনা সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলেন, মসজিদের সামনে বড় বড় করিয়া ট্রাম যাইতেছে এবং নানারূপ গোলমাল হইতেছে, তাহাতে মুসলমানদের সমাজের ব্যাঘাত হয় না, আর তাহার তাই যদি আনন্দোৎসবের জন্য মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইয়া যায়, তাহা হইলেই নমাজের মত ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সমস্ত কগড়াকাটীদের প্রতি খোদা কখনই প্রসন্ন হইতে পারেন না। হিন্দু ও মুসলমানগণ যে এই শ্রেণীর কগড়াতে মত হন, উহা বড়ই লজ্জার বিষয়। ঈশ্বরের পূজা কি হৃদয় হইতে হয়, না বাহির হইতে হয়? হজরত নবী স্পষ্ট বলিয়াছেন, স্বর্গ হইতে প্রেম আসে না,—প্রেম আসে স্বর্গের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর হইতে। ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি কখনও এই শ্রেণীর কগড়ার মত হইতে পারে না।

ঢাকায় ডাকাতি—গত শনিবার ঢাকার অন্তর্গত কেওয়ারীগঞ্জের অধিবাসী দেবেন্দ্র সাহার গৃহে প্রায় ১৫ জন ডাকাত লাঠী মশাল প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিয়া নগদ টাকা এবং গহনায় প্রায় ১৫০০০৲ টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

বৈদেশিক।

ভিয়েনার ব্যাঙ্ক ফেল—ভিয়েনার অনেক ব্যবসায়ী ষ্টেক মূল্য ফ্রাঙ্কে লইয়া কটকারবারী করায় ফলে তথাকার প্রায় ৪০টী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ফেল পড়ার মধ্যে হইয়াছে। দুইটী খুব বড় বড় ব্যাঙ্ক এই কারবারে ৫০ কোটী ফ্রাঙ্ক হারাইয়াছে। যদি গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য না করেন, তবে ঐগুলি ফেল পড়িবে।

জাপ-আমেরিকান বিরোধ—ওয়াসিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে জাপান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসন স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১লা জুলাই হইতে ইমিগ্রেশন বিল কার্য্যকারী হইবে না। জাপানের সঙ্গে এই বিষয়ে কোন মিটমাট হইতে পারে কিনা, তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে এই বিলের কার্য্য আগামী ১৯২৫ খৃঃ অব্দের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। আমেরিকার কংগ্রেসও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১০ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩১, ২৪শে মে ১৯২৪

৩য় সংখ্যা

হরিকথা।

হরিকথা বলিতে হরিসম্বন্ধিনী কথা বুঝাইয়া থাকে। হরিজনের কথাও হরিকথা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ" হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ বস্তু, সুতরাং হরি-সম্বন্ধি বা হরিজনসম্বন্ধি কথাও নির্গুণ কথা। সেজন্য কোনও অজ্ঞকল্পানুপ সম্প্রদায়ের বিচার এই যে "নির্গুণ" বস্তুর সম্বন্ধে কোনও কথাই বলা যাইতে পারে না। যাহা কিছু বলা হইবে সবগুলি অসম্পূর্ণ ও ভুল, সুতরাং অনর্থক ঐ সম্বন্ধে কথা না কহিয়া, চুপ করিয়া ধ্যানমগ্নাদি-ভাবে ভজন করাই ভাল।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রীতৈত্তিরীয়োক্তবাক্য-দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে হরি বা নির্গুণ বস্তু কীর্ত্তনীয় হইতে পারেন না, উহার দ্বারা মায়াগ্রাহী, অধোক্ষজ দেবোন্মুখ হরিজনগণ জানেন যে শ্রীহরি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কীর্ত্তনীয় বিষয় নহেন, কিন্তু শ্রীহরি চিদিন্দ্রিয়-দেবোন্মুখ জিজ্ঞাসিত সাধুগণ কীর্ত্তনীয় বা কথিত হইতে পারেন। কিন্তু এই বিষয় লইয়া একদিকে যেমন অজ্ঞানান্ধ বহির্মুখ মায়াবাদী সম্প্রদায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তদ্রূপ অন্যদিকে কাল্পনিক অপ্রাকৃতিরাই, কর্ত্তা ও কর্ম্ম সম্প্রদায়ও বিশেষ এক প্রকার বিপরীত মায়াবাদী সম্প্রদায়ে নিম্নের কথন অপরাধের বাস্তবীয় বস্তুই নামরূপাদ্বক অতএব যদি ব্রহ্মও শব্দাত্মক বস্তু হন হইলে তিনিও জাগতিক-বস্তু-শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া পড়েন। সুতরাং তাহাদের কর্ত্তা-পাত্রাদিক বিচার দ্বারা এইরূপ স্থির করিলেন নির্গুণ বস্তুর সম্বন্ধে কোনও কথা নাই তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে তাহা সকল ক্ষেত্রেই ভুল কথা হইয়া পড়িবে। কিন্তু এইরূপ বিচারের সকল অনেক না হইতে জানে। জাগতিক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইল না ভ্রান্তি সমার্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইল। উহার দ্বারা ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব বা নির্গুণত্বকে খর্ব্ব করা হইল। বৃহৎ বস্তু যে সমস্ত শক্তির আধার তাহা অস্বীকার করা হইল। ব্রহ্ম বস্তু তাহার কলত্র, অসীম, অচিন্ত্য শক্তির বলে সকল বস্তু হইতে দেবোন্মুখ ভক্তজীবের

চিন্তায় তাঁহার নির্গুণস্বরূপপ্রকাশ করিতে পারেন এবং সেই শরণাগত সেবোন্মুখ জীব সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্গুণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি, তাঁহাকে বাঁধিয়া লইবার প্রয়াস বলিয়া অজ্ঞজ্ঞানবাদী-সম্প্রদায় সাধুগণ কর্তৃক মায়াবাদী সম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। তাহারা অনন্তশক্তি-সম্পন্ন ভগবানকেও নিজ নিজ ক্ষুদ্র মাপকাঠির ছাঁচে ফেলিয়া ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির কার্য্যাবলীতেও নাকার সিদ্ধান্ত উঠাইয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা বলিয়া থাকেন নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কোনও কথা নাই সগুণব্রহ্মের সম্বন্ধেই কথা। কিন্তু সাধু-শাস্ত্র বলেন নির্গুণ হরিই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়।

"তন্নাম্নৈকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥"
ভাঃ ১।১১।১৪

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

অপরদিকে কর্ম্ম-জড়গণ বা প্রাকৃত সাহজিকগণ মনে করেন প্রকৃতির অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা, আমাদের জড়েন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে যে অক্ষর উচ্চারণ করা হয় তাহাই 'নাম,' জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা হয় তাহাই হরিকীর্ত্তন বা শ্রবণ। কিন্তু তাহারাও বিষ্ণুমায়ামোহিত হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"
'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধ-জীবের জড়েন্দ্রিয়ের গোচর নহে কিন্তু সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত চিদিন্দ্রিয়ের সেই স্বপ্রকাশ বস্তু স্বতঃই কৃপাপূর্ব্বক স্ফুরিত হইয়া থাকেন। যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তনে ফলোদয় হইত তাহা হইলে প্রয়োজনে কোনও হরিবিমুখের কথায় কেহই কাণাকড়ি দিয়া হরি কীর্ত্তন করিতে প্রয়োজনের বা ঐ সকল কথাশ্রবণকারীর মঙ্গল হইয়া যাইত। কিন্তু ঐরূপ—

"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" পৈঃ চঃ।

সেবোন্মুখ-ভিমানের সহিত যা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল কথা হয় তাহাতে 'হরি' এই অক্ষরের ব্যবহার উল্লেখ থাকিলেও, বা তাহারা শাস্ত্রের কথা হইলেও প্রলাপ, বা কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্যের কথার ন্যায় হইয়া পড়িবে। নির্গুণ হরিকথা ভোগোন্মুখ ব্যক্তির নিকট তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশ করেন না। এজন্য দেখা যায় ঐ সকল বদ্ধজীব হরিকথার সেবা না করিয়া তাহার সাহায্যে ধনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে। এই জন্যই সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" হইতে শরণাগত ব্যক্তিই হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

আধুনিক কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে হরি-কথার দ্বারা জীবের উপকার হওয়া সুদূরপরাহত, কেবল কথার কথা। সুতরাং হরিকথাদির আলোচনা ফলাইয়া, দরিদ্রের সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের উন্নতি, পীড়িতকে ঔষধ-প্রদান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন-প্রদান, চরকা, বয়ন প্রভৃতি শিল্প কার্য্যের শিক্ষাপ্রদান করাই বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ তাহাদের যুক্তি এই—"আগে বাঁচিয়া না থাকিলে হরিকথা শুনিবে কে?" রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তির কর্ণে কি হরিকথা পৌঁছে? কোনও কর্ম্ম জড় ব্যক্তি একথা দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—"সরকার বাহাদুর বহুবিধ নূতন নূতন 'কর' প্রচলন করিতেছেন, তিনি যদি এই সকল হরিকথাকীর্ত্তনকারিব্যক্তি-গণের কথার উপর একটা 'কর' বসাইতেন তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইত।" আজকাল দেশময় এইরূপ নাস্তিকা-বাদের রোল উঠিয়াছে। শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী সংখ্যক লোক এই সকল কথার আদর করিয়া থাকেন। এই সকল কথার মূলে সূক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে অসীম, অপরিতৃপ্ত ভোগানলের লোলজিহ্বা দাউদাউ

নাই কিছু নাই। এখন দেশ-সেবা, ধর্ম-সেবা, সমাজ চিকিৎসিতার মূলে নিজ নিজ সুবিধার চেষ্টা কাছরভাবে লুকাইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল কার্য্যে যদি নিজ সুখ না থাকিত, 'আমি যদি ঐ দেশের উন্নতিকল্পে একজন না থাকিতাম তাহা হইলে সেই দেশের বা সমাজের উন্নতির জন্য কাহার চেষ্টা হইত না'। নদীর জল শুকাইলে তাহাতে নদী পার হইবার আশা বিফল, নদীও শুকাইবে না পারও হওয়া যাইবে না। দেশের উন্নতি করিবা, খাওয়াদাওয়ার সন্ধান করিয়া পরে হরিকথায় মনোনিবেশ করিব এ বিচারও রূপ। খাওয়াদাওয়ার যোগাড় থাকিলেই হরিকথা শুনিবার কাল হয় না, তবে বহুলোক হরিকথা শুনিত। আগে উপসর্গগুলি কমাইয়া পরে মূল রোগ চিকিৎসা করা যাইবে, আগে পাকের পাতার পাতায় জল সেচন করা যাউক, আগে বিবিধ অন্য প্রত্যঙ্গে আরাধ্য বস্তু প্রদান করা হউক ইহা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক সর্ব্বপ্রথমে মূলরোগ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, উদ্যান মালী গাছের গোড়ায় জল সেচন করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রাণেই আহার প্রদান করেন। এই জগতটাই অভাব অসুবিধার রাজ্য—সহস্রবীরের জেলখানা, জেলখানায় কারাগৃহ খোঁজা, সুখ সুবিধা খোঁজা হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করিয়াও নিতে পারা যাইবে না। যতদিন ভগবানকে ভুলিয়া থাকিতে হইবে ততদিন এই অভাব অসুবিধা থাকিবেই থাকিবে। কখনও লোহার খাটের বা কখনও সোনার খাটের পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু ভগবানকে ভুলিয়া থাকা পর্য্যন্ত খাট বা শয়ন সুখ হইবে না। ভগবদ্বিমুখতা রাখিয়া দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা কুকুরের লেজ সোজা করিবার মত বৃথা পরিশ্রম। সারগ্রাহী সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐরূপ পণ্ডশ্রমের কার্য্যে অমূল্য নরজীবন ব্যয় করেন না। তাঁহারা বলেন যে ভগবন্—

যদ্ যদ্যদ্ভবতঃ ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতাজন্মজন্মান্তরেঽপি-
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

হে ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার যে যে হউক না কেন আমার যেন তোমার পাদপদ্মে একান্ত ভক্তি হয়।

হরিকথাবিমুখ হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন কুক্কুর শূকরাদি কি মনুষ্যের অপেক্ষা অধিকদিন বেশী বাঁচিয়া থাকে না? কাকবিষ্ঠাশনের কয়টা কি মানুষের চেয়েও অধিক স্বল্প গ্রাস গ্রহণ করে না? গ্রামে শূকরগুলি কি মানুষের চেয়েও অধিকমাত্র খাদ্যাদি গ্রহণ ও স্ত্রীসঙ্গাদি ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না?

ভগবদ্ভজনকারীর সামান্য খাওয়া দাওয়ার অভাব শুনিয়া কথা উল্লাসিকতা, সার্ব্বভৌমত্ব, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য ভক্তের সেবার জন্য সদা প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। শ্রীগীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ-পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

ভগবান নিজে ভক্তের যাবতীয় বোঝা বহন করিতে পর্য্যন্ত স্বীকৃত। আমরা এতদূর নাস্তিক যে বেদবাদীতে পর্য্যন্ত আমাদের আস্থা নাই। যে পর্য্যন্ত আমাদের হরিকথায় শ্রদ্ধা না হইবে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সুখ পরিশ্রম মাত্র।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ভাঃ ১।২।৮

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবের পরম প্রয়োজন—

"জীবস্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহকর্ম্মভিঃ।"

ভাঃ ১।২।১০

সচ্চ পুরু পুণ্য সুকৃতি ফলে জীবের হরিকথায় রুচি হয়। যথা—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥

ভাঃ ১।২।১৭

একমাত্র হরিকথায় রতি হইলে জীবের যাবতীয় অনর্থ-রাশি উৎপাটিত হয় এবং শ্রীভগবান জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় কামাদি বাসনা বিনষ্ট করেন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাং॥

হরিকথা মুমুক্ষু ব্যক্তিরও মুক্তকণ্ঠী। একমাত্র হরি-কথা শ্রবণকীর্তনেই যাবতীয় জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়। যোগ, যজ্ঞ, দান, ইত্যাদি প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্য কল্যাণ হইতে পারে না। কারণ ঐসকল আত্মার স্বরূপ-ধর্ম নহে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরীক্ষিৎ মহারাজ নানামুনির নানা ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ হরিকথা শ্রবণ করিয়া মুমুর্ষু অবস্থায়ও নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুকে বলিয়া ছিলেন—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজাচ্যুতং হরিকথামৃতং॥

হে ব্রহ্মন, যদিও আমি প্রায়োপবেশনার্থ উত্তম পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনার মুখপদ্ম বিনিসৃত হরিকথামৃত পান করাতে এই দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ দিতে সমর্থ হইতেছে না।

বাসুদেবকথাই প্রশ্ন তদীয়পাদোদ্ভব গঙ্গোদকের ন্যায় প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা ত্রিবিধ-পুরুষকেই পবিত্র করেন।

বাসুদেবকথা প্রশ্নঃ পুরুষাং শ্রোতৃ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥

১০।১।৩

সূর্য্য প্রতিদিন সকল লোকেরই আয়ু হরণ করিতেছেন কিন্তু যাহারা হরিকথার রস আস্বাদন করেন তাহাদেরই আয়ু বৃথা নষ্ট হয় না,—সফল হইয়া থাকে।

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥"

ভাঃ ২।৩।১৭

হরিকথা মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী সকলেরই আশ্রয়ণীয় বস্তু। ইহা একমাত্র সর্বৌষধি। যিনি এই হরিকথা হইতে বিরত হন আত্মঘাতী এ পশুর তা।

"নিত্যস্তদৈকমনসামুত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া তৃষ্যতাম্।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

ভাঃ ১০।১৪

হরিকথাই অনন্যভক্তগণের প্রাণ। শ্রীভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

১০।৯,১০

ভগবদ্ভক্তগণ চিত্ত ও প্রাণকে ভগবানে সমর্পণ করিয়া পরস্পর তাঁর বিনিময় ও হরিকথার আলোচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় আত্মারাম হইয়া রাগমার্গের প্রেমানন্দ সুখে রমণ করেন। যিনি এইরূপ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে সতত ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করেন ভগবান তাঁহাকে নির্ম্মল বুদ্ধি যোগ প্রদান করেন। সেই বিমল সাত্ত্বিক জ্ঞানের সাহায্যে তিনি ভগবানের নিত্য-সেবা লাভ করেন।

হরিকথা—কীর্ত্তনের ন্যায় আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন নাই; যিনি হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন তিনিই মহাবদান্যবর। কলিকলুষনাশনকর্ত্তা শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, ও গৌরপার্ষদগণ সকলেই মহাবদান্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বিরহকাতরা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন।

"তবকথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

হরিকথা নিত্যসুখে নিত্যপ্রাণ জনের অমৃত ও মুক্ত জনেরও উপাস্য বস্তু, যাবতীয় কল্মষবিনোদকারী, কর্ণরসায়ন, সর্ব্বসিদ্ধি সমন্বিত। যাঁহারা সংসারে এই হরিকথা বিস্তার করেন তাঁহাদের মত মহাদানশীল আর দ্বিতীয়

নাই। অন্নদান, বস্ত্রদান, গৃহদান, বিদ্যাদান, প্রাণদান বা কেন তত্ত্ব তাৎকালিক কৃষ্ণ দান মাত্র, কিন্তু হরিকথা দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তাহার দ্বারাই জীবের নিত্য মঙ্গল হইয়া থাকে। সাধুগণ, শাস্ত্রজ্ঞগণ হরিকথা দান ব্যতীত অন্য কুত্র দান বা নৈমিত্তিক দান করেন না। এই জন্যই শ্রীগুরুদেবের আদেশ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥"

আধুনিক চিন্তাড় সম্বন্ধবাদী বা কর্ম্মজড় নাস্তিকগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হরিবিমুখ ভোগপরায়ণ জীবের সেবা, দরিদ্রভরণ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখান নাই। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দ দ্বারা তিনি জগতে হরিকথা-কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। ইহাকেই বলে মহাবদান্যতা। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, (আদি ৯ম)

এথা আলালেরে আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজরে অমরে॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥

সুতরাং যাঁহারা হরিকথা প্রচার করেন তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, তাঁহারাই জীবের মূল—ব্যাধি নিরাময় করিতে চেষ্টাযুক্ত, তাঁহারাই জীবের নিত্যমঙ্গল প্রদাতা।

ভক্তিবিনোদ, বিবেকিগণ তাৎকালিক অন্নদান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বা নৈতিক কথা কখনও করেন না, কেবল হরিকথা তাঁহাদের প্রমোদ।

গৌতমাদি ঋষি ভাগবত-বক্তা সূতকে বলিয়াছিলেন :—

"ত্বং কথাস্তাম্ মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়াঃ।
অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাং।
কিমন্যৈর্হরসন্তোষাদন্যো বিপুলো বলায়ুষঃ। ভাঃ ১।১৩।৬

হে মহাভাগ সূত! যদি আপনার বক্তব্য বিষয় বিষ্ণুকথাশ্রয় হয় অথবা উহাতে যদি বিষ্ণুর পাদপদ্মের মধু-আস্বাদনকারী হরিজনের কথার সম্ভব থাকে, তাহা হইলেই বর্ণন নচেৎ তত্ত্ব অসারালাপে প্রয়োজন নাই, তাহাতে শুধু আয়ুক্ষয় হয় মাত্র। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, আত্মা তগবানও জিত হন, এবং সত্ত হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন।

জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদি চেষ্টার দ্বারা সেইরূপ মঙ্গল হয় না, বরং জীবকে নানা প্রকারে বিপথে পরিচালিত করিয়া থাকে। জ্ঞানে আত্মবিনাশরূপ অনর্থ, যোগে অষ্ট-সিদ্ধ্যাদির প্রলোভনরূপ বিঘ্ন বা কৈবল্যরূপ আত্মবিনাশ, কর্ম্মে নানা যোনিভ্রমণাদি হইয়া থাকে। কিন্তু হরিকথায় শ্রীভগবান সত্ত হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে জানা যায়—(১০।১৪।৩)

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

অর্থাৎ হে ভগবন, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান-চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূরে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সাধু মুখবিগলিত ভবদীয় কথা শ্রবণ করেন ও সাধুপথে স্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে ঐ সকল বাক্যে প্রাণপাতবিশিষ্ট হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি সকলের নিকট অজিত হইলেও তাহাদের বশ হন। একদা দেবহূতি কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন 'বৎস, আমি অবলা জাতি, যোগ যাগ, জ্ঞানাদি সাধন আমার পক্ষে সম্ভব নহে, আমার পক্ষে নিত্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সঙ্গ। সাধক ও সিদ্ধে অপেক্ষা অন্য পরম মঙ্গল নাই।

কর্ম্মজড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের হরিকথায় বিশ্বাস নাই। তাহারা কর্ম্মের ফল বড়ীকেই বড় মনে করেন। ইহার কারণ তাহারা ভৌমী মায়াতে বিমোহিত। সেই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ বলিয়াছেন— (৬।৩।২৮)

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা।
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো।
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রময়োঽনুপশ্যে॥

হরিকথাই জীবের স্বরূপধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

জীব যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন হরিজনের সাক্ষাৎকার পান ততদিনই তাঁহার সামাজিক কথা, দেশের কথা, নৈতিক কথা, সাহিত্য ও কাব্যের কথা, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রবিদ্গণের শব্দজল বিবাদের কথা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণের ব্রহ্মকথা, বা তুচ্ছ কথার ভীড় থাকে। প্রকৃত হরিজন শুদ্ধ হরিসেবার কথা ছাড়া অন্য কোনও কথার আদর করেন না। গৌরপার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ চৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবদ্ভক্তীভবেৎ
তাবচ্ছান্তি বিশুদ্ধতত্ত্বমহতে নো লোক হেয় স্থিতিঃ।
তাবদ্ধাম্নবিরাং বিধঃ কলকলোন্নানাবহির্ব্যস্তুষু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজস্থিরকলা যাবন্নৃণাং গোচরঃ॥

প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর স্বমুখে বলিয়াছেন—

শ্রীভাগবতোপনিষদঃ দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যত্র সন্তি প্রবচ্ছিত্তকল্পাস্ত্র-পুরুষার্থদঃ॥

ঔপনিষদ ব্রহ্ম হরিকথামৃতের প্রসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত। যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রবতা, কম্প অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকল পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল সাত্ত্বিক বিকার বিহীন শিষ্কিল চক্ষু ভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির চক্ষুর জল নহে, প্রাকৃত সহজিয়ার চক্ষের ভাবটোও নহে কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের "তদশ্মসারং" শ্লোকে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ [illegible] প্রাপ্ত হয়, ইহাই [illegible] জীবের এক মাত্র সাধ্য, ও উপায়ের হরিকথা প্রবণই জীবে দয়া, একান্তিক ও স্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মিলনের মহাস্ত্র, জীবন্মুক্ত আত্মধর্ম্ম, অভিন্ন শ্রীহরির দুর্লভ সঙ্গ ও সেবা।

অন্বয়-জ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সত্য অর্থাৎ কৃষ্ণ কার্ষ্ণাত্মিক দর্শনকে অন্বয় জ্ঞান কহে। "একোঽহম্ বহুস্যাম্" এই শ্রুতি বাক্যে শ্রীভগবানই যে বহুরূপে লীলা করিতেছেন ইহা বুঝা যায়। স্বয়ংরূপে শ্রীভগবান সেবাতত্ত্বের অভিনয় করেন। সেই স্বয়ংরূপ দ্বিবিধ যথা ঐশ্বর্য্যময় শ্রীনারায়ণরূপ এবং মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণরূপ। মায়াশক্তিকে আশ্রয় করতঃ মায়াধীশ সাজিয়া তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য্য সাধন করেন। শাস্ত্রে ত্রিবিধ মায়াধীশ রূপকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কহে। লীলা বিস্তারার্থে স্বতঃসিদ্ধ জীবরূপে তিনি সেবকতত্ত্বের অভিনয় করিতেছেন। সেবকতত্ত্বরূপী জীবে মায়াধীশত্বাভিমান সংস্থাপন করা হেতু জীবগণ প্রায়ই ভগবৎসেবা ভুলিয়া মায়িক অনিত্য পদার্থে আসক্ত হইতেছেন এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভগবদ্বিদ্বেষীর অভিনয় ও করিতেছেন। শ্রীভগবানই যখন আশ্রিতত্ব এবং তদাশ্রয় পদার্থগুলি যখন তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই সকলের অধীশ বা আশ্রয় ও তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকিতে পারেন না। মৃন্ময় ঘট যেরূপ উপাদান কারণ মৃত্তিকার জ্ঞানকে বাদ দিয়া নিজসত্তাস্থাপনে অসমর্থ, তদ্রূপ নিমিত্ত ও উপাদান কারণাত্মক শ্রীভগবত্তত্ত্বকে আশ্রয় না করিয়া কোন পদার্থই নিজ অস্তিত্ব স্থাপনে সমর্থ নহে।

আশ্রিত পরাধীন ভক্তের ভক্তি আশ্রয় করিয়া সেবা ও গুণকীর্তন করে। যাহারা সেবা ও গুণ কীর্তন দ্বারা ভক্তের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে অভিলাষ করেন তাহারা অকৃতজ্ঞ এবং দুরাচারী। [illegible] নিয়মগামী হইলে উহা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দোষিত হইয়াছে।

১২। শ্রীভগবৎ-কথী যাহা ভক্তাবিগিকে কৃপা ও সূক্ষ্ম শরীর [illegible] আশ্রয় করিয়া অনিত্যজগতে প্রেরণ করেন। শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান আবৃত থাকে হেতু তাহারা নাম বিগ্রহে অনেক হইয়া থাকেন না। বাহ্য বিষয় সঙ্গনিবন্ধন তাহারা নানাবিধ যোনিতে ভ্রমণ করেন ও অজস্রধারে নিপতিত হন। পরে যে তাহারা পুনরায় ভোগোন্মুখতাহেতু দাস্য করেন, তাহাকালে পরাস্থ মায়ার অনুচরগণ তাহাদিগকে মোহিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। সংসারে পিষ্ট হইয়া যখন তাহারা "হা হতোস্মি" বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন; তখন ভগবৎ কৃপায় সৎগুরুর সন্ধান করেন এবং তাহার চরণে আত্মনিবেদনপূর্বক ভগবৎ-সেবা-পদ্ধতি অবগত হইতে থাকেন।

১৩। সৎগুরুর প্রদত্ত শিক্ষা শুশ্রূষা ও সেবোন্মুখতার প্রভাবে, ভোগবুদ্ধিবর্দ্ধনশীল প্রাকৃত দর্শনের পরিবর্তে, সর্বত্র কৃষ্ণ কার্ষ্ণিক দর্শনে (অর্থাৎ অন্বয়জ্ঞানলাভে) সক্ষম হন। অন্বয় জ্ঞানোদয়ে তিনি ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কা কাহার ও সেবা করিতে যান। সেই অবস্থায় ভোগবুদ্ধি তো-ভেদ-নিবন্ধন হওয়ায় ভেদ ও উপাস্যের ভাব বিলুপ্ত হয় এবং তন্নিমিত্ত ভগবৎসেবার উদ্দেশে কৃত কর্ম সম্বন্ধে তিনি উচ্চাবচ ভাব দর্শন করিতে পারেন না। অন্বয়জ্ঞানের প্রভাবে ভগবৎসেবা সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কার্য্যকে তিনি পরিপূর্ণ সেবানন্দপ্রদ বোধ করেন। ভোগ কামনার অভাবে উপাস্য ও উপাস্যের ভাব বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি নাম ও নামীতে ভেদ দর্শন করেন এবং তন্নিমিত্ত "যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, সেই গুণ ও সেই লীলা" ইত্যাকার অভেদাত্মক দর্শন করিয়া থাকেন। ভেদবুদ্ধি হইতে কামনার উদয় হওয়ায় সকাম উপাসকগণ নাম ও নামীতে ভেদ দর্শন করিতে বাধ্য হন। অতএব একমাত্র নিষ্কাম সাধকগণই যে ভগবৎ রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে কোন প্রকার ভেদ দর্শন করেন না ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

অনুরাগ [illegible] ভক্ত শ্রীভগবান কখনও দিব্য প্রেমসুন্দর মূর্ত্তিতে, কখন ও নামাকারে এবং কখনও গুণ বা লীলা রূপ ধরিয়া ভক্তকে দর্শন দেন এবং তখনই ভক্ত আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন ও আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হন। বদ্ধজীবের হৃদয়ে ভেদবুদ্ধি অবস্থান করে ও অহৈতু তাহারা ভগবৎ নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অভেদত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। ভেদবুদ্ধিজনিত প্রাকৃত ভাব আসিয়া বাধা প্রদান করায় যে তাহারা অভেদভাব আস্বাদনে বঞ্চিত হন ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বাহ্যবস্তুর নামের সহ নামীর ভেদ, নামীর সহ গুণের ভেদ ও গুণের সহ লীলার ভেদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব যাহারা বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত তাহারা প্রতিবন্ধকযুক্ত হইয়া কখনই ভেদভাবরহিত প্রপঞ্চে ভক্তগণের ন্যায় অভেদ ভাবে শ্রীনাম রূপ গুণ লীলা রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হইতে পারেন না।

১৪। শ্রীভগবান বাসুদেব কৃষ্ণ সকল জীবের একেক সুহৃৎ ও প্রাণেশ্বর। যাহারা ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক কার্য্যকে সর্ব্বাত্ম সুন্দর বিবেচনা করেন, তাহারা ভগবন্নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে পার্থক্যভাব স্থাপনে রুচি লাভ করিতে পারেন না। একজন সামান্য স্ত্রৈণ যখন নিজ স্ত্রীর কোন কার্য্যকেই অসুন্দর মনে করেন ও প্রত্যেক অঙ্গকে মনোরম মনে করেন, তখন ভগবৎসেবা নিষ্ঠ ভক্ত প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা দর্শনে নিজেকে সমভাবে কৃতার্থ মনে করিবেন না ইহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে। যাহারা রেয়োপাদের বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ভগবন্নাম, রূপ, গুণ, ও লীলার মধ্যে কোনটীকে তুচ্ছ ও কোনটীকে উপাদেয় মনে করেন তাহারা ভগবৎ চরণে অপরাধযুক্ত হন ও তৎফলে রৌরব হইতে মহা-রৌরবের দিকে গমন করিতে থাকেন।

১৫। "হরির্দৃষ্টস্তুতা কিয়া সৈব ভক্তিঃ" এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে ভগবৎ প্রীতিরউদ্দেশে কৃত যাবতীয় কর্ম্মকেই ভক্তাঙ্গ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। এবিধিত শুদ্ধাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি সকল নাস্তিকজনোচিত, ভক্তির

প্রতিধ্বনাচরণ করিতে পারেন না। "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মর্তব্যঃ ন জাতুচিৎ" ইত্যাকার বিধিবাক্য তাঁহাদিগের কণ্ঠাভরণ হওয়ায় "যেন তেন প্রকারেণ" তাঁহারা ভগবৎ সেবার্থেই সদা নিযুক্ত থাকেন। পাছে সেবাকার্য্যে হেয়োপাদেয়ভাব উপস্থিত হয় তাহা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা নিজ মনের দ্বারা চালিত হন না। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাধীনে থাকিলে উক্ত প্রকার অবস্থা হৃদয়াধিকার করিতে পারিবেনা বিবেচনায় তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের অধীনে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর হন।

১৭। উক্ত আদর্শ ব্যতীত উন্নতির আশা করা অনুচিত এতন্নিবন্ধন শাস্ত্রে গুরু-আজ্ঞাধীন হইয়া ভগবৎ-সেবায় বিধি দৃষ্ট হয়। যাহারা মনোধর্ম্মী ভক্ত তাঁহাদিগকে "বর্ত্মগা ভক্ত" অর্থাৎ বর্ত্মাদিক কহে। কপট বর্ত্মাশ্রিতগণ মনোরথে আরোহণ করিয়া নরকাভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকেন। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।" এই ভগবদ্বাক্য হইতে আমরা অবগত হইতেছি মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়টী অপরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু মনস্তত্ত্বটী অপরা প্রকৃতির মধ্যে গণ্য তন্নিবন্ধন উহাতে বহির্ম্মুখতার ভাব স্বতঃসিদ্ধরূপে অবস্থিত আছে। যাহারা মনের দ্বারা চালিত হয় অর্থাৎ যাহারা স্বেচ্ছাচারী তাহারা পরমপদ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

১৮। মহাজনগণ বলেন "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা এই মাত্র চাই। সংসার বিনিতে আর কোন বস্তু নাই।" সুতরাং সাধুসঙ্গের সহ অবস্থান করতঃ তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে ভগবৎসেবা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ সৎপ্রবৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না তাহারা "কূপমণ্ডূকবৎ" জীবন ধারণ করিতে বাধ্য। কেবলমাত্র সৌভাগ্যশালী জীবের সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি জন্মে। সাধুর সহবাসে সেবাবুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিশেষে যখন বিবসেবোন্মত্ততা আসিয়া ভক্তের হৃদয় অধিকার করে তখন ভক্তগণ অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া উজ্জ্বল অহৈতুকী সেবানন্দের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে থাকেন। সেবানন্দের মধুরিমা সর্ব্বই পরিস্ফুটভাব ধারণ করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণের চিত্ত তৎ পরিমাণে অধিকতর শ্রীভগবানে আকৃষ্ট হন। মানব জীবনের এই সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় যাহারা আরোহণ করিতে অসমর্থ তাহারা রসজ্ঞ কোকিলের পরিবর্ত্তে অরসজ্ঞ কাক সদৃশ। অরসজ্ঞগণ বিবরূপ নিষ্ফল আস্বাদনে প্রমত্ত ও অহেতু ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে নিষ্কর্ষ[illegible]কে চঞ্চল করা হেতু দুষ্টই রসস্থানে

১৯। অরসজ্ঞ মনোধর্ম্মের দুষ্টের [illegible] কারিণী কার্য্যসমূহ আকাঙ্ক্ষাকর [illegible] চক্ষে উহারা মহানন্দের বিধাত্রী। পেচক যেরূপ [illegible]কে দর্শনাক্ষম এবং রাত্রিকালে দর্শন করিতে সক্ষম হয়, অরসজ্ঞগণ তদ্রূপ সেবোন্মুখতার সৌন্দর্য্য-দর্শনে অপারগ এবং ভোগময়ী ক্ষেত্রে বিচরণ যোগ্য। যেহেতু বিষয়ভোগে প্রমত্ত ব্যক্তিগণ সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের অবসানে পুনরায় সুখ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অখণ্ডানন্দ তাহাদিগের ভাগ্যে লাভ হয় না। একমাত্র অরসজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ও সেবাপরায়ণ ভক্তগণই অখণ্ড আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীনারদ ভক্তিসূত্রে কথিত আছে "প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানমনন্তং" অর্থাৎ ভক্তগণ ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল আনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের আনন্দ খণ্ডিত হয় না, যেহেতু তাঁহারা অরসজ্ঞানের অতীতপদে প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র বলেন "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" অর্থাৎ শ্রীভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় সেবা বস্তুর জ্ঞান হইতে ভয় উৎপত্তি লাভ করে। যাহারা ভগবদ্ভিন্ন পদার্থের সেবায় রত তাহারা খণ্ডানন্দ প্রাপ্ত হন এবং আনন্দ খণ্ডিত হইলে তাহারা পুনঃ দুঃখে মুহ্যমান হন। অরসজ্ঞানী নিষ্কাম এবং কোনরূপ কামনা তাহাদিগের হৃদয়ে না থাকায় দুঃখে নিপতিত হন না। শাস্ত্র বলেন "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।" ভুক্তিতে মানবগণ কামী অর্থাৎ নিজসুখতাৎপর্য্যতাই

তাহাদিগের লক্ষ্যবস্তু। ভগবৎসম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যহীন চিন্তাই ভক্তি এবং উহা পঞ্চমুখবাসনার লেশমাত্র অবস্থানকালে লভ্য নহে। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ।

ভগবানের ভোগ্য কি ?

প্রত্যক্ষ জড় দ্রষ্টা মনে করে যে তাহাদের পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের পুষ্টিলাভের এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের সুখের জন্য যেমন প্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তও সেইরূপ প্রাকৃত বস্তু শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে ভোগ দেন। কিন্তু তাহারা জানে না যে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত প্রকৃত অনিত্য বস্তুর কোন বিলাস নাই। তিনি মায়িক বস্তুর অতীত। সুতরাং মায়িক বস্তু লইয়া ভগবানের ভোগ দিতে গেলে সেই ভোগ ভগবান গ্রহণ করেন না। জড়বাদী মনে করে, ভোগের পূর্ব্বে যিনিষ জড় থাকে এবং শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে গেলে চিৎ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বে চিৎ থাকেনা পরে চিৎ হয়। তাহাদের বিচারানুসারে চিৎ বস্তুও জড় হয়পুনঃ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায়। আর এক দল বলে যে যখন জড়ীয় বস্তু ভগবানের ভোগে লাগে না এবং চিৎ বস্তু ভগবানের ভোগে লাগে তখন চিৎ বস্তু সেবকের যোগাড় করিয়া ভগবানের সম্মুখে দিবার আবশ্যকতা কি ? ইহারাও প্রাকৃত জগতে অবস্থিত হইয়া জড়ীয় বস্তুকে অপ্রাকৃত বস্তুর সাম্য দর্শনেচ্ছু। ইহাদিগকে আচার্য্যবিবর্গণ নির্ব্বিশেষবাদী নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভক্তের বিচার এতাদৃশ জড়বাদী ও নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারের ন্যায় নহে। ইহাদের এই প্রকার বুদ্ধি জড় জগতের অভিজ্ঞতাজন্য উদ্ভূত। চিৎ জগতে অদ্বয় জ্ঞানে এক হইলেও ভগবানের নিত্য শক্তিগত অনন্ত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। যেখানে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সমস্ত চিৎ বস্তুর ভোক্তা, চিৎ বলিলে নির্ব্বিশেষ মতানুযায়ী কোন নিষেধের বস্তু মনে করা উচিত নহে। ভগবৎ বিগ্রহের সেবার জন্য নিত্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ নানাবিধ বিচিত্রতার সেবার উপকরণ আছে। সেবক তাহা যোগাড় করিয়া সেবাকে ভোগ করাইতেছেন। এই অপ্রাকৃত সেবোর সেবার উপকরণের সহিত জড় বাদীরা বহুজীব ভোগ্য প্রাকৃত নশ্বর উপকরণের সহিত সম জ্ঞান করিয়া ভগবানের ভোগের সহিত নিজের ভোগের সাদৃশ্য দেখিতেছে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে সুবলাদি গোপবালকগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে চড়িয়া কল আহরণ করিয়া পূর্ব্বে আস্বাদন করিয়া কৃষ্ণকে খাওয়ায়। এ ভগবানের বিচিত্র বিলাস। সেব্য বস্তুর সেবার জন্য নানাবিধ বিচিত্রতা বিদ্যমান আছে। হরি-ভোগ্য বিচিত্র উপকরণ অপ্রাকৃত ও নিত্য।

এবং বহু জীব ভোগ্য চিন্নিত্য উপকরণ অনিত্য, হেয় এবং অবর। সমাধিজ্ঞানলব্ধ পরমহংসবাক্য হইতে জানা যায় যে জড় জগতে দ্বৈত ও ভেদ জ্ঞান বস্তুর জড়ত্বের জন্য অনেকত্ব এবং চিৎজগতে অদ্বয় জ্ঞানে এক হইলেও বিলাসের জন্য অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। সুতরাং প্রাকৃত দর্শনকারী তাহার ভোগ্য সামগ্রীর সহিত হরিভোগ্য সামগ্রীর বৈচিত্র্য সম জ্ঞান করিয়া হরি সেবা হইতে দূরে অপসারিত হইতেছে।

প্রাকৃত জড়বাদীর ও নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার সম্পূর্ণ সবিশেষত্বের অনভিজ্ঞতাদ্যোতক। প্রাকৃত জগতে ভেদত্ব ও অদ্বয়ত্ব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে ঐ প্রকার প্রাকৃত ধর্ম্ম নাই। ভক্তবৃন্দ যে ডালি, ডালনা, চচ্চড়ি, মুদ্গ লড্ডু ইত্যাদি ভগবানকে ভোগ দেন তাহা অপ্রাকৃত জগতের বিচিত্র উপকরণ। তাহা জড়দ্রষ্টার কোন প্রাকৃত দৃশ্য বস্তু নহে যা নির্ব্বিশেষবাদীর বিলাস ও সেবারাহিত্য নির্ব্বিশেষত্বের পরিচয় ও নহে। ভগবান অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসময়। এ চিদ্বিলাস পূর্ব্বপক্ষীয় উভয়েরই অর্থাৎ জড়বাদী ও নির্ব্বিশেষবাদীর বুদ্ধির অগম্য।

নিমাই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিমায়ের চাদি মুখের এই রকম আদো আদো কথা শুনে সকলেরই মনে বড় আহ্লাদ হোতে লাগলো। এই সব শুনবার জন্যে পাড়ার অনেক মেয়ে এসেছিলো। তারা এক এক জন কোরে নিমাইকে কোলে তার আর ছাড়তে চায় না। নিমাইকে কোলে নিলে যে কি আহ্লাদ হয় তা তারাই বুঝে খুসী হোতে লাগলো। খানিকক্ষণ নিমাইকে নিয়ে এই রকম মজা করার পর, সব মেয়ে মোলিলে কোরে নিমায়ের এই সব কথা বলা-বলি কোরতে লাগলো। বাসুনের খাওয়া না হওয়া অবধি পরীক্ষেরী নিমাইকে নিয়ে বাড়ী যেতে পারছে না। নিমাই উঠোনে খালা কোরতে লাগলো। মোলিসে নিমাইয়ের সকল কথাই হোতে লাগলো বটে। কিন্তু নিমাই যে বোল্লে আমি গোয়ালা, বামুনের ভাত খেলে কি গোয়ালার জাত যায়, আমি চিরকালই বামুনের ভাত খাই। এসব কথার মানে কেও বুঝতে পারলে না, এ নিয়ে কোন আলোচনাও হোলো না।

ওদিকে বামুন পাড়ানার কথা শুনে, বড় খুসী হোয়ে আবার ভাত চোড়িয়ে দিলেন। ছয়স্ত ছেলেটাকেও বড় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেচে সে আবার এসে ভাত তরকারী আর নষ্ট কোরতে পারবে না, ভালোয় ভালোয় ঠাকুরকে নিবেদন কোরে দিতে পারবো, ভেবে মনে বড় আহ্লাদ হোতে লাগলো। শীগ্‌গির শীগ্‌গির কোরে ভাত তরকারী সব রেঁধে নামিয়ে ঠাকুরের কাছে বাড়িয়ে দিলেন দিয়ে, সেই আগেকার মত চোক বুজে যোগেস্থার যোগে যেমন তাঁর ইষ্টদেবতাকে ডাকলেন, ঠাকুর এই ভাত তরকারী সব আপনাকে দিলাম এসে খাও, অমনি কোতা থেকে নিমাই এসে সেই সব ভাত তরকারী নিয়ে খেতে বোসেচে। বামুনের জন্য আছে তাড়াতাড়ী চোক খুলে তাকিয়ে দেখে ঐ সেই ছেলে, ধুলো মাটী সব গায়ে মেকে এসে ভাত খেতে বোসেচে। এ যে যে কে সর্ব্বনাশ কোরেচে রে, সর্ব্বনাশ কোরেচে, সব মাটী কোরেচে, আবার সেই ছয়স্ত ছেলেটা এসে ভাত খেতে বোসেচেরে, বোল বামুন যেমন চেঁচিয়ে উঠেচে অমনি নিমাই ভাত খেতে খেতে সে দৌড়। জগন্নাথ মিশ্রি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ডাকে, বিশ্বম্ভর ভাত খেতে খেতে পালাচ্চে। দেখে তো মাতা ঘুরে গেলো, রাগে গায়ের রক্ত গরম কোরতে লাগলো। চেঁচিয়ে বোল্লেন হাঁ। একুনি এই ভাত খাবার জন্য আদো কাণ্ড হোয়ে গেলো, আবার সেই ভাত খেতে এইচিস? দাঁড়া তোর ভাত খাওয়া শিকেয় তুলচি বোলে, একখানা লাঠি হাতে কোরে মারবার জন্য পেছু পেছু ছুটে গেলেন। নিমাই দৌড়িয়ে গিয়ে একখানা ঘরের কোণে লুকিয়ে গেলো। বামুন এই সব কাণ্ড দেখে, তাড়াতাড়ি কোরে উঠে গিয়ে জগন্নাথ মিশ্রির হাত চেপে ধোল্লেন। বোল্লেন আপনি বুদ্ধিমান হোয়ে এ কোরেন কি? শিশু, ওর কি কোন জ্ঞান আছে? যদি বুদ্ধি থাকবে, তবে আবার আসবে কেন। ওকে মারলে কি আর শিকবে। আজ ছেলে, শিশুর ওপোর রাগ কোরবেন না—ওকে মারবেন না। কোন দোষ নেই। আমার ভাগ্যে আজ অন্ন লেকা নেই, তা কি হবে। জগন্নাথ মিশ্রি বোল্লেন না আপনি ছেড়ে দিন, আমি ওকে আজ শিকেয় দেবো, সে এমন কোরে আর ভাত না খায়। ছি, ছি, ছি, বড় লজ্জার কথা, ছেলের এত আবদার? ওকে কোতায় আর এক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেচে, সেখানে তাদের চোকে ধুলো দিয়ে এসে এই কাণ্ড যে বাধা! এমন ছয়স্ত ছেলে তো কোথাও দেখিনি। ছেড়ে দিন, আমি ওর ভাত খাওয়া ঘুচিয়ে দি।

জগন্নাথ মিশ্রি ভাবি রেগে গিয়েচে দেখে, আস্তে আস্তে সেখানে অনেক লোক জমা হোচ্চে। নিমায়ের ওপোর রাগ কোরেচে দেখে, তারা সকলেই তাঁকে খুব বোঝাতে লাগলো। তাদের সকলের কথা না ঠেলতে পেরে, জগন্নাথ মিশ্রি চুপ কোরলেন—রাগটা পোড়ে গেলো। বামুন রাগ কোরলে থাকে না। মাতায় হাত দিয়ে বোসে নিমাইয়ের এই সব দুষ্টুমীর কথা ভাবতে লাগলেন।

এমন সময় নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ এসে পৌঁছুলো। এমন চেহারা—এমন রূপ তো আর হয় না, ওরকম যেখানে যতরূপ আছে, বিধাতা যেন সেই সব রূপ নিয়ে নিয়ে এসে বিশ্বরূপকে গড়িয়েছে। গায়ের রংই বা কি, যেন সোনা উছলে পড়ছে। নাকের গড়নই বা কি যেন তিলের ফুলটী বেছিয়ে রেখেছে। চোখের চেহারাই বা কি, কে যেন ধনুক পাকীয়ে বেঁকিয়ে রেখেছে। জোড়া ভুরু দুখানা ধনুকের মত থাকাচ্ছে। ঠোঁট দুখানা পাকা তালফলের মত লাল টুক টুক কোরছে। গা দিয়ে যেন এক রকম জ্যোতি বেরুচ্ছে, তার ওপোর লাল রঙ ঘোলে দৈতে এমন বাহার দিচ্ছে যে দেখে বাবুদের একেবারে মুখু ঘুরে গালো। বোল্লে, উনি কে? এটী আর ছেলে? একজন বোল্লে এই এই মিশ্রি মশায়ের ছেলে, এখনকার মধ্যে এইটীই বড় ছেলে। শুনে বাবুদের মন তারি খুসী হোলো, বোল্লে এমন সুরূপ কখন দেখি নি, এ দেবতাদের চেহারাকে হার মানিয়ে দিয়েছে। যোগি জগন্নাথ মিশ্রিকে, আর এর মাকেও দেখি। এই বোলে বাবুরা বিশ্বরূপের হাত ধোরে টেনে নিয়ে কোলাকুলী কোরবে। বিশ্বরূপ বাবুদের নমস্কার কোরে কথা বোলতে লাগলো। কথা তো নয় যেন অমৃত বর্ষণ হোতে লাগলো। বোল্লে আজ আমাদের বড় সুদিন—আজ আমাদের মন আহ্লাদে। আপনার মত পণ্ডিত আজ এসেছেন, এর চেয়ে আর সুদিন কি আর [illegible] যাতে মুখে সকলে [illegible] সে দিনটাকে বিধেতা বোলে নিশ্চয়ই ধোরে রাখে, সেই পণ্ডিত আজ বাড়ীতে, বড় সুখের, বড় আনন্দের দিন আপনাকে বেঁধে যে কি আহ্লাদ হোচ্ছে তা আমি মোখে শেষ কোরতে পারিনে। বেঁধে বড় খুসী হোচ্ছি বটে, কিন্তু নিমাইয়ের কাণ্ড শুনে মনে বড় দুঃখু হোচ্ছে। সে আজ আপনাকে বড় কষ্ট দিয়েছে—আপনাকে দুবার হাঁদিয়েছে, একবারও আপনাকে খেতে দায় নি। এ দুঃখু আর আমাদের যাবে না। আপনার মত পণ্ডিত বাড়িতে উপোস কোরে থাকবে, এ দুঃখু কি কম। শিশু, কোন বুদ্ধি নেই—গোরুর মত। গোরুকে এই মেরে তাড়িয়ে দিলেন আবার তখুনি এসে খেতে থাকবে। এও সেই গোরুর মত। এত বড় ছেলে, একটু বুদ্ধি হোলো না। আপনি নিমাইয়ের ওপোর রাগ কোরবেন না ঠাকুর! আপনার রাগ হোলে সব জোলে যাবে—সব ভস্ম হোয়ে যাবে।

বি। না না সে কি? আমি কি ঐ টুকু ছেলের ওপোর রাগ কোরতে পারি? আহা! ওর চেহারা দেখলেই রাগ দেব সব দূর হোয়ে যায়। তা কি কোরবো, ঠাকুরকে নিবেদন করা আর, তাই বা, অমন কন্যা আমাকে বোলো না বাপ! তোমাদের দুটী ভাইয়ের এমন রূপ, যে দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নিমাইয়ের চেহারায় কি গুণ আছে তা জানিনে, ওকে দেখেই প্রাণের ভেতর রাখতে ইচ্ছে করে। ওর ওপোরে কি আমি রাগ কোরি?

বি। যদি রাগ না থাকে ঠাকুর! তবে আমার কথা শুনুন, আবার রান্না চোড়িয়ে দিন।

বি। না, আর না। যখন দুবার দুবার হাঁদিলাম একবারও ঠাকুরকে দিতে পারলাম না, তখন আজ আর না। আর রাত দেড় পোর হোয়ে এলো। আজকের মত থাক। আর আমি বলে জগতে আছি, কোতায় তিরিশ দিন তাত তরকারী রেঁধে ঠাকুরকে দিতে পারি? ঘরে যদি মূল যা আছে, তাই এনে দাও, বাপ! আজ তাই ঠাকুরকে দি।

বি। না ঠাকুর! তা কি হয়? আপনি খাবেন না, আপনার মত পণ্ডিত এসে যদি বাড়ীতে উপোস কোরে থাকে, তবে তার চেয়ে দুঃখু আর কি আছে! মহা অপরাধ হবে যে, আমার ভাই শিশু, ঠাকুর! বড় আবদেরে। ওর ওপোরে রাগ কোরবেন না।

বি। না বাপ! আমার কিছু রাগ নেই বাপ! ও ছেলে যে কি জানে তা বুঝতে পারিনে। ওকে দেখে অবধি ওর ওপোর আমার কি একটা ভালবাসা জোন্মে গিয়েছে তা মনই জানচে মুখে বোলতে পারিনে। তবে কি বাপ! ঠাকুরকে নিবেদন কোরে দিচ্ছি, সেই নৈবিদ্য, তাই। দুঃখু কোরনা বাপ! আজ আমার ভাগ্যে অন্ন লেকা নাই, তা কি হবে। ঘরে থাকার তিনদিন রাজার হালে থাকুক না কেন, কল্য যে দিন

দিপাবেন না, সে দিন কিছুই তা খাওয়া হবে না। আজ আমারও একটি তাই, কৃষ্ণচন্দ্র আজ আমায় তাদের কিছু দেখেন নি বোলেই বোধ হয়, নইলে এরকম হবে কেন। বাপ বিশ্বরূপ তুমি এ বিষয় মনে কোন দুঃখু কোরো না। কিছু ফল মূল এনে দাও, তাই দিয়ে আজ ঠাকুরের ভোগ লাগাই।

বি। না, বলেন কি? ঠাকুর! আপনি না খেয়ে আমাদের বাড়ী থাকবেন, আর আমরা তাই চোকে দেখবো! তা হবে না, তা হোলে আজ আমাদের দুঃখুর শেষ থাকবে না ঠাকুর! মনে বড় ব্যথা পাবো। আপনি ভাত তরকারী সব রেঁধে ঠাকুরকে (আপনার ইষ্ট দেবতাকে) নিবেদন কোরে দিয়ে প্রসাদ পেলে তবে আমরা বড় খুসী হবো। নইলে ঠাকুর! এ দুঃখুর কথা আর ভুলতে পারবো না। এই বোলে বিশ্বরূপ বাবুনের পাতখানা জোড়িয়ে ধোরে, কাঁদতে লাগলো, বোল্লে, ঠাকুর! সকলের ওপোর দয়া করাই আপনাদের কাজ। আপনি দয়ার সমুদ্দুর। আপনি যদি আমাদের ওপোর একটু দয়া করেন, তাহোলে আমরা গুষ্টি শুদ্দু সকলেই ভারি খুসী হই। আপনি দয়া না কোরলে আমাদের আর কোন উপায় দেখিনে। ঠাকুর আপনি দয়া না কোরলে পা ছাড়বো না। আমাদের কিছুরই অটুট নেই।

বাবুন বিশ্বরূপের হাত ছাড়াতে না পেরে তার কথা ঠেলতে না পেরে, বোল্লে আবার যদি আমি রান্না কোরলেই তোমরা খুসী হও, তবে বেশ, সব যোগাড় কোরে দাও, রাঁধি। আর কি করা যায়। তোমরা খুসী হোলে আমিও খুসী হবো।

বাবুনের এই কথা শুনে, বিশ্বরূপের মনে বড় আনন্দ হোলো। বাবুনের পা দুখানা ছেড়ে দিয়ে, জয় রাধা কৃষ্ণ কি জয়, জয় বালগোপালজীর জয়, জয় সাধু মহারাজকী জয়—বোলে চেঁচিয়ে উঠলো। জগন্নাথ মিশ্রি এতক্ষণ মাতার হাত দিয়ে চুপ কোরে বোসেছিলেন, তাঁরও মনে বড় খুসী হোলো, মুখে হাসি ধরে না দিলে। মাতার হাত ফেলে দিয়ে, জয় কৃষ্ণচন্দ্র কি জয়, জয় বৈষ্ণবিক ব্রাহ্মণ কি জয় বোলে কাপীয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই সকড়ি উনোন টুনোন গোবোর দিয়ে বেশ কোরে মেজে ঘসে পুচে পরিষ্কার কোরলেন। সেই সব ভাত তরকারী ফেলে দিয়ে থালা বাটী সব মেজে ধুয়ে নিয়ে এলেন। চাল, ডাল, তরকারী আবার সব নতুন কোরে এনে দিলেন। বাবুন সেই সব রান্নার জিনিষ পাত্র পেয়ে আবার রাঁধতে বোসলেন, জগন্নাথ মিশ্রির ঘরে কিছুরই অটুট নেই।

এই সব কাণ্ড দেখবার জন্যে সেখানে অনেক লোক জুটে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বোল্লে নিমাই কৈ? নিমাই কোথা গালো?

আর একজন বল্লে সে ঘরের ভেতোর পালিয়েছে। নিমাইকে ডাকাডাকি হোলে, শচীদেবী আর যে সব মেয়েরা ঘরের ভেতোর ঢুকেছিল, তাদের একজন কে বোল্লে নিমাই ঘুমিয়েছে। জগন্নাথ মিশ্রি বোল্লেন, তা ঘুমুক, আমি এই ফাঁকারে বোসলাম কেমি কোরে কোথা দিয়ে বেরিয়ে আসে। আর একজন বোল্লে, উঁ হুঁ তা হবে না বাবা! ওরে বিচ্ছেন ছেলে; কোথা দিয়ে বেরিয়ে আসবে, তা কেও জানতে পারবে না। তার চেয়ে কবাটখানা বেশ কোরে লাগিয়ে দিয়ে, বাইরে থেকে বেশ কোরে বেঁধে রাখুন। ভেতোর দিয়ে বেঁধে রাখলে, খুলে বেরিয়ে আসতে পারে। তাই চলুক।

এই কথা শুনে জগন্নাথ মিশ্রি বড় খুসী হলেন, বোল্লেন, ঠিক বোলেছো, এইবার ঠিক হোয়েছে, তা হোলে আর বেরুতে পারবে না। এই বোলে জগন্নাথ মিশ্রি বাইরে থেকে কবাটখানা জোড়ি দিয়ে বেশ কোরে বেঁধে একখানা মাদুর পেতে দুয়োরে বোসে পাহারা দিতে লাগলেন।

প্রচারপ্রসঙ্গ।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ এবং গৌড়ীয়পত্র ও শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম সম্পাদক প্রবর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় কাতলপুর ভক্তসঙ্ঘ

উড়িষ্যাপ্রদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের বহু যত্ন করিয়াছেন তাঁহারা এখনও মুলেনহর জিলিয়াতে শ্রীভক্তিপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীভক্তিপ্রদেশ বিশেষভাবে শীঘ্রই উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে প্রচারে বহির্গত হইবেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ মেদিনীপুর জেলায় প্রচার করিতে করিতে পুরুষোত্তম উৎসবের সময় শ্রীনীলাচলে উপস্থিত হইবেন।

বিগত ৪ঠা চৈত্র হরিসভার সভ্যা ও বটিকার সময় নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া নামক সুপ্রসিদ্ধ পল্লীতে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীগীতার ধর্ম্ম বিষয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী মুড়াগাছা, মজুর, সাধনপাড়া প্রভৃতি স্থানের বহু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মসভায় স্থানীয় চিকিৎসক ও হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ভাগবতভূষণ শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস বাহা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাশয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় এই সভা আহূত হয়। এই সদনুষ্ঠানে ভাগবতভূষণ মহাশয়ের অসীম উৎসাহ ও যত্ন প্রশংসনীয়। ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয়কে তিনি নানাভাবে যত্ন ও সমাদর করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করায় বক্তাকে আরও কয়েক দিবস তথায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের শ্রীমদ্ভক্তি প্রভুর কথা শ্রবণেচ্ছা প্রশংসার্হ।

সমালোচনা।

বৈদ্যপত্রিকা—আমরা সমালোচনা জন্য এই পত্রিকার চতুর্দ্দশ বর্ষের বৈশাখ (১ম) সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকা খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম যে ইহা সাধারণ বৈদ্য সম্প্রদায়ের মুখপত্র নহে, ইহা কেবল বাঙ্গালি জাতির উন্নতি-বিধায়িনী পত্রিকা। সুতরাং ইহার নাম বৈদ্যসমাজহিতৈষি ...কে নাম দর্শন মাত্রেই ইহার ...সম্বন্ধে নিশ্চয়ের চেষ্টা পাইতেন। ...ইহা কিরূপ ভিন্ন জাতির উন্নতিকল্পে এই রূপ সভা ও তাহার মুখপত্র সাময়িক সংস্করণের উপযোগী। তবে সমাজসংস্কারকগণের জ্ঞাত থাকা ভাল যে, পারমার্থিক উন্নতি ভিন্ন কেহ কখনও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলে ভগবদ্ভজন না থাকিলে তাহা আসুর বর্ণাশ্রম। শ্রীমদ্ভাগবতের

"যে এষাং (বর্ণাশ্রমাণাং) পুরুষং সাক্ষাদ্ আত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

এই উপদেশ হইতে জানা যায় ভগবদ্ভজনবিমুখ ব্যক্তি বর্ণাশ্রম বিচ্যুত।

রায়বাহাদুর যদু বাবু তাঁহার অস্পৃশ্যতানিবারণ প্রবন্ধে যে—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম বুঝিলেই এ বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই জাতিগত অভিমান উপস্থিত হয়। দেহাত্মবুদ্ধি লইয়াই পরস্পর মারামারি, নানা প্রকার সংঘর্ষতা। দেহাত্ম বুদ্ধি বিশিষ্ট বলিয়াই প্রত্যেক লোক নিজকে বড় বলিতে চায় ও অপরকে ছোট প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হয়। শাস্ত্রের চক্ষে, সাধুগণের চক্ষে হরি ভজন ব্যতীত জাতির কোনও মূল্য নাই। হরিভজন বাদ দিয়া বা উহাকে গৌণ ভাবে রাখিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবার চেষ্টা কেবল কবির কল্পনা বা আকাশকুসুম ভাবনা মাত্র। হরিভজন বাদ দিলে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কাহারও কোনও মূল্য নাই। হিন্দুস্থানী ভক্ত কবি তুলসী দাসজী মহারাজ বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবকোই করত ধিক্কার।
তুলসী কহে হরি না ভজত তাহো চামারো চামার॥
হরি ভজেত চামারো আত মিলাকে এক হো জায়।
অইসাহু সে পরশ লাগায়ে এক মুলসে বিকায়॥

হরিভজন না করিলে চারি আনাই চামড়ার অর্থাৎ হক্ত মাংস হাড় পূয় পরিপূর্ণ দেহের আবরণটী মৃতস্য ভাবার পর বাচা। যদি উহারা হরিভজন করেন তবে সকলেই অচ্যুত গোত্র অর্থাৎ ভগবানের নিত্যদাসাভিমান-বিশিষ্ট হইয়া নিত্য স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন। যেমন তাম্র, কাংস, রৌপ্য, স্বর্ণ সকল ধাতুরই স্বর্ণ ধনির সংযোগে স্বর্ণত্ব লাভ ঘটে। ভগবান শ্রীহরিই একমাত্র স্বর্ণমণি। সুতরাং হরি ভজনেই আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত। জাগতিক জাতিগত বা দেহগত উচ্চাবচ লইয়া বিচারে সমাজের নিত্য মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে না।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতীয়।

মন্দিরে বাজনা—শ্রীমতী গোমতী বিবি এলাহাবাদের অন্তর্গত কুলপুর জমিদারীর মালিক। কুলপুরে তাঁহার ২টী দেবমন্দির আছে, উহাতে প্রত্যহ ৫ বার পূজা হইয়া থাকে। পূজার সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, নাগারা প্রভৃতি যথারীতি বাজান হইয়া আসিতেছে। গত ১৯১৮ খৃঃঅব্দে কয়েকজন মুসলমান হঠাৎ পূজার বিঘ্ন উপস্থিত করে এবং বাজনা বন্ধ করিবার জন্য জিলা মাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত দেয়। মাজিষ্ট্রেট মহরম প্রভৃতি কয়েকটী পর্ব্বের সময় পূজা বন্ধ করিতে হুকুম দেন। গোমতী বিবি—সেখ ইমদাদ হুসেন ও অন্য কয়েকজন মুসলমানের বিরুদ্ধে সবজজের কাছে নালিশ করেন। অবশেষে সেসন জজের বিচারে স্থির হয় যে মহরমের প্রথম ১৩ দিনে ও অন্য দুই এক মুসলমান পর্ব্বে মন্দিরে নাগারা বাজিতে পারিবে না। তবে এই সমস্ত পর্ব্বের সময়ে যদি রামনবমী প্রভৃতি হিন্দু পর্ব্বও পড়ে, তাহা হইলে বাজনা বাজাইলে কোন দোষই হইবে না। কেবল বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত নাগারা বাজান যাইবে। এই আদেশের বিরুদ্ধে গোমতী বিবি এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্টে সেসন জজের রায় বহাল রহিয়াছে। (আনন্দবাজার)

৩৩নং পার্কলেনে (কলিকাতা) একটী মন্দিরে প্রত্যহ কীর্ত্তন ও ভজন হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ঐ পল্লীর কয়েকজন সাহেব কলিকাতা পুলিশ কমিশনরকে আবেদন করেন যে মন্দিরের ভজনের বাজনায় তাঁহাদের বড় অসুবিধা হয়। তদনুসারে কমিশনর সাহেব বাজনা বন্ধ করিতে আদেশ দেন। দেবালয়ের রামনারায়ণ প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে উক্ত আদেশে হিন্দুধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। যেহেতু বাজনা ব্যতীত পূজাদি সম্পন্ন হইতে পারে না। অধিকন্তু পল্লীর সাহেবেরা স্বয়ং পিয়ানো ভায়লিন প্রভৃতি বাজনা বাজাইয়া থাকেন ও তাঁহাদের আবেদন ঈর্ষাত্মক। দেবাইতের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়াছে। পল্লীর হিন্দু অধিবাসিগণ সভা করিয়া এই আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি সকলেই বাধা দিবেন?

ইণ্ডিয়ান্ সিবিল সার্ভিস্—গত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে নিম্নলিখিত ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন—এন্ ডি বরদরাজ আয়েঙ্গার, শ্রী চন্দ্রশেখর মেনন, কে এন ওয়াকু, সে কে চাননার এবং থী এন্ বা।

ভাস্করেশ্বর ব্যাপার—ব্যাপার বড় গুরুতর। গত সপ্তাহের শেষাশেষি বাঙ্গাহাঙ্গামায়, অনেকে জখম হ'ন, স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁহাদের একজন। গত মঙ্গলবার হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। রিসিভারকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। মহান্তের প্রাসাদ অধিকার করা মহারীর দলের ও স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের চেষ্টা। দলে দলে সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীরঙ্গপুরে পাঠান হইতেছে। মহিলাগণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছেন। বেওনেট লাঠি প্রভাবে তাঁহাদের কয়েকজন আহত হইয়াছেন, পুরুষ ত' আহত হইয়াছেনই। স্বামী সচ্চিদানন্দ বুধবারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আইকম সত্যাগ্রহ—সত্যাগ্রহিগণ অচল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিবেদনের সুবিচার করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হিন্দু পালক চুরি—গত ১৩ই মে মাদ্রাজ একজন ফকীর দুইজন বাঙ্গালী হিন্দু বালক নিয়া দিল্লীতে আসে এবং সেখানে দারোগাকে বলে যে এই দুইটী বালককে মুসলমান বলিয়া রেজিষ্টারি করিয়া দেওয়া হউক এবং কোন মুসলমান আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু দারোগা আদালতে এ সম্বন্ধে আবেদন করিতে বলায় সে ঐ বালক দুইটীকে আদালতে উপস্থিত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ আবেদন প্রার্থনা করে। কিন্তু আদালতে জবানবন্দী দেওয়ার সময় এক জন বালক তাহার নাম আবদুল রহিম বলে এবং অপর বালক ভয়ে তাহার নাম পঙ্কজ বলিতে না পারায় বিচারকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরে দিল্লীর একজন বাঙ্গালী উকীলকে আনিয়া বালকদের জবানবন্দী লইতে বলায় প্রকাশ পায় যে ঐ দুইটী বালক কাশীর হটেলের মালিক যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র। কাশী হইতে বদ্রীনাথ যাইবার পথে উক্ত ফকীর উহাদিগকে চুরী করিয়া দিল্লী আনিয়াছে। পাছে তাহার জবান বন্দীতে বলে যে সে উহা দিগকে কানপুর হইতে দিল্লী আনিয়াছে এবং তাহাদের মুসলমান নাম বলিতে সেই উপদেশ দিয়াছিল। ফকীরকে গ্রেপ্তার করিয়া ৩৬৩ ধারা মতে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। বালক দুটী খালাস পাইয়াছে।

"হাকিমের লীলা—তাড়াটে গুণ্ডা। সেদিন তারকেশ্বরে স্বামী সচ্চিদানন্দ আর মহাবীর দলের স্বেচ্ছাসেবকদের উপর যে অত্যাচার করে, মহকুমা হাকিম দয়া করে তাদের জন কত গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু আমরা বহু গুণ্ডা আর এই অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়াকে, তিনি কোন রকমে বিরক্ত করতে সম্মত হন না। তাই মহকুমা হাকিম যখন ফিরছিলেন, তখন আহত স্বামী সচ্চিদানন্দ, মহাবীরগণ আর প্রায় তিন হাজার লোক তারকেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে মহকুমা হাকিমকে বলেন, গুণ্ডাদের আর গুণ্ডার সর্দ্দারকে গ্রেপ্তার কর।

হাকিম কখনো জনসাধারণের কথা শোনেন? তা হলে কখনো রাজত্ব চলে? তিনি সাফ বল্লেন, এসব চলবে না।

স্বামী সচ্চিদানন্দ আর ওঁর বীর সেবা মাইনের উপর তাঁর বল্লেন, যদি গুণ্ডাদের রক্ত দেখে ফিরতে চাও, তাহলে আমাদের দেহের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাও।

ষ্টেশনের কর্ত্তাচারীরা আসাদে পড়লেন।

হাকিম সাহেব গার্ডকে উঠে বল্লেন, 'কুছ পরোয়া নেই, চালাও।" কিন্তু ষ্টেশন-কর্ত্তাচারীদের, ড্রাইভারের প্রাণ তো পাখার হয় নি। ষ্টেশন মাষ্টার বল্লেন—"হুকুম লিখে দাও হুজুর।" হুজুর তা লিখে দিলেন না, ড্রাইভার বল্লে চাকরি ছাড়তে হয়, তাও রাজী, গাড়ী চালাতে পারব না। (বৈকালী)

[কথাটা সত্য হোলে বড় বিষম। আশা করি সরকার শীঘ্রই ইহার প্রতিবাদ করিবেন। গৌঃ সঃ]

শ্রীযুত দাশের নির্ব্বাচন—মেদিনীপুরের উপনির্ব্বাচনে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এবার কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই।

বৈদেশিক।

পার্শেলের মধ্যে বোমা—চীনের ফরেন মিনিষ্টার মিঃ কুয়ে বাড়ীতে কে একটী বাক্স দিয়ে গেছে, যে মিঃ কুয়ে নিজের ব্যবহারের জন্য কতকগুলো জিনিষ রেখেছে। কুয়ে তাঁর পড়বার ঘর থেকে চাকরদের বলে পাঠান বাক্সটী খুলে জিনিষগুলো আনবার জন্যে। বাক্সের ডালাটা সরাবার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে একটী বোমা ফেটে যায়। চাকর তিনটের অবস্থা সঙ্কটজনক।

মরার গুজব মিথ্যা—চীনরাষ্ট্র সচিব সানিয়াৎ সেনের মরার পর এই প্রথম নয়। অনেকবারই তাঁর মরার গুজব রেটিয়েছে।

কলিকাতার চাইনিজ ছাপনালিষ্ট দল কিন্তু গুজবে বিশ্বাস না করে, সত্যামিথ্যে জানবার জন্যে হংকং এ টেলিগ্রাফ করেন। জবাব এসেছে, সানিয়াৎ সেন মরেন নি, বরং ধীরে ধীরে তিনি সেরে আসছেন।

সম্ভবতঃ জেনেরাল সেন-লিং-সেনকে ভুল করে সানিয়েতের নাম বাহির হয়।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৭ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩১, ৩১শে মে ১৯২৪

ভগবত্তত্ত্ব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় কৃষ্ণের স্বরূপসম্বন্ধে যে বিচার দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবে অভিধেয় সাধনভক্তি বা ভজন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই জীবের প্রয়োজনস্বরূপে প্রাপ্য। সেই কৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অল্প-জ্ঞান-ভয় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সত্য-আত্মা, সত্য-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।১

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধি প্রকাশে॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত

ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
যত প্রভা-প্রভবাভ্র জগদণ্ডকোটি-
কোটীষশেষ বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০

পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো তাহান এক অংশ।
আত্মার আত্মা তেন কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস॥
কৃষ্ণনেত্রোদ্ভবো যত্রাস্তাবিলাসনাম্।
প্রাকটিত্যে যেহপ্যন্যে স্যুর্বৈভবাস্তত্তি মাধবা॥

শ্রীভাগবত ১০।২৪।১৩

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

শ্রীগীতা ১০।৪২

এখানে অন্বয়জ্ঞান শ্রীভগবানের ত্রিবিধ প্রাতীতি নিরূপিত হইল। এখন সেই ভগবদ্বস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষভাবে সিদ্ধ হইতেছে। ভক্তিরসেরও ইহা ভিন্ন অন্য স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। তাই শ্রীরূপপ্রভু বলিলেন—

তদেবং সতত্ত্বং পূর্ণতম
একই বিগ্রহ তার অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রাভবৈশ্বভব তিনরূপে হয় ভগবান॥

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীভাগবতামৃত-কণা, ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দর্শনে এই ভাগবত বুঝাইবার প্রয়াস করা গেল। বলা বাহুল্য, এই সব তত্ত্ব ভজনফলে নিত্যসিদ্ধের উপলব্ধির বিষয়। ইহার বর্ণন শাস্ত্র-চক্ষুদ্বারা জানিতে হইবে। ভজন-পরিপক্ক ভাগ্যবান নিরূপাধিক চিত্তের সাহায্যে এই সকল তত্ত্ব দর্শন ও বিচার করিবেন।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের ত্রিবিধরূপ—

(১) **স্বয়ংরূপ**; তাঁহার দ্বিবিধ রূপ যথা—

(ক) **স্বয়ংরূপ**—একরূপ **ব্রজে ব্রজেন্দ্র-সদ্ধর্ম্ম**। গোপবেশ, বেণু করিযান ইনি লীলা-পুরুষোত্তম নামেও অভিহিত।

(খ) **স্বয়ং প্রকাশ**; তিনি দ্বিবিধ যথা—

১। **প্রাভব** যথা—"একই বপু বহুরূপ, বৈছে হয়ল ও মহিষী-বিবাহে।"

২। **বৈভব** যথা—ক। শ্রীবলদেব—তাঁহার কায়া-বেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হইলেও সব কৃষ্ণের সমান; খ। দ্বিভুজ বেণুকরীনন্দন [illegible] চতুর্ভুজ বেণুকরীনন্দন।

(২) **তদেকাত্মরূপ**—ভাবাবেশ ও আকৃতি ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের সহিত একাত্মরূপ। তাঁহার দ্বিবিধরূপ যথা—

(ক) **বিলাস**; তাঁহার দ্বিবিধ রূপ যথা—

১। **প্রাভব**; তাঁহারা ৪টী যথা—আদি চতুর্ব্যূহ ক। বাসুদেব—চতুর্ভুজ, ক্ষত্রিয়বেশ, ক্ষত্রিয়-অভিমান পূর্ণে নিত্য অধিষ্ঠান, খ। সঙ্কর্ষণ, গ। প্রদ্যুম্ন, ঘ। অনিরুদ্ধ।

বৈভব ২৪ মূর্ত্তি যথা—ক। প্রাভব বিলাস প্রকটিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। বৈকুণ্ঠে নিত্য অধিষ্ঠান) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই ৪ জন। খ। ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি করিয়া ১২ মূর্ত্তি বার মাসের দ্বাদশ তিথির দেবতা। গ। প্রত্যেকের পুরুষোত্তম অচ্যুতাদি করিয়া ৮ জন বিলাস-মূর্ত্তি—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র।

(খ) **আবেশ**; তাঁহাদের ষড়বিধ রূপ যথা—

১। **পুরুষাবতার**; তাঁহারা ৩টী যথা—ক। কারণোদকশায়ী প্রথম পুরুষাবতার; খ। গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার; গ। ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার।

গুণাবতার; তাঁহারা ৩টী যথা—ক। বিষ্ণু, খ। ব্রহ্মা, গ। শিব।

লীলাবতার; তাঁহারা ২৫টী যথা—ক। মৎস্য, খ। কূর্ম্ম, গ। বরাহ, ঘ। নারদ ঙ। নৃসিংহ, চ। বামন, ছ। পৃশ্নি, জ। পরশুরাম, ঝ। ব্যাস, ঞ। নারদ ট। চতুঃসন, ঠ। যজ্ঞ, ড। নরনারায়ণ, ঢ। কপিল, ণ। দত্তাত্রেয়, ত। হয়গ্রীব, থ। হংস, দ। পৃশ্নিগর্ভ, ধ। ঋষভ, ন। ধন্বন্তরি, প। মোহিনী, ফ। বলভদ্র, ব। কৃষ্ণ, ভ। বুদ্ধ ও ম। কল্কি—এই ২৫টী।

৪। **যুগাবতার**; তাঁহারা ৪টী যথা—ক। শুক্ল (শ্বেত) খ। রক্ত (হয়গ্রীব) গ। কৃষ্ণ (শ্যাম) ও ঘ। পীতবর্ণ (কৃষ্ণ)।

৫। **মন্বন্তরাবতার**: তাঁহারা ১৪টী যথা—ক। যজ্ঞ খ। বিভু, গ। সত্যসেন, ঘ। হরি, ঙ। বৈকুণ্ঠ চ। অজিত, ছ। বামন, জ। সার্ব্বভৌম, ঝ। ঋষভ, ঞ।

* বিষ্ণুসেন, ৮। ধর্ম্মসেতু, ৯। সুনামা, ১০। নারায়ণ ও ১১। হংসাত্মা—এই ১১টী।

৩। **শক্ত্যাবেশাবতার**; তাঁহার ৮টী যথা—১। চতুঃসন, ২। নারদ, ৩। পৃথু, ৪। ঋষি, ৫। ধন্বন্তরি, ৬। কপিল, ৭। দত্তাত্রেয় ও ৮। বাদরায়ণ।

আবেশ; তাঁহার দ্বিবিধরূপ যথা—

*১। **ভগবদাবেশ** যথা—কপিল ও অবতারদেব।

শক্ত্যাবেশ যথা—নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা ও

এক্ষণে প্রাভবের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইতেছে।

স্বয়ংরূপ—"অনন্যাপেক্ষি যৎরূপং স্বয়ংরূপঃ স ঈর্য্যতে।" যাঁহার ভগবত্তা লইয়াই অন্যের ভগবত্তা, যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অপরের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে অপেক্ষা করে না, যিনি স্বয়ং ভগবান্ সেই শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ংরূপ' পদবাচ্য।

তদেকাত্মরূপ—যে রূপ স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন নহেন, যাঁহাকে স্বয়ংরূপেরই কায়ব্যূহ বলা যাইতে পারে, অথচ যাঁহাতে আকারাদি-গত কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, তাদৃশ রূপকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে।

আবেশ—যাঁহাতে একটী মাত্র শক্তির লক্ষণ হয়, তাঁহাকেই 'আবেশ' বলে। যেমন, নারদে 'ভক্তি-শক্তি', পৃথুতে 'পালন' শক্তি চতুঃসনে 'জ্ঞান' শক্তি ইত্যাদি। মহত্তম জীবেই এইরূপ হইয়া থাকে। ভগবদাবিষ্ট জীবের আপনাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া অভিমান হয়। কপিল-দেব ও অবতারদেব আপনাদিগকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান করিতেন; আর ভগবৎশক্ত্যাবিষ্ট জীবের আপনাকে ভগবদ্দাস বলিয়া অভিমান হয়। ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাস আপনাদিগকে ভগবদ্দাস অভিমান করেন।

প্রকাশ—একই স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ অনেকস্থানে প্রকটিত হন এবং ঐ প্রকটিত মূর্ত্তিসকল যদি অপ্রাকৃতবিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে মূলরূপেরই সমান হন, তবে ঐ সকল মূর্ত্তিকে মূলরূপের প্রকাশ-মূর্ত্তি বলা যায়। "একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারেতে ভেদ নাহি, একই স্বরূপ: মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে রাস লীলা। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য [illegible] আদি ১ম। "অনেকত্র প্রকটত্ব স্বরূপস্যৈব হৈতয়া। সকল তৎ-স্বরূপৈক্য প্রকাশ ইতীর্য্যতে"—লঘুভাগবতামৃত।

বিলাস—যিনি প্রায় মূলরূপের [illegible] কিন্তু কোনও [illegible] ও নামে [illegible] 'বিলাস' বলে; যেমন বলদেব শ্রীবসুদেব ও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ। "একই বিগ্রহ যদি কায়ব্যূহ হয় কাল। অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম"—চৈঃ চঃ আদি ১ম। "স্বরূপ-মন্যাকার যত্র ভাতি বিলাসতঃ। প্রাভবোল্লসনং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে"—লঘুভাগবতামৃত।

অংশ—যিনি বিলাস হইতে ন্যূন, শক্তিধারী তাঁহাকে 'অংশ' বলে; যেমন মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার সমূহ।

প্রাভব ও বৈভব—প্রাভবে প্রভুত্ব এবং বৈভবে বিভুত্ব বর্ত্তমান। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ মূর্ত্তিসকল স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই। তাঁহাদের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোনও অংশে ভিন্ন নহে কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ তাঁহাকে শ্রীবলরাম, তিনিই মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি নামে আকৃতিতে ও বর্ণে ভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভেদ তত্ত্ব। তাঁহা হইতেই আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই নামের বিলাস চতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়াছেন এবং মথুরায় দ্বিভুজমূর্ত্তিতে এবং পরব্যোমে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণরূপে প্রকটিত। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ প্রকাশ-মূর্ত্তির কথাও শ্রবণ করা যায় এবং ঐ সকল প্রকাশ-মূর্ত্তিতে আকারাদি ভেদও দৃষ্ট হয়; যেমন দেবকীনন্দনে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। এই স্থলে আকারাদি ভেদ সত্ত্বেও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ তত্ত্বই বীকৃত হইয়া থাকে। দেবকীনন্দনে দ্বিভুজ মূর্ত্তিও এইরূপ জানিতে হইবে।

ত্রিবিধ পুরুষাবতার; অবতার কাহাকে বলে ও উদ্দেশ্য কি?

জীবের প্রাপঞ্চিক উপকারার্থ শ্রীভগবানের স্বরূপ বৈভব সকলের দ্বারা-বৈভব-প্রকটনের নামই অবতার। এতদ্দ্বারা প্রপঞ্চে নিত্য ও সাধকের সন্মিলন সাধিত হয় এবং এই

সৃষ্টিকর্ত্তা সদাশিবের সহিত একাত্ম উপাস্য। অবতারসকল প্রধানতঃ ত্রিবিধ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। তন্মধ্যে পুরুষাবতার তিনটী যথা—

(১) কারণ-জলে প্রকৃতির অনুগামী এবং মহত্তত্ত্ব সৃষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই প্রথম পুরুষাবতার। ইনি পরব্রহ্মনাথ বাসুদেবের দ্বিতীয় ব্যূহ মহাসঙ্কর্ষণের অংশ। কারণার্ণব জলে তজ্জড়িত যোগনিদ্রামগ্নস্ত জগৎও সৃষ্টেমকুলং। তমাদিপুরুষমনন্তা পরং পুরুষং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি"॥ শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৮। অর্থাৎ "আদ্যশক্তিময়ী দেবমায়া যেই স্বমূর্ত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক যিনি স্বীয় রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" মহাবিষ্ণুর সম্বন্ধে তত্ত্ব এই যে, মহাবিষ্ণু যে অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, সেই অনন্তদেব তাঁহার দাস-তত্ত্বরূপ 'শেষ' নামক অবতারবিশেষ। ইনি চিন্ময়ত্ব হেতু বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি-চক্রবালবাসের প্রকৃত কারী এবং মায়া-শক্তিদ্বারা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক হেয়ধামের সৃষ্টিকর্ত্তা।

(২) সমষ্টি নিয়ন্তার অনুগামী ব্রহ্মার সৃষ্টি-কর্ত্তা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নের অংশ। "যস্যৈকনিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৮। অর্থাৎ "কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর একটী নিঃশ্বাস সহিত হইয়া যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি সমষ্টিবিষ্ণুসকল প্রকটিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু (কারণার্ণবশায়ী) যাঁহার কলা অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

(৩) ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টি বিরাটের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অনুগামী ক্ষীরোদশায়ী পরমাত্মাই তৃতীয় পুরুষাবতার। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেবের চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধের অংশ। "যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রামনন্ত জগদণ্ডসরোমকূপঃ। আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি"॥ শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৭

সাধুনিন্দা দর্শাচরণ না করিলে, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, ইন্দ্রিয়বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইলে, মনুষ্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়।

প্রায়শ্চিত্তীহতাং প্রাপ্য দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।

ন সংসর্গং ব্রজেৎ সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তঞ্চকৃতে দ্বিজঃ

যে দ্বিজ ইহ জন্মে দৈবাৎ প্রারব্ধবশতঃ পাপী হউক বা পূর্ব্বজন্মকৃত পাপী হউক, ঐ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়াও প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান না করেন, তাঁহার সাধুদিগের সহিত সংসর্গ করা উচিত নহে।

কোন কোনও ব্যক্তি ইতরজন্তুর ন্যায় কেহ কেহ পরজন্মের দুশ্চরিত্রতার জন্য কোনপ্রকারপ্রতিবন্ধক বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাদি বহির্ম্মুখ জীব মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কুপথগামী বিষয়ে আসক্ত হইয়া নানাবিধ পাপকার্য্যানুষ্ঠানে রত হয়। অপরাধপ্রবিমুখতা হইতেই পাপবীজের উৎপত্তি হয়। ঐ সকল পাপবীজ বহু জীবে বহু আকারে বর্ত্তিত হইয়া বিচিত্র পাপফলরাশি প্রসব করে। শাস্ত্র মহাপাতক, অনুপাতক, সমানপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকরপাতক, অপাত্রীকরণপাতক, মলাবহপাতক প্রভৃতি বহুবিধ পাতকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ বেদাদি শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করাতে ঐ সকল পাপ ও প্রায়শ্চিত্তাদির কোনও ধার ধারেন না। দেহস্বরূপ কতিপয় পরলোক বিশ্বাস করেন, এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখের বস্তুও ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সুতরাং কতিপয়ের মধ্যে প্রায়শ্চিত্তাদির বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তসমাজে বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু ভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ, বৈষ্ণবগণ পাপ বা পুণ্য, স্বর্গ বা নরকের কোনটীই বাঞ্ছা করেন না। তাঁহারা কামোদ্ভিদ-শ্রীবিগ্রহাদি বর্জ্জিত হইয়া কোনও কামনা করেন না। তাঁহারা সদ্গুরু, সাধু ও শাস্ত্রতাৎপর্য্যপ্রভাবে জানেন যে জীব নিত্য-ভগবদ্দাস। ভগবানের নিত্যসেবাই তাঁহার স্বরূপধর্ম্ম। সুতরাং দেহ ও মনের ধর্ম্ম পাপ ও পুণ্য হইতে তাঁহারা সর্ব্বদা বিরত থাকেন। তাঁহারা যে কিছু কার্য্য করেন সকলই ভগবানের সেবোদ্দেশে সুতরাং তাঁহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে নিজে কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া কার্য্য করা হয় সেখানেই ভগবদ্বিস্মৃতি ও তৎসঙ্গে পাপের অনুভব। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ১৯।১৭

দক্ষপ্রতিজ্ঞানিমিত্ত যজ্ঞবিনাশে সর্ব্বসিদ্ধিহৈল।

তৃণতুল্য তে হয় পাপ যে পরব্রহ্মানুকারণে॥

সাধুগণ ব্রহ্মসুখ বিকৃত অনাদর গ্রহণ করেন সুতরাং তাঁহারা পঞ্চপ্রকারের পাপ হইতে মুক্ত। যাঁহারা ভোক্তৃ অভিমানে সর্ব্বযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দান দিয়া নিজের ভক্ত করে করেন তাঁহারাই পাপের ভাগী হইয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট, সুতরাং তাঁহাদের স্বভাবতঃই কোন নিষিদ্ধ-পাপাচারে মতি হয় না, যদি কোনও কারণে পাপ কৃত হইয়া পড়ে, ভগবান তাঁহাদিগকে কোনও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ—

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করান প্রায়শ্চিত্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।৪২

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

অর্থাৎ অন্য ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক চরিত্র যাঁর পাদমূল নিত্য ভজন করেন, সেই প্রেম ব্যক্তির যদি কখনও কোনও প্রকারে পাপ উপস্থিত হয় পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যানে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে সুমীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে মানবের নরকগমনের পথ রুদ্ধ হইবার উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন, যে পুরুষসকল শরীর অথবা মন দ্বারা পাপাচরণ করিয়া যদি ইহলোকেই মন্বাদি-শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে তাহাদের নরক-ভোগ করিতে হয়।

দৈত্য যেমন
বিধান করেন
করিয়া তাহাদের পাপ-ক্ষয় করা
পরীক্ষিৎ বলিলেন—

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রাঃ সংজ্ঞাঃ কায়স্যাপ্তুপোহিতাঃ।
কায়ে ত্বকৃতে বিদ্বঃ প্রায়শ্চিত্তমথো ঋষে॥
ন নিষ্কৃতৈরিহ প্রোক্তৈঃ কৃতস্যেতি তথাপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোহপার্থং মতে কুঞ্জরশৌচবৎ॥

ইহলোকে দেখা যাইতেছে পুরুষ সকল শাস্ত্রকথিত নরকপাত ও রাজদণ্ডাদি ভয়ের বিষয় জানিয়া শুনিয়াও প্রায়শ্চিত্তাদির বিষয় হইয়া পুনর্ব্বার আপনার অহিতকারি পাপকার্য্যে রত হইতেছে, অতএব যাদৃশ বাধিক ব্যক্তিকে কি প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ঐ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ত পাপের বীজ নষ্ট হয় না। যদি পাপের মূলোৎপাটনই হইল তবে নরকপাতও কদাচিৎ ঘটিবে। হস্তিকে স্নান করাইয়া দিলে পরক্ষণেই তাহার আপন অঙ্গে ধূলা মাখিয়া থাকে তদ্রূপ পুরুষগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পুনর্ব্বার পাপানুষ্ঠান করিবার জন্য নরকে গমন করে। তখন শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন—

যস্ত্বনা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥
নাপ্নোতি পুরুষোঽবশ্যং যাতনাভিরিতীরণম্।
এবং নিয়মকৃদ্ভ্রাজন্ শশ্বৎ যেষাগ্ন কল্পতে॥

চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের মূলোৎপাটন সম্ভব নহে। অবিদ্বানাদি না হওয়াতে প্রায়শ্চিত্তাদির তাৎকালিক পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপের উদয় হইয়া থাকে। তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। যেমন প্রত্যহ নিয়মিতরূপে স্নান গ্রহণ করিতে থাকিলে পুরুষকে যদি আক্রমণ করিতে পারে না, তদ্রূপ নিয়মিতভাবে তত্ত্ব জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে জীবের অবিদ্যা বিদূরিত হইয়া যায়।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা॥
দেহবাগ্বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যাশু মহাংসোঽপি পেশুস্তমিবানলঃ॥

অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ বুদ্ধিমান পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম, নিয়ম দ্বারা বাক্যমনোবুদ্ধিজাত মহৎপাপকেও অগ্নি যেমন তুচ্ছ বিনাশের ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকেন। এবং গীতা ৪।৩৬, ৩৭ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের বাক্য—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যদিও তুমি সমস্ত পাপাচারদের কার্য্যকারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপকারী হইয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপ্লোত আরোহণপূর্ব্বক নিখিল পাপ সমুদ্র পার হইয়া যাইবে। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে সেইরূপ সমস্ত কর্ম্মকে জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে অর্থাৎ অপ্রারব্ধ-ক্রিয়মাণ বিনষ্ট ও প্রারব্ধকে ক্ষীণ করে।

কিন্তু অগ্নি দ্বারা বেণুগুল্ম বিনষ্ট হইলেও মৃত্তিকাভ্যন্তরোপ্ত মূলদেশের উচ্ছেদ হয় না। অনেক সময়েই দেখা যায় যে বৃষ্ট্যাদির জল পাইলে সেই বেণুগুল্ম হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। যেমন পুরুষবিশেষ অনুসারে দেখা যায় যে নিয়মিত পথ্যাদি গ্রহণ করিলেও জীবে ব্যাধির বীজ থাকা হেতু ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ বা যমনিয়মাদি দ্বারা ও সম্পূর্ণ রূপে পাপবীজ উন্মূলিত হইল কর্ম্মবাসীয় কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রায়শ্চিত্তাদি অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা, যম নিয়মাদি অধিকতর উত্তম উপায় বটে কিন্তু ঐ সকল দ্বারাও পাপের মূলীভূত কারণ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় না। কিন্তু

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥

কিন্তু হিমরাশি যেমন সূর্য্যকিরণে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় তদ্রূপ কোনও কোনও বাসুদেব-পরায়ণ ভগবদ্ভক্ত

গণের জ্ঞানকর্মাদি অনাবৃত তীব্র ভক্তিযোগপ্রভাবে পূর্ণ চিৎসত্তা শ্রীভগবানের উপরে জীবের যাবতীয় পাপবীজ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। অকপোদয়েই যে প্রকার নিদ্রার বিনিময়াদি অপগত হয়, চক্ষুর্দ্বয় প্রস্ফুল্ল হয়, বাঘাদি হিংস্র জন্তু পলায়ন করে, তদ্রূপ চিৎসূর্য্য উদয়ের প্রারম্ভেই অনাবৃতভাবে যাবতীয় পাপবীজ ও অবিদ্যারাশি বিদূরিত হয়, সঙ্গে উপাধির দ্বারা অনাবৃত তীব্র ভক্তিযোগের সুনির্ম্মল টাঙ্ক কিরণে জীব শ্রীভগবানের প্রেমদর্শনলাভে ধন্য হন।

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তদ্ভক্তপুরুষসেবয়া॥
সুচীরোদ্বেগং লোকে সদ্যঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুখিনাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন যে রাজন্, ভক্তিমার্গ জ্ঞানমার্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পাপী তাপী সকল লোকে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবদ্ভক্তগণের সেবা দ্বারা যে প্রকার পবিত্র হইতে পারেন তপস্যাদি দ্বারা সেইরূপ শুদ্ধ হইতে পারেন না।

অতএব ইহলোকে ভক্তিই একমাত্র সনাতন পথ। এই ভক্তিপথ হইতেই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় ও অকুতোভয় হইতে পারা যায়। এই ভক্তিমার্গে সুশীল, বদান্যতার নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করেন। সুতরাং জ্ঞানমার্গের ন্যায় অসহায়তানিমিত্ত ভয় বা কল্পনার্গে বিচরণশীল মৎসর ব্যক্তিগণ হইতে কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই। জ্ঞানমার্গীয়গণের শরণাগতির অভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধের ব্রহ্মস্তবের "বেত্থেত্থরবিদাক্ষ" শ্লোক হইতে। কল্পনাশীলগণ ভোক্তৃঅভিমানে রত সুতরাং তাহারা মৎসর। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ নিজেরা জ্ঞানিগণের ন্যায় জ্ঞানে সাধিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীভগবানের নিত্যদাস্য বা শরণাগতি পরিত্যাগ করেন না, বা কর্ম্মিগণের ন্যায় স্বর্গাদি সুখের ভিক্ষু মৎসর হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা ভগবানের নিত্যদাস-জ্ঞানে সর্ব্বদা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তগণের শরণাগত হইয়া তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত সুতরাং "যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার", সেখানে পাপের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। ভক্তির ছয়টী বিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে প্রথম লক্ষণটীই এই যে, ভক্তি—"ক্লেশঘ্নী" অর্থাৎ ক্লেশবিনাশিনী। 'ক্লেশ' শব্দে পাপ, তাপ ও অবিদ্যা এই তিন প্রকারকে বুঝায়। যিনি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহার যে পাপের ফল এখনও আরম্ভ হয় নাই, যে পাপ কূটাদ্বয় এবং যে কিছু পাপ বা অবিদ্যা বীজ তাহা সমস্তই ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাং॥

যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ২১, ৩১, ৩২ শ্লোক—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

অনন্ত শরণাগত ভক্তের কোনও পাপ স্পর্শ করে না। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভার গ্রহণ করেন। যথা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীগীতা ১৮।৬৬

সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণই সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত বলিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন। তাঁহাদের আর পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের দরকার নাই। কর্ম্মচারিগণ শত শত কৃচ্ছ্রাদিদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও নারায়ণে শরণাগতির অভাবে পাপ হইতে মুক্ত হয় না। তাহাদের প্রায়শ্চিত্তাচরণ কেবল হস্তিস্নানের ন্যায় পুনঃ পুনঃ নিরর্থক হয়।

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি
তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্, কর্ম্মজ্ঞানময় যে সকল প্রায়শ্চিত্ত তাহা পুরুষকে নিশ্চিতরূপে পবিত্র করিতে পারেন না। যে প্রকারে সুরাভাণ্ডকে যদি পুনঃ পুনঃ

নষ্টতে দৌড় করা যায় তথাপি ঐ ভাবের কোথাও না কোথাও সামান্য দুর্বল লাগিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞান-কর্ম্মাদি ছাড়াও কেবল ভক্তি শুকদেবকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করিয়া প্রেম পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা-
অপ্যুরুক্রমে কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্।
ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ
যোগিনাং পরমো গুরুঃ
স্বানন্দসুখানুভূত্যাপূর্ণো ভগবান্ ব্যাসঃ॥"

ইহা একবার মাত্রও ভগবানের সান্নিধ্যে মনোনিবেশ করাতে ভগবানের ভক্তে অনুরক্ত মাত্র হন কিন্তু তখনও যদি তাঁহার সম্বোধিলাভ না হইয়া থাকে অর্থাৎ ভক্ত তাঁহার হওয়া দূরে থাকুক যাঁহার ভক্তাভাস মাত্র হইয়াছে তাহাকেও যম বা যমদূতগণ স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারে

কারণ ভাবনে একবার মাত্র ভক্তাভাস

হইলেই সমস্ত প্রারব্ধকর্ম্ম তাহার ধ্বংস

সাধনাঙ্গী ও বৃদ্ধমূল কুদ্র দেহ ও মনের ধর্ম্ম পাপ ও পুণ্য, বন্ধ ও অবন্ধ, স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়কেই তাহা-কিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া সমস্তবন্ধন ত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবান ও শ্রীহরির শরণাগত হইয়া হরিসেবায় সতত নিযুক্ত থাকেন।

"ন নিষ্কিঞ্চনস্য হরিতোষণমন্তরেণ
পুংসো বিভূতয়ইবানুমৃতেভবন্তি।
যদ্বা হরের্নিজজনৈকবাঞ্ছিতে
স্বয়ংতমঃপ্রকাশগুণোলসত্তমম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।১১

মৎসরতা।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুর মধ্যে মাৎসর্য্য বা মৎসরতাই সর্ব্বপ্রধান। কাহারও মতে অন্য রিপুগুলি মৎসরতার সহচর এবং কেহ কেহ বলেন যে অপর রিপুগুলি মৎসরতার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ কামমূল মাত্র। শাস্ত্রসার হইতে আমরা জানিতে পারি যে শ্রীভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু এবং নির্ম্মৎসরগণই তাঁহাকে অবগত হইয়া থাকেন। যেহেতু অনর্থযুক্ত না হইলে ভগবদ্ভক্তির যোগ্যতা হয় না এবং কেবলমাত্র নির্ম্মৎসরগণ কর্ত্তৃক অনর্থের নাশ সম্ভবপর, তদ্রিমিত্ত মৎসরতার অপগমে যে অন্যান্য রিপুবর্গেরও নাশ সিদ্ধ হয় ইহা বুঝা যাইতেছে এবং একের নাশে অন্যের নাশ হেতু অপর রিপুগণ যে মৎসরতার সহচর বা কায়ব্যূহ ইহাও সপ্রমাণিত হইতেছে।

২। রিপু অর্থে শত্রু। শত্রুর ধর্ম্ম অনিষ্ট সাধন করা। অতএব যাহারা শত্রুস্থানীয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যগুলিকে নিজ হৃদয়রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা দেন না এবং প্রবিষ্ট হওয়ার পর তাহাদিগের দ্বারা চালিত হইবার জন্য উন্মুক্ত হন তাহারা যে দুঃখ ও ধ্বংস খাওয়াইয়া কালযাপন করিতেছেন এবং ক্রমশঃ ত্রিতাপরূপ বিষম বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইবেন ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। মৎসরতাই যেন সর্ব্বপ্রধান শত্রু ও অন্যান্য রিপুবর্গ তাহার সহচর বা কায়ব্যূহ মাত্র, তখন উহাকে ভীষণ কালকূট সদৃশ বিবেচনা করাই সমীচীন। হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বা পরদুঃখ অসহনশীলতা নামক যে পৈশুন্য বৃত্তি অজ্ঞানান্ধ মানবের হৃদয়রাজ্যমধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকে তাহা মৎসরতারই প্রকার ভেদমাত্র। মুখমণ্ডলের অদর্শনে হস্তপদাদি অন্যান্য অঙ্গের দ্বারা মানবগণের পরিচয় হওয়ায় যেমন মুখারবিন্দকে উত্তম বা প্রধান অঙ্গ বলা হয় অর্থাৎ উহাকে মুখ্য পরিচয়ের স্থল করে, তদ্রূপ মৎসরতা নাম গৌণভাবে অপর পঞ্চরিপুর বাচক হইলেও উহা মুখ্যরূপে হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বা পরদুঃখ অসহনশীলতারই বাচক। যাহারা এতদ্ব্যতীত অন্যমত নহে তাহারা প্রত্যেক রিপুকে স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করেন এবং তদ্রিবন্ধন উহাদিগের উচ্ছেদ সাধনার্থে পৃথক ভাবে যত্নশীল হইয়া থাকেন অর্থাৎ অপর পঞ্চ রিপুর নিদানস্বরূপ মৎসরতা নামক প্রধান শত্রু নিপাতের জন্য সর্ব্বতোভাবে বদ্ধপরিকর হন না।

৩। সাদ্য পদার্থ উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ধর্ম্মযুক্ত, অতএব অনিত্য। যে সমুদয় পদার্থ আনন্দ বা সুখজনক, তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানাবলীও অনিত্য বোধহেতু বা বিনশ্বর। অনিত্য

তাবোবলীর বিনশ্বরত্ব হেতু তাহারা চক্রবৎ ক্রমান্বয় দুঃখের পর সুখ ও সুখের পর দুঃখভোগ উৎপন্ন করাইয়া থাকে। অনিত্য সুখভোগের আশাপাশকে শাস্ত্রকারগণ অতীব দৃঢ়িত ব্যাপার মনে করেন। যেহেতু উহা পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মনকে ক্ষণকালের জন্য প্রীতিপ্রদান করে। অর্থাৎ দেহ ও মনের অতীত স্থানে অবস্থিত জীবাত্মা নামক নিত্য পদার্থকে শাশ্বত প্রীতিপ্রদানে অসমর্থ, তন্নিমিত্ত উহাকে ভগবৎসেবা-জনিত বিমল নিত্যানন্দ প্রাপ্তির বিঘ্নকারক কাম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দুঃখেন্দ্রিয়প্রীতিকার বিপরীত তাবাত্মক আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছারূপ-কাম বলবৎ প্রাপ্ত হইলে মন্তকোপরিস্থ উহা মহা ক্রোধের আকার ধারণ করে। যদি বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে উহা লোভাকারে লক্ষিত হয় এবং সুদৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অবস্থান করতঃ ভবিষ্যৎকালে পুনরায় কামবৃত্তির উদয় করাইয়া থাকে। বাধাপ্রাপ্ত কাম ক্রোধাকারে পরিণত হওয়ার পর যদি অসমর্থতা প্রযুক্ত বিঘ্ন দূর করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে উহা মোহের আকার ধারণ করতঃ হতভাগ্য মানবের মনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে। ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে নরকে আনয়নপূর্বক অত্যন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া সংশোধন করিবার আভপ্রায়ে মায়াশক্তি যাহাদিগের কামবৃত্তির চরিতার্থতা উপর্যুপরি সাধন করাইয়া থাকেন, তাহারা অজ্ঞতানিবন্ধন বুঝিতে পারেন না যে দুরাচার হেতু তাহাদিগকে অচিরে ক্রোধ হইতে মহা মোহে যাইয়া অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে, এবং মাঝে মাঝে হইয়া মনে করেন যে তাহাদিগের দক্ষতা হইতেই কামবৃত্তি পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ হইয়া থাকে। এবম্প্রকার যে মাঝের ভাব তাহা কাহারই একপ্রকার পছন্দ মাত্র এবং শাস্ত্রকারগণ তাহাকে মদ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মদ চার প্রকার যথা— ধনমদ, জনমদ, বিদ্যামদ, ও জাতিমদ। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ যেরূপ মানবগণকে অন্ধ করিয়া রাখে, মদনামক রিপুটী তদপেক্ষা অধিক অন্ধ বা অধঃপতনোন্মুখ করিতে সক্ষম। অতএব মদান্ধতা একটী প্রলয়ের শক্তি। যাহারা মদান্ধ হইয়া অসৎসঙ্গবর্জ্জন করিয়া মুক্তি বা মুক্তির জন্য লালায়িত ও তাহাতে কপট ভক্তগণের শিক্ষাধীনে অবস্থান করেন তাহারা সত্যজ্ঞান লাভে বঞ্চিত ও সংগুরুচরণাশ্রয়ে অসমর্থ।

৪। শ্রীভগবান ও জীব উভয়ই নিত্যবস্তু এবং তাহাদিগের পরস্পর সেব্য-সেবক-সম্বন্ধও নিত্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য। জীবগণ যখন ভগবদ্বিমুখ হইয়া বাহ্যভোগ বা ভোগত্যাগরূপ কাল্পনিক মোক্ষজনিত সুখের আশায় ধাবিত হন, তৎকালেও তাহাদিগের নিত্য ভগবদ্দাস্যরূপ বিশুদ্ধ সম্বন্ধের অভাব হয় না। প্রত্যেক সংসারাসক্ত ব্যক্তিই অবগত আছেন যে যখন কোন অপৌরুষেয়ের জন্য মাতাপুত্রে আবদ্ধ হইয়া কাহারও স্নেহপূর্ণ নিজ ভাবপ্রাপ্ত কার্য্যে প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করেন তখন তাহার বিপরীত পুত্রের কথা চিন্তাপথে উদয় হয় না। যেহেতু পুত্রচিন্তা তৎকালে মাতাপিতার হৃদয়ে থাকে না তন্নিমিত্ত পুত্রের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এরূপ ধারণা হইতে যদি কাহাকেও দেখা যায় না, তখন নিত্য ভগবদ্দাস্যরূপ সম্বন্ধটী যে বদ্ধ ভূমিকায় ছিন্ন হইয়া যায় ইহা বলা বাহুল্য। ভগবদ্দাস্যরূপ সম্বন্ধ যে নিত্য স্থিতিশীল এবং বদ্ধভূমিকায় তাহা সুপ্তাকারে বর্ত্তমান থাকে ইহাকার সংস্কার পোষণ করাই যুক্তি-সঙ্গত। ভগবৎসেবোন্মুখতার প্রকটকালে জীবগণ মুক্ত বা মুক্তিকামী হন ও তজ্জন্য ইহা নিশ্চয় ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া থাকেন। যাহারা ভোগ-মোক্ষ-নিরাকাঙ্ক্ষী তাহারা স্বার্থপরতার অভাবে পরার্থপর হইতে বাধ্য হন। পরার্থপর শ্রেষ্ঠতার যাচক এবং শ্রীভগবানই অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপদার্থ। অতএব পরার্থপর মানবগণ ভগবৎ সুখে সুখী হইবেন। ভগবৎসুখতাৎপর্য্যবিহীন স্বার্থপর মানবগণ স্বসুখবিধানার্থে তৎপর হওয়ায় বহির্জগৎ হইতে নিরন্তর ভোগ্য সমূহ অনিত্য পদার্থ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত। এই পদার্থ সংগ্রহে উন্মুখ মনুষ্য যদি বিবেচনা করেন যে অমুক পদার্থ গ্রহণ করিলে অন্যের অসুবিধা হইবে, তাহা হইলে তিনি সেই বস্তু গ্রহণ ও তদ্দ্বারা নিজ সুখবিধান করিতে প্রস্তুত হন না। সুতরাং নিরন্তুশিব ভক্ত অন্যকে বঞ্চিত করিয়া সাক্ষ পদার্থ সংগ্রহেচ্ছা হইতে উৎপন্ন হয় বিনে

হিংসাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। হিংসাবৃত্তির প্রকট হইলে তৎসহচর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ নামক অন্যান্য বৃত্তিগুলিও একে একে সংঘবদ্ধভাবে পূর্ণ ছলে আবির্ভূত হয় ও তাহাদিগের প্রভাব দৃষ্টিপথে সেই মূঢ় মানব ক্রমশঃ প্রতিবন্ধিত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে নরকাভিমুখে গমন করিতে থাকে।

৫। ভগবৎ-সেবোন্মুখতার উজ্জ্বল পবনীয় নিয়মের অন্তরালস্থিত হিংসাভাবপূর্ণ মনের বিশেষ রাজত্ব অবস্থিত। ভোগ বা মোক্ষপর মানবগণ হিংসাক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া যে ভীষণ হিংসাজাল বিস্তার করিয়াছেন অজ্ঞানোদ্ভূত সাধনঃ স্বীয়বলে তাহারা তাহা ছিন্ন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুকৃতিবলে যাহারা সৎগুরুর শ্রীচরণে আশ্রয় হইয়াছেন জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় কেবলমাত্র তাহারাই হিংসার ভাবং আকার সকলন করিতে ও তদ্বারা চালিত হইতে দেখিতে পারেন, অন্য নহে। সাধুবেশধারী বাঘের ন্যায় হিংসা যাঁহা যাঁহা সংসাধন করতঃ যে প্রকার কৌশল-বুদ্ধিতে পরজীবন হরণ করে, তাহা ছিন্ন করিতে দেখে ভগবদ্ভক্তগণের দোষোদ্ধার হইয়া থাকে। যাঁহা হিংসক ব্যক্তিগণ প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন আনন্দানুভব করেন সেই স্ত্রী মূলতঃ "বিনুকা নোহনী রাক্ষসী বাঘিনী।" উপনিষদ বলেন—"ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি" অর্থাৎ ভালবাসিবার জন্য কেহ স্ত্রীকে ভাল বাসেন না; স্ত্রী স্বামীকে সুখ দেন বলিয়া স্বামী স্ত্রীকে ভাল বাসেন। সেইরূপ স্ত্রী নিজতৃপ্তির জন্য স্বামীকে ভাল বাসেন, বৃদ্ধাবস্থায় প্রতিপালিত হইবার আশায় পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন, অসহায় অবস্থায় পিতা কর্তৃক লালিত হওয়ায় পুত্র তাঁহাকে ভাল বাসেন, ভৃত্য বেতনের জন্য আপনার মনিবকে ভাল বাসেন, সেবানিপুণতা দর্শনে মনিব ভৃত্যকে ভাল বাসেন, করলোভে রাজাপ্রজা বৎসল হন, রাজকর্তৃক সুরক্ষিত হন বলিয়া প্রজা রাজভক্তি দেখাইয়া থাকেন, লোকানুরাগের আশায় ধর্মোপদেষ্টাদিগকে আদর করেন, অর্থের আশায় ভক্তক পাঠক শ্রোতৃমণ্ডলীকে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করান, বিনোদন করিতে কপট গুরুক্রবগণ শিষ্য সংগ্রহে তৎপর হন, সংসারবন্ধন পাছে ছিন্ন হয় এই ভয়ে ভোগাসক্ত শিষ্যক্রবগণ মহাভাগবতগণের চরণাশ্রয় না করিয়া শিষ্যবিত্তাপহারী কপটীগণের চরণাশ্রয় করিতে উদ্যত হন ইত্যাদির নানাবিধ জাগতিক ভালবাসার মূল দেখিতে পাওয়া যায়। জাগতিক ভালবাসার মূলদেশে যে হৃৎসম্বন্ধের সহচরূপ স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে ও তাহার প্রেরণায় যে নিজ ছিদ্রটীকে কেহ সহজ ভাবের নিকট স্বার্থ হানির ভয়ে ব্যক্ত করিতে চাহেন মনোধর্ম বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। পার্থিব ভাব নশ্বর এবং তাহাদের জাগতিক ভালবাসা কখনও স্থায়ী ভাব ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। কোন দিন না কোন দিন প্রাকৃতিক নিয়মবলে হৃদয়স্থ কপটতা অকস্মাৎ ব্যক্ত হইয়া যায় এবং তৎফলে কপট ভালবাসার ক্ষীণ রজ্জুটী ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকে। কত যে স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত হওয়ায় পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, কত যে পুত্র অপ্রীতিভাজন হওয়ায় পিতাকর্তৃক পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং কত যে পিতাপরায়ণ শুশ্রূষের সঙ্গ সুকৃতিশালী শিষ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? যাহারা সংবাদপত্র পাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করেন তাঁহারা ঈদৃশ বহু ঘটনার ইতিবৃত্ত অবগত আছেন।

৬। মৎসরতাকর্তৃক যাবতীয় গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। পরদ্রব্যাপহরণ, পরস্ত্রীহরণ, মিথ্যাভাষণ, ঔদ্ধত্য, সাধু-নিন্দা, ভগবৎবিদ্বেষ, গৃহব্রত-পালন, অসৎ-শাস্ত্রপ্রণয়ন, কপটভক্তিপ্রচার ইত্যাদি অবশ্য কার্য্য করিতে মৎসরগণ আদৌ পশ্চাৎপদ হন না; বরং তত্তৎকর্মসাধনের জন্য তাঁহারা সতত লালায়িত থাকেন ও তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। যদি মৎসরতা কর্তৃক কেহ আক্রান্ত না হইতেন, তাহা হইলে কুশিক্ষা আদৌ জগতে স্থান পাইত না এবং পৃথিবী সাংপূর্ণ সুখের আলয়রূপে দৃষ্ট হইত অর্থাৎ জগৎ বৈকুণ্ঠাকারে প্রতিভাত থাকিত। জগৎ যদি বৈকুণ্ঠরূপে দৃষ্ট হইত তাহা হইলে স্বার্থপরতার অভাবে সকলেই কায়মনোবাক্যে শুশ্রূষাপরায়ণ হইতেন এবং অন্যাভাব ভীতে জগতে সেবাপ্রবৃত্তি বলবতী

প্রত্যেকেই আপনাকে সর্ব্বোত্তম মনে করিতেন না ও তবে অন্তের ন্যায় স্বাধিকী সেবাপ্রবৃত্তি জাগরূপে এতদর্থে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। মৎসরতাদোষদুষ্ট ব্যক্তি অহংকারের দ্বারা স্ফীত হইয়া ধরাকে সরাতুল্য মনে করেন; কিন্তু নির্মৎসরব্যক্তি ঠিক তাহার বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন হওয়ায় নিজকে যে কৃপাভিক্ষু-নীচ মনে করিবেন ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে। "অন্তের তুল্য কবে আমার প্রগাঢ় সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হইবে" ইত্যাকার ভাবের মূলদেশে স্বসুখতৎপরতা না থাকায় উহাকে মৎসরতার আন্তরাক্ষে গণ্য করিতে পারা যাইতে পারে না। যেহেতু উক্ত প্রকার প্রার্থনার প্রতি-অক্ষরে ভগবৎসুখ-তৎপরতা অঙ্কিত আছে; ও তদতিরিক্ত ইহার মূলে মৎসরতার দুর্গন্ধ আদৌ থাকিতে পারে না। এই হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "অকামো বিমুক্তকামো বা" অর্থাৎ ভগবৎসেবা ভক্তিকামনাযুক্ত। ভগবৎসেবার জন্য জীবের শুদ্ধ স্বরূপে যে অহৈতুকী প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধরূপে সদা বর্ত্তমান আছে তাহা মৎসরতাদুষ্ট কামনার দ্বারা কখনই সমাচ্ছন্ন দুষ্ট হইতে পারে না।

৭। মৎসরতাকে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে যে সমুদয় সামাজিক কিম্বা নৈতিক নিয়ম অথবা পরার্থকামমোক্ষ-প্রাপক সকাম উপাসনার বিধি মৎসরগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে তদ্দ্বারা উহার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই সাধিত হয়। কি উপায়ে মানবগণ সত্বা সত্বাই নির্মৎসর হইতে পারেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"নামান্যনন্তস্য হতত্রপাণি,
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমলো বিমৎসরঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীনারদ মহারাজ বলিতেছেন যে আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীঅনন্ত দেবের নাম সমূহ উচ্চারণ এবং তাহার গুহ্য ভগবল্লীলা চেষ্টা সমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার স্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও নির্মৎসর হইলাম। অতএব দেখা যাইতেছে যে অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া ভগবন্নামোচ্চারণ ও তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন ব্যতিরেকে মৎসরতার পরিত্যাগ সম্ভবপর নহে। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন "মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" অর্থাৎ ভগবানের মায়াশক্তি অতীব প্রবল। স্বয়ংশক্তিশালী চিৎকণজীব নিজ চেষ্টায় মায়ার বন্ধুতা পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অক্ষম। মায়ার অধীশ্বর যে শ্রীভগবান তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত তৎ-নিরাসের জন্য চেষ্টা যিনি করেন পশুখাদ্যের নিরিক্ষণনের ন্যায় নিষ্ফল প্রচেষ্টা হয়। সূক্ষ্ম পদার্থকে প্রাপ্তির আশায় অন্ধকারে খুঁজিতে গেলে যেরূপ শত চেষ্টাতেও পাওয়া যায় না এবং পরিশ্রম মাত্র করা হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধের অন্ধকার তিরোধান হইবার জন্য কৃষ্ণে কৃপা পরিশ্রম করা হয়। আলোক সাহায্যে সূক্ষ্মপদার্থ যেরূপ অবিলম্বে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ও তদ্রূপ অযোনিজ জ্ঞান লাভ হয় এবং তাহার প্রভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। নির্মৎসর ব্যক্তিই অনর্থ মুক্ত হইতে ও পারেন এবং তিনিই ভাগবত্ত্ব অনুভব করিতে শ্রীভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, তথাচি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে পরের মাৎসর্য্যহীন সর্ব্বভূতে দয়াবান সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছে। ইহার অনুশীলন ফলে ত্রিতাপ ও তাহার মূল-কারণস্বরূপ অবিদ্যার খণ্ডনকারী পরমানন্দ-অনুভবকারক কৈবল্যাখ্য অবৈজ্ঞানতত্ত্বের অনুভব হয় এবং অচিরে অবৈজ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণপ্রেমকারীর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। ভগবত্ত্ব হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইলা মাত্রই পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাবৎ না কাহারও হৃদয়ে শ্রীভগবান অবরুদ্ধ হন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রী

শ্রীকৃষ্ণ কর ভক্তিবিকাশী।
চানপাড়া ২৪পরগণা

প্রতিবাদ।

ঐতিহাসিক সত্যান্বেষী প্রকাশের অভিপ্রায়ে শ্রীমধুসূদন গোস্বামী ভত্তমহোদয় নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌর ভক্তবৃন্দ উহা উদ্ধৃত করেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ শ্রীযুক্ত অমলাকর গোস্বামী প্রভু তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ একটি প্রবন্ধ "বিচার বিরোধ" নামে গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ করেন। যদিও এই "বিচার বিরোধ" নামক প্রবন্ধে এইরূপ কোন গভীর ও সারবৎ যুক্তি দেখা যায় না যাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক, তথাপি অনভিজ্ঞ পাঠকের ভ্রম হইতে পারে বলিয়া সেই ভ্রম নিরসন নিমিত্ত তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করা আবশ্যক। উক্ত গোস্বামী ভিন্ন এখন সকল লঘুহোরিণী লিখিত শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত গ্রন্থসকলের তালিকা ও তদনুযায়ী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার এবং দুইশ্লোক লিখিত ভক্তিরত্নাকরের কয়েক পংক্তি।

লঘুহোরিণীতে শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীচরিত মৃতে কবিরাজ গোস্বামী যে কারণে শ্রীসনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ তালিকা মধ্যে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও দিগ্দর্শনী টীকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে স্পষ্টভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, নিবিরোধ চিত্তে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনা করিলে উক্ত গোস্বামিদ্বয়কে "বিচার বিরোধ" লিখিবার পরিচয় করিতে হইত না।

উক্ত মহাশয় একটি নবীন দোষের আরোপ করিয়াছেন ও তাহার পারিভাষিক নাম করণ করিয়াছেন। নাম হয় "প্রক্ষেপাদি, অর্থাৎ কল্পনা প্রসূতি শব্দ কুটনাশ করিয়াছেন দোষের অন্তর্গত।

বিজ্ঞগণ একটু মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যদি এই দোষকে স্বীকার করাও হয় তবে উহার অবস্থান কোনখানে? সম্বোধনের প্রস্তাবে বা বিচার বিরোধ প্রস্তাবটী গভীর দৃষ্টি করিলে এই দোষ "বিচার বিরোধ" প্রস্তাবকের ঘাড়েই পড়ে, যেহেতু লঘুতোষণী, শ্রীচরিতামৃত ও ভক্তি-রত্নাকর 'তিনটী গ্রন্থে শ্রীহরিভক্তিবিলাসকে শ্রীসনাতন গোস্বামীর কৃতির মধ্যে গণনা করা হইয়াছে কিন্তু মূলগ্রন্থে এই গ্রন্থের কর্তা যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী তাহা একবিংশতিবার প্রত্ত হয়, মূলগ্রন্থে লিখিত এই একবিংশতি শ্রুতিকে প্রক্ষেপের দ্বারা করা কি অতীব সাহসের কার্য নহে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ছয় গোস্বামী একপ্রাণ, তাঁহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নিজে গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নাম দিয়াছেন, ইহাতে আপত্তি কি? আমরাও ইহা স্বীকার করি, কিন্তু প্রত্যাগ্রহ করিয়া অর্থাৎ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী নিজে গ্রন্থ রচনা করিয়া যে শ্রীসনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ তালিকা মধ্যে নাম লিখিতে আজ্ঞা দিলেন ইহাতেই বা আপত্তি কি?

সুতরাং এই সমস্ত উদাহরণ যুক্তি দ্বারা কিছু আসে যায় না, যাহা হউক আমরা "বিচার বিরোধ" বিষয়ে আর একটী বিষয় অবতারণা করিয়া সমাপন করিতেছি, সেটি এই—শ্রীযুক্ত অমলাকর গোস্বামী লিখিয়াছেন, তাহার মতে শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর উক্তি যাহা শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সহিত তাঁহার আদৌ বিরোধ হয় না, শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি এইরূপ যথা—

"তথাহি নানাপ্রবন্ধোক্তেকতরাং সম্ভ এব সমস্ত বোধতারাঃ প্রতিকূলচ্ছান্দোভিপ্রায়ফলপরিত্যাগপূর্বক সমস্তবোধতাৎপর্যবিজ্ঞনকঃ পুরাণাদ্যঃ প্রতিপদ্যতে, কিন্তু নিষ্টাচারতাৎপর্যে সাক্ষিত্বং তন্ত্র নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুলারাধ্যঃ

সম্বন্ধযোগ্যতাজ্ঞানাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষসহিতাবস্থাপেক্ষাবৎ অস্ত অন্যথাসিদ্ধাপেক্ষা বর্ত্ততে ইতি ইত্যাদি। শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীপাদ কৃত অনুবাদ এইরূপ যথা— ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই ভগবন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি একটি সাধনবলে সবন যজ্ঞের প্রতিকূল যে দুষ্কৃতি তাহার প্রারম্ভক প্রারব্ধের নাশ পূর্ব্বক সবনযোগ্য জাতিতনু পুণ্যলাভ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কিন্তু শিষ্টাচারের অভাবে, যেরূপ দুষ্কৃতিত্বের অভাবের ব্রাহ্মণকুমারাদিগের সবন যোগ্যতার অভাব নিবারক পুণ্যবিশেষের সহিত অন্বয়াপেক্ষা আছে, তদ্রূপ ইহারও অন্বয়ান্তর অপেক্ষা আছে।

সার্ব্বভৌম মহাশয় কেবল এইরূপ অনুবাদ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু আরোও বলিয়াছেন যে, শ্রীজীব গোস্বামীর ভাব এই যে যদপি এই জন্মে সবন যোগ্য হয় না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দিগ্‌দর্শনী টীকাতে শ্রীল গোপীনাথ নিজ গুরু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিক্ষানুসারে ব্যাখ্যা করিলেন, এই জন্মে যদপি সকলেরও শালগ্রাম পূজনের অধিকার হয়। শ্রীজীব গোস্বামী লিখিতেছেন কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ। শিষ্টাচারের অভাব হেতুক যদপি এই জন্মে সবন যোগ্য হয় না। এইরূপ বিশদার্থ দেখাইয়া উক্ত প্রভৃতি বলেন যে, শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের টীকা সনাতন গোস্বামীর লেখা নহে এবং শ্রীজীব উহা দেখেন নাই, উক্ত প্রভুরা শ্রীল জীব গোস্বামীর উদ্ধৃত উক্তির যেটি মূলীভূত প্রামাণ্যরূপ সেই "সদ্যঃ সবনযোগ্যতাদ্যর্থঃ" এই অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশের মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। আমার মতে শ্রীজীব গোস্বামীর উদ্ধৃত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যদপি ভগবন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন বলে সদ্যই সবনের অর্থাৎ শালগ্রামার্চ্চনাদি যজ্ঞের যোগ্যতা-লাভ করায় তৎপ্রতিকূল দুষ্কৃতিক প্রারম্ভক প্রারব্ধনাশ পূর্ব্বক সবন যোগ্যতাদি জনক পুণ্যলাভ করে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। উক্ত গোস্বামিপাদের মতানুসারে নাস্তিক্য নাস্তি এই বাক্যে 'ন'কারকে যদি অন্বয়ান্তরাপেক্ষা নাস্তি পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হয় তাহা হইলে দুরূহ দোষ আসিয়া পড়ে, এই ভাবে সম্বন্ধিত করিতে অনন্বিত স্থানে সাধুকরণ আর কৈতব বিরুদ্ধ, যদি এইরূপই অন্বয় করা হয় তবে অনেক স্থানে বড়ই গৌড়ীকাদি হয়, তজ্জন্য ঐ নিয়ে প্রবৃত্ত হইল।

"দুষ্কৃতেরপি সদ্যঃ খলুঃ প্রিয়ঃ তৎক্ষণে যেন শ্রোত্রং সদ্য পূতা ভবেয়ুঃ" এই শ্লোকে ন যে প্রিয় হইতে সবাইকে যদি না কারকে অন্বয় করা যাওয়া হয় তবে এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, দুষ্কৃতেরপি যে প্রিয়ঃ খলুঃ সদ্যঃ প্রিয়ঃ ন তৎক্ষণে দুষ্কৃতিনি যেন শ্রোত্রং ন দুষ্কৃতেরপি পূতা ভবেয়ুঃ। দুষ্কৃতেরপি আমার প্রিয়, খলু আমার ভক্ত হইলেও প্রিয় নয়, যেহেতু দুষ্কৃতেরপিকে যার কথা উচিত "নারায়ণ বিমুখে মনাংসি" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আর যেই পূজা হেয় আমি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত অনিন্দ্য বা সন্নিন্দ্য বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ। অতএব সূত্রকারেণ ব্রাহ্মণা কলিসম্ভবাঃ তেষামাগমমার্গেণ ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতবর্ত্মনা। "ন" শুদ্ধিকে শ্রৌতবর্ত্মনা হইতে একারকে যদি একটু দূরিকে সরাইয়া দেওয়া যায়। তবে এই অর্থ হইতে পারে যে তেষাং আগমমার্গেণ শুদ্ধিঃ অপিতু শ্রৌতবর্ত্মনা অর্থাৎ কলিসম্ভব ব্রাহ্মণ অভক্ত ও দুষ্ট কর্ম্ম, তাহাদের শুদ্ধি তন্ত্রমার্গের দ্বারা হইতে পারে না কিন্তু শ্রৌতমার্গে হয়, এইরূপ সন্নিন্দ্যপদের অনন্বিত স্থানে যোগ করিলে অনেক অর্থের অনর্থ হইতে পারে, ব্রহ্মোচ্ছেদন প্রস্তাব লেখকের এইরূপ শব্দের করার সাহস নাই। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জয়দেব গোস্বামী জি এই উদ্ধৃতিলিখিত প্রকরণে আমার মত আমার মত বলিয়া অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক উক্ত শ্রীপাদ গোস্বামীর মত ব্রহ্মোচ্ছেদন প্রস্তাব লেখক গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যেহেতু শ্রীজীব গোস্বামীর মতই তাঁহার মত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী জন্মান্তরের কথা স্পষ্ট লিখিয়াছেন "সদ্যঃ সবনায় কল্পতে ইতি।

সঙ্কল্পচ্ছায়িতং যেন হরিমিত্যক্ষরদ্বয়ং।
সদ্যঃ পবিত্রয়ত্যেনং গোস্বামী গণেশ প্রতি।

ইহা গোস্বামীপাদের সিদ্ধান্ত। শ্রীধরস্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার তর্কবিতর্ক স্থানান্তরে আছে।

অর্থ—সমস্ত সংসার ধ্বংসের পর যখন [illegible] কিরূপে সম্ভব? তাহাতে যুক্তি এই যে, যে লোক একবার "হরি" এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছে, সে মোক্ষার্থ গমনের জন্য কটিবদ্ধ করিয়াছে ইহার ন্যায় অর্থাৎ হরি উচ্চারণ করিলেও তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তির জন্য গমন করে না, কিন্তু তাহার মুক্তির অধিকারের কারণ হইয়া যায়, যাহার ফলস্বরূপ বিলম্ব পরে হইয়া সকলেরই অধিকারী হয় এই ভাব।

শ্রীজীব গোস্বামী তাৎকালিকার লোকের মত বিষয়বশীল ছিলেন না যে এই শ্লোকের ব্যাখ্যার স্থলে তৎসমস্ত ভক্তদ্রোহের বিষয় প্রসঙ্গ তাৎপর্য্যধিকারী স্থানে এই ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকাতে তাহার বিরুদ্ধ লিখিলেন, যে ভক্তদ্রোহাপেক্ষা না করিতে তাহার ভক্তদ্রোহাপেক্ষা নষ্ট সে এক শ্লোকেই সমন যোগ্য হয়।

সুতরাং প্রয়োজনের প্রস্তাবে যে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্রীজীব গোস্বামীকৃত টীকায় তাহা নির্দ্দেশন করা হইয়াছে তাহা শ্রীজীব গোস্বামীর মতানুসারে বিচারবিরোধ লেখক গোস্বামীপাদের মতানুসারে দেখা হয় নাই।

আমি নিজে বাঙ্গলা লিখিতে পারি না কখন বাঙ্গলা ব্যাকরণও রীতিমত অধ্যয়ন করি নাই। অতএব ভাষার দোষ অপরিহার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন ধাম।

নিমাই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)।

রাত্রির দুপুর হোয়ে এলো। পাড়ার যে সব লোক নিমাইয়ের এই সব কাণ্ড দেখতে এসেছিলো, একে একে তারা সব গোলে গ্যালো। থাকলেন জগন্নাথ মিশ্র আর সেই বামুনী ঘরের ভেতোর যে সব ভক্তেরা নিমাইয়ের কাছে ছিলো,—দুধোর বাবা কাছে,—তিনিও দুধোকে ফেলে একটুকুও নড়তে মন বড় খুসী হোয়েছে। বামুনের খাওয়া হোতে হোতে একটু আলিস্যিও ভেঙে নি বোলে, যেমন শুয়েছে অমনি সব ঘুমিয়ে পোড়লো। জগন্নাথ মিশ্র বোসে বোসে পাখারা দিচ্ছেন, আর মনে মনে খুসী হোচ্ছেন, দুধোর বাবা কাছে, এবার আর নিশ্চয়ই এসে বামুনের ভাত নষ্ট কোরতে পারবে না। একটু একটু আলিস্যি হোচ্ছে বটে; তা কি করা যায়, ভক্তিতের খাওয়া না হওয়া অবধি শোয়া হবে না, কি জানি যাদা! ও ছেলেকে বিশ্বাস কি? তবে দুধোর তো বাবাই আছে, একটু আলিস্যিটা ভেঙে নি, বোলে দুধোকে হাতপাখা দিয়ে যেমন চোক বুঁজেছেন, অমনি নাক ডাকতে লাগলো—ঘুমিয়ে পোড়লেন। বামুন ঘুমিয়েছেন, আর মনে মনে বড় খুসী হোচ্ছেন। দুষ্ট ছেলেটা ঘুমিয়ে পোড়েছে, তার কাছে পাখারাও আছে, দুধোরটাও বেশ বাবা হোয়েছে, তার ওপোরে কর্ত্তা দুধোকে বোসে পাখারা দিচ্ছেন, আর কোন ভয় নেই, এখন ঠাকুরকে বেশ মনের সাধে নিবেদন কোরে দিতে পারবো বোলে মনে বড় আহ্লাদ হোচ্ছে। ঠাকুরের কাছে কত যোড়ি কোরছে। ঠাকুর আজ বড় কষ্ট দিইচি তোমাকে। সারা দিনটে গ্যালো, তা কি কোরবো ঠাকুর, ছোড়ি ছেলে, কোন বুদ্ধি নেই, ওর অপরাধ নিও না। এখন ঘুমিয়ে গিয়েছে তোমাকে মনের সুখে খাওয়াতে পারবো। এতদিন তোমার সেবা কোরচি, আজ আমার মন যত খুসী হয়েছে, আর কখন এ রকম হয় নি। সব নিশুতি হোয়ে গিয়েছে, আজ তোমাকে মনের সুখে খেতে দেবো। এ রকম সুযোগ আমার এক দিনও ঘটে নি। মনের আহ্লাদে এই রকম যোড়ি কোরতে কোরতে রান্না শেষ হোয়ে গ্যালো। ভাত তরকারী সব থালা বাটীতে বেড়ে ধুয়ে, হাত পা বেশ কোরে ধুয়ে এসে, সেই সব ঠাকুরের কাছে নিবেদন কোরে দিলেন। তারপর চোক বুজে ঠাকুরের ভোগরাগটী মনে মনে দেখে মোনভোর হোলে ঠাকুরকে

ভক্তি কোরে ডাকতে লাগলো।

আজ ঠাকুরের ওপোরে বাবুনের যত ভক্তি হোয়েছে—ঠাকুরকে নিজনে মোনের সাধে খেতে দেবে বোলে বাবুনের মনে আজ যত আহ্লাদ হোচ্ছে, এতকাল ঠাকুরের সেবা কোরচে, এ রকম ভক্তি—এ রকম মনের আহ্লাদ কখন কোন দিন হয় নি। সেই মনের আনন্দে বাবুন সব ভুলে গিয়েচে, দেকচে, এ সংসারে আর কেও নেই, —আর কিছুই নেই, কেবল আমি আর আমার ইষ্টি দেবতা সখী সখা নিয়ে রোয়েচে; তাই মনের আবেগে যেমন বোলে ফেল্লে, ঠাকুর! এ সংসারে আমার তো কিছুই দেকচিনে, সবই তোমার। তোমার জিনিষ তোমাকেই দিলাম, নিয়ে আমার মনটী খুসী কর, আর চিরকাল যেন এমনি করে তোমার সেবা কোরতে পারি এই আজ্ঞে কর। এস ঠাকুর! এস, পাপী তাপী বোলে হ্যালা কোরে না, ঠাকুর! এস। ওমনি কোরা দিয়ে, কি রকম কোরে সেরিয়ে এসে, নিমাই সেই আসন খানার ওপোরে দাঁড়িয়ে। বাবুন চোক খুলে তাকিয়ে থাকে, নিমাই সেই আসনের ওপোর দাঁড়িয়ে হাসচে। বাবুন নিমাইকে দেকে একেবারে অবাক হোয়ে গালো। ভাবতে লাগলো এ কি! এ ছেলে কেমন কোরে বেরিয়ে এলো। এ ছেলে কি! কিছু জানে নাকি? চেঁচিয়ে যেমন জগন্নাথ মিশ্রিকে ডাকতে গিয়েচে, ওমনি নিমাই বোল্লে, ডাকু আমার দোষ কি? তুই আমাকে ডাকিস কেন? আমাকে ভক্তি কোরে যে ডাকে, আমি তারই কাচে যাই,—সেখানে না গিয়ে আমি থাকতে পারিনে। তুই আমার মোনভোর রূপ কোরে আজ যে রকম ভক্তি কোরে আমাকে ডাকচিস, তাতে আমি তোর কাচে না এসে কিরূপ কোরে থাকতে পারি? আমাকে দেকবার জন্যে তুই অনেক কষ্ট পাচ্ছিস। কিন্তু আজ তোর মনের যে রকম ভাব দেকচি, এ রকম মনের ভাব কখন দেকিনি। আজ আমাকে দেকবি বোলে মনে মনে বড় খেদ কোরিচিস। আমিও আজ তোকে দেকা দেবার জন্যে—তোর বহুকালের মনের খেদ মিটোবার জন্যে মনে কোরিচি, তাই, তুই যেই ডাকচিস, সেই আমি তোর কাচে আসচি। তুই তো তা বুঝতে পারিসনে। তুই ছাড়া আর তো কেও আমার সেরূপ দেকতে পায়ে না। তোর বুজরুগ যে সব লোকেরা তোর পোড়াচে। এখন আর কোন কোরিসনে, আমার সেরূপ দেকে ধন্যি হ'। এই কথা বোলতে বোলতে নিমাই একটু একটু বড় হতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিমাই বেশ পুরো জোয়ানের মত হোয়ে পোড়লো। নিমায়ের গায়ের সেই সোনার মত রংটাও বোদলে গালো। এখন বেশ কালো কুচকুচে রং হয়ে সে কালো রং থেকে এমন একটী জ্যোতা বেরুতে লাগলো যে তার দিকে তাকান যায় না, চোক ঝিকরিয়ে পড়ে। তারি যাহার যেন চকমক চমকচ কোরচে।

সমালোচনা।

ভৈরব—বাঁচি ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের এই মুখ-পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি। এবার প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। আর এ সংখ্যার বিশেষত্ব এই যে, শ্রীশ্রী-সনাতন নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র বসু বি, এ, মহাশয় আমাদের পরিচিত। তাঁহাতে কিছু সেবা প্রবৃত্তিও দেখা যায়। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের শিরোমণিদ্বয়ের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত। সুতরাং আচার্য্যদ্বয়ের অনভিমত কোনও কথা তাঁহার প্রবন্ধে স্থান পাওয়া উচিত নহে। যাঁহারা অব্যাহত আচার্য্য পরম্পরা ধরিয়া শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক ষট্-সন্দর্ভ প্রভৃতি আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের তত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কদাচিৎ সম্ভব, যেহেতু নিজা হউক তাঁহাদের চিরসঞ্চিত পঞ্চোপাসনামূলক কেবলাদ্বৈত চিন্তাস্রোত তাঁহাদিগের দ্বারা গ্রন্থে পদে পদে তত্ত্ববিরোধ করাইবেই। সুতরাং এ সতর্কতা অবলম্বন করিতে গেলে

[illegible] করিতে হইবে আমাদের এই বিশ্বাস। তাহার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলে কাহার বিশেষ আনন্দলাভ করিবে। তেঁহ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] কোনও ভক্তকথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ হয় না। সুতরাং ভক্তবিদ্বেষের স্থানও নাই। তবে গানগুলিতে আধুনিক কবিত্বের ছাপ আছে, এবং তাহাতে ভোগের কথাই স্পষ্ট হইয়া পড়ে। "চুমি এসে গেছে মুছায়ে।" এ কথা খুব সাধারণ হইলেও ভক্তভক্তিবোধিনী। ভক্তভক্ত কেবল ভাবগ্রহণেরই চান,—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাকে"—"কাম" বলিয়া দূরে পরিহার করেন। আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টকের' শেষ শ্লোক "ক্রিয়া বা পাকরসা" ইত্যাদির মর্মগ্রহণ করিয়া এক কথা 'অষ্টাদশ'কে ছয়রকম করিতে পারিবেন। আর একটী কথা—তিনি বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণলাভের পরম পুরুষার্থের বাহুল্য উপদেশের বিষয় বিস্মৃত হইয়াছেন, আর তাঁহাদের পুরুষকারের নাম দুইটী ওরূপ করিয়া কতদূর সিদ্ধান্তই হইয়াছেন তাহাও বিবেচ্য। নাটকখানি একটু ঘুরাইয়া লিখিলে তাঁহাকে ঐ কলঙ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না। প্রথম অঙ্কে তিনি খুব বহুনার কাছে হইয়াছেন। নাটক প্রচারকে গ্রন্থ আরম্ভ করিতে হইলে, তাহা আগাগোড়া নাটকে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

প্রচার প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চারি দিবস কাল বহরমপুরে সেবপুরে বক্তৃতা ও পাঠ করিয়া শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভু—প্রচারিত সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্ম কথা শ্রবণে অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছেন। বহুতাবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ও তেলিনীপাড়া কুণ্ডু মহাশয় ঘরের ঘরে সেবপুরবাসী হরিকথা শ্রবণের এই সুযোগ পাইয়াছেন। শুক্লপ্রথম হেমন্তের ত্রয়োদশীর আপরাহ্ণিক ধর্ম্মসভায় সকলেই শ্রীবিগ্রহ কৃপায় তাঁহার [illegible] প্রভৃতি নিজ নিজ দুঃখ কষ্টের কথা জানাইয়াছেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া নামক স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ এখনও মেদিনীপুর অঞ্চলেই হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তপ্রসাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শিউড়ীর বাঙ্গালী কটক সহরে শুদ্ধ হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় বিদ্বদ্গণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম লাভবান্ হইতেছেন। কয়েক দিবস হইল শ্রীপাদ হরিপদ ভট্টবৈদিক মহোদয় তথায় গোপদান করিয়াছেন।

ভারতীয়।

নায় আশুতোষের নিধনে —বাঙ্গালার পার্থিব গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক দুইটী আজ কক্ষচ্যুত। আশুতোষ চৌধুরী ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—হাইকোর্টের কৃতিমতি ছাড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহোদয় পাটনায় চলিয়াও মাঝার পক্ষে ওকালতী করিতেছিলেন। সেই কালসম শুক্রবারে হঠাৎ পীড়িত হইয়া দুইদিনেই অর্থাৎ গত রবিবার সন্ধ্যায় স্বধামে গিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার কত আদরের বাঙ্গালী তাহা দেখাইয়াছে। তাঁহার দেহ স্পেশাল ট্রেণে কলিকাতায় আসিলে হাবড়া হইতে কালিঘাটের শ্মশান পর্য্যন্ত জনস্রোতের অবধি ছিলনা। এই শোকযাত্রা গত বুধবার হইতে বাহুড়োপে পর্য্যন্ত দেখান হইতেছে। ভারতে কাহারও মৃত্যুতে এমনটী হয় নাই। ধন্য আশুতোষ তুমি বাঁচিয়াও ধন্য, মরিয়াও ধন্য! ইহার উপায় তোমার জীবনে যদি তত্ত্বদর্শনে ঐক্যাত্মকতা লোকদৃষ্টির গোচরীভূত হইত তাহা হইলে লোক আর তোমাকে মানুষ বলিত না। তখন নিত্যকালের জন্য লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিতে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১ তারিখে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩১, ১৪ই জুন ১৯২৪ | ৩য় সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

আজকাল যে যুগ যে কাল চলিতেছে তাহাকে কলিকাল না বলিতে বলে। কলি শব্দে বিবাদ অর্থাৎ প্রেমের অভাব। কলিযুগের লোক স্বাভাবিক পরস্পর বিবাদপ্রিয়। সেই জন্য কলিযুগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রেমময়-বিগ্রহ চৈতন্যচন্দ্র প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন।

জনসঙ্ঘের মধ্যে যে কোন বিসম্বাদ প্রবল তাহা প্রেমের প্রচারে প্রশমিত হয়। এজন্য প্রেমধর্ম্ম সর্ব্বজনাদৃত। যেখানে অন্য-জ্ঞানের অভাব সেখানেই বিবাদ। চৈতন্য-দেব প্রেমধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যবিমুখগণ পরস্পর-বিবদমান-অপ্রীতিকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন সেজন্য তাঁহারা অচৈতন্য বন্ধকে তাপত্রয়ের প্রেমের আধার করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাই কলিবিমুগ্ধতা।

গুরু-গৌরধর্ম্ম আশ্রয়ে অন্যাভিলাষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। যাঁহারা ভগবৎ-বিমুখিতাক্রমে জগৎ-প্রীতি তুলিয়া আর কিছু লইয়া থাকেন তাঁহারা প্রেমময়-বিগ্রহের সহিত বিগ্রহ করিয়া অপ্রীতি-বিগ্রহকে পূজা করেন। প্রেমধর্ম্মের দীক্ষা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় নির্দ্দেশপূর্ব্বক অন্বয়জ্ঞানের বিপরীত অবস্থায় প্রেমের দোষ করেন। ফলে তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

"গৌড়ীয়" সাময়িক-পত্রকল্পে সর্ব্বজনাদৃত প্রেমধর্ম্মের প্রচারক। কলি যা বিবাদ লইয়া যাহারা ব্যবসায় করেন তাঁহারাই গৌড়ীয়ের সহিত দুষ্পরিহার্য্য অপ্রীতি স্থাপন করেন। গৌড়ীয়োপাস্য চৈতন্য-প্রীতিপরিত্যাগই গৌড়ীয়ের প্রতি বিরুদ্ধ হইবার কারণ। শ্রীচৈতন্যপ্রিয় নিত্যানন্দের অনুগমনে যে ভূমিতে বাস করেন তাহা গৌড়দেশ নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্দেশবাসিগণ সকলেই নৈসর্গিক প্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। প্রেমধর্ম্মবিমুখিতাক্রমে কোন ব্যক্তিই আপনাকে 'গৌড়ীয়'

বাঙ্গালা হইতে হয় না। [illegible] দক্ষিণাত্যবাসী [illegible] ও গোপাল ভট্ট, স্থানেশ্বরী জগন্নাথ সকলেই [illegible] সঙ্কোচিত হন [illegible] আবার চৈতন্যদেবপ্রিয়তম শ্রীরূপ ভট্টাচার্যের অনুগমন গৌড়দেশের অধিবাসী হইয়াও আপনাদিগকে গৌড়ীয় বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা প্রেমহীন হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাকে অগৌড়ীয়।

গৌড়ীয়ের সহিত অগৌড়ীয়ের ভেদ কোথায় জানিতে হইলে গৌড়ীয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জীবের স্বরূপ নিরূপণে গৌড়ীয় আপনাকে প্রেমাকর কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যদাস বলিয়া জানেন। অগৌড়ীয় আপনাকে নির্বিশেষবাদী বা কর্তৃত্বের পথিক বলিয়া অভিমান করেন। নিত্য-বৈষ্ণব-স্বরূপ-বিস্মৃতি ফলেই আপনাকে কিছু দিনের জন্য অবৈষ্ণব বলিয়া ধারণা করিতে গিয়াই গৌড়ীয়কে সংসাম্প্রদায়িক [illegible] তাহাতে তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এই স্বতন্ত্রতার ফলেই তিনি নিত্য-প্রেমধর্মের সহিত সমন্বয় প্রস্তুত হইয়া আপনাকে অসাম্প্রদায়িক বা সার্বজনীন নামে অগৌড়ীয় আখ্যায় ভূষিত করিয়া সুখী হন। কলি বা বিবাদযুগে বিশ্বজনীন ভাবের নামে বিষ্ণুবৈষ্ণবধিক্কারোদ্গারে কপের দোহাই দিয়া কৃত্রিম অকিঞ্চিৎকর ফলকামী কর্মবীর নামে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হন। কেহ বা তাদৃশ বিদ্বেষচ্ছলে জ্ঞানের দোহাই দিয়া ফলবর্জিত নির্বিশেষ পরাবস্তুবিশেষে লীন হইবার মানসে গৌড়ীয়ত্ব-নিজত্ব বিনাশ করেন।

দেহ ও মনোধর্মের সেবকসূত্রে অগৌড়ীয়গণ আত্মধর্মবিৎ গৌড়ীয়ের সহিত পার্থক্য স্থাপনে ব্যস্ত। ভগবৎ-প্রেমার পরিবর্তে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি ফলপ্রার্থনায় তাঁহারা অস্থির। চিত্ত-চাঞ্চল্যই তাঁহাদিগকে কুফলসমূহে প্রধাবিত করায়। দেহ ও মনকে অনাত্ম বলিয়া বুঝিতে না পারিলেই জীবের ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা হয়, আবার কেহ কেহ আলস্যক্রমে ভোগরহিত নির্জীবতাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে চিত্ত চাঞ্চল্য হইতে শান্তিলাভ করিতে যায়। এই দুই শ্রেণীর অগৌড়ীয় চৈতন্যচরণাশ্রয় করিবার পরিবর্তে অনাত্মচেষ্টাবলে বিপথগামী হন। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত লেখক শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ গৌড়ীয়ের শুদ্ধ প্রেমময়-সাধ্যপ্রণালী বর্ণন করিতে গিয়া উপদেশ দেন যে—

> দম্ভং বিহায় কুরুতং পরমোপদেশং
> কৃষ্ণঞ্চ কারুণ্যতোভজতং ব্রবীমি।
> হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
> চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।

গৌড়ীয়ের এই উপদেশই সর্বতোভাবে গ্রহণীয় জানিয়া গৌড়ীয় সেই পথেই পাঠকের পদস্খলে নিপতিত হইয়া তৃণগুচ্ছ-দন্তবিত বদনে তাঁহাদিগকে সাধুসম্বোধন করতঃ সমস্ত দুঃসঙ্গ-পরিবর্জনের প্রার্থনা জানাইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ভক্তিপথে অগ্রসর হউন বলিলেন।

অনেক বৈষ্ণবে বৈষ্ণবের বেষ লইয়া কথোপকথন হয়। বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রমধর্মের অতীত। সুতরাং তাঁহারা পরমহংস। শ্রীমৎ অদ্বৈতপ্রভু অবধূত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছেন—'পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী।' সুতরাং বৈষ্ণব যে অবধূত-বেশে কোনও বর্ণ বা আশ্রমের চিহ্ন নাই। "ন লিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।"

"বৈষ্ণবের বস্ত্র পরিতে না যুয়ায়" (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)। শ্রীল-সনাতন-গোস্বামী-প্রভু প্রমুখ পরমহংস বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। কাষায়বস্ত্র বা ত্রিদণ্ডাদি ধারণ বর্ণাশ্রমের চিহ্ন। কিন্তু সাধারণ অনর্থযুক্ত পুরুষ এককালেই বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস হইতে পারেন না। অপক্ক অবস্থায় পরমহংসের বেষ বা কৌপীনাদি গ্রহণ করিলেও গোপনে নানাপ্রকার ব্যভিচার করিয়া থাকেন। বেষাশ্রয়ী-গ্রহণ ও নানাভাবে অবৈধ স্ত্রীলভাষণাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া ধর্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করেন। ইহা তাঁহাদের সমাজের মুখোজ্জ্বল করে না।

আজ কাল লোকের বৈষ্ণব সম্বন্ধে বড়ই বিকৃত ধারণা। বৈষ্ণব বলিলেই লোকে অশিক্ষিত শাস্ত্রযুক্তিহীন,

অঙ্গবিশারী গলায় মালা, নাকে তিলক, হাতে কোশা, কৌপীন আটা, সাল বেঁধে পরিচিত, সঙ্গে সেবাদাসী, গাঁজা ও মদ খানে পটু, গানে পাকা, আর পাঁচটা তার বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি বিশেষকে বুঝিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর কথিত বৈষ্ণবের নিক্ষষ এই যে—

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেইত বৈষ্ণব তাঁহার করহ সম্মান॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥
অতএব বৈষ্ণব নামপরাধ।

মহাপ্রভুর নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব না হইয়া যাহারা গাঁজা মদ্যপানাদিতে রত, স্ত্রীলম্পট তাহাদের মুখেও ত খুব নাম (?) শুনিতে পাওয়া যায়। তবে কি তাহারাও বৈষ্ণব? তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলেন—

"এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নবধাভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
হীন জাতি স্ত্রীগণ চণ্ডালাদি আর।
কিম্বা স্থাবর জঙ্গম সবারে উদ্ধার॥
অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেইত বৈষ্ণব, করিহ তাহার সম্মান॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ১৫শ

ঐ সকল ব্যক্তিতে এই লক্ষণের একটীও দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের মুখোচ্চারিত নামাক্ষর গুলি 'নাম' নহে। নামাপরাধ মাত্রই ধ্বংস হইলে ভিতরে শক্তি থাকিবে। খাইলে পুষ্টি তুষ্টি হইবে। আম গাছের বীজ দেখিতে বাঁশের মত হইলেও তাহারি দ্বারা বাঁশের উপকার পাওয়া যায় না।

অন্যকথায় বৈষ্ণবলোক সংজ্ঞা—

"কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা
ছাড়িয়াছে যাঁরে, সেইত বৈষ্ণব।"

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভাধিরাজতম ওঁবিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কটক সহরে ধর্ম্মপ্রাণ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট, পরমভাগবত মেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র ও কটকের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠদ্বারা শুদ্ধ হরিকথা উপদেশ করিয়াছেন এবং গত ইং ১৯শে মে তারিখে শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী ভিউ টাঁদুয়ার শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া কটকস্থ সজ্জন বিদ্বন্মণ্ডলীর জ্ঞানবিধান করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ সন্নিধানন্দ ব্রহ্মচারী নবীন যোগদান করিয়া পুরুষোত্তম ধামে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মেদিনীপুরে নামহট্টস্থান সভাপতি করিতেছেন।

শ্রীঋষভদেব-কথা।

রাজর্ষি আগ্নীধ্রের নয়টী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে নাভি অন্যতম ছিলেন। অবশেষে রাজর্ষিপ্রবর নাভি নিজ পত্নী মেরুদেবীর সহিত একাগ্রচিত্তে হরারাধনা পূর্ব্বক শ্রীহরির ভজন করেন। তদুপরিতন ভগবান ভক্তের প্রার্থনায় মনোহর বৈষ্ণব সৌম্যমূর্ত্তি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। মহৎ ব্যক্তির মহাদর লাভের কথা বহু ভাগ্যে হইয়া থাকে কিন্তু তাঁহাকে সচক্ষে দর্শন করিলে তাঁহারা দণ্ডবৎ প্রণামাদির দ্বারা বহু সম্মান প্রদর্শন করা অনেক প্রকারে স্থির করিবেন। মানসিক পরিবারে ব্রাহ্মণগণ

বিধিবদ্ধভাবে স্তব করিয়া ... করিলেন। প্রথম বর প্রার্থনায় বলিলেন ভগবান্, আমরা আপনার সুদুর্লভ দর্শনে কৃতার্থ হইলেও প্রার্থনা করি যে, ক্ষুধা, পতন, স্মরণ এবং দুঃখবস্থাদির সময় যখন আমরা আপনাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইব তখন সেই অন্তকালে আপনার শুদ্ধ সত্ত্ব অভিন্ন এবং সকল কলুষাগার নাম যেন আমাদের জিহ্বায় উচ্চারিত হয়। অপর প্রার্থনা এই যে, এই ধার্মিকপ্রবর রাজা আজ গঙ্গায় পুরুষার্থ মোক্ষহেতু ধনরত্নের নিকট অন্তঃসারশূন্য তুচ্ছকণা প্রার্থনার ন্যায় অপত্য কামনা করিতেছেন। অতএব হে প্রভো, আপনি যাহাকরতরু, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" ধরাধর ভগবান্ ঋষিদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া অন্তর্ধান হইলেন।

সর্বজীবময়ী ধর্মৈকরক্ষক ভক্তবৎসল স্নেহময় ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তি ধারণপূর্বক ঋষভদেব-রূপে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীঋষভদেবের জন্ম হইবামাত্র তাঁহার অঙ্গের ভগবল্লক্ষণ সকল অর্থাৎ পাদতলাদিতে বজ্রাঙ্কুশাদির চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সর্বত্র সমত্ব, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যাদি ও নব নব প্রভাব দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণাদি অমাত্যবর্গ ও প্রজামণ্ডল তাঁহাকে ভবিষ্যতে রাজ্যভার পাইতে অভিলাষ করিলেন। তাঁহার দিব্য কলেবর, তেজ উৎসাহাদি গুণ দর্শনে রাজর্ষি নাভি তাঁহার নাম ঋষভ (শ্রেষ্ঠ) রাখিলেন। কিছুকাল পরে নাভিরাজা পুত্রকে উপযুক্ত বুঝিয়া ধর্মরক্ষার্থ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষেকপূর্বক পত্নী মরুদেবীর সহিত স্বয়ং প্রশস্ত ধর্মাবলম্বনে বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তথায় কঠোরভাবে ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা করিয়া অন্তিমে তদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

এখন শিক্ষাগুরু ভগবান্ ঋষভদেব লোকশিক্ষার্থে কিছুকাল গুরুগৃহে বাস করিলেন। গুরু দক্ষিণা প্রদান-করতঃ গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রবিধানানুযায়ী রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হায়! যে ক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্ নিজে আচরণ করিয়া স্বীয় জীবগণকে শুদ্ধ কুলে বাস করিয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপ ধর্মচর্যা শিক্ষা দিয়াছেন আজ সেই ক্ষেত্রবাসী ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া নাস্তিক হইয়া আচার্যরূপী শ্রীভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। যাহা হউক ইন্দ্র ঋষভদেবকে অন্যথা ... করা মনে করিলেন। সেই দেবরাজ জয়ন্তীর ঔরসে ঋষভদেবের একশত পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই শত পুত্রের মধ্যে ভরত সর্বজ্যেষ্ঠ। তিনি মহাযোগী ও শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে লোকে এই বর্ষকে ভারতবর্ষ বলিয়া থাকে। অনেকে না জানিয়া বলিয়া থাকেন যে, শকুন্তলাপুত্র ভরতের নামানুসারী এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। সে কথা ভাগবত পাঠকগণ স্বীকার করেন না।

ঋষভদেবের অন্য নিরানব্বই সংখ্যক পুত্রগণের মধ্যে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ... এই নয় জন প্রধান। ইহারা সকলে ভরতের অনুগত ক্ষত্রিয় ছিলেন।

উপরিলিখিত নয় পুত্রের পরবর্তী কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস এবং করভাজন নয়জন মহাভাগবত ছিলেন। ইহারা পরে নবযোগীন্দ্র বলিয়া পরিচিত হন।

অপর একাশীতি পুত্র সকলেই পিতৃভক্ত, বিনীত, বেদজ্ঞ, যজ্ঞশীল ও বিশুদ্ধকর্মসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইহা হইতে পাঠকবর্গ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, গুণ ও কর্মানুসারে মানবগণের বর্ণ ও আশ্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে। কর্মগুলি গুণের প্রকাশ এবং গুণের দ্বারা গুণীর পরিচয়। গুণ ও কর্মবিহীনতার বক্তার দুষ্ট পরিচয় নাই। স্বার্থ ও মদান্ধ ব্যক্তিগণ শাস্ত্র ও প্রয়োগাদি উপেক্ষা করিয়া সাম্প্রদায়িক মতের সমর্থন ও প্রচার করেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচারানুযায়ী পরবর্তী সময়ে ভক্তগণ তাহারই অনুসরণ করেন। সুতরাং ঋষভদেব নিজে বিবিধ সৎকার্যানুষ্ঠান দ্বারা নিজের রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন করিতেন। যে ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সর্বদা সকল প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন সেই ভগবান্ আজ

সাক্ষাতে প্রকাশালন করিতেছেন। অতএব ব্রাহ্মণ কালে প্রজাগণ যে কি সুখে তাহা অবর্ণনীয়।

এক সময় ভগবান্ ব্রহ্মদেবের সেবাপরীক্ষার্থে সরিগর্ত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষিদিগের সভায় সনকাদিগণকে উপস্থিত দেখিলেন। পুত্রগণ স্বভাবতঃ নিত্য ও মুক্ত হইলেও প্রজানুশাসনার্থে ভগবান্ প্রজাদিগের সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে পুত্রগণ, মানব দেহ দুর্লভ। এই দেহ লাভ করিয়া দুঃখদ বিষয় ভোগ করা উচিত নহে। আহার নিদ্রাদি বিষয়সমূহ শূকরাদি জন্তুরও লাভ হইতে পারে। অতএব তপস্যাই মানবের একমাত্র কৃত্য। তপস্যা দ্বারাই জীবের সত্ত্বশুদ্ধি হয় সত্ত্বশুদ্ধিতে জীবের পরমোপায়ের শ্রীহরিসেবা লাভ হয়।

মহৎ সেবাই মুক্তির দ্বার। যোষিৎসঙ্গ এবং যোষিৎ সঙ্গির সঙ্গকে পণ্ডিতগণ তমোদ্বার বলিয়াছেন। যাহারা সকলের সুহৃদ্, প্রশান্ত বৈরহীন এবং সদাচার বিশিষ্ট যাহাদিগের সর্ব্বত্র সমান তাঁহারাই মহৎ :—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

ভা-৫।৫।২

যাহারা যোষিতে ভোগবুদ্ধি হীনও পুত্রকলত্র গৃহ ধনাদিতে প্রীতিরহিত হন এবং আমাতে লৌহদ করিয়া স্পৃহাযুক্ত হইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহারাই মহৎ।

বৈষণগণ, ভগবদ্বিস্মৃতি হইতে জীবের সংসার গতি হয়। আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া মনোধর্ম্ম দেহ লাভে মনের বাসনানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। সংসারের অনর্থগুলিকে অর্থ মনে করিয়া প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বনে ইন্দ্রিয়তর্পণে মতি লাভ করে। জড় দেহকে আমি এবং পার্থিব আত্মীয়-গণকে আমার বলিয়া হৃদয় মোহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং অহঙ্কার-রূপ কঠিন হৃদয়-গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়। যে কাল পর্য্যন্ত না সাধুসেব স্বরূপ আমাতে প্রীতিবিশিষ্ট হয় সেকাল পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে মুক্তিপায় না। হে পুত্রগণ, এই অহঙ্কার তাপের শান্তিটী উপায় আছে শ্রবণ কর, (১) হরি ও গুরু স্বরূপ কামাদি শক্তি (২) নিষ্কপটা (৩) সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা (৪) ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র সকল প্রাণীর দুঃখ-দর্শন, (৫) তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, (৬) তপস্যা (৭) কামাদির ত্যাগ, (৮) আমার নিমিত্ত কার্য্য (৯) আমার কথা কীর্ত্তন, (১০) মদগত চিত্ত ভক্তগণের সহিত নিত্য বাস, (১১) আমার গুণকীর্ত্তন (১২) নির্ব্বৈরতা (১৩) সরলতা, (১৪) উপশম (১৫) দেহে ও গৃহে 'আমি ও আমার'—এই বুদ্ধি ত্যাগ (১৬) অল্পাহারাদির অভ্যাস, (১৭) নির্জ্জন অর্থাৎ প্রাণালাপ শূন্য স্থানে বাস (১৮) প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযম, (১৯) সৎশ্রদ্ধা (২০) ব্রহ্মচর্য্য, (২১) কর্ত্তব্যকর্ম্মের অপরিত্যাগ, (২২) সাধু সংসর্গ, (২৩) সর্ব্বত্র আমার চিন্তাকরণে নৈপুণ্য, (২৪) তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত জ্ঞান ও (২৫) সমাধি এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য, দক্ষ ও বিবেকযুক্ত হইয়া অহঙ্কার-নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে।

হে বৎসগণ, ঐ প্রকার অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে অবিদ্যাজন্য কর্ম্ম সকলের আদ্যন্তরূপ অনর্থগ্রন্থি ছিন্ন হয়। অতএব আমার অনুগ্রহপ্রার্থী পিতা পুত্রগণকে, গুরু শিষ্যকে ও রাজা প্রজাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিবেন যাহারা অতিশয় কামনাযুক্ত, নিজের মঙ্গল-সাধনে উদাসীন তাঁহারা কেবল অর্থ-চেষ্টায় তৎপর হইয়া সুখলেশ লাভের জন্য পরস্পর বৈরতা সম্পাদন করিয়া পরিণামে নিজেই নিজের দুঃখ আনয়ন করে। অবিদ্বান্ ঐ সকল জীবকে দয়ালু বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ, অন্ধ ব্যক্তির বিপথগমনে ভাবী বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিবেন। জীব অবিদ্যায় মরে কতইনা কষ্ট পাইতেছে, আমার সেবায় জীবের সে সকল দুঃখের অবসান হয়। এই উপদেশ নিজে পালন করিয়া অপরকে উপদেশ দিয়া মুক্ত করাই দয়ার পরিচয়। যাহারা দয়ার এইরূপ প্রকৃষ্টপরিচয় অনুভব করেন নাই এবং অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে জানেন না তাহারা নিষ্ঠুর। সেই গুরু গুরু নহেন, সেই পিতা পিতা নহেন, সেই জননী জননী নহেন,

সেই দেবতা দেবত করেন এবং সেই পতি [illegible]
গুরুদেবের দ্বারা জীবের মঙ্গল [illegible]

গুরুর্ন স্যাৎ স্বজনো ন স্যাৎ
পিতা ন স্যাজ্জনয়েশ্চ ন মোচয়েৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্। ভা ৫।১।১৮

এই শ্লোকের অভিপ্রায়ে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে অর্থাদি লাভের আশায় সরল শিষ্যগণকে মুগ্ধ করিয়া নিজে গুরু সাজিলে গুরু হওয়া যায় না, একত্র বসবাসের ও নিজের জড়ীয় সুবিধার জন্য আত্মীয়তা স্থাপন করিলে আত্মীয় হয় না, পুত্রোৎপাদন করিলেই পিতা হওয়া যায় না, সন্তান গর্ভে ধারণ ও পালন করিলেই মাতা হয় না, প্রভাব সুখ দিলেই দেবতা পূজ্য হয়েন, ভার্য্যার ভরণ-পোষণের সুবিধা করিয়া দিলেই পতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করা যায় না, কেবল ঘরে ভোজনের সুবিধা করিয়া দিলেই গুরুর প্রকৃত নামের সার্থকতা হয়। যিনি অধোক্ষজ গুরু শুক্রাচার্য্যকে, ভক্তরাজ পিতার শ্রীহরিদ্বেষী পরমাত্মীয় রাবণকে, প্রহ্লাদ চরিত্রিরোধী পিতা হিরণ্যকশিপুকে, শ্রীগুরুত শ্রীহরিসেবাবিমুখ জননী কৈকেয়ীকে, ঘটাজ রাজা যুক্তি-প্রদানে অসমর্থ ঔড়ুম্বরাদাতা দেবতাগণকে এবং কৃষ্ণ-গত প্রাণা ব্রাহ্মিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ নিজভোগপর কৃষ্ণসেবাবিমুখ মূঢ় নিজপতি ব্রাহ্মিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উপরি-লিখিত শ্লোকের যাথার্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীঋষভদেব সন্তানগণকে নিজের তত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব জানাইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র পরমভাগবত ভরতের সেবা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান' এই কথাটি ভাল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং ভরতের ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিতে বলিলেন। উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মজ্ঞতাই যে শ্রেষ্ঠ ইহা বুঝাইয়া ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রহ্মণ্যদেবের প্রীতির বিষয় বর্ণনা করিলেন। পুনরায় পুত্রগণকে বলিলেন যে আমার পূজাই মন, বাক্য, চক্ষু, ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। আমার উপাসনা ব্যতীত কোন পুরুষ মায়ার পাশ হইতে কদাপি মুক্ত হইতে পারে না।

ভগবান্ ঋষভদেব লোকশিক্ষার্থে সুশিক্ষিত পুত্রগণকে উপদেশ দিয়া নিজে পরমহংসধর্ম্ম শিক্ষা করিবার মানসে সর্ব্বজ্ঞেষ্ঠ পরমভাগবত ভগবজ্জনপরায়ণ ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নিজে উন্মত্তের ন্যায় নগ্নবেশ ও বিমুক্তকেশ হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রস্থান করিলেন এবং তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। কখনও বন্ধান্ধ মূক ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিতেন এবং অবধূতের বেশ ধরিলেন। একাকী পুরগ্রামে প্রবৃত্তি প্রবলকালে মক্ষিকাকুল যেমন হস্তীকে আকুল করে সেইরূপ দুর্জ্জনেরা গায়ে মল মূত্রত্যাগ প্রস্তর, ধূলি নিক্ষেপ, অযোবায়ু ত্যাগ দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ করিলেও তিনি এই সংসার মিথ্যাময় চিন্তা করিয়া সে সকল কিছুই করিলেন না। তাঁহার সেই স্বভাবসুন্দর দৃঢ়, মহাপুরুষলক্ষণবিশিষ্ট দেহ, কর্ম্মবশে অন্যভাব ধারিত হওয়ায় তাঁহার লোক তাঁহাকে জড়িলোকগণের ন্যায় বোধ হইল।

নিজ কার্য্যে প্রতিবন্ধকতাহেতু প্রতিপক্ষগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য তিনি অজগর ব্রত অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ এক স্থানেই অবস্থান করিয়া অশন, পান, চর্ব্বণ, মলমূত্র ত্যাগ ও শয়ার উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অপ্রাকৃতত্বহেতু কোন দুর্জ্জনের দেখা পাওয়া ঘটিত না।

এইরূপে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া লীলাময় ভগবান নিজ লীলায় অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীভগবানের অবতারী অবতারদিগের পক্ষে স্বেচ্ছাবতারকারী কিন্তু ভক্তদিগের একমাত্র অভিলষিত। শ্রীভগবানের এই স্বয়ংরূপের জীবগণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম সংস্থাপন-কারী অবতারের নিজে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বীয় প্রজাবর্গকে শিক্ষা দিলেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা শ্রীঋষভদেবের স্তব-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যথা— ভা ৫।৬।১৭

অহো নৃপঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ।
গায়ন্তি যদ্রহ্মভৃতা কনীয়ঃ কর্ম্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি॥

অহো! সপ্ত সাগর-পরিবেষ্টিতা ধরার দ্বীপ সকলের মধ্যে এই ভারতবর্ষ অতিপুণ্যবান, যেহেতু ব্রহ্মভৃতা জন সকল

ভগবান্ শ্রীহরিবংশের মঙ্গলাচরণ কার্য্যেরম্ভে স্মরণ করিয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীহরির লোক, বেদ, দেব, ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরমগুরু। তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের মধ্যে এই দ্বারা কথিত হইল তাহা জীবের সমস্ত দুঃখনিবারক-অপহারী এবং পরমমঙ্গলের নিকেতন। যিনি একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করান তাঁহাদের উভয়েরই বাসুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তি হয়।

সে যাহা হউক আসুন পাঠকবর্গ, আমরা আজ সকলে ভক্তিযুক্ত হইয়া সেই শ্রীহরিকে এবং সঙ্গে তাঁহার অনুগত জনকে প্রণাম করি এবং প্রার্থনা করি যেন তাঁহাদিগের কৃপায় তাঁহার কার্য্যে জীবন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারি।

আশ্রমধর্ম্ম।

ভোগের উদ্দাম বাসনা দমন করিয়া শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে আশ্রমধর্ম্ম অত্যন্ত উপযোগি।

উচ্ছৃঙ্খল ভোগেচ্ছামত্ত সংযম শিক্ষায় অজ্ঞানে তাহাদের কোন আশ্রম নাই। ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজগণ আশ্রমবহির্ভূত। লোককালী শূদ্রগণ সহজেই ভোগাবাসে বিদ্ধ হইয়া পড়ে, সুতরাং ভোগপ্রবণতার স্রোতে সংযমের শিক্ষা ভাসিয়া যায়, সুতরাং শূদ্রেরও গৃহস্থালী ছাড়া কোন আশ্রম বিচার নাই। অধুনাতনকালে প্রায় সকল লোকেরই এই অবস্থা। সংযমশিক্ষার উপযোগিতার উপলব্ধি নাই, সুতরাং আশ্রম শিক্ষার অভাবে প্রায় সকলেই অন্ত্যজ বা শূদ্রাধিকারকেই বরণ করিয়া চলিতেছেন, বর্ত্তমান সমাজের এই অবস্থা।

আশ্রমধর্ম্মে প্রত্যেক আর্য্যকেই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হইবে। গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর নিয়মাধীনে থাকিয়া বিষয়ী ও স্ত্রী সম্ভাষণ বর্জ্জনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও বেদ-প্রতিপাদ্য শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্ম অর্থে বেদ, ব্রহ্মচারী বেদে বিচরণ করেন, অর্থাৎ কেবল বৈষয়িকশাস্ত্রের আলোচনা ও তদ্বিহিত কার্য্যেই ব্রহ্মচারীর একমাত্র কৃত্য। সাধন শিক্ষার কালে মানবকে ভোগোপকরণ সমূহ বর্জ্জন করিতে হয়। শ্রীগুরুগৃহে বাস কালে কোনও ভোগের আদর্শ বালকদিগের চিত্তকে আলোড়িত করিবার অবসর পায় না, তবে গুরু গৃহের কোনও কোনও স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হইয়াছে। গুরু যেখানে গৃহস্থাশ্রমাচারী, সেখানে ভগবৎসেবার কথা ও কথা ভিন্ন অন্য কিছুর গন্ধ নাই, সুতরাং সেরূপস্থলে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সমূহ সুযোগ। জীবনের অন্ততঃ একচতুর্থাংশ ব্রহ্মচর্য্য পালনের কাল। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শ্রীগুরুমুখপদ্মবিগলিত ভগবৎ-সেবোপযোগী উপদেশ লাভ করিতে করিতে যাহাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে ভোগের বীজ বাসনা একান্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বৃত্তধারী হইয়া নিরন্তর হরিসেবা করিয়া জগতে বরণীয় হয়েন। যাঁহাদের ভাগ্যে সৌভাগ্য লাভ হয় নাই, তাঁহাদের কিছু ভোগের বাসনার লেশ থাকিলেও পরিপক্ক না হইলে ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসের ফলে তাঁহাদের যে আত্মসংযম সামর্থ্য সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে যে বাসনা বিশেষ প্রবল প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাঁহারাই যথাশাস্ত্র সমাবর্ত্তন করিয়া উপযুক্ত বালিকার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ইহারাই গৃহস্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যথার্থ গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশ করিতে গেলে যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালন আবশ্যক। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়াক্ষেত্র নহে। ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রত্যেক আশ্রমের ভিত্তিস্বরূপ, ইহার অভাব অনার্য্যত্বেই হোউক। আর্য্যধর্ম্মের পরিচয় দিতে হইলেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা স্বতঃই সমুদিত হয়। হায়! আজ আমরা অনার্য্য হইয়া গিয়াছি, অথচ আর্য্য অভিমানে অপরকে অনার্য্য বলিয়া স্থলবিশেষে তাহাকে স্পর্শ না হউক দর্শনের, শ্রবণের, ঘ্রাণের পর, ব্যবহারের জলাশয়ের নিকট আগমনের অধিকারের চূড়া দর্শনের অযোগ্য রাখিয়া নিজের উচ্চ সম্মান বজায় রাখিবার প্রয়ত্ন করিতেছি। অহো! আজ আর্য্য ধর্ম্মের কি অধোগতি হইয়াছে!

বেদবিহিত গৃহস্থের নিত্য যজ্ঞ আবশ্যক, তজ্জন্য তিনি

সম্ভিত। যজ্ঞ অর্থে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রীতিও বুঝায়। গীতায় আছে, যাহারা নিজের জন্য পাকটি রান্না করে, তাহারা পাপভোজী। এই বিষ্ণুপ্রীতিরূপ যজ্ঞ কেহ সকাম ভাবে করেন, কেহ নিষ্কাম ভাবে করিতে প্রয়াস পান, আর কেহ বিষ্ণুপ্রীতিকামে হইয়া করেন। সকাম বিষ্ণুউপাসনায় কামনা প্রবল, ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য দৃঢ় হন নাই, এরূপ গৃহস্থকে কর্ম্মী বলে, তাঁহার অধিকার কর্ম্মাধিকার, সেজন্য তাঁহার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাও আছে। বেদের যে অংশকে কর্ম্মকাণ্ড বলে, সংহিতাদি কর্ম্মকাণ্ডগ্রন্থ। নিষ্কাম উপাসনায় মোক্ষকামনা অন্তরালে লুক্কায়িত, ইহার মূলে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানতৎপরতাই লক্ষিত হয়। ইহাদের আলোচ্য উপনিষদের কেবলাদ্বৈতপর বাক্যগুলিকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলে। আর বিষ্ণুপ্রীতিকামে দ্বৈতপর উপনিষদের দ্বৈত ও অদ্বৈতপর বাক্যগুলির প্রতি সমভাবে সম্মান দেখাইয়া উপনিষদের সুর বেরাজে, তাহার তাহা প্রীতিসাধনতাবোধে বেদের প্রাপক বলা জানেন। তাঁহারা শ্রৌত উপাসনাকাণ্ডের অনুগামী। ভোগ বা মোক্ষবাঞ্ছা হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহারাই যথার্থ বিষ্ণু প্রীতিরূপ যজ্ঞে সমাক্ পারদর্শী, তবে কর্ম্মকাণ্ডের প্রণালী গুলি তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। হরিপ্রীতিরূপ যজ্ঞ ছাড়া হইলে কেহ গৃহস্থ থাকিতে পারেন না, তিনি আশ্রম চ্যুত অবস্থাপন্ন হইয়া যান। আমরা যদি বর্ত্তমান কালের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে যথার্থ গৃহস্থাশ্রমী কয়জনকে পাইব? সকলেই গৃহস্থ বলিয়া পরিচয় দেন বটে, কিন্তু প্রতি সহস্রে একজনও আশ্রমী গৃহস্থ নহেন। তাঁহাদিগকে "স্বৈরী গৃহমেধী" বা "মেজেন্টো ঘর পাগলা কর্ত্তা" বলিতে পারে। আসক্তির প্রবল বিস্তারণে প্রায় সকলেই শ্রীহরির ভোগদাসী, তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রীণন কিরূপে সম্ভব? কর্ম্মী সকলে হইলেও বিষ্ণুযজ্ঞ করা তাঁহার সম্ভব আছে, কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিগণের প্রায় কেহই সে আর গৃহস্থ হইতে পারে না। তন্মধ্যে যাঁহার যাঁহার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা সাধুগুরুচরণে প্রণত হইয়া গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতেছেন ও আশ্রমী হইবার যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। তাঁহারা আবার আশ্রমের প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজে আশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক হিন্দুর মুখোজ্জ্বলকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের আশ্রম সকলে স্ব স্ব আশ্রমাধিকার প্রাপ্ত হন ইহা বড় আশার কথা।

তৃতীয় বানপ্রস্থের আশ্রম। শাস্ত্রবিধি অনুসারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যেটুকু ভোগ কামনা অবশিষ্ট ছিল গৃহস্থের কঠিন পরীক্ষা যে ভোগোপকরণের মধ্যেও সংযমাভ্যাস, তাহার ফলে তাহারও মূলোচ্ছেদ হয়। তখন জীবনের তৃতীয়াংশে নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তার অধিকার অধিগত হয়। নির্জ্জন কুটীরে বাস করিয়া বা গুরুকুলে বাস করিয়া সমাহিত চিত্তে ভাগবতানুশীলনই তাঁহাদের কৃত্য। তাঁহাদের আদর্শে ব্রহ্মচারিগণ নিজ নিজ চরিত্র গঠিত করিয়া সংযমাভ্যাসের সুযোগ প্রাপ্ত হন। কখনও কখনও দেখা যায় কোঁন কোন সন্ন্যাস বানপ্রস্থধর্ম্ম আচরণ করেন। তখন জানিতে হইবে তাঁহাদের প্রারব্ধ নিঃশেষ হইয়াছে, সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিয়া তাঁহারা প্রবৃত্তিরোধের অধিকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উভয় উভয়ের ধর্ম্মাচরণের সহায় হইয়া এখনও একত্র ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রস্তুত। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ আধারে থাকিয়া ভগবানের আলোচনাই তাঁহাদের অবলম্বন। এরূপ মহাত্মার নিকট থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিবার কোন ও অসুবিধা নাই। যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে কোনও প্রকার ভোগের কামনা নাই, ব্রহ্মচারিগণ অনায়াসে তাঁহাদের সেবা করিয়া সৎসঙ্গলাভের অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হন। প্রাথমিক জীবনে দীক্ষিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, জীবনের দ্বিতীয়াংশে সুষ্ঠুভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক প্রবৃত্তিবীজ নষ্ট না হইতে হইতেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে পতনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সেস্থলে গুরুকুলে বাস করিয়া আশ্রম ধর্ম্ম পালনই যুক্ত। কোনও ক্রমে স্ত্রী লইয়া নির্জ্জন বাসের ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে। কোন কোনও স্থলে সহধর্ম্মিণী লইয়া কেহ কেহ আখড়া বাঁধিয়াছেন দেখা গিয়াছে, ক্রমে সেখানে সংসারের সকল আধিব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, ইহাও দেখাগিয়াছে। অপক্ক অবস্থায় উচ্চাধিকার লাভ করিতে চেষ্টা করায় ইহার অনিবার্য্য ফল।

চতুর্থাশ্রমীকে সন্ন্যাসী বা যতি বলে। তিনি পরিব্রাজক। তিনি আর নির্দ্দিষ্ট কোন কুটীরাদিতে বাস করেন না। প্রাথমিক কুটীচক অবস্থায় এ বিষয়ের কিছু কিছু বিধিলঙ্ঘন লক্ষিত হইলেও ক্রমে অভ্যাস করিয়া তিনি আশ্রমের মমত্ববর্জ্জন করেন ও পরিব্রাজকের ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইয়া যথার্থ সন্ন্যাস প্রাপ্ত হ'ন। বহুতীর্থস্থলে অনেক সাধুসঙ্গের সুযোগ পাওয়ায় ক্রমে তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞান পরিপুষ্ট হইতে থাকে, সে অবস্থায় তিনি একমাত্র হরি কীর্ত্তনই আশ্রয় করেন। এস্থলে বলা সঙ্গত যে সকল আশ্রমেই হরিকীর্ত্তন আবশ্যক, তবে এই চরম অবস্থায় উন্নীত না হইলে হরিকীর্ত্তন পূর্ণভাবে সুচারুতা লাভ করে না। এ অবস্থায় তিনি জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ক্রমে আশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থায় উন্নীত হন। পরমহংস স্বাভাবিক হরিপ্রীতিতে নিমগ্ন হইয়া লোকবাহ্যচরিত্র হইয়া যান। তিনি হরিসংকীর্ত্তনমহোৎসবে মত্ত হইয়া কখনও নৃত্য করেন, কখনও গান করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন। পরমহংস সকল আশ্রমের মধ্যেই থাকিতে পারেন। যথাবিধি ভগবদনুশীলন করিতে করিতে তাঁহার স্বাভাবিক হরিপ্রীতি এত দূর প্রবল হয় যে আর কোনও বিধির অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক হয় না। অন্য সাধনেই তিনি সিদ্ধ, সিদ্ধাবস্থায় নিত্যই পরমহংস। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ প্রেমলাভ, কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত হইলে আর আশ্রম বিধির অনুসরণের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয় না। এই জন্যই গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যেও পরমহংস দেখা গিয়াছে। কিন্তু ভক্ত ভিন্ন আর কেহ পরমহংস হইতে পারেন না। হরিভজনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলে আশ্রম বিধি কৃত্রিম ভাবে পালিত হয় মাত্র, তাহাতে কোন শুভ ফলোদয় হয় না, এই কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন হরিভজন না করিলে বর্ণ ও আশ্রম চ্যুত হইয়া লোকে অধঃপতিত হয়।

চক্ষুর্দান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

৮। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার নিজগ্রন্থে বলিয়াছেন "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" অতএব কোন ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে যদি কার্য্যের মূলদেশে তদ্বারা প্রীতির উদ্রেক অবস্থান করিতেছে দেখা যায়, তবে তাহার আচরণকে প্রেমের কার্য্য বলিতে হইবে; কিন্তু তদ্বারা প্রীতির পরিবর্ত্তে যদি অন্য অবস্থার [illegible] হইতে পারে তাহা হইলে সেই কার্য্যকে কামের ইঙ্গিতকর্ম বলিয়া গণ্য করা উচিত। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে পুনঃ উক্ত হইয়াছে "চিন্তয় তাবদ কৃষ্ণ, নান্যা অন্তকথাঃ। যাবৎ কৃষ্ণ তাবৎ নাস্তি নান্যার অধিকার। সুতরাং গৃহব্রত পালন, দেশ বা সমাজের উন্নতি সাধন, নৈতিক জীবন যাপন, সংকাম উপাসনা ও মনুষ্যত্বের চিন্তন কোথাও প্রকাশ্যে ও কোথাও অপ্রকাশ্যভাবে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা অবস্থান করায় তাহারা নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ কর্ত্তৃক কেবল মাত্র ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেমমূলক কর্ম্ম সাধিত হয় তাহাদিগের তুল্যমাত্রীয় নহে এবং কাম ও প্রেমের যথো আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান আছে জানিতে হইবে। যাহারা জনর্থশূন্য হইতে পারেন নাই প্রকৃতপক্ষে তাহারা প্রেমের স্বরূপ অবগত নহেন এবং বিষ্ণুসম্বন্ধাভাবে অতএব বহুতে তত্ত্ব ভ্রান্তির ছায়া কায়েই প্রেম মহিমা বুঝিয়া থাকেন।

বাহ্য শরীরকে স্থূল দেহ এবং মন বুদ্ধাদিকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ বলে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের গুরু পদার্থ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থিতিলয়শীলাত্মক বা জড়িয়া। আত্মা ও শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব উভয়ই নিত্য চিৎপদার্থ বিধায় জড়দেহদ্বয় হইতে ভিন্নপদার্থ, কারণ চিৎকণ পদার্থ, শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বিভু বা পূর্ণ চিৎ বস্তু। যেহেতু অকল ব্রহ্মাণ্ডসাগরে চিৎকণ পদার্থ লঘু শ্রীবিষ্ণু বা অন্তর্যামী সেবায়

নিযুক্ত থাকেন তাহাতে জড়পদার্থের কবিবার জন্য তাহার আলৌ প্রবৃত্তি বা অবসর নাই। যাহারা কল্পনা নিবন্ধন বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে বেহুঁসে আত্মবোধ করেন তাহারা আত্মার শুদ্ধ তাত্ত্বিক স্বরূপ অবগত নহেন এবং যখন তাহারা নিজ চিৎকণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তখন তাহারা পূর্ণচিৎ বস্তু যে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব তাঁহার পরিচয় কিরূপে অবগত হইবেন? এই অবৈধ ভূমিকার মানবগণ পরতত্ত্বমূলক যে সমুদয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা নিশ্চয়ই ভ্রান্তিমূলা। অপসিদ্ধান্তগুলি বিবিধ যথা জড়ে চিদারোপমূলক এবং চিৎপ্রতিবিম্বে বিম্ববোধাত্মক। বৃক্ষ, নদী, সূর্য্য ও প্রস্তরাদিতে যে দেবতা বা ঈশ্বর বুদ্ধির আরোপ করা হয় তাহাকে পৌত্তলিকতা ও ভূতপূজন কহে এবং তাহা জড়ে চিদারোপ মূলক অপসিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত স্থল। জলের ভিতর যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তাহা বিম্বচন্দ্রের চক্ষু নহে, কিন্তু তাহারই আভাস মাত্র। জলে যেরূপ চন্দ্রের আভাস দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চিৎকণ পদার্থের আভাস মন বুদ্ধ্যাদি সূক্ষ্ম জড় পদার্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিম্বের যত কলাংশে পরিমাণে প্রতিবিম্বে অবস্থান করে এবং তদ্ভিন্ন চিদাভাস যুক্ত মনবুদ্ধ্যাদি সামান্যরূপ চিদ্ভাবিত বলিয়া অনুভূত হয়। শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা" এই শ্লোকোক্তি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে মনবুদ্ধ্যাদি জড়-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। জড়তত্ত্ব দুক জাতীয় বিদ্যা দ্রষ্টব্য তাহাতে নাই। যদি মনবুদ্ধ্যাদি চিদাভাসযুক্ত না হইত তাহা হইলে উহারা স্বতঃ কোনরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। যেহেতু তাহারা অশুচিৎ পদার্থের আভাস যুক্ত হইয়া থাকে তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে সামান্যাকার চেতনভাবিতবৎ দৃষ্ট হয়। সামান্যাকার চেতনভাবিত-বৎ অবভাসিত হওয়ায় (অর্থাৎ পরিপূর্ণ চিৎপ্রভাবের আভাসাভাবে) তাহারা নিখিল জড়পদার্থের আশ্রয়রূপ যে বিভুচিৎ পদার্থ তাঁহার উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। এই অসমর্থতাপ্রযুক্ত তাহারা স্বতাত্ত্বিপ্রীতিকাভাসারে বাধ্য হইয়া সাধারণ অন্যান্য জড় পদার্থের সঙ্গ করিতে প্রস্তুত হয় এবং জড়বস্তু উপভোগে আনন্দানুভব করিতে থাকে। চিৎকণ পদার্থের স্বভাব বিভুচিৎ বস্তুর সেবা করা এবং ইহাও তাহার "স্বতাত্ত্বিপ্রীতিত্ব" পরিচায়ক। অতএব বিভুচিৎপদার্থের সেবা পরিত্যাগ করিয়া জড়-সঙ্গ করিবার জন্য যে উদ্যম তাহা জীবের শুদ্ধচিৎকণ স্বভা-বোধ ব্যাপার নহে। উহা যে অশুচিদাভাসযুক্ত মন বুদ্ধ্যাদির ক্রিয়া তাহা বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রকারগণ বিপুল চেষ্টা করিয়াছেন ও মহাভাগবতগণ অদ্যাপি যত্ন-পরিকর। বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে মনবুদ্ধ্যাদিতে যাহারা আত্ম-বোধ করেন তাহারা বাহ্য বিষয়ের ভোগে অভিভূত হইয়া থাকেন এবং নশ্বর ভোগের আশায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে বাধ্য হয়েন। চিদাভাসযুক্ত মন-বুদ্ধ্যাদিতে আত্মবোধ যে প্রণালীতে গঠিত হয় অধিকন্তু সেই প্রকার নিয়মানুসারে চিৎ-জগতের প্রতিফলনরূপ জড় জগতের যাবতীয় পদার্থ ও তার বদ্ধজীবের নিকট মনোরম বলিয়া দৃষ্ট হয় এবং সর্ব্বাধার বিভুচিৎ-পদার্থের আভাস যেখানে যেখানে লক্ষিত হয় তত্তৎ আভাসান্বিত জড়-পদার্থে ভ্রান্তি বশতঃ ঈশ্বর, পরমাত্মা বা ব্রহ্মবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যিনি নিত্যমুক্তকলাভাসপদার্থ ও মায়া যাঁহার দাসী হইয়াও চিজ্জগতের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে অসমর্থা,

বিভু পরব্রহ্ম জড়জগদ্ভর্গপ্রতিবিম্বকে বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে সাক্ষাৎ বিভুতত্ত্ব মনে করা অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাসমূহকে চিৎ-প্রতিবিম্বে বিম্ববোধাত্মক অপসিদ্ধান্ত বলে। যাহারা নিত্য বৈকুণ্ঠাধিক চিৎজগতের কথা আমার পরমার্থাশ্রমে অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, তাহারা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান বা প্রাকৃত বুদ্ধির প্রভাবে (১) দৃশ্যমান জগতের ভিতর কোন এক গুহাদেশে ঈশ্বর তত্ত্ব অবস্থান করিতেছেন, (২) কিম্বা জগতে ওতপ্রোতভাবে সূক্ষ্ম আকাশবৎ পরমাত্মরূপে ঈশতত্ত্ব বর্ত্তমান আছেন, (৩) অথবা জগতের নামরূপ মিথ্যা বিকৃতন মাত্র ও ইহার চিন্মাত্ররূপই সত্য (অর্থাৎ স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয়ভেদরহিত একমেবা-দ্বিতীয় ব্রহ্ম আছেন ও তদ্ব্যতীত কোন পদার্থ নাই),

ইত্যাদি প্রকার পরেও মূলত অপরিচ্ছেদে উপনীত হইতে পারা যায় না। নিত্য চিৎজগতের সম্বন্ধে না থাকায় এই মায়ার কারাগারে সকল অনিত্য জগৎ লইয়াই যে বদ্ধজীবেরা টানাটানি করিয়া থাকেন তাহা ভক্তমণ্ডলী বিশেষরূপে অবগত আছেন। বদ্ধজীবের জন্যই ভোগপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান এবং ভোগের সামগ্রীগুলিও জড় জগতে অবস্থিত। সুতরাং তাহাদিগের জড়-কল্পনাতীত পরার্থের চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। যখন তাহারা স্বীয় সাধনে ভোগসংগ্রহ করিতে আপনাদিগকে কৃতকার্য্য দিতেছেন না করেন, এবং অন্য কোন বদ্ধজীবের সাহায্যে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না ইত্যাকার ধারণাবদ্ধ হয়েন, তৎকালে তাহারা মনোমত ফল প্রদানে সমর্থ কোন এক ঈশ্বর ইচ্ছাজগতে আছেন এপ্রকার কল্পনা করিতে থাকেন ও "তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে পারিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিবেন" স্থির করিয়া সকামভাবে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা "ভোগের আশায় ধাবিত হইলে অজস্র দুঃখ উৎপন্ন হয়" মনে করেন, তাহারা ভোগত্যাগে বদ্ধপরিকর হন ও মনোমত নিরাকার নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার বা চিন্মাত্র-স্বভাব ব্রহ্মতত্ত্বের কল্পনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব জড়ভোগের চিন্তায় অবস্থান করেন না এবং জড়-ভোগও প্রদান করেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশ "সে অজ্ঞ, আমি বিজ্ঞ, হেন তাঁরে বিধা। চরণামৃত দিয়া বিষ কৈলা খাইবা।" অপরূপ অক্ষরে ইহার সাক্ষ্য দিতেছেন। অন্বয়জ্ঞান উদিত হইলে বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই আদি তত্ত্ব এবং চিচ্চিৎ জগত ও জীবসমূহ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ও তাঁহাকে আশ্রয় করতঃ ভেদাভেদ প্রকাশরূপ তত্ত্বাকারে অবস্থান করিতেছে। চিৎজগতে ভক্তগণমনোনয়নযোগ্য ভুবনমোহন জ্ঞানমুদ্রা শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে ভগবান নিত্য বিরাজ করিতেছেন এবং অচিৎজগৎ অবহেলিত বা উপেক্ষিত ভাবে চিজ্জগতের বহির্দেশে ছেদরূপে অবস্থান করিতেছে। যাহারা ভগবৎসেবাপ্রার্থী, কেবলমাত্র তাহারাই সেবাদ্বারে চিজ্জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। অভক্তগণ কখনও চিৎজগতে প্রবেশ ও ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না। তাহারা যে জগতের মধ্যেই নিহিত থাকিতে ও নিজেদের ভোগ করিবার সুযোগপাত্র। যাহাতে না তাহারা কোন শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণে আত্মনিবেদন করতঃ ভোগপ্রবৃত্তিকে বলিদান করিতে সমর্থ ও তৎফলে ভগবৎসেবাগত হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের নিস্তার নাই।

৯। এই প্রবন্ধে যে যে মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য যে যে মতবাদ জগতে প্রচলিত আছে তৎসমুদয়ই দর্শনের বা উপলব্ধির প্রকারভেদ মাত্র। তন্মধ্যে ভগবৎসেবাময়ী অন্বয়-জ্ঞানই সত্যতত্ত্ব ও অপরগুলি আংশিকবিকৃতি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
"ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিকে ব্রহ্ম ও তাঁহার অংশ বিভূতিকে পরমাত্মা এবং স্বয়ং সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান কহে। অঙ্গজ্যোতি ও অংশবিভূতি যখন স্বয়ং অংশীকে ছাড়িয়া পৃথকভাবে অবস্থান করিতে পারে না তখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকালে তত্ত্বত্রয় তাঁহার দর্শনে সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহারা অবিশ্বাসহেতু শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনে অসমর্থ, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার দর্শনে বঞ্চিত। ত্রিগুণজাত জড় চক্ষু আকাশ বা "ঈথার" আদি পদার্থে প্রতিবিম্বিত তত্ত্বত্রয়ের আভাসকে কেহ ত্রিগুণাত্মক বোধে সগুণ ঈশ্বর এবং কেহ বা ত্রিগুণসংস্পর্শ-দর্শনহেতু নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম মনে করেন। চিৎ ও অচিৎ যাবতীয় পদার্থ, ভগবত্তত্ত্ব হইতে আগত বিষয়ে, সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বা অচিন্ত্য বস্তু নহে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভেদাভেদপ্রকাশাত্মক পদার্থ এবং তন্নিমিত্ত ভগবত্তত্ত্বের সহ তাহাদিগের সম্পূর্ণ অভেদ ধারণা পোষণ করিতে গেলে ভগবৎ মহিমা খর্ব্ব করা হয় মাত্র। সর্ব্বজীবসুহৃৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর দয়া করিয়া এই সত্যতত্ত্ব জগতে উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিবেন তাহারা অসৎসিদ্ধান্তরূপ পিশাচীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না।

নিমাই।

কেশব নিমাইয়ের কেশগুলি এমন কোঁকড়িয়ে গালে পেছনে, সামনে একেবারে থুতনি ছোঁয়ে রয়েছে। মাথার চুল ভাল কোঁড়িয়ে একটা সুন্দর খোঁপা বেঁধে দিয়েছে তার উপরে একটা মযুর পাখা গুঁজে খোঁপাটা একটু বাঁকিয়ে দিয়েছে। খোঁপার চোড়ার আবার এক ছড়া নতুন ফুলের মালা পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে খোঁপাটার কাঁদি বাহার হোয়েছে। নিমাইয়ের মুখখানা একেইতো সুরুপ, তাহতপরে আবার এই খোঁপাটা মাথায় থাকায় কায় ও সুন্দর দেখাচ্ছে। এই খোঁপাকে বলে মাথার চূড়া। দুখানা হাতের বলয়ে আট খানা রোয়েছে। একখানা হাতে একটা শঙ্খ, আর এক হাতে একখানা চাকা। এ চাকা খানাকে সুদর্শন চক্র বলে। আর এক হাতে, ঠেকায় চারা নরেশ যে রকম একটা মুগুর নিয়ে খেলা করে, ঠিক তেমনি একটা মুগুর। একে গদা বলে। আর এক হাতে একটা পদ্ম ফুল রয়েছে। তার সুগন্ধে চারিদিক যেন ম ম করছে। চার খানা হাত তো এই ভাবে তিনিছ আছে, আর চারখানা হাতের দুটি দিকের একেবারে পাশিতরে নবনী দিয়েছে, ডানি দিকের একখানা হাত দিয়ে সেই নবনী খাচ্ছে আর দুখানা দিয়ে একটা মকর মুকো কুণ্ডলে বাঁধি রোয়ে রয়েছে। নিমাই এমন কোরে চেহারাটা বোগলিয়ে রেখেছে যে বার বারার সাধ্যি যে নিমাইকে চিনে ওটে। বুকের ছাতিটে এমন চওড়া, যে দেখে তারি একটা জোয়ান লোকে বোধ হয়। বুকের ওপোরে এমন মজার রোঁয়া রোয়েছে যে তা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। রোঁয়া গুলো ডানি দিক থেকে খুব পাক দিয়ে দিয়ে বুকের ওপোরে যেন ঝুলনী পাকিয়ে রোয়েছে। তোমরা পরুক কোরে দেখো কোন লোকের বুকেই এরকম ঝুলনী পাকান রোঁয়া দেখতে পাবে না, সব রোঁয়া গুলো ছেলে ভাবে দেখতে পাবে। তার ঠিক নিম্নে খুব এই রকম ঝুলনী পাকান বুকের রোঁয়াকে বলে শ্রীবৎস চিহ্ন। শ্রীবৎস চিহ্ন মানুষের বুকে থাকে না ভগবানের বুকে থাকে।

এই শ্রীবৎস চিহ্নর ওপোর দিয়ে গলার এক গাছা খুব দামী পাথরের হার পরান রোয়েছে। হার গাছটা এক রকম পাথর দিয়ে গাঁথা নয়, সাঁইত্রিশ রকম পাথর গোথা দিয়ে গেঁথে তোয়ের করা হোয়েছে। সব পাথর গুলোর চোলতি নাম আমি জানিনে, আমি মোটে সাতাশ খানা পাথরের নাম জানি, তা গোলচি শোন। ১ হীরে, ২ চুণী, ৩ পান্না, ৪ পোকরাজ, ৫ তরমুনি, ৬ নীলা, ৭ নেপলীয়া, ৮ গোমেদা, ৯ গোমেদক ১০ ডপেল, ১১ লংলেড়ান, ১২ লংলেপদ ১৩ হেকীক, ১৪ নীরেটেনে, ১৫ জয়পদং, ১৬ গোলেমানী, ১৭ লোহী ১৮ পাঁটেনীয়া, ১৯ ধানেটনি, ২০ ধনেলা, ২১ পীরজা, ২২ গোবন্ধা, ২৩ এমনী, ২৪ নাজবরং, ২৫ তুলা, ২৬ পলা। আর দশ খানার নাম আমি জানিনে। এখনকার জহরীরাও কোন্ খানার কি নাম তা জানেনা। এই ছত্রিশ খানা পাথর দিয়ে হার গড়াটা হোয়েছে করে আর এক খানা খুব চক্ চোকে পাথর এর সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ পাথর খানাকে বলে কৌস্তুভ মণি। হার গাছটা নিমাইয়ের বুকের ওপোর পোড়ে ভারি বাহার দিচ্ছে। এক পাথর গুলোই সব চক্‌মক কোরছে, তার ওপরে কৌস্তুভ মণি খানা থাকায় হারের দিক একেবারে আলো কোরে ফেলেছে।

এই হারের পাশ দিয়ে আর এক ছড়া মালা গলা থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলে রোয়েছে। এই মালা গাছটারই বা বাহার কত। এ মালা গাছটা পাঁচ রঙ্গা, লাল, নীল, হোলদে, সাদা, আর সবুজ এই পাঁচ রকম রং দিয়ে মালা গাছটা গড়া হোয়েছে। একে বৈজয়ন্তী মালা বলে। এই মালা আর হারটা নিমাইয়ের গলায় যে কি বাহারই দিয়েছে তা আমি মুকে বলে শেষ কোরতে পারিনে, যারা দেখেছে তারাই তা জানে। দুই কানে দুটো মাকড়ী, তাতে ঐ সব দামী পাথর বসান

আছে। এ মালাটা ছটোরই বা কত বাহার, যেন চক চক চক করছে। মাঝাটা সরু পাতা ছটো খুব মোটা যেন দুটো বল বেরিয়ে রেখেছে। এর ওপোর একখানা ঘোলদে কাপড় পরা আছে, তাতে বড় সুন্দর পাকাচ্ছে। বড় বাহার হোয়েছে। পায়ে সোনার নেপুর পরান আছে, সে নেপুরেও ঐ সব দামী পাথর বসান রোয়েছে, তাতে পায়ের আরি বাহার হোয়েছে। পায়ের নখ গুলো সাদা ধপ ধোপে যেন ছোট ছোট এক একখানা চাঁদ পোড়ে রোয়েছে। পায়ের থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত নিমাইয়ের সবই ভাল—সবই সুন্দর। নিমাইয়ের এরমকার বাহার টা একবার ভেবে রাকো, কত সুন্দর হোলো মনে হবে। মাতার খোপাই বল, আর চূড়াই বল, বাঁ দিকে একটু হেলে রোয়েছে তার গোড়ায় একছড়া কুঁচের মালা, কি সুন্দর থাকাচ্ছে। দুই কানে পাতর বসান মকর মুকো ছটো নাকড়া হলছে, তাতে গাল আর মুকের আরি বাহার হোয়েছে। আটখানা চাকের চার খানাতে কাঁক, চাকা, মুগুর আর পদ্ম ফুল হোয়েছে। আর চার খানার দাঁকের এক খানাতে খাড়িকটে নদী আছে, তার দিকের একখানা দিয়ে সেই নদী ঐ রে দিয়ে থাকে। আর দুখানা হাত দিয়ে একটা বাঁশী হোরে বাজাচ্ছে। বুকখানা খুব চওড়া, তাতার ওপোরে, তার দিক দিয়ে কতগুলী পাকান হোয়া হয়েছে, এতে বুকের আরি বাহার হোয়েছে। তার ওপোরে সেই বুক থেকে কোমর অবধি ঝুলানো একছড়া ফুলের হার পরা রোয়েছে। এই হারের পাশ দিয়ে সেই পাঁচ রঙ্গা মালা পাচটা রোয়েছে, এতে যে নিমাইয়ের কি বাহারটি হোয়েছে, তা আমি মুকে বোলে উঠতে পারিনে। মাজাটা সরু পাতা মোটা কালো কুচ কুচে বং তার ওপোরে একখানা ঘোলদে কাপড় পরা বড় সুন্দর থাকাচ্ছে। দুখানা পায়ে সোনার নেপুর। লাল ধপ ধোপে পায়ের নখগুলি এমন মজা হোয়েছে যে চোক আর কোন দিকে ফিরতে ইচ্ছে হয় না।

নিমাই এর এই চেহারা দেখে, আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না, নিমাইকে ছেড়ে আর কোন খানে যেতেও মন হচ্ছে না। মনে হয় বাপ মা ঐ গোল বাড়ী ঘরদোর কিছুই চাইনে সাধ করে এত নিমাইয়ের কাছে থেকে থাকি নিমাইকে দেখি। তেমনি এক দিন নিমাইকে দেখলে কি কারও আর অন্য কোথাও নিমাইয়ের এই চেহারা দেখেছে। তোমরা আরি কখন ভাল গুরু পাও—যে গুরু সাধনের ভাব চোক ফুটিয়ে দিতে পারে এমন গুরু পাও আর তাঁর দয়াতে যদি তোমাদের ভাব চোক ফোটে তা হলে আমি বোলতে পারি নিশ্চয়ই তোমরা এই মূর্ত্তি দেখতে পাবে। যাক তার পর শোনো।

সাধন নিমাইয়ের এই চেহারা দেখে আরি খুসী হয়ে চলে গেলো। এত আরও অনেক দেখতে মন হয়। চোক আর যেন সেই রূপ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন হয় না। এমন সময় একটি বৈষ্ণবী বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে, এখন দেখতে বেশ সুন্দর একটী মন—যে বাল বিধবার বাহার যেমন তুলা বোইষ্টম সঙ্গে থা, বোষ্টমী সেই মন। মনটীও ছোট খাট নয় চৌদ্দটি কেতন। কত রাগ, তালুক রাগ, ভাব ভালোভাব যোগাচ্ছে থাকা থাচ্ছে। কেও কাকে কিছু বোলতে না, সকলেই আপন আপন মনের আনন্দে থাকা কোরছে। কত রকম রকম গাছে ফুল ফোটেছে, তাতে যেমন মধুর মধুর ফুল ফুটে আছে। সেই সব গাছে সুন্দর সুন্দর কত পাখী যোসে মনের আনন্দে গান কোরছে। চারিদিকে কত গরু বাছুর চোরছে। কোন কোন গরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছে। ভাল ভাল সব কাপড় পোরে সোনা রূপোর কত গহনা গায়ে দিয়ে গোয়ালিনীরা সব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের চেহারাই বা কত সুন্দর। এই বনের মধ্যে খুব একটা বড় কদম গাছের তলায় নিমাইয়ের এই মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদী থাকে আর বাঁশী বাজাচ্ছে। দেখতে বড় সুন্দর—বড় মধুর থাকাচ্ছে। গাছের আড়োতে সব বন খানা একেবারে আলো কোরে রেখেছে। সাধন না এই দেখে আড়ালে আটখানা রোয়ে থাকো—কানাই বলেছেন, রোয়ে থাকো—

বন্ধুদের মুখে

মুক্তো হেসে গড়িয়ে পড়ে কোল, নিমাইয়ের মনে বড় ব্যথা বেজেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে হেসে, তার চিবুক ধরে বন্ধুদের দিকে ঘুরিয়ে বলে, ওকি ছি ছি কাঁদে না। আমাকে ভোক দিয়ে দেখে কোন কষ্ট দেবেনা। আমাকে ভোক দিয়ে দেখে জল বেরুতে লাগলো, গায়ের রোঁয়াগুলো কাঁটা কাঁটা হয়ে উঠলো, গা দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগলো আর গায়ের ভোতর কাঁপতে লাগলো। গায়ে যেন ছুঁচ ফোটানি বোধ হলো, কি কোরবে তা কিছুই ঠিক কোরতে পারলো না। খানিক পরে নিমাইয়ের পা দুখানা ধোরে, সামনে কাঁদতে লাগলো। ঠাকুর! তোমাকে দেখবার জন্যে মনে বড় সাধ ছিলো, আজ আমার সে সাধ মিটে গেলো। মনের খেদ দূর হোলো। যদি দয়া কোরে ছাড়া দিয়েছো ঠাকুর, আর আমায় লুকিয়ে থেকো না। ঠাকুর আমি বড় দীন হীন, তোমায় কিছুই জানাবো নেই। ঠাকুর! তোমার এ মায়াপুরীতে আর আমাকে ফেলে রেখ না। যেখানে যাও সঙ্গে নিয়ে যেও। গোপীদের সঙ্গে নিয়ে সর্ব্বদা তোমার কাজ কোরতে পারি, এ ধেন চির দিনই মনে রোয়েছে। ঠাকুর! আমায় দেখা দাও কোথা আর আমি কিছু চাইনে।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের

উৎসবের আয়ব্যয় তালিকা।

সন ১৩৩০ সাল।

মা: শ্রীযুক্তি প্রবীণতীর্থ মহারাজ
সাহিত্যরত্ন হইতে সংগৃহীত
শ্রীমান বরকিশোর ব্যাকর্ণ পট্টনায়ক
সংগৃহীত ১৪৫৲

শ্রীযুক্ত হরি সাহেব, মধুবন
শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দাসাধিকারী
শ্রীযুক্ত রাজা সাহেব, গুডগাঁ
শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর, টিকেটী
শ্রীযুক্ত হরি দাস মহাপাত্র
সাহেবের হইতে সংগৃহীত
শ্রীযুক্ত মহান্ত, কেঁওঝার মঠ
শ্রীযুক্ত ভক্তীস্থিত দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর
শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ রায় ৩০৲

২০৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ১০০৲

মা: কৃষ্ণচন্দ্র গড়াইত, দামোদরপুর অধিকারীর স্ত্রি, বসন্ত কুমারী দেবী, অধোক্ষজ অধিকারী, জীবনাথ গড়াই।
শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার মন্মথনাথ দেব বাহাদুরের
মাতা প্রভৃতি
শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দাস ১৫৲

১৫৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ৭৫৲

হরেকৃষ্ণ অধিকারী মোহন্ত রাধবল্লভমঠ হেমন্ত দাসবর্ত্তী মাগুতা মহারিজা মা: নটবর মুখোপাধ্যায়।

১৪৲ টাকা হিসাবে ২ জন

অনন্তশর্ম্ম রায়, মা: ভাবতী মহারাজ

টাকা হিসাবে ২ জন

রাধাবল্লভ অধিকারীর
মুখোপাধ্যায়ের মাতা।

১১৲ টাকা হিসাবে ৩ জন ৩৩৲

কীর্ত্তনানন্দের মাতা দুর্গা ও দক্ষ বালা সাক্ষী গোপাল বড়াল।

১০৲ টাকা হিসাবে ১৭ জন ১৭০৲

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস হরে মাধিকা চরণ দত্ত বাহাদুরের স্ত্রী কাদম্বিনী ঘোষ মোহন্ত দক্ষিণ পার্শ্ব, মোহন্ত উত্তর পার্শ্ব মঠ প্রসন্নময়ী দাসী বাহনদার অধিকারী নলিত কুমার সিংহ রাজাবাহাদুর পাত্রীকুল বলিকাটের রাণী মহোদয়া মোহন্ত গোবিন্দ দাস বাবাজী অঞ্জনা পরীক্ষা লোক নাথ সাউ মাতাতা গোবিন্দ পট্টনায়ক

দেওয়ান গৌর অনাথ মহারাজ কুমার মদন নাথ দেব বিনতকুমার।

নরেন্দ্রনাথ সরকার উকিল

নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়

৬৲ টাকা হিসাবে ৩ জন

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ লাল নীল সেন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৲ টাকা হিসাবে ২৯জন ১৪৫৲

বিনতচন্দ্র নীল সেন শ্রেষ্ঠ জানেন্দ্র চন্দ্র রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র যোগেন্দ্র লাল চৌধুরী মাষ্টার যোগেনাথ রাধারাণী দেবী কুমার মোহিনী মোহন জেনারেল লাল মোহন রায় ত্রৈলোক্য নাথ রায় মোহন গঙ্গাধাতা মন্ত্র শ্রীমতী গোপী দেবী প্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায় সনৎকুমার বসুর মাতা অতুল চরণারবিন্দ অধিকারী কুমুদ কান্ত চৌধুরী নৃপেন্দ্র নারায়ণ সরকারিকারী বিনোদ বিহারী কাঞ্জিলাল উমাশশী দাসী হীরালাল বসুর মাতা ৺গঙ্গা রাণী দেবী লক্ষ্মণি দাসীর কন্যারত্ন সেখ আবদু মদন মোহন পট্টনায়ক কৃপাসিন্ধু সেনগুপ্ত মোহন পত্র ন,৬ দাস রাধাজী হর কৃষ্ণ মহাস্তি ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র হরিদাস ব্রজবাসী সংগৃহীত ভবন চৈতন্য দাসাধিকারী।

৪৲ হিসাবে ৭ জন ২৮৲

শ্রীকৃষ্ণ কমলাল মল্লিক বনস্পতি বন্দ্যোপাধ্যায় অধিষ্ঠাতৃগণ অধিকারীর ভ্রাতা লীলাবতী দেবী কিরণবালা বসু সুরেন্দ্র নাথ হালদার হরিবন্ধু পত্নী

৩৲ হিসাবে ২ জন ৬৲

শ্রীযুক্ত দাসবিহারী চৌধুরীর নিবাসীচরণ অধিকারী।

২৷৷০ হিসাবে ৩ জন ৭৷৷০

শ্রীযুক্ত সুবর্ণকৃষ্ণ চৌধুরী অনুকূলচন্দ্র দাঃ বাসনদাস দাস

২৲ টাকা হিসাবে ৪৯ জন ৯৮৲

শ্রীকৃষ্ণ তারাপদ রায় বামাসুন্দরী দাসী জগদম্বা দাসী ইন্দিরা প্রসাদ ব্রহ্মচারী সারদাসুন্দর পাল শশিভূষণ সংগতি এন্ড ও অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী ভগবতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালী জগন্ন পাকুলী অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য [illegible] অবিলচন্দ্র সাহা গোবিন্দ চন্দ্র পাল শশীনাথ গোস্বামী জগবন্ধু সিংহ বালকৃষ্ণ মিশ্র হীরালাল সেন শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাসের স্ত্রী রাধানাথ মহান্তী কালীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ভরতচন্দ্র চাটার্জীর ভ্রাতা ললিত মোহন গোস্বামীর শিষ্যের সংখ্যা জনী দাসী রামতনু গুপ্ত রাধারমণ অধিকারীর ভ্রাতা জনৈক ভক্ত হালিসহাতা উত্তর পাড়া ভক্তি-সাধন প্রভুর মাতা প্রভাবতী দেবী নবীনচন্দ্র মজুমদার লক্ষ্মণী দাসীর বসু বৃন্দাবনচন্দ্র দাসের রায় কালী নাথ চৌধুরী টাকী সবরেজেষ্টারী অফিস নারায়ণের অধিকারী শ্রীনিবাস পালীয়াদী বৃন্দাবনচন্দ্র পালীয়াদী বন্ধনা পাত্র লোকনাথ পাত্র সতীশচন্দ্র বসু সচ্চিদানন্দ মিত্র জগন্নাথ প্রসাদ মহান্তী রামকৃষ্ণ দাস হরে কৃষ্ণ মহান্তী হেমচন্দ্র দে রমানাথ দে সতীশ বাবু বিশ্বাসের বাবু হরিদাস বাবু।

১৷৷০ টাকা হিসাবে ৩ জন ৪৷৷০

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জনৈক স্ত্রী লোক অমৃত প্রসাদ মিত্র ও শ্রীনিবাস ৺.

১৲ টাকা হিসাবে ১১৯ জন

শ্রীযুক্ত সরোজিনীকান্ত বসু মৃণালিনী দাসী নরেন্দ্র যামাজী সুরেন্দ্রনাথ দাস লালা আশুতোষ রায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, অবিনাশচন্দ্র বসু কালিদাস সাহা আর, এম, সাহা প্রফুল্ল কুমার পাকুলী যোগানন্দ বক্সী শ্রীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গোরাঙ্গ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদাপ্রসাদ সরকার যোগেন্দ্রনাথ নন্দী পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী জাহ্নবীপ্রসাদ মুখার্জ্জী কৃষ্ণমোহন পট্টনায়ক কৃষ্ণলাল নীল নেবীমাধব দত্ত উমাচরণ দাস মুদিয়ান বদন নীলরতন দাস বদন গুরুপ্রসাদ রায় শ্রী নবদ্বীপ মল্লিক ডাঃ যোগেন্দ্র গুপ্ত নরেন্দ্রনাথ কালী রায় মহানিধি দাস ধারাচরণ রায় দীননাথ বিশ্বাস বাহাদুর নীলরতন মুখোপাধ্যায় হিরণকুমার সেন রায় চৌধুরী জ্যোতিষচন্দ্র সেন রায় চৌধুরী তুর্গাচরণ সেন, গুপ্ত ডাক্তার হরিশঙ্কর পাল নরেন্দ্র

বালা কার্ত্তিকচন্দ্র নাগ মহাশয়ের [illegible] দাসী
মৃত্যু গোপাল নাগ। কৃষ্ণকুমার [illegible]
কুমার নাগ ভক্তিক [illegible] ভট্টাচার্য্য কবিলাল দাস
উপেন্দ্রনাথ কর [illegible] মহাশয় কাশীনাথ ত্রিপাঠী
হরিচরণ মহান্তী [illegible] অন্নদাচরণ ভক্ত গোষ্ঠ
সর্দ্দারের কৃষ্ণকামিনী [illegible] কামিনী মধুসূদন [illegible]
নাথ হলধর সাহা [illegible] দাস ধনচন্দ্র গোস্বামী অতুলচন্দ্র
রায় প্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [illegible] কৈলাসচন্দ্র সেন
[illegible] স্বামী সুবোধ [illegible] কালু মহম্মদ কালি কৃষ্ণলাল
সিংহ [illegible] কুণ্ডু [illegible] ঘোষ [illegible] দাস [illegible]
[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] ঘোষ [illegible]
গোস্বামী [illegible] গোস্বামী [illegible] স্ত্রীলোক [illegible]
বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] দেবী [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] স্বামী [illegible] [illegible] স্ত্রী [illegible] মুখার্জ্জী
[illegible] [illegible] দাসী [illegible] [illegible] মঠ
কার্ত্তিকচন্দ্র সেনের [illegible] [illegible] দাসী [illegible]
কৃষ্ণচরণ [illegible] [illegible] কৃষ্ণচন্দ্র [illegible] রায় [illegible]
[illegible] বৈদ্যনাথ রায় [illegible] [illegible] মহাপাত্র
[illegible] মজুমদারের মাতা [illegible] [illegible]
সেন গুপ্ত গোপীনাথ দাস [illegible] চৌধুরী সুধীন্দ্রনারায়ণ
রায় [illegible] বসু [illegible] গুপ্ত [illegible] গুপ্ত
মদনমোহন দাস চৌধুরী [illegible] দাস চৌধুরী শ্রীধর দাস
মহেশ্বর মহান্তি [illegible] মুখোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথ বসু
নবেন্দ্রনাথ আদিত্য [illegible] দাসী বৈদ্যচন্দ্র চান্দ গোলোক
চন্দ্র চান্দ পীতাম্বরচন্দ্র চান্দ [illegible] [illegible]
নরেন্দ্র বাবু নারায়ণপ্রসাদ সিংহ [illegible] সাউ।

আদিক চাপ—

মাঃ ক্ষেত্রমোহন মহান্তি

খুচরা প্রণামী

চাউলাৎ জমা

মোট জমা ১২৫৯/৭৯

ব্যয়ের তালিকা।

দৈনন্দিন সেবাদি	৭১৮৶/১২৫
মহাপ্রসাদাদি	৪৭১৸৶৭৯
পার্ব্বণাদি	২৮১৫/০
ঘৃত তৈল, টাল্প ও মেরামতাদি	২১০৲
বিবিধ	৪৩।১০
গত বৎসরের চাউলাৎ শোধ	৩৪১৸৶১৫
মোট খরচ	২১৮৮৲৫
মজুত তহবিল	১২/২৯
	২২০০/৭৯

শ্রীগ্রিজনাথ দেব শর্ম্মা।
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা।
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যারত্ন।
শ্রীরামগোপাল বিদ্যারত্ন।
শ্রীবিশ্বৈকরায়জেনজমন্দলায়কগণ।

ভারতীয়।

তারকেশ্বর—গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার প্রাতে মহিলাগণ ও তলাটিয়াগণ সাবারীতি জাগরূক থাকিয়া স্বামীজীকে রক্ষা করিবার পর প্রাতিক্রত্যাদি করিতে-ছেলে কয়েকজন ছুরবেশী দুর্জ্জন না কাহারা মন্দিরে চড়োয়া ছইটা স্বামী সচ্চিদানন্দজীর মস্তকে লোটা মারিয়া রক্তপাত করিয়াছে। তৎপর দিবস সন্ত্রীক হেমন্ত দাস ও প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় মহাশয় তারকেশ্বর গিয়া অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। সাধারণের মনোভাব মহারাজাকে সবিস্তার জানাইয়াছেন। সত্যাগ্রহ রীতিমত চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

বর্ষীয়ান্ সেবক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

বর্ষ ৩ } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৫ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩১, ২১শে জুন ১৯২৪ { সংখ্যা ১৩

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কুচবিহার ভিক্টোরিয়া লেখের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথম খণ্ড নামে একখানি ৪৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্টা পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন।

ঐ পুস্তিকাখানিতে অনেক গবেষণা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে লেখক মহাশয় আপনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অনুগত বলিয়া অভিমান না করায় বাহিরের লোকের মত ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বিষ্ণুভক্তির সহিত তাহার ব্যক্তিগত ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

ঐ বৈষ্ণব গ্রন্থের কিছু প্রশংসা যে উহাতে স্থান পায় নাই এরূপ নহে। তবে লেখক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একজন সেবানী হইয়া কেবল মাত্র তাঁহার নিকট অপেক্ষা ভাল কথা শুনিতে পাইতাম। বৈষ্ণবে তাঁহার শ্রদ্ধা আর একটু বৃদ্ধি হইলে কাহার সহিত ভক্তির পার্থক্য দেখিতে পাইতেন। উপেন্দ্র বাবু বলেন, বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা লাভের জন্য যে বিবিধ উপায় এবং চেষ্টা তাহাকেই কর্ম্ম বলে। শ্রীভগবানে মনঃ কল্পনা বা মনো নৈপুণ্য রূপে ভজনকেই ভক্তি বলা হইল।

উপেন্দ্র বাবু বলেন গৌড়ীয় কর্ম্মযোগের গ্রন্থ। নিম্বার্কীয় বিশিষ্টাদ্বৈত বাদী এবং বিষ্ণুস্বামী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল বিচার সত্য নহে। নিম্বার্কীয় ও পুষ্টি সম্প্রদায় উভয়েই শ্রীরাধা কৃষ্ণের উপাসক। পুষ্টি সম্প্রদায় বলিতে উপেন্দ্র বাবু কাহাকে লক্ষ্য করেন? তিনি আরো শুনুন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ মাত্রেই নর [illegible] হয়েন। সুতরাং বৈষ্ণবীকে এক অপরাধ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। উহাও

চরণোদ্ভব [illegible] সম্পাদনে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা তাহা নহে।

"হরিদাসের আচরণ বিষয় ভক্তগণ।" এই চরিতামৃতোক্ত কথাকে সংশোধন প্রতি চাপাইতে গেলে অপরাধ হইবে। তজ্জন্য ঐস্থানে অপরাধ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তারা চিহ্ন দেওয়া হইল। মহাপ্রভুকে লক্ষন করা উপেন বাবুর ভাল হয় নাই। আমার মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া তিনি লিখেন—

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমি সদ্গুরু নহি নহি মোর শিষ্য হয়ত॥

এই দশ লাইনগুলি ছাড়া কোথা হইতে পাওয়া যায় আমরা তাহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। উপেন্ বাবু সাহিত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তদ্বিষয় সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিবার প্রয়াস করেন তাহা হইলে নানাপ্রকার অসঙ্গত কথা তাঁহাকে ধর্ম্মের প্রকৃত সমালোচকের স্থান হইতে ভ্রষ্ট করিবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অনুচ্ছ স্থানে এবং সাংসারিক চক্ষে তাঁহার প্রৌঢ়তা ও বার্দ্ধক্য নব্য শিক্ষিতগণের লঘু আকর্ষণ করাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম পথে নিয়ত

বয়ে এই আলোচনার আমাদের কয়েকটী কথা বলিতে হইল। আশাকরি জীবনের শেষ ভাগে উপেন্ বাবুর ন্যায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কথা তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হইবেন।

"চাকা শ্রীবাঙ্গগৌড়ীয় মঠ হইতে কাদিকলি শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনদাসের লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত সনগ্র গ্রন্থ শুদ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও টীপ্পন্যাদি সম্বলিত খণ্ডটী পরে প্রকাশিত হইবে। গৌড়ীয় মঠ হইতেও ঐ গ্রন্থ পাঠকগণ এক্ষণে পাইতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের একখানি উৎকৃষ্ট সংস্করণের বিশেষ অভাব ছিল। [illegible] এই গ্রন্থের প্রচারে সেই অভাব দূরীভূত হইল। অনেক গুলি পাঠ মিলাইয়া এখানি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ৺ অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি ঠাকুর মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তাত্ত্বিক অংশ গুলির প্রকাশের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি।

দশবিধাজ্ঞয়কৃতানাং কৃতানাং বহিঃশোধনম্।
অবাহ্যব্রহ্মসম্পর্কাৎ কৃতভূতশুদ্ধিবিধিঃ মতঃ॥
কৃতভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুরুপচারাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তন্ত্রন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যনুষ্ঠিতাঃ॥

এই উদ্ধৃত বচনটীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিতেছেন শ্রুতস্মৃতীতিহাসপুরাণ সমস্তাদেতো বিশোধনং। অবাহ্যব্রহ্মণো জীবস্যস্য সম্পর্কাৎ তন্ময়কতয়া। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সকল দোষাদি ক্রিয়া নিষ্ফলা। দীক্ষাবিধানে বায়ু-কবিবরণ শীঘ্রদ্বারা কৃতভূতশুদ্ধি শিষ্যকে গুরুদেব দীক্ষাবিধি শুনাইবেন। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত শিষ্যের ক্রিয়া নিষ্ফলা হয়।

দীক্ষাহোমবিধিবশে সংস্কার করিয়া অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত অগ্নির স্বরূপ বোধাদি সম্ভবপর হয় না। শ্রুতি বলেন ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽসি মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবতি উপধাবামি। অর্থাৎ হে অগ্নে তুমি দেবলোকে ব্রাহ্মণ, আমি মনুষ্যলোকে ব্রাহ্মণ। যে হেতু ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের সমীপে গমন করে ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের সেবা করে। এজন্য হে অগ্নে আমি আপনার সেবা করিব ইত্যাদি। দীক্ষা বিধানে সংস্কৃত অগ্নির প্রতিষ্ঠাবিধি ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া বর্জ্জিত নহে। বারাহী দীক্ষা বিধিতে অগ্নির দশবিধ সংস্কার সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণতা হইতে ভেদ প্রতিপন্ন করা বিহিত নহে। শ্রীসনাতনোক্ত মনের টীকাই ইহার প্রয়োগ বিধান সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

বিশেষতঃ দীক্ষাবিধানের অঙ্গপূজায় অগ্নির যে দশ সংস্কার তাহা বিষ্ণুশক্তি বাচক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের ভূতশুদ্ধি ক্রিয়ার পৃথক্ নহে। আমার দীক্ষাবিধানকালে ভগবতে

বিষ্ণুর কর্ণবেধাদি প্রভৃতি ষোড়শসংস্কার মন্ত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করি শক্তিমান হইতে অপৃথক্ বিচার করিতে হইবে। সেকালে উপাসক ব্রাহ্মণসন্তানের অন্নপ্রাশন হইতে পৃথক্ করণ নির্দ্দিষ্ট নহে ক্রমবীথিকাটীকাকার স্পষ্টতাই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সাত্ত্বিক বিপ্রের পিতৃ মাতৃ বিবাহ তাঁহার নিত্য সংস্কারেরই অন্তর্ভুক্তি। গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মচারীর দশসংস্কারোপযোগিত শৌক্রজন্মাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ, মাতৃ পিতার বিবাহ ও ব্রহ্মচারীর দশসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত।

দেখিতে দেখিতে আবার সেই "শ্রীপুরুষোত্তম-উৎসব" সমাগত হইয়াছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে একদিন শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে তাঁহার অন্তর্লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। এই নীলাচলক্ষেত্রে ভক্তগণ প্রতিবৎসর আসিয়া শ্রীগৌর সুন্দর দর্শন করিতেন, শুদ্ধ হরিকথার স্রোতে ভাসিয়া যাইত। ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শন, ওড়িয়া-মার্জ্জন, রথযাত্রা-সন্দর্শন, রথাগ্রে উদ্দাম নৃত্য, জগন্নাথ-দর্শনে বিরহকাতরা গোপীগণের কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-ভাব, "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকপাঠ করিয়া সুদীর্ঘ মাথুর-বিরহ-ভাব-জ্ঞাপন, উদ্যান, উপবন, চিত্র-জল্পাদিযুক্ত বিলোল্লাস, প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌমাদির প্রতি কৃপা, রামানন্দ-সঙ্গে অনর্গল কৃষ্ণকথা-আলাপন, দ্বিতীয় স্বরূপ—স্বরূপ দামোদরের সহিত রহস্য কথা, নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তন-বিলাস, আচণ্ডালে প্রেমভক্তি প্রকাশ, পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ঠাকুর, জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, পরমানন্দপুরী, প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে নিত্যবাস প্রভৃতি লীলা এই নীলাচল-ক্ষেত্রেই প্রকটিত হইয়াছে।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

যাহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপমদে মত্ত, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত ধাম বা অপ্রাকৃত লীলা দর্শন হয় না। গৌরপ্রণয়ী নিষ্কিঞ্চন ভক্তজনের অকৈতব-সেবাফলে শ্রীধামকৃপা লাভ হয়। সেবোন্মুখ-নেত্রে ধামের স্বপ্রাকট্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থাকিয়া শ্রীধাম শুদ্ধভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। যে নীলাচল ক্ষেত্র একদিন শুদ্ধ হরিকথার প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল, সেই শ্রীক্ষেত্র এখন বহির্মুখের নিকট স্বরূপ অন্তর্ধান করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, ভোজ, পান, স্ত্রী ও পঞ্চমন প্রভৃতি কলির কত নিত্যসিদ্ধকামনী লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার কারণ শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের অভাব।

নীলাচলবাসী ভক্তিকে প্রণীড়িত। সে ভক্তিকের কারণ শুদ্ধ হরিকথার ভক্তিক ব্যতীত আর কিছুই নহে। হরি কীর্ত্তনের ভক্তিক হইলেই ত্রিতাপ, ক্লেশ, দুঃখ ও মুক্ত স্পৃহার শোক, স্পৃহা, পরিভব ও বিপুল লোভ এবং ঘুমোপ বুঝিয়া তৎসঙ্গে অনর্থ-সঙ্ঘ কলির প্রবেশ।

তাই সেই স্থানে হরিকথার নামে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়ের কথা, নির্জ্জন মঠ স্থা হরিনিকেতনের আবরণে কলির স্থান, সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের নামে ভোগযজ্ঞ ও তৎফলে পিতৃবৃদ্ধি, সাত্বত গুরুগোষ্ঠী ও আচার্য্যের অভাব, পরিলক্ষিত হইতেছে।

শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষের প্রবল-প্রকোপ পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রেরিত কৃপাপুষ্ট শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রকট করিয়াছেন। সেই মঠে পান, তামাক, গাঁজা, ভাঙ পালা, দ্যূত প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা গৃহমেধীর বর্জ্জ শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তনে কুণ্ঠা বা মৎস্য মাংস ভোজনরূপ সূনা বা তে দেব অনর্থ-স্বরূপ কোনও কলকের খেলা নাই।

আচার্য্যবান্ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের অভিমতো শুদ্ধ হরিকথা, প্রাকৃত অর্থাদির কলিমলের প্রচার-কীর্ত্তন, ভগবান ও

ভাগবতের অনিত্যতা ও তিরোভাব মাহাত্ম্য শুনান, মৃত গীর্ব-উদ্যান, অতীন্দ্রিয়ানন্দে জীবিতকরণ, সাত্বত-পাত্র-ভোজনা, সাত্বতপাত্র প্রকাশ ও প্রচার, সর্ব্বভাবে ভগবদ্ভাবের উদয় শ্রীহরিনাম ও একমাত্র পথ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণই সেই মঠের একমাত্র কর্ত্তব্য)।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব ৩রা আষাঢ় শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা দিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীনিম্বার্কদয়িতাশ্রমসভার সভ্যগণ নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের সমস্ত নিম্ববাসী মানব-মণ্ডলীকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই মহোৎসবানুষ্ঠানে আহ্বান করিতেছেন। কারণ 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ব্যতীত সাধক ও সিদ্ধের আর অন্য সাধন বা সাধ্য নাই। সুতরাং যে হরিকীর্ত্তনে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, তাহাতে নিত্য মঙ্গলপ্রয়াসী ব্যক্তিরই যোগদান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগৌরসুন্দর বৃক্ষলতা, বাঘ, মৃগ প্রভৃতি জন্তুকেও হরিনাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই নীলাচল ক্ষেত্রে শিবানন্দ সেনের ভাগ্যবান্ কুকুর নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণব, উচ্ছিষ্ট ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে করিতে অন্তর্ধান হইয়াছিল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হরিভজনপরায়ণ ব্যক্তির জাতিকুল নিরর্থক বুঝাইতে যবনকুলে উদিত হইয়াও নামাচার্য্য জগদ্গুরু হইয়াছিলেন। এই শ্রীক্ষেত্রে অপতিত ভাবে প্রয়াগ তিনি লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলিতে বলিতে নিত্যলীলা প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণ লইয়া ঠাকুর হরিদাসের শ্রাদ্ধ—মহোৎসব করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীহরিদাসের পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত জয়দেব গোস্বামী লিখিয়াছেন—বিগত ১৬ই বৈশাখ বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব উৎসব শ্রীপাট বেলেড়ে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও দিবসত্রয় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যলীলা-কীর্ত্তন এবং মহোৎসবাদি হইয়াছিল। দিবসত্রয়ই সাত সম্প্রদায় চৌষট্টমাদল-সংকীর্ত্তন গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। শ্রীপাটের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইলেও মহান্ত শ্যামসুন্দর দাসের বংশধরগণের আন্তরিক যত্নে ও পরিশ্রমে ও সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীউৎসব সুচারুরূপেই সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী।

বিপুল সম্মানপুরঃসরনিবেদন—

আগামী ৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন, গৌরাব্দ ৪৩৮ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ২৩শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহোৎসব হইবে। ১৮ই আষাঢ়, ২রা জুলাই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। মহোদয় কৃপা-পূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি তাং ২০।২।৩১।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডী শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ।

শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী।

শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বেদশাস্ত্রবেদান্তোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ)।

শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী)।

শ্রীযুত প্রাণগোপাল গোস্বামী লিখিয়াছেন—

বিগত ২৭শে বৈশাখ-প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয়ী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "প্রেমবিলাস" সম্বন্ধীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি যে একবারেই নাই এরূপ নহে। শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত যেখানে বিরোধ হইবে, সেই অংশ গৃহীত

হইতে পারে না। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের বংশপরিচয়-প্রসঙ্গে প্রেমবিলাসে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা যখন কোন ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত বিরুদ্ধ নহে তখন তদালিখিত শ্রীপাদ কেশব ভারতীর বংশপরিচয় গ্রহণ করিতে বাধা কি আছে? তবে এ সম্বন্ধে যদি কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভিন্নমত পরিদৃষ্ট হয়, তবে উহা আলোচ্য।

প্রেরিত পত্র।

বিগত ২৭শে বৈশাখ তারিখের শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বনবিহারী ব্রহ্মচারীর "প্রতিবাদ" নামক প্রবন্ধের প্রতিকূলে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর সম্যক্‌প্রদত্ত হইলেও কয়েকটী বিষয়ের পুনরালোচনা করিতেছি। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উক্তিতে বহু অসার অপাত্রীয় কথা স্থান পাইয়াছে। শ্রীল জাহ্নবিবাস মহাশয়ের বংশধরগণ যথাশাস্ত্র বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং সদাচার-সম্পন্ন। কল্পিতরুচারী লেখকের অজ্ঞ জ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাত্মবংশের শৌক্রপরিচয়ে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

অজ্ঞদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা বৈষ্ণব অম্বরীষকে সামান্য ক্ষত্রিয়জ্ঞানে দেখিতে গিয়া যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। ভক্ত রামচন্দ্রির বংশধরগণের কন্যা আদানপ্রদানের যোগ্যতুল্য ভক্তবংশ জগতে বিরল হইলেও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষকে বৈষ্ণব মানিয়া তাঁহাদের সঙ্গে প্রাচীন কয়েকটী বিশিষ্ট প্রথানুযায়ী কন্যা আদানপ্রদান করিয়া থাকেন, এবং জন্মমরণাশৌচপরিপালন তাঁহাদের পারমার্থিক আচরণ না হইলেও কালপ্রভাবে স্মার্ত্ত কল্পিত ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারে এবং অনেক স্থানে কল্পি অভক্তগণের বুদ্ধিকে বিচলিত না করার অভিপ্রায়ে তাঁহারা লোকসংগ্রহার্থে প্রায়শঃ এরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। যদি কোনদিন ভগবদ্বিগ্রহের পুনরায় ভক্তিমার্গের নির্ব্বাধ সহজপ্রচার হয় তবে তাঁহারা সেই দিন পরাভক্ত সকল পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষমুক্ত শরণাগতের ন্যায় উন্নত হইয়া প্রকাশ পাইবেন। যেহেতু তাঁহাদের অন্তরের অন্তর সেই দিনের প্রতি চাহিয়া আছে। এবং তাহাদের জন্মের প্রয়োজনের শুদ্ধই ভক্তি-বিরোধী আচরণকে বরণ করিয়া লয় নাই। গৃহী বৈষ্ণবের বিবাহে সন্তানোৎপাদনে দেশকালানুযায়ী জীবিকার্জ্জনে বৈষ্ণবতার হানি হয় না, যদি বিবাহে সন্তানোৎপাদন প্রভৃতিতে পারমার্থিক সদ্বিচ্যুতি ঘটে তাহা হইলে তদ্বয়াজ শাস্ত্রিপ্রবর্ত্তক বংশপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের ঋষিত্ব ভঙ্গ হয়, বা ব্রাহ্মণত্ব থাকে না এবং তদ্গোত্রে পরিচয়ে পরিচিত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে সম্ভবে? বৈষ্ণবস্মৃতি সন্ন্যাসিস্মৃতিগ্রন্থে বেদকাল পাদানুসারে বিপন্নাবস্থাকালে সকলেরই জীবিকার্জ্জনে ভেদনির্দ্দেশ আছে, বিশেষতঃ সিদ্ধভক্তবংশধরগণ হরিসেবায় উৎসর্গেই যে প্রণালীতে জীবিকার্জ্জন করেন তাহাতে জীবিকা-দোষদুষ্ট হয় না। তাঁহারা প্রাপ্তার্থ পরিশ্রমে যাহাকিছু সংগ্রহ করেন তাহা তাঁহাদের কুলদেবতা ঠাকুরের সেবা উৎসবাদিতে ব্যয়িত হয়, তাঁহাদের জীবিকার্জ্জন সম্বন্ধোৎপাদনে ও জীবন-যাপনে যে ভক্তিচেষ্টা আছে, তাহা কর্ম্মী অভক্তের অনুকরণীয় নহে। সম্বন্ধজ্ঞানাভিধেয়ে প্রয়োজনে নামসঙ্কীর্ত্তন বলের শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভের জন্যই ভগবৎপর আচার্য্য সমাজ দ্বিতীয়াশ্রমে প্রবিষ্ট হন। কারণ বেদবিধানানুসারে অপরিগৃহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্ততি যুক্তাধিকারী নহেন। গৃহী ভাগবতগণের দ্বিতীয়াশ্রমস্বীকার ফলভোগী কল্পির ন্যায় "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনায়" নহে।

সিদ্ধভাগবতবংশধরগণের কথা দূরে থাকুক, বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাগ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তিই পরমার্থবিরোধী বর্ণাশ্রম-বিধান পরিপালনে বৈষ্ণবশাস্ত্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট নহেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল জীবভাবে বৈষ্ণব আনুগত্যে অধ্যয়ন করিলে কর্ম্মমলিন অবৈষ্ণবের হৃদয়ে ভক্তিনাতা আবির্ভূত হইতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে বৈষ্ণবানুতাবহ হইয়া কখনই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না, ইহা সর্ব্ব সংশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে যথা বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্যক্তা সর্ব্বমশেষতঃ।
নৈব কর্ম্ম তথা নৈষ্কর্ম্ম্যং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

গৃহীবৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প নৈষ্কর্ম্ম এবং নৈষ্কর্ম্ম কর্ম্ম করিবেন না। কথিত আছে—

বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পো ন দানং ন চ কামনা।
প্রায়শ্চিত্তং চ নো যাগঃ সমুদ্দেশাদিপূজনং॥
শুদ্ধপূতঃ সদাকার্য্যঃ কৃষ্ণধ্যানেনর্চ্চিতঃ।
কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতশ্চাক্রোধহরিষিতঃ॥

বৈষ্ণবের সঙ্কল্প নাই, দান নাই, এবং কামনা নাই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাগ নাই পরন্তু সমুদ্দেশাদির (তাকের) পূজা করিবে। কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র এবং কৃষ্ণধ্যানে অর্চ্চিত। যেহেতু তিনি কাম-সঙ্কল্প-রহিত এবং অক্রোধে হরিষিত।

স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম নিঃসৃত বাক্যের দ্বারা সিদ্ধভক্তের কুল ও তৎকুলে জাতব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে সুতরাং তৎকুলজাত ব্যক্তিগণ যে সাধারণভাবে সমাজে পূজনীয় সে সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু এ স্থলে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে সেই ভক্তকুলে জাত ব্যক্তি মাত্রেই যে পারমার্থিক ভক্তিসম্পদে সুকৃতিই অধিকারী হইবেন তাহা নহে, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি অনুসারে শ্রেষ্ঠ জন্মলাভ করিয়াও যদি তিনি ভক্তি অনুশীলনে প্রবৃত্ত না হন তবে তাহা ভক্তকুলে হইলেও সাধারণ ভাবে সাধারণ সমাজে সম্মানের পাত্র। কিন্তু যথার্থ সম্মান ভক্তি অনুশীলনকারীর প্রাপ্য; তিনি যে কুলে জাত হউন না কেন, তাঁহার চরণরজে এই সমস্ত পৃথিবী পবিত্র। ভাগবতভক্তের একটী নিত্যসিদ্ধ কুল আছে এবং যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ কুলেই জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা বিশেষ ভাবে সমাজে সম্মানিত যথা শ্রীগীতায়াম্—

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

ভাগবতপ্রতিপাদিত গায়ত্রীর অর্থ যাঁহারা স্বীকার করিয়া নানা দেবদেবীর অর্চ্চনাদির দ্বারা বৈদিকাচ্ছন্ন নয় সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ ও উপনয়নাদি ক্রিয়াদির করেন, শ্রীগুরুপরিদৃষ্ট সেই বিপ্রগণের সাবিত্রী দীক্ষা পাষাণরেখার ন্যায় নহে সুতরাং তাঁহারা সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিলেও তদ্বিরোধী আচরণাদি করায় তদীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণে অনভিজ্ঞতাহেতু তাঁহাদিগকে "দীক্ষাসন্ধানবিজ্ঞ" বলিয়া শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। সম্প্রদায়ানুযায়ী শ্রীগুরু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিমাত্রেই বেদাধিকারী। ইহাও সকলশাস্ত্রে প্রকাশিত আছে, দীক্ষিত সিদ্ধ ভাগবত সংবন্ধ-গণের কা কথা!

স্বর্গীয় অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় সংসম্প্রদায়ের অনুগতো শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও আমরা জানি তাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ বিষ্ণুবৈষ্ণবে প্রীতি ছিল। উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের ও তদ্বিরচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং সাধারণের তাহাতে যে উপকার হয় নাই সে কথা আমরা কোন দিনই বলি নাই। তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থাদির দ্বারা বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ কোন অভাব নিরাকৃত হয় নাই, কারণ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের আসনে ও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান নিরূপণ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের পঠে বৈষ্ণব সমাজে এই বেদতুল্য গ্রন্থ ও শ্রীলরামহরি বংশধরগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাগবতগণের নিকট চিরাদরণীয় সুপরিচিত। সূর্য্যকে প্রকাশকরণের ন্যায় তাঁহাদের প্রকাশ চেষ্টা বৃথা। ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীপাটবাটী হইতে প্রকাশিত "ব্রাহ্মণও বৈষ্ণব পরিচয়" পুস্তিকার মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া গৃহী বৈষ্ণব গণের অচ্যুতগোত্রত্ব স্বীকার করিতেছেন না। তাঁহাও গৃহী বৈষ্ণব মাত্রেই অচ্যুতগোত্র, যাহা প্রণত মুক্ত না হইয়া যে গৃহীবৈষ্ণব অচ্যুতগোত্রত্ব স্বীকরণ ও সম্মান করেন তাঁহার অচ্যুত গোত্রত্ব সিদ্ধ, ইহা সৎশাস্ত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত আছে। তাঁহাদের বিবাহাদি সমুদায়ই যে ভক্তির অনুকূল তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীল রামহরি দাস মহাশয়ের বংশধরগণের নিকট দীক্ষা-গ্রহণকারী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সদাচারসম্পন্ন সজ্জনগণ কোন বিপদে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিলেও তাঁহারা ছলকেও শ্রীগুরুদেবের স্বয়ং ভগবত্তার দৃঢ় বিশ্বাসী এবং অন্যান্য দেবার্চ্চন শ্রীগুরুদেবের আবরণ পূজারূপে করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই

সবল শান্তি স্বস্ত্যয়ন দেবার্চ্চনকালে তবং বেতাকে শ্রীকৃষ্ণের সম জ্ঞানে অর্চ্চন। করেন না যে প্রকারে দেবার্চ্চন বৈষ্ণব শাস্ত্রে লোক সাধারণী কনিষ্ঠ অধিকার পক্ষে মাত্র স্বীকৃত আছে, তাঁহারা তদনুসারে সেই সকল দেবতার অর্চ্চনা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনায় করিয়া থাকেন।

যথা শাস্ত্রে "বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যা দেবতান্তরম্। শ্রীহরির নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা বিধেয়।

কাটোয়া বেলগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বিপ্রের বংশধরগণ বৈষ্ণবাচার পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রবন্ধান্তরে স্বয়ংই বলিবেন। প্রতি পাদীর অন্যান্য প্রথা সকল অসার ও অলীক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে পরলোকগত অম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় নিজে এবং "আইরিয়া" ও "তুরস্তুত্ত" নিবাসী ভারতী উপাধিধারী কয়েক ঘর শূদ্রযাজক শক্তি-মন্ত্রোপাসক ব্রাহ্মণগণকে লইয়া শ্রীপাট কেশব ভারতীর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতৃকুল বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। উহাদের বংশে বৈষ্ণবাচার কস্মিন্ কালেও প্রতিপালিত হয় নাই, এখন পর্য্যন্তও পরলোকগত অম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারীর বংশীয়গণ ও তৎজাতিগণ শূদ্রযাজক এবং যজমানাদির গৃহে বৈষ্ণব শাস্ত্র বিরোধী হুর্গোৎসবাদিকালে স্বয়ংও ছাগাদি পশু উৎসর্গ করিয়া থাকেন এবং পশুঘাতী নিশুম্ভ দৈত্য-যজ্ঞের পক্ষপাতী।

বৈষ্ণবচিহ্ন তিলক মালাদি উহাদের সংসে কাহাকেও ধারণ করিতে দেখিনা। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদি হইতে ভক্তির মহিমাধিক্য এবং সেই ভক্তিতে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের সমান অধিকার এই কথা কহিতে বা শুনিতে যাহাদের বুকভরা আনন্দ এবং ভক্তি-হীন নির্ম্মল প্রেমবন্ধনে যাঁহারা সকল জাতির সঙ্গে শাস্ত্রানুসারে সম্মিলিত হইতে আন্তরিক আগ্রহান্বিত, সেই সত্যপ্রতিষ্ঠ ভাগবত বংশধরগণ দৈবদুর্ব্বিপাকে সমাজ শাসনে এসকল বাক্যচয়ন সময় বিশেষে করিয়াছেন তাহা কখনই তাঁহাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এমন দিন অবশ্য আসিবে যে দিন তাঁহারা উহাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় সেই সকল চক্ষিপাক হইতে বিমুক্ত হইয়া ভাগবত সমক্ষে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবেন। সেই দিন যে অতিদূরে নহে ইহা মহাজনগণ বাক্যে উপলব্ধি করিতেছেন। অলমতিবিস্তরেণ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীপরমেশ কুণ্ডু, শ্রীপাট কেশবপুর।

ভক্ত-সঙ্গে ভগবান্।

শ্রীঅম্বর

নিত্যকাল ধরিয়া শ্রীভগবান ভক্তসঙ্গলালসায় লীলা করিয়া থাকেন। কেন করিয়া থাকেন তাহার উত্তর নাই। তবে এই লীলাই তাঁহার আনন্দময়। ইহাতে তাঁহার মাধুর্য্যের মধুবিকাশ। ভক্ত ও শ্রীভগবানের সেবাসুখে আত্মহারা। ভক্ত জানেন ভগবান তাঁহারই, শ্রীভগবানও দেখেন তিনি ভক্তের হৃদয়েই চিরদিন বাঁধা।

যথা:—"গোবিন্দ ভবেন মম বৈষ্ণব পরাণ।

ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম॥"

শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তের সহজের বোঝা নিজেই বহন করিয়া থাকেন। শ্রীমুখে শ্রীউদ্ধবসমীপে বলিয়াছেন:—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

নিত্যসিদ্ধ প্রভু পরিকর শ্রীধর পরাদির অবস্থা অতি হীন ছিল। নবদ্বীপের বাজারে তিনি প্রত্যহ খোড় মোচা কলা ও পাতা বিক্রয় করিতেন। শ্রীধরের বসত বাটি নবদ্বীপের শঙ্খবনিক পল্লীর দক্ষিণে ছিল। ঐরূপ সামান্য খোড় মোচা ইত্যাদি বেচিয়া যাহা সামান্য আয় হইত তদ্বারা অতি সামান্যভাবে শ্রীধরের শ্রীভগবানের সেবাকার্য্য চলিত। তাঁহার স্বভাবটী অতিশয় বিনয়ী ছিল। কিছু উদ্বৃত্ত হইলে তদ্বারা নিষ্কপটে সাধুশুশ্রূষাদি সেবা করিতেন। কিন্তু সেবায় তাঁহার পরম আনন্দ ছিল। স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া তিনি ঠাকুরের ভোগ লাগাইতেন এবং শ্রীগোবিন্দের প্রসাদ-অবশেষ শ্রীযুক্ত তুলসী ও

অন্যান্য দেবতাকে নিষেধ করিতেন। শ্রীধরের বয়স যখন যৌবনের শেষ সীমায় নীত, তখন শ্রীল গৌরসুন্দর প্রকট হয়েন। বহু পূর্ব্বেই শ্রীধর দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন। কোন সন্তান সন্ততিও রাখিয়া যান নাই। পরম বৈষ্ণব শ্রীধরের মুখে নিরন্তর উচ্চারণে পরম পুলকে হরিনাম শুনিতে পাইতেন। পাড়ার অনেক তথা লোক ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া অনেক সময় শ্রীধরের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন কিন্তু তাহাতে অটল প্রহরের উপর বারিবর্ষণের ন্যায় হরিনাম-গান-প্রহ্লাদ সদা হরিষ থাকিত, সদা হরিময় শ্রীধরের কিছুই করিতে পারিত না।

শ্রীগৌরসুন্দর যৌবন লীলায় এই শ্রীধরের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীধর নবদ্বীপের বৃহৎ বাজারের এক কোণে পাতা, মোচা, থোড় ইত্যাদি লইয়া বসিতেন। ভক্তবৎসল শ্রীনবদ্বীপ ইন্দু শ্রীনিমাই পণ্ডিতও প্রত্যহ কিছু নৈবেদ্য সংগ্রহ করিবার ছলে হাটে খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রীধর পণ্ডিতের দোকানে আসিয়া উপস্থিত। তবু তাহাই নয় শ্রীধর যে দরের যে দাম বলিতেন প্রভু অতি গম্ভীরভাবে তাহার অর্দ্ধেক বলিয়া অমনি কুড়িতে উঠাইতেন। তখন শ্রীধর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কখনও বা মিনতি করিয়া বলিতেন, "ঠাকুর, আমি তোমার কাছে লাভ চাই নাই—আমার কেনা মূল্যই বলিয়াছি। অর্দ্ধেক মূল্য দিলে আমার চলিবে কি করিয়া? আমি অতি গরীব আমাকে ঠকাইও না, এই যোড় হাত করিয়া বলিতেছি আমাকে ঠকাইও না—

শ্রীগৌরসুন্দর ত তাহাই চান। ভক্তের এই দীনতা দেখিলেই তাঁহার বড় আনন্দ, তাই তিনি হাসিয়া বলিতেন, "তুমি ঠকিলে, না আমি ঠকিলাম শ্রীধর! নিমাই পণ্ডিতের ভয়ে শ্রীধর প্রত্যহ বাজারের একস্থানে বসিতেন না, স্থান পরিবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু তাহাতে কি প্রভুর হাত হইতে নিস্তার আছে! ঠাকুর বাজারে যাইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই শ্রীধরের দোকানে যাইয়া উপস্থিত! শ্রীধরের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। ঠাকুর "শ্রীধর তোমার পাতা কাই লইলাম বলিয়া এক যোকা পাতা জোর করিয়া উঠাইলেন, শ্রীধর কোপ করি "হা, হা ঠাকুর কর কি কর কি। ঠাকুর কর কি" বলিয়া কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন "গোসাঁই ঠাকুর! তাড়াতাড়ি করিও তোমার পায় ধরি—অন্য দোকানে যাও। আমার দরের জিনিষ নয়, কেনা পাতা কাই দিতে পারিব না। প্রত্যহ অমন করিলে মাতা ঠাকুরাণীকে (শ্রীশচীদেবীকে) বলিয়া আসিব।"

প্রভুও ছাড়িবার পাত্র নহেন—হাসিয়া বলিতেছেন "শ্রীধর আমায় চাতের জিনিষ কাড়িবার সাহস কর? জাননা আমি কে? আমি ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত। কিন্তু হায়! প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া—তাঁহার সদাকৃপাদৃষ্টির ভ্রূকুটিকুটীল কটাক্ষ পাতে ভক্তের্ষা ত ভোলেন না। শ্রীকৃষ্ণ চক্র তাঁহার সমস্ত যোগ্য, ঐশ্বর্য্য, যশ ও শ্রী লইয়া শ্রীব্রজধামের এক গ্রাম্যিকেও ভুলাইতে পারেন নাই। রাখাল বালকেরা পরমানন্দে তাই কানাইকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়াছেন কাঁধে চড়িয়া গোষ্ঠলীলা করিয়াছেন। শ্রীযশোদার হস্তে বন্ধন দশায় পাতিত হইয়াছেন আর নিত্যসিদ্ধদেহ ব্রজগোপীকা গণের ত কথাই, তাই নাই ভক্ত বলিয়া থাকেন—

মাধবি রাধবি যে ইচ্ছা তোহারা।
নিত্য দাস প্রতি তুঁয়া অধিকারো॥

তাই শ্রীধর বলিতেন "ঠাকুর! আমি তোমার ঠাকুরাণী সব জানি।" প্রভু তখন ঐশ্বর্য্য রাখিয়া সরল হইয়া নিম্নস্বরে বলিতেন "শ্রীধর, তুমিত তোমার ইষ্টদেবপ্রসাদ বিনামূল্যে শ্রীলক্ষ্মী তুলসী প্রভৃতি দেবী ও দেবতাকে দেও আমি তাহাদের স্বামী আমাকে বিনামূল্যে দাও না কেন? তোমার জিনিষ না হইলে আমার ভোজন তৃপ্তি নাই।" এখানে ভক্ত শ্রীধর সম্পূর্ণ পরাজিত আর তাহার কথাটী বলিবার উপায় নাই। তিনি ত বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার স্বতন্ত্রতা নাই। ভক্ত শুনিয়া সুখী—শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন "তোমার জিনিষ ভিন্ন আমার তৃপ্তি নাই।" হরি! হরি! এ কি কথা! তিনি আত্মহারা হইয়াছে—জানিতেছেন আমি তুচ্ছ, আমি হেয়—আমি হীন,—আমার কিছু নাই আমার জিনিষে তুমি তৃপ্ত! হায়! হায়! এ তৃপ্ত কে? তুমি, না আমি ঠাকুর? আমার অযোগ্যতাকে তুমি এত বড় করিলে! ওগো জানি আমি তোমার কথা—

"সেই কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥

তাই এইবার শ্রীধর ধরিয়া ফেলেন। অমনি অতি ব্যস্তের সিক্ত কণ্ঠে কাতরোক্তি করিতেছেন, "একি কথা ঠাকুর আমায় ভুলাইও না। আমি হার মানিলাম আর কোনদিন কাড়া কাড়ি করিব না। তোমার ভোজনের জন্য প্রত্যহ কিছু খোড় মোচা ও পাতা লইয়া যাইও।" প্রভু তখন আবার হাসিয়া বলিতেছেন-"শ্রীধর, তোমার সঙ্গে কাড়া কাড়ি করিতে দিলে না, তবে আর বাঁধিলে কি?"

(ক্রমশঃ)

হরিশরণ গুরুগৃহে।

সপ্তম দিবস।

গত রাত্রে সকলে কুরুক্ষেত্রেই অতিবাহিত করেন। অদ্য প্রত্যূষে তাঁহারা গঙ্গাপার হইয়া কোলদ্বীপে আগমন করিলে, শ্রীগুরুদেব ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া করিলেন —"ভক্তগণ, গতরাত্রে তোমরা কেহই প্রসাদাদি পাও নাই, উপবাস সহ্য দিবস এবং অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীধামপর্য্যটন এবং নৃত্য ও কীর্ত্তনাদিতে খুব পরিশ্রান্ত আছ, সুতরাং গঙ্গাতীরে এই বৃক্ষচ্ছায়ায় সকলে অবস্থান করতঃ গঙ্গাস্নান করিয়া সকলে সকাল প্রসাদ পাইবার যত্ন কর। অদ্য আর কোথাও যাইব না, এই স্থানেই প্রসাদ পাচয়া সকলে বিশ্রাম কর। আগামী কল্য প্রত্যূষে এই কোলদ্বীপ পরিভ্রমণ করা যাইবে।"

শ্রীগুরুদেবের এই কথা শুনিয়া সকলে গঙ্গাস্নানকরতঃ নিকটস্থ বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনয়ন পূর্ব্বক রন্ধনাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সকলের একযোগে চেষ্টায় অল্পক্ষণ মধ্যে রন্ধনাদি শেষ হইল এবং শ্রীগুরুদেবের মহা-প্রসাদ সেবনান্তে সকলেই মহানন্দে মহামহাপ্রসাদ সেবা করিতে সুরু হইলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ-কালে সকলে শ্রীমালিকা হস্তে আনন্দিত চিত্তে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে গঙ্গাতীরে পরিভ্রমণার্থ গমন করিলেন। সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে সকলে আসীন হইলে ত্রয়োদশ তৎপরীপে তৃতীয় নামাপরাধ সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীগুরুদেব তখন কহিতে লাগিলেন

"ভক্তগণ অদ্য তোমাদিগকে শুদ্ধনামাভাসের তৃতীয় নামাপরাধ সম্বন্ধে বলিতেছি। সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

অর্থাৎ বহু লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে পুঞ্জীভূত অজ্ঞাত সুকৃতিবলে জীবগণ এই মানব শরীর প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। একমাত্র উপায়ে মাত্র এই একমাত্র সুদুর্লভ মানব দেহেই পরমার্থ সাধন হইতে পারে। উচ্চ দেবাদি জন্মে অথবা নিকৃষ্ট পশুপক্ষ্যাদি জন্মে সে সাধন হইতে পারে না। দেবাদি জন্মে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কৃত সংকর্ম্মের ফলভোগ হয়, নূতন কোন সংকর্ম্ম কৃত হয় না, এবং নিকৃষ্ট পশ্বাদি জন্মেও উৎকর্ষের কৃত অসংকর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে, জ্ঞান ও বিচার শক্তির অভাবে কোন স্বাধীন সৎকর্ম্ম কৃত হইতে পারে না। সুতরাং এতদুভয়ে পরমার্থ চেষ্টা নাই। এই দুই শ্রেণীর জন্ম অপেক্ষা 'মনুষ্যজন্ম অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ' যেন না ইহা পরমার্থ সাধনের অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভজনের উপযোগী। কিন্তু হায় এই সুদুর্লভ পরমার্থপ্রদ মনুষ্য শরীর অধ্রুব অনিত্য। কখন যে কাহার জীবনান্ত হয় তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সুতরাং বুদ্ধিমানজন ভক্তের উচ্চাসন অমূল্যতা অনিত্য বিষয়সুখাসক্তি ত্যাগ করতঃ ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া মৃত্যুকালাবধি এই ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভকরতঃ পরম মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তির জন্য অবশ্য যত্ন করিবেন।

এই ভবসমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য সৎসঙ্গই একমাত্র কর্ণধার। যে সকল জীব সৎগুরুচরণ আশ্রয় করিয়া কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিবলে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার যত্ন করে, তাহারা নিতান্ত মূর্খ। শাস্ত্রে 'অ, ভা, ক, খ'

প্রকৃতি শিক্ষা করিতে হইলে শিষ্যের আবশ্যক হয়, তখন সকল শিষ্যের শ্রেষ্ঠ যে পরমার্থ তাহা প্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিতে গুরু আসিবে না, নিজের যে মন হয়, তাহা করিলেই লভ্য হইবে, এরূপ বুদ্ধি নিজেরাধেরাই পোষণ করে। শিক্ষকের আবশ্যকতা নাই বোধ করিয়া ছাত্র যদি শিক্ষককে অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে তাহার শিক্ষালাভে যেমন ঘটে না, সেইরূপ সংগুরুর অনাবশ্যক বোধে যদি সংগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় না করা যায়, কিংবা চরণাশ্রয় করিয়াও যদি তাঁহার শিক্ষানুযায়ী সাধন করা না যায়, তাহা হইলে কাহারও কখনও শ্রীভগবচ্চরণ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই সংগুরুর উপদেশে নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য নিশ্চয়ই যত্ন করিবেন।

সংগুরু বৈকুণ্ঠস্থ নিত্য ভগবৎপার্ষদ। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ইচ্ছাতে জীবোদ্ধারকল্পে তিনি বহু সুকৃতিসম্পন্ন যে কোন বর্ণীর গৃহে আগমন করিয়া থাকেন। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই জন্য গুরুর লক্ষণ বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন :—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

অর্থাৎ যে কোন কুলে উদ্ভূত হইন না কেন এবং যে কোন আশ্রমে স্থিত হইন না কেন, শ্রীভগবত্তত্ত্ববিদ্ জনই সদ্গুরুপদবাচ্য। বেদ বলেন :—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সংগুরুমেব অভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ম্ ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে হইলে, যজ্ঞীয় উপকরণাদি হস্তে লইয়া একমাত্র সংগুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন আবশ্যক। সংগুরু সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং ভগবদ্ভজনপরায়ণ। এখানেও কোন জাতির উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে সংগুরু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি যে কোন বর্ণে উদ্ভূত হইতে পারেন। তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের অভাব হয় না কারণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। শাস্ত্র বলেন :—

"ব্রহ্ম জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণঃ"

অর্থাৎ ব্রহ্মকে যিনি জানেন কেবলমাত্র তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞতার অভাবে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সুতরাং বেদোক্ত শাস্ত্রপারঙ্গতত্ব এবং ভগবদ্ভজনপরায়ণতা এই দুইটি লক্ষণ-সম্পন্ন, কৃপাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বদ্ধজীবোদ্ধারের কারণ ইহসংসারে আগত জনই সংগুরুপাদ। বহু জীবের জন্মজন্মান্তরাজ্জিত অনাসক্তিগুলি শাস্ত্রোক্তি দ্বারা দূরীভূত করিয়া দেওয়াই সংগুরুর কার্য্য সুতরাং তিনি যদি বেদাদি শাস্ত্রপারঙ্গত না হন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি সে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন? পুনশ্চ যদি তিনি বেদাদিশাস্ত্রপারঙ্গত হন কিন্তু শ্রীভগবদ্ভজনে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে তাঁহার শিষ্যকে সুষ্ঠুভাবে ভজন বিষয়ক উপদেশ দান করিতে সমর্থ হইবেন এবং ভজন বিষয়ক উপদেশ সুষ্ঠুভাবে প্রাপ্ত না হইলে, শিষ্যই বা কিরূপে ভজনোন্নতি লাভ করিবেন? সুতরাং সংগুরুর বেদকথিত উভয় গুণই থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ উভয়গুণ না থাকিলে অথবা গুণদ্বয়ের কোন একটির অভাব থাকিলে, তাহাকে সংগুরু বলা হইতে পারে না। সংগুরু শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং বৈকুণ্ঠবাসী মায়া তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। কিন্তু অধুনা মায়াবদ্ধ, গৃহমেধী, শিষ্যের রক্তশোষণকারী, ঘোর স্বার্থপর তথাকথিত গুরুক্রবগণ গুরু সাজিয়া শিষ্যগণসহ নরক হইতে নরান্তরকে গমন করিতেছে। তথাকথিত শিষ্যগণও দৈবমায়ায় মোহিত হইয়া গুরুক্রবগণসহ নরান্তরকে অভিগমন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। শাস্ত্র আরও বলিয়াছে :—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥"

অর্থাৎ অধোক্ষজ জ্ঞান সম্পন্ন শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকাদি চারিজন বৈষ্ণব হইতে যে চারি সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র সেই চারি সম্প্রদায়ের শিক্ষা হইতেই বদ্ধজীবগণ উদ্ধার হইতে পারেন, সংগুরু অবশ্য এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক সম্প্রদায়ের শিক্ষাদান করিয়া জীবগণের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। অন্যান্য জ্ঞানসম্পন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা অগণিত। এই সকল সম্প্রদায়ের যে কোন শিক্ষা হইতে বদ্ধজীবগণ আপাত চাকচিক্যশালী এবং আপাত মনোমুগ্ধকর কোন অবস্থা প্রাপ্তির লোভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু সে অবস্থা প্রাপ্তি তাঁহাদের ভাগ্যে কখনও

ঘটিতে পারে না, কারণ তাহা কল্পিত, কেবলমাত্র চিন্তালতা, অসত্য ধারণার মাত্র। তদ্দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা কখনও অধোক্ষজ বস্তু জানা যায় না এবং অসত্য কল্পিত অজ্ঞান কখনও জীবের কোনরূপ মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

অর্থাৎ ৮ কোটি সপ্তর্ষি ও ৩৩ কোটি অষ্টবসু পাতালে যাহাদিগকে এক কথায় চৌদ্দভুবন বা ব্রহ্মাণ্ড কহে, সেই সকল স্থানে বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম ফলানুযায়ী চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে করিতে ভ্রমণ করে। এইরূপ ভ্রমণকারী বহু জীবগণের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান্ জীব অজ্ঞাতসুকৃতিবলে গুরুরূপী দেবকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হন এবং তাহাদেরে ভজনোন্নতি ক্রমে শ্রীভগবানকে লাভ করেন। শ্রীভগবান্ বিবিধ গুরুরূপে জীবগণের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। দীক্ষা-গুরুরূপে অধোক্ষজ মন্ত্রদীক্ষা ও সম্বন্ধ তত্ত্ব জ্ঞান, শিক্ষা গুরুরূপে অধোক্ষজ ভজনপ্রণালী শিক্ষাদান এবং চৈত্যগুরুরূপে হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ ভজনের অনুকূল স্বীকার ও প্রতিকূল বর্জ্জনাদি বিষয়ক বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকেন। এই চৈত্যগুরু সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

অর্থাৎ আমি চৈত্য-গুরুরূপে ভগবান্ জীবের হৃদয়ে এমন বুদ্ধিযোগ দান করি, যে বুদ্ধিযোগাশ্রয়ে সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান্ স্বয়ং পুনরায় কহিয়াছেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

অর্থাৎ আমি আচার্য্যরূপে জীবগণকে আমার প্রাপ্তির উপায়রূপ দীক্ষা শিক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকি। এবম্বিধ সর্ব্বদেবময় গুরুরূপী আমাকে কখনও মর্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ মৎসম্বন্ধাভাবে নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া জড় দেশকালগত সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করতঃ অবজ্ঞা করিবে না।

গুর্ব্বজ্ঞা জীবের অপরাধ। একবার যে অপরাধে পতিত হইলে জীবের পক্ষে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ নিতান্ত অসম্ভব। দীক্ষা-গুরুকে অবজ্ঞা করিলে মন্ত্রের বল নষ্ট হইয়া যায়, শিক্ষা গুরুকে অবজ্ঞা করিলে ভজনপ্রক্রিয়া শিক্ষা হইতে পারে না এবং চৈত্য-গুরুকে অবজ্ঞা করিলে ভজনের অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জন বুদ্ধির উদয় হয় না। সুতরাং যে কোন গুরুকে অবজ্ঞা করিলে সদ্গুরু কখনও উদার লাভে সমর্থ হয় না। কিন্তু, সাবধান, অযোগ্য লৌকিক বা কৌলিক গুরুকে অথবা অজ্ঞতাভিমানী সম্প্রদায়ের গুরুকে ঐরূপ কল্পনাকে বৃদ্ধি করিতে গেলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। অযোগ্য পাত্রে উচ্চ বিশ্বাস নিম্নে অধঃপতন-দায়ক।

সুতরাং ভক্তগণ, অনেক ভাগ্যে জীবগণ সুদুর্লভ নরদেহাদি মনুষ্য জন্মলাভ করে এবং আরও অনেক সুকৃতিফলে সদ্গুরু প্রাপ্ত হয়, এমত অবস্থায় সদ্গুরু লাভ করিয়াও যদি কোন জীব গুর্ব্বজ্ঞা করিতে থাকে, তবে তাহার জীবন দুর্ভাগ্য চিন্তা করিতে রোমাঞ্চ হয়। তোমরা ভাগ্যবান, সাবধান যেন কখনও এই ভীষণ অপরাধে পতিত হইও না।

প্রহ্লাদের উপদেশ।

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ। 'সোণাকে' গুড় ভাষায় 'হিরণ্য' ও 'বিছানা' বা 'গাদাজ্ঞাজিমকে' "কশিপু" বলে। সুতরাং 'হিরণ্যকশিপু' অর্থে 'কনক-কামিনী'। হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদা কনক কামিনীতে রত ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি বিশ্ব একশত সংসর ভজন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তুমি তুমি শিপীলিকা চতুর্দ্দিকে আসিয়া তাহার ত্বক্, মাংস, মেদ, শোণিত ভক্ষণ করিতেছিল, অস্থি সকলে কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহার ভ্রূক্ষেপ মাত্রও ছিল না, তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহার তপস্যা দর্শন করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন—"নৈতৎ পূর্ব্বর্ষয়ঃ কৃতং

সম্পাদিত হইয়াছে। তাই আমরা, পূর্ব্বকালে কবিগণ যেরূপ এরূপ তুলনা করিতে পারেন নাই, এখন সেই কবিতে পারিতেছি। [illegible] তুলনা বিশেষ উপযুক্ত হইয়াই উপমা-প্রয়োগও ছিল।

যাহার জন্ম পূর্ব্বে কাহারও না জানিয়া বিপত্তিত ছিলেন প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের জন্মের পরিপূর্ণ-নিত্য-জ্ঞানবিশিষ্ট ঈশ্বর প্রকাশিত ছিলেন। অতি শিশুকাল হইতেই [illegible] প্রতি স্বাভাবিকী মতি ছিল।

[illegible] শিশুসন্তান প্রহ্লাদকে নিরক্ষর গুরুচার্য্যের [illegible] ও অমর্কের নিকট শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের সমবয়স্ক অন্যান্য বৈত্য বালকগণও দৈত্যদের পাঠশালায় পাঠ অভ্যাস করিত।

প্রহ্লাদের ঐ সকল দীপ্তাদি ভিন্নার্থ বিস্তৃত, কপট, [illegible]-সহিত, দোষযুক্ত, গুরুকুলের নিকট শিক্ষা দিবার মোটেই ইচ্ছা হইত না, তবুও পিতার আদেশে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিয়মিত সময়ে উহাদের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। তাঁহার মন সর্ব্বদাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদচিন্তায় পড়িয়া থাকিত। একদিন ঐ গুরুদ্বয় তাহাদের গৃহদেবীর কার্য্যানুরোধে অন্যত্র গমন করিলেন। প্রহ্লাদ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া [illegible] দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সমপাঠী বালকগণের নিকট কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"যাহারা মনে করেন সুকৃতফলে ইন্দ্রিয়সমূহ নিরিন্দ্রিয় হইলে [illegible] আচরণ করা যাইবে, হরিভজনের উদ্দেশে ভক্তিবিরোধী-প্রতিকূল স্বর্গাবস্থিতি সহধর্ম্মিণী জননী, স্বর্গস্থিত জনক, অন্তঃপুরস্থ গৃহ, ক্ষুদ্র স্বদেশ, বা সমাজরূপ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করা [illegible] অন্যায় বা শাস্ত্রবহির্ভূত কার্য্য; যাহারা মনে করেন শরীরের পোষণ, দেশের ও সমাজের উন্নতিই মানবের প্রথম কর্ত্তব্য; যাহাদের ধারণা ভক্তির ন্যায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতিও পরা শান্তিলাভের জন্য একটী অঙ্গ পন্থা; যাহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্রপ্রকৃতি একমাত্র দেবা [illegible] বিষয়-তত্ত্ব বিকৃত সহিত তদধীনস্থ সেবক ও আশ্রয়তত্ত্ব বৈষ্ণবকে সমপর্য্যায়ে গণনা করেন, তাহাদের অনুদেবী বিউম্বাভিনিবেশের [illegible] যাবৎ না পাঁচ বৎসরের বালক প্রহ্লাদের ঐ কথা শ্রবণগোচর হইয়া পাঠ করিলে বিশ্বিত হইবে। তাহাই যে জীবের একমাত্র সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তাহা উপলব্ধি হইবে।

প্রহ্লাদ বালকগণকে উপদেশ দিলেন—"ভাইসকল, যখন মনুষ্য জন্ম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অজ্ঞানান্ধতা, সুতরাং তাহারা সেই সত্য কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু শিশুকাল অতিক্রম করিয়াই যৌবন কাল উপস্থিত হয়। পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার কাল। সেই কৌমার কালে জ্ঞানান্ধের সঙ্গেই হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ ভাগবত যাজন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কারণ এই মনুষ্যজন্ম খুব দুর্লভ, চৌরাশি লক্ষযোনি, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, কৃমি, বৃক্ষলতা ও কতপ্রকার অসভ্য মনুষ্য প্রভৃতি হইয়া বহু ভাগ্যফলে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। আবার ঐ দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়াই নিস্তার নাই, কাহার কোন্ সময় মৃত্যু হইবে স্থিরতা নাই। কিন্তু এই মনুষ্যজন্ম পশুপক্ষীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইলেও একমাত্র এই জন্মেই জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হইতে পারে।

সুতরাং এই জন্মে আমাদের শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলজনক কার্য্য। কাম অন্য সকল বস্তুই নশ্বর। [illegible] বিষ্ণুই সকলজীবের নিত্য আত্মা, প্রভু [illegible] সকলের ঈশ্বর।

হে দৈত্যবালকগণ, যদি তোমরা মনে কর মাত্র আমাদের জীবনের প্রারম্ভ, ভোগসুখের কত আশা পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা এ সময়ে কেন উহা পরিত্যাগ করিব? তদুত্তরে এই যে, এই সুখ-ভোগের জন্য যত্নকরা বৃথা। কারণ সুখের জন্য কেহ যত্ন না করিলেও যেমন দুঃখ অদৃষ্টবশতঃ যত্নকালে আসিয়া থাকে, সুখও তদ্রূপ। আর সুখাদি ভোগ কুক্কুর, শৃগাল, শূকর প্রভৃতি জন্তুও পাইয়া থাকে।

সুতরাং সুখের চেষ্টা করিলে বৃথা পরমায়ুর ক্ষয় হয় মাত্র। সুখের জন্য সেবার দ্বারা যেরূপ মঙ্গল লাভ হয় আর কিছুতেই সেরূপ মঙ্গল লাভ হয় না। অতএব সংসারে থাকিয়া যতদিন দেহ সুস্থ ও সতেজ থাকে

এবং যে কাল পর্য্যন্ত তাহা নিবৃত্ত না হয়, ততদিন অতি সত্বর সর্ব্বাগ্রে নিতাইচাঁদের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

নিমাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাবুন এই রকম রোজ কত কান্না কাঁদতে লাগলো—কত মিনতি কোরতে লাগলো। নিমাইয়ের পা দুখানা আর ছাড়ে না, পায়ের তলাতে মাথা রেখে ছাই ছাই কোরে কাঁদতে লাগলো। তা দেখে নিমাইয়ের বড্ড দয়া হোলো; বোঝে তুই ত কান্না জুড়েই আমার চাকর সাজিস, তা বুঝতে পারিসনে বোলেই তো তোর এত দুঃখু। তা হোলেই বা তার কি বোলবো? এই সব পাকা পাকালী ভাব তালোবাসার মত দেখছিস যে সবই আমার চাকর—কপ্পাট আমারই কাজ কোরছে, কিন্তু তা তারা কেও বুঝতে পারে না, কপ্পাট মনে কোরে যা কোরছি তা নিজেই কোরছি, কলে তা নয়, আমারই কাজ। এ সংসারে মায়া নাম কোরে আমার একটা খুব বড় চাকর আছে, আমি সেই মায়াকে হুকুম দিয়ে রেখেছি যে যদি কেও আমার কাজ করে তা বুঝতে না পারে—সবই নিজের কাজ বোলে মনে করে, তবে তুমি তাকে খুব খাটিয়ে নিও, তার যেন বোঝবার একটু সময় না থাকে। তা যে কোরেও তাই—খুব খাটাচ্ছে। এই জন্যই তারা খেটেও মরে, তাপুও ছোচে না। তুইও তো সেই দলের, এখন যেন বুঝতে পেরিছিস্। এই আজ গ্যালো জন্মে আমি যখন মোকুন্দ নন্দের ঘরে ছিলাম, তুইও তখন আমাকে দেখবার জন্য এমনি কোরে পথে পথে বেড়িয়ে বাড়াতিস্। সে কালেও এমনি কোরে একদিন নন্দের ঘরে প্রবিষ্ট হোইছিলি। তখন তোর নাম ছিল গর্গ। তাত বৃকোদরী সব বেঁধে বেড়ে দিয়ে যেমন আমাকে ভেকিছিলি ওমনি আমি গিয়ে খেটেছিলাম। আমাকে চিনতে না পেরে, ঐ ভাত দুয়ে দিলে বোলে চিৎকার কোরে উঠিছিলি। এসব কথা তোর কিছুই মনে নেই। আজ যেমন তোর মোনের ভাব, মনের যে রকম ভক্তি এরকম তখন ছিল না, তাই সে সময় আমাকে চেনতে পারনি। মন প্রাণের সঙ্গে আমাকে ভক্তি না কোরলে কেও আমার এ চেহারা দেখতে পায় না, আমি তাকে আড়া নিইনে। আজ তোর অগাধ ভক্তি দেখে তোকে আমার সেই মূর্ত্তি দেখালাম। আমার প্রেমভক্তি পাবার জন্য তোতারোব মেলিয়ে মরে, তাই আমি দেখে দেখে হরে মরে সেজাইকে বিলিয়ে দেবো। সকল দেশে ঘরে ঘরে আমার নাম কীর্ত্তন হোয়বে। আমি নিজে কীর্ত্তন কোরে সকল লোককে শিকোয়বো। তুইও কিছু দিন এখানে থেকে সব দেখিস্। কিন্তু সাবধান এস। যেমন কথা কাহেও বোলিসনে, আমি থাকতে এসব কথা যেন কোন রকমে না বেরোয়। এসব কোন কথা বেরোলে আমি বিনাশ কোরে ফেলবো।

এই সব কথা বাবুনকে বোলে নিমাই এই চেহারা খান বোললে কেন্ন বাবুন নিমাইয়ের পায়ের তলোয় হাত থেকে তোলেছিলো। সে ছেড়ে দিয়ে মাথা তুলে চেয়ে তাকে, মানুষের পারা গোরা কুচের মালা পরান সে চুড়োও নেই, পাঁচরঙা মালা পাটা, সেই নিমাইয়ের গলা থেকে হাটু অবধি ঝুলে পোড়েছিল সে মালা নেই, সেই কৌস্তুভ মনিখুলোনো কক্কলাকে তার ছড়াটাও গলায় নেই, রোদার বাহোর ওয়ালা সেই বুক খানাও নেই, কানে সেই মকরমুকো মাকড়ী জুটোও নেই, সে হোলদে কাপড় খানাও পরনে নেই, পায়ে সেই বাহারে নেপুর তথাড়াও নেই, কিছুই নেই, সেই কচি ছেলে নিমাই ছাপো হোয়ে তার সুমুকে দাড়িয়ে রোয়েছে। এক মোরসা ভাত তুলে নিয়ে খেয়ে হাতে আঙ্গুল চোলে গ্যালো।

বাবুন নিমাইয়ের এই সব কাণ্ড থেকে শুনে একবারে যেন পাথরের মত হোয়ে গ্যালো। হাসে কাঁদে নাচে গান করে, এক একবার চিকির ছেড়ে ওঠে; আহ্লাদের ভরে ভাতগুলো খায় তার গায়ে

মাকে ; আমার
চেঁচিয়ে ওঠে।
লাগলো।

শচীদেবীর চন্ডীপাঠ শুনে সব কে কোথায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো। এসে ডাকে বামুন ঐ রকম কোরেছে। কি হোলো, কাণ্ডখানা কি, পাগলের মত একরম কোরছে কেন, কেও কিছু বুঝতে পারলে না। জগন্নাথ মিশ্রিরও ঘুম ভেঙ্গে গালো উঠে একটু লজ্জা বোধ হোলো, বোল্লে এ: আমি পাগলা দিতে দিতে ঘুমিয়ে গিইচি, যদি বিশ্বরূপ আসতো তা হলেই তো সর্বনাশ হোতো। ও আসবেই বা কি কোরে? ঘরে সব পাহারা দিচ্ছে, ওরোও বেশ বাঁধা আছে আর কি আসতে পারে? এই সব ভেবে, লজ্জাটাকে আর মনে জায়গা দিলেন না, মনে একটু সাহস হোলো। ছেলে বেলায় বামুন ভাত তরকারী গুলো সব খেয়ে ফেলেছে। পাগলের মত গায়ে মাকড়ে হাসচে কাঁদচে নাচে আর ঐ রকম চন্ডীপাঠ ছাড়চে। আস্তে আস্তে পাড়ার অনেক লোক জুটে গালো। সকলই দেখে একেবারে অবাক হোলো, বোল্লে তাই তো এ হোল কি? ভাল মানুষ ভাত তরকারী সব খাইলে খেয়েচেও দেখচি তবে এ কি হোলো? জগন্নাথ মিশ্রিরও মন্ত ভাবনা হোতে লাগলো এ কি? কাণ্ডখানা কি? সমস্ত দিন বেশ ভাল মানুষ, খালা কতা বাত্তা বোলেচে আমাকে কত বুঝিয়েচে। এতখানি রাত্রি বোয়েচে বেশ ছিলো, এখন এ কি হোলো? লজ্জা ভয় ভাবনা সবগুলো একেবারে এসে জগন্নাথ মিশ্রিকে জোড়িয়ে বোসলে। কাণ্ডখানা কি বিষয় হোলো দেখিচি। লোকে বোলবে বামুনকে কিছু খাইয়ে দিয়ে এরকম কোরেচে। সকাল বেলা মুখ শুকানো কেমন কোরে। ভাল মানুষের একি দশা। কতা গুলো শুনে, শচীদেবীর বড় মনে লাগলে, কেঁদে ফেল্লেন। বোল্লেন—সত্যি, এতদিনে জাত গালো, তা লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হোলো। ছোড়া থেকে ওস্তিত এসে এ কি কাণ্ড। ভাল জানলাম না, মন্দ জানলাম না, এ কি হোলো? যারা সব দেখতে এসেছিল তাদের মধ্যে কেও কেও এ কথাটা নিয়ে কা
লাগলো। তাদি একটা হৈ হৈ পোড়ে গালো।

পাড়ির কাছে বেশী দূর নয়, জগন্নাথ মিশ্রির বিপদ আপদ পোড়লে বড় মিশ্রিই বুক দিয়ে পড়ে। এই রাত্রিতে জগন্নাথ মিশ্রির বাড়িতে এই রকম গোলমাল শুনে বড় মিশ্রি এসে পোড়লো। দেখলো অনেক লোক জোমেচে, ওস্তিত বামুন পাগল হোয়ে গিয়েচে, তাই সব দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেকতে আর পাগলের কতা নিয়ে কানাকানি কোরচে। বড় গিন্নিকে দেকে শচী দেবী আর যে সব মেয়েরা সেখানে ছিল একটু সাহস হোলো শচীদেবী তাড়াতাড়ী কোরে বড় মিশ্রির কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেন, আর দা! ভাত গালো ঐ ডাকো।

ব, গি। কেন হোয়েচে কি?

শচী। আমি আর বোলব কি, ঐ ডাকো। ভালো মানুষ ছিল তিনকাল গাছা কোরলে, আর কত কতা। দিনমানে দেকেচো তো?

ব, গি। তাতে আর কি হবে?

শ। ও মা বলো কি! ওস্তিতের এই দশা দেকে লোকে কি বোলবে? এযে জাত যাওয়ার কতা মা, ভাল মানুষের এ কি?

ত ভয় কোরো না, আপনি ভাল হবে।

শ। ওমা বলো কি? আমরা জেঁ তা বুঝতে পারছিনে।

ব, গি। বুঝবে আর কি, নিমাইয়ের উপরে কারা আসে তা কি জান না?

শ। তাতো জানি মা, কত দোত্যি-দানব আসে দেকতে পাই। তারা বামুনের কাছে আসবে কেন?

ব, গি। ওস্তিতের কাছে কি আর তারা এসেছিলে নিমাইয়ের কাছেই এসেছিলো। নিমাইকে না পেয়ে বামুনকে বেহনিয়ের দেকে পেয়ে গেয়েচে। তা কোন ভয় নেই।

শ। তোমার মুকে ফুল চন্দন পোড়ুক মা, তাই হোক। আমরা তো জেগে শুনে জেগে মোরচি। উনিও

একেবারে অবাক হোলো বুকে আর কথা বেরুচ্ছে না।

ব, গি। তোমরা ওতে কিছু ভয় কোরো না। আমার সব শোনা আছে।

শ। কি না বলে না। আমরা তো ভয় পাচ্ছিলে। তবুও বড় কথা, মা' লোকে এক কথা বোলবে সেই ভয়।

ব, গি। না না কেওকিছু বোলবে না। একুনি সব ভাল হোয়ে যাবে। উনি যখন বেঁচে ছিলেন, কত কথা বোলতেন, সে সব কথা মনে কোলে বুকের ভেতোর উমড়ী দিয়ে ওটে। তো, কতদিন জ্বর থাকে না। উনিতো মোরে স্বগ্‌গে গিয়েছেন; আমি এই মোরের পোড়ে যোচ্চি তো। কপালে কি আছে।

শ। তোমার কথা শুনে মনে একটু সাহস হোচ্চে মা, কোন ভয় নেই তো? একটা মিছে কথা বোল্‌লে মা, বড় ভয়ানক ভয়।

ব, গি। না, আমি বোলচি কোন ভাবনা নেই। উনি বোলতেন। এই রকম হাসে, কাঁদে, নাচে, গান করে, এক একবার ছহুরী ছেড়ে ওটে, একে বলে "অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।" এ মানুষের হয়, বেশীক্ষণ থাকে না। তা তোমরা ভেবো না, একুনি সব ভাল হবে। আর রাত্তির নেই শোওগে। আহা বাচারা আমার সারা রাত জেগে খুন হোলো। যাও একটু ঘুমোও গে। এই বোলে বড় গিন্নি চোলে গালো।

আর যে সব লোক এসেছিলো, বড় গিন্নির কথা শুনে তাদেরও মনের সক ঘুর হোয়ে গালো। সবাই আপন আপন বাড়ি চোলে গালো। কি বোললাম, কি হোলো, বোলে জগন্নাথ মিশ্র এতক্ষণ ভেবে ভেবে মোরছিলেন। বড় গিন্নির কথা শুনে তাঁরও মনে হোলো তাইতো, এতো সেই "অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারেরই" ভাব ঘটে। তবে ও বামুনের যে এ ভাব হোতে পারে তা মনে হয় নি। ও ভিক্ষে শিক্ষে করে, বলে গোপাল ঠাকুর নিয়ে বেড়িয়ে বাড়ায়। এ ভাবতো যার তার হয় না, যে ভগবানকে পায় তারই এ ভাব হয়। এ ভিকিরী বামুন আবার কোন্ কালে ভগবানকে পেল এখন হোক এখন তো একটু ভাল ভাবও লাগচে আর সে রকম পাগলামী কোরতে না দেকচি। তাই হোক, কৃষ্ণ! বড় গোলমালে পোড়ে গিছিলাম। চৈতন্য বোলেন ঠাকুর প্রসাদ পাওয়া হোলো?

শ। আজ বড় অনেক, প্রভো! কারুকের মত প্রসাদ আমার জীবনে কখন পাইনি। আজ আমার মনের কামনা সিদ্ধ হোয়েচে, আজ আমার কপাল ভাল বোলেই আপনার বাড়ী উদিত হয়েছিলাম।

জগ। বেশ পেট ভোরেচে তো?

শ। হাঁ আজ যেমন পেট ভোরেচে, কখন কোন জায়গায় কারো বাড়ীতে এ রকম পেট ভরেনি। ধন্য আপনি যে, আমার পেট পুরিয়ে দিয়েছেন, আমার মনের সাধ মিটিয়েছেন। জয় বাল গোপাল কি জয়! জয় বাল গোপাল কি জয়।

জগ। তবে এখন একটু বিশ্রাম করুন, আর বেশী রাত্রি নেই। আজ আপনার বড় কষ্ট হোয়েছে! ছেলেটা বড় বোকা, ঠাকুর। বড় আব্দারে কথে, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন সুস্থির হয়। আর না, মন বিশ্রাম করুন।

(ক্রমশঃ)

প্রচার।

১। শিষ্টজন কর্তৃক আচরিত বা আচরণীয় বিষয়কে ভাষা ও ব্যবহারাদির সাহায্যে সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করাকে প্রচার করে।

২। যে বিষয় প্রচার করিতে হইবে তাহাকে প্রচার্য্য বিষয় কহে। বিষয় দ্বিবিধ, যথা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। এই ভূ পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যাহা কিছু প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা হয় প্রাকৃত বস্তু সম্পর্কীয় গবেষণা, না হয় অপ্রাকৃত-তত্ত্বের আলোচনা। প্রচারকের ক্ষমতা বা অধিকার অনুসারে প্রচার্য্য-বিষয়

নিরূপিত হয় এবং নিত্য নিরূপিত হইলে প্রভাব কালে তাহারই গুণানুবাদ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মন্ত্রশাস্ত্রকে প্রচারক সাজাইলে বিভি[illegible] মন্ত্রের উপকারিতা সম্বন্ধে [illegible] তখন গুরুদেবই পূজ্যতম দর্শের, কর্ণে [illegible] ও কল্পের, জ্যোতি প্রাণাপেক্ষাও অধিক-যোগের, অবস্থান নিজের লাভের এবং শুদ্ধভক্তগণ [illegible] পরিণত হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত যত প্রকার মতের অনুসরণে তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা বুভুক্ষু, মুমুক্ষু ও ভগবৎ-সেবক। বুভুক্ষুগণ বৈষয়িক সুখের পক্ষপাতী এবং যাহা পরার্থ হইতে যত প্রকার সুখ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ক গবেষণায় সদা প্রমত্ত থাকেন। "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং [illegible] এইটি তাঁহাদিগের মূলমন্ত্র। মুমুক্ষুগণ বুভুক্ষু [illegible] বিপরীত আচরণ-শীল। তাঁহারা দুঃখ-নিবৃত্তির সন্ধানে, বন্ধনে ও নাশে তাঁহার উৎপন্ন হয় [illegible] একত্ব এবং তদ্ধেতু "কৈবল্যং ব্রহ্মসুখানুভবঃ" ইত্যাদি প্রকার শুষ্কবৈরাগ্যাত্মক বাক্যকে জীবনের মূলমন্ত্র বিবেচনা করেন। ভক্তগণ আপনাদিগকে শ্রীভগবানের নিত্যদাস মনে করেন এবং দেহাদি বৈকুণ্ঠে রাখিয়া নিত্যকাল সকলের [illegible] ভগবৎ সেবা করিবার ও তদ্প্রাপ্তির বিরহকাল পর্য্যন্ত অনুরাগি-লাবণ্যপূর্ণহৃদয়ে অজ্ঞানান্ধকারবিধ্বংসী প্রচুর-বিদ্যালোক-বিকিরণকারী অপ্রাকৃত-ভক্তসঙ্গলভ্য[illegible]লীলারসমধুরিমপূর্ণ-কর্ণেন্দ্রিয়রসায়ন-শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ, কীর্ত্তন ও তাঁহার আস্বাদন পানে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

পূর্ব্বোক্ত গৃহমেধী কর্ম্মিগণ, জ্ঞানী এবং যোগী ও শুষ্কজ্ঞানিগণ মুক্তিবাদী। মুক্তিবাদিগণ জ্ঞানের ৬ষ্ঠ ভূমিকাস্থ অদোক্ষরজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তিলাভে বঞ্চিত। তন্নিমিত্ত ইঁহাদিগকে প্রায়ই অভিজ্ঞানিমন্য বা শুষ্ক-জ্ঞানী বলা হয়। ভোগী ও মুক্তিবাদিগণ উভয়েই কিন্তু নিত্য ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিবার অযোগ্য। শুদ্ধ নিষ্কপট ভগবৎ ভক্তের কৃপা বলে ইঁহাদেরও যোগ্যতা হইতে পারে।

৪। ইন্দ্রিয়জ্ঞান অতীত অন্য কোন পদার্থ আছে কি না তাহা আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞান সাহায্যে বুঝিতে অক্ষম। অতএব আমাদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রস্তারিত ব্যক্তির পক্ষে পরস্পর আলোচনার দ্বারা অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃতরাজ্যের সংবাদ লাভ করা অসম্ভব। আমরা অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়ের যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তৎসমুদয়ই বিষয় [illegible] বিজৃম্ভন মাত্র। যেহেতু অপ্রাকৃত-তত্ত্বের জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারে লভ্য নহে, তজ্জন্য শ্রীভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে নিজতত্ত্ব কল্পনাপূর্ব্বক ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর লোকোপকারে ব্রহ্মা নিজপুত্র নারদ মহারাজকে তাহা বলিয়াছিলেন। অনন্তর নারদ মহারাজ-ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব শুকদেবকে ও শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেন। এইরূপ আম্নায়পারম্পর্য্যক্রমে অদ্যাপি সেই তত্ত্বজ্ঞান ভক্ত সমাজে প্রস্ফুটিত আছে এবং যাবৎ না আমরা সেই তত্ত্বজ্ঞদিগের শরণাপন্ন হইব তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সৎ-সিদ্ধান্তের বিমলালোক প্রাপ্তির আশা করা বৃথা।

৫। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" এই শ্রুতি বাক্য হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি অথবা আগমিক অভিজ্ঞতার আধিক্য হইলেই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় তাহা নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহারা বহু বহু সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, কেবল মাত্র তাঁহারাই আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে-অবতীর্ণ সত্যজ্ঞান লাভ করিবার জন্য কতিপয় জন্মে এবং সেই কতিপয় জন্মসঞ্চিতায় তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেবের সাক্ষাৎকার লাভ ও তাঁহার আজ্ঞাধীনতা স্বীকার করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

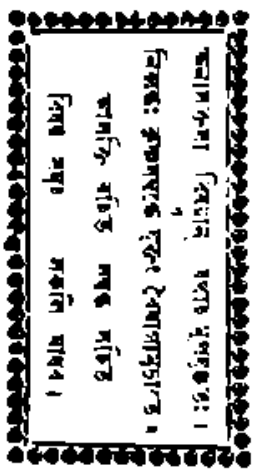

গৌড়ীয়

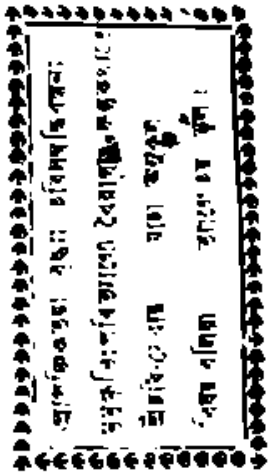

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৪ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩১, ২৮শে জুন ১৯২৪ | ৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

আজকাল তারকেশ্বরের মন্দিরের দরাধিকার লইয়া হিন্দু সাধারণ ও মোহান্তের দলের মধ্যে নানাপ্রকার গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দু শৈবের মধ্যেই কেবল যে এই প্রকার বিপদ হইয়াছে এইরূপ নহে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে পরিচয় দিয়া স্থানে স্থানে পূজারীবর্গের মধ্যে এই প্রকার দৌরাত্ম্য চলিতেছে। মহাবীর দল যে কেবল শৈব দলের উপকার করিবেন, এইরূপ নয়। বৈষ্ণবনামে পরিচিত পূজারীবর্গের দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার প্রতিকার তাঁহারা কবে করিবেন?

কুলিয়া নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সেবায়েত পূজারীবর্গের অবস্থা আজকাল বেশীরভাগ অধিকাংশ অবৈধভাবে প্রাপ্ত করায় ভালই হইয়াছে। মহাপ্রভুর ভোগের পরসাদ পূজারীবর্গের কেবল যে সাময়িক উদ্রিক্ত হইয়াছে এইরূপ নহে তাহারা নিজ নিজ নামের পার্শ্বে মহাপ্রভুপাদ লিখিবার পদ্ধতি পর্য্যন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

পূজারী বাবাজীগণ পূজারী ঠাকুর, গোসাঞি প্রভৃতি পদ ছাড়িয়া অনেকগুলি মহাপ্রভুপাদ হওয়ায় কর্ত্তাভজা দলের আউলে চাঁদ মহাপ্রভুর কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। এই উপসম্প্রদায়ের চিত্তস্রোত কেন কুলিয়া পূজারী বর্গের প্রতি আক্রমণ করিল, বোঝা যায় না।

এক মহাপ্রভুপাদ বোধ উৎকল দেশে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভাগবতবর্ত্ম বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বিগ্রহকে নমস্কার বা অভিবাদন পর্য্যন্ত করেন নাই। শুনা যায় এই মহাপ্রভুপাদের কুলিয়ায় ছাপাখানা আছে। সেখান হইতে একখানা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইত তাহাতেও ঐ মহাপ্রভুপাদগণের নানাপ্রকার ভাগবতনিন্দা লিখিত হয়। সেজন্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সেই শ্রেণীর পত্র কখনও পড়িতেন না। সকলই কাল ধর্ম্ম।

এই মহাপ্রভুপাদগণ শো [illegible] স্ত্রীলোকগণের কর প্রভৃতি কাগজ মাঝে মাঝে [illegible] এবং চরাচরের শ্রীভগবৎ-বিগ্রহের নিকট অভিবাদন প্রভৃতিও করিতে লজ্জা বোধ হয়। শিক্ষার অভাবেই এই পূজারী-বংশে বিদ্বান্ [illegible] বেতাই করেন আমার মিউনিসিপালের টাক্স হইতে রেহাই পাইবার জন্য সাধারণ ঠাকুরবাড়ী বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। এখন ইহাদের বোধ তথাটী ঠিক। ভেটের পয়সা লইয়া ব্যবসা করা তাহাদের মধ্যে কোন হরিসেবার প্রবৃত্তি আছে কিনা।

এই মহাপ্রভুপাদগণের সম্পত্তি লইয়া তাহাদের সেবক-গণ টানাটানি করিলে উহারা বোধ হয় সাধারণের ঠাকুর-বাড়ীর সহিত পূজারীবংশের ঠাকুরবাড়ী বলিয়া সত্য সাব্যস্ত করিবেন। প্রভুপাদ-সেবকের প্রভু ও মহাপ্রভুশব্দে সমগ্র-জগৎ তাহার সেবক। সেই জন্যই কি শ্রীমহাপ্রভুকে সেবকবৃত্তি হওয়ায় প্রত্যক্ষাভিজ্ঞানের অভাব?

কুলিয়ার মহাপ্রভুর বাড়ীর পূজারীবংশের গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সহিত কোনদিন কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা শক্তোপাসক বা অগৌড়ীয়। কোনদিন কোন গৌড়ীয়বৈষ্ণব এই পূজারী-বংশের স্পৃষ্ট মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নগ্রহণ করেন নাই। তবে আজকাল অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগকে অভিরামবংশী প্রভৃতি উপাধি দিয়া ভ্রমে পাতিত করাইতে-ছেন। মণিপুরীগণের অনুকরণে এই পূজারীবংশ অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মেখলীগণের মধ্যে কিছু কিছু সম্মান পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহার বৈষ্ণবোচিত হওয়া আবশ্যক।

[illegible]র উৎকলপ্রবাসী পূজারী মহাপ্রভু এক্ষণে উৎকল দেশীয় পূজারী মহাপ্রভুপাদগণের সহিত মিলিত হইয়া কোনটী বৈষ্ণবস্মৃতির বিধি কোনটী অবিধি নির্ণয় করিতে গেলে পরিশেষে হাস্যাস্পদ না হন ইহাতে আমাদের আশঙ্কা হয়। একটু "জাকোপরা" শিখিয়া বিধি ও অবিধি বলিবার চেষ্টা করিতে যাওয়া তাঁহার সঙ্গত।

জগন্নাথ মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ঈশ্বর মহাপ্রভু, পূজারী মহাপ্রভুর বহুইয়া মহাপ্রভু প্রভৃতি শব্দ অশিক্ষিতগণ উচ্চারণে বলিয়া থাকেন। বাঙ্গলাদেশে শিক্ষিত সমাজে মহাপ্রভু বলিতে শ্রীগৌরসুন্দরকে ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝায় না। অশিক্ষিত ব্যক্তিকে গুরু করিয়া গঙ্গাতীরে এই চালচলন বাঙ্গলাদেশে আদরের বিষয় হইবে না। সে জন্য কি উৎকলে পূজারিমহাপ্রভুর অভিমান।

জগতের লোক ভোগ ও ত্যাগের কথাই জানেন। যুক্তবৈরাগ্য বা শুষ্কবিরাগের কথায় অনেকেই অনভিজ্ঞ। যুক্তবৈরাগ্যকেই 'সেবা' বলে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান মূলেই ভোগ বা ত্যাগের আদর গৃহীত হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিতাড়িত হইয়া [illegible] চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ ভোগবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীকদেশে [illegible], রোমদেশে [illegible], চীনদেশে ইয়াংচু তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষবাদী বলেন, 'প্রকৃতির সকলেই চায় মিলন স্রোতস্বিনী সাগরের সঙ্গমের জন্য প্রবাহিতা, লতিকা বিটপের অঙ্গে আলিঙ্গিতা। সুতরাং দেহে দেহে, জড়ে জড়ে মিলনই বিধাতার নিয়ম। সুতরাং "আমি কেন শুধু রব মিলন-বিহীন।"

প্রত্যক্ষবাদী বলেন বিধাতা মনুষ্যকে কুকুরের মত অগ্রদন্ত (canine teeth) বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং মানুষ মাংসাদি ভক্ষণ করুক ইহাই বিধাতার ইচ্ছা।

এইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান হইতেই ভোগবাদের সৃষ্টি। এই ভোগ অনেক রকমের আকার ধারণ করিতে পারে। দস্যু যেমন ছদ্মবেশী সাজিয়া, গৃহস্থের দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া থাকে: ভদ্রলোকের বেশে দস্যুকে ধরা বড় কঠিন, তাই আজকাল শেষোক্ত-প্রকার দস্যুরই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্যাগবাদের ও ভিত্তি প্রত্যক্ষজ্ঞান। ত্যাগী বলেন, জগতের সব বস্তুরই একটী নাম ও একটি রূপ আছে। জগতের বস্তু পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং নামরূপবিশিষ্ট বস্তু যাহাই নাম রূপ স্বীকার করা যায় তবে তাহাও পরিবর্ত্তনশীল বস্তু হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনশীল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। সুতরাং নিত্য সত্য চিরস্তন্ত্রের নিত্য নাম রূপ নাই তাহা নিরাকারের নিরাকার।

ত্যাগের যুক্তিতে নিতান্ত এইরূপ দাড়ায়—

এবারে যত কাক দেখা গিয়াছে সব কাল।

(আমি কাকে কাক আছে সুতরাং আমি কাক কালগুলি কাল।

ইহাকে আধেয়ের যুক্তি বলে। এইরূপ যুক্তিতে ভুল সম্ভবপর। কারণ যদিও আমি কাক সাদা কাক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃত জগতে ও তদাকার বস্তুর নামরূপ বিনশ্বর বলিয়া যে অপ্রাকৃত গোলোক বৈকুণ্ঠধাম ও শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ তদাকারাদি রূপ ও অনিত্য হইবে এইরূপ বিচার উপরি উক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান চালিত অধিরোহ যুক্তি মূলে সংস্থাপিত। উহা ভ্রান্ত যুক্তি।

ত্যাগী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তি করিয়া আরও বলেন। জ্যোতিষ্মতী আপনার ক্ষুদ্র জলরূপ উপাধি সাগরে বিলীন করে, বিন্দু সিন্ধুতে মিশিয়া যায়, ঘটাকাশ পটাকাশ তাহাদের সমান উপাধি অসীম অনন্ত আকাশে লয় করে সুতরাং "জীব" উপাধিও ব্রহ্মেই লীন হইলেই পরাশান্তি লাভ করে।

ভোগীর লক্ষ্য স্বর্গসুখ, ত্যাগীর লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দ, কৈবল্যসুখ, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি। উভয়েই চান নিজ সুখ। কেহ ক্ষুদ্র সুখ, কেহ বা বৃহৎ সুখের আকাঙ্ক্ষী। এক পক্ষ চান কামদাত্রী দেবতাগণকে তোষামোদ ও কিছু উপঢৌকনাদি দিয়া কোনওরকমে নিজ সুখসাধন। আর একপক্ষ চান অধিষ্ঠীন ভোক্তা ভগবানকে নিরাকার চক্ষু পাদাদিবিহীন সাজাইয়া সব কাড়িয়া নিতে। একজন চান ক্ষুদ্র দেবতার আর একজন চান পরমদেবতার পদবী ও আসন।

সেবকের লক্ষ্য ভোগ বা ত্যাগ নহে। কারণ ঐরূপ ফলত্যাগও প্রচ্ছন্ন ভোগমাত্র। সেবক অবরোহ বা অধোক্ষজ-বাদী। তিনি প্রত্যক্ষজ্ঞানকে কখনও আদর করেন না। তিনি বলেন ভগবানই একমাত্র ভোক্তা, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি আছে, মানবের অতি সূক্ষ্মতম বুদ্ধিও সেই অচিন্ত্যশক্তির ধারণা করিতে পারিবে না।

ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার বলে একই সময় নিরাকার ও সাকার, নির্বিশেষ ও বিশেষ, বিভু ও মূর্ত্তিমান। তাঁহার নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য লীলা, ও নিত্য পরিকর আছে। তা জগতের বস্তুর মত পরিবর্ত্তনশীল বা অনিত্য নহে। অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

ভগবান্ জীবের প্রভু। মায়ার প্রভু। অনুভূত তাহার সেবক, মায়া তাহারই সেবিকা। জীবশক্তি তাঁর বিভিন্ন অংশ, মায়া তাঁহার ছায়া শক্তি। জড়জীব ও বদ্ধজীব কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ নহে বা কখনও হইতে পারে না। ভগবান্ ও জীবে নিত্যভেদ কারণ ভগবান বিভু। জীব অণু। ভগবানে ও জীবে নিত্য ভেদ, কারণ ভগবান পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জীবও গঠনে সচ্চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ।

বিভু বস্তু বা ভগবানের ইন্দ্রিয় পুষ্টিই অণুচিৎ জীবের নিত্যধর্ম। ভগবানের নিষ্কপট প্রীতিবাঞ্ছাই সেবা। নিষ্কপট আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই ভোগ বা ত্যাগরূপ কাম।

সেবক কোনদিন নিত্যধর্ম ত্যাগ করেন না। তাঁহার সাধন-ভজন ভোগী বা ত্যাগীর ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির

ভক্ত হয়। অনাদি বহির্মুখতাহেতু যে দেবাদেব পূর্ণ হরিয়াছে তাহাকে উদ্ধারের একই সাধন। তাঁহার সাধনও যাহা সাধ্যও তাহাই।

দেবক জন্মমরণ হইতে উদ্ধার হইতে চান না। কখনও আত্মবিনাশ চান না। সেবকের নিত্য প্রার্থনা—

কোটী জন্ম হউক যথা তুয়া দাস।
বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহি মোর আশ॥

সৎসম্প্রদায় পরিত্যাগ ও অসৎসম্প্রদায় আশ্রয়ের আত্মঘাতী পরিণাম হইলেই মানুষ মনের খেয়ালকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে।

এখন অধিকাংশ লোকেই দেখাদেখি কার্য্য ও মনের বিচার যাহা ভাল বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধু বা শাস্ত্র সাধুর কার্য্যে তাহার মন্দ গ্রহণ করেন না ইহাকেই "গতানুগতিক বা মনগড়া ধর্ম্ম" বলে।

গঙ্গার ধারে কয়েক জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ স্নান ও সন্ধ্যাদি কৃত্য করিতেন। সকলেই 'কোশ ছিপ' লইয়া যাইতেন কিন্তু প্রত্যহই একজনের কোশছিপ অপর ব্যক্তির সঙ্গে পরিবর্ত্তন হইত। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজ কোশছিপকে পৃথক্ চিনিয়া রাখিবার জন্য তদুপরি একটাল বালুকা রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। তাহা দেখিয়া বাকী ব্রাহ্মণগণ স্নানের পূর্ব্বে কোশ-ছিপের উপর বালুকাপিণ্ড রাখিতে হয় মনে করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণের অনুবর্ত্তন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটী স্নান করিয়া উঠিয়া দেখেন যে তাঁহার কোশছিপ চিনি-বার উপায় নাই। সকলের উপরেই বালুকাপিণ্ড তিনি আসিয়া বলিলেন 'লোকগুলি কি গতানুগতিক!'

আজকালকার ধর্ম্মকর্ম্মও সেইরূপ। আজকাল সভা সমিতিতে একটী কথা খুব শুনিতে পাওয়া যায়- "ধর্ম্মসমন্বয়"।

একথাটার কোনও অর্থই হয় না 'সমন্বয়' শব্দে সাধারণতঃ লক্ষ্মীপতিকে বুঝাইয়া থাকে। যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর পতি, যাহাতে যড়বিধ ঐশ্বর্য্য পরি-পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তিনি আবার দরিদ্র হন কি প্রকারে মাটীর সোনার ফলন কিরূপ?

দরিদ্রতা একটী ক্লিষ্টভাবের অন্তর্গতভাব। তখনই বহির্মুখ বদ্ধজীবেরই ক্লিষ্টভাব সম্ভব। ষোড়শ নারায়ণে ক্লিষ্টভাবের আরোপ? ইহার মত গুরুতর অপরাধ আর কি?

ভাষ্যকার যে কতরূপে অসুরমোহন করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অসুর মোহনের জন্য কণ্ঠাদেশ 'পুণ্ডরীকং এবমক্ষিণী' শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নারায়ণের চক্ষুকে কপি অর্থাৎ বানরের গুহ্যদেশের (লালবর্ণের) সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব পাঠকালে শ্রীপাদ রামানুজের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন শ্রুতির অতি সুন্দর অর্থ থাকিতে আচার্য্যের এরূপ কদর্থ করিবার প্রয়োজন কি? অসুর মোহন।

রামানুজ বলিলেন—'ক' শব্দের অর্থ 'জল' জল গ্রহণ করেন যিনি অর্থাৎ সূর্য্য, তাহার দ্বারা বিকসিত হয় যাহা সেইরূপ পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত চক্ষু। অর্থাৎ ভগবানের চক্ষু সূর্য্যকিরণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়। শঙ্করা-চার্য্য অর্থ করিয়াছেন বানরের গুহ্যের ন্যায় অরুণাভার ন্যায় লালবর্ণ পদ্মের ন্যায় এইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

তাঁর (আচার্য্যের) দোষ নাহি তিহোঁ কৃপাকামী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥

ভগবান গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন হইয়া জীবকে অপরাধের ফল হইতে নিস্তার করিবার জন্য কিরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন। তদানীন্তন কাশীর মায়া-বাদিগণের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য প্রকাশনন্দের প্রতিষ্ঠা যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিভার নিকট ম্লান হইয়া পড়িল তখন

তিনি অমনোযোগী হইয়া গৌরসুন্দরকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগুরুদেব গৌর-সুন্দর লোকশিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা নাহি কহ জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু জ্ঞানি এই অপরাধ চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে সেই ব্রহ্ম সম।
নারায়ণে জানে তার পাষণ্ডে গণন॥"

আরও বলিলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

পদ্মপুরাণ

যে ব্যক্তি নারায়ণদেবকে জীবতত্ত্ব ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে দর্শন করে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যশক্তি-ভগবানের চরণে ঐরূপ অপরাধ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও পুনরায় পতিত হন।

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ন্যায়াধীশ নারায়ণের সহিত নিঃশক্তিক মায়াবদ্ধ জীবকে এক করাতে চিদ্বস্তু সম্বন্ধে বলে। চিৎ ও জড়ে কখনও সম্বন্ধ হয় না। চিৎ ও জড়ের সহিত আপোষ (compromise) নাই। বুদ্ধিমান্ সারগ্রাহী ব্যক্তি সাবধান হইবেন।

সেবক কখনও জগতের অভিজ্ঞতা লইয়া চিদ্বস্তু দর্শন করেন না। আত্মার বাক্যই তাঁহাদের চিদ্বস্তু দর্শনের পরিচালক এবং তজন পরিপক্কতা লাভ করিয়া বস্তুসিদ্ধি অবস্থায় তাহার সম্যক্ উপলব্ধি।

সেবক জগতের বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ত্যাগ বা গ্রহণ করেন না। সকল বস্তুতেই হরিসম্বন্ধি দর্শন করেন। জগতের প্রত্যেক বস্তু শ্রীভগবানের। সকলই তাঁহার সেবোপকরণ। সুতরাং তিনি সকল বস্তুরেই পূজাবুদ্ধি করেন এবং যে সকল বস্তু হরিসেবার অনুকূল তাহাদিগকে ভগবানের প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং যাহা ভগবানের সেবার প্রতিকূল তাহাকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করেন।

আজ কাল সম্প্রদায় কথাটী শুনিলে অনেকে শিহরিয়া উঠেন। ঐ সকল লোকের ধারণা এই যে, সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসাদি মূলে সম্প্রদায় গঠিত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে পর্য্যন্ত ভারতের সংস্রব হইয়াছে সেই কাল হইতেই এরূপ ধারণার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে স্বার্থপরতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রথমে আচার্য্যগণ সম্প্রদায় স্থির করিয়াছিলেন।

জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছিলেন, যাঁহারা এক বৃক্ষ তলে দুই দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করেন নাই। যে সকল নিষ্কিঞ্চন সাধু পুরুষগণ প্রতিষ্ঠাকে-শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন, যাঁহারা নিজ গ্রন্থে স্বীয় নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, সেই সকল মহাজনগণও সম্প্রদায়কে বহুমানন করিয়াছেন। অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীশুকদেব, হরিনামমহিমাপানে নিরন্তর মত্ত প্রহ্লাদ প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল পর্য্যন্ত সাত্বতসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।

অনুভবশূন্য, অকর্ম্মণ্য, প্রাত্যক্ষজ্ঞানদুষ্ট, জড়ীয়জ্ঞানে বস্তিষ্ক-পরিপূরিত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়াও মনোধর্ম্মযুক্ত "অসাম্প্রদায়িক-সম্প্রদায়" নির্ম্মাণ করিয়া ফেলেন। মনোধর্ম্মকেই উদারতা বলেন এবং শাস্ত্রনিষ্ঠিত সাত্বতগণ-সেবিত পন্থা বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকেই সঙ্কীর্ণতা বলিয়া থাকেন।

ধৈর্য ও নিষ্কপটতা প্রভৃতি মানুষের পক্ষে হিতকর, আশ্রম- ও বর্ণাশ্রম-সমাজ জগতের কল্যাণ করে। তদ্রূপ সৎ সম্প্রদায়ও জীবের শুদ্ধ আত্মধর্ম বিকাশের উপযোগী স্থান এবং অসৎ সম্প্রদায় ও সৎসম্প্রদায় বিরোধী ধর্ম জগতের মহা অনিষ্টকারক।

সৎসম্প্রদায় একমাত্র সৎ বা নিত্য সত্তাবিশিষ্ট বাস্তব বস্তু ভগবান, তদ্ভক্তি ও ভগবদ্ভক্তগণের আলোচনায় রত। সৎ সম্প্রদায় আস্তিক। অসৎ সম্প্রদায় নিতান্ত বস্তু ভগবান, ভগবানের নিত্যসেবা ও তদ্ভক্ত ভক্তগণের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা কেহ অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক, কেহ বা প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক।

কালপ্রভাবে সৎসম্প্রদায়েও মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে। বাজারে ভালদরে পাওয়া যাইবে না বা যাহিমতা, ভেজাল প্রভৃতি চলিতেছে বলিয়া ব্যবসায়-প্রণালীটী উঠাইয়া দেওয়া বর্ণাশ্রম ধর্মের বিপ্লবকে দেখিয়া বর্ণাশ্রম প্রণালীটী উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা কিছু বুদ্ধিমানের কার্য নহে। শাস্ত্রানুমোদিত চেষ্টায় ঐ সকলের সংস্কার করাই উত্তম ও সমাজের হিতকর কার্য।

সৎসম্প্রদায়ের আনুগত্যে আমাদের আত্মতত্ত্ব সাধু-শাস্ত্রের সদুপদিষ্ট, সংসিদ্ধান্ত-নিপুণতা এবং সাধুগণ পরাস্থিত ক্রমপন্থার আরোহণ করিয়া অনায়াসে ও নির্ভীক-চিত্তে পরম প্রয়োজন লাভ হয়।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম গোস্বামী মহারাজ শ্রীগুরুদেবোক্তম মঠে উপনীত হইয়াছেন। প্রত্যহই শ্রীমঠে শ্রীগ্রন্থ পাঠ, হরিকথা আলোচনা, সংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি হইতেছিল। ভারতবর্ষের বহু স্থান হইতে ভক্তগণ শ্রীমঠের উৎসবে যোগ দান করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ ও বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার ও গৌড়ীয়পত্রের সম্পাদক প্রবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসরোজ প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত সহ মেদিনীপুর অঞ্চলে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ গত রবিবার দিবস গণেশ্বরপুরে জমীদার শ্রীযুক্ত রাধারমণ পাহাড়ী ও সোমবার দিবস শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর অনুরোধে তৎপর দুই দিবস প্রচারকদ্বয় চৈতন্যানন্দ-দায়িনী সভায় সনাতনধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ পাহাড়ী ও সভার সেবকবৃন্দের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। গণেশ্বরপুর গ্রামবাসীর সরল অমায়িক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি ও প্রচারক শ্রীযুক্ত আচার্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহাশয় হাওড়ার জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা কালীগঞ্জার নিকটবর্ত্তী গাজগ্রাম নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাসচন্দ্র বিশ্বাস ও কিরণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের ভবনে সনাতন বৈদিক ধর্মের ও সুষ্ঠু বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত শ্রোতৃ মণ্ডলীকে শুদ্ধভক্তির শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করেন। শুদ্ধভক্তি প্রচারে উপর্যুক্ত জমীদার মহোদয় দ্বয়ের আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

গত ২৪।২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার অধিকারী মহাশয়ের আগ্রহে মাধবপুর ও চাঁদেরপোল, গ্রামে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাসাধিকারীর ভবনে ও স্থানীয় হরি-সভায় উক্ত প্রচারকদ্বয় বিশুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম ও বর্ত্তমান উপধর্ম ও অপধর্মের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ও

বিচার দ্বারা বুঝাইয়া দেন। কলিকাতানিবাসী অনেকেই অপরাহ্ণ ও উপরাহ্ণকেই বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া চতুষ্পথে চক্ষুর্দ্বয় গোলা পান করিয়া বঞ্চিত হইতেছেন।

শ্রীমহান্ত নাথোলাল দিবস-বৈষ্ণবের বাসস্থানে ঐ স্থানের অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। জনৈক মাতিয়া দাদা-ফকির সম্প্রদায়ের মতানুসারে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করায় আহ্বান সত্ত্বেও তিনি সভায় উপস্থিত হইতে সাহসী হন নাই। সবে উক্ত মহান্ত মহাশয়ের উক্তক্রমে শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস বেদশর্ম্মা কর্ত্তৃক শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস অধিকারী কর্ত্তৃক শ্রীনাম মাহাত্ম্য ও শ্রীনামাপরাধ এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনায় সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মহান্ত বাবাজীর প্রশংসাহ।

ভক্তের ভগবান্।

শ্রীধর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহাভাগ্যবান্ শ্রীধর এইরূপে প্রভুর নিত্য সেবকও একান্ত প্রিয় পাত্র হইলেন। নিত্য প্রেমঘন শ্রীগৌর সুন্দর তাঁহার হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তি হইলেন। শ্রীগৌর সুন্দরের কৃপায় শ্রীধর সমস্ত বিষয় শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অনুকূলা-বোধে শ্রীগোবিন্দ-সেবায় নিয়োগ করিলেন। ইহাকেই যথার্থ যুক্ত-বৈরাগ্য বলে :—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

বাস্তবিক এ জগতের সমুদায় বস্তুই শ্রীহরিসেবার অনুকূল কিন্তু তাহা আমরা শ্রীসদ্গুরু-শ্রীশ্রীচরণাশ্রয় ব্যতিরেকে, সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে, যেমনের বিচার আনিয়া—বিষয় বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকি।

শ্রীধরের দিন চলিতে লাগিল। প্রত্যহই শ্রীধর শ্রীভগবানের অযাচিত দর্শন পাইতে লাগিলেন। ভক্তের দ্বারে ত' শ্রীভগবান নিত্যকালই বাঁধা, সেই জন্য অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও প্রত্যহই একবার করিয়া নিমাই পণ্ডিতকে বাজারে যাইয়া শ্রীধরের খোড়-মোচা কলা পাতে দর্শন দিতে হইত।

"শ্রীধরের খোড় মোচা কলা পাতে ভক্তির সম্ভোষ"।

• •

একদিন শ্রীগৌর সুন্দর শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া মহাপ্রকাশ হইলেন। মহাপ্রকাশ অর্থ এই, শ্রীগৌর সুন্দর অন্য দিবস অষ্টভুজ অবস্থায় ভাব প্রকাশ করিয়া বিষ্ণু খট্টায় বসিতেন এবং অতি অল্প সময় এই প্রকাশ থাকিত। কিন্তু এদিন আর তাহা নহে। প্রত্যহে এক প্রহরের সময় প্রকাশ হইয়া পর দিবস সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত বসিলেন। সেই জন্য ইহাকে সপ্ত-প্রহর-প্রকাশ বা মহাপ্রকাশ বলে। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে গাহিয়াছেন :—

"অন্য একদিন প্রভু নাচে ভক্তভাবে।
অনেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশি, পুনঃ ভাঙ্গে॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিল প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খট্টা যেন না জানিয়া॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি-লজ্জা-মায়।
বসিল প্রহর সাত প্রভু সাক্ষ হইয়া॥"

সর্ব্বচিত্তহারী শ্রীগৌরসুন্দর পরম শোভা ও তেজ বিস্তার করিয়া শ্রীবিষ্ণু সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর ভক্তগণ সম্মুখে বসিয়া অন্তরে বাহিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দে ভাসিতেছেন।

"পরম-প্রকট-রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব দাস॥"

সভায় শ্রীশচীদেবী আবৃত্তি করিলেন।

"পঞ্চদীপ জ্বালি রাত্রি করিব কীর্ত্তন।
নির্ব্বিঘ্নে করিহ দিবে যেন চড়া দিন॥"

শ্রীগৌরসুন্দর সকল ভক্তকে কহিলেন "শ্রীধরকে লইয়া এস।" এই শ্রীধর কে? সকলে সবিস্ময় পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীধর আমার পরম ভক্ত, প্রত্যহ আমার সুখ দেখার জন্য খোড়, মোচা ও কলাপাতা দিয়া থাকে।"

তখন সকলে শ্রীধরের গৃহে ছুটিলেন। যাইয়া ডাকিতেছেন "শ্রীধর উঠ তোমাকে ভগবান ডাকিতেছেন, শীঘ্র এস।" রাত্রি কালে শ্রীধর উচ্চৈস্বরে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিতেন। প্রথমতঃ কোন উত্তর করিলেন না। তখন ভক্তগণ আরও উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "শ্রীধর শ্রীশচী-গর্ভ-সিন্ধুতে ভগবান্ উদিত হইয়াছেন। শ্রীবাস-আচার্য্য গৃহে অদ্য প্রকাশিত হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন শীঘ্র বাহিরে এস।" শ্রীধর চমকিত হইলেন। স্বয়ং ভগবান্ ডাকিতেছেন। যে অতি চতুর পণ্ডিতটী প্রত্যহ বাজারে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাহার পসারীতে গিয়া খোড় মোচা কলাপাতা, যাহা পাইতেন তাহা লইয়াই কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীবাসক্ষেত্র হইতে আসিয়া আর যিনি বাজারেও আসেন না বা তাহার দোকানে আর কাড়া কাড়িও করেন না। শ্রীধর আরও শুনিয়াছেন যে, তিনি পরম ভক্ত ও ভবা হইয়াছেন। আবার ইহাও শুনিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ বর্ণ। সেই কৃষ্ণ তাহাকে ডাকিতেছেন তাহাও আবার কোথায়? বিদ্বজ্জন পরিপূর্ণ শ্রীবাস আচার্য্যের গৃহে। তৎকালীন নবদ্বীপসমাজে শ্রীধরের ন্যায় মূর্খ ও নীচ ব্যক্তির সেখানে কি স্থান হইতে পারে? যেখানে শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, নরহরি, পুরুষোত্তম আচার্য্য, মুরারি, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, নারায়ণ প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্যজন বিরাজমান্ সেখানে শ্রীধর স্থান পাইবে কোন্ সাহসে? শ্রীবাস ভীত হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, আমার প্রভু ডাকিতেছেন—এই আনন্দের অতিশয্যে শ্রীধর মূর্চ্ছা গেলেন। তখন ভক্তগণ করেন কি? বিলম্বের সময় নাই দেখিয়া শ্রীধরের মূর্চ্ছিত দেহেই উপস্থিত হইলেন।

প্রভু ডাকিতেছেন, "শ্রীধর উঠ, দেখ আমি কে?" সে স্নেহ মধুর কণ্ঠে শ্রীধর চক্ষু মেলিলেন। দেখিলেন, সেই চঞ্চল নিমাই পণ্ডিতই বটে, যিনি প্রত্যহ কোন্দল করিয়া খোড় মোচা কলাপাতা কাড়িয়া লইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে আবার সেই চঞ্চল নিমাই পণ্ডিত পরম রমণীয় রসিক শেখর, ব্রজেন্দ্র-তনয় হইলেন। শ্রীধর দেখিতেছেন কত শত ব্রহ্মা, কত শত শিব, কত শত ইন্দ্র, কত বায়ু, কত বরুণ, কত যম, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত অগণিত ঋষি, কত ভক্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যোড়করে স্তব করিতেছেন। শ্রীধর এই দৃশ্য দেখিয়া আবার বাহ্য হারাইবার উপক্রম করিলে শ্রীভগবান বলিতেছেন, "শ্রীধর ভীত হইও না—এই আমার মূর্ত্তি। আমার দর্শন নিষ্ফল নহে। তুমি যে জন্য যাহা কিছু ইচ্ছা কর, আমার নিকট বর মাগ তোমার দুঃখ রহিবে না।"

অশ্রুধারায় বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া শ্রীধর কহিলেন, "প্রভু আমি অতি মূর্খ, অধম দীন, তোমারে সং কেমন করিয়া কথা কহিতে হয় জানিনা, আমায় দোষ লইও না। তোমার ত দোষ নাই, তুমিত' প্রত্যহই আমার কাছে তোমার পরিচয় দিয়াছ, বলিয়াছ তুমি তুলসীর স্বামী, গঙ্গার প্রভু, আমাকে দাও না কেন? আমি নিজ দোষে নিজেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তখন আমি চিনি নাই। প্রভু করুণায় বিগলিত হইয়া বলিতেছেন, "শ্রীধর তাহাতে দোষ কি? তুমি আমাকে চেন নাই—আমি কিন্তু তোমাকে বরাবরই চিনি। শ্রীধর গদ্গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "আমার খোলা বেচা সার্থক হইল। আমি খোড় কলাপাতা দিয়া তোমার অতুল চরণ দর্শন পাইলাম।"

তখন প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন "শ্রীধর তোমার খোড় পাতা ত' আমিই' কাড়িয়া লইয়াছি। আমি জানি ইহাতে আমার নিত্যকাল অধিকার আছে এবং সেই অধিকার বলেই আমি ভক্তত্বয় ঐরূপে জোর করিয়া লইয়া থাকি। এখন শোন—আর তোমাকে খোড় মোচা

বেঁচিতে চাহেনা আজ তোমাকে কষ্ট দিয়ি দিতেছি। ইহাতে তোমার ভাবিয়া ঘুচিবে।"

কথা প্রসঙ্গে তখন শ্রীধরের কণ্ঠে স্বয়ং সরস্বতী বিরাজমানা। তিনি বলিতেছেন,—"মিছাই কহিয়া—আমি কি তরিব? আমি মহাজন পাইয়াছি তুচ্ছ মিছাই কহিব কেন?"

প্রভু কহিলেন, "বেশ, তবে তোমার মনোবাঞ্ছা হউক, বেশ সুখে থাকিবে কেমন?"

শ্রীধর উত্তর করিলেন, "ঠাকুর আমার তুমিইত সকল হয় হইতে প্রিয়।"

প্র। "তবে, তুমি ইহার স্ত্রী পুত্র প্রার্থনা কর। সুখে সংসার করিবে, কাল পাইবে এই সংসারে উহাই ত' সকলে আসিয়া করে।"

শ্রীধর হাসিয়া বলিলেন, "আমি অমূল্য রত্নে ফাঁকিয়া দিব পাইব কি তাহে বল ঠাকুর তুমি ত' সুখ হইতে ও প্রিয়।"

প্র। "তবে বাক্য দেও।"

শ্রী। আমি প্রভুর লইয়া কি করিব? ভাবাতুরদের রাজত্বে কি প্রয়োজন? প্রভুত্ব আমার সাজে না। কেন তুমিই না বলিয়াছ—

"আমি নিজ সেইমুখ দিয়ে কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।"

তবে আবার ও সব কি বলিতেছ?"

প্র। তবে সকলের তুচ্ছ স্বর্গ, মুক্তি ইচ্ছা কর।

শ্রীধর—"রোগাই' ঠাকুর। —তোমার ঠাকুরালী রাখ। আর কামনার ইন্ধন যোগাইবার ইচ্ছা নাই। আমি ত' স্পষ্টই বলিতেছি তোমার কাছে আমার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির জন্য প্রার্থনার কিছুই নাই।"

তখন ঠাকুর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীধর, আমার দর্শন বৃথা হইবার নয়, তোমাকে বর প্রার্থনা করিতেই হইবে।"

শ্রীধর বলিতেছেন, আমার ত' কোন অভাব নাই, তবে পুত্রের মত যদি স্নেহ করিতে চাও তবে আর কি করিতে পারি—আচ্ছা, আজ আমাকে এই বর দাও যে, একবারে যে চঞ্চল অস্থি-মজ্জা-সম্পর্ক বান্ধন কুমার আমার সহিত কোঁদল ও ক্ষেপে করিয়া ক্ষেত্র মোচা কাড়িয়া লইতেন, আমার আজ তিনি স্বয়ং প্রকটিত হইয়া সর্ব সমক্ষে আমাকে নানা প্রকারের দুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি যেন সেই চঞ্চলতা ও প্রাণাধন কেবলে করিবারে করিয়া এই অতি দুর্ব শ্রীধরের জন্মের মতন তাঁর বাতুল চরণতল স্থাপন করেন।"

ভক্তগণ এরূপে শ্রীধর ও ভগবানের মনস্ত জানাই বুঝিয়াছিলেন এখন আবার শ্রীধরের এই প্রার্থনা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সকলে শ্রীধরকে ধন্য ধন্য করিয়া ভগবানকে ধ্বনিলেন করিলেন।

তখন আবার শ্রীভগবান কহিলেন "শ্রীধর তুমি বড়ই বলিছ, বেশ, আমি এসে একে তোমাকে কষ্ট দিয়াই ধর্ম, অর্থ, মনোজ্ঞ স্ত্রী, পুত্র, অক্ষয় স্বর্গ, ইত্যাদি দিতে চাহিলাম। তুমি কিছুই লইলে না। তুমি যে এ সব কিছুই চাও না তাহা আমি বিশেষ জানি। অতএব নিশ্চয়, আমাতে সকল ভক্তি প্রীতি লাভ, কেবল তোমাকে এই প্রলোভন সমূহ দেখাইলাম। এখন আমি তোমার বাঞ্ছিত বর দিতেছি; তুমি আমায় নিত্য দাস, আমাতে তোমার প্রেম হউক।"

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ মাত্রই শ্রীধর "বর হইলাম' বর হইলাম।" বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

কাজী সকল বিদায় কাজী উদ্ধার করিয়া স্বপার্ষদে শ্রীগৌর সুন্দর কীর্তনরঙ্গে চলিয়া, তন্তুবায় পল্লী, শঙ্খ বণিক পল্লী অতিক্রম করিয়া শ্রীধরের অতি জীর্ণ কুটীর দুয়ারে উপস্থিত হইলেন। দুয়ারের সম্মুখেই শ্রীধরের এক অতি জীর্ণ লৌহ পাত্র ছিল। পাত্রের বর্ণনা :—

"কত ঠাঁই তালি তার তোহে ও না হয়।"

জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীগৌরভগবান সেই জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীধর অতি সঙ্কোচিত হইয়া

নিষেধ করিতে করিতে প্রভু সমুদায় জল পান করিলেন।

শ্রীধর এই সহ্য করিতে না পারিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। প্রভু তাহার অশ্রু শ্রীহস্ত দিয়া মুছাইয়া বলিতেছেন "প্রভু বলে, তুমি মোর আদি গুরুদেব।"

"ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল॥

•

নয়ন মেলিয়া দেখে হাসেন প্রভাস।
দেখে লাজ ভাসে কৃষ্ণ করুণা অমৃতরাগে॥
কহনের না মুয়ি 'কৃষ্ণ দাস' নাম।
অহঙ্কারো হয় নাহি করে ভগবান॥

• •

অন্ধ হৈলে যেই হয় দোষিকের হাস॥

হাথ নাহে সন্ধা দিব চরিব কন্দর।
ধরণি ধরহু চাহে হাস অধিকার॥

•

ঈশ্বর করুণ আমি এবে পাপী সব।
তাহাতে 'ঈশ্বর আমি' বুলে অহংসব।

শ্রীকরুণাকর ব্রহ্মচারী।

নীলাচলে সপার্ষদ গৌরসুন্দর।

তং বন্দে গৌরচন্দ্রং যস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদানলদগ্ধানভক্তশস্যানজীবয়ৎ॥

অস্মিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণান্তর যে সময়ে নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন তৎকালে গৌরগতপ্রাণ গৌড়ীয় ভক্তবর্গ প্রতি বর্ষেই শ্রীনীলাচল চন্দ্র ও শ্রীগৌরসুন্দর দর্শনার্থে রথযাত্রার পূর্ব্বেই শ্রীধাম নীলাচল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ের মত অনায়াসলভ্য গমনাগমন তখন ছিল না। পথশ্রমে এই দুস্তরতরঙ্গিণী বাধা অতিক্রম করিতে হইত কিন্তু গৌরৈকনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ এই সকল বাধা বিঘ্নকে তৃণজ্ঞানে তাঁহাদের প্রাণের ধন শ্রীশচীনন্দনকে দেখিতে ছুটিতেন। ভক্তবৎসল শচীনন্দন ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হইয়া উৎকলে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভিবর্ষে সমগ্র গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক নীলাচলে পৌঁছাইতেন, এমন কি কুক্কুরাদি পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রেমের কৃপায় গৌড় হইতে অভিন্নদেহে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু দর্শনে উপস্থিত হইত। শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার পর অবসর কালে বিরহব্যাকুলচিত্তে শ্রীগৌরসুন্দর কালানলাথ যাইয়া থাকিতেন। গৌড়ীয় ভক্তবর্গ নীলাচলে সমাগত প্রায় সংবাদ প্রাপ্তে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া নীলাচলে শুভাগমন করিলেন। ভক্তবৎসল গৌরহরির প্রিয়-সেবক গোবিন্দ ও শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামিজি দ্বারা নবেন্দু সরোবর তীরে প্রসাদি মালা ভক্ত সম্মানার্থ প্রেরণ করিলেন। প্রথমেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপদামোদর শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্য্যকে মালা পরাইলেন তৎপর শ্রীবাস পণ্ডিত বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিত আচার্য্যরত্ন ইত্যাদি সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। তাঁহা প্রত্যেকের অঙ্গে প্রসাদী-পরি ধানোত্তরীয় করিয়া সার্ব্বভৌমাদিসহ বৈষ্ণববৃন্দ দর্শনানন্দে আত্মহারা হইলেন।

ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের সর্ব্বস্বধন শচীনন্দন নিমাইকে দেখিবার জন্য উন্মাদবৎ বিশ্বম্ভরাভিমুখে ছুটিতেছে এমন সময়ে ভক্তাধীন করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজ জন সঙ্গ আনিয়া গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে দর্শন দানে মৃত-সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিলেন, তখন ভক্তবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গগনভেদী রবে শ্রীহরিবোল ধ্বনিতে নীলাচল কম্পিত করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়িতেই শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমাবেশে আচার্য্যকে আলিঙ্গন করিলেন শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরহরির অভয়পাদপদ্ম বন্দন করিতেই কৃপাসিন্ধু শচীনন্দন প্রত্যেককেই প্রেমালিঙ্গন করিতে

করিলেন। এক এক পরিবারকে সম্বোধন পূর্ব্বক গৌড়ীয়ের সর্ব্বপ্রধান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকল ভক্তদের তত্ত্বনামাদিসহ পরিচয় করিলেন। কিন্তু তখন অল্প পরিসর তন্মধ্যেই কোথায় কতজন সমবেত করিয়া অষ্টাঙ্গযুক্ত সাষ্টাঙ্গ প্রণতি স্বরূপ ভক্তবৃন্দকে মালা চন্দন দান করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে সুমধুর কণ্ঠে বলিলেন, 'আচার্য্য' তোমার আগমনে আজ পৃথ্বি পূর্ণ হইয়াছে। আচার্য্য বলিলেন, ভগবানের স্বভাব এই যে, নিজে সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ হইয়াও ভক্তদিগে সুখোল্লাস করেন। বাসুদেব ঠাকুর অঙ্গে শ্রীহস্ত প্রদান করিয়া বলিতেছেন, তুমিত ছিলে বালকাল হইতে আমার নিকটে আছে তখনি তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হই। বাসুদেবঠাকুর বলিলেন প্রভো, তুমি কৃপাপূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম পাইয়া যে কনিষ্ঠ হইলেও বহুকালে আমার জ্যেষ্ঠ জ্ঞানাধিকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন বাসুদেব, তোমার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে গুইখানি গ্রন্থ আনিয়া স্বরূপের নিকট রাখিয়াছি তাহা লিখিয়া লও। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামক গ্রন্থদ্বয় সমস্ত বৈষ্ণবগণ সযত্নে লিখিয়া লইলেন। পণ্ডিত শ্রীবাসকে বলিলেন তোমার চারিভ্রাতার নিকট আছি তো বিকীত, পণ্ডিত বলিতেছেন প্রভো, তুমি কৃপাবৃক্ষা আমাদের শ্রীচরণে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছ; কেন বিনয়ীত বল। শঙ্কর পণ্ডিতকে দেখিয়া দামোদরকে বলিতেছেন দামোদর, তোমার প্রতি আমার সগৌরব প্রীতি অর্থাৎ সাহজ লক্ষিত প্রীতি কিন্তু শঙ্করের প্রতি কেবল শুদ্ধ স্নেহ। দামোদর বলিলেন, প্রভো আপনার স্নেহাধিক্য প্রাপ্তে শঙ্কর আমার কনিষ্ঠ হইয়াও এক্ষণে আমার বড় ভ্রাতা হইয়াছে।

সেন শিবানন্দকে বলিলেন, আমার প্রতি তোমার যাঢ় অনুরাগ তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানি, শিবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাবাক্যে প্রেমাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বলিখিত শ্লোকাবৃত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের স্তবনা করিলেন "নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ। ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ" হে ভগবন, বহুকাল নিমগ্ন থাকিয়া বহিন্মুখে আপনাকে কূলস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভগবন, আপনি আমাকে লাভ করিয়া আপনার দয়ার উত্তম পাত্র পাইলেন। মুরারী গুপ্তকে না দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্বেষণ করিতেছেন। বহুভক্ত মুরারীকে লইয়া সাবধানে তত্ত্ব দাবিত হইলেন। অঙ্গনে একগুচ্ছ তৃণ দশন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট মুরারী উপস্থিত হইলেন। মুরারী গুপ্তকে দেখিয়া গৌরসুন্দর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গনে বলিতেছেন প্রভু, আজি বড় শুভদিন এই ভক্তদেহ আপনার সম্পর্কশূন্য নহে। গৌরসুন্দর বলিতেছেন মুরারী বৈদ্য সম্বন্ধ ত্যজ। তোমার এত দীনতা দর্শনে প্রাণে আঘাত পাই, ইহা বলিয়া মুরারীকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া তত্ত্বে শ্রীহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর, গঙ্গাদাস আচার্য্য, পুরন্দর প্রভৃতি সকলের গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি একান্ত নিজজন বক্রেশ্বরপণ্ডিত ঠাকুরকে না দেখিয়া বলিতেছেন, হরিদাস কোথায়? এদিকে হরিদাসঠাকুর সকলের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত আছেন, এদিকে বক্রেশ্বর ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকে লইয়া যাইতে ছুটিলেন। ভক্তগণ বলিলেন, ঠাকুর শীঘ্র চলুন শ্রীগৌরসুন্দর আপনার মিলনাকাঙ্ক্ষা করেন। বৈষ্ণব শিরোমণি হরিদাস বলিতেছেন, আমি নীচ জাতি প্রভুর সন্নিকট যাওয়া আমার উচিত নহে, নির্জ্জনে উঠান হলো যদি একটু স্থান পাই তবে পড়িয়া থাকিয়া দিন কাটাইতে পারি। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রেরিত লোক আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে নিবেদন করিলেন আপনি আজ্ঞা করিলে বৈষ্ণবগণের বাসা ও মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করি। গোপীনাথাচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাদেশ করিলেন, সমাগত বৈষ্ণবগণের বাসা দেখাইয়া সমুচিত স্থান পূর্ব্বক শ্রীমন্দির চূড়া দর্শনান্তে এখানে আসিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজা তুষ্টাদেশ বলিলেন, আমার নিকটবর্ত্তী এই পুষ্পোদ্যানে সমুদ্য নিবৃত্তে একত্রে কুটীর

আছে ঐ বৃক্ষের আশ্রয় চাই, আবশ্যক আছে ঐ গুহাদ্বয় হরিদাসের নিকটে শুভাগমন পূর্ব্বক প্রেমধন বিতরণ করিয়া শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে বিমুক্ত আনন্দে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বচনে চকিত হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পড়িলেন প্রভু আলিঙ্গনে হরিদাসকে উঠাইয়া লইলেন ভক্ত ও ভগবানের মিলনালোকে উভয়েরই শ্রীনয়নে ধারা বহিত হইয়া সে স্থানে অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা বহিল। হরিদাস বলেন, আমি নীচ অধমকে প্রভো, স্পর্শ করিও না।

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
কোটি জন্মে তব তুমি সর্ব্বতীর্থ স্নান।
কোটি জন্মে তব তুমি যজ্ঞতপো দান।
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
ত্রিকালাদি হইতে তুমি সবার পাবন।

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত্য ৩য় অধ্যায় শেষাংশ)

কনিষ্ঠ হৈতে যদ্যপিও হয় আনি।
হেন অনুরোধ করিতে নাহি জুয়ায়।
তথাপিহ তুমি গুরু বয়স্য আমার।
তোমার উচিত নহে এমত ব্যবহার।

হে ভক্তবর, যাহাদের মুখে আপনার নাম কীর্ত্তন, তাঁহারা সর্ব্ব তীর্থের শ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যাহারা কীর্ত্তন সমস্ত প্রকার তপ করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন সুতরাং তাঁরা সর্ব্বে পবিত্রিত। এই বলিয়া শ্রীগৌরহরি পুনোদ্যান মধ্যে ঠাকুর হরিদাসকে নিজান্তে উপবেশন নিষ্কাহিত করিয়া দিয়া বলিলেন এখানে থাকিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন কর, আমি প্রত্যহ আসিয়া মিলিত হইব। শ্রীমন্দিরের চক্র দর্শন করিয়া প্রণাম করিব। এখানে প্রত্যহ তোমায় প্রসাদ আনিয়া। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি সমাগত ভক্তবৃন্দের যথাযোগ্যতা ক্রমে পুনঃ মিষ্টবচনে আশ্বাস পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে গোপীনাথাচার্য্য দ্বারে উপবেশন করাইয়া শ্রীক্ষেত্র পরিবেশনান্তে নত হইয়া দুই তিন জনের যোগ্য প্রসাদ এক এক জনের পাতে দিতে লাগিলেন এদিকে ভক্তগণ হরি উচ্চারণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের আনন্দের [illegible] ইয়ত্তা নাই। তখন স্বয়ংগোপীনাথ শ্রীগৌরহরিকে কহিলেন প্রভো! আপনি কিছু গ্রহণ উপদেশ না করিলে কেহ প্রসাদ গ্রহণ করিতে চাহে গোপীনাথাচার্য্য সকলকে ভিক্ষার্থে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আচার্য্যও প্রসাদের সময় অপেক্ষা করিতেছেন, পুরী ভারতীও আপনার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, আপনি শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ভিক্ষাগ্রহণে উপবেশন করুন। আমি বৈষ্ণবদের পরিবেশন করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় সেবক গোবিন্দ দ্বারা ঠাকুর হরিদাসের প্রসাদে প্রেরণ পূর্ব্বক সমস্ত সন্ন্যাসীদের ভিক্ষার্থে বসিলেন। গোপীনাথাচার্য্য আনন্দচিত্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর তিন জনেই আনন্দে পরিবেশন করিলেন, মধ্যে মধ্যে ঘৃতাদি চাহি হরিবোল ধ্বনি উঠিতে হইতে লাগিল। এইরূপে ভক্তগোষ্ঠী বেষ্টিত শ্রীগৌরসুন্দর প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভক্তবৃন্দকে মালা চন্দন দান করিয়া নিজ নিজ বাসায় বিশ্রামার্থে প্রেরণ করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও সন্ধ্যা ভক্তবৃন্দ সহিত শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীসংকীর্ত্তন সম্ভার উৎকলবাসীদের প্রদান করিলেন। নীলাচলচন্দ্রের সন্ধ্যারতির পরে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দকে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া মহা সংকীর্ত্তনারম্ভ করিলেন অর্থাৎ জগন্নাথদেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইলেন। চারিদিকে চারি সম্প্রদায় নৃত্য করিতেছেন, মধ্যে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি প্রেমে বিভোরা হইয়া অচেতনাবস্থায় আছাড় পড়িতেছেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জীবনধন গৌরসুন্দরকে ধরিতেছেন, শ্রীনয়নে অবিরত প্রেমাশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছে কখনও প্রবলবেগে শ্রাবণ-ঘনধারাবৎ অশ্রু বর্ষিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভক্তগণকে ভাসাইয়া দিতেছেন। সেই বৃহৎ, ব্যাপার ব্যাপার, অসংখ্য ভক্ত কণ্ঠধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া মহাসংকীর্ত্তন রোল প্রবণে উৎকলবাসিগণ উন্মাদবৎ শ্রীমন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। আজ নদীয়াবাসীদের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ভক্তগণ মধ্যে চতুর্দ্দিকে চারি সম্প্রদায়ে একই সময়ে

প্রত্যেকেই এমন ভাবে দর্শন দিলেন যে প্রত্যেক জনই দেখিতেছেন যেন শ্রীগৌরাঙ্গ আমারই দিকে কৃপাদৃষ্টি প্রসারিত মধুর হাসে অমৃত বর্ষিতেছেন। এইরূপ মহাপ্রভু মহাপ্রেম মহাশক্তিরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন ভেদ করিয়া রহিয়াও আমাদের নিকট। প্রতি বর্ষেই যথাযথ ভাবে পূর্ণে গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপ নিত্যানন্দের আবির্ভাব লীলাস্থল যাত্রা করিতেন ও যথায় চারিদিনে অর্থাৎ চাতুর্মাস্য কালে প্রত্যহ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সঙ্কীর্তনানন্দে নীলাচলে প্রেমরঙ্গে বিহার করিতেন নীলাচলবাসীগণ সকল ও ভক্তগণ জগন্নাথের একত্র সমাবেশ দর্শনে ধন্য সফল করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতেন।

অদ্যও ভক্তবৃন্দ ভক্তাধীন শ্রীগৌরহরি নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে লীলা করিতেছেন। যাঁর তাঁহার চরিত্র অন্ত নাই, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমময় আবেশে আমাদের নিত্য টুটিল না, সেই প্রেমোন্মাদকারী আবেশ আমাদের হৃদয় কর্ণে প্রবেশ করিল আমরা মন যাকে মনে করিয়াছিলাম উক্ত শিখরে আলোক পুরুষ অন্তর ও বাহিরে প্রাপ্ত হইয়া কেন সীমায় উপস্থিত হইয়াছি—আমাদের তুলনা কাহারও নাই শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ও শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে নিত্যসিদ্ধ আছেন, শ্রীশ্রীসাধুগুরুবৈষ্ণবের অভয়ামৃত পাদপদ্মে নিষ্কপটে প্রপন্ন সুকৃত জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সম্বন্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট সৌভাগ্যবানের জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবান ও ভগবদ্ভক্তের নিত্যলীলা স্ফূর্তি হয়।

"অন্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা রাগে গুণিত করিয়াছেন যে,

"গৌরাঙ্গের মধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী॥

শ্রীসুষমাবালা দেবী।

আমি কে?

পূজ্যপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী গৌড় গৌড় সাহ সাকরমল্লের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইলে, তিনি কারাগারে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহাপ্রভু তৎকালে রামকেলীতে শ্রীরূপ-শেখর কানাইয়ার নাটশালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টির ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে পতিত হইলে, দৈন্য পূর্ণক নিজ স্বরূপে, করযোড়ে নিবেদন করিলেন প্রভো, আমি কে?

কেনাহি ? কেন মোরে হবে দয়াময়।
হেন জানি আমি হৈতে হিত হয়॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি মোর তত্ত্ব কহত আপনি॥

তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গীতায় যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগায় শ্রিকলনা অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া গীতোপদেশ প্রদান করেন তদ্রূপ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে জগতের তিনতাপক্লিষ্ট জীবকুলকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য, শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কৃষ্ণ পরিপূর্ণ সূর্য্য মায়া অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥
বিমুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥

কভু বালক কভু প্রৌঢ় কভু বিপ্র শূদ্র
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্যে, সর্ব্বত্র বা কভু।
কভু দেব কভু দৈত্য কভু নর প্রভু॥
এইরূপ সংসার দেখিতে কোন তাপাধীন
শুদ্ধ চিত্ত প্রাপ্তে পাবে ভক্তিলভ্য নীচ।
তখন ছাড়ে কাম ক্রোধ শুদ্ধ সেবন।
চারিবেদে ঘুষে গায় শ্রীগুরুচরণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

শ্রীগুরুদেব, এই কয়েকটী কথার মধ্যেই সমস্ত "অভিধেয়তত্ত্ব" অতি সুগভীর ভাবে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন :—

সূর্য্যাংশু কিরণ যৈছে পড়িয়ে মাটিতে।
স্বাভাবিক ক্ষুদ্রজন্তু পিয়ে শক্তি হয়ে
ইহোঁ স্বাভাবিক শক্তি করিতে নারি।
চিচ্ছক্তি জীবে শক্তি আর মায়াশক্তি॥

এখানে বিচার্য্য এই যে, আমরা কখন কোন অবস্থায় শ্রীভগবানকে ডাকিতে চাই? অধিকাংশ লোকই বলিয়া থাকেন, ভগবানকে কি কখন দেখিতে পাওয়া যায়; যদি সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত তবে আমরা দেখিতে পাই না কেন?

ইহার উত্তর এই যে, আমাদের কোন বিষয়ে অভাব ঘটিলে, তখন সে অভাব দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টিত হইয়া থাকি। বাস্তবিক কি আমাদের ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কাহারও মনে অভাব বোধ হইয়াছে? অভাবশূন্য বোধ হইতেছে? হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন বলিয়া দেয়, "না" এখনও সময় হয় নাই।

নদীতে স্নান করিবার সময় একটী ছেলে, সহজ করিয়া কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়, দয়া করে একটু বলে দিন, কখন আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব? তখন সেই প্রবীণ পুরুষটী বালকের শ্রীবাদেশ ধারণ পূর্ব্বক নদীতে ঐ ছেলেটীর মাথা সজোরে নিমজ্জিত করিলেন। বালকটী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালকটীকে জল হইতে উঠাইয়া প্রবীণ পুরুষটী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে বালক! যখন জলমধ্যে তোমার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল। তখন বালকটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া, যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইয়া বলিল উঃ মশাই এ যাত্রা কি করে বেঁচে এলুম। আপনার প্রাণে কি একটুও দয়া মায়া নাই, প্রাণ যায় আর কি? আর একটু হলেই ত প্রাণ বিয়োগ হইত, কি ভয়ানক লোক আপনি। তখন বিজ্ঞ পুরুষটী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, যখন ভগবানের লাভ করিবার জন্য তোমার প্রাণের ভিতর এইরূপ ব্যাকুলতা হবে, তখন তাঁহাকে লাভ করিবার যোগাড় করিবে, তাহার পূর্ব্বে নয়। বাস্তবিক আমাদের মনে কি ঐরূপ অবস্থার উদয় হইয়াছে। আমাদের দেহ, মন, প্রাণ সর্ব্বস্ব সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া, শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি কি? সেবাবুদ্ধি না লইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কপটতাপূর্ব্বক তাঁহাকে জানিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। নিজেকে নিজে প্রতারণা করা বই আর কিছু নহে।

নিজের সঙ্কীর্ণ মনবুদ্ধি লইয়া অনন্ত ভগবানকে মাপিয়া, স্বীয় সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করার চেষ্টা মূর্খের কার্য্য। আমরা নিজ ক্ষুদ্র মন বুদ্ধি দ্বারা যাহা মাপিয়া লইব, তাহা সমস্তই মায়ার মধ্যে গণ্য। এই মায়াদ্বারা ইন্দ্রিয়জ অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞান দ্বারা কখনও মায়াধীশ অধোক্ষজ শ্রীভগবান হরিকে জানা যায় না। অচিৎ অর্থাৎ জড়বস্তু দ্বারা কখন চিৎ চৈতন্যবস্তু শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না। আমরা এই অনিত্য জড় জগতের উন্নতির জন্য প্রাণপণে কতই না চেষ্টা করিয়া থাকি। সামান্য অর্থের জন্য জীবন হিংস্র জন্তু পরিপূরিত দুর্গম অরণ্যে অথবা অতল খনির মধ্যে প্রবেশ করিতে সঙ্কোচিত হই না। কিম্বা বাণিজ্যার্থে কূলহীন বটিকাবিক্ষুব্ধ ভয়ঙ্কর সমুদ্রবক্ষে নিজ জীবনকে বিপন্ন করিয়াও দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাই। কিন্তু ইহ পরকালের একমাত্র সম্বল নিত্যধন চৈতন্যবস্তু লাভ করিবার জন্য, আমরা কি পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছি একথা আমাদের প্রত্যেকেরই একবার মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক প্রাণীকেই চিরদিন সমানভাবে থাকিতে হইবে। তিনি কি কখন হইতে মনিবেন না আমরা কোন সময়ের জন্যই শ্রীভগবানের প্রেম লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল নই। তবে যে কখনো কখন আমাদের মনে কখনো বৈরাগ্য বা একটু বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা মরুভূমিতে বারিবিন্দু সঞ্চয়ের ন্যায়, অল্পকাল মাত্র স্থায়ী। জলন্ত লৌহ পিণ্ডে জল সেচনের ন্যায় ঐ বৈরাগ্য মায়াদেবীর কুটিল কটাক্ষে নিমেষ মাত্রে অন্তর্হিত হয়।

আমরা এই মায়িক জগতে, পিতা, মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজন, পালক ইত্যাদি। আত্মীয় কুটুম্বাদি লয়া পরিজন হইয়া মনের সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু কালের কঠোর পরিবর্ত্তনে এ কল্পিতা সংসার সুখ ভোগবাসীর ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। সাধারণ মনুষ্যগণ, দিবা ভাগে অর্থোপার্জ্জন ও কুটুম্বভরণ আর রাত্রিযোগে নিদ্রাও ইন্দ্রিয় তর্পণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ ও এই প্রকার কাল কয়িয়া থাকে, দিনের বেলায় আহার সংগ্রহ করিয়া শাবকাদি প্রতি পালন করে, রাত্রি বেলায় নিদ্রা যায় এবং ইন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া থাকে। পশু, পক্ষীদের বাক্‌শক্তি নাই, তাহাদের যদি বাক্‌শক্তি থাকিত তবে, পশুরা মনুষ্য দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিত, হে মনুষ্যগণ। তোমরা আমাদের হইতে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা বল দেখি? যাহার ছঁশ বা চৈতন্য আছে, তিনিই মনুষ্যপদ বাচ্য। যিনি এই সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া হরি ভজন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, তাহা না হলে মানুষে ও পশুতে কোন প্রভেদ নাই। দেবতারা পর্য্যন্ত মনুষ্য জন্ম লাভ করিবার জন্য বাসনা করেন। কেননা তাহাদের দেহ ভোগময় দেহ, চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে এই সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মটী পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্লভ দেহটী পাইয়া যদি আহার নিদ্রা এবং ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে ব্যস্ত থাকিয়া জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, তবে পরিণামে কি তাহাই হইবে! সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া এখনই শ্রীহরি ভজন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য কার্য্য। কারণ মৃত্যুর কিছু স্থিরতা অন্ত কিম্বা শতবর্ষে মনোই জীবন প্রদীপ কালের প্রবল ঘূর্ণি বাতাস হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইতে পারে। কৃষ্ণ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ভোগ প্রত্যেক জন্মেই পাইয়াছি এবং পাইব কিন্তু শ্রীহরিভজনের জন্য বড়ই দুর্লভ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

—নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারং। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা। এই সুদুর্লভ মনুষ্যরূপ দেহ-তরী অনেক জন্ম কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে করিতে কোন অজ্ঞাত সুকৃতিবশতঃ ভগবৎ কৃপায় লাভ হইয়াছে। এ ভবসমুদ্র এই মানব দেহই সুদৃঢ় নৌকাস্বরূপ, তাহাতে গুরুরূপ কর্ণধার বিদ্যমান আছেন। পশ্চিমদিকে প্রবল ঝটিকাদি দ্বারা এই দেহতরী বিপন্ন হওয়ারও কোন আশঙ্কা নাই কেন না শ্রীভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বায়ু পশ্চাতে প্রবাহিত হইতেছে, যে সকল মনুষ্য এমন সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও এই অকূল ভব সাগর উত্তীর্ণ না হয় সেই নরাধমগণই আত্মঘাতী।

হায়! আমরা কি মানুষ, না পশু অপেক্ষা অধম তাহা বুঝিতে পারি না, কেননা এ অমূল্য জীবন বৃথা ভোগ বিলাসে এবং হিংসাদ্বেষাদি কার্য্যে বৃথা নষ্ট করিয়া দিলাম। যমদূত মস্তকের উপরিভাগে তাহার করাল কৃপাণ ধারণ করিয়াছে। কোন্ মুহূর্ত্তে কাহার মস্তকোপরি পতিত হইবে তাহার ঠিক নাই। হায়! আমরা কি মূর্খ, একবার ও আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম না। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের কৃপারূপ সুধারশ্মি আমাদের হৃদয় মন্দিরের পরিসীমায় প্রতিহত হইয়াই ফিরিয়া গেল। আমাদের হৃদয় কলুষের ঘনান্ধকার আর আলোকিত হইল না, ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা লোকও অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া আলোর দিকে ছুটিয়া যায়, সে আর অন্ধকার ভালবাসে না; আমরা উহা অপেক্ষাও এমন নিকৃষ্ট হইয়াছি যে, পেচকের ন্যায় দিবালোক থাকিতেও অন্ধকার-কোটরেই বাস করিতে ভালবাসি। এই অন্ধকারে বাস করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া রাখিয়াছি।

প্রচার প্রসঙ্গ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক পরিব্রাজক শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং গৌড়ীয় পরিচালক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া গত ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীচৈতন্যানন্দ ব্রহ্মচারী সহ নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েকদিন শ্রীহরিকথা প্রচার করেন। গ্রামবাসী স্ত্রী, পুরুষ সকলেই শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

গত ৫ই ফাল্গুন বা লখাই নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র পাত্র ও ভুবনচন্দ্র দি মহাশয়ের গৃহের আঙ্গনে প্রচারকগণ ১ মাইল দূর গবেষণপুর হইতে ২৫ জন ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। ঐ দিন সভায় বৃষ্টি হওয়ায় রাত্রে 'অনুকূল হরিকথা' আলোচনা হয়। পর দিবস বৈকালে নগর সংকীর্ত্তনান্তে তথায় ৪ ঘণ্টাকাল জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রথমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও পরে সন্ন্যাসী মহারাজ সরল ও আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। পর দিবস প্রাতে পুনরায় নগর কীর্ত্তন করেন। ঐ সময় শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ গোস্বামী উপাধিধারী জনৈক নিকটবর্ত্তী অতুলকৃষ্ণবাবু মহাশয়ের সংবাদবাহকে তথায় প্রেরণ করিয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র পাত্র মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। বৈকালে স্থানীয় সভায় প্রাক্তন কংগ্রেসমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ হাজরা, কলিকাতা মহানগরী এবং গ্রামস্থ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র দি প্রমুখ ভক্তগণ উক্ত পূজ্যপাদ গোস্বামী মহারাজকে সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে হরিকথা উপদেশ দান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে তিনি বলেন যে আমিত সভার পক্ষ হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য আসত হইয়া আসি নাই, শিষ্যালয়ে আসিয়াছি, অতএব আমি কিছু বলিব না। ভক্তমণ্ডলীগণ পুনরায় তাঁহাকে শ্রোতৃরূপে সভায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করায় তিনি শুদ্ধপ্রচারকগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলেন যে উনারা তাঁহাকে সঙ্গ-দোষে "বৈষ্ণব নিন্দক" এই কথায় ভক্তগণ বলেন গতকল্য সভায় আমরা উহাঁদিগের বক্তৃতায় সেরূপ কোন ভাবত পাই নাই অধিকন্তু এত প্রাঞ্জল ভাষায় ভাবপূর্ণ শাস্ত্রোপদেশ আমাদের জীবনেও শুনি নাই। এই বলিয়া ভক্তগণ সকলেই শুদ্ধভক্ত সন্ন্যাসী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আশ্বাসবাক্যে তাঁহাদিগকে শুদ্ধ হরিকথা বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং সকল কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী নগর কীর্ত্তনান্তে সভা হয় এবং ৩ ঘণ্টাকাল শুদ্ধভক্তের ভাববিরুদ্ধের সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণে এক নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন।

হায়! কাল কলি তাই হরিকথার বক্তৃতিমানগণের এই দুরবস্থা। গোস্বামিত্ব গুরুগত না হইয়া শ্রোত্রগত হওয়ায় এই দুর্দ্দশা। কোথায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৃহে গৃহে যাচিয়া যাচিয়া হরিনাম প্রচার করিলেন আর আজ তাঁহার বাক্যত্রুব কন্যা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও হরিকথা বলিতে বিমুখ। কলাহত হইয়া নিজ পরিচয় হরিকথা বলিতে অনিচ্ছুক পণ্ডিত মহাশয় কি ভাগবত পাঠ করেছেন? যদি তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভাগবত পাঠের সৌভাগ্য লাভ করিতেন তাহা হইলে তিনি দেখিতেন যে শ্রীশুকদেব গোস্বামী কি মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় আহূত হইয়া হরিকথা বলিয়াছিলেন? বসুদেবপুরে আগত কেবলি নারদের এবং নিমিরাজার যজ্ঞে অনাহূত ভাবে উপস্থিত নবযোগেন্দ্রের হরিকথা বলা কি অন্যায় হইয়াছিল?

বোধ হয় স্থানীয় তরলেকবিগের নিকট হইতে শুদ্ধভক্তি প্রচারকগণের শুদ্ধভক্তিমার্গের কথা শ্রবণে ভীত হইয়া সকলের সম্মুখে প্রকৃত গোস্বামিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিচারের নিজের প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত হইবে জানিয়া তাঁহার ব্যবস্থলীয় পার্শ্বস্থ সভাগৃহে উপস্থিত হইবার সৎসাহস পান নাই। আর তিনি যদি নিজকে প্রকৃত বৈষ্ণবদাস বলিয়া জানিতেন তাহা হইলে শ্রীল জীবগোস্বামীর 'বৈষ্ণবনিন্দকস্তু ছিন্না ভেত্তব্যা' বাক্য পালনে বদ্ধপরিকর হইতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া শুদ্ধভক্তগণের পরমহিতৈষী কীর্ত্তনাঙ্গের 'পালায় চরম কলি পাড়িয়া দিয়াছে।' এবং 'দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে।' দেখিলেন কেন? কিন্তু শ্রীযুক্ত কেশববাবু ভক্তগণের সভায় কার্য্যে আনুকূল্যাদি দানে স্বীয় নিরপেক্ষতা দেখাইয়া সকলের সন্তানার্হ হইয়াছেন। প্রচারকগণ ৮ই ফাল্গুন এগরায় শ্রীহরিকথা বলিয়াছেন।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২১শে আষাঢ় শনিবার ১৫৩১, ৫ই জুলাই ১৯২৪ | ৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান মাসের নাম 'বামন'। এই মাসে বামনদেব মধ্যযাত্রা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলে পার্ষদগণ সহ শ্রীবামনদেবের খোলো নগর কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সপ্তাহটীও ভক্ত ও ভগবানের লীলাস্মারক উৎসবময়। মধ্যাহ্নে দিবস শ্রীগৌরসুন্দরের 'বিরহবরুণ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর তিরোভাব বাসর। স্বরূপ-রামানন্দের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্র এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কত অন্তরঙ্গলীলা করিয়াছেন, মধ্যাহ্নে "যঃ গৌরাঙ্গবরঃ", শ্লোক আস্বাদন করিয়াছেন।

গতকল্য ১৮ই আষাঢ় তারিখে দুইজন গৌরনিজজনের তিরোভাব উৎসব বাসর ছিল। একজন গৌরশ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব পণ্ডিত; অপর জন গৌরগোবিন্দ প্রণয়ী-পাত্র শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

গৌরাঙ্গদেবের নির্দ্দেশে যিনি মুখে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের অধিকারী ছিলেন তিনিই গৌরলিখিত পণ্ডিতাখ্য শ্রীগদাধর গোস্বামী।

শ্রীগদাধর আজন্মবিরক্ত বৃহদ্ব্রতী পুরুষরূপে প্রকট লীলায় অভিনয় করিয়াছেন। এখনকার মত তখন গোস্বামী ও পণ্ডিত উপাধি জাতিগত বা বংশগত ছিল না। যাঁহারা কৃষ্ণসেবার উচ্চাধিকার পুরুষ, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও গোস্বামী পদ দ্বারা অভিহিত করা হইত।

পণ্ড শব্দের অর্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। যাঁহার বেদ-প্রতিপাদ্য শ্রীভগবানে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপা উজ্জ্বলা বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত। ভক্তিরাজ্যে অভিমানযুক্ত জড়পণ্ডিত্যের কোনও মূল্য নাই।

"পণ্ডিতের অধিক দম্ভ করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

'গোস্বামী' বলিতে কোনও বংশ বা জাতিকে বুঝায় না। 'গো' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের স্বামী বা প্রভু। অর্থাৎ যিনি হৃষীকেশের সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষই গোস্বামী। যেমন শ্রীনাথ গোস্বামী, শ্রীশুকদেব গোস্বামী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি ষড় গোস্বামী।

গৃহী ব্যক্তির কোনও দিন গোস্বামী উপাধি নাই। উহা সোণার পাথর বাটির ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধার্থ জ্ঞাপক। গোস্বামী উপাধি কোনও কালে বংশগতও হয় না। যেমন ষড়্গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃপিতামহগণের গোস্বামী উপাধি ছিল না। এবং তাঁহাদের পৌত্রকলত্রপুত্রগণ সেই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

সেই পদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ শক্তি। নিত্যকাল গৌরসুখের সহিত যুক্ত। চন্দ্রশেখর মিশ্র বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত গৌরপদের শ্রীবিগ্রহ আজিও পূজিত হইতেছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রচারিত অদ্বৈতপ্রেমধর্ম্ম ও গোস্বামিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত কালধর্ম্মের দ্বারা অপ্রকাশিত হইলে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে একবার গৌর-নিজজন শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগতে উদিত হইয়া শুদ্ধা ভক্তির যাজনীয় প্রণালী প্রচার করিয়াছিলেন। স্মার্ত্তাচারের বৃথা আস্ফালন, নির্ব্বিশেষবাদীর জ্ঞান গরিমা, যোগীর সিদ্ধি-বৈভব ভক্তিরাজ্যের সম্মুখে ম্লান হইয়াছিল পড়িয়াছিল কিন্তু কালধর্ম্মে তাহাও পুনরায় অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছারূপ কৈতব কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইল।

সনাতনধর্ম্ম সংরক্ষণকারী শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আবার পূর্ব্বদিকে অরুণোদয় দৃষ্ট হইল। ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল নাম-ভাস্কর উদিত হইলেন। জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের স্বর্চিক বিদূরিত হইল।

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দৃপ্ত সমাজ যখন শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে দুর্ব্ব, অনভিজ্ঞ, অল্পবিদ্যাবী ছোট লোকের ধর্ম্ম বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতেছিল, যখন বহির্ম্মুখতা, নাস্তিকতা, দেহাত্মবোধময় স্মার্ত্তাচার, নিষ্কিঞ্চন সমন্বয়কে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হইতেছিল এবং যখন বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে নানাবিধ উপসম্প্রদায় ও অপসম্প্রদায় ব্যভিচার, লাম্পট্য, বলিভৃবৃত্তি, কামজ ভাবপ্রবণতা, মূর্খতার তাণ্ডব নৃত্যে ও বৃথা প্রজল্পে জগতে সমূহ অমঙ্গল সাধন করিতেছিল, তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

অজ্ঞজনাদী বহির্ম্মুখগণ তাঁহাকে যেরূপেই দর্শন করুক, তিনিই বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি প্রচারের একমাত্র আচার্য্য।

তিনি গোস্বামী সিদ্ধান্তগ্রন্থের সারসংগ্রহকারী। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রমধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লুপ্ততীর্থ ও লুপ্তগ্রন্থ উদ্ধারকারী। তিনি অহৈতব প্রেমধর্ম্মের ক্রমপন্থা প্রদর্শনকারী।

তিনি শতাধিক ভক্তিগ্রন্থাবলীর রচয়িতা ও সংকলন কর্ত্তা। তাঁহার রচিত বৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, কৃষ্ণসংহিতা, হরিনাম চিন্তামণি, তত্ত্বসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র মুমুক্ষুব্যক্তি লোকের জীবন কর্ম্মাবর্ত্তের দুর্গিপাক ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসা, কৈবল্যমুখাবলেহোদ্ভব দুর্ব্বুদ্ধি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুদ্ধা অহৈতুকী কৃষ্ণসেবার বিমল সিদ্ধালোকে অমৃতময় হইয়াছে।

তাঁহার রচিত কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা প্রভৃতি গ্রন্থ কত মধুর, কত কল্যাণামৃতের খনি, তাহা যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে কণ্ঠহারস্বরূপে পরিধান করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

তিনি বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন। ভগবানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর প্রেমবিবর্ত্ত, শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীর সৎক্রিয়াসারদীপিকা তিনি বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। ঐসকল গ্রন্থ প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত হইলে স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠা, অর্থ ও ব্যভিচার ধরা পড়িবে বলিয়া ঐ গ্রন্থ এতদিন লুপ্ত হইয়াছিল।

তিনি বহু প্রাচীন গ্রন্থের সুবিস্তারপর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতা, কৃষ্ণকর্ণামৃত, ভাগবতার্কমরীচি-মালা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা, তাহাদের ব্যাখ্যা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, ঈশোপনিষদ্, শ্রীলরূপ গোস্বামীর উপদেশামৃত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিয়াছেন।

তিনি সজ্জনতোষণীপত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। তাহাতে কত বিচার ও গবেষণাপূর্ণ সুলিখিত প্রবন্ধ সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের লুপ্ত প্রকটস্থলী মায়াপুর যোগপীঠ উদ্ধার করিয়া সেইস্থানে শ্রীগৌর বিগ্রহ স্থাপন করেন।

সেই আচার্য্যের অপ্রকট উৎসবে কি দিয়া আমরা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিব? আমরা নশ্বর বস্তুগোলকস্থ দেহ সম্পর্কযুক্ত বন্ধু বান্ধবের বিয়োগ, জন্মমরণশীল পিতা মাতার প্রয়াণে, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, দেশনেতা, সমাজনেতা, জড়ীয় শিক্ষা বিভাগের সংস্কারক প্রভৃতির ইহলোকত্যাগে কত সম্মান দেখাইয়া থাকি। কিন্তু ভক্ত ও ভাগবত যে উহাদের অপেক্ষা কত কোটীগুণ আমাদের পূজ্য, তিনি যে আমাদের কত মঙ্গল-বিধাতা তাহা আমরা জানি না; জানি না বলিয়াই তাঁহাকে প্রাকৃত ব্যক্তিগণের সহিত সমান মনে করি, তাঁহাতে জাতি বুদ্ধি করি, মনুষ্য বুদ্ধি করি—অনন্ত নরকের পথের পথিক হই।

ভগবান বলিয়াছেন—"আমার পূজা হইতে ভক্তের পূজা বড়"। তিনি এই পূজাধোক্ষজক্ষেত্রে নিজে আচরণ করিয়া শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাবে হরিদাসকে কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছেন, ভিক্ষা করিয়া তিরোভাব মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন, ভক্তের তিরোভাব মহোৎসবে ভক্তগণকে নিজ হাতে প্রসাদ পরিবেশন করিয়াছেন। ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক গ্রহণ করিয়াছেন।

ভক্তের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা কর্ম্মফলবাধ্য জীবের যোনিভ্রমণের ন্যায় আগমন প্রস্থান মাত্র নহে। বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদগণের প্রপঞ্চে আগমন জীবের নিত্য কল্যাণের জন্য।

পুরী-দর্শন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীচরিতামৃত পঃ ২—

[illegible] 'শ্রীকৃষ্ণ,' 'শ্রীচৈতন্য', বা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। এখানে আসিয়া দেখিলাম, সম্মুখে অনন্ত নীলাম্বুরাশি মাথা লুটাইয়া বৈকুণ্ঠে পড়িতেছে, তাহার পদতলে ঈষৎ তরঙ্গরাশি নৃত্য করিতেছে। দেখিলাম, শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির, দেখিলাম শ্রীঠাকুর হরিদাসের সমাধি [illegible], গম্ভীরা কত কি দেখিলাম। আজ [illegible] দেখিয়াছি, কত বৎসর দেখিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব এত বৎসর এইসব দেখিয়াছি। আবার দেখার জন্য তাড়াতাড়ি করা চাকর, যিনি জন্য বদুর-আঁকা গেলাস, ঠাকুর যার জন্য শ্রীমহাপ্রসাদ, বলাবাবুর জন্য তুলাবলীচন্দন, তদুপরে দেখিবার জন্য সমুদ্রের রং বেরঙের কড়ি ও ঝিনুক, কত কি ক্রয় করিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। এই ভাবে শ্রীক্ষেত্রে আসা ও যাওয়া কত করিলাম; কিন্তু কৈ একে স্মরণও ত কেহ বলিয়া দেয় নাই 'ওগো' তুমি কোথায় আসিয়াছ জান? এই কি শুধু খেলা কিনিবার বাজার? না, বদ্ধ সাধকের স্বাধীন নিবাস? না, না। তুমি দেখ, তুমি কর 'ঐ দেখ,

মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণ-প্রেমরঙ্গে॥

আরও দেখ—

(তাঁহার) অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ-বিরহ তরঙ্গ।

বলে—

নানা ভাবে ব্যাকুল (তাঁহার) মন আর অঙ্গ॥

এই দেখ, শ্রীমন্মহা—

প্রভু পাইয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অস্থিসন্ধি দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥

একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি দূরে ছিদ্র চর্ম্ম করে হাত হাত॥
ঐছে অদ্ভুত।
চতুর্দ্দশ গ্রীবা কটী অস্থি সন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।

* * *

মুখে লাল ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।

ঐ শোন, শ্রীপ্রভু ক্রন্দন করিয়া বলিতেছেন—

গোবর্দ্ধন চৈতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥
ইহা চৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখো যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধা ঠাকুরাণী।
সখী সাথগণ সঙ্গে করিয়া সাজনি॥
তাঁর লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥

তুমি সমুদ্রের দিকে চাহিয়া তেউ গণিতেছ! সমুদ্রের শোভা দেখিতেছ—আর কুর কুরে বাতাস উপভোগ করিতেছ, কিন্তু দেখিতে পাও কি?

চন্দ্রকান্তো উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝল মল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
জলক্রীড়ে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥

তখন—

পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।

প্রভুকে—

কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে

প্রভু—

তরঙ্গে মরিয়া কিবে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।

এই ভাবে—

কেহ গাছের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।
কখনও চুলাইয়া যায়ে কখনও তাকাইতে লাগিয়া যায়।

তুমি বসিয়া কি করিতেছ? ইহাকে তুমি কি করিতেছ? কখন কাজ সুরু করিবে? এই ভাবে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। অমনি সম্মুখে দেখি এক পাগল দাঁড়াইয়া।

প্রচার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তত্ত্বজ্ঞগণ ধীরে ধীরে সেই সর্ব্বনাশের বিষের কুসংস্কার সমূহের ছেদন করিতে থাকেন। যতই কুসংস্কারগুলি ছিন্নভিন্ন হইতে থাকে, সাধারণ হওয়ার সাধকের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানটী ততই পরিস্ফুটভাবে ধারণ করিতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "সত্ত্বং এবাত্র চিদ্রূপি মনঃ যাবদ্ধ-যুক্তিভিঃ" অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞাপক বাক্যরূপ অস্ত্রদ্বারা তত্ত্বজ্ঞগণ ভোগমোক্ষাসক্ত জীবের অনাদ্যনুভূতিরূপ সংস্কারসমূহের ছেদন করিয়া থাকেন। যে সময় কুসংস্কারসমূহের ছেদন-কার্য্য সাধিত হয়, তৎকালে সাধকের মন পূর্ব্বাসক্তিবশতঃ কথঞ্চিৎ ক্ষুব্ধভাব ধারণ করিলেও তত্ত্বজ্ঞ-পুরুষের শিক্ষাকৌশলপ্রভাবে তিনি অচিরে কুসংস্কারসমূহ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। উক্ত কঠ-শ্রুতি পুনশ্চ বলিতেছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ যাহারা জীব মানবিক বলসম্পন্ন তাহারা কুসংস্কারসমূহ পরিত্যাগে অসমর্থ ও তদ্ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের শিক্ষাধীনে থাকিতে চাহেন না। ইহারা ভোগময় রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উন্নত চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হইবার অযোগ্য। জন্মজন্মার্জ্জিত কুসংস্কারসমূহকে পূর্ব্ববৎ বলবান রাখিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভে যাহারা প্রয়াস করেন, তাহারা যে অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধিমান তাহা জনসমাজকে জ্ঞাত করাইবার অভিপ্রায়ে জনৈক মহাজন নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন—

"পীড়ন্তে বিষু পত্নিনী পুতন্ লেং উদ্ভব"

অর্থাৎ স্ত্রীলম্বুক পক্ষিণী হইতে
প্রসব-বেদনা-ব্যতীত সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে
পিতার জ্ঞানোদয় হয়। প্রসববেদনাটী যে সন্তানবিজ্ঞানের একমাত্র উপায় ও উপেক্ষিতের যে সন্তান নির্গত হইতে পারে না স্ত্রীলম্বুক তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না।

৬। নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপরীক্ষুদ্ধে আপাত যথার্থ তত্ত্বকথা প্রচার করেন। তাহারা জানেন যে মানব-জীবনের চরমপ্রয়োজনীয়তত্ত্বই ভগবৎপ্রেম এবং ভগবৎ-সেবা হইতে উহা স্বয়ং আবির্ভূত হইবে; সেইজন্য বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবজীবনেই উহা লভ্য, তজ্জন্য প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে উহার বীজ বপন-কার্য্যোদ্দেশ্যে তাহারা নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনুগত মহাজনদিগকে বলিয়াছিলেন "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।" সেই ভগবদাজ্ঞা মানবীয়-হৃদয়ে কথঞ্চিৎ বলবান করিয়াছে এবং সেই বলাধানের বলে শুদ্ধভক্তগণ স্থির থাকিতে পারিয়া অজ্ঞানান্ধ জীবসমূহকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যত্ন করেন। কুসংস্কারাবরুদ্ধমানবগণের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের বিত্তাপহরণ অথবা স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন প্রভৃতির আদৌ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বরং—কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির মর্ম্মস্থল ভেদ না করিলে কুসংস্কারের বীজ বপন করা যায় না হেতু ভক্তগণ যে সমুদায় অপ্রিয় বাক্য বলেন তাহাদিগকে অপরাধ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। কপটীগণের কপটতাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেওয়া প্রচারের এক অঙ্গ। যাহারা কাপট্যের ছদ্মবেশ করিতে অক্ষম বিধায়, অথবা কোন অসদুদ্দেশ্য বলবতিতা-হেতু, কপটগণের কপটতাকে জন সমাজে ব্যক্ত করিতে পারেন না কিংবা সাহসী হন না তাহারা প্রকৃত পক্ষে প্রচারক পদবাচ্য নহেন। "একজন পথিক সন্ধ্যাকালে একটী অরণ্য পার হইয়া স্বগৃহে গমন করিবার মানস করিয়াছেন। ঐ অরণ্যে কতিপয় দস্যু পথিকগণের ধনাপহরণার্থে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ উক্ত পথিক-দিগকে বলেন, "ভাই সকল! তোমরা এই গ্রামেই বিশ্রাম

৬৫। সন্ধ্যাকালে ঐ অবস্থা

যেহেতু প্রবিষ্ট হইবা মাত্রেই সন্ধ্যাদেব তোমাদিগের দেহ-সম্বন্ধ সৃষ্টি করিবে, তাহা হইলে সন্ধ্যাদিগের কৃতি করা ও পথিকদিগকে রক্ষা করা উভয়বিধকার্য্য একাধারে সম্পন্ন হইবে। সন্ধ্যাদেব সাক্ষাৎসম্বন্ধে লাভে বঞ্চিত হইলেও লৌকিকভাবে অন্ন-চৈতন্যবৃত্তিরূপ পাপাচরণ হইতে রক্ষা পাইবেন। অতএব ঐ কার্য্যে যে সন্ধ্যা ও পথিক উভয়েরই মঙ্গল হইবে ইহা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? অতএব প্রচারক কর্ত্তৃক ঈশের তোষদমূহ ব্যক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আপাততঃ তাহা অপ্রীতিকর হইলেও ভবিষ্যৎকল্যাণের তাহা প্রাপক বা জনক সন্দেহ।

নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ অথবা তাহারও প্রাণে ব্যথা দেন না। যে স্থলে ব্যথা না দিলে কোন প্রকারেই তত্ত্বকথা হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে না বিবেচনা করেন, সেই ক্ষেত্রে ঈশের করুণার তাহা সম্পাদনে তাঁহারা আদৌ পশ্চাৎপদ হন না এই জন্য শাস্ত্রে ভক্তহৃদয়ের বর্ণনকালে কথিত হইয়াছে "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" অর্থাৎ কুসুমবৎ কোমলতা ও বজ্রবৎ কঠোরতা উভয়বিধ ভাবই ভক্তহৃদয়ে অবস্থান করে। পৃথিবীতে অভক্তের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং তাহারা নানাবিধ অসদ্বিচারের দ্বারা পরিচালিত হন। সুসিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে হইলে নিশ্চয়ই অসদ্বিচারের দোষগুলি ব্যক্ত করিতে হইবে এবং তাহা করিতে উদ্যত হইলে সুবৃহৎ অভক্তমণ্ডলী যে মুষ্টিমেয় ভক্তগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে ইহাও ধ্রুব সত্য। তথাপি ভগবদ্ভক্তগণ এতাদৃশ নির্ভীক যে জীব উদ্ধারকল্পে সত্য প্রচার করিতে যাইয়া যদি তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় ও তৎকালে দেহান্ত হয় তাহাতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। বহু জীবের জন্য প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। ভক্তদিগকে যাহারা নিন্দাদি করিতে না শিখিয়া তাঁহাদিগের নিন্দা করেন বা তাঁহাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হন, তাঁহাদিগকে কলির চর বিবেচনা না করিলে কাহারও ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

৮। 'আলাচ' সমূহকে 'ছাটিয়া' ফেলাই প্রচারের প্রথম পাঠ। এই জন্য শাস্ত্রে সকলপ্রকার পরমতখণ্ডন ও তৎসহ স্বমতসমর্থনের প্রথা দৃষ্ট হয়। পিত্ত-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি 'মিছরি' খাইতে চাহে না এবং উহা সুমিষ্ট পদার্থ হইলেও তৎকালে তিক্ত বোধ হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে পিত্ত-রোগীকে 'মিছরি' খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে এবং তদ্রিমিত্ত জোর পূর্ব্বক অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'মিছরি' খাওয়াইতে হয়। ক্রমশঃ পিত্ত-প্রকোপ হ্রাস পাইতে থাকে, 'মিছরি'ও তৎ পরিমাণে সুমিষ্ট বোধ হইতে থাকে। অবশেষে রোগ সমূলে নষ্ট হইলে পূর্ব্ববৎ 'মিছরি' পরম উপাদের খাদ্য মধ্যে গণ্য অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু এই রূপ ভাবে ভোগ বা মোক্ষাসক্ত ব্যক্তিগণ ভগবৎ রূপ-গুণলীলা রূপ 'মিছরি' খাইতে চাহেন না এবং উহাকে অকিঞ্চিৎকর বিরস মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে তাহা অজ্ঞানরূপ ব্যাধিনাশক পদার্থ এবং তাহেতু ভক্তগণ কদাচারী ব্যক্তিগণকে যাহাতে ভবিষ্যতে রুচিসম্পন্ন করিতে পারা যায় এরূপ যত্নবান হন।

'আমার ব্যাপারী' যেরূপ জাহাজের খবর রাখে না, তদ্রূপ তুচ্ছ ভোগাসক্ত বা মোক্ষকামী ব্যক্তিসকল অহৈতুকী ভগবৎসেবার উপাদেয়তা অবগত নহেন। তাহারা যে রসে রসিক, তাহার উপাদেয় দিকটী মাত্র তাহারা অবগত। সেই রসের যে কেমন একটী দিক্ আছে তাহা তাহারা জানেন না। ভক্তগণ বাহ্যবিষয়ের উভয় দিকই অবগত আছেন এবং কেমন দিকটীর বিশালতা ও উপাদেয় দিকটীর সংকীর্ণতা দর্শনে তাহারা তাহাতে বীতরাগী। তাহারা কেবলমাত্র ভগবৎসেবারূপ কার্য্যটীকে সর্ব্বদিক্ সুন্দর বলিয়া অবগত হওয়ায় তাহারই পক্ষপাতী এবং দুঃখ-সঙ্কুল-বৈষয়িক সুখপ্রার্থী মানবগণকে অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল। যাহারা তাহাদিগের বাক্যে উপেক্ষা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইবেন, তাহাদিগকে কখনই বুদ্ধিমান বলা যাইতে পারে না।

১০। ভক্তজ প্রচারকের আচরণ সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ও সদ্ভাব সম্বন্ধ। যাহার আচরণ সদ্ভাবসম্বন্ধ নহে, তাহাকে কখনই প্রচারক মনে করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।" যাহার আচরণ যত শুদ্ধ, তৎকর্তৃক প্রচারও তৎপরিমাণে ফলপ্রদ। যিনি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধাচারে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই আচার্য হইবার যোগ্য। উপনিষদ বলেন "আচার্যবান্ পুরুষোবেদ" অর্থাৎ যাহার আচার্য লাভ হইয়াছে, তিনি তত্ত্ববস্তু অবগত হইবেন। কপটাচারী-ব্যক্তির সঙ্গে কাপট্য বৃদ্ধি পায় এবং তৎফলে শ্রদ্ধা হইতে অধিকতর দূরে অবস্থান করিতে হয়। যত্নসহকারে কপটাচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। যাহারা কপটীকে সাধুজ্ঞানে তাহার সঙ্গ করেন, "যতি যদ্বলক্তিঃ বুদ্ধিশক্তিরপেক্ষতে" এই ন্যায়ানুসারে তাহাদিগের বুদ্ধি ক্রমশঃ ঔপসর্গিক দোষে অধিকতর দূষিত হইয়া থাকে।

১১। আজকাল যদে যদে যেরূপ সাম্যবাদিক, দেশ হিতৈষী ও ধর্মধ্বজী প্রচারকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে শুদ্ধভক্তি ধর্ম প্রচারের পথ অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ হইতেছে। এই সমুদয় কপটীগণের ছলনায় সরলমতি ব্যক্তি সকল মুগ্ধ হইয়া উন্নতির পথটীকে অবরুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যদি এখনও আমরা সতর্কতার সহিত উক্ত কপটীগণের গতিরোধ করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে ভারতবর্ষ অচিরে সয়তানের লীলাভূমিতে পরিণত হইবে। রাজনীতি বা সমাজনীতির সহিত ভাগবত ধর্মের আদৌ সম্বন্ধ নাই জানিয়া উক্ত নীতিদ্বয়ে কুশল কপটীদিগকে অনাদর করাই বুদ্ধিমত্তা। আমরা শুনিতেছি যে দেশ হিতৈষী কপটীগণ অনেকের হৃদয়ে "দেশকে উদ্ধার করিতে সমর্থ না হইলে ধর্ম-জগতের ভিত্তিস্থাপন হয় না" এরূপ ধারণা বদ্ধমূল করা হইয়াছে। এই ধারণাটী কিন্তু ভ্রান্তিপূর্ণ। যাহারা তুচ্ছ দেশ দেশ করিয়া ব্যস্ত হইবেন, তাহারা ক্রমশঃ রাজভক্তির অভাবে রাজদ্বারে নির্যাতন ভোগ করিবেন এবং যত ঘন ঘন দণ্ডিত হইবেন ততই প্রতিহিংসা-বৃত্তি অধিকতর জাগরূক হইবে প্রতিহিংসার ভাব যতই বৃদ্ধি পায়, মানবগণ তৎপরিমাণে অধিকতর ধ্বংসপ্রবণতার দাস হইয়া থাকেন। ধ্বংসপ্রবণতার অধীন হইলে নির্ধ্বংসমানস-ভক্তাভক্তবস্তুকি সুদূরে চলিয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি হইতে মানবগণ যতই দূরে নিক্ষিপ্ত হন, ততই তাঁহারা সয়তানী-পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং দেশহিতৈষিতার দ্বারা যে ধর্ম জগতের ভিত্তি স্থাপন না হইয়া অধর্ম জগতের ভিত্তিতে মজবুৎ করা হয়, ইহা যাহারা স্বীকার করেন তাঁহারাই বুদ্ধিমান, সন্দেহ ও কপটতাশূন্য।

জীবের নিত্য-ধর্ম।

অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীভগবানের শক্তিসমূহ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা, জীবশক্তিকে তটস্থা ও মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। জীবগণ অণু-চৈতন্য বলিয়া তাঁহাদের মায়াশক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে। এই তটস্থাখ্যা জীবগণ নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধভেদে দ্বিবিধ। নিত্যমুক্তজীবগণ কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ায় কৃষ্ণের পারিষদরূপে নিত্যকাল তাঁহারই সেবাতে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু নিত্যবদ্ধজীবগণ কৃষ্ণবহির্মুখ হওয়ায় ভগবানেরই মায়াশক্তি তাঁহাদিগকে ধরে ফেলিয়া এই দুঃখময় সংসারে আনয়ন করতঃ বিভিন্ন যোনিতে স্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগের দুষ্ট স্বভাবের সংশোধন করিতেছেন। জীবগণ এইরূপে সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোনও অজ্ঞাত সুকৃতিক্রমে কোন সাধুগুরুর সঙ্গ লাভ করেন, তবে সেই মহাত্মার উপদেশবাক্যে মায়াজাল ছুটিয়া যায় এবং তাঁহারা নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের নিত্যপ্রভু শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। ভগবৎ-সেবাপরায়ণ এই জীবসমূহকে মুক্তজীব বলা যায়। সুতরাং এই জগতে আমরা দুইশ্রেণীর জীব দেখিতে পাই। এক নিত্যবদ্ধ আর এক মুক্ত। মানবগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ সেবা না করিয়া মায়ার সেবায় নিযুক্ত—সেই সকল হরিবিমুখ মনুষ্য ও যাবতীয় গো, মহিষ, কুক্কুর, শূকর, পক্ষী, কৃমি ইত্যাদি জীব নিত্যবদ্ধ এবং শ্রীভগবানের ভজনপরায়ণ জীব সকলই মুক্ত

জীবনাশে অভিহিত হয়েন। কেহ কেহ সংসারে বিরাগ-জনায় দগ্ধীভূত হইবার ভয়ে স্ত্রীপুত্রাদির মায়াতে আবদ্ধ না হইয়া কষ্টবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবানের সেবা করাই যে জীবমাত্রের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম তাহা অবগত না হইয়া তাঁহারা তাঁহার সেবায় বিরত থাকেন এবং আপনাদিগকে মায়ামুক্ত জীব বলিয়া অভিমান করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা মায়ামুক্ত জীব নহেন; তখনও তাঁহারা মায়ার মধ্যেই অবস্থান করেন। কারণ জীবের থাকিবার দুইটী মাত্র স্থান; একটী মায়িকজগৎ, চৌদ্দ-ভুবনাত্মক দেহীরূপে ও অন্যটী চিজ্জগৎ বা ভগবদ্ধামে। মায়িকজগৎ ও চিজ্জগৎ ব্যতীত অন্য কোনও জগতের ধারণা করিলে তাহাকে অখণ্ডিত্বের ভ্রান্ত কল্পনা বা মিথ্যা ধারণাই বলিতে হইবে। অতএব সাধকগণ বুঝিতে পারেন যে ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত জগতে যত জীব আছেন তাঁহারা সকলেই মায়াবদ্ধ জীব ব্যতীত অন্য জীব নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

যখন নৈষ্কর্ম্যরূপে নির্ম্মল জ্ঞান অচ্যুতভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন স্বতঃ সর্ব্বদা অমঙ্গল যে কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কিসে শোভা পাইবে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পরি।

শ্রীরামানন্দ রায় সাধ্যের নির্ণয়ে মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন 'যে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই সর্ব্ব সাধ্য সার'।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণং॥

(গীতা ৯ম, ২৭

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে কৌন্তেয় তুমি যাহা কিছু কর, যাহা ভক্ষণ কর, যে যজন কর, যে দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ৮ পরি;

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঔপনিষদ ব্রহ্মভূতত্ব প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসারবন্ধনের সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি শোক করিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই আত্মা লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধ অবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে, কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে শরীরী জীব জীবননির্ব্বাহের জন্য যতপ্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায় উক্ত তিনপ্রকার নিষ্ঠা হইতে করে অথবা ইন্দ্রিয়সুখ-নিষ্ঠারূপ অধমনিষ্ঠা হইতে করে। জীবমাত্রের যে পর্য্যন্ত না হরিকথায় রুচি উদয় হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়েন, এবং তখনও তাঁহাদিগকে বদ্ধজীব বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯) বলেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

কামকন্দারিতেও চিরকাল প্রস্তুত থাকা বিধেয় নহে; যতদিন সৎকথা-শ্রবণাদিতে বিশেষ শ্রদ্ধা না জন্মে এবং তদনুসারে ভোগে বিরক্তি না আসে, সেই পর্য্যন্তই কন্দকন্দরে নিবিষ্ট থাকা বিধেয়।

জীবগণ যদি সদ্গুরুমুখনিঃসৃত উপদেশ বাক্য শ্রবণ না করিয়া নিজে মনঃকল্পিত ধারণার বশে কিংবা অসৎ উপদেষ্টার উপদেশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দে একান্ত শরণ না লয়েন, তবে তাঁহারা কখনই মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তাই শ্রীগীতোপনিষদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(গীঃ ৭ম অঃ ১৪ শ্লোক)

এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া অত্যন্ত কষ্টে পার হওয়া যায়। একমনে আমাতে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন। যদিও মায়া শ্রীভগবানেরই একটী শক্তি, তথাপি এই মায়াশক্তি ভগবদ্-রাজ্যের বা চিজ্জগতের পরিবেশে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারই (শ্রীভগবানেরই) দাসীরূপে কার্য্য করিতেছেন। এই মায়াশক্তিই জড়জগতের অধীশ্বরী দেবীনামে পরিচিত। শ্রীভগবানই সত্যবস্তু বলিয়া অনাদি ও নিত্য। তদ্ব্যতীত সকল বস্তুই অসত্য ও অনিত্য। শ্রীভগবানকে নিত্যসত্যযুক্ত সত্যবস্তু বলিলে তাঁহার নিত্যসেবক বা ভক্তবৃন্দকেও সত্য এবং নিত্যবস্তু বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ যেরূপ প্রজাহীন রাজা কিংবা শিষ্যহীন গুরু থাকা সম্ভবপর নহে অর্থাৎ রাজা বলিলেই তাঁহার প্রজা আছে এবং গুরু বলিলেই শিষ্য আছে বুঝিতে হইবে, সেইরূপ সেবক বা দাসহীন সেব্যবস্তু থাকা সম্ভবপর নহে। ভগবদ্বস্তু প্রভু বা সেব্যতত্ত্ব বিধায় সেবকতত্ত্বসহ একই কালে একই স্থানে বর্ত্তমান।

তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই পদ সদা কর আশ।" অধিকাংশ মানবই অসদ্গুরুর উপদেশে ও কেহ নিজ মনঃকল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নশ্বর দেহে আত্মবোধ করিতেছেন। কেহ ধনমদে, কেহ বিদ্যামদে, কেহ জাতি-মদে কেহ যৌবন বা রূপমদে, মত্ত হইয়া অমূল্য অনিত্য সুখে বৃথা সময় অতিবাহিত করতঃ নরকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এবং তাঁহার সেবা করাই জীবের নিত্যধর্ম, এই ধারণার পরিবর্ত্তে স্ত্রীপুত্রাদিকে সেবাদানে নিরন্তর তাহাদের সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন। ভগবানই একমাত্র ভোক্তা এবং জীবগণ ও যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য এই ধারণার পরিবর্ত্তে নিজে ভোক্তা সাজিয়া যাবতীয় বস্তু নিজে উপভোগ করিতে সকলই চেষ্টিত। তাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা সকলের চেয়ে বেশী বুঝেন; তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহাই মনুষ্য-জীবনের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। কিন্তু একবারও ভাবেন না যে না। চক্ষু বুজিলেই সব নিরর্থক। শেষের দিনে কেহই সঙ্গে যাইবে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জীবগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অভক্ত এবং ভক্ত। যাঁহারা নিরন্তরভাবে শ্রীভগবানের সেবাতেই সর্ব্বদা নিযুক্ত তাঁহারাই ভক্ত, বাকী সকলেই অভক্ত। ভক্ত ও অভক্ত ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর জীবকে অভিহিত করা যাইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—(ভাঃ ৬ষ্ঠ স্কঃ ৩অ ২০ ও ২১ শ্লোক)

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃকুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ং॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥

স্বয়ম্ভূ, ব্রহ্মা, নারদ, সাক্ষাৎ ত্রিলোচন, সনৎকুমার, স্বায়ম্ভুব মনু, কপিলদেব, প্রহ্লাদ, জনকরাজ, ভীষ্ম, বলি, ব্যাসপুত্র শুকদেব এবং আমি (যম) এই আমরা দ্বাদশজন মাত্র ভাগবতধর্ম্মের তাৎপর্য্য অবগত আছি। হে দূতগণ, এই পবিত্র ভাগবত ধর্ম্মের বৃত্তান্ত অবগত হইলে, মানব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সাধনে জীবের নিত্যসেবাবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ভক্তিদ্বারাই জীবের সেবাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকামদেব দাসাধিকারী, ধানবাদ।

গৃহিবৈষ্ণবাচার।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমাচার্য্যবর্য্য কলিপাবনাবতারপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত-"সৎক্রিয়াসারদীপিকায়াং" —ভাগবতিকসদাচারপ্রকরণাদ্ গৃহিণামুক্তিঃ।

ইহাতে বৈদিক বর্ণাশ্রমে পঞ্চসংস্কার দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তির অনন্তকুলোদ্ধারক তাঁহারাই গৃহিবৈষ্ণব। সৎক্রিয়াসারদীপিকায়ঃ—

"শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রেণ দীক্ষিতবর্ণাশ্রমাভিমানিনস্তদনাশ্রিতা গৌরগণপত্ন্যাদি-ব্যতিরেকেণাবশিষ্টবর্ণাশ্রমাভাসীনাং গৃহস্থ-ভক্তানাং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ক্বাপি বেদে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসস্মৃতিপুরাণাদৌ চ নাস্তি এতেষাং এতৎকৃতে সত্যপি সেবানামাপরাধো ভবতে।"

বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাশ্রমাভিমানি বৈষ্ণব ব্যতীত গৌরগণপত্ন্যাদি ব্যতীত অবশিষ্ট অনন্তশরণ বর্ণাশ্রমী ও সঙ্কর অন্যাভাদি গৃহস্থ ভক্তের পিতৃদেবার্চ্চনাদি কার্য্য বেদশাস্ত্রে, সংসারে ও ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসস্মৃতিপুরাণাদিতে কোথাও আদিষ্ট নাই, অনন্তশরণদিগের পিতৃদেবার্চ্চন করায় দেবানামাপরাধ ঘটে।

শ্রীল প্রভুপাদ গোপাল ভট্ট "অনন্তশরণ" সম্বন্ধে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছেন যথা শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকায়াম্—"অনন্যানাং কেষাঞ্চিৎ শ্রীগোবিন্দোপাসকানাং গৃহিণামপ্যাদীনাং ইত্থানেন গৃহস্থব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রসঙ্করান্ত্যজাদীনাং ভক্তানাং কেবলশ্রীভগবন্মন্ত্রদীক্ষিতসদ্গুরূপদিষ্টানাং শ্রীভগবদ্ধর্ম্মকার্য্যং বিশেষতঃ অন্যথা।"

শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থে অনন্য শব্দে কেবল শ্রীগোবিন্দ উপাসক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। গৃহিণামপি শব্দে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণসঙ্কর অন্ত্যজ কেবল ভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত সদ্গুরুপদিষ্ট ভক্তদিগকে বুঝিতে হইবে।

তথা বশিষ্ঠসংহিতায়াং—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পজং চ
বৈষ্ণবং কর্ম্ম তত্তৎ চৈকাহং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো ভবেৎ

বৈষ্ণবং দেবপূজাদিকং কৃত্বা। পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি কৃত্বা। কিন্তু গৃহী গৃহস্থোপি বৈষ্ণবঃ সদ্গুরু-কেবলবিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টঃ। স গৃহী অনন্যশরণত্বেন কেবল-শ্রীবিষ্ণুপূজাদিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ন করিষ্যতীত্যর্থঃ।

গৃহী বৈষ্ণব নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য, দান, সঙ্কল্প, বৈষ্ণব এবং চৈত্র কর্ম্ম করিবেন না।

স্কান্দে বেবাখণ্ডে—

সঙ্কল্পং চ তথা দানং পিতৃ দেবার্চ্চনং দ্বিজম্॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টস্তু কুর্য্যাৎ কুর্ম্মধারণম্॥

চেৎ যদি বিষ্ণু মন্ত্রোপদিষ্টো লোকমাত্রঃ তদা পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ন কুর্য্যাৎ। পিতৃপদেন সকল পিতৃমাতৃলোকস্য গ্রহণং তত্তদর্চ্চনেন শ্রাদ্ধতর্পণাদি কর্ত্তুং। দেবার্চ্চনাদ্যেন গণেশাদিসকলদেবানাং গ্রহণং। আদি পদেন নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি অপরং নামাপরাধজনকং সমস্তং কর্ম্ম তথা সঙ্কল্পং তত্তৎকর্ম্মফলোদ্দেশকারকেমনোসঙ্কল্পরূপং। তথা দানং ফলাকাঙ্ক্ষয়েন বাক্যোচ্চারণম্ন কর্ত্তব্যং। তথা কুর্ম্মধারণং। চকারাৎ অপরাণি শ্রীভগবদ্ভক্তিনিষিদ্ধানি যানি যানি কর্ম্মাণি তান্যপি ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

মানব যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হন, তাহা হইলে সঙ্কল্প, দান, পিতৃ-দেবার্চ্চনাদি এবং কুর্ম্মধারণ করিবেন না।

মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্তবচনপ্রমাণত্বাৎ বর্ণাদিমনুষ্যমাত্রস্য ত্রয়ঃ ঋণং তদধীনশ্চ ভবতি। যথা বিষ্ণুসংহিতায়াম্—

"দেবতা পিতৃবন্ধূনাং ঋষিভূতনৃণাং তথা।
ঋণী ভবতি দানেন বর্ণাদি জন্মমাত্রতঃ॥

তত্তু শ্রীভগবন্মন্ত্রোপদিষ্টানন্যশরণগৃহস্থাদিনরমাত্রস্য ন স্যাৎ।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ বলে মনুষ্যমাত্রেই ত্রয় প্রকার ঋণের বশবর্ত্তী হয়। জন্মমাত্রেই মানব দেবতা, পিতৃ, বন্ধু, ঋষি, ভূত এবং মনুষ্যগণের নিকট ঋণী হন ও অধীনতা লাভ করেন। কিন্তু ভগবন্মন্ত্রে উপদিষ্ট অনন্যশরণ গৃহস্থাদি নরমাত্রেরই এই ত্রয় ঋণ হয় না। গৃহী বৈষ্ণবগণের ত্রিলোকস্থ পিতৃ মাতৃগণের শ্রাদ্ধ কিরূপ ভাবে ও কোন্ বিধি করণীয়? এতদ্বিষয়ে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ

গোপালভট্ট গোস্বামী নিজকৃত শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকায় শ্রীভগবদ্বচনের প্রমাণের দ্বারা নিজ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। যথা—"স্বয়ং জীবতি যদ্ভক্ত্যা পিতরি মতি তৎকথা তৎ সেবনাদিকং বিনা তস্মিন যথাকালে শ্রদ্ধা তথা পঞ্চমাপরে সতি তদ্ভক্তাঃ প্রাপ্তা বর্ণাশ্রমাদিষু সর্ব্বজীবেষু ভূরিভোজনাচরণাতিরেকেন যদি মন্ত্রকাস্তু তদা ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রেষু বিশেষতো বৈষ্ণবেষু চ সহজেনাহরহরাদিনিবেদনং বিনা তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রসাদচরণোদকাদিনিবেদনবাক্যং বিনাচ তেষ্বপ্রীতিরূপ স্বভাবতঃ তর্পণশ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াসম্বন্ধেন বাক্যরচনায়ংহাতত্বতঃ যেষাং তর্পণশ্রাদ্ধাদিবাক্যোচ্চারণাদংহাতক্রিয়াপরাধাঃ কাপিনঃ তথা তে পিতৃলোকান্ যান্তি তৎকর্ম্মবশাৎ।"

মহাগুরু পিতার জীবিত কালে তাঁহাকে ভক্তি সহকারে সেবনাদি ব্যতীত তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে "মৃতদিবসে" বর্ণাশ্রমাদি সকল জীবেরই ভূরি ভোজন-আচরণ ব্যতীত, মন্ত্রকের ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রে বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সহজ অন্ন জলাদি নিবেদন ব্যতীত পিতৃগণকে মহাপ্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত যদি আত্মার দণ্ডিদুঃখ ভাব বশতঃ কেহ তর্পণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াসমূহ সংঘাতক ব্রত কর্ম্মাদিদের ন্যায় ক্রিয়াপর হন তাহা হইলে তিনি তদ্রূপ কর্ম্মফলে পিতৃলোকে গমন করেন।

সৎসম্প্রদায়ের আনুগত্যে দীক্ষিত বা তদ্ভাবে আত্ম সমর্পণকারী ব্যক্তি আর তত্তৎকুলোদ্ভূত চাতুর্বর্ণ্যের কোনও অনিত্য বস্তু থাকেন না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

দীক্ষা, দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে জীব নিজকে কর্ম্মযোগীর পত্নীপুত্রাদিস্থ অনিত্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্যান্য বলিয়া ভাবনা করেন না। কারণ তিনি জানেন তিনি স্বরূপে নিত্য ভগবদ্দাস, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহ বা মনবুদ্ধি আদিরূপ ক্ষুদ্র সূক্ষ্মদেহ নহেন, তিনি অণু চৈতন্য জীব বিভু চৈতন্যের নিত্যদাসই তাঁহার নিত্য-স্বভাব। সুতরাং তিনি দীক্ষা-প্রভাবে অচ্যুতগোত্রত্ব লাভ করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপ ধর্ম্ম যাজন করিয়া থাকেন। তিনি পার্থিব শোক দুঃখে মুহ্যমান হন না। কাজেই দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অশৌচাদি থাকিতে পারে না। সাধারণ মনুষ্যের শোক দুঃখে চিত্ত-বৈক্লব্য হয়। চিত্ত-বৈক্লব্য হেতুই শাস্ত্রে অর্চ্চনাদির দেশকালাদিনিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নতুবা অর্চ্চনাদি ক্রিয়ার দেশকালাদির নিয়ম নাই এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন যথা,—ব্রহ্ম সূত্র—১ ৩ ১ ঐকাগ্র্যতা তদ্ধ্যানবিশেষাৎ ১ ৩ ৭

দেশ কালাদয়স্তেষু ঐকাগ্র্যতো ভবতি তস্যৈব স্বতন্ত্রত্বম্। তত্রৈব দেশে সেবেত তৎ কালং তদবস্থিতম্, তানেব কামান্ সেবেত মনো যত্র প্রসীদতি। আদিত্য পুরাণে—

"ন হি দেশাদিভিঃ কিঞ্চিদ্বিষ্ণোরত্র প্রসীদতি।
মনঃ প্রসাদনার্থং তু দেশকালাদিচিন্তনম্॥"

যে যে দেশে যে কালে ও যে অবস্থাতে মন প্রসন্ন হয়, সেই দেশাদিতে অর্চ্চনাদি করিবে। যেহেতু দেশাদির কোন নিয়ম উক্ত নাই। কেবল মনঃপ্রসাদনের নিমিত্তই দেশকালাদির বিবেচনা আবশ্যক।

গৃহী বৈষ্ণবগণের ভিন্নত্ব বহিঃ-বর্ণাশ্রমানুসারী অশৌচাদি পালন যাহাতে হয় তাহা কপিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার জন্য বা লোক সংগ্রহার্থে যাহাচরণ বুদ্ধিতে হইবে, উহা পালন না করিলেও তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত সৎক্রিয়াসার দীপিকায়—

"বৈষ্ণবধায়ঃপাতকপাতকাতিপাতকোপপাতকাদ্যু পাতকাদি কৃতপ্রত্যবায়পরিহারার্থং যৎ প্রায়শ্চিত্তং তদপি বৈষ্ণবস্য নাস্তি। কিন্তু চকারাৎ এব তৎ প্রাপ্যতে। কিং তৎ কেবলশ্রীগুরুপোষিকতঃ তদভাবে তৎপত্ন্যাঃ তদভাবে তৎ পুত্রাৎ তদভাবে সতীর্থগুরুভ্রাতুঃ তদভাবে সজাতীয়া হনন্যশরণাদ্ভূতঃ পুনঃ পঞ্চসংস্কারপূর্ব্বক শ্রীভগবদ্দীক্ষা গ্রহণম্। পুনঃ সংস্কারাতিশয়তয়ৈব তত্র শ্রীবিষ্ণুপূজনং

তন্ত্রাদিভিঃ কেশবীয়ৈরুদ্ধবনারদপুষ্করসংহিতাদিভিঃ কল্পনীয়ম্।"

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতিঃ যে সকল হরিভক্তিবিলাস, পাঞ্চরাত্র, অষ্টাদশ উপপুরাণ প্রভৃতি শ্লোকগুলির যে প্রামাণ্যতা তাহা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। একার চইতে সেই সকল প্রামাণ্য বচন তাঁহার দ্বারা চইয়াছে বুঝিতে চইবে। তাহা কিরূপ, শ্রীগুরুপ্রণালি চইতে তদ্রূপভাবে গুরুপরম্পরার নিকট চইতে, তদ্রূপভাবে তাঁহার পুত্রের নিকট চইতে, তদ্রূপভাবে গুরুর সতীর্থ ভ্রাতার নিকট, তদ্রূপভাবে স্বজাতীয় অন্তরঙ্গ সাধুর নিকট চইতে পুনরায় পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বক ভগবদ্ধামে মন্ত্রগ্রহণ করিবেন। পুনরায় সংস্কার দ্বারা অভিনব শুদ্ধ চইয়া বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজা তন্ত্রাদি শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণবন্দনাদি পূর্ব্বক মহোৎসব প্রভৃতি করিবে। যথা—

"বৈষ্ণবস্য ন সন্ধ্যেহ নো স্নানং ন চ কামনা।
প্রায়শ্চিত্তং চ নো যাগঃ সন্ধ্যাদেবার্চ্চনম্ হি
শুদ্ধপূতঃ সদা কার্য্যঃ কৃষ্ণধ্যানবন্দিতঃ।
কামনাদ্বয়রহিত শ্চান্যকাম্য বর্জ্জিতঃ॥

বৈষ্ণবের সন্ধ্যা নাই, স্নান নাই, এবং কামনা নাই। তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাগ নাই, পরন্তু সন্ধ্যাবন্দনাদির (তর্কের) পূজা করিবে। কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র এবং কৃষ্ণধ্যানে বন্দিত। যেহেতু তিনি কামনাদ্বয়রহিত এবং অন্যকামে বর্জ্জিত। গৌড়বৈষ্ণবগণের গুরুপরম্পরাদি ক্রম সংরক্ষণ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল প্রভুপাদ গোপাল ভট্ট কৃত সৎক্রিয়াসারদীপিকা নামক বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থের মতানুযায়ী করণীয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে "সৎক্রিয়াসার দীপিকা" বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী বলিয়াছেন যথা—

"এতানিহিতৈঃ কৃষ্ণসাক্ষাৎকরিভিঃ পুরাণাদি শাস্ত্রৈঃ তদ্বচনৈশ্চ যা কাশ্চিদ্যাঃ পদ্ধতয়ঃ কৃতা যথা বৈষ্ণবৈ-র্বেদোক্তপ্রমাণবচনৈঃ * গৌরাণিকাদিভিঃ তন্ত্রানেন পুরাণোপপুরাণতন্ত্রবেদমন্ত্রমাধ্বে,হরিভক্তিবিলাসাদি বচনৈ র্যথা পঞ্চাষ্টাদশ কল্প শাস্ত্রোক্তবচনৈঃ সপ্রমাণকৈঃ মন্ত্র দীক্ষা তাসাং পরাতন্ত্রঃ শ্রীভাগবতপঞ্চরাত্রাদিঃ নারদপঞ্চরাত্রৈঃ সপ্রমাণবচনৈঃ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণাং।"

তাবিড় বেদোৎসব শুদ্ধ মনে বন্ধুবেদবিৎ, নানা পুরাণ শাস্ত্রজ্ঞ ভট্টজী, বৈষ্ণবগণের জন্য পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। আমি সেইজন্য প্রমাণ বাক্য, পুরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত আগম, তন্ত্র, যামলাদি অপর শাস্ত্রবাক্য, অষ্টাদশ স্মৃতিশাস্ত্রের সামাজিক বাক্য দ্বারা এবং পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি-সমূহ চইতে ভগবদ্ভক্তবৎসলানুরূপ ন্যায়তিলাক সপ্রমাণবাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মগত ব্রাহ্মণাদি এবং কানীন গোলক জারজাদি গোবিন্দভক্তগণের পদ্ধতি করিতেছি। সুতরাং সংক্রিয়া সার দীপিকা বৈষ্ণব স্মৃতি চইতে সংগৃহীত উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গুলি শুদ্ধবৈষ্ণব ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ের জন্য নহে তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দাস
বেলুড়, শ্রীপাট বালী।

জন্মমৃত্যু রহস্য।

জগতে জন্মমরণ অবশ্যম্ভাবী। মহারাজাধিরাজ চইতে কুটীরবাসী বা অনিকেত মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, পশু, তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি যে কিছু জীব দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই মৃত্যুর অধীন। প্রত্যহ কত অসংখ্য জীব জন্মিতেছে, আবার অগণিত জীব মৃত্যুর করালজঠরে পতিত হইতেছে। জন্মমৃত্যুর মত প্রত্যক্ষ-সত্য আর কিছুই নাই। চার্ব্বাক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তদীকৃত দেহের পুনরাগমন অস্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য জন্মমৃত্যুকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জন্ম-মৃত্যুরহস্য একদিন শাক্যসিংহের হৃদয়েও অভিনব ভাব আনিয়া দিয়াছিল। জন্মমৃত্যু সত্যই বটে। ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া কত লোক নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন, কত লোক আস্তিক হইয়াছেন। এই জন্মমৃত্যু সংঘটন লোকলোচনের নিকট প্রতি মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু কি ইহার ঐশ্বরিক শক্তি যে—

"কেয়ং স্রিয়ন্তি কিমচিন্ত্যমতঃ পরম্?"

সকলেই মনে করিতেছি জন্মিয়াছি বটে, কোন্ হস্ত

ঈশ্বর হইতে চাহিবে না। ইহা হইতে আর কাহারই বা কি হইতে পারে?

সনক প্রভৃতি ব্রহ্মমূঢ়াবস্থা জানিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাও বালককে অনেক প্রকার ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বালককে বিরত করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মাও বলিয়াছেন, যে এই রহস্য প্রণবা বুদ্ধি দ্বারা, উহাকে তো যায়, পাণ্ডিত্য দ্বারা জেন করা যায় না। একমাত্র ভগবৎকৃপা যাহার উপর বর্ষিত হয় এবং যিনি সেই কৃপা অনন্ত বস্তুকে গ্রহণ করেন, তিনিই এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন, শুধু উদ্ঘাটন করিতে পারেন তাহা নয়, তিনি অজর ও অমর হন।

অতএব যেখানে আমার প্রত্যক্ষ বা অনুমান জ্ঞানের দ্বারা রহস্যভেদে বিফল হই, সেই স্থানে ভগবানের নিত্য সত্যবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই আমরা প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। ভগবান যদি ব্রহ্মস্বরূপ হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে ইতর মানুষের মত প্রতারণা করিবেন না। তিনি যদি সর্বজ্ঞ হন, তবে নিশ্চয়ই তাহার জ্ঞানে ভুল, প্রমাদ নাই। সুতরাং তুমি প্রকৃত বা মনগড়া মতামত পরিত্যাগ করিয়া এ সম্বন্ধে ভগবানের নিত্য সত্য অভিমত শুনাই আমাদের কর্তব্য।

অনেকেই উদ্ধবের কথা জানেন। উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন। গোপীদিগের পরেই উদ্ধবের মত শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয় ভক্ত নাই। একদিন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্বজ্ঞ, জীবের জন্মমৃত্যু ব্যাপারটা বড়ই রহস্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা ইহা জেন করা যায় না। অনুমানের দ্বারাও কিছু ঠিক বুঝা যায় না। পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে এক এক জন এক এক প্রকার মত প্রকাশ করেন। আপনি কৃপাপূর্বক আমার এই সংশয় বিদূরিত করুন।

তখন শ্রীভগবান বলিলেন, উদ্ধব, আত্মা অখণ্ডজ্ঞান-স্বরূপ। উহা "আছেন" কি "নাই" এই প্রকার ভেদ-জ্ঞানমূলক বিষয়ে মোহমুক্ত থাকিবেই হয়। বহির্মুখগণের ঐরূপ বিবাদ আত্মজ্ঞানের অন্তরায় স্বরূপ; উহা কখনই নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু আমি তোমার সন্দিহান দূরীকরণ করি। তাঁহারা এই বিষয়ে হইতে মুক্তি পাইয়া নিত্য শান্তি লাভ করে। ঐ সকল বহির্মুখ ব্যক্তি নিজ কর্মফল অনুসারে উচ্চ নীচ দেহ ধারণ ও জন্মমৃত্যুর কঠোর হস্তে পুনঃ পুনঃ নিষ্পেষিত হয়।

"ব্রহ্মবহির্মুখ, চইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সেমত উদয়॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু ভাগী, কভু দুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গ, কভু নর্কে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥"

তখন উদ্ধব বলিলেন, প্রভো, আপনি বলিলেন আত্মা, অখণ্ড ও নিত্য। সুতরাং অখণ্ড বস্তু কি প্রকারে দেহ ধারণ করিতে পারে? আর নিত্যবস্তুরই বা কিরূপে জন্ম মৃত্যু সম্ভব হয়? হে গোবিন্দ, এই বিষয় অল্প বুদ্ধি মানুষের ধারণারও অতীত। ইহলোকে প্রায় সকল লোকেই আপনার মায়া দ্বারা মোহিত ও বঞ্চিত। সুতরাং এই রহস্যের সুমীমাংসা করিতে পারেন, এমন লোক প্রায় নাই। আপনিই ইহা ব্যক্ত করুন।

তখন ভগবান্ বলিলেন, মনুষ্যশরীর হয় অর্থাৎ বাসনাময় জীব যা সূক্ষ্মশরীরই কর্মফলানুসারে উচ্চ ও নীচ দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। জীবাত্মা স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন হইলেও সেই সূক্ষ্মদেহের অনুগমন করে। ইহাই আত্মার দেহান্তরে গমন।

কর্মপরতন্ত্র মন দুই ও শ্রুত বিষয়ের অনবরত অনুশীলন করিতে করিতে সেই বিষয়ের আকারে পরিণত হয় ও ক্ষণে ক্ষণে পূর্বচিন্তিত বিষয় হইতে বিচ্যুত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। পাছে স্মৃতিও বিনষ্ট হয়। কর্মফলের অনুরূপ দেহাদিতে অত্যন্ত অভিনিবেশ হেতু হর্ষ শোকাদি-সংবিযুক্ত দেহীর যে সূক্ষ্মশরীরাবস্থান অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরবর্তী জীবাত্মার স্থূলশরীরনিষ্ক্রমণ বা সংযোগ বিশেষের অবসান নামই মৃত্যু।

বিষয়াভিনিবেশন নাম্নোঽন্তং হং স্যাৎ পুনঃ।

অন্তোঽৈবমিন্দ্রিয়েভ্যো মৃত্যুরেবাস্য বিদ্বাত্তিঃ।

সকলেরই দেহে যে অহংবুদ্ধি উহাতেই মায়া জন্ম। যেন স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায়। যেমন স্বপ্নাবিষ্টে অভিভূত পুরুষ স্বপ্ন ও মনোরথকে পুরুষিক বলিয়া বুঝিতে পারে না, সেইরূপ পুরুষিক যে জীবাত্মা তাহাকেই ঠিক যেন 'এই জন্মগ্রহণ করিল' এই প্রকার নূতন বলিয়া অনুভব করে।

প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মানুষের পরমায়ু শত বৎসর মাত্র। কিন্তু যে ব্যক্তি আবার অতিরিক্ত তাহার আয়ু তাহারও অর্দ্ধেক, কারণ সে রাত্রিকাল নিদ্রা ও স্ত্রীসঙ্গাদিতে কাটাইয়া দেয়। আবার সেই অর্দ্ধ পরমায়ুর মধ্যেও বালকাল অজ্ঞান অবস্থায় যায়, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোরকাল-খেলা ধূলায় যায়, পাঁচ হইতে দশ পর্য্যন্ত পৌগণ্ডকাল—খেলা ও কিছু বিদ্যাভ্যাসে যায়, এগার হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর—বিদ্যা উপার্জ্জনে কাটিয়া যায়। তারপর যৌবন স্ত্রীসঙ্গে ও অর্থাদি চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। যৌবনের পর প্রৌঢ়কাল তাহা সংসারের ও স্ত্রীপুত্রাদির জন্য অর্থ-চিন্তায় কাটিয়া থাকে। বৃদ্ধকালে দেহ জরাগ্রস্ত হয়, তখন কিছুই ভাল লাগে না। এতদিন যে সকল কাজে কাটা হইয়াছিল, তাহারই স্মৃতি আসিয়া হৃদয়ে নানাবিধ অশান্তি প্রদান করে। তখন অকৃত্য কার্য্য বলবান্ মোহ এই উভয় দ্বারা ঐ পুরুষ গৃহে আসক্ত করিয়া পড়ে সুতরাং ঐ সময়ও বৃথা চলিয়া যায়। অতএব তাহারা সারাজীবনের ভিতরে আর হরি-সেবার সময় পায় না।

হে বালকগণ, যদি তোমরা বল যে এখন কিছুকাল সংসারাদি সুখভোগ করিয়া লই, পরে হরিভজন করা যাইবে, এরূপ মনে করা উচিত নয়, কারণ একবার ঘুচে আসক্ত হইয়া পড়িলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নহে। প্রত্যুত্তর গৃহবদ্ধ লোকসকলকে অতিতেজীয়ান করিয়া ফেলে। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি আর তখন মায়া পিতায়, তাই বন্ধু দেশ সমাজ প্রভৃতির স্নেহপাশে বদ্ধ এবং গৃহে আসক্ত চিত্তকে তত্তৎস্থান হইতে মোচন করিতে উৎসাহী হয়?

কোন্ ব্যক্তি তখন দুস্ত্যজনীয় ধনতৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে? ধনকে তখন প্রাণ হইতেও প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, ধনের জন্য প্রাণ যায় যাউক সেই বিষেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মানুষ ধনলাভের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে। কখনও চোর হইয়া রাত্রিতে ধনীর গৃহে প্রবেশ করে, বলিবৃ হইয়া বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্রে গমন করে, কখনও রাজার সেবক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে থাকে।

আবার যে প্রিয়তমা পত্নী কত প্রকারে দেহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিয়া সর্ব্বদা হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ হইলে কোন্ ব্যক্তির ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতে পারে? মাতা পিতার ও বন্ধুবর্গের স্নেহপাশ স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গ হরিভজনপ্রতিকূল অসৎসঙ্গ হইলেও ত্যাগ করিতে পারে? ছোট ছোট শিশুসন্তানগণের আধ আধ কথা, তাহাদের মৃদু মধুর হাস্য, অঙ্গস্পর্শ স্পর্শে ও দর্শনে অত্যন্তকাতর হইয়া কোন্ ব্যক্তি সেই মোহজাল অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?

বালক সন্তানগণের অসমর্থতা ও যোগ্য পুত্রসন্তান-গণের নৈপুণ্য দেখিতে পাইয়া, গৃহব্যবস্থা অসংযত করার কথা স্মরণ করিয়া, বৃদ্ধ, রুগ্ন, কিংবা সন্তানাদির বিয়োগ হেতু শোকাতুর পিতামাতার অবস্থা ভাবিয়া, ভ্রাতা জ্ঞাতি আত্মীয় স্বজনের কথা স্মরণ করিয়া, নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম-পূর্ণ পৈতৃক গৃহ কিংবা নিজহাতে গড়া অট্টালিকা বা কুটীর, ফুলফলপল্লব-প্রাপ্ত জীবিকা, স্বহস্তে পালিত পশু, স্বহস্তে রোপিত ফলদায়ক বা ফলোন্মুখ বৃক্ষরাজি, বিশ্বস্ত ভৃত্যবর্গ এই সকল স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি ঐ সকল হরিসেবার বিষয়ক অসৎ সঙ্গ হইলেও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে? যেমন গুটীপোকা নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা

হইতে বাহির হইবার অবকাশ কদাপিই থাকে না, আপনার জালে আপনিই বদ্ধ হইয়া প্রাণে ত্যাগ করে, সেইরূপ ঐ সকল গৃহমেধী পুরুষ অকৃতকার্য্য হইয়া লোভবশতঃ অনবরত গৃহমেধীর কার্য্যই করিতে থাকে। তদ্বিতীয় বৈষ্ণব সেবাপর কার্য্য করে না। সুতরাং মোহান্ধ ব্যক্তি কি প্রকারে ঐ সকল কার্য্যে যে দোষ বর্ত্তমান তাহা দেখিতে পাইবে। সে ঐ গৃহমেধীর কথাকেই জীবনের কর্ত্তব্য বা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার ঘরে চুরি করতঃ কামারকে উপাস্য ফাঁকি দেওয়ার ন্যায় নিজেই চির বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, ত্রিতাপ তপ্ত এবং কাম ক্রোধের দাস হইয়া নিয়ত তার লাথি ঝাঁটার নির্য্যাতিত হইয়া থাকে এবং অনন্ত নরকের পথের পথিক হয়। উহারা উপস্থ ও জিহ্বাগত কতুয়নের ন্যায় তুচ্ছ, পরিণামে ক্লেশকর অকিঞ্চিৎকর সুখকেই বহুমান করিয়া থাকে সুতরাং তাহারা কি প্রকারে দুরন্ত মোহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে?

গৃহমেধী ব্যক্তি দুরন্ত মোহে এইরূপ প্রমত্ত হইয়া পড়ে যে, কুটুম্ব ভরণে আপনার পরমায়ু যে ক্ষয় হইতেছে এবং পুরুষার্থ সকল যে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা জানিয়াও জানিতে পারে না। প্রত্যহ ত্রিতাপে তাপিত হইয়া দুঃখিতচিত্ত হইলেও ঐ সকলকে দুঃখ বুদ্ধি করে না। নিজ কুটুম্বভরণকেই সুখ মনে করে।

ঐ সকল অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্বভরণরত ব্যক্তির চিত্ত বিত্তের প্রতি এইরূপ অভিনিবিষ্ট হয় যে, সে পরম দুরন্ত করিলে পরকালে নরক ও ইহকালে রাজদণ্ডরূপ শাস্তি জানিয়াও লোভের দাস হইয়া অপরের ধনাদি হরণ করিয়া থাকে।

হে প্রিয় দৈত্যবালকগণ, বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া কুটুম্ব পোষণে প্রবৃত্ত হয় প্রকৃত তাহার নিত্য স্বরূপধর্ম্ম কি? এই সকল অনুসন্ধানে অন্ধ হইয়া পড়ে। তাহারাও ইহা আমার ও উহা আমার এইরূপ বুদ্ধিতে মায়িক ভেদ আজ্ঞন হইয়া পড়েন।

হউক না কেন তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ, গৃহেতে আসক্ত হইলে কেহ কখনও আত্মাকে মোচন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ তখন ঐ ব্যক্তি কামিনীগণের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া পড়েন এবং কামিনীদের সন্তানসন্ততিগুলি তাহার পরম পুরুষ হয়।

অতএব হে দৈত্যবালকগণ, যদি তোমরা নিত্য সত্য বস্তু নারায়ণ ও নারায়ণের ঐকান্তিক ভক্তগণের সঙ্গ কর।

ভারতীয়।

উৎকল কন্‌ফারেন্স—গত ২৮শে জুন তারিখে কটকে প্রথম উৎকল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি বিদ্যাবাচস্পতি ডাঃ পি, সি, রায় মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধে সকলকেই স্বদেশ হৈতৈষণা করিয়া কংগ্রেসের গঠন-কার্য্যে মনোযোগী হইবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস, তাহাতেই দেশের অন্নবস্ত্র-সমস্যার মীমাংসা ও লক্ষ লক্ষ নরনারী ও গ্রামবাসীর মিলন সাধিত হইবে।

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ—সত্যাগ্রহ পূর্ব্ববৎ সজোরে চলিতেছে। সত্যাগ্রহীদের বিচারফলে শ্রীযুক্ত দেবব্রত দাসের পুত্র শ্রীমান্ চিররঞ্জনের ২ মাস কারাবাস হইয়াছে। গত ২৮শে তারিখের খবরে প্রকাশ স্বামী বিশ্বানন্দকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে শ্রীরামপুর মহকুমা পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেসকমিটি—আমেদাবাদে উক্ত কমিটির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর জয় হইয়াছে—স্বরাজ্য দল তুমুল তর্ক উত্থাপনেও চরকা কাটিবার বাধ্যতামূলক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কথা কহিয়া উঠিতে পারেন নাই। পণ্ডিত মোতিলাল স্বরাজ্য সঙ্ঘের সহিত একযোগে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান। এখন হইতে মহাত্মাজীই সকলের মতে রাজনৈতিক ভারতের পরিচালকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন। মৌলানা-মহম্মদ আলি সভাপতি ছিলেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিল কমিটী-পাইওনিয়ারের সংবাদে প্রকাশ, সার উইলিয়াম ভিন্সেণ্ট উক্ত কমিটীর সভাপতি-রূপে মনোনীত হইয়াছেন। এ সংবাদে মিঃভস পার্লিমেণ্টের সভ্যগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ভাবি কংগ্রেস—বেলগাঁওতে আগামী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কেহ কেহ মৌলানা দেলকত আলিকে মনোনীত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মহাত্মাজীকেই উক্ত সভার নিযুক্তরূপে দেখিতে চান অথবা মহাত্মার অমত হইলে অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইতে দেখিতে চান, এজন্য তিনি বলা, তাঁহাকে সভাপতি-রূপে নির্ব্বাচিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। উপায়ভাব পরিচয়, সন্দেহ নাই।

মিঃ সি, ভি, রমণ—মিঃ সি, ভি, রমণ এফ্ আর এস্ কানাডা যাইবার জন্য প্রস্থান করায় তৎপরিবর্ত্তে ডাঃ আসার কার্ পি এচ্ ডি (যোধ অধ্যাপক, উদ্ভিদ্ বিদ্যা) সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট—বৎসরের প্রথমে প্রকাশিত না হইয়া প্রায় ৬ মাস পরে বাহির হইল। তাহাতে দেখা গেল যে প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ টাকায় ঘাটতি হইয়া আসিতেছে। কোন কোন বৎসর বেশীও হইয়াছে। এবৎসর প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ঘাটতি পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল আয় পরীক্ষায় ফি হইতেই আসে, উহা হইতে অন্যান্য খরচ বাদে প্রায় ২।৩ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত হয়, কিন্তু সেই প্রেসিডেন্সি বিভাগেই প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। এই ভীষণ সমস্যার মীমাংসার জন্য গত সপ্তাহের মঙ্গল বার সিনেটের এক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতি হন। তিনি বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কেন, এত বড় গবর্ণমেণ্টেরই ঘাটতি হয়, তাহাতে কিছু যায় আসে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহাকে চালিত করা দরকার।

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি—পরলোকগত স্যার আশুতোষের পুত্র তনয়ন্ শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ইনি বঙ্গ সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন) সিণ্ডিকেটের সভ্য হইয়াছেন। আমরা আশা করি, এক্ষণে দুই ভ্রাতাই পিতার মুখোজ্জ্বল করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

ঢাকা কলেজ—গত সপ্তাহের শনিবার ঢাকার অধিবেশনে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হয় যে, ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন কলেজটী এখন হইতে "আশুতোষ কলেজ" নামে অভিহিত হইবে।

নব্য প্রদেশের গবর্ণর—প্রকাশ, স্যার হ্যুক প্রাইর পর স্যার মেরী মন্টমর্ল সাহেব নব্য প্রদেশের গবর্ণর রূপে মনোনীত হইবেন। আর ও প্রকাশ যে, গবর্ণর বাহাদুর বর্ত্তমান মন্ত্রিবর মিঃ চটনবিশ ও মিঃ ইস্পাহানি আলী মহাশয়দ্বয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করিলে মিঃ কেলকার ও মিঃ গোলাম মহিনুদ্দিনকে উক্ত মন্ত্রিপদদ্বয়ে নিযুক্ত করিবেন।

বৈদেশিক।

শ্রীমতী নাইডু—প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী নায়কগণ প্রত্যাগত শ্রীমতী নাইডুকে টাকউ চাই বলিয়া তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তিনি সময় মত ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। আফ্রিকাবাসী নায়কগণের এই ব্যবহারে ভারতবাসী সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

মায়ার ও ও'ডায়ার মামলা—বিলাতে স্যার শঙ্করণ নায়ারের বিরুদ্ধে স্যার মাইকেল ও'ডায়ার যে মামলা রুজু করিয়াছেন, তাহাতে বিচারপতি মিঃ আক্কার্ড স্যার নায়ারের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। বাদীর সমুদয় মামলা খরচ প্রায় ২০০০০ পাউণ্ড স্যার নায়ারকে বহন করিতে হইবে—স্যার শঙ্করণের উপর এই গুরুতার বহনের জন্য সকলেই দুঃখিত। বিলাতের "ডেইলি হেরাল্ডের" সম্পাদক মিঃ লান্সবেরী পার্লামেণ্টে এই বলিয়া প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন যে বিচারপতি মিঃ আক্কার্ড এই বিচারে বৃটিশ রাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সম্রাটের অনুমোদন লইয়া বিচারপতির আসন হইতে অবসর দেওয়া হউক। কলে কিন্তু কিছুই হয় নাই।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৮শে আষাঢ় শনিবার ১৩৩১, ১২ই জুলাই ১৯২৪

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৫ই ৩রা জুলাই পুরীধাম হইতে নিম্নস্থ সংবাদ-ধারার তারে নিম্নলিখিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"গত কল্য পুরুষোত্তম মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছেন। সেই উপলক্ষে দিবসটী হরিকীর্ত্তনে অতিবাহিত হইয়াছিল। সায়ংকালে সহ সভাপতি বিদগ্ধগুরী-মণ্ডিত সভায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধা ভক্তি প্রচারে অসাধারণ প্রযত্ন, অকৈতব হরিজনতে তাঁহার ভক্তির প্রভাব, এবং আধুনিক তথাকথিত ধর্ম্ম-প্রচারক, উপদেষ্টা বা আচার্য্যগণ হইতে তাঁহার বিশেষত্ব আলোচিত হয়। তৎপরে বহু ভক্ত, বিরক্ত সাধু, সন্ন্যাস মহাপুরুষ, ভদ্রমহিলা, এবং সহস্র সহস্র ভিক্ষুকগণকে সম্মান ভাবে ও প্রচুর পরিমাণে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সমস্ত উৎসবটী ৩রা রথ হইতে গত ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

পরবর্ত্তী সংবাদবাহকগণ হইতে প্রকাশ, যে প্রত্যহই মঠে প্রাতঃ ও সায়াহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠান্তে, হরিকীর্ত্তন, সন্ধীর্ত্তনাদি, হইয়া উৎসব হইয়াছেন।

শ্রীদেবদুর্লভ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের আধ্যাত্মিক-দর্শন, তৎপরে শ্রীগুরু-পাঠ-প্রণালী, প্রাণোত্তরচ্ছলে শাস্ত্রকথা-আলোচনা, ধামপরিক্রমা প্রভৃতি ভক্তগণ যাজনে প্রাতঃ-কাল অতিবাহিত হইত।

ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ শ্রীগুরুপৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণব সেবার উপকরণ-সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে যাইয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন।

ভিক্ষা কথাটী শুনিলে অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। বিষয়ী মনে করে, আমার কিছুপরিমাণ বিষয় হাত পড়িবে, তজ্জন্য কেহ বা ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দেন, অনেকে মনঃক্ষুণ্ণভাবে বলেন। হইয়া ভক্তের প্রতি [illegible] প্রয়োগ করা ৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

কপটভক্তগণ মনে করেন ভক্তের ভিক্ষা বৃত্তি তাহাদেরই মত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। একদা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন ক্ষুধা-লীলা প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞপত্নীদের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে সপার্ষদ ভিক্ষা দানে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

যাহারা বস্তুব্যবসায়ী, তাহারা মনে করেন শুদ্ধ-ভক্তের ভিক্ষা বৃত্তি তাহাদেরই মত অর্থোপার্জনের জীবিকা। এইরূপ দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া কত লোকে কত কি ভাবিতে পারেন।

কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত নিজ সম্ভোগের জন্য বা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভিক্ষা করেন না।

জগতের লোকের ধারণায় যেটা মত হেয়কার্য, তাহাই যেন হরিসেবার জন্য সম্পাদিত হয় তখন তাহাই আবার হেয় নহে।

নিজ উদর ভরণের জন্য ভিক্ষা মানুষকে সাধুর ন্যায় নীচ ও অনুদারচরিত্র করিয়া দেয় কিন্তু হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবার জন্য ভিক্ষা আমাদিগকে তৃণাদপি-সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইবার সুযোগ প্রদান করে।

কেবল তাহাই নহে, অন্যান্য বিষয়ী ব্যক্তিরও ভক্তানুগ্রহে অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় করিয়া দেয়।

তাই এই নীলাচলে—

"সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারিল ঝাঁকি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়া ভিক্ষা লেহত আমারে॥"

অনবসর কালে ভক্তগণ আলালনাথে গমন করিয়া তথায় শ্রীগ্রন্থপাঠ, কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসববাসরে সায়ংকালে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সর্ব্বাগ্রে ধামমাহাত্ম্য, ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব মহোৎসব-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নির্দ্দেশ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন

তৎপরে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, ধানবাদকেন্দ্রের প্রচারক শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিশোভাকর মহোদয়, কৃষ্ণনগর ভাগবত আসনের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহাশয় ও সর্ব্বশেষে পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা, ঠাকুরের প্রচার-ক্ষেত্রে অসহ্য প্রহার, শুদ্ধভক্ত প্রচারক ও অন্যান্য মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম প্রচারকের পার্থক্য, আধুনিক তথাকথিত মিছাভক্ত বা বিদ্ধাভক্ত প্রচারকগণের সহিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি শাস্ত্রযুক্তি, ঠাকুরের আদর্শজীবনী দ্বারা সকলকে কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে সমগ্র পুরীধামের চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, বাহ্যবাসা বিরক্ত সাধু, গৃহস্থ-ভক্ত, অন্যান্যগত ভদ্রমণ্ডলী ভদ্রমহিলা, বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও দরিদ্রগণকে উচ্চ হরিকীর্ত্তন মুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইহলোকে প্রতিষ্ঠা ও পরলোক স্বর্গাদি সুখ বা পুণ্য কামনা করিয়া যেমন কুকিকাণী ব্যক্তিগণ আত্মীয় স্বজনের শ্রাদ্ধে, বিবাহে, সাহিত্যিক বা দার্শনিকের প্রয়াণ উৎসবে কাঙ্গালী ভোজন, বা আত্মীয় স্বজনকে ভোজনাদি প্রদান পূর্ব্বক উহাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সহায়তা করে কিংবা আধুনিক চিজ্জড়সমন্বয়প্রয়াসী ব্যক্তিগণ যেরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানে ব্যবহারিক দরিদ্রতা আরোপ করিয়া তাঁহার ব্যবহারিক অভাব মোচনার্থ উহাদিগকে একবেলা বা দুই

সেবা কিছু আহার্য্যাদি প্রদান করিয়া তাহাদের কিছু সেবা করিয়া দিলেন বলিয়া মনে করেন, শুদ্ধভক্তগণের মহোৎসবাদিতে শ্রীমহাপ্রসাদে বিতরণাদি চেষ্টা সেই প্রকারের নহে। ইহা বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

সত্য প্রকাশ করিতে গেলে অনেক সময়েই ভুগিতে হইয়া পড়ে। তজ্জন্য কেহ যেন ব্যথিত হইয়া শুদ্ধভক্তগণকে খোঁড়া গরুটি বলিয়া অপরাধনিমজ্জিত না হন। কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষ লইয়া এখানে আলোচনা হইতেছে না, কেবল শুদ্ধভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইতেছে।

শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যাহাদের বুকে শেল বিদ্ধ হয়, তাহারা ভগবানের চরণে অপরাধী, তাহারা আপনাদিগের কপটতা ধরিতে না পারিয়া কেবল আস্তিক অভিমান করিতেছেন।

শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তির সহিত অন্য কিছুই সম পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না।

তাই শুদ্ধভক্তগণ ভক্তগণ সহ মহোৎসবাদি করিয়া থাকেন। ইহা একটী ভক্তির অঙ্গ।

ভবরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীভগবান বিবিধ রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক শব্দব্রহ্ম শ্রীনামরূপে, এবং দ্বিতীয় বৈষ্ণবরূপে।

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ'। নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই একই বস্তু। 'যথা বিষ্ণুস্তথৈব ভং'—মহাপ্রসাদও তদীয় বস্তু অর্থাৎ বৈষ্ণব বস্তু।

শ্রীনাম ভবরোগের এক মাত্র ঔষধ; তদীয় বস্তু মহাপ্রসাদ ভববাধির একমাত্র পথ্য। শ্রীহরিনাম জীবের সাধন ও সাধ্য, মহাপ্রসাদও তেমনই সাধন ও সাধ্য।

পরমভাগ্যবান ব্যক্তিগণই শ্রীনাম ও শ্রীমহাপ্রসাদের নিত্য সেবা করেন। শাস্ত্র বলেন, বিষ্ণুর নৈবেদ্যে যাহাদের ভাত ডাল বুদ্ধি, নামে যাহাদের শব্দসামান্য বুদ্ধি, চরণামৃতে যাহাদের জল বুদ্ধি, বৈষ্ণবে যাহাদের জাতিবুদ্ধি তাহারা নারকী।

অনেকে মনে করেন জগন্নাথ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ পুরীধামেই) মহাপ্রসাদ হয়, সুতরাং কেবল সেই স্থানে মহাপ্রসাদে জাতি বিচার করিতে নাই। এই রূপ বিচারমূলে দিব্যজ্ঞানের অভাব। ইহা কেবল লৌকিক বা গতানুগতিক শ্রদ্ধা মাত্র। ইহা অন্যান্য স্থানবুদ্ধি নিম্ন অধিকারীর লৌকিক ব্যবহার।

যিনি জগন্নাথ তিনি জগতের নাথ, কেবল পুরীর নাথ নহেন। যদি কেহ তাহা বলেন, তবে ভগবানের মহাত্ম্যহানি করা হয়। জগতের যে কোনও স্থানে বসিয়া শুদ্ধভক্ত ভক্তিসহকারে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে পত্র পুষ্প, ফল, জল কল্পনাদি যাহা কিছু প্রদান করেন, ভগবান সেই ভক্তের প্রদত্তকৃত উপহার গ্রহণ করেন। ইহা ভগবানের শ্রীমুখের বাণী।

সুতরাং মহাপ্রসাদ সকল স্থানেই হইতে পারে এবং সেই মহাপ্রসাদে যাহারা ভাল ভাত বুদ্ধি করিয়া ইহা পুত্রের পুই ইত্যাদি জ্ঞান করেন, তাহারা শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে অনন্ত নরকে গমন করেন।

সেই মহাপ্রসাদে সর্ব্ব জীবের সমান অধিকার, যেমন ভক্তিতে নৃমাত্রের অধিকার। শুদ্ধ ভক্তগণ নিত্যকাল সেই মহাপ্রসাদের সেবা করেন এবং সর্ব্ব জীবকে প্রদান করেন—তাহাদের দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নহে, পরন্তু পরম দুর্লভ, পরমহংসবন্দ্য প্রেম সম্পত্তি লাভোপযোগী সুকৃতি উৎপাদনের জন্য।

সেবক নাম-সেবার তুচ্ছ ফল ভক্তিরিক্ত কর্ম্মের মোচন সার্ব্বভৌমাদি পদ, মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়, তদ্রূপ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবার আনুষঙ্গিক ভাবে দৈহিক ক্ষুধাও নিবৃত্ত হইতে পারে। পরন্তু উহা অতি তুচ্ছ ও হেয় ফল মাত্র।

উৎসবের পর দিবস গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের দিন। সেই দিন ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে গুণ্ডিচায় গমন করিলেন। তথায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ হইতে সম্পাদক গৌরসুন্দরের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা পাঠ হইল।

পাঠান্তে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচা মন্দিরের পরিক্রমা করিলেন এবং তৎপরে ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের আদেশ অনুসরণ করিয়া গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনা করিলেন। পরে মার্জ্জনী-সেবা করিয়া ইষ্টগোষ্ঠ্যনন্তরে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক ভক্তগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৎপর দিবস রথযাত্রা।

শ্রীবামনদেব, বলদেব ও সুভদ্রা ঠাকুরাণী তিনটী পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচাভিমুখে গমন করেন। ভোর হইতে না হইতেই ভক্তগণ রথোপরি বামনরূপ দর্শন ও শ্রীগৌর ও গৌরভক্তগণের স্তব রথাগ্রে কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সত্বর স্নান, ও আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া ভক্তগণ কেহ হস্তে নিশান, কেহ বা করতাল, কেহ বা খোল, প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া রথদর্শনে যাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসূন তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান-আশ্রম মহারাজ অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকিলেন। তৎপরে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে রথাগ্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ গান ধরিলেন—

সেইত' সন্ন্যাস নাথ পাইনু [illegible]
যাহা লাগি মন ধাইনে ঘুরি গেনু॥

আবার গাহিলেন—

জগন্নাথের প্রভুর নয়ন ভরে।
শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য অরে [illegible]
গৌর যায়, পাছে চলে ভাসে হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে রাম চলে ধীরে ধীরে॥
এই মত গৌরহরি মোহে ভেলা ভেলি।
স্বরূপে রামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥

ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীর্ত্তন ও রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুণ্ডিচায় উপনীত হইলেন।

প্রচারকগণ প্রত্যহ শ্রীগুণ্ডিচায় বক্তৃতা, ও কীর্ত্তন করিতেছেন। গত সোমবার দুপুরেশ্বর শিবগুণ্ডিচার প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ভক্তগণ দুপুরেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছেন। উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছেন।

নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীসোদ্রুমদ্বীপে (বর্ত্তমান নাম স্বরূপগঞ্জ গাদিগাছা) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির। পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয় এইখানে ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। তখন তিনি ঐ বৃক্ষের নাম রাখিয়াছিলেন স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ। শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে তথায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, গৌড়ীয় পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ, বি, এ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী মহারাজের ভ্রাতৃবংশ শ্রীপাটখালিবড়িনিবাসী শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্যপ্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাসগোপাল বিদ্যাভূষণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের শিষ্য পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত-বলরাম কুমার ভক্ত্যাশ্রম শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস গোস্বামী প্রমুখ ভক্তগণও উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেবের বিশ্বাকৃষ্ণ প্রভুর মধুর কীর্ত্তন এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক হরিকথা কীর্ত্তনমুখে তিরোভাব-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় চারিশত ভক্ত তথায় মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠের কোণায় অবস্থিত পাঁচিয়া গ্রামনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহোদয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিত্য গুরুগৌরাঙ্গসেবায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজে শ্রীধাম মায়াপুর দাসাধিকারী এই শুভনামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন অতি পবিত্রচরিত্র, সত্যনিষ্ঠ, সাধু গৃহস্থ ভক্তের জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেকভারতীমহারাজের একজন পরম সাধন-সুহৃদ ছিলেন। তিনি তদীয় গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে পাঁচিয়া গ্রামে নিয়া শুদ্ধ হরিকথা প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে ইহধাম-পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা এখানে একজন শুদ্ধভক্তের সঙ্গহীন হইলাম।

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে একক্রোশ ব্যবধানে গুণ্ডিচা-মন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক জনৈক বৈষ্ণব নৃপতি ছিলেন। তাঁহারই মহিষীর নাম অনুসারে ঐ মন্দিরের নাম গুণ্ডিচা-মন্দির হইয়াছে। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতেও গুণ্ডিচামন্দিরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গুণ্ডিচা-মন্দিরের কিয়দ্দূরেই 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' নামে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বিরাজিত।

রথযাত্রার দিবস শ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী শ্রীমন্দির হইতে রথে চড়িয়া গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেব লক্ষ্মী সহ কুরুক্ষেত্রের ঐশ্বর্য্য-লীলা প্রকট করিয়া বিহার করেন।

কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের ভাবময় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দিত হইলেও মাধুর্য্যাধুর্য্যবিধায় পরিপ্লুত শ্রীব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। রসিক ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্র হইতে বন-উপবন-সমন্বিত মাধুর্য্যময় লীলা-ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন ধামস্বরূপ শ্রীগুণ্ডিচায় জগন্নাথদেবকে লইয়া যান। তাই মায়াবাদবিচারিত শ্রীগৌরসুন্দর রথাগ্রে নর্ত্তন করিতে করিতে মিলনগান গাহিয়াছিলেন—

সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরে গেনু।

আরও গাহিয়াছিলেন—

ইঁহা লোকারণ্য হাতি ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গপিকধ্বনি।
এই রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলীবদন।
এথে তোমার সঙ্গে নাহি সুখ আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।

অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দিরের আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমন্দির, জগন্মোহন, সিংহাসন, রত্নবেদী সমস্তই মার্জ্জিত-ঘৃষ্ট পরিষ্কার করা হয়। শ্রীজগন্নাথদেব আসিলেন, সেই ভক্ত সেবকগণ প্রভুর জন্য পুরী হইতে সব পরিষ্কার করিয়া রাখেন।

ভক্তলীলাঙ্গীকারী লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।' তিনি সেবা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিবৎসর সপার্ষদে এই গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলার অভিনয় করিতেন।

"শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমোর প্রকট সদা।
স্নাতযাত্রাদিনমুদ্ধরি করাইলোঁ যৈছে সেবা।"

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভক্তগণের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির সম্মার্জন করতঃ তাঁর ভিতর ও বাহির ভাগ ধৌত করিয়া যে প্রকারে উপদেশ-দ্বারা করিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমেই কাশীমিশ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কাশীমিশ্র নীলাচলনাথের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহাকেও ভট্টাচার্য্য ও পড়িছা-পাত্রকে ডাকাইলেন। শুদ্ধসেবকের আদেশ ও অনুজ্ঞা ব্যতীত ভগবৎসেবায় অধিকার নাই, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু—

"তাঁ-তাঁহার কিঙ্করাজ্ঞা-সেবা মাগি নিল।"

পড়িছা বলিলেন, আমরা আপনার সেবক, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমরা অবনত মস্তকে সম্পাদন করিব। বিশেষতঃ আমাদের প্রতি নীলাচলনাথের আদেশ, যেন সর্ব্বতোভাবে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে কোনও ত্রুটী না হয়। তবে মন্দিরসম্মার্জ্জনি-সেবা আপনার যোগ্য নহে। তথাপি আপনি স্বতন্ত্র-পুরুষ আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

পড়িছা শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে একশত ঝাঁটা ও একশত জল আনিবার ঘট আনিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া ছিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া মার্জ্জনী প্রদান করিলেন। এইরূপে ভক্তগণ-সহ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হইলেন। প্রথমে শ্রীগৌরসুন্দর নিজ হস্তে ঝাঁটা লইয়া মন্দিরের ভিতর উপর সকল মার্জ্জনা করিবার করিলেন। সিংহাসন মার্জ্জিয়া পুনরায় তাঁহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন, ছোট বড় মন্দির সব দুইবার পরিষ্কার করিলেন। পাছে শ্রীজগমোহন, পরিষ্কার করিলেন।

"চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।
আপনি লেখেন প্রভু শিখান সবারে।
প্রেমোল্লাসে লোকেন, লয়েন ভক্তনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ করে করে নিজ কাম।"

শ্রীগৌরসুন্দরের যেমকালি উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণে ধূলায় ধূসর, কিন্তু তাহাতে যেন শোভা ফুটিয়া পড়িয়াছে। ভক্তগণেরও সেইরূপ অবস্থা। কখনও কখনও প্রেমাশ্রুদ্বারা মন্দির সংমার্জ্জন করিতেছেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!—এইরূপে গোময়লিপ্ত ও তৎপরে সহস্র প্রক্ষালনাদিও ধৌত মার্জ্জিত পরিষ্কার করিলেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দর—

তৃণ ধূলী কিঁকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া।

ভক্তগণও জগদ্গুরুর আচরণ অনুসরণ করিলেন। শ্রীমন্তাঃ—

প্রভু যবে যে মত করিয়াছে সংমার্জ্জন।
তৃণ ধূলী কেহিলে জানিব পরিশ্রম।

সকলের কাটান ঝোরা একত্র করা হইলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঝোরা সকলের হইতে অধিক হইল।

পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলারহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন কি? তিনি কি লীলা করিতে বসিয়াছেন একবার স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখুন! জগদ্গুরু আজ শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেহ হৃদয়সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত, হৃদয়খানিকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ, ধূলি লোষ্ট্রাদি থাকিলে পরমদেবতা ভগবানকে বসান যায় না। হৃদয়ের মলাবরূপ তৃণ, ধূলি লোষ্ট্র কি কি জানেন ত? উহা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগচেষ্টা প্রভৃতি।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

যেখানে অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মযোগ, তদাদি বা প্রতি-কূলভাব দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধা ভক্তি নাই। শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত ভগবানের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ 'জগতে যশ, মান, খাতির' এইরূপ ইতর অভিলাষ, উহা কণ্টকময় তৃণের মত ভগবানের

ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদি সুখ বা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব এই সকল বাসনা ধূলিস্তূপ। কর্ম্মীসঙ্গের দুর্দ্দিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়দর্পণকে আবৃত করিয়া ফেলে। সৎ ও অসৎকর্ম্মজনিত বাসনারূপ ধূলারাশি আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল জীবাত্মস্বরূপে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাই আমাদের কৃষ্ণবাসনা দূর হইতেছে না। আমরা মনে করিতেছি কর্ম্মের দ্বারা বুঝি কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে, উহা ভুল ধারণা। আমরা কেবল আচ্ছাদিত হইতেছি মাত্র। চাষীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন চাষী আবার গায়ে ধূলা মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কৃষ্ণবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তিমাতা আমাদের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, জগৎসিংহাসনে শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগাসন লাভ করিয়া থাকেন। তাই ভক্তকবি গাহিয়াছেন, "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।"

কিঙ্কর বা কঙ্করকে কিঁকুর বলে। কঙ্করগুলি বড়ই কষ্টদায়ক। কঙ্কর পায়ে বিদ্ধ হইলে পায়ে বড়ই যন্ত্রণা হয়, পা ফুলিয়া যায়, এবং পরেও পায়ের উপরের ত্বক উঠিতে থাকে। নির্ব্বিশেষ ও কেবলযোগ বা জ্ঞানাদি-চেষ্টা কঙ্করের মত। উহার দ্বারা শ্রীহরির ভোগ বা সেবার সুখের কথা, তাহার দ্বারা শ্রীহরির দেহে সেবাধিক্য করিবার প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ চেষ্টাতেও প্রথমে শ্রীহরির নামাদি সৌলভ্যরূপে স্বীকার করা হয়, কিন্তু পরে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয়। সুতরাং ভগবান সেইরূপ চেষ্টা থাকা কালে জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সেই জন্য গৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি কিঁকুর মন্দিরের চত্বরেও থাকিতে দিলেন না। নিজ বহির্ব্বাসে করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাতাস সংযোগে ঐ সকল শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

এইরূপ একবার বড় বড় কাঁকর, বহুদিনের সঞ্চিত তৃণ, ধূলারাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে মার্জ্জনিসেবা বণ্টন করিয়া দিলেন। এবার বলিলেন—

সূক্ষ্ম ধূলী তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভাল মতে শোধন কর প্রভুর অন্তঃপুর॥

কখনও সময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মলা থাকিয়া যায়। উহাকে কুটিনাটি, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভপূজাদিরূপে তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি শব্দে কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা শব্দে 'আমাকে লোকে বড় ভক্ত বলিবে' এইরূপ সম্মানাদির আশায় নির্জ্জনভজনাদির চেষ্টা, জীবহিংসার দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের মন রাখিয়া কথা বলা, লাভপূজা শব্দে যশের নামে ধনাদি প্রাপ্তি, সম্মানপ্রাপ্তি; নিষিদ্ধাচার শব্দের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ ও কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

সব বৈষ্ণব লঞা হবে চলিবার বোলিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥

শত শত ভক্ত কলসীতে জল ভরিয়া আনিয়া মহাপ্রভুকে দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু পাগড়ী ভরিয়া জল নিয়া উহা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যেন উপরে নীচে কোথাও কোন ময়লা না লাগিয়া থাকে। নিজ হস্তে শ্রীমন্দির ও সিংহাসনের মার্জ্জন করিলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর দুই তিনবার করিয়া সব স্থান মার্জ্জন করিয়া ও জলধারা প্রক্ষালন করিয়া পরে যদি কোথাও কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে এই জন্য নিজ পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া আবার শ্রীমন্দির মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

"নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মার্জ্জিল সিংহাসন॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥

এখন শ্রীমন্দিরে ধূলিকণার লেশ, এমন কি একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই, শ্রীমন্দির স্বচ্ছ, নির্ম্মল, স্ফটিকবৎ, কেবল তাহাই নহে আরও সুশীতল হইয়াছে। জীবের হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি চেষ্টারূপ ভুক্তি

মুক্তি করেন। বিমুখিত হইয়া আত্মবুদ্ধি শুদ্ধা ভক্তি করিতে হইলে জীবদের এইরূপ শাস্ত্র ও সুপ্রণালী হয়।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলই অশান্ত॥"

অনেক সময় সম্বন্ধ জ্ঞানের বাসনা বিমুখিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উহাই মুক্তি-কামনা। নিত্যসেবকদিগের সাযুজ্যমুক্তি কামনা ত দূরের কথা, অতুলনীয় চতুর্থ সাযুজ্যমুক্তিকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া উহাকে "ভূত" বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈতপ্রভু, স্বরূপদামোদর, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, পরমানন্দ ভারতী, পরমানন্দ পুরী ও অন্যান্য ভক্ত এই মাজ্জনা সেবায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এত ভাবে ঘর দোর করে ঝাড়পোঁছ।
কৃষ্ণ হরি বিনা আর নাহি শুনি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কাহ করে মহাপ্রভু।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কাহ করে ভক্তগণ॥

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর ও ভক্তগণ মহাপ্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে মার্জ্জনসেবা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রাত ভক্তের নিকট যাইয়া হাত ধরিয়া মার্জ্জনসেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাহার কার্য্য হয় হইতেছে, তাহাকে প্রশংসা এবং যাহার সেবা মনোমত হইতেছে না তাহাদের প্রতি পরমদয়ালু সনাতন প্রভু প্রদর্শন করিলেন। এমন সময় এক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণধৌত এক ঘটি জল তুলিয়া নিলেন এবং সেই জল পান করিতে লাগিলেন। স্বয়ংভগবানকর্ত্তা লোকশিক্ষক গৌরসুন্দর উক্ত বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

"যদ্যপি গৌড়ীয়া ভক্ত হয় মোর সম।
তথাপি গৌড়ীয়া দ্বারে না রহিবে মহারোষ॥"

সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্বরূপদামোদরে অর্পণ। এই জন্য গৌরসুন্দর ঐ গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে স্বরূপের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, ইহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর। উক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর পাদ পাইয়া অমনি উচ্চ চীৎকার করিয়া মহাপ্রভুর চরণতলে প্রণত হইলেন। পাঠক! গৌড়ীয়বৈষ্ণবের লোকশিক্ষা দেখিলেন কি? আজকালকার তথাকথিত আচার্য্য বা গুরুদেবগণ যাঁর চরণামৃত গ্রহণ করিয়া অপরকে কৃতার্থ করিবার জন্য বেজায় পা বাড়াইয়া দিয়া থাকেন, অনেকে নাকি আবার প্রচারে সকলকে চু—পদাঘাত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য "তুলসী" শব্দটী প্রয়োগ না করিয়া সেই স্থানে তারা চিহ্ন দেওয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ গৌরসুন্দরের নৃত্য করিতে লাগিলেন।

যবে উচ্চ সংকীর্ত্তন আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥
স্বরূপের উচ্চ গান, প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়॥

প্রচারপ্রসঙ্গ।

কাঁথির প্রচার সম্বন্ধে স্থানীয় মুখপত্র 'নীহার' ৺ আষাঢ় মঙ্গলবার লিখিয়াছেন যে—

বক্তৃতা—এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ ভক্ত সন্ন্যাসিগণ সম্প্রতি পুরুষোত্তম ধাম গমনোপলক্ষে আমাদের কাঁথিতে আসিয়া স্থানীয় হরিসভামন্দিরে কয়েকদিন সনাতনধর্ম্ম এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশসম্বন্ধে তাঁহার মধুর বক্তৃতার দ্বারা সকলকে এক নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে তাঁহার দ্বারা সকলকে আসার ভোজন ও পৌঁয়াজী পরিহার করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মজীবনযাপনে উপদেশ দান করেন। তাঁহার উপদেশগুলি তাঁহার স্বীয় প্রকৃত সাধক, ভক্ত ও সন্ন্যাসীজনের অনুরূপই হইয়াছিল। তাঁহার সাধুজনীন উদারতা ও অগাধ পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন।

কলুর বলদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভূত কালিদাস—কামিনীর পতি কালিদাস হঠাৎ কোথায় গিয়াছে, কামিনী জানিতে পারেন নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ জানিতে পারেন নাই। কামিনী একটী দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা যদি সত্য হয় তবে ত সর্ব্বনাশের কথা! পাঠক-পাঠিকা সকলেই জানেন, কামিনী স্বপ্নে দুই সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন; তৎপর যখন সেই প্রভু-সন্তান নটবর-গোসাঞি (কালীদাসের "কুলগুরু") কামিনীর শোক দূর করিবার জন্য কালীদাসের বাড়ীতে যাইয়া একটী কক্ষে বসিয়া তামকূট সেবন করিতেছিলেন এবং কামিনী সেই কক্ষে উপবিষ্টা ছিলেন, তখন হঠাৎ বাহিরে মধুর কণ্ঠে কে গাহিয়া উঠিল—

"এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ।"

গান শুনিয়া কামিনী চমৎকৃত ভীতা, সঙ্কুচিতা, লজ্জিতা, ভাবান্বিতা হইল এবং কান পাতিয়া কিছুক্ষণ কণ্ঠটী ভাল করিয়া শুনিল। এ কি! কণ্ঠস্বর ত!

প্রভু নটবর কামিনীর ভাব লক্ষ্য করিয়া ও উক্তি শুনিয়া তাঁহাকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন "তুমি পাগল হইয়াছ? কালিদাস মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে; এত আমরা যে পারকীয়া রসের কথা আস্বাদন করিতেছিলাম তাহা আস্বাদন করি। মরা ভূতের বিষয় এমন করিয়া ভাবিতে আছে? ছিঃ! আমি তোমার প্রভু সাক্ষাৎ তোমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছি তোমার বক্ষঃস্থলে আমি পাদপদ্ম রক্ষা করিয়া তোমার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা নিভাইতেছি, তুমি আবার সেই ভূতের কথা স্মরণ করিয়া হাহুতাশ করিতেছ? ছিঃ, কামিনি! তুমি অমন করিও না।"

"বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল;
অপরাধ ছাড়, হে কৃষ্ণনাথ, অনলে পড়য়ে জল।"—

গান শুনিয়া আবার কামিনী হাহুতাশ করিলেন। নটবর প্রভুর রসের ঢৌল কামিনী নিলিতে পারিতেছেন না। গানের ভাব ও কণ্ঠে হঠাৎ কামিনীর চিত্তে এমন একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হইয়াছে যে, তিনি প্রভু প্রদত্ত সেই ঢৌল নিলিবার সামর্থ হারাইয়া ফেলিলেন এবং প্রভুর উপদেশ ও তিরস্কারে আর আস্থা স্থাপন না করিয়া কান পাতিয়া গানটী শুনিতে লাগিলেন—

"নিতাই-চৈতন্য চরণ-কমলে, আমার লইল মন;
কৃষ্ণদাস বলে জীবনে মরণে, আমার আর নাই ত"

গান থামিল। নটবর প্রভু কোথা হইতে এই করিয়াছিলেন, কে গা? বাহির হইতে উত্তর হইল—

"আমি ভূত কালিদাস। আপনি যে শিক্ষার করেছেন আমি তাই। কিন্তু এ ভূতে আপনার ভূতে অনেক তফাৎ, একবার বাহিরে আসুন না।"

উত্তর শুনিয়া প্রভুর নিলিত তামকূট মুখ আর বাহিরে আসিবার সুযোগ পাইল না। প্রভুর কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়া গেল। প্রভু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। এ দিকে কামিনী তাড়াতাড়িতাড়ে দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে ছুটিয়া ভূত কালীদাসের পদতলে পড়িলেন এবং স্বামীর পদরজ পুনঃ প্রাপ্তিতে ওই হইতে এমন জড়াইয়া ধরিলেন যেন কালিদাস আর কামিনীকে ছাড়িয়া থাকতে না পারেন। কামিনীর এ জ্ঞান কেন যে নিশ্চয় থাকে না যে কালিদাস "ভূত" হইয়া গেলে আর তাহার "কনক কামনী লোভ আছো থাকে না। কালিদাস তখন—"

"কেঁদে বলে, ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি কেন সর্ব্বনাশ॥"

হায় কামিনী নিজের সংস্কার ও কামনায় বশবর্ত্তিনী হইয়া কৃষ্ণদাসকে কালিদাস জানিয়া নিজের ভোগমন্দির স্থির করিয়া আবার ভোগের বাহুতে ইহাকে বোগাইবার আশায় ভূত কালিদাসের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, কামিনী! এ কি করিতেছ, তোমার কালিদাস এখনে বর্ত্তমান নাই "ভূতে" পাইল! তুমি কাহাকে কে মনে করিতেছ? স্থির হও, সরিয়া দাঁড়াও, আমার কথা শোন।

কৃষ্ণদাসের কথা শুনিয়া কামিনী একটু অপ্রতিভ

এ কি! তবে কি প্রভুর করাই দত্ত? তবে কি সত্যই ভূতের পায়ে হাত দিয়াছি!

অবসন্ন বুঝিয়া কৃষ্ণদাস একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং গাহিতে লাগিলেন—

"মিছে মায়াবশে, সংসারসাগরে, পড়িয়াছিলাম আমি।
কৃপা করিয়া, 'অজ' পদছায়া, আমারে তারিলে তুমি
ওহে শুদ্ধ বৈষ্ণব ঠাকুর—

তোমার চরণে, দাঁড়িয়াছি আসি, মোর দুঃখ কর দূর।
আমি ত গোরব, কেবল গোরব, বিদ্যা সে অবিদ্যাকলা।
ঘোচায়ে আমায়, নিতাই চরণে, দাঁপহে যাউক জ্বালা॥
তোমার কৃপায়, আমার হিয়ায়, থুকুক বসন্ত নাম।
কহে কৃষ্ণদাস, আমার হৃদয়ে, জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম॥"

সংসারের মায়াগ্রন্থি, বৈষ্ণবের কৃপাপ্রাপ্ত শুদ্ধকৃষ্ণ প্রেমের প্রাপ্ত 'কালিদাসের' মুখে শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণে কামিনীর ধারণার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। তিনি যেন আবার জাগ্রৎ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন,—ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত এ কে হ'ল, আমার স্বামী ত ঠিকই আছেন, কৈ ভূত ত এমন কথা বলে না। ভূতের মুখে ত কৃষ্ণনাম বাহির হয় না তবে এ কেমন ভূত? প্রভু যে এইমাত্র বলিতেছিলেন "কালিদাস" মারা ভূত হইয়াছে, এ ত সেই ভূত নয়। তবে কি মানুষ বাঁচিয়া থাকিয়াও ভূত হইতে পারে? এমন সময়ে কৃষ্ণদাস কামিনীর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন "কামিনি! তোমাকে আর আমি "কামিনী" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি না। তুমি যে কালিদাসের কামিনী ছিলে; এক্ষণে সেই দাস কালীর বাক্য ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে।

এই সময়ে কালিদাসের কন্যা মনোমোহিনী চুপ্ চুপ্ করিয়া পিতার নিকট আসিয়া চমকিয়া বলিল 'বাবা!'

(ক্রমশঃ)

বৈরাগ্য।

"যস্ত চেতাংসি যস্যাং তু প্রসক্তিমধিগচ্ছতি।
তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ॥"

স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক, ভূমণ্ডল এবং পাতালাদি নিম্নলোক যাহা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধাম-নামে প্রসিদ্ধ তাহা ভগবৎসেবাবিমুখ প্রাণিগণের বিহার-ভূমি। দেবীধামে অবস্থিত জীবসমূহ মায়াশক্তির বশবর্ত্তীতায় নশ্বর পদার্থের আপাতমনোরম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন ও তত্তৎপদার্থ উপভোগ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন। পূর্ব্বোপভুক্ত বিষয়সমূহজাত সুখের পুনরাস্বাদনার্থে মায়ামুগ্ধ জীবগণের চিত্ত যৎকর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ বাহ্যবিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় তাহাকে ভরতাদি মুনিগণ রাগপদে অভিহিত করিয়াছেন। এবম্প্রকার রাগকে মনের মল ও তাহার ত্যাগকে বিরাগ বলে। যথাহি প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে—

"বিষয়েষ্বতি সাম্রাগো মনসো মলমুচ্যতে।
তেষ্বেব বিরাগো হি নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতঃ॥"

সুতরাং যাহাদিগের হৃদয় বিরাগযুক্ত অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহাদিগকে বৈরাগ্যবান্ বা বিরাগী বলা হয়।

২। রাগের তাত্ত্বিক স্বরূপকে অধিকতর পরিস্ফুট-করণার্থে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ নিজকৃত উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন যথা—

"সুখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বে নৈব যাচ্যতে।
যতস্ত প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"

অর্থাৎ যে প্রণয়াধিক্য হইতে অল্প পরিমাণ সুখও চিত্তে অধিক বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাকে রাগ বলে। চক্ষু রূপ দর্শনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রবণাদি কার্য্যে গতি না থাকায় উহা কেবল মাত্র রূপ দর্শনেই তৃপ্তি লাভ করে। পৃথিবীতে যত প্রকার পদার্থ আছে তন্মধ্যে যে যে বস্তুর রূপসমূহকে দর্শক নিজসংস্কারানুসারে উপাদেয় ও আত্মীয় মনে করেন, তত্তৎপদার্থের দর্শনে তাঁহার চক্ষু অন্য পদার্থাপেক্ষা অধিকতর তৃপ্ত হইয়া থাকে।

ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির অকপটদর্শনে তৃপ্তি হইলেও নিজ শ্রীগুরুকর্ণধারের দর্শনে যে তিনি অধিকতর তৃপ্তি হবেন ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। এই সুপাথেয় বোধের মূলীভূত কারণই রাগ এবং প্রণয়াধিক্যস্থলে রাগের পরিচয় বিশিষ্টরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে স্থলে রাগের বিশিষ্টরূপ পরিচয় হঠাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথায় যে তাহার আদৌ অস্তিত্ব নাই তাহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে এবং পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিবার কিম্বা ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার সুবিধা হইতেছে না, তাহার হৃদয়ে রাগস্থিতা প্রণয়ের বাসনা সুপ্তভাবে অর্থাৎ বীজাকারে অবস্থান করিতেছে মনে করিতে হইবে। যাহারা বিশ্বাস করেন যে উক্ত ব্যক্তির হৃদয় হইতে রাগস্থিতারূপ ইতররাগ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও অসমাক্‌দর্শী।

৩। বাহ্য পদার্থের সাহায্যে নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধনরূপ কার্য্য যাহার প্রেরণায় সিদ্ধ হয়, তাহাকে শাস্ত্রকারগণ 'কাম' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই কাম রাগেরই একপ্রকার বিকাশ বা আবির্ভাব। ভগবৎ-প্রীত্যর্থে যে যে কার্য্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, তাহা প্রেমের সাহচর্য্যতায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রেমও রাগের অন্যতম আবির্ভাব অর্থাৎ রাগেরই প্রকারভেদ মাত্র। যেমন হরিদ্বার হইতে মুর্শিদাবাদের নিম্নে জাহ্নবী গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত নদীকে গঙ্গা এবং জঙ্গিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত উক্ত নদীকে পদ্মা কহে, তদ্রূপ রাগের আনত্য ভোগ্যপদার্থাভিমুখ ভাবকে 'কাম' ও ভগবৎসেবাভিমুখীন ভাবকে 'প্রেম' কহে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

সুতরাং রাগ নামক পদার্থটী যে বিবিধরূপে মানব হৃদয়ে ক্রীড়া করিতে সক্ষম হইয়া বুঝা যাইতেছে এবং ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ-কথিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে।

৪। যাহারা কামের দাস তাহাদিগকে ভোগী অসদ্‌ভোগী কহে। নির্ব্বাণ বা সাযুজ্যমুক্তিকামী ব্যক্তিগণ মোক্ষ কামনার দাস এবং তাহারা ভোগিগণের ন্যায় অসদাচারী না হইলেও তাহাদিগকে সদাচারী বলা যায় না। তাহারা সেব্যতত্ত্বের স্বীকার করেন না এবং তজ্জন্যই ভগবচ্চরণে অপরাধী শুষ্ক বৈরাগ্যই তাহাদিগের আচরণীয়। যাবৎ না ভোগী ও মুমুক্ষুগণ কামের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া তদ্রূপে ভগবৎসেবার বা বৈষ্ণব সেবার অধীনতা স্বীকার করেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের উন্নতির আশা নাই। অনুন্নত ভূমিকায় অবস্থানকালে ভোগী বা মুমুক্ষুগণ কপট ও শুষ্কবৈরাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। তত্তৎফললাভ মুক্ত বৈরাগ্যের সন্ধান ও সোপান দর্শনে তাহারা বঞ্চিত।

৫। তত্ত্বজ্ঞানাভাবে কর্ম্ম বা শুষ্ক বৈরাগিগণ মনে করেন যে রাগ নশ্বর পদার্থ ও তাহার কেবল কামরূপ আকারই আছে, যাহার অভাবে উহা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রাগের কামরূপটীর বিষয়ে উহার প্রেমরূপ আকারটী যে স্বতঃই ফুটিয়া উঠে তাহা শুষ্ক বৈরাগিগণ অবগত নহেন। যেহেতু প্রেমের সাহচর্য্য ভোগ নহে, তজ্জন্য তাহারা ভোগোপযোগী সামগ্রী বা ক্রিয়াকে প্রাপাঞ্চিক পদার্থবৎ ব্যাপারবিশেষ মনে করেন ও সেইজন্যে তাহাতে শ্রদ্ধা-স্থাপনে সমর্থ হন না, যথা—

"প্রাপাঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

৬। যাহারা ভগবৎসেবাকে জীবনের চরম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব জানিয়া ক্রমশঃ ভক্তিপথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা শনৈঃ শনৈঃ রাগের যেন আকার বা কামরূপ মল-ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই জন্য শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে "রাগের যে প্রসঙ্গে যায়রেতাং তরান্ত তে"। তজ্জন্য অনাসক্ত হইয়া জীবনযাত্রাপথে ভগবৎ প্রসাদাদি স্বীকার করেন এবং যখন যে কোন কার্য্য করেন, তাহার মূলদেশে ভগবৎপ্রীতিরূপ মহান্ উদ্দেশ্যটীর পরিবর্ত্তে অন্য কোন ইতর উদ্দেশ্যকে প্রবেশাধিকার দেন না, যথা—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

কেবল ভক্তগণই যুক্তবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, অন্যে নহে। ইঁহারা শ্রবণকীর্ত্তনাদিক্রম নবধা ভক্তির আচরণ করেন এবং তন্নিমিত্ত শুষ্ক বা দগ্ধ বৈরাগীর ন্যায় ভক্তাঙ্গকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাজ্য মনে করেন না। পত্র, পুষ্প, ফল, জল, নৈবেদ্যাদি যাহা কিছু শ্রীভগবানে অর্পিত হয় এবং ভগবন্নামগুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি কার্য্যে তাঁহারা চিত্তের যা অপ্রাকৃত পদার্থ বা ব্যাপার মনে করেন অর্থাৎ নশ্বর প্রাকৃত বিষয় মনে করেন না। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই বেদমন্ত্র আমার পরিদৃশ্যমান ক্রমে ভূত হওয়ায় প্রত্যেক পদার্থই যে ভগবৎসেবার উপকরণ ও হরিসম্বন্ধিরূপে আমার সমস্ত পদার্থ আহরণ করতঃ তাহাদিগকে যে সেবার্থে নিয়োগ করিতে হয় ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন ও নিজ আত্মার প্রয়োজন সাধনার্থে সদা ভগবৎ সেবায় রত থাকেন, তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"কর্ম্মণা যেন কর্ম্মেহাং হ্যকর্ম্ম বা পরেষ্বয়া।
বিন্দেত পুমান্ ভক্তিযোগমুদ্বহনাবহম্॥"

যাহার আত্মার প্রয়োজন সম্পাদন করিতে অনিচ্ছু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মঘাতী। ভগবৎসেবার আত্মার শুভ স্বরূপের অহৈতুকী ক্রিয়া এবং ঐ জ্ঞান যখন আমার তখনই আমরা তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিব ও চিরমুক্তি নিত্যশান্তি ভোগ করিয়া থাকিব। অতএব যুক্ত বৈরাগ্য যাহারা আশ্রয় করেন না তাঁহারা আত্মার যথার্থ প্রয়োজন-সাধনে অসমর্থ এবং তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলাই সমীচীন।

৭। আজকাল অনেক ব্যক্তি বাহ্যতঃ ভক্ত সাজিয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত থাকেন। ইঁহারা কপটী এবং আমার শত্রুজ্ঞানে ইঁহাদিগের সঙ্গ বর্জ্জন না করিলে শুদ্ধ ভক্তির ভাজন পর্য্যন্তও লক্ষ্য নহে। মর্কটগণ যেরূপ নিরাহারে অনবরত মস্তকে চুল করিয়া বসিয়া থাকে এবং শুষ্ক অন্ত-জলস্থ হইলা মাত্রই তাহারা কোন না কোন খাদ্যদ্রব্য পাইবার লোভে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, কপট ভক্তগণও তদ্রূপ মর্কটগণের ন্যায় আচরণশীল। ইঁহাদিগকে কেহ কেহ এক-ধার্ম্মিকও কহে। শ্রীমদ্-গৌরসুন্দর ফল্গু-বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণরূপে অনাদর করিয়াছেন

শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছিলেন—

"ফল্গু-বৈরাগ্য যে কয় লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুক্ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

অতএব দেখা যাইতেছে যে "লোক-দেখান হরিভক্তি এবং গোপনেতে অত্যাচার" পরিবর্ত্তে লোকে যাহাতে বুঝিতে না পারে অথচ অন্তরে ভগবদ্নিষ্ঠা উৎপন্ন হয় এরূপ আচরণ করাই বরং ভাল। আধুনিক কালে "বাহে লোকব্যবহার ও অন্তরে নিষ্ঠা" এতাদৃশ সাধকের সংখ্যা অতীব বিরল।

৮। জীবন ভগবানের নিত্যদাস। দাসের ধর্ম্ম প্রভুর সেবা করা ও তাঁহার সুখে সুখী হওয়া। ভগবৎসেবা পরিত্যাগহেতু অনিত্য বিষয়ের মোহে মুগ্ধ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী ব্যক্তিসকল অনিত্য পদার্থের সেবায় রত থাকেন ও নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য লালায়িত। নশ্বরতা নিবন্ধন যাহা পদার্থ নিত্যকালব্যাপী সুখপ্রদানে অসমর্থ। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ভগবানই ছিলেন এবং সৃষ্টির ধ্বংসেও তিনি থাকিবেন। সুতরাং ভগবদ্বস্তুই মানব বস্তু বা নিত্যপদার্থ ও অন্যান্য পদার্থ তাঁহা হইতে আগত-স্থিতি অপেক্ষিক পদার্থ বা আশ্রিত বস্তু। যাহারা ভগবানকে আশ্রয়দাতা ও কর্ত্তা মনে করেন না ও আশ্রিত-পদার্থোচিত সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাঁহারা অকৃতজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞতাহেতু ভগবৎসঙ্গ বা সংস্পর্শজনিত অমৃতসিঞ্চনানন্দলাভে বঞ্চিত। বিমলানন্দে বঞ্চিত মানবগণ সকল (অর্থাৎ দুঃখরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিক বিদ্যুৎ জ্যোতির ন্যায় ক্ষণকাল স্থায়ী বৈষয়িক সুখ উপভোগ করিবার লোভী পাত্র। তাহাদিগের নিম্নাধিকার হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। ভগবৎসেবা-

চরিত ভক্তিপথ ও যুক্তবৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই, যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

ভক্তি যোগ আশ্রয় করিলে চিত্ত ভক্তাঙ্গ সাধনে নিযুক্ত থাকে এবং মায়াভাবে উহা ভোগ মোক্ষে বীতরাগ হইতে বাধ্য হয় অর্থাৎ ভক্তদিগকে শুষ্ক জ্ঞানীগণের ন্যায় পৃথক যত্ন করিতে হয় না, যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তি-যোগ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশুবৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে ভক্তি জননী-স্বরূপে জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ সন্তানদ্বয়কে প্রসব করেন। শুষ্ক বৈরাগী দুগ্ধবন্ধ্যা। দুগ্ধপোষ্যকে নিপীড়ন করিলে যেরূপ অর্থের কথা দূরে পড়ুক লাভ হয় না ও কেবল পরিশ্রম সার হয় তদ্রূপ ভক্তিমূল জ্ঞানিব্যক্তি শুষ্ক বৈরাগীগণ কঠোর সাধনরত থাকায় অন্যত্র ভোগ-ভোগে ও বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতে বাধ্য হন। অথচ ভবং কাল্পনিক মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন না। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ক্লেশ ঘ্যতে ভক্তিমুদস্য তে
ত্বিক্তাত্ত যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্॥"

১০। ভগবৎসেবা-যুদ্ধ যতই যুদ্ধ পাইতে থাকে, ভোগ-মোক্ষেচ্ছা তৎপরিমাণে আপনা হইতেই ক্ষীণ হইয়া যায়। অবশেষে যখন অস্তাভিলাষরূপ মল বা অনর্থ সমূলে নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ ভোগাভাবে সুপ্ত হইয়া থাকে, তৎকালে জীব স্বীয় স্বরূপগত অহৈতুকীসেবা ধর্ম্মে বিভোর হন। শুদ্ধ-স্বরূপে ভক্তের হৃদয় ভগবৎসেবায় ব্যস্ত থাকায় মায়াধীনতা স্বীকার প্রাতিষ্ঠিত করিবার অবসর পান না এবং ভোগমোক্ষবাসনাকে প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না। এই অনায়াস লব্ধ অস্তাভিলাষযুক্ততাকে যুক্ত বৈরাগ্য কহে। যদিও শুষ্ক ও যুক্ত বৈরাগিগণ ভগবৎসেবা রহিত হওয়ায় ভগবদ্বাধী তথাপি, ভক্তগণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করেন না। ভক্ত সমাজ অবগত আছেন যে প্রতিষ্ঠাশিষ্ঠা ব্যক্তিকে উপদেশ দান করিলে তাহা কখনও ফলবতী হয় না এবং প্রতিষ্ঠাশী কপট ও শুষ্ক বৈরাগি প্রভৃতি পৃথিবীতে যদি না থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যাইত না এবং আমরা দিগকে সতর্ক করিবার সুযোগও হইত না। যে হেতু প্রতিষ্ঠাশিগণ কর্ত্তৃক নিজেরা এবম্প্রকারের উপকৃত হন, সেই রূপ শোধনকল্পে ভক্তগণ তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপে কাযে লইয়া যাইবার জন্য সন্ধান করেন ও সুশিক্ষা দ্বারা সন্তোষিত করিতে থাকেন। তপিকা প্রদান কালে ভক্তগণ কখনও কপটীগণকে কটূক্তি প্রয়োগ করেন এবং কখনও তাঁহাদিগের হস্তে নির্য্যাতনও ভোগ করেন। এতাদৃশ প্রকার ভক্তাদিগকে কেন যে কপটীগণ সহসা চিনিতে পারেন না ইহা স্বতীব আশ্চর্য্য এবং পৃথিবীর সমস্ত আশ্চর্য্যের অতিরিক্ত অদ্ভুত আশ্চর্য্য নয় কি?

নিমাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বামুন কিন্তু সবাই ওঁকারে আগেই চোলে গ্যাছে। বোধ হয় ঘরে নিমাইয়ের কোনও ভক্তম পেয়েছিল। পাছে লোকজনের সঙ্গে দাদা কোলে গোপন কথা বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে এত তাড়াতাড়ি নিমাই আজ অতিথ বামুনকে নিয়ে কি কাণ্ড খানাইকোবলে তা তো সব শুনলে? এই রকম কত মজা কত দিন কোরেচে তোমরা সে সবও শুনেচো, এর পরও আমার কত মজা শুনতে পাবে। ছেলে বটে, এ রকম কেও পারে না। এসব কি কোরে করে, তা নিমাইই জানে। নিমাই সব কোরতে পারে, মনে কোরলে সব রকম যা ইচ্ছে সবই হোতে পারে, এমন একটা কিছু নিমাইএর ভেতোর আছে, আর না হয় তো এমন একটা কিছু নিমাই নিশ্চয়ই জানে, যাতে কোরে এই রকম সব কোরতে পারে বা হোতে পারে। কেমন? এ রকম তোমাদের বোধ হয় না কি? আমরা তো এটাই মনে হয়।

নিমাই যার সঙ্গে এক এক দিন বেশ মজা কোরতো. একদিন শচী দেবী উঠোনে ধান ছড়িয়ে যাচ্ছেন নিমাই সাম্নে

নাচে। হাত দুখানা একটু বাঁকা করে মাথার ওপরে তুলে মাথাটা ডান পাশে একটু বাঁকিয়ে এমন ভঙ্গীতে নাচছে, যে শচীদেবী হেসে আকুল হয়ে একেবারে যেন ভেঙে পড়ছেন। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার কান্না আসছে। নাচতে নাচতে নিমাই ধপ্ করে মায়ের কোলে এসে মায়ের আঁচলখানা দিয়ে মুখটা ঢেকে বোলে মা আমি লুকিয়েচি আমাকে আর ডাকা যাচ্ছে না।

শ। হাঁ বাবা নিমাই? আমাকে আর ডাকা যাবে না?

নি। আমি যে লুকিয়েচি তা কি কোরে ডাকা যাবে।

শ। তাই তো বাপ! তোমাকে তো আমি একটুও দেখতে পাচ্ছি নে।

নি। আর আমাকে দেখতে পাবে না।

শ। আর তোমাকে দেখতে পাবো না? হাঁ ধন! তবে আমি কেমন করে বাঁচবো। তবে আমি কাঁদি। শচীদেবী যেমন বোললেন তবে আমি কাঁদি ওমনি নিমাই কিন্তু কোরে ছেলে আঁচল ছেড়ে দিয়ে মার মুখের দিকে এসে আবার সেই রকম কোরে নাচতে লাগলো। সে নাচ বড় সুন্দর। নাচে আবার কখন কখন উঁ উঁ কোরে কাঁদে। কখন বা আবার ঘুমায় গড়াগড়ী যায়। গড়াগড়ী দেওয়া দেখে শচী দেবী তাড়াতাড়ি কোরে নিমাইকে তুলে, বেশ কোরে গা ঝেড়ে দিয়ে কোলে নিলেন।

শচীদেবী কুকুর ছুঁলে, হয় নাইতেন, না হয় তো গঙ্গা জল মাথায় দিতেন! নিমাইয়ের সে সব কিছু ছিল না, তার কাছে সবই সমান। একদিন কোথেকে কি—কোথা থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা এনে, ঘরের ভেতোর এক থালা পিঁড়ে পেতে, তার ওপোর বোসিয়ে বেঁধে রেখে গিয়েচে। শচীদেবী বাড়ী ছিলেন না—কোথা গিয়ে ছিলেন। এসে দেখেন ঘরের ভেতোর পিঁড়িয় ওপোর কুকুরের বাচ্চা বাঁধা রয়েচে। দেখেইতো একেবারে জ্বলে গেলেন। বোল্লেন এ কি? ঘরের ভেতোর কুকুর বেঁধে রাখলে কে? কয়েকটা ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো বোল্লে, নিমাই বেঁধে রেখে গিয়েচে। শুনে আরো জ্বলে উঠলেন। নিমাই কুকুর ছুঁয়েচে, কুকুরটাকে ছুঁয়ে, খুলে তাড়িয়ে দিতেও পারবেন না, ঘরের ভেতোর কুকুর থাকা সইতেও পারবেন না। মহা মুস্কিলে পোড়ে গেলেন। কেবল চাঁচাতে লাগলেন, আর নিমাইকে বোকতে লাগলেন—বামুনের ছেলে, অতো বড়ো হোলো, একটু বুদ্ধি হোলো না। একটু আচার বিচার শিকলে না—শুদ্ধ অশুদ্ধ বোধ হোলো না; ছি ছি ছি, একবারে মেলেচ্ছের মতো হোলো। পণ্ডিতের ঘরের ছেলে, আর কবে জ্ঞান হবে? এই রকম কোরে কেবলি চাঁচাতে লাগলেন। যে সব ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো তাদের এক জনকে বোল্লেন, কুকুরের বাচ্চাটাকে খুলে তাড়িয়ে দাও তো খোকা, আমি ছোঁব না, চান কোরচি, নইলে আবার আমাকে নাইতে হবে।

ছেলেটী। আমি খুলে দিতে পারব না, খুলে দিলে নিমাই আমাকে মারবে।

শ। কিছু ভয় নেই ধন: তোমাকে কিছুই বোলচে না।

ছো। না, মারবে, না মারলে তুমি ঠ্যাকাবে কি না?

শ। না বাপ, কিছু বোলবে না। আমার নিমাই কি তেমন ছেলে? সে কখন কাকোর কিছু বলে না। তোমরা একদঙ্গে সব থালা করো তো? তোমরাই আমার নিমাইকে মার, সে কারো গায়ে হাত তায় কি? খুলে দাও ধন, আমি ছোব না, নেইচি।

আর এক ছেলে। তা দেনা কেন? নিমাইয়ের মাইতো বোলচে, তার আর কি।

প্রথম ছে। তা তুই দেনা কেন? তোর সঙ্গে নিমাইয়ের তো খুব ভাব আছে।

তাই দেনো না কি? বোলে দ্বিতীয় ছেলেটা ঘরের ভেতোর গিয়ে কুকুরের বাচ্চাটা খুলে দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। আর আর সব ছেলেরা হো হো করে কুকুরের ছানাটাকে অনেক দূর তাড়িয়ে নিয়ে গ্যালো।

নিমাইয়ের সাতি ছেলের মধ্যে দু এক জন যারা সেখানে ছিলো, দৌড়িয়ে গিয়ে নিমাইকে বোল্লে, নিমাই! তোর মা তাই তোর কুকুরের ছানাটা ছেড়ে দিয়েচে নিমাই সে কতা বিশ্বাস কোরলে না, বোল্লে দূর, তা কখন হয়? মা কি ছেড়ে তায়?

ছেলেটা। না ভাই, আমি সত্যি বোলচি, সত্যি সত্যিই ছেড়ে দিয়েচে। না হয় মাকে জিজ্ঞেস কোরে আসো।

ম। হাঁ ভাই, সত্যিই ছেড়ে দিয়েচে। বাছুরকে দিয়ে গলার দড়ি খুলিয়ে তাড়িয়ে দিয়েচে।

বা। তোর মা, ভাই, বোঝে, তা আমার বোঝ কি? তোর মার কত না শুনলে তো হয় না? তা আমি কি কোরবো?

নিমাই তখন বুঝলো, তার কুকুরের ছানা সত্যি সত্যিই নেই, তাকে তাড়িয়ে দিয়েচে। মনে ভারি দুখু হোলো। ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে মাকে ঠিক তাই, সত্যি সত্যিই বাচ্চাটাকে খুলে তাড়িয়ে দিয়েচে। তখন এই কান্না আরম্ভ করল—"আমার কুকুরের বাচ্চা ছেড়ে দিলে কানো"? কিছুতেই কান্না থামে না। শচীদেবী যত বলেন, বাবা, আমার কুকুরের বাচ্চা ছুঁচে নেই কুকুর ছুঁলে নাইতে হয়। বামুনের ছেলে কুকুরের গায়ে হাত দিলে লোকে কি বোলবে? ছি! একটু আক্কেল হোলো না যেন, আর কুকুর নিয়ো না। নিমাই সে সব কথা কিছুই শোনে না, কেবল কাঁদে, "আমার কুকুরের বাচ্চা ছেড়ে দিলে কানো।" নিমাই একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে চুপ করান যায়। শচীদেবী কত রকম তোষা দিতে লাগলেন, সে সব একবারেই শুনলে না। শেষে কাঁদতে কাঁদতে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো। শচীদেবী দেখলেন মহা বিভ্রাট। যে রকম কোরচে তাতে মারা যাবার মত হোলো যে! মনে বড় ভয় হোলো, বোঝেন, কুকুর ছেড়ে দিয়ে কি কুকর্মাই কোরেচি। এখন করা যায় কি? বামুন পণ্ডিতের ঘরের ছেলে, একটু আচারবিচার হোলো না, আর কবে হবে। এই বোলে আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে, হাত দিয়ে নিমায়ের গলা আঁকড়ে ধোরে বোল্লেন, বাবা আমার আর কেঁদো না যেন, আমি তোমাকে একটা খুব বড় কুকুরের বাচ্চা দেবো—খাসা বাচ্চা—রামেদের কুকুর বিইয়েচে, তারই বাচ্চা দেবো, কেমন? বেশ বাচ্চা। রামেদের কুকুরের বাচ্চা পাবার কথা শুনে নিমাইয়ের মনটা বেশ খুসী হোলো। কান্না থেমে গেলো—মুখে হাসি ফুটে দিলে। শচীদেবী আঁচল দিয়ে নিমাইয়ের মুখ গা হাত পা সব বেশ কোরে মুছিয়ে দিয়ে কোলে তুলে নিলেন। মুখে একটা চুমো খেয়ে বোল্লেন, বাবা আবার কাঁদতে আছে সোনা, সব কুকুরই তো তোমার সোনা? যেটা চাবে সেইটেই দেবো, নিমাই তখন আবার খুসী মনে হাসতে হাসতে কোলে থেকে নেবে আবার সেই খানে খেলা কোরতে গেল.

(ক্রমশঃ)

ভারতীয়।

মহাত্মা গান্ধির আদেশ—গত ৩১ জুলাই যাঁর ইন্তাকাল হয়েছে মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে পরিবর্ত্তন-বিরোধী অসহযোগিগণ এখন হইতে কেবল খদ্দর প্রস্তুত কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই কাজে তাঁহাদের যাথার্থ্যের জন্য তাঁহারাই দায়ী হইবেন, অপর কাহাকেও তাঁহারা দোষী করিতে পারিবেন না। মহাত্মাজী ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহার এখনও ঠিক নাই। আগামী আগষ্ট মাসে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে পদাতিকে বাহির হইয়া প্রথমেই গান্ধার পরিদর্শন করিবেন।

কংগ্রেসের ইতিহাস—কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত গান্ধির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্ত কে, এম্, পানিকারকে কংগ্রেসের এক ইতিবৃত্ত লিখিতে আদেশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার—গুরুর এই যে, ঐ পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে নিয়োগই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া অধ্যাপক মিঃ আর্কোহার্টকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার কথা চলিতেছে। উপযুক্ত বাঙ্গালী অধ্যাপক কি নাই?

পণ্ডিত মালবা—সিমলার সংবাদে প্রকাশ যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবা সর্দ্দি কাসিতে শয্যাগত থাকায় তাঁহার সব কার্য্য-তালিকা স্থগিত রাখিয়াছেন।

তিলকের মাথের মূর্ত্তি—পুনা সহরে মিউনিসিপ্যাল বাজারের সম্মুখে পূর্ব্বে পরলোকগত লোকমান্য তিলকের একটী পূর্ণাবয়ব মর্ম্মর প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে ও ২২শে জুলাই উহার আবরণ উন্মোচিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্য হাতপুরে মিউনিসিপ্যালিটীর নামে ৬০০০৲ টাকা জমার কাগজ এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন "কেশরী" ও "মাহ্রাট্টা" পত্রিকাদ্বয়ের ট্রাষ্টিগণ বাকী খরচ বহনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে দিয়াছেন।

কপূরথালার মহারাজা—কয়াসী গবর্ণমেণ্ট উক্ত মহারাজকে তাঁহার সম্মতি অনুসারে "গ্রাণ্ড অফিসার অব্ দি লিজিয়ন্ অব্ অনার" নামক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

ভেরাসে দুর্ঘটনা—কয়েকদিন হইল, ভবানীপুরবাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে বিবাহ ভোজন উপলক্ষে যে খিচুড়ি রান্না হইয়াছিল, তাহা খাওয়ার ফলে সেই বাড়ীতে ৫ জনের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে ছোট ছোট শিশু ও আছে। দুঃখের বিষয়, উকিল বাবু বাড়ীতে ছিলেন না। কলিকাতার বাজারের ঘি না কেনাই ভাল।

আন্তর্জ্জাতিক ভোজ—গত ৩০শে জুন্ কটক সহরে পৌত্রব্রাহ্মণবংশ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস (এম্ এল্ এ), ভাগীরথী মহাপাত্র, গোপবন্ধু চৌধুরী প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আন্তর্জ্জাতিক ভোজে জাতি নির্ব্বিশেষে পৌত্রব্রাহ্মণেতর উপস্থিত লোকের সঙ্গে ও হস্তে ভাত ডাল ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়—এক বৎসর পূর্ব্বে ভিজাগাপটমে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তদনুসারে একটী খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে। সম্ভবতঃ তেলুগু প্রদেশ লইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যক্ষেত্র হইবে। শিক্ষা-বিভাগের পর্য্যবেক্ষণের সব উহা রাজস্ব বিভাগে পেশ করা হইবে।

বিহারের প্রধান বিচারপতি—মাননীয় স্যার্ শ্রীযুক্ত জোয়ালা প্রসাদ বিহার হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কন্‌ভোকেশন্—গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কন্‌ভোকেসনে ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারায় গবর্ণর মহামান্য লর্ড লিটন বাহাদুর অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি সকলকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিতে ও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপনে উপদেশ দিয়াছেন।

চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ হল্‌বার্গ এ পর্য্যন্ত অসুস্থতা হেতু কলিকাতার হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন। গত সোমবার হাসপাতাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কোর্টে আসিয়া অল্পক্ষণ অবস্থানের পরই চলিয়া গিয়াছেন। আগামী ১৭ই তারিখে তিনি পুনরায় স্বীয় কার্য্যে পুনরায় যোগদান করিতে পারিবেন।

বৈদেশিক।

লার্ড বে, সি, বসু—বর্ত্তমান জুলাই মাসের শেষে জেনেভা নগরে আন্তর্জ্জাতিক জ্ঞানসমিতিসমূহের সংযোগিতার জন্য যে সভা বসিবে, তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে লার্ড বে, সি, বসুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পোষ্টাল কংগ্রেস—ষ্টকহলম সহরে সুইডেনের রাজা সমগ্র পৃথিবীর পোষ্টাল কংগ্রেসের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। নাগরিক কর্ত্তৃপক্ষগণ অভ্যাগত জনগণকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় বর্ষ } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩রা শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ১৯শে জুলাই ১৯২৪ { ২৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত পঞ্চম একাদশী হইতে চাতুর্মাস্যব্রত আরম্ভ হইয়াছে। আষাঢ় শুক্লা শয়ন একাদশী বা কর্কট-সংক্রান্তি অন্তাবধি আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক শুক্লা উত্থান একাদশী বা অন্যান্যধিক হাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাসচতুষ্টয় অথবা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাসচতুষ্টয় কাল চাতুর্মাস্য-ব্রতকাল।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্তিবৃদ্ধির জন্য চাতুর্মাস্যব্রত পালন করিয়া থাকেন। শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর লোক-শিক্ষার্থে নিজে চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করিয়া বৈষ্ণবাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

[illegible]

"চাতুর্মাস্য ব্রতকারি এত মোর ঘরে।
ব্রতভঙ্গ কাঁহ ব্রতান্ত উঠাহ আমারে
তাঁর মুখে শুনিলা প্রভু ব্রতকথা-প্রসঙ্গ।
ভট্টসঙ্গে গোডাইলা প্রভু চারি মাসে

বেঙ্কট ভট্টের গৃহে যখন শ্রীগৌর সুন্দর চাতুর্মাস্য উপলক্ষে নিজস্ব কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন বেঙ্কট-তনয় শ্রীগোপালভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করেন। এই গোপালভট্ট ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী নামে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে বিদিত হন।

শ্রীনাথ পুরুষোত্তম মাসীপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে চাতুর্মাস্যব্রতধারী ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ, ও তাঁহাদের সেবা ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে করিতে সাধনের ভাবোদ্দীপনে কচির উদয় হইল। অবশেষে তিনি নিজের অবোগ্য জন্য মনে করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে নিজ জন্ম-মাতৃপিতৃ-বাসভূমি-গোত্র প্রভৃতি সমর্পণ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণপুরুষ শুকদেবগোস্বামিপ্রভুও এই চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিয়াছেন।

"নীলাচলে চতুর্মাস্য"

মুমুক্ষু ভক্তগণ ব্যতিরেকে যে প্রকার স্বর্গলোকে সোমরস পান, কর্ম্মফল সম্ভোগাদি লাভ করিবার জন্য কর্ম্মিসাধারণ চাতুর্মাস্য ব্রতাদি পালন করেন, কিংবা মুমুক্ষু জ্ঞানিযোগি প্রভৃতিগণ যেরূপ ভবিষ্যফলকেও প্রাপঞ্চিক বস্তুর সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া মৌনব্রতাদি নিয়মপালনপূর্ব্বক চাতুর্মাস্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন, শুদ্ধ ভাগবতগণ তদ্রূপ আনুষঙ্গিক-প্রীতিলাভের জন্য চাতুর্মাস্যাদিব্রত পালনে উৎসাহান্বিত হন না।

"চতুর্মাস্যেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।"

একমাত্র অনিষ্টহীন ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিবৃদ্ধির জন্যই বুদ্ধিমান্ জন চাতুর্মাস্যব্রতাদি নিয়ম পালন করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস স্মার্ত্তপ্রবরগ্রন্থের ১৫শ বিলাসে প্রাকৃতজনগণের জন্য চাতুর্মাস্যব্রতের যে সকল ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ ঐ সকল ফলশ্রুতিতে কিছুমাত্র আসক্ত না হইয়া শুদ্ধ হরিপ্রীতির জন্য চাতুর্মাস্যব্রত পালন করিবেন এবং নিরন্তর ভগবৎকথা আলোচনা, প্রবণ-কীর্ত্তনাদি উদ্যোগ যাজন করিবেন। বর্ষাকালে যাতায়াতাদি কষ্টকর, সেইজন্য শুদ্ধভক্তগণ কোনও স্থানে স্বতন্ত্রীয় ভক্তবৃন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন ও শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনাদি করিয়া থাকেন।

চাতুর্মাস্যব্রতপালনকালে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। যথা—

শ্রাবণে শর্করাত্যাগঃ দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিক মাসে মাষকলায় প্রভৃতি আমিষ খাদ্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কটোল, বার্ত্তাকু, প্রভৃতি তরকারি নিষিদ্ধ। কেশ, নখাদি ও তৎকালে ছেদন করা নিষেধ; স্ত্রীসঙ্গাদি বিলাস সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। সকল অবস্থায় শ্রবণ ও কীর্ত্তন, হরি সেবানুকূল কার্য্য, শুদ্ধভক্তি প্রভৃতি ভক্তি অনুকূল কার্য্য সমূহ অনুষ্ঠান করা একান্ত বিধি।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব সমাপ্ত হইয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব রাজসভার ও গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রমুখ সাতজনকে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা তত্রত্য অধিবাসিগণের সুবিধার জন্য ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতাদি দ্বারা শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ দক্ষিণদেশে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম অধিকারী, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ও শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম সম্পাদক পূজ্যপাদ আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় ও শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য শ্রীমায়াপুর ধামে শুভাগমন করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও শ্রীমায়াপুর ধামে যোগপীঠে সেবক-বৃন্দ, শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীগোদ্রুম ভূমি নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য প্রায় এক পক্ষ কাল যাবৎ শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিতেছেন।

জনৈক সংবাদপত্রের প্রেরিত পত্রের মধ্যে দেখা গেল যে, ঢাকায় একজন কথক ভাতিগোসাঁই কতিপয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে "রাসলীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন একজন বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার।

দুই চারিটী ব্যাকরণের সূত্র বা দু' চারিখানা সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের বই বা ঐরূপ রাশি রাশি পুস্তক পড়া থাকিলেও অপ্রাকৃত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা যায় না।

যাহার মোটে বুদ্ধি প্রবল, সে ব্যক্তি ভাগবতের কথক বা বক্তা হইতে পারেন না। মোটেবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি নৈষ্ঠিকে জাতিবুদ্ধি করে, শ্রীবিগ্রহে কাষ্ঠপাষাণ বুদ্ধি করে, নারা যে বিদ্যা জ্ঞান ও মহাপ্রসাদে জাত জ্ঞান বুদ্ধি করিয়া থাকে আবার ভগবানের অভিন্ন, স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে কাব্য ইতিহাসের মত গ্রন্থ বা পটু সুহৃদের মতপণ্ডা দ্রব্য মনে করিয়া তাহার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন, সম্মান ও কামিনী সংগ্রহ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেবানন্দ পণ্ডিত নামক একজন অজ্ঞ ভাগবত পাঠক-পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"ভাগবতে মহা-অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানে ভক্তিহীন দোষে॥"

একদিন—

কোপে প্রভু পোঁথি কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ-পোঁথার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
প্রহ্লাদে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রসার।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠার॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের মত জ্ঞানবন্ত, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন, পারে মহাপণ্ডিত ব্যক্তির পর্য্যন্ত যখন অপরাধ ঘটে কেবল অযোগ্যজন ভাগবতের মর্ম্মার্থ গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল, তখন গৃহব্রত, গো-(ইন্দ্রিয়)-দাস, লম্পট, বহুবারম্ভী, বহুব্যবসায়ী, ভাগবতজীবিগণ যে বৃক্ষকুলপরমহংসগণের উপাস্য শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত রাসক্রীড়ার মর্ম্মার্থ বর্ণনে সমর্থ হইবে তাহা আশা করা বৃথা।

একদল শুষ্কবৈষ্ণবদাস ঢাকানন্দগীতে জড়ীয় অর্থের অধিষ্ঠিরকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে উক্ত জাতিগোসাঁইটী তাঁহার ও তাঁহার জাতি ভাইদের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহের পথে কণ্টক পড়িল মনে করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মকে ভাগবতপাঠে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

তিনি নিজকে "ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ (?) গোস্বামীর পুত্র (?) গোস্বামী" বলিয়া অভিমান করেন কি প্রকারে পুত্রের মহাপণ্ডিতে "রাসলীলার" বক্তৃতা করিলেন? বাবসায়ের বিজ্ঞাপনের জন্য মানুষ কত প্রকারে কৌশলজালই না বিস্তার করেন!

"ধন্য কলিযুগ, তোরি তামাসা,
ঘাস লাগে আউর হাসে।"

আমরা সমালোচনার জন্য রেভারেণ্ড শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি মন্দিরের শ্রীযুক্ত বিনোদচৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয়ের সম্পাদিত "সাধন-বিনোদ-পদ্ধতি" প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ক্রাউন কর্ম্মা—মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। উহা গৌরাঙ্গদেব-প্রণালী ও অর্চ্চন সম্বন্ধে বিধি সংকলিত। অর্চ্চনাংশের কোনও কোনও স্থলে ঐকান্তিক ভক্তের অনুষ্ঠানের কথাও দেখা যায়, তবে একথা বলা যায় যে, এই গ্রন্থের অধিকাংশস্থলেই গৌড়ীয় প্রণালীর বিশেষত্ব সুরক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত হইলে বড় ভাল হইত। যদন গ্রন্থের অনেকাংশের জন্য দেব-

কৃষ্ণদাসের দেখা যায়, তখন একদল পাঠকের পাঠাভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সর্বজনপ্রিয়তম তখনপ্রণালী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলাবলোকি তাঁহাদিগকে উপহার দেওয়া সমীচীন হবে নাই; সাধুগুরুবৈষ্ণবের নিকট আমরা এইরূপ শিক্ষা পাইয়াছি। অনধিকারীকে অনধিকার চেষ্টা করিতে দেওয়া জীবে দয়ার অভাব-পরিচায়ক হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসক। এই ক্রমলঙ্ঘনে প্রবন্ধ-মান প্রবন্ধ না থাকিলে বড় ভাল হইত। এক সময়ে বাবাজী মহাশয়ের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল। এ গ্রন্থের পদগুলির মধ্যেও দুই একটী তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে গীত হইয়া আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।

আর একটী বিষয় মুদ্রাঙ্কণ প্রমাদ বলিয়া মনে হইল। ২২৪ পৃষ্ঠায় যে "শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ প্রতি শ্রীমহাপ্রভু"র উক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দসরস্বতীর প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিলেন, শ্রীল প্রকাশানন্দ একদণ্ডী মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গলাভে তাঁহার হরিভজনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনেকে প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ উভয়কে এক করিয়া ফেলেন। প্রামাণিকগ্রন্থে উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষিত হয়। "ভক্তিরত্নাকর" একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরম আদরের বস্তু। তাহাতে প্রথম তরঙ্গে লিখিত নিম্নের অংশগুলি পাঠ করিলে এবিষয়ে প্রবোধোদয় হইবে।

"ত্রিমল্ল বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতায় প্রাপ্তন গৌরচন্দ্র॥
লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এপর্য্যন্তে।
যাদবাচার্য্যসঙ্গে হয় প্রভু কৃপাতে॥"

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ পূর্ব্বে শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক বৈষ্ণব ছিলেন, মায়াবাদী পাকায় সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিন ভ্রাতাই একসঙ্গে প্রভু কৃপা পাইয়াছিলেন।

"চারি মাস পথে পড়ু কহিব কেমন।
ইহা মনে করিতে কাহোঁ তিন জন॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কট প্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥"

ইহার অনেক পরে বারাণসীতে প্রভুর সহিত প্রকাশানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখনও পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ছিল না। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। যথা:—

"চারি মাস পথে প্রভু হইলা বিদায়।
তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায়॥"

এই তিনের একজন প্রবোধানন্দ কি কখনও প্রকাশানন্দ হইতে পারেন? আরও—

"শ্রীচৈতন্য ভট্টের মন্দির যৈছে হয়ে।
ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভুপদতলে॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন।
কহিল অনেকরূপ প্রবোধ বচন॥"

এই ঘটনা ১৪৩৩ শকাব্দের কথা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বে নবদ্বীপলীলা বর্ণনকালে শ্রীল কৃষ্ণদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বরাহভাবাবেশে তিনি প্রকাশানন্দের মায়াবাদিত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অর্থ খণ্ড খণ্ড॥
পুণ্য পবিত্রতা পাছে যে অঙ্গপরশে।
তাহা নিস্তারিলে বেটা কেমন সাহসে॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৩য় অধ্যায়)।

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে॥"

ইত্যাদি (ঐ, ২০ অধ্যায়)।

১৪৩৫ শকাব্দে যখন কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে দেখেন, তখনও প্রভুপাদানন্দ মায়াবাদী। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ইহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য দিতেছেন।

যদি প্রকাশানন্দই প্রবোধানন্দরূপে থাকিতেন তাহা হইলে ১৪৩১ শকের পূর্ব্বে তিনি মায়াবাদী। ১৪৩৩ শকে, তিনি সম্ভানায়ারণের উপাসক বৈষ্ণব ও অনন্তরহিত পরে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তচূড়ামণি, আবার ১৪৩৫ শকে সে মায়াবাদী সেই মায়াবাদী। একি কখনও সম্ভবপর? অমৃতবাজারের শিশির বাবু কলিকাতা হেদুয়ার তলা আষাঢ়ার পালদাস বাবাজীর বাঙ্গলা ভক্তমালের অনুবরনে এই ভুল স্বীকার করায় অনেকে শাস্ত্র প্রমাণ না দেখিয়াই তাহা অকাট্য বলিয়া মানিয়া লইয়া বিষম ভ্রম করিতেছেন। আশা করি গ্রন্থকার বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের নহেন, তাঁহার পুস্তকের এই ত্রুটীটী মুদ্রাকর প্রমাদ মাত্র।

পুরী দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হঠাৎ সম্মুখে পাগল দর্শন করিয়া তাঁহাকে আমার নিকট এইভাবে দাঁড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিব—এই ভাবিতেছি, এমন সময়ে সেই পাগল অদ্ভুত ও উন্মাদকারী নৃত্য করিতে করিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতে লাগিল—

"বৈষ্ণবের শেষ ভক্তের এতেক মহিমা।
ঐ কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা॥"

একি পাগল! একি গান কর! তুমি সরিয়া যাও আমার সমুদ্র-দর্শনে, পুরী-দর্শনে, বাধা দিও না। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট কৃপা বস্তু, উহার মহিমা আমি শুনিতে চাই না। কালিদাস কে? প্রভু কে? অমন পাগলামি করিবার এস্থান নয়। দূর হও।

পাগল আমার তিরস্কার উপেক্ষা করিয়া গান গাহিতে লাগিল—

"তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হইতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥"

আ! আমরা সব বাঞ্ছিত কাজ পাইব! উঃ! এ পাগল ক্ষেপা কি আমার দূর হইবে? পাগল তুমি কি বলিতেছ! তুমি কি অন্তর্যামী? আমার মনের কথা তুমি কি করিয়া জানিলে? বৈষ্ণবের ঝুটা কি খাদ্য হইতে পারে? না—না—না!

পাগলের নৃত্য উন্মাদ—সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গকে যেন পদাঘাত করিয়া তাহার পরম ভক্তিভরে নানা ভঙ্গীতে চালন করিতে লাগিল, আর গাহিতে লাগিল—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে তার মহিমা কে জানে॥"

এ কি বলে! মহাপ্রসাদ আবার মহাবৈষ্ণবের! ইহা হইলে কি মহাপ্রসাদের কিছু মাহাত্ম্য আছে না কি? পাগল কি বলে?—এই ভাবিয়া চিন্তিয়া পাগলকে বলিলাম, "পাগল, পাগলামি রাখ। এ সব কথা এখানে বিকায় না। যাও এ সব মাদ্রাজীদের কাছে। এই বলিয়া আমি মুখ ফিরাইলাম কারণ পাগলের চোখের দিকে আমি আর চাহিতে পারিলাম না। কিন্তু পাগল ছাড়িল না। তাহার গানের বিরাম নাই—

"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ঢুকারিয়া কয়॥"

"বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন।"

কি মুস্কিল! বলিয়া একটু হাওয়া খাইয়া যদ্যা সারাইব তাও দিবে না বলে কি না, ঐ উচ্ছিষ্ট বিশ্বাস কর—কতকগুলি ছোটলোকের পায়ের ধূলা মাখায় মাখ আর তাদের পাখোয়া মলিন জল পান কর। এই সকল ঘৃণা অপবিত্র মলিন দ্রব্য গ্রহণে সত্ত্ব শুদ্ধি। যা ওদিন বাঁচিব, তাও হইবে না। পাগল দূর হও।

দেখিতে দেখিতে দিবসের রাজা রবি পশ্চিম গগনে ঢোলয়া পড়িল দাইবার কালে তাহার কিরণের সমস্ত ক্লান্তি আমাদের দেহে ঢালিয়া দিয়া যেন সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া ক্লান্তি দূর করিলেন। এ দিকে সন্ধ্যারাণী তাঁহার তিমিরাক্ত কুঞ্চিত কেশরাশির উপর বিছাইয়া দিলেন এমন সময়ে সমুদ্রের একটা ঢেউ আসিয়া সেই পালকে কাথায় লইয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। ঈশ্বর ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের তীর ধরিয়া চলিলাম, আর পালের কথাগুলি একটী একটী করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। তখন কে যেন আমার পশ্চাদ্দিক্ হইতে দুই হাত বাড়াইয়া আমার চক্ষু দুইটী চাপিয়া ধরিল, আর আমি আস্তে আস্তে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলাম। কিন্তু আমার চাহিবার বা উঠিবার ক্ষমতা নাই। বুঝিতে পারিলাম আমারও কোলে দুইয়া আছি। কে যেন আমাকে মাতার ন্যায় কোলে করিয়া বসিয়াছে। কে যেন আমার উত্তপ্ত ললাটে শুভ্র করাঘাত করিয়া সমস্ত তাপ দূরীভূত করিল। শান্ত হইয়া আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনিলাম—"বাছা! কেন এমন করিতেছ? বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইল। বৈষ্ণব দয়াল ক্ষমাশীল। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ স্বীকার কর ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। ঐ দেখ, আজ বিশেষ করিয়া যাঁর জন্য কে তোমাদের ভক্ত নীলকণ্ঠ জনকে আহ্বান করিতেছেন।

"এ ঘোর দুর্গতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া কাঁদি না তুমি ও"

এই বলিয়া তিনি গান ধরিলেন, আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গান শুনিতে শুনিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

জাগিয়া দেখি, আমি "শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে" আমাকে ঘিরিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন।

"এসেছি ঊষরি রোষ নাশিবার লাগি।
হরিনাম-মহামন্ত্র দাও তুমি মাগি ও"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কীর্ত্তনে যোগদান করিলাম। কীর্ত্তনান্তে একে একে সকল ভক্ত চলিয়া গেলেন। রহিলেন এক শ্রিয়মাণ সন্ন্যাসী। তাঁহাকে একাকী পাইয়া আমি তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে তুলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। পরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম—"আমার নাম শ্রীঅমলাবাকল গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতায় এম্, এ, পড়িতেছিলাম। ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে এমনই সময়ে এই মঠে আসিয়া আপনাদের প্রদত্ত একমুষ্টি মাধুকরী ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। আপনাদিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, যার তার ছোঁয়া ভাল ভাত কি করিয়া খাইব? এই ভাবিয়া চলিয়া গেলাম। তাহার একদিন পরেই আমার গলা দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল। আমি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা চলিয়া গেলাম, বহু বহু ডাক্তার দেখাইলাম। কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে বায়ু পরিবর্ত্তনে এখানে বাস করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিবেদন শুনিবেন কি?"

সন্ন্যাসী ঠাকুর সম্মত হইলে আমি সকল কথা—'পাগলের কথা'—বলিলাম।

শ্রীধাম-মাহাত্ম্য।

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

সন্ন্যাসী ঠাকুর এই কথা বলিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি শ্রীধামের চরণে অপরাধ করিয়াছেন, ধামাপরাধ দশটী—(১) ধামপ্রবর্ত্তক শ্রীগুরুদেব অবজ্ঞা (—তাঁহাকে ব্রজপ্রমাণাদিযুক্ত সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি করা), (২) ধামকে অনিত্যবোধ (ঢাকী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় ধামকে জড়ীয় পরিবর্ত্তনযোগ্য ও অনিত্য বোধ করা), (৩) ধামবাসী ও ধামভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতি-বুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীবাসুদেবসেবায় ছল করিয়া শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের দৃষ্টিকে জড়দেশের অপর কোন স্থানের সহিত কখনও ও পরিমাণ চেষ্টা,

(৭) হরিবাসরে পাপাচরণ, শ্রীকৃষ্ণ ও নামবলে ভেদবুদ্ধি, (৮) শ্রীনাম-মাহাত্ম্যের শ্রবণে বিশ্বাস, এবং (১০) নাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অপরাধ ও অজ্ঞানতা—আপনি শুনিয়া দেখুন, এই সকল অপরাধ করিয়াছেন কি না?"

আমি করযোড়ে বলিতে লাগিলাম, "ঠাকুর আমি এই সকল অপরাধেরই অপরাধী। শুধু তাহাই নয়; আমি ভগবান্ ও তাঁহার নিত্য নামকে পৃথক্ ও অনিত্যবোধে তৎপ্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বার্ষিক সংকীর্তন মহোৎসবের তৃপ্তির বস্তু মনে করিয়াছি, শ্রীজগন্নাথকে আমার সেবকজ্ঞানে তাঁহার নিকট কতই কামনা করিয়াছি। হায়! এই তুচ্ছ দেহের সুখ ও সংরক্ষণ জন্য এত অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি যে, তাহা ভাবিলে আমি স্থির থাকিতে পারি না। ঠাকুর, এক্ষণে আমার উপায় কি?"—এই বলিয়া আমি ঠাকুরের পায় পড়িয়া কান্দিতে লাগিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া আশ্বাসপ্রদান করিয়া বলিলেন—"আপনি এক্ষণে বিশ্রাম করুন। পরাহ্নে শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবার পরে পুনরায় এই বিষয়ে প্রসঙ্গ হইবে। একণে আমাকে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবার জিকার জন্য বাহির হইতে হইবে।" ঠাকুর এই বলিয়া এবং "জয় শ্রীগুরু গৌরনিত্যানন্দ কি জয়"—জয় শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কি জয়, উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়া বহির্গত হইলেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে স্বর্গদ্বার পথে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতে বেলাভূমির দক্ষিণপার্শ্বে সমুদ্রের তীরে শ্মশানে দাউ দাউ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে, যে দেহের পুষ্টির জন্য জীব শ্রীভগবান ও তাঁহার সেবোপকরণসমূদায়কে নিজের ভোগে লাগাইয়াছে, আজ সেই দেহকে এমন করিয়া ভেঙ্গাইতেছে! এমন করিয়া ধ্বংস করিতেছে! আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটী তাজা মানুষ আকণ্ঠ মৃত্তিকাপ্রোথিত করিয়া সম্মুখে চিতার বস্ত্র বিছাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে, তাহারই পার্শ্বে একটী মৃতদেহ সেই চিতার উপরে একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বক্ষে ধারণ, অর্থাৎ পাঁজায় বাঁধিয়া ফিরে চিতার কাষ্ঠ সাজাইতেছে। কিছুদূরে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি কুইনোলিনি সাড়ীর চাকন ফেলে সেই ছটফট করিতেছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ বহু দূর বিদেশীর অন্তোদ্যমের জন্য নানক যন্ত্রণার অনুকৃতি দর্শন করিয়া পুনরায় সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিলাম "স্বর্গদ্বারে" এই কি নানক দর্শন করিলাম। নাটকেলের মেথরানীরূপে যে দুর্গা বর্ণিত আছে, তাহা যেন আজ এই "স্বর্গদ্বারে" আমার চক্ষের সাম্নে ফুটিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন হইল—মঠে শ্রীমহাপ্রসাদ ভোগারতি আরম্ভ হইল, ভক্তবৃন্দ—

"জয় জগন্নাথ বলদেব শ্রীসুভদ্রে"

বলিয়া মধুর কীর্তন করিলে, সকলে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানার্থ সমবেত হইলেন। তখন ভক্তগণ সম্মুখে শ্রীমহাপ্রসাদ দর্শনে প্রণত হইলেন এবং প্রসাদের গুণ ও মাহাত্ম্য-কীর্তনচ্ছলে সমস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥
কৃষ্ণ পদ্মাবতং বাপি নীতং বা দুর্দৈবতঃ।
প্রাপ্নুয়াদ্বৈষ্ণবো ভোক্তুং নান্য কামবিচারণা॥
নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানবিকল্পকং।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে বিধাঃ॥
ব্রহ্মবাহ্নিকারাং হি যথাবিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিচারং যে প্রকুর্বন্তি তদ্ভক্ষণে তদ্ভক্ষাতরাঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাগ্রস্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মাদ্ভক্ষ্যং পরিত্যজেৎ॥

শ্রীগুরুমহারাজ ও ভক্তবৃন্দ কি জয়! জয় শ্রীমহাপ্রসাদ কি জয়! জয় মহাপ্রসাদ সেবনকারী ভক্তবৃন্দ কি জয়!

আজ হাত জীবনে অনেক খাইয়াছি, বহুদিন কতপ্রকার সুখাদ্য এই জিহ্বায় দিয়াছি; কিন্তু আজ যে বস্তু জিহ্বায় দিলাম, এমন অপূর্ব বস্তুর স্পর্শ জিহ্বা এ যাবৎ লাভ করে নাই, জিহ্বায় দিয়া কিন্তু আজ যে বস্তু জিহ্বায় বিশেষতঃ কীর্তনসংযোগে 'ভক্ষ' করণও ভাবে

দেবালয়স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবে গমন করে নাই, মৃত্যুর্ত্ত কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনির সহিত শ্রীমন্দির প্রদান করিয়া ভক্তবৃন্দের অনুগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

রথাগ্রে নৃত্য।

(শ্রীসুরবালা দেবী)

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাদ্রীক্ষ্যন্তাঃ চিত্রং জগন্নাথোপি বিস্মিতঃ॥

শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র জয়যুক্ত হউন্। তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং জগন্নাথ বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথের পাণ্ডবিজয় দর্শনে শুভাগমন করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রগণ সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণকে পাণ্ডবিজয় দর্শন করাইতে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে পাণ্ডবেরা যেরূপ যে প্রণালীতে সিংহদ্বারের নিকট শ্রীরথে উঠাইয়া ছেন তাহাকে পাণ্ডবিজয় বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে পাণ্ডবিজয়দর্শনস্থলে আসিয়া 'মহিমা মহিমা' অর্থাৎ লাভো, লাভো ধ্বনি করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুমধুর বাদ্য কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র স্বর্ণমার্জ্জনী হস্তে লইয়া জগন্নাথের রথযাত্রার পথ পরিষ্কারকার্য্যে নিযুক্ত, মধ্যে মধ্যে চন্দনবারি সেচন করিতেছেন। রাজার এতাদৃশ দীনতা ও সেবা-নৈপুণ্যদর্শনে শ্রীশচীনন্দনগৌরহরি আনন্দাপ্লুতচিত্ত করিলেন। নানা বিচিত্রতাপূর্ণ কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুমেরু তুল্য সুবৃহৎ হেমময় নবরথে শ্রীজগদেব ও শ্রীসুভদ্রাদেবীকে আরোহণ করাইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অনুমতি প্রদানান্তর কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্তগণের আনন্দপ্রদানার্থ ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণ পূর্ব্বক মন্দ-মন্দ বিহারে বহির্গত হইলেন। রথগমনের পথ যমুনার পুলিন সদৃশ সুক্ষ্ম শ্বেত বালুকায় পূর্ণ, দুই পার্শ্বে শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় কানন বেষ্টিত। গৌড়ীয়গণ অর্থাৎ উৎকলীয় গোপগণ হৃষ্টচিত্তে ঘর টানিতে লাগিলেন। জগন্নাথ স্বতন্ত্র ঈশ্বরের কখনও দ্রুতবেগে, কখনও মন্থর গতিতে গতিচাতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে শ্রীরথে মালাচন্দন প্রদান করিয়া উৎসবমাত্রা বৃদ্ধি করিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী ও শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিরস্থের অমৃতময় স্পর্শে প্রেমে বিহ্বল হইলেন। শ্রীরথাগ্রে নর্ত্তনলীলার প্রধান পরিকর শ্রীস্বরূপ ও শ্রীবাস পণ্ডিত সহ সমস্ত কীর্ত্তনীয়াগণকে শ্রীগৌরসুন্দর স্বহস্তে মালাচন্দন দান করিলেন। কীর্ত্তনকারীগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রথাগ্রে মহানর্ত্তন ও কীর্ত্তনানন্দে শ্রীনীলাচলক্ষেত্র প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিলেন। সাত সম্প্রদায়ে চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গ, অসংখ্য করতাল শ্রীরথাগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় পশ্চাতে এক সম্প্রদায়, প্রথম সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর প্রভুর আনুগত্যে, দ্বিতীয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত, তৃতীয়ে মুকুন্দ, চতুর্থে গোবিন্দ ঘোষ, পঞ্চমে কুলীনগ্রামবাসী, রামানন্দ, সত্যরাজ প্রভৃতি, ষষ্ঠে অচ্যুতানন্দ, সপ্তমে খণ্ডবাসীগণের আনুগত্যে সহ ভক্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মহাসংকীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া উদ্ধণ্ডনৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যামৃতে বর্ণিত আছে—

"সাত সম্প্রদায় বাজে চৌদ্দ মাদল।
আর ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল॥
বৈষ্ণবের ঘটাঘটে হৈল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দ সবে অর্দ্ধ নেত্র জল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির কিছুই না শুনি॥

শ্রীরাসলীলা ও মহিষীবিলাসে—শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ যুগপৎ সহ হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রও

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সেই শক্তিসঞ্চারপূর্বক সপ্তোক সম্প্রদায়ে আমাদিগকে একই সময়ে প্রকাশিত করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভক্তগণই মনে করিতে লাগিলেন শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি আমাদেরই প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ এখানে বিরাজ করিতেছেন। একই সময়ে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর সাত সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন করিতেছেন। 'জয় জগন্নাথ' ও 'হরি হরিবোল' ধ্বনিতে নীলাচল টলমল করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন দর্শনে জগন্নাথদেব নিজ রথ স্থগিত রাখিয়াছেন এই অদ্ভুত লীলা দেখিয়া রাজা বিস্মিতচিত্তে কাশীমিশ্রকে শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমার কথা বলিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সঙ্গে হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিজের অনভিজ্ঞতা জানাইলেন। কাশীমিশ্র বলিলেন, রাজা তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। রাজা প্রতাপরুদ্র পরমভক্ত ছিলেন এবং রাজার দীনতা ও সেবাপ্রবৃত্তি দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে নিজ কৃপায় রাজা প্রতাপরুদ্রকে বুঝাইয়া দিলেন। রাজার সৌভাগ্য দেখিয়া সার্ব্বভৌম ও কাশী মিশ্র বিস্মিত হইলেন। পরমার্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই প্রকারে মহাকোলাহলে মত্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে মধ্যোপরি রাখিয়া শ্রীহস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায়কৃষ্ণায় গোবিন্দায়নমো নমঃ॥"

"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ,
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বিভারনাশো যদুনাং॥"

এই দেবকীনন্দন কৃষ্ণযুক্ত হইল। এইরূপভাবে প্রভু কৃষ্ণ প্রেমযুক্ত হইল। তখন জগন্নাথের কৃষ্ণ জগন্নাথ হইল।

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্ধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ, যদুদিগের সভাপতি, নিজ বাহু দ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, দেবতাদিগের পালনকারী মধুর হাস্য-মুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন। আরও বলিলেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি। কিন্তু উদ্যদ্ধি নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিই। এই প্রকার শ্লোকাবৃত্তিপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন। উদ্ধতনৃত্য ও হুঙ্কার করিয়া অনাত্মজগৎ অর্থাৎ অনন্ত অন্যান্যবস্তু অতি দ্রুতভাবে ঘুরিতে আরম্ভ হইল অনন্ত চক্রবৎ দেখা যায়। বাস্তবিক তাহা অনন্ত চক্র নহে সেইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু উদ্ধত নৃত্য করিতে করিতে একস্থ হইয়াও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক হইয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন। উদ্ধতনৃত্যে যেখানে শ্রীপদ, পতিত হইতেছিল তথায় সাগর, পর্ব্বত, খাদের, জলধি সহ সমস্ত টলমল করিতে লাগিল। স্বেদ, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, পুলকাশ্রু নানাভাব শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইয়া কণে কণে সেই ভাবসমূহ সুবলিত প্রেমসমুদ্র আছাড় পড়িয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ীয়ের সমস্ত শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিকে অতি ব্যস্তসমস্তভাবে ধরিতে প্রয়াস পাইতেছেন। আজ শ্রীশচীমাতার জীবনধন নিমাই যাহাতে শ্রীঅঙ্গে কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলচিত্তে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন তাহে শচীমাতা দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা

করিতেন, যে আমার মাথার কীর্তনের নিমাইকে তোমরা রক্ষা কর। তাহাকে ভক্তের মাতৃজনের ব্যাকুলতায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঐ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেন যে মা, আমার ও নিমাই আমার ভূমিতে পড়িয়া যায়, তুমি তখন কোলে লইও, নিমাই যেন ব্যথা না পায়। শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শ্রীঅঙ্গ আজ প্রেমোন্মাদে আছাড় পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত! এ যুগে গৌড়ীয় ভক্তদের চিত্ত ব্যথিত হইল। তখন শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া লোক-দিগের নিবারণকল্পে ভক্তগণ আপনাদিগকে বৃত্তাকারে তিনটী চিত্র ভিন্ন দলে দাঁড়াপন করিলেন।

প্রথম বৃত্তে অন্যান্য ভক্তগণ সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, প্রথম বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় চক্রাকারে বেষ্টন পূর্ব্বক কালীদহ বৃন্দাদি এবং দ্বিতীয় বৃত্তকে কেন্দ্র স্থানে পাত্রমিত্রসহ বেষ্টন করিয়া প্রতাপরুদ্র রাজা তৃতীয় মণ্ডল রচনা করেন। তৃতীয় মণ্ডল রাজা আসনে করিয়া দ্বিতীয়, প্রথম ও তন্মধ্যস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লোকভিড় হইতে স্বতন্ত্র করিলেন। উক্ত তৃতীয় মণ্ডল ভক্তরাজ পরিপূর্ণ হইলে দ্বিতীয় এবং তাহাও সমৃদ্ধিত হইলে প্রথম মণ্ডল কার্য্যে আসিবে। রাজা প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া দণ্ডিয়মানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা দেখিতেছেন। গৌরৈকসর্ব্বস্ব শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমাবিষ্টচিত্তে রাজার সম্মুখে শ্রীশচীনন্দনের নৃত্যদর্শনে আত্মহারা এমত সময়ে হরিচন্দন বার বার পণ্ডিতের অঙ্গে হস্ত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিতেছেন, এক পাশে দাঁড়াও। নৃত্যাবেশে মত্ত শ্রীবাস পণ্ডিত কীর্ত্তনসুখে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রোধোদ্রেক হইয়া হরিচন্দনকে এক চড় মারিয়া নিরস্ত করিলেন। হরিচন্দন গালে হাত দিয়া অত্যন্ত ক্রোধদৃষ্টিতে পণ্ডিতকে তর্জ্জনা করিতে উদ্যত হইলে রাজা নিষেধ করিয়া বলিলেন, হরিচন্দন, তোমার মত সৌভাগ্য আমার নাই, তুমি অদ্য গৌরভক্তপ্রবর পণ্ডিতের শ্রীহস্ত-স্পর্শ লাভে পবিত্র হইয়াছ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার ভিন্নোন্মাদ দর্শনে শ্রীজগন্নাথদেব স্বপদস্থিত স্বর্ণ করিয়া অনিমেষনয়নে নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীবলরাম ও সুভদ্রা-দেবী উদ্বিগ্ন হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যরঙ্গ দর্শনে বৃদ্ধ হইতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'জগন্নাথ' বলিতে গদ্গদকণ্ঠে 'জ' 'গা' ত' 'গ' ধ্বনি করিতেছেন। শ্রীমন্দির হইতে ঘোষণার মত গোষ্ঠাল অবিরাম ধ্বনিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকের লোক ধাইয়া আসিতেছে। এইরূপ উচ্চ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীরাধাভাবাবেশ তার উদয় হইল। তখন স্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া কীর্ত্তনারম্ভ করিলেন—

সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু॥

এই প্রকার কীর্ত্তনানন্দে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপসহ গীতের অভিনয় করিয়া চলিলেন—

"গৌর যদি পাছে চলে আমি হই থির।
গৌর আগে চলে আমি চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌরপ্রেমে দোহে ভেলাভোলি।
অরুণে প্রেমের বাধে গৌর-মহাবলী॥

এই প্রকার নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে গোপীগণ যে প্রকার কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে আনন্দিতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবা-বিষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"সেই তুমি সেই আমি সে নব-সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥
বৃন্দা-বনে উদয় করাও আপন চরণ॥
ইহা লোকরণ্য হাতীঘোড়া রথধ্বনি।
তাহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকধ্বনি শুনি॥
এই রাজবেশ লজ্জে সব ক্ষত্রিগণ।
তাঁহা গোপবেশ্ লজ্জে মুরলীবাদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যৈছন সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইহা নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ে পূর্ণমনে॥

এইরূপ ভাবাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সকল শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিলেন যাহার গোপীভাব ভিন্ন অন্যলোক তাহার অর্থবুঝিতে না। শ্রীগৌরসুন্দর পুনঃ শ্রীস্বরূপকে

করিতেছেন অন্তরালের মন মনোবেদনাপূর্ণ; কিন্তু আমার মন দুঃখের হইতে পৃথক নয়। মন ও বৃন্দাবনকে আমি এক করিয়া জানি। হে কৃষ্ণ, আমার সেই বৃন্দাবনস্থলা হৃদয়ে তোমার অমৃতাপ্লুত শ্রীচরণযুগল নিত্য বিরাজিত থাকিলেই তোমার পূর্ণকৃপা বলিয়া জানিব। এই ভাবে সংকীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া শ্রীনীলাচলচন্দ্রগৌরহরি জগন্নাথদেবের পার্শ্ব দিয়াগণ, নীলাচলবাসী অন্যান্য ভাগ্যবানের চিত্ত প্রেমামৃত-বর্ষণে আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইল। অনন্তর লোক শ্রীহরি হরিবোল ধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্যাবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকার মহাসংকীর্তন ও মহানৃত্য দর্শনে সাধুগণ যুগের কথা শ্রীজগন্নাথ বলরাম পলায় আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। কখনও বা দিগন্তরালে হর্ষ স্তম্ভিত থাকিয়া সুখে নৃত্য রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। ভক্তবাঞ্ছা-পূর্তকারী অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে প্রেমাবেশে পড়িয়া যাইতেছিলেন, সৌভাগ্যবান রাজা সসম্ভ্রমে নিজারাধ্যদেবতা বাহ্যিতজন শ্রীগৌরসুন্দরকে ধরিলেন। রাজার স্পর্শ হইতে বাহ্যজ্ঞান পাইয়া বলিতেছেন— ইনিও রাজাকে দীনতা সহকারে জগন্নাথের সেবা সম্বাজন করিতে দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রতি বিশেষ কৃপাবান হইয়াছিলেন, তথাপি নিজজনকে সাবধান করা কিঞ্চিৎ রোষ-প্রকাশপূর্বক বলিলেন, ছি! ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল। একথা শ্রবণে রাজার মনে ত্রাস উপস্থিত হইল। কিন্তু সার্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমার প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের মহাকৃপা, তুমি চিত্তে সংশয় করিওনা। তোমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি নিজজনকে শিক্ষা দিলেন। যে যাহা হউক এত সুযোগ উপস্থিত হইলেই আমি পরমকৃপালিন্ধু শ্রীগৌরহরিকে তোমার বিষয় নিবেদন করিব, সেই সময় যাইয়া মিলিত হইও। শ্রীমন্মহাপ্রভু বল প্রকাশপূর্বক শ্রীরথে যাত্রা ঠেলিতেই চড়্ চড়্ শব্দে রথ চলিল। চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দের আনন্দ কোলাহল ও ব্রহ্মাণ্ডভেদী 'শ্রীহরি হরিবোল' ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে শ্রীবলদেব সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রেমাবেশে [illegible] এই প্রকারে রথ বলগণ্ডি নামক স্থানে উপস্থিত হইলে ঘাঁহার চরিত্রনিন্দিতের সকল ভক্তগণই শ্রীজগন্নাথকে দেখা সকলে ভোগ সমর্পণ করিলেন। কারণ তথায় সকলের জগন্নাথ দেবকে ভোগ দেওয়ার অধিকার আছে। এই ভোগের সময় মহাভিড় হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু একটি উপবনে প্রবেশ পূর্বক প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানের গৃহাবলম্বন যাইয়া পড়িলেন। পবন দেব শীতল সুগন্ধযুক্ত বাতাস দ্বারা জগৎপতি অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ক্লান্তি দূর বিদূরিত করিবার জন্য ধীরে ধীরে বীজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও চতুর্দিকস্থলে উপবেশনপূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রকার প্রেমাবেশে রোদন করিতেছেন উহাসময়ে সার্বভৌমের কুলদেবতা রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সকলকর্তৃকে কাকুতি মিনতিপূর্বক ভক্তগণের আজ্ঞানুসারে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভু দুখানা নৈপুণ্য সহকারে সম্বাহন করিতে লাগিলেন ও রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঠ করিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া প্রেম-বিহ্বলচিত্তে মহাভাগ্যবান রাজা প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গনে কৃতকৃতার্থ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রাজাকে বলিতেছেন, তুমি কে আমার হিতৈষী? ঠাকুর কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইতেছ! রাজা বলিতেছেন, প্রভু, আমি আপনার দাসানুদাস। আমাকে কৃপাপূর্বক আপনার কৃতার্থকৃতা করুন। রাজাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ-পূর্বক বাহ্যদেবের নিকট সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন। রাজা পরমানন্দচিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ ও করিয়া গোড়ীয়ের সকল ভক্তগণকে বন্দনা করিয়া ভক্তগণ সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নকৃত্যাদি প্রসাদ-প্রসাদের ব্যবস্থায় চলিলেন এবং সার্বভৌম রামানন্দ ও বাণীনাথ দ্বারা বহুবিধ ভোগের উত্তম উত্তম প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপরিকরে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। যে প্রসাদ যেই হইল তাহা দ্বারা সমস্ত সমস্ত ভক্তগণ পরিতৃপ্ত হইল এবং শ্রীগৌরহরি শ্রীমুখে সকলকে হরি হরি বলিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীজগন্নাথদেবের

[illegible] গৌড়ীয় টানিয়া আনিতে পারিতেছেন না। তাহা বাস্তবিকই পাত্র মিত্রগণ লইয়া তথায় আসিয়া মহামহাপণ দ্বারা রথ টানিবার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফলচিত্তে মহারাজকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু রথ এক পদও চলেনা, অচল অটল হইয়া আছেন এ সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া তথায় আগমনপূর্বক দেখিলেন যে, মত্তহস্তিসকল অঙ্কুশের আঘাতে ভীষণ চিৎকার করিতেছে, রথ কিছুতেই চলে না। তখন তিনি হুঙ্কার ধ্বনি করিতেছেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু মত্তহস্তিসকল সরাইয়া নিজগণকে রথের কাছি ধরিতে আদেশ করিয়া রথের পশ্চাতে নিজে শ্রীহস্তক দ্বারা ঠেলিতেই রথবেগে রথ গুণ্ডিচাভিমুখে চলিল। তখনও কাছি ধরিয়া রথ টানিবার চেষ্টা করিতে কেবল মাত্র হুঙ্কার করিয়া আছেন রথ নিজে নিজে চড় চড় শব্দে মহিত হইয়াছে এই অপূর্বলীলা দর্শনে ভক্তগণ জয়ধ্বনিতে 'জয় জগন্নাথ' জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীরথ নিজে নিজেই এক নিমিষকাল মধ্যে গুণ্ডিচাদ্বারে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অসীম প্রতাপ দেখিয়া সমস্ত লোক আশ্চর্যান্বিত হইয়া লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে 'জয় শ্রীশচীনন্দন' 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের জয়' ধ্বনিতে নীলাচল পূর্ণ করিয়া দিলেন। আমরাও গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে বলিতেছি "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ।" মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমদাতা কৃষ্ণস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য নামক গৌরাঙ্গকান্তিধারী প্রভুকে নমস্কার।

অসুর।

বৃহজ্জগৎ দ্বন্দ্বময়। দিন, রাত্রি, আলোক, অন্ধকার, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতি জগতে বিরাজিত। বিশ্ববিধাতার সেই রচনাকৌশলে আদিমানব-কাল হইতে দেব এবং অসুর এই দুই প্রকার সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। তাহার অন্যথার সম্ভাবনাও শ্রীভগবানের নিত্যসত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং আপনাদিগকে তাঁহার নিত্যদাস জানিয়া সর্বদা কায়মনোবাক্যে নিত্য প্রভুর সেবায় মত্ত তাঁহারা দেবতা। আর যাহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন পরন্তু নিজেরাই ভগবান্ বলিয়া জগৎপতির ভোগ্যবস্তু ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত, তাহারাই অসুর নামে অভিহিত।

জগতে এই দেবাসুর-সংগ্রাম, আজ নূতন নয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চলিতেছে। অসুরকুল কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্ত বিরোধী নহেন, স্বভাবতঃ ভক্তি ও ভগবদ্বিরোধী। তাহারা শুধু ভক্তবিনাশে সন্তুষ্ট নহেন, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত অবতারকে ও মূঢ়তাবশতঃ প্রাকৃত জ্ঞান করিয়া সেই সজ্জনবন্দিত দেহে অস্ত্র নিক্ষেপে কুণ্ঠিত হন না।

সরলতাই শ্রীভগবৎ-সেবা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যেখানে কুটীলতা বিষ্ণু পরিমাণেও অবস্থান করে সেখানে সেবার কোন কথাই থাকিতে পারে না। আবার এই সরলতার উপর কুটীলতার বিভিন্ন অত্যাচার।

ব্রজভূমিই সেই সরলতার আকর। তাই ব্রজজনের উপর মায়াবী অসুরগণ কত প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন আজ আমরা একটী অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিব—

লীলাময় শ্রীভগবান্ এক দিবস বনমধ্যে প্রাতর্ভোজন করিবার মানসে বন্ধুবর্গকে মনোহর নূপুরবে প্রবোধিত করিয়া বাঁশী খোপবেলকল সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ ব্রজবালকগণ সবার আহ্বানে সবার নিজ নিজ বৎসকুলকে লইয়া হস্তে শিঙ্গা, বেত্র, বেণু ও বিষাণ লইয়া সবার অনুগমন করিলেন।

অপ্রাকৃত ব্রজবালকগণ জন্মে প্রাকৃত বালকগণের ন্যায় বালস্বভাব চপলতার অভিনয়ে সাজ হইলেন। বীর বীর জননী কর্তৃক বিবিধভাবে বহুমূল্য মণি মুক্তাদি দ্বারা সজ্জিত হইলেও তাঁহারা বন্ধুজনসঙ্গে পুষ্পাদি ও ময়ূরপুচ্ছে পুনরায় আপনাদের বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন। কেহ বেণু, কেহ বা শৃঙ্গের বাদনে, কেহ গুঞ্জগীতের, কেহ বা কোকিলাদির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। আবার কেহ বা পক্ষীর ছায়াচ্ছ দাবন, হংসের সহিত গমন, সকলের উপলেন এবং ময়ূর সঙ্গে নৃত্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেবল মুখের সহিত কেন আমার কেবলমাত্র সহিত কাড়া আরম্ভ করিলেন।

হায় কি সৌভাগ্য! যে ভগবান শ্রীহরি ভক্তগণের আত্মা-স্বরূপ পরমদেবতা এবং যাঁহাকে মুক্ত জনের পক্ষে প্রাকৃত নরলালকরূপে প্রতীয়মান হয়, তাঁহার সহিত গোপবালকগণ যখন ঐ প্রকার বিহার করিতেছিলেন, তখন স্পষ্ট জানিতে হইবে যে তাঁহারা সামান্য বালক নহেন। কেননা, কত সুকৃতিফলে শ্রীভগবান সখ্যভাবে তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিদিগের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকগণের উপলব্ধির অতীত বিষয়। যোগিগণ বহুজন্ম কৃত সাধন পূর্ণরূপ সংযত চিত্ত হইলেও যাঁহার শ্রীচরণরেণু লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই ভগবান স্বয়ংই ব্রজবালক দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন।

ব্রজবাসির এই ভাগ্য দর্শনে সন্তুষ্ট না হইয়া কপটতারূপ পূতনার সহোদর মৎসর অসুর, বৎসবালকগণের সেবায় প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদিগকে প্রাকৃতবুদ্ধিতে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। সে ভাবিল, যেহেতু ইহারা আমার ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বিনাশ করিয়াছে তখন আমি শুদ্ধ ইহাদিগকে নয় ব্রজবাসিগণের ও প্রাণনাশ করিব। প্রাণধারিবালকগণের পূর্ব্বেই ত্রিগুণময় প্রাণ, সুতরাং পুত্রের বিনাশেই পুত্র ও তাহার আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু একবারেই সাধিত হয়। মায়াবী এইভাবে যোজন প্রমাণ দীর্ঘ পর্ব্বত-তুল্য উচ্চ বিশাল অজগর-রূপ ধারণ করিয়া ঐ বালকগণকে গ্রাস করিবার আশায় মুখব্যাদান করিয়া পথিমধ্যে শয়ন করিল। তাহার ওষ্ঠ ধারণ পাহাড়, উত্তরওষ্ঠ মেঘে সংলগ্ন, গুহার প্রান্তদন্ত পর্ব্বত গুহার তুল্য নিষ্ক্রান্ত। তাহার রসনাকল গিরিশৃঙ্গ সদৃশ, মুখমধ্যে গাঢ় অন্ধকার, জিহ্বা বিস্তীর্ণ রাজপথ, নিশ্বাস সাক্ষাৎ প্রবল পবন এবং চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি দাবাগ্নি সদৃশ অত্যুগ্র।

ব্রজবালকগণ ঐ অদ্ভুত জন্তুকে অজগর জানিয়া লীলাবশতঃ বৃন্দাবনের সম্পদ জ্ঞানে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন আমাদিগের অগ্রে যে রত্ন দেখিতেছি, ইহা সত্যভাস কি না? আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ইহার এই আচরণ কিনা? ইত্যাদি অনেক প্রকার কল্পনার দ্বারা মায়াময় অসুরের মায়া বুঝিয়া ফেলিলেন এবং অন্যান্যকে নিজনিজের প্রাণরক্ষা করিতেও বলিলেন—যখন শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদিগের সঙ্গে তখন আমাদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারে একাসুরের যেমন শক্তিমান হইয়াছিল আরও বহু ইহার সেইরূপ অবস্থা করিবেন—এই বলিয়া সকলে শ্রীভগবানের বদনাদি দেখ অবলোকন করিয়া করতালি প্রদানপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অখিল প্রাণির হৃদয়স্থিত শ্রীভগবান্ সঙ্কল্পানুযায়ী বালকগণের রক্ষাপ্রদানে তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চিন্তা করিলেন। এদিকে ঐ অসুর বালকগণকে উদর মধ্যে পাইয়াও সন্তুষ্ট হইল না। পূতনাঘাতী শ্রীকৃষ্ণের বিনাশচিন্তায় মুখব্যাদান করিয়া রহিল। তখন সুযোগে ভগবান অনাথ বালকগণের রক্ষার জন্য স্বয়ং সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ অসুর তখন তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইল। যে ভগবান্ সকলের বিপদ দূর করেন তাঁহার সেই ভগবানকে বিপদে পতিত করিয়া মুখ বন্ধনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীভগবান্ স্বীয় সর্ব্বাধারত্ব সাধক নিজ কলেবর ঐ সর্পের গলদেশে পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তখন অতিকায় সেই অসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ ও লোচন পরিবর্ত্তিত হইল। সে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন শ্রীভগবান্ স্বীয় বয়স্যগণকে নিষ্ক্রান্ত দর্শন করিয়া অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে সচেতন করিলেন।

এদিকে ঐ সর্পের দেহ হইতে এক অদ্ভুত জ্যোতি বহির্গত হইয়া শ্রীভগবানের নিরীক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া সূক্ষ্মে অবস্থান করিতে লাগিল, পরে তাঁহার দেহে প্রবেশ করিল।

যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি মনোময়ী প্রতিমূর্ত্তি অন্তরে আহিত হইলে ভক্তগণকে তাপত্রয়ী গতি, দান করে সেই ভগবান সাক্ষাৎ অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অঘাসুরকে সাযুজ্য মুক্তি দান করিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

'বোকা, তুমি খাবে কি ?'

—এই কথা শুক-শিষ্যকে বলিয়াছিলেন। আজ নয়, কাল নয়, দুইশত পাঁচশত বৎসর পূর্বে নয়, বহুদিন পূর্বে এক সাধনশীল ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রিয়তম ধনী শিষ্যকে শাসন ও হিতোপদেশচ্ছলে স্নেহপূর্বক বলিয়াছিলেন "পুত্র, পরম বিষ্ণুকে দান করিলে, তোমার সংসার চলিবে কেমনে ?"

সুর বা দেবতা ও অসুর বা দৈত্যদিগের পুরুষানুক্রমে সহিত চিরদিনই বিষয় ভোগ লইয়া সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। এক সময়ে প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র মহারাজ বলি দেবতাদিগের রাজ্য নিজে লন ; কিন্তু শুক্র-কৃপাতে ব্রাহ্মণদিগের কৃপাতে রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদিগের কৃতকর্মের ফলে বিবিধ বলে বলীয়ান্ হইয়া বিপুল সৈন্য সহ স্বর্গপুরী অবরোধ করেন। তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া দেবগণ স্বাধিকার স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং দারুণ মনঃকষ্টে দিনযাপন করিতে থাকেন। পুত্রগণের এই জাতীয় দুর্দশা দর্শনে মাতা অদিতি শোকে ও দুঃখে কাতরা হইয়া স্বামী কশ্যপের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন মোক্ষদায়িনী অদিতির আশ্রমে প্রজাপতি মহর্ষি কশ্যপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে স্বামীর আগমনে অদিতি শোকতাপ দমন ও পুত্রগণের প্রতি অন্যায় আচরণকারী শত্রুর বিনাশসাধন করিবার জন্য পতি কশ্যপের নিকট নিজ অভীষ্ট লাভের উপায় জিজ্ঞাসা এবং যাহাতে তাঁহার পুত্রগণ শত্রুকে সমরে নাশ করিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা-বিধানের জন্য কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেন।

পত্নীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ ও তাহার দুঃখের কারণ দূরীকৃত করা স্বামীর কর্তব্য কিন্তু কশ্যপ অদিতির দুঃখে স্ত্রীর অনুরোধে তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিলেন না। বরং অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। "অহো! বিষ্ণুমায়া কি বলবতী! আজ আমার সংধর্মিণী অদিতি মায়া-বলিতা হইয়া কি দুষ্কার্য করিতে প্রস্তুত। পুনরায় পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ভদ্রে! পরমার্থতঃ নিশ্চিত এই দেহই বা কোথায় এবং ক্ষিত্যাদি-তেজঃসমবায়ে ও মনঃসৃষ্টি-অহঙ্কার মায়ায় এই সকল প্রকৃতির অতীত ও এই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু 'আত্ম' বা 'জীবই' বা কোথায় ? তুমি 'দেহ' ও 'জীবকে' এক বুদ্ধি করিয়া তোমার দেহটীকে 'দেব' নামে কতকগুলি দেবের মাতা ও আমার দেহটীকে তোমার দেবের স্বামী বুদ্ধি করিয়া এই জাতীয় অসুবিধা ভোগ করিতেছ। তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, কে তোমার পুত্র, কে তোমার স্বামী ? অসারে সার বুদ্ধি করিয়া কখনও কি ফললাভ হয় ? তুমি বুদ্ধিমতী। তোমার এই জাতীয় ভ্রমে আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। যদি সত্য নিদ্ধারণ করিতে চাও, এবং তোমার নিজের ও পুত্রগণের নিত্য মঙ্গলবিধান করিতে চাও, তবে ভগবান্ জনার্দনের উপাসনা কর। আমি ত লৌকিক ব্যবহারে তোমার পতি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তোমার পতি নহি। জগদ্গুরু বাসুদেবই একমাত্র পতি ; অপর কেহই কাহারও পতি হইতে পারে না। সুতরাং সেই নিত্য-পতির নিকট তুমি তোমার প্রার্থনা জানাও। শ্রীহরির অনুকম্পা লাভ করিলে, তুমি নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। সুতরাং ভগবৎসেবাই একমাত্র তোমার বর্তমান কর্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়। যাহাতে ভগবান্ হৃষি তুষ্টি লাভ করেন, তাহা কর।"

স্বামীর এবংবিধ উপদেশ শ্রবণে অদিতি কোতূহল সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! কোন্ বিধি অবলম্বন পূর্বক জগদ্গুরু হরির উপাসনা করিতে হয়, তাহা আমি অবগত নহি। কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করুন, আমি তদনুসারে ভগবৎসেবায় নিরত হইব।"

কশ্যপ, পত্নীর ব্যবহারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে "বেদবাক্যোদিত ব্রত" বা "পয়োব্রত" পালন করিতে আদেশ ও শিক্ষা দিলেন। পত্নী, স্বামীর বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপনপূর্বক দ্বাদশ দিবস কাল ব্রত পালন করিলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ প্রীত হইয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ

করিয়া ইহাকে চলিবার পথ করিয়া দেওয়া, এই ভিন্ন অন্যথা হইল না।

যথাকালে অদিতির গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হইলেন এবং বিস্ময়কাল পরেই প্রকটিত থাকিয়া এবং তাঁহাদের সম্মুখে একটী বটু ব্রাহ্মণ-বালক রূপে পরিণত হইলেন। ঋষিগণ বামনরূপী ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কারণ, ভগবানের দিব্যগতি, তাঁহার ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে।

ক্রমশঃ সেই বটু ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন সংস্কার কালে স্বয়ং সূর্যদেব তাঁহাকে সাবিত্রী উপদেশ করিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র এবং কশ্যপ মেখলা পরাইয়া দিলেন। ভূমি, কৃষ্ণাজিন; বনস্পতি সোম, দণ্ড; মাতা অদিতি, কৌপীন; স্বর্গ, ছত্র; বেদগর্ভ ব্রহ্মা, কমণ্ডলু; সপ্তর্ষিগণ কুশ এবং সরস্বতী অক্ষমালা; পরে সেই ব্রহ্মচারীকে সমর্পণ করিলেন।

এমন সময়ে সেই বামন ব্রহ্মচারী শুনিতে পাইলেন, নর্ম্মদা নদীর উত্তরতটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ মহারাজ বলি কর্তৃক এক বৃহৎ যজ্ঞ করাইতেছেন। সেই যজ্ঞে মহারাজ বলি কল্পতরুর ন্যায় অর্থীকে তাহার প্রার্থিত ধন দান করিতেছেন। তখন তিনি ক্ষুদ্র পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া সেই যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহারাজ বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। ক্ষুদ্রকায় ব্রাহ্মণ বালকের তুচ্ছ প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়া মহারাজ বলি অন্ততঃ একটী দ্বীপ প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে বালক বলিলেন" অভাব পরিপূরণার্থে দান গ্রহণ করাই সঙ্গত, লোভের বশবর্তী হইলে কখনও শান্ত হওয়া যায় না। কারণ লোভ বা আশার শেষ নাই। সুতরাং আমি লোভের বশবর্তী হইয়া অধিক অর্থ বা বিস্তৃত ভূমিখণ্ড প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি না। আমার এই ক্ষুদ্র পদের ত্রিপদ পরিমাণ ভূমি পাইলেই আমার অভাব পূর্ণ হইবে, সুতরাং আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

মহারাজ বলি বিবিধ প্রলোভন ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন অগত্যা বামনের প্রার্থনা মতই ত্রিপদ ভূমি দান করিবার জন্য সঙ্কল্প জলপাত্র হস্তে লইয়া যান, তাঁহার কুলগুরু শুক্রাচার্য্য তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিকে বলিলেন "ওহে ইন্দ্রোচনকুল তিলক! তুমি যাঁহাকে একটী ব্রাহ্মণ কুমার ও ভিক্ষুক মনে করিতেছ, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু। অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া দেবতাদিগের কার্য্যসাধন করিবেন। উনি তোমার সমস্ত রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজ, যশ, পাণ্ডিত্য আত্মসাৎ করিয়া লইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে দান করিবেন। তুমি মনে করিয়াছ, সামান্য তিন পা ভূমি দান করিয়া পরিত্রাণ পাইবে, তাহা নহে। এই বামনাকার বিষ্ণু এই ক্ষুদ্র তিন পদ বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্ব আক্রমণ ও গ্রাস করিবেন। সুতরাং ওহে মূর্খ, তুমি সঙ্কল্প জল দান করিলে, তুমি থাকিবে কোথায়? আর, আমরা যে তোমার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, আমাদেরই বা উপায় কি হইবে? দানের পূর্ব্বে এই সকল বিষয় সম্যক্ প্রকারে বিচার করিয়া তবে দানকার্য্যে অগ্রসর হও। আমি তোমার কুলগুরু। তোমার পুরোহিত। তোমার নিত্য মঙ্গলের বিধান আমরাই করিয়া আসিতেছি এবং আমরাই করিব। যাহাতে তোমার সম্পত্তি রক্ষিত হয় স্বজনকে তোমার ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহা করাই তোমার কর্ত্তব্য, যে হেতু তুমি শিষ্য, আমি গুরু। গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করা, সুতরাং যদি ভাল চাও, তবে আমার উপদেশ গ্রহণ কর।"

জন্মমৃত্যু-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মন ইন্দ্রিয়সমূহের পরিচালক। ঐ পরিচালক-স্বরূপ মনের সেবাস্থরে অভিনিবেশই সৃষ্টি। উহার দ্বারা আত্মার উত্তম মধ্যম ও অধম, [illegible] ভাবে [illegible] করে। [illegible]

জনক যাহা পরমাণুর উপাদান সাহায্যসমূহ বলিয়া কথিত হইলেও জলবুদ্বুদসংকারে স্বপরাজের ও সংকীর্ণ সংযোগের কারণ হয়, তদ্রূপ উক্ত আত্মস্থক ভাবের [illegible] যাহা স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়ভাব হইলেও উক্ত বিবিধ [illegible] যে নানা অভাবের ও স্বপর ভেদের কারণ হইয়া

এই শরীরে এক দেহ প্রতি মুহূর্ত্তেই উৎপন্ন ও ক্ষয় হইতেছে। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইতেছে না।

যেরূপ কালপরিণাম দ্বারা দেহের, প্রবাহত্যাগ-দ্বারা স্রোতের, পত্রতাদিদ্বারা বৃক্ষতলের, উৎপত্তি ও বিনাশরূপ অবস্থা সাধন করিতেছে, তদ্রূপ ভূতগণও প্রতিক্ষণে কাল দ্বারা উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

যেমন নেবার সাদৃশ্যহেতু এই সেই প্রদীপ, ও সাদৃশ্যমূলক স্রোতের এই সেই জল, এই রূপ বোধ

সেইরূপ নির্বুদ্ধি লোকসমূহ এই সেই ব্যক্তি 'আমি সেই ব্যক্তি' এইরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞান করিয়া থাকে। জন্মমৃত্যু বা জন্মাবিচ্ছিন্ন জীবাত্মার স্বীয় নীতীভূত কর্ম্ম দ্বারা যে জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাহা নহে। যেমন কলাস্তরদ্বারা তন্তি জন্মমৃত্যু ঘটিত হইয়াও কাষ্ঠ-সংযোগে ও বিয়োগদ্বারা প্রজ্বলন ও নির্ব্বাপণরূপ জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা জন্মমৃত্যু রহিত হইয়াও জাত ও মৃতের ন্যায় দৃষ্ট হন। দেহের নয়টী অবস্থা (১) কললরূপে জননীজঠরে প্রবেশ, (২) ঘনীভাবাপন্ন, (৩) অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বৃদ্ধি, (৪) তারপর তৃতীয়াবস্থা, (৫) পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত বালা, (৬) ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, (৭) পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনাবস্থা বা মধ্যবয়স, (৮) তার পর জরা (৯) তৎপর মৃত্যু।

পিতৃদেহের ঔরসজনিত কালা, পুত্রদেহের জাতকর্ম্মাদি দর্শন করিয়া নিজের দেহেও এইরূপ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং পরে বিনষ্ট হইবে এইরূপ অনুমান করা হয়। কিন্তু উৎপত্তি বিনাশশীল দেহের দ্রষ্টা জীবাত্মার ঐরূপ উৎপত্তি ও বিনাশরূপ কার্য্য নাই। যেমন যে ব্যক্তি বীজ হইতে বৃক্ষের (আউ, কুচড়া প্রভৃতি বৃক্ষের) উৎপত্তি ও ফল পাকিলে উহাদের বিনাশ দেখা করিয়াছেন, তিনি যেমন ঐ সকল বৃক্ষ হইতে অন্য আর এক জন, তদ্রূপ দেহের জন্ম ও বিনাশ দর্শনকারী জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। অতএব জন্ম ও মৃত্যু দেহেরই ধর্ম্ম, উহা আত্মার নহে।

মূঢ় ব্যক্তিগণ দেহ হইতে জীবাত্মা যে ভিন্ন বস্তু ইহা তত্ত্বতঃ জানিতে না পারিয়া রূপরসাদিবিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং দেহে আত্মজ্ঞান বশতঃ আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বা রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, কীট, পতঙ্গ' ইত্যাদি দেহাত্মজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করে।

কর্ম্মফল অনুসারে চরিবিমুখ জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে সত্ত্বগুণের তারতম্যক্রমে ঋষি ও দেবতা, রজোগুণের তারতম্য ক্রমে অসুর ও মনুষ্য, এবং তমোগুণের তারতম্যক্রমে ভূত ও পশুপক্ষী প্রভৃতি যোনি লাভ করে।

যেমন ছোট ছোট বালকগণ নৃত্যগীতের তালস্বরাদিতে বা পুজারাদি রসে অনভিজ্ঞ ও নিস্পৃহ হইয়াও নর্ত্তক ও গায়কের নৃত্য দর্শন ও গান শ্রবণ করিয়া উহাদের স্বর, তাল, ও পূজার কর্ম্মাদিরসকে অনুকরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সুখদুঃখশূন্য জীব বুদ্ধির সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম দেখিয়া মোহপরতন্ত্রতা হেতু সুখদুঃখের অনুকরণ করে। (ক্রমশঃ)

ভারতীয়।

কলিকাতায় জলসরবরাহ। কলিকাতা কর্পোরেশনের গত সপ্তাহের বুধবারের সভায় সহরে পরিষ্কার জল সরবরাহ সম্বন্ধে চীফ ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন যে, পলতাতে যেভাবে কাজ চলিতেছে, তাহাতে তিন বৎসরের কমে উহা শেষ হইবে না; কাজেই আগামী তিন বৎসর গ্রীষ্মকালে সহরের জলকষ্ট থাকিবে। আপাততঃ জলসরবরাহে কিছু বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ৬৭৭৭০৲ টাকা কর্পোরেশন মঞ্জুর করিয়াছেন।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১০ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ২৬শে জুলাই ১৯২৪ | ৭৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৮ই শ্রাবণ গৌরপার্ষদ-প্রবর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছেন। মহোৎসবের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে শ্রীলোকনাথ প্রভু প্রকটিত হন।

শ্রীল লোকনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ব্রজধাম করিয়া গমন করেন। তিনি ওখানে অতি বিরক্ত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে আদেশপ্রার্থী হইয়া শ্রীল লোকনাথের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি চুপ করিয়া গোস্বামী প্রভুকে গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান করেন এবং যাহাতে গ্রন্থে তাঁহার বা শ্রীলোকনাথের সম্বন্ধে কিছু লেখা না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন। এই জন্য শ্রীচরিতামৃত-কার শ্রীল লোকনাথ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিয়া কেবল মধ্য ১৮শ পরিচ্ছেদের ৪১ সংখ্যায় লোকনাথ প্রভুকে মুখ্যভক্তগণ মধ্যে গণনা মাত্র করিয়া বিরত হইয়াছেন।

যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব বা গোস্বামী তাঁহারা এইরূপই নিষ্কিঞ্চন। তাঁহারা নিজ নামের পশ্চাতে দাসী লিখিতে বা ওখানে প্রতিষ্ঠা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হন নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণ "ভক্তিপ্রতিষ্ঠাকে" সূকরী বিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত থাকে।

'আমি কৃষ্ণদাস' 'কৃষ্ণসেবাই আমার একমাত্র নিত্য-ধর্ম্ম' এইরূপ দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত কৃষ্ণার্থ কায়মনোবাক্যে অখিল চেষ্টার নামই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা। শ্রীহরি কথা প্রচারে স্বপ্রতিষ্ঠিত উৎসাহ ও প্রভু এবং কথাভিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী পুতনা-সদৃশ কপট প্রচারকগণের উৎসাহন চেষ্টাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্কিঞ্চন ভাব নষ্ট করে।

প্রতিষ্ঠাকে অনেকে ৬১ পতিষ্ঠাকে লক্ষিত সমান করিয়া অপরাধে নিমজ্জিত হন। যেমন অনেক অনাবগ্রাহী ব্যক্তি জ্ঞানাঞ্জনশলাকাবঞ্চিত চক্ষে কল্পতৈবোপাঙ্গে প্রণামান করিয়া তাহার পুরুষৈবাধোধ প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন এই জন্যই সাধুগ্রাহিগণ বলেন—

"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাগুরু। নরোত্তম বহুভাবে সেবার সন্তুষ্ট করিয়া লোকনাথের কৃপা প্রাপ্ত হন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ই শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর প্রথম ও শেষ দীক্ষা শিষ্য।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় প্রমুখ গুরুভক্তি প্রচারকগণ পুরুষ বোধ ও অধিপুরুষ প্রভৃতি স্থানে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নগর সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা স্থানীয় অধিবাসিগণের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তির উদয় করাইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন। প্রচারকগণ পরে ইছাপুরমে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা বিশাখাপত্তনমে বিজয় করিয়াছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম গোস্বামী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ পুরুষ বোধে প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি কলিকাতায় প্রচারকার্য্যে রত।

বেদসার।

এই পৃথিবীতে নানা দেশ আছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ একটী দেশ। এই দেশে নানাবিধ লোক আছে। লোকের কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা যাঁহারা অনেক কথা জানেন, যেমন বুঝিতে পারেন তাঁহারাই পণ্ডিত; আর, যাঁহারা বুঝিতে গিয়া ঠকেন, বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই মূর্খ। পণ্ডিতদিগের ধনসম্পত্তি নেই। পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকট কয়েকজন লোকেরা জানিয়াছিল জানিতে জানিতে কয়েকজন লোকেরের জানা শেষ হইলে তাহারাও পণ্ডিত হয়। আবার সেই পণ্ডিতের নিকট অন্য মূর্খ লোক জানিয়া শুনিয়া লইলে সেই কয়েকজন লোকেরা অন্যলোকের নিকট জানাশুনা লোক বলিয়া পরিচিত হয়। কাল অনেকদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই-জন্য এখনকার কালকে বর্ত্তমান কাল, পূর্ব্বের কালকে পুরাতন বা প্রাচীন কাল, আর ভাবী কালকে ভবিষ্যৎকাল বলিয়া থাকে। পৃথিবীর পূর্ব্বকালের লোকেরা যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নানা প্রকারে সেই সকল বুঝা পড়া তাঁহাদের ছেলে পিলেদের জানাইয়া গিয়াছেন। কালে তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে ছেলের ছেলেদের জানাইয়া দেন। ভারতবর্ষেও বহুকাল হইতে জানাশুনা লোকেরা কয় পয়সের ছেলেদের নানাপ্রকার বুঝিবার কথা বলিয়া যাইতেছেন। যাহা তাঁহারা বলিয়া যাইতেছেন, ঐ গুলি লিখিয়া পড়াইয়া দিয়া যাইতেছেন। লিখিত জানিবার বিষয়গুলি এককালের লোকে বহুদিন পরের লোকের জানিবার জন্য কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা তাবী ছেলেদের জন্য জানাইয়া দিতেছেন। অক্ষর আর কিছু নয়—সেগুলি জানিবার বা বুঝিবার চিহ্নমাত্র। কতক-গুলি লিখিত অক্ষরকে একত্রে রাখিয়া শব্দের উৎপত্তি। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব জানিতে পারা যায়। এইরূপ শব্দ-গুলির অদল বদল করিয়া বুঝিবার মত ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি হইতেছে। অনেকগুলি শব্দের দ্বারা 'কথা'র উৎপত্তি হয়। অনেকগুলি কথা এক জায়গায় থাকলে তাহা 'গ্রন্থ' বা 'শাস্ত্র' নামে খ্যাত হয়। অনেকদিন পূর্ব্বের কালের গ্রন্থ হইতে তাহার পর পর কালগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র প্রণেতা গ্রন্থ রাশি হইয়া তাহা হইতে বর্ত্তমান কাল ও ভাবী কালে ছিলোপিলেরা পড়িয়া শুনিয়া পুরাতন কথা জানিতেছে। পুরাতন কথা জানিবার অক্ষরের সাহায্য গ্রাহীত—পুরাতন চিহ্ন

ধারণা করা অসম্ভব নহে। পুরাণ চিহ্নগুলি, পুরাণ পুঁথিগুলি বহু পুরুষ পূজা হইতে শুরু করিয়া পর পর সমস্ত পুরাণ কথাগুলিই জানাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষে পূর্বকালে যে সকল কথা পূর্বপুরুষগণ জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি অক্ষর, শব্দ ও পুঁথির সাহায্যে আজকাল আমরা জানিতে পারিতেছি ও অনেকদিন পরে আমাদের পৌত্র প্রপৌত্রের ভাবী সন্তান সন্ততিগণ জানিতে পারিবেন। সন্দেহ। প্রাচীন ভারতের পুঁথিগুলি 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। বেদ অনন্ত। শাখা ও প্রশাখা অনন্ত বলিয়া প্রাচীন-কালের জানিবার গ্রন্থগুলি 'বেদ' নামে কথিত হয়। আমরা আমাদের মাতাপিতাকে সম্মান করি। আমাদের মাতা-পিতা তাঁহাদের মাতাপিতাকে সম্মান করেন। তাঁহারা আবার পূর্বপুরুষগণকে সম্মান করেন। এই প্রকারে পূর্ব পুরুষগণের সম্মান করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। মাতাপিতার প্রমাণ আমরা পাই। তাঁহারা তাঁহাদের মাতাপিতার প্রমাণ পান। আবার, পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষের প্রমাণ পাইয়াছেন। নানাবিধ পূর্ব চিহ্নগুলি ক্রমে ক্রমে পূর্বকাল হইতেই আমাদের হাতে আসে। বৈদিক গ্রন্থগুলিও এইরূপ ভাবে গুরু হইতে শিষ্য এবং ঐ শিষ্য আবার গুরু হইয়া তাহার শিষ্যকে দিয়া থাকেন। আবার ঐ শিষ্য গুরু হইয়া পূর্বকালের বেদের শাখাগুলি বরাবর দিয়া আসিতেছেন যেরূপ প্রাচীন চিহ্নগুলি পুরুষানু-ক্রমে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বেদের শাখাপ্রশাখাগুলি গুরু হইতে শিষ্য দ্বিজ পাইয়া থাকেন। যাহার একবার জন্ম হয়, অর্থাৎ যখন মাতা পিতা হইতে জন্ম হয়, তখন সে একজ বা শূদ্র, যাহার দুইবার জন্ম হয়, সে দ্বিজ, মাতা পিতার নিকট হইতে জন্ম পাইয়া যিনি বেদাচার্য্যের গৃহে বেদ পড়িবার জন্য জন্মলাভ করেন, তিনি দ্বিজ, সেই সময় তাঁহার জনক মাতার পরিবর্তে বেদ, বেদশাখা বা গায়ত্রী. আর পিতার বদলে আচার্য্য গুরু। সুতরাং দ্বিজ শিষ্যের শূদ্র জন্মের মত একটী মাত্র জন্ম নয়। দ্বিজ শূদ্রের মত মাতাপিতার ঘরে জন্মান, আর তথা হইতে আহারলাভ করেন। মাতা পিতার ঘরে শিশু সন্তানটী নিজের জানিবার চেষ্টা বা আগ্রহ তৃপ্তি করিতে পারে না বলিয়া তাহার সংস্কারের বা শোধনের আবশ্যক। সেই জন্য তাহাকে মাতা পিতার ঘর হইতে আচার্য্য-গুরুগৃহে যাইতে হয়। গুরুর ঘরে গিয়া সে মাতা পিতার বিজ্ঞানস্থান বলিয়া নিজেকে পবিত্র দিবার পরিবর্তে বেদপাঠের জন্য ব্রহ্মচারী এই নাম লাভ করে। উহাই মাতা পিতার আশ্রমের বদলে গুরুর আশ্রম বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। যাঁহারা গুরুর আশ্রমে যাইতে ইচ্ছা করেন না, বা সুবিধা পান না, তাঁহারা শূদ্র হইয়া যান। আচার্য্য গুরুর ঘরে তখন সেই আশ্রমে স্থান পাইলে বৈশবের পর পূর্বকালের বেদপাঠ পড়িবার সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহার দ্বিতীয়বার জন্ম হয়। শূদ্র বেদ পড়িবার সুযোগ পায় না। তাহার আচার্য্য নাই, গুরুগৃহে যাওয়া আসা উচিত অর্থাৎ পূর্বকালে যাওয়া আসা ছিল, তাহা জানিতে পারে না। শূদ্র জানিতে না পারায় বেদের কোন সংস্কার লাভ করিতে পারে না। আচার্য্যের ঘরের অভাবেই মানব জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে শূদ্র রহিয়া যায়। আর গুরুগৃহে স্থান পাইয়া দ্বিজ শূদ্র অপেক্ষা জানিবার বিষয় গুলিতে বেশী অধিকার লাভ করেন। শূদ্র, অধিকার না পাওয়ায় তিনি দ্বিজের ন্যায় পূর্বপুরুষগণের জ্ঞানলাভ করেন না। শূদ্রকে কৃষ্ণের কোন এক প্রকার ব্যবসায় লইতে হয় এবং তদ্দ্বারাই তিনি প্রাণ ধারণ করেন। চাকরদের সমাজ বেদশাখার অধিকার না পাইয়া শূদ্র থাকেন। আর দ্বিজসমাজ নানাপ্রকারে জানিয়া শুনিয়া তাঁহাদের নিজের সমাজ তৈয়ারী করেন। আচার্য্য গুরুর ঘরে বেদশাখা পড়িতে পড়িতে দ্বিজেরা জানিতে পারেন যে, তাঁহাদের সমাজ আবার তিনভাগে বিভক্ত। যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া সমাজের সেবা করিবেন, তাঁহারা বৈশ্য। আর যাঁহারা লোকসমাজ পালন শাসন ভূমি প্রভৃতি রক্ষা প্রভৃতি পৃথিবীর কার্য্য করিবেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যে সকল দ্বিজ সংসার ভোগ না করিয়া সকল পূর্বস্থানে জ্ঞানী হইবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় বেদোপদেশ গুরুগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, বৈশ্য বাইশ বৎসর সমাপ্ত গুরুগৃহে থাকিয়া চলিয়া যান। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় ব্রাহ্মণ গুরুগৃহ হইতে ৩৬ বৎসরের পূর্বে চলিয়া যান না। তিনি এই সময়েই তিনটী বেদ পড়েন। আর, যদি এমন

পরম গুরুদেবের নিকট বিধিপূর্বক সকল বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন, তিনি সত্য সত্য ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ, কয়েক দিনের ভিক্ষা ভুবন লইয়া পরে সমাবর্তন বা ঘরে ফিরিলে তাহার আশ্রমপরিবর্তন হয়। পূর্বে ব্রহ্মচারী থাকা কালে তিনি যে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছিলেন বা ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন, তাহা এখনে কিছু বদল হইয়া আশ্রমের নামে ব্রহ্মচর্য্য হইতে চ্যুত হইয়া গৃহস্থ পদ লাভ করেন। ইহাই ব্রাহ্মণের বা দ্বিজের প্রথম আশ্রম। বেদপাঠকালে দ্বিজ ভবিষ্যৎ আশ্রমের সকল কথাই জানিতে পারেন। আশ্রমের অতীত পৃথিবীর বহিরের কথাও সেই সময় তিনি কিছু শুনিতে পান। যাঁহারা দ্বিতীয় আশ্রমে গমন করেন, সেই দ্বিজগণ পুনরায় ঘর ছাড়িয়া দিয়ে বনে চলিয়া যেলে বানপ্রস্থ নামে কথিত হন। বানপ্রস্থের অর্থাৎ তৃতীয় আশ্রমের উন্নতিক্রমে দ্বিজ চতুর্থ আশ্রম লাভ করেন। আবার যেসাধারণ-দলে নিম্ন বলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আশ্রম হইতে একেবারে সন্ন্যাসী হইতে পারেন। সূদ্রের একটীমাত্র আশ্রম, দ্বিজের তিন মাত্র আশ্রম, দ্বিজের বা ব্রাহ্মণের চারিটী আশ্রম। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ সংজ্ঞা লাভ করিলেও তাঁহার চারিটী আশ্রমে অধিকার নাই। দ্বিজ বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝায়। কিন্তু যে দ্বিজ চতুর্থাশ্রমের অধিকার লাভ করেন, তিনি বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় নহেন। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় যে বেদশাখা পড়েন, তাহার দ্বারা তাহাদের দুইজনেরই জীবনযাপনের সুযোগ উপস্থিত হয়। ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়া যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করেন, সেই সকল ব্রহ্মচারী কর্ম্মী গৃহস্থ নামে অভিহিত হন। তাঁহারা পৃথিবীতে থাকাকালে ভোগ, মরণের পর স্বর্গনরকাদি ভোগ করেন। আর যাঁহারা দ্বিতীয় আশ্রমে যান না, তাঁহারাই মহৎ জন তপঃ সত্য এই চারিটী উদ্ধলোক লাভ করেন। পৃথিবীর ভোগ বা উর্দ্ধলোকের ভোগ দ্বিতীয় জন্মে লাভ করা যায়, কিন্তু যাঁহারা কর্ম্ম ভোগের ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের অতীত নিত্যকাল পাইয়া থাকেন। নিত্যকালের জানিবার বেদই তাঁহার আলোচনার বিষয় হয়।

বিরহ।

প্রিয় বস্তুর মিলনে চিত্ত সুখাকারে পরিণত হয়। এই সুখাকার পরিণতিকে সম্ভোগ রস কহে। সম্ভোগের বিলীয়মানাকার চিত্তপরিণতির নাম বিরহ বা বিপ্রলম্ভ রস এবং তাহা প্রিয়বস্তুর অদর্শনকালে স্বরূপ প্রকাশে সমর্থ হয়। প্রিয়বস্তুর অদর্শনকাল যত দীর্ঘ হয়, বিরহতাপটীও তত্মাত্রায় তীব্র ও ভীষণাকারে ধারণ করিতে থাকে। অবশেষে বিরহী যখন দেখেন যে স্বীয় প্রিয় বস্তুর সহ পুনর্মিলিত হওয়া দুর্ঘট, সেই কালে তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ও উন্মাদগ্রস্ত হয়েন। আমাদিগের প্রাণবল্লভ শ্রীমদ্গোপেন্দ্রসুন্দর কর্ত্তৃক গান্ধীপাত্র মুখমণ্ডল, চটক পঙ্কজ হইতে নামিয়া শ্রীমুখ-রোধে সমুদ্রে পতন এবং "কাঁহা যাউ কাঁহা পাউ ব্রজেন্দ্রনন্দন" ইত্যাদি প্রকার যেদোক্তির নিক্রমণ তথাবিরহভাবোথ দিব্যোন্মাদলীলার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্থল।

২। বিরহ দ্বিবিধ, যথা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অনিত্য ধনজনাদির অভাবে যে প্রকার বিরহভাবে জাগিয়া উঠে তাহাকে প্রাকৃত এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার নিখিল জীবৈকসুহৃৎ, অসাধারণ লাবণ্যশালী নিত্য প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনভাবপ্রকাশক, তাহাকে অপ্রাকৃত বিরহ কহে। প্রাকৃত বিরহে কেবল মাত্র দুঃখই অনুভূত হইয়া থাকে। যিনি একবার এই দুঃখপ্রদ প্রাকৃত বিরহরস আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি হেয় পদার্থজ্ঞানে তাহাকে পুনশ্চ সাক্ষাৎসূত্রে উপভোগ করিতে অথবা তাহার স্বরূপকে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে স্মরণারূঢ় করিতে চাহেন না। পুত্রবিয়োগ-কাতরা জননীকে তাহার আত্মীয় সুহৃদ্বর্গ সর্ব্বদা অন্যান্য চিন্তায় নিমগ্ন রাখিবার চেষ্টা করেন এবং তৎফলে তিনি বিরহজনিত দুঃখবিস্মরণে সমর্থ হন। বিরহবেগ শান্ত হইলে তাহার নিকট যদি কেহ সেই মৃত পুত্রের কথা পুনরায় উত্থাপন করেন, তখন তিনি তাহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন এবং

বলেন যে পুত্র মৃতি কাগাইয়া দুঃখ কষ্ট দেওয়া অনুচিত। পুত্রের জীবদ্দশায় মাতা, তাহার কমনীয় মুখমণ্ডল দর্শনে, কোমল স্পর্শে, ও আধ আধ মধুর বাক্য শ্রবণে, নিরতিশয় আনন্দানুভব করিতেন। সেইহেতু মৃত্যুর পর পুত্র কর্তৃক তদ্রূপ আনন্দানুভব করিবার সুযোগ হয় না ও পুত্রের স্মৃতি উদয় হইলে আনন্দের পরিবর্তে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় (অর্থাৎ সুখ-লিপ্সু জীবের স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মে), তন্নিমিত্ত মৃত পুত্রের কথা পর্য্যন্ত এখন আর তাহার মাতা শুনিতে চাহেন না। যদি কেহ সেই মাতাকে এখন বলেন যে মৃত-পুত্রটী পুনঃ-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি প্রথম মুহূর্ত্তেই ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইবেন। জীবিতাবস্থায় যে পুত্র অত্যন্ত প্রিয়জন বলিয়া অনুভূত হইত, পাঠক দেখুন। আজ তাহাকে ভীষণ কাল স্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে জাগতিক প্রণয়ের মূল-দেশে স্বার্থপরতা লুক্কায়িত থাকে এবং তাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার অভিপ্রায়ে উপনিষদ বলিয়াছেন।

"ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।"

অর্থাৎ পুত্রকে সুখী করিবার জন্য কেহ পুত্রের সুখবিধান করে না। পুত্র কর্তৃক নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধিত হয় বলিয়া মানবগণ পুত্রকে ভালবাসেন।

৩। প্রাকৃত বস্তু নশ্বর এবং তন্নিমিত্ত একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উহা পুনর্বার লভ্য নহে। সুতরাং চির-নৈরাশ্যের ভাব প্রাকৃত বিরহকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিরহীর হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে। এই নৈরাশ্যভাব যদি প্রাকৃত বিজ্ঞানের সংস্রব না হইত ও পুনর্মিলনের ভাবটী তাহার স্থল অধিকার করিত, তাহা হইলে আশার আনন্দপূর্ণ কিরণে বিরহ-বেদনা তেজোহীন হইত ও বিরহী দুঃখে মুহ্যমান হইত না। অমিত্যপদার্থের ন্যায় নিত্যপদার্থ নশ্বর ধর্ম্মযুক্ত নহে। যাহার নাশ অসম্ভব তাহাকেই নিত্যপদার্থ কহে। নিত্যপদার্থের যখন বিনাশ নাই, তখন তৎসম্বন্ধীয় যে বিরহ তাহার তাৎকালিক সত্যতা আছে, স্থায়ীত্ব সত্যতা নাই? অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে সূক্ষ্ম কীটাণু যেরূপ দর্শন যোগ্য হয়, তদ্রূপ ভক্তিপূর্ণ অপ্রাকৃত মোচন দ্বারা নিত্যচিন্ময় ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন করা যাইতে পারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রব্যতিরেকে মানব চক্ষু যেমন সূক্ষ্মকীটাণুর অবস্থান সত্ত্বেও তাহাকে দেখিতে পায় না, তদ্বৎ জড়নেত্রে নিত্যলীলা উপলব্ধ হয় না। ভগবদ্দর্শনের অযোগ্য বহির্ভূমিকায় মায়া যখন যখন নাস্তিকাবুদ্ধি প্রবল বাধেন, তখন অপ্রাকৃত রস আস্বাদনে সমর্থ হয়েন না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের নিত্যাস্তিত্বে আছে কোনোকালে ও একদিন না একদিন তিনি কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবেন এই বিশ্বাস-বশতঃ আস্তিকাবুদ্ধিসম্পন্ন আস্তিকাবুদ্ধিবিশিষ্ট ভাবিবিধিগণ আশান্বিত হয়েন ও উৎকণ্ঠার সহিত ভগবদ্ভক্তগণলীলার কীর্ত্তনে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহে নৈরন্তর্যনিত তাপের প্রতিবন্ধে আশান্বিতেতু উত্তরোত্তর আনন্দানুভব সংঘটিত হয়, যাহাতে তদ্বিগ্রহে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করাইয়া বিরহদশাটীকে সম্ভোগদশে পরিণত করে। পূর্ব্বরঙ্গ—শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বকীয়া লীলা অথবা শ্রীগান্ধর্ব্বা-মহারাজের অগ্নি-পরীক্ষা-লীলা প্রত্যক্ষকালে যদিও ভক্তগণ দুঃখহেতু অশ্রুপাত করিতে বাধ্য হন, তথাপি তাঁহারা পুনঃ পুনঃ এই ভক্তি বৃদ্ধিকর লীলাদ্বয়ের ইতিবৃত্ত শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন থাকেন। এই আগ্রহাতিশয্যের অন্তরালে বিমলানন্দের আলোক প্রদীপ্ত থাকে এবং তাহারই প্রভাবে ভগবদ্বিগ্রহবিরহের ন্যায় বিরহভাবটি আলাপ্রদানে সমর্থ হয় না। সর্পাঘাতে বিষের ক্রিয়া না উৎপন্ন হইলেও দংশনহেতু ক্ষত স্থানে যেমন কথঞ্চিৎ জ্বালা অনুভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অদর্শনজনিত যে কিছু বিরহবেদনা তাহা কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অবশ্যম্ভাবিরূপে ভক্তহৃদয়কে সঙ্গ করিতে হয়। ভগবদ্বি-রহের প্রভাবে চিত্ত তন্ময়ীভাব ধারণ করে এবং সেইহেতু ইতর বাসনাজনিত স্থানাভাবহেতু চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। বিষয়বাসনার প্রবলতা নষ্ট হইলে মন নিরন্তর ভগবানের আরাধনা করিতে প্রস্তুত হয় এবং আত্মার ইঙ্গিতানুসারে মন ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হয়েন। সেবাবৃদ্ধি যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে চিত্ত ততই প্রফুল্লভাব ধারণ করে এবং ভগবদ্বিরহটীকে উপায়ের বস্তু বলিয়া বিবেচিত

হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভগবদ্বিরহকে, পুত্র শোক কাতরা জননীর ন্যায়, লোকাতীত হইতে হয় না এবং বিরহবেদনা নিবারণার্থে অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা থাকে না।

৪। অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তগণ যাঁহাদের উদয় হয় তাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান্। সুকৃতিপুঞ্জীভূত সুকৃতি বিনা উহা লভ্য নহে। যাঁহাদিগের সুকৃতি অধিকপরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে তাঁহাদিগের উদ্ধার কল্পে শ্রীভগবান্ কর্তৃক অপ্রাকৃত বিরহ ভাবের প্রেরিত হয় এবং কোন না কোন ভক্ত ভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে তাহা ভাগ্যবান্দিগের হৃদয়ঙ্গমে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। জনৈক উত্তরপশ্চিমাঞ্চল নিবাসী শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত বলিয়াছেন—

"বিরহ যায় তেজ সাধুসঙ্গে পরসঙ্গে"

অর্থাৎ সজ্জনদিগকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিবার জন্য অপ্রাকৃত ভগবদ্বিরহের শ্রীভগবানের ইচ্ছায় মহতীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। সেই মহাত্মা পুনশ্চ বলিয়াছেন—

"যা ঘট বিরহ নাহি, সা ঘট জান মশান"

অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে অন্যাভি ভগবদ্বিরহ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই সেই হৃদয় মশান সদৃশ। মশানে সতত জীব হত্যা হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্ত তথায় হিংসাবৃত্তি সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। হিংসা বা মৎসরতার আবাস-ভূমিতে নিস্বার্থসঙ্গাত্মিকা-সেবা ভগবদ্ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি যে স্থলে অঙ্কুরিত হয় না তথায় ভগবদ্দর্শনলিপ্সকারী অপ্রাকৃত বিরহ কিরূপে অবস্থান করিবে? অতএব স্থিরীকৃত হইল যে যাবৎ না সংসার অরোন্মুখকাল আগত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ হয় না ও অপ্রাকৃত ভগবদ্বিরহ রস আস্বাদনের সুযোগ হয় না।

৫। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত এক নিত্য সংসার॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ॥
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ মন্ত্র লয়া পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত বচন হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে জীব মাত্রই নিত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভগবানের নিত্য সেবাপরায়ণ পার্ষদ এবং অপর কতকগুলি ভগবৎ-সেবা-বিমুখ ও মায়ার বশ্য। বদ্ধজীবগণ যে কালে ভগবদ্-বিস্মৃতি হেতু মায়া কর্তৃক ত্রিতাপে দগ্ধ হয়, তৎ-কালেও তাহাদিগের নিত্যভগবদ্দাসত্বস্বরূপ অবিকৃত থাকে অর্থাৎ প্রণাশ্রয়িত হয় না। বিবর্ত্তবুদ্ধির বশবর্ত্তিতায় রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিলেও রজ্জুত্ব যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্রূপ বদ্ধাবস্থায় জীবগণ আপনাদিগকে যাহাই কেন মনে করুন না, তাহাতে তাহাদিগের শুদ্ধ স্বরূপের কোনই ক্ষতি হয় না। অজ্ঞাতসারে প্রচুর সুকৃতি সঞ্চয় এবং মুহুর্মুহু প্রাকৃতবিষয়ের তীব্র বেদনা উপভোগ করিতে করিতে জীবগণের হৃদয়ে যখন নিজের আসিয়া উপস্থিত হয় ও সৎসঙ্গ প্রভাবে আত্মিকাবৃত্তি বিকসিত হয়, তখন তাহারা বুঝিতে পারেন যে ভগবৎসেবা পরিত্যাগ হেতু এতাবৎকাল তাহাদিগকে অসহ্য দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে এবং যাহাতে সেবাবৃত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এই সময় হইতে ভগবদ্বিরহের ভাব তাহাদিগের হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে। দুগ্ধ দধির আকারে পরিণত হইলে পুনর্ব্বার যেরূপ দুগ্ধাকার ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ বদ্ধাবস্থায় জীবগণ যদি অক্ষরূপে পরিণত হইয়া যাইত তাহা হইলে তাহারা সুকৃতি সঞ্চয়ান্তে নির্ব্বিঘ্নদশায় সাধুসঙ্গ-প্রভাবে পুনরায় ভগবদ্ভক্ত করিবার জন্য লালায়িত হইত না। যখন তাহাদিগকে লালায়িত হইতে দেখা যায়, তখন নিষ্পন্ন হইতেছে যে ভগবদ্ভক্ত স্বরূপটী সুপ্তবৎ বর্ত্তমান থাকে ও বদ্ধাবস্থাটীর তাৎকালিক সত্যতা আছে, বাস্তব সত্যতা নাই।

৬। কোন সময়ে যে বহির্মুখতার ভাব বদ্ধজীবগণ প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা মানবের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্য শাস্ত্রে "অনাদি বদ্ধ" বলা হইয়াছে। জীবগণ ভগবৎসেবা ও স্বসুখার্থে ইতর পদার্থের সেবা করিতে সমর্থ। উভয় প্রকার যোগ্যতা সত্ত্বেও বদ্ধ জীবগণ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হেতু স্বার্থপরতার রাজ্যে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইবেন সেই সময় হইতেই তাঁহারা নিজ শুদ্ধস্বরূপনিষ্ঠ ভগবৎসেবানন্দের আস্বাদন উপলব্ধি করিতে থাকিবেন এবং অনাদিকালনিবাসী ভগবদ্বিমুখতাকে চিরতরে স্থান দিতে সমর্থ হইবেন। তাহাদিগকে শুদ্ধ স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীভগবান বহুবিধ রূপ ধরিয়া স্বয়ং ধরাধামে প্রকট হইয়াছেন এবং সময়ে সময়ে নিজ পার্ষদদিগকেও প্রেরণ করিয়াছেন। যেহেতু অনাদিকাল হইতে বদ্ধ জীবকুল বহির্মুখতাতে ভাসমান আছেন, তন্নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তদীয় পার্ষদগণের প্রকটকালে তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোন যোনিতে অবস্থান করিতেছিলেন। সুকৃতি না থাকায় তাঁহারা হয়ত শ্রীভগবান বা পার্ষদদিগের সঙ্গ লাভ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, না হয় তাঁহাদিগের শ্রীমুখনিঃসৃত পরমার্থ গাথা শ্রবণ করিয়াও দুরদৃষ্টবশতঃ তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হইতে অক্ষম হইয়াছিলেন। এই বিবদমান কলিযুগে কিছু কাল পূর্ব্বে (অর্থাৎ প্রায় ৪৩৭ বৎসর পূর্ব্বে) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ গৌরহরি লীলা করিয়াছিলেন এবং মাত্র ১০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তদীয় পার্ষদপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বঙ্গদেশে প্রকট ছিলেন; কিন্তু তথাপি পৃথিবী অদ্যাপি বদ্ধিত বহির্মুখ ও দুরন্তানে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। এই সুবৃহৎ দুরন্তান ও বহির্মুখমণ্ডলী দর্শনে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে কেবল মাত্র সুকৃতির অভাবে, পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবান ও পার্ষদগণের আগমন সত্ত্বেও বদ্ধজীবকুল পরমার্থপ্রদ ভগবদ্বিরহ লাভে বঞ্চিত হইতেছেন। কতবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ চলিয়া গিয়াছে এবং যুগে যুগে কত কত অবতার আসিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! বদবিষ্ঠাজীবগণের কি ভীষণ দুরবস্থা! কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার জন্য বদ্ধ জীবকুল আজও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারিতেছেন না। অনন্তকাল ধরিয়া যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া আছেন। ইহাই কি তাঁহাদিগের পাপিষ্ঠতার পরিচায়ক? অদ্যাপি কোন ভগবৎ-পার্ষদ বঙ্গদেশে উপস্থিত আছেন। তাঁহার প্রতি, যে বদজীবগণ বিদ্বান্মদে গর্ব্বিত তন্ত্র নবদ্বীপধাম, আপে দৃষ্টপাত করিবেন না। বদ্ধে দৃঢ় ধারণাপূর্ব্বক কাকুতি মিনতি করিতেছি যে আপনারা বৃথা কাল হরণ না করিয়া নিজ নিজ শুদ্ধস্বরূপকে চিনিতে শিক্ষা করুন এবং তাঁহার চরণে নিবেদিত চিত্ত অন্নভিক্ষা ও কৃষ্ণকীর্ত্তনশিক্ষাদি লাভ করুন। তাহা হইলে দ্বিতীয় অভিনিবেশের ভয় থাকিবে না এবং সদা বদপ্রেষ্ঠ বিপ্রলম্ভভাবের আস্বাদন ও জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হইবেন। মায়াপিশাচী আপনাদিগকে সুদীর্ঘকালব্যাপী দুঃখ দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে ততোধিক কালব্যাপী তাপ দিবার জন্য, ঐ দেখুন, আপনাদিগের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা। যদি আপনারা বর্ত্তমানে সুযোগ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে ঐ পিশাচীর করাল কবলে অনন্তযন্ত্রণাবিবশে পড়িতে হইবে।

৭। পাপে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ এতদুভয়কেই রসত্ব করে। আগন্তুক বা প্রাকৃত বিষয়ে কেবলমাত্র দুঃখের অনুভূতি থাকায় তাহাকে রস বা আনন্দতত্ত্ব বলিয়া ধারণা না করাই উচিত। "তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্" শ্রীভোক্ত শ্লোকার্দ্ধের টীকায় শ্রীধরস্বামীপাদ বিষয়সম্ভোগজনিত সুখকে দুঃখের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে যাহার অবসানে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা দুঃখেরই বীজ অর্থাৎ বৈষয়িক সুখটী দুঃখের অবস্থান্তর মাত্র। অতএব প্রাকৃত সম্ভোগ সুখকে রসতত্ত্বের তালিকা ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কামগন্ধ থাকায় প্রাকৃত সম্ভোগ বা বিষয় ভাব দুঃখ উৎপন্ন করে। যেহেতু অপ্রাকৃত ভগবদ্বিষয়ে কামের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না, তন্নিমিত্ত দুঃখের পরিবর্ত্তে তাহা সেবানন্দের উদয় করাইয়া থাকে। যাহারা স্বার্থপরতার কুদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করিয়াছেন তাহারাই আপনাদিগকে শ্রীভগবানের

সুখে সুখাবোধ করিতে সমর্থ এবং তাঁহা হইতে শ্রীভগবান যেরূপ সাক্ষাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তত্তৎভাবে সজ্জিত হইয়া কান্তসেবাকে ভগবৎপ্রীতি-বর্দ্ধনে তৎপর হন। [illegible] "কথা হলো চবণে" এইরূপ বাক্য তাঁহাদিগের নিকট শোভা পায়। চিরবিরহ সহ্য করিতে তাঁহারা আদৌ পশ্চাৎপদ হন না। যদি তাঁহারা বুঝেন যে ইহার দ্বারা তাঁহাদিগের প্রাণেশ্বর তুষ্ট হইবেন। যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন হইতে পারেন নাই, তাঁহারা "চিরবিরহ" শব্দ শ্রবণমাত্র ভয়ে বিহ্বল হন; যাঁহারা কথঞ্চিৎ সেবাবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে অহৈতুকী রাজ্যে বিচারকালে সেবকের নিজ কল্যাণের দিকে আদৌ দৃষ্টি থাকে না এবং ভগবৎ প্রীত্যর্থে যে কোন কার্য্য নয়নপথে আগত হয় প্রাণপণে তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য তৎক্ষণীয় রচিত উদ্যম হইয়া থাকে। শুদ্ধসেবাগণের ন্যায় তাঁহারিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয় না। ভগবৎসেবাজনিত প্রত্যেক রসই উত্তম; তবে "তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম।" পূর্ণানন্দের আলয় শ্রীকৃষ্ণে কোন প্রকার আনন্দের অভাব নাই। একদিন শ্রীমতী রাধিকার বিরহদশার ভাব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের তাহা আস্বাদন করিবার লোভ জন্মিয়াছিল ও তজ্জন্য তিনি শ্রীগৌরবিগ্রহরূপ ধারণ করতঃ তাহা আস্বাদনার্থে শ্রীনবদ্বীপে প্রকট হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে আমরা একাধারে দুইটী শিক্ষা পাইতেছি যথা (১) মিলনের পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী উৎকণ্ঠা বা বিরহভাবে মিলনজনিত সম্ভোগ রসাপেক্ষা আস্বাদে ন্যূন নহে অর্থাৎ "যার যেই ভাব সেই সে উত্তম" প্রমাণিত হইল এবং (২) সম্ভোগ-রসে নিত্যের অবস্থায় বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনার্থে ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় শেষোক্তটীর অধিক যাথার্থ্য সূচিত হইল অর্থাৎ তটস্থ হইয়া বিচার করিলে যে তারতম্যভাব লক্ষিত হয় তাহা ঘোষিত হইল। হায় বদ্ধজীব! বিষয়গর্ত্তে অবস্থানকালে এই দিব্য বিপ্রলম্ভরসের কণামাত্রও পাণ্ডিত্য সাহায্যে বুঝিতে পারিবেন না। "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

আলোক ও অন্ধকার যুগ দৃষ্টিতে পরস্পর বিপরীত পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইলেও বৈজ্ঞানিক বিচারে উহারা যেমন একই পদার্থের প্রকারভেদ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভরসদ্বয় হৈতুকী বদ্ধ দৃষ্টিতে বিভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া অনুভূত হইলেও ভক্তিপূর্ণ অহৈতুকী চিদ্দৃষ্টিতে একাত্মক পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। নিত্যমুক্ত জীবগণ ভগবৎ পার্ষদরূপে অবস্থান করতঃ সদা ভগবৎসেবায় রত থাকেন। ইহারা সম্ভোগরসের পাত্র। তাহাদিগের বিপ্রলম্ভ রসের আস্বাদন লাভ হইলেও উহা সম্ভোগ রসেরই পুষ্টি মাত্র। ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করতঃ নিত্যবদ্ধ জীবরূপে যাহারা ধরাধামে আসিয়া স্ব সুখসাধনে ব্যস্ত আছেন, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে বিরহ রসের পাত্ররাজরূপে সৃষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু কিছুকাল বদ্ধভূমিকায় ক্রিয়া-অভাব মধ্যে বিচরণ না করিলে ভগবৎ স্মৃতি উদ্দীপিত হয় না ও তাহার পূর্ব্বে বিপ্রলম্ভভাবের মাধুর্য্য আস্বাদন যোগ্য হইতে পারে না। জীবের বন্ধনযোগ্যতা বিচিত্র-লীলা-প্রকটন-কারিণী অপরাশক্তি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে ইহা পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। হে পাঠক-বর্গ, একবার ভাবিয়া দেখুন যখন আমরা বদ্ধভূমিকায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আগমন করিয়াছি তখন আমাদিগের পক্ষে কি কর্ত্তব্যরূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে? নিত্যকালের জন্য সুমহান অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভভাবে নিমজ্জিত হওয়াই কি আমাদিগের সেই অবশিষ্টরূপ কর্ত্তব্য নহে? যদি কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই ভগবদ্বিরহরূপ সুশীতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিই, তাহা হইলে অচিরে ভোগমোক্ষ পিপাসা শান্ত হইবে এবং "আর দীনদয়াময় নাথ হে, কবে লোকাসে" এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইয়া গোলোকে নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিব। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" এই প্রবচন হইতে আমরা জ্ঞাত আছি যে আমাদিগের প্রাণবল্লভ গৌরসুন্দর অদ্যাপি দিব্যোন্মাদে হলার ইতি উতি ধাবিত হইতেছেন। আমাদিগকে বিপ্রলম্ভ রসের পাত্র দেখিয়াও তাঁহা কেমন করিয়া লাভ করিতে পারা যায় তাহা শিক্ষা দিবার মানসে, তিনি ধরাধামে প্রকট হইয়া তাঁহার নিত্যলীলায় কিয়দংশ

দেখাইয়াছিলেন। আসুন, আমরা তদাচরিত নীতির অনুশীলন করিতে করিতে তেরাতে তাঁহার নিজপদে মিলিত হইয়া, সেবার্থে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবার জন্য প্রস্তুত হই। হরি ও তৎসৎ।

ধানবাদ প্রণালী—শ্রীভক্তিকুশাকর।

বৈষ্ণবের ভাষা।

যাঁহারা আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া না জানিয়া অন্যবিধ জানেন, কিম্বা যাঁহারা বৈষ্ণবের শরণাগত না হইয়া বৈষ্ণবকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, আমি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, পি, আর, এস্, সংস্কৃত সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য-দর্শনাদির অধ্যাপক। কুহকে পড়িয়া 'বৈষ্ণব'-পরিচালিত "গৌড়ীয়" নামক সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হইয়া পড়ি। বহু পরিশ্রমলব্ধ অর্থ হইতে তিনটী টাকা ব্যয় করিয়া গৌড়ীয়ের পাঠক হইতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এ কি দায়! আমার সাহিত্যদর্পণ, মাঘ, কালিদাস প্রভৃতি সকলেই যুগপৎ আমাকে পরিত্যাগ করিল। অনুস্বার বিসর্গবিহীন সোজাসুজি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রবন্ধের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে আমাকে এত বেগ পাইতে হয় কেন? প্রতি পদে এমন বাধ বাধ বোধ হয় কেন? এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও ঐ তিন টাকার দায়ে গৌড়ীয় পড়িতে বিরত হইলাম না। এই ভাবে বৎসর কাটিয়া গেল। বার্ষিক চিকায় জন্য পরিচালক আবার ঝুলি পাতিলেন। আমার আবার কি একটা বাধা আসিল—ঝাঁচলে তিনটী টাকা কোলয়া দিলাম, আবার গৌড়ীয় পড়িতে থাকিলাম।

এমন সময়ে আমার এক বাল্যবন্ধু সহাধ্যায়ী দয়া করিয়া সুদীর্ঘকাল পরে আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত! তাঁহাকে পাইয়া আমার আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু তাঁহার সরল মেহপূর্ণ মধুর ব্যবহারে আমি একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ বাল্য ও যৌবনে এই বন্ধুবর বড়ই চঞ্চল ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবহারে সকলে জ্বালাতন বোধ করিতেন; আজ তাঁহার এই অবস্থান্তর ভাবান্তর দর্শনে আমি যে কতদূর আনন্দিত হইলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যাক্, কিন্তু প্রাথমিক আলাপের পর তাঁহার ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ভাই, আমার কোন ভাবান্তর বা রূপান্তর হয় নাই। আমি যাহা ছিলাম তাহাই আছি। তোমার দর্শনে ভুল। বরং তোমার ভাবান্তর রূপান্তর তুমি দর্শন কর।

বন্ধুর এই হেঁয়ালি-ভরা কথাটি অতি সহজ বাঙ্গালা হইলেও আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমার এম্ এ ত' এই অনুস্বার বিসর্গ বিহীন সরল বাঙ্গালায় ঠাঁই পাইল না। তখন আমার সামনে গৌড়ীয় খোলা ছিল, অন্যমনস্কভাবে খোলা পৃষ্ঠাটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল, অমনি একটী কথা আমার মনে পড়িল।

"বৈষ্ণবের জিহ্বা মুক্ত বিষ্ণে না মুকুন্দ" এই কথাটি পূর্ব্বে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ যেন এক নূতন দর্শনে এই পংক্তিটী দর্শন করিলাম। তখন বন্ধুটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই, তোমার কথা ত কিছুই বুঝিলাম না। তুমিও কি বৈষ্ণব নাকি, যে তোমার জিহ্বা মুক্তা বুঝা যাইবে না? আমি তোমাকে বিদ্রূপ করিতেছি না। সত্যই তোমাকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বৈষ্ণবের ভাষা কি সূত্রক?

বন্ধুবর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, ভাই, বৈষ্ণবের ভাষা বেদের ভাষা, বৈষ্ণবের সেই ভাষা—যে ভাষায় স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মাকে বেদ বলিয়াছিলেন, যে ভাষায় ব্রহ্মা শ্রীনারদকে, শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাসকে, শ্রীবেদব্যাস শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম তার পর?

———

আত্মীয় কে ?

(শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

মাতৃ-গর্ভে জন্ম হইয়াছে আমাদের বহুবার। কত সহস্র জন্মে আসিয়াছি, এই সংসারে আর কত সহস্রবারই না পতিত হইয়াছি মৃত্যুর করাল কবলে। বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী ইত্যাদি অসংখ্য যোনি-ভ্রমণান্তে জন্ম হয় আমাদের মনুষ্যকুলে। কেবল এই মনুষ্যজীবনেই যে পিতামাতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন নয়; আমাদের পূর্ব্ব পশু-পক্ষি-জীবনও লাভ হইয়াছিল শুক্র-শোণিতে।

চতুর্দ্দিক মানব মনে বহু সুখদুঃখের চিন্তার যদি একটু ভাবি তবে আমরা অন্ততঃ একটী সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি যে, যাহাদিগকে আমরা আত্মীয় জ্ঞান করি, আপনার নয় তাহারা কেহই। পৃথিবীতে আসিয়া আমরা যখন আশা-পাশ তুলিয়া সুখের মলয়মধুর অনুকূল বায়ুতে এই সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া দেই জীবন-তরী, তখন মুহূর্ত্তের তরেও ভাবি না আমরা, যে, পরক্ষণেই দুঃখের প্রবল ঝঞ্ঝা আসিবে অপর দিক হইতে এবং ভাসাইয়া লইয়া যাইবে আমাদিগকে কোন্ অজানা দেশে। সুখ-দুঃখের এই ঘাত প্রতিঘাতে ক্লান্ত হইয়া, যখন করি আমরা জনক-জননীর নিকট শান্তির আশায়।

পিতামাতা মনে করেন, পুত্র কন্যা তাঁহাদের বড় আদরের সামগ্রী; সন্তান ভাবে, জনক-জননীই পরম আত্মীয়; স্ত্রী মনে করেন, পতিই তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব; আর পতি বসিয়া আছেন তাঁহার পত্নীকে শান্তির নিদানস্থানে! কিন্তু এই যে বাহ্য সৌহৃদ্য, ইহার মূলে আছে একমাত্র স্বার্থ। সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যকলাপে স্বার্থ রহিয়াছে অন্তর্নিহিত, বাহিরে মধুর ভাবে, অন্তরে গরল। বৃদ্ধ বয়সে সুখভোগের জন্যই পিতামাতার স্নেহ সন্তানের প্রতি—ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অর্থ সাহায্যে বৃদ্ধ পিতামাতার ভোগের যোগাড় করিয়া দিবে—ইহাই তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা; বালো লালন-পালন হেতু যৌবনে কনক-কামিনী ভোগের সুবিধা হইয়াছে, তাই সন্তান ভক্তি করে ও ভালবাসার ভাণ (কারণ, তাহাদের মন সতত: ব্যস্ত স্ত্রীচিন্তায়) দেখায় পিতামাতাকে,—ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের আত্মীয়তা বদ্ধ রহিয়াছে এই জগতের স্বার্থ লইয়া। যদি ইহারা না হইত স্বার্থপর, যদি ইহারা না হইত ভোগপ্রিয়, যদি ইহারা না হইত ভগবদ্বিমুখ, যদি ইহারা হইত আমাদের প্রকৃত আত্মীয়, তবে ইহারা দিতে সমর্থ হইত আমাদিগকে নিত্যমঙ্গল। কিন্তু তাহা ত হয় না। দিতে পারিয়াছেন কি তাঁহারা সত্যসত্যই আমাদিগকে নিত্যানন্দ?—না, তাহা পারেন নাই—পারিবেন না। এই যে আমরা জন্ম জন্ম মাতৃগর্ভে জন্মিয়া কিছুকাল কেহ বা সুখে, কেহ বা দুঃখে ভোগ-পিপাসা তৃপ্তি করিতে করিতেই নিষ্পেষিত হই মৃত্যুর ভীষণ দন্তাঘাতে, এই যে আমরা "এই আছি আর তখনি নাই," এই যে বর্ত্তমান রহিয়াছে আমাদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরব্যাধি, তাহার হাত হইতে মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি আমাদের পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, আত্মীয়স্বজন? যদি না থাকে তাঁহাদের সেই ক্ষমতা, যদি রক্ষা করিতে অসমর্থ হন তাঁহারা সমুপেত মৃত্যুর নিশ্চিত আক্রমণ হইতে, যদি ক্ষমতা না থাকে তাঁহাদের আমাদিগকে কৃষ্ণের নিত্য সেবার অধিকারী করিতে, তবে তিনি গুরুই হউন আর দেবতাই হউন, পিতাই হউন আর মাতাই হউন, পতিই হউন আর স্বজনই হউন, আমাদের সম্বন্ধ নাই তাঁহাদের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও। কারণ, স্বরূপতঃই আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং দাসের একমাত্র কাজই হইতেছে প্রভুর সেবা করা। ভোগলিপ্সু জীব আমরা যখন সেই নিত্য কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি, ত্রিগুণময়ীর মায়ার অতুল ঐশ্বর্য্যমদে বিস্মৃত হই; শ্রীভগবানের মাধুর্য্যচরণ ভক্তি-অশ্রুতে ধৌত করিতে যখন রত হই পিশাচী মায়ার কনক-কামিনীরূপ পদদ্বয় লেহনে, তখন সেই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে যদি সমর্থ না হয় আমাদের গুরু, দেবতা, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, তবে সেই গুরু, আমাদের গুরু নন; সেই পিতা, পিতা নন; সেই মাতা মাতা নন; সেই পতি, পতি নন; সেই স্বজন, স্বজন নয়; কারণ, তাঁহারা নিত্যমঙ্গল দানে অক্ষম এবং স্বীয় স্বার্থসাধনে বিব্রত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

গুরুর্ন স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুং॥

যখন এই বিষয়টী আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি, তখন স্বভাবতঃ ভোগবিলাস, আত্মীয়পরিজনের প্রতি একটি বিরক্তির ভাব উদয় হয় আমাদের হৃদয়ে; এবং এই সংসারে অশ্রদ্ধা ও সন্তোষ প্রতি শ্রদ্ধা আসিলেই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কি, লক্ষ্য যায় সেই দিকে।

প্রয়োজন কি—তৎসন্ধানের অতি প্রথমেই আমরা বুঝিতে পারি মানবজন্মের মূল্য। বহু জন্মের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সুকৃতিবলে লাভ করি আমরা দুর্লভ মানবজীবন—দুর্লভ এই জন্য যে, মনুষ্যজন্ম ভিন্ন অন্যান্য জন্মে লাভ করা যায় না আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥

তাই আমরা যদি বুদ্ধিমান হই, তবে আমাদের কর্তব্য হইবে কাল বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া এই অনিত্য দেহের পতনের পূর্ব মুহূর্তপর্যন্ত আত্মনিয়োগ করা কৃষ্ণসেবায়, কেন না আমাদের প্রয়োজনই হইল কৃষ্ণ-প্রীতি।

আমাদের এই নিত্য প্রয়োজন কি বুঝিতে হইলে, সর্বাগ্রে জানা উচিত—আমাদের স্বরূপ কি। এই সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে—
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

অতএব আমরা যখন স্বরূপতঃ গোপী-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস, দাসাধিকারে আমাদের একমাত্র প্রয়োজনই নিত্যকাল সেবা করা সেই ত্রিগুণাতীত ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের। কিন্তু সেবা করিতে হইলে সেই পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহের, সেবা করিতে হইবে আমাদিগকে চিৎস্বরূপে; কারণ, অচিদবস্থায় অর্থাৎ মায়ামুগ্ধাবস্থায় চিদ্বের সেবা অসম্ভব। তাই, আমরা যে সেই পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অণুচিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নই, সেই বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এবং কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে অধিকারী হওয়া যায় কৃষ্ণের নিত্যসেবায়, তজ্জন্য আত্মনিবেদন করিতে হইবে সদ্গুরুর পাদপদ্মে।

এখন কথা হইল—সদ্গুরু কে? আজকালকার বাজারে 'গুরু' কথার যেরূপ ছড়াছড়ি। পিতা মাতা ইত্যাদি প্রকারের গুরু ব্যতীত 'গুরু' অর্থে সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, যাহারা চলিয়া যায় আমাদের কর্ণে একবার একটী "কু" দিয়া এবং বৎসরান্তে যেন 'বাৎসরিক' প্রাপ্তির সময়ে; এই সকল ব্যক্তিই তথাকথিত 'গুরু' নামে আখ্যাত। কিন্তু প্রকৃতই যিনি মন্ত্রদানে-মনোধর্ম (যাহা একটী সূক্ষ্ম ভোগপ্রবণ পন্থা) হইতে ত্রাণ করেন, তিনিই 'মন্ত্রগুরু'—যিনি দান করেন 'দিব্যজ্ঞান', তিনিই 'দীক্ষাগুরু'। যাঁহাতে গুরুত্ব আছে, তিনিই গুরু। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ 'গুরুগিরী' ব্যবসায়ী পুরুত-গোঁসাইদের লঘুদুষ্টবেশী। ধর্ম দান করতঃ তৎপরিবর্তে লভ্য অর্থ যে ব্যক্তি ব্যয় করে স্বীয় স্ত্রীপুত্রের ভোগার্থে, শাস্ত্রানুসারে সে নরকগামী—তাহার মুখদর্শনেও পাপ হয় বলিয়া মনে হয়। যাক্, "গুরু কে নয়," তদ্বিষয়ে আলোচনা এখানে না করাই ভাল; কারণ, তাহা হইলে তথাকথিত "গুরু"দিগকে যে ক্ষুণ্ণ হইতে হইবে বিশেষরূপে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কি আমরা সদ্গুরুর সন্ধান পাইব না?—পাওয়া যায়, যখন আমরা ব্যাকুল হইব সত্য জানিবার জন্য, অস্থির হইব যখন আমরা কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত, ভোগের অন্ধকারে ছট্‌ফট্ করিব ভক্তির আলোর জন্য, তখন শরণাগত হইব আমরা এমন ব্যক্তির, যিনি তাঁহার স্বীয় নিত্যজ্ঞানবলে পথে চালিত করিয়া পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন সেই নিত্যধামে। এইরূপ ব্যক্তিই অভিহিত হইবেন 'সদ্গুরু' নামে। প্রাণ যখন এইভাবে কৃষ্ণসেবার উপায় খুঁজিবে, তখন শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

এমন গুরুতে প্রপন্ন হইতে হইবে। তিনি বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তিনি বেদনিষ্ঠ হন, তিনি সমর্থ হন না আমাদের হৃদয়ের সমস্ত সংশয় সমাকৃরূপে ছেদন করিতে; আর যিনি লাভ করেন নাই শ্রীভগবানকে, সাধ্য নাই তাঁহার লইয়া যাইতে আমাদিগকে জ্যোতির্ময় পথে। অন্ধ অন্ধকে চালিত করিলে, কূপে পড়িবার সম্ভাবনা উভয়েরই। অতএব যে গুরু নিজে লাভ করিয়াছেন বিজ্ঞান, বিজ্ঞান নিতে সমর্থ তিনিই। তাই ভগবানের নিত্য পার্ষদ ব্যতীত সদ্গুরু হইতে পারেন না। যদি তাহাই হয়, তবে স্পষ্ট ইহাই বোঝা যায় যে 'গুরু' নহেন কখনও রক্তমাংসবিশিষ্ট আমাদেরই মত একজন নশ্বর মনুষ্যবিশেষ। তিনি নিত্যধাম অধিষ্ঠান করেন চিজ্জগতে এবং তাঁহার দেহও চিন্ময়দেহ—সেই দেহের জন্ম মৃত্যু নাই—সেই দেহ নিত্যকাল ছিল কল্পনাতীত এবং নিত্যকাল থাকিবে ও কল্পনাতীত। অতএব যিনি পূর্বে ছিলেন না ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরে সদ্গুরুর আশ্রয়ে সাধন-পথে পাইয়াছেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশাধিকার, তিনি এখন যদিও ব্রহ্ম নিষ্ঠ, তথাপি তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। তিনি পরিচিত হইলেন সাধক নামেই; শিষ্য চিরকালই শিষ্য থাকিবেন, আর যিনি গুরু, তিনি এক দিন দুই দিন নয়, এক কল্প দুই কল্প নয়, অনন্তকালই তিনি ছিলেন গুরু এবং থাকিবেনও গুরু আমাদের নায় অধমের উদ্ধারকল্পে অবতীর্ণ হন যখন এই মর্ত্যধামে, তখন 'গুরু' বলেন না কিছু তাঁহার স্বরচিত নূতন কথা—শ্রৌত পথাবলম্বনে শুনিয়া আসিয়াছেন, তিনি যাহা গুরু-পরম্পরায় বলিবেনও ঠিক তাহাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 'গুরু' কথাটা নয় একটা ছেলেলী কথা। আমাদের অপরাবিদ্যা লইয়া বুঝিয়া লইতে সেই পর-গেলে বিদ্যার কথা, অর্থাৎ সন্ধ্যাস্থায় যাই যদি আমরা জানিতে মুক্তাবস্থার কথা, তবে পরিচিত হইব নিশ্চিত বিপদকে।

[প্রবন্ধটী নব্য বাঙ্গালাভাষায় রচিত হইলেও ভগবৎকথা বর্ণনে নবীন লেখককে উৎসাহিত করিবার জন্য উহা সৌরীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইল—গৌঃ সঃ]

নিমাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিমায়ের খালা আর কিছুই নয়—কেবল ধুলো মাটী দিয়ে একটা কিছু গড়ে আবার তার পর তাকে ভেঙে ফ্যালে। সেই সব ধুলমাটী নিয়ে তখুনি আবার একটা নতুন কিছু তোয়ের করে। এই রকম সব ভাঙা গড়া খালায় এত মন লাগায় যে খিদে তেষ্টা মোনে থাকে না। রোদে বোসে খালা করে তোলে অমন যে সোনার মত রং, একেবারে কাল হোয়ে যায়। মাতা মুখ দিয়ে টস টস কোরে ঘাম বেরুতে থাকে, সে দিকে তাকিয়ে তাকে না, তাতে কোন কষ্টও হয় না। ছেলের এই দশা দেখে শচীদেবীর প্রাণের মধ্যে যেন কচ্ কচ্ কোরতে থাকে। থেকে থেকে খুন হোয়ে যান। নিমাই কিন্তুতেই শোনে না। এক এক দিন সকাল খালা ঘুম থেকে উঠেই নিমাই খালা কোরতে বেরিয়ে গেল। অনেক খালা তোলো নিমাই এখনও খেতে এলো না দেখে শচীদেবীর মনের ভেতর বড় দুঃখু হল। পেটে খাইতে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে যান। খুঁজতে খুঁজতে খাড়ার ভেতর গিয়ে দেখেন, নিমাই রোদে বোসে ধুলো মাটী নিয়ে খালা কোরচে। ধুলো মাটী গায়ে মেখে একবারে বিদিকিচ্ছিরী হোয়ে গিয়েচে। মোনের ভেতর বড় কষ্ট হোতে থাকল। বল্লেন, হ্যাঁ! বাপ, তোর কি খিদে তেষ্টা কিছু লাগে না মোন! তাক দেকি মুকখানা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে! এই খানি খালা হোল খাবার কতা একটু মনে কোত্তিনে বাপ, আজ কি কিছু খাবে না মোন? তোমার জন্তে খাবার রেকিচি চ' বাইরে দিইগে। কোন্ ছেলে এতক্ষণ না খেয়ে আচে মোন? চ' তোমারও খাবার আচে খেয়ে এসো। তাক দেকি না খেয়ে রোদে বোসে থেকে অমন সোনার বং একেবারে কালী হোয়ে গিয়েচে। চল বাপ, খেয়ে

আবার এসে খালা কোরো এখন। নিমাই এ সব কথায় একেবারেই কান দ্যায় না। একবার তাকিয়েও তাকে না যে মা এসেছে, তাকে খাবার জন্য ডাকছে। যেন কত কাজে ব্যস্ত—মাতাটা তুলবার সময় নেই। ছেলের গায়ে ধুলো মাটী সব লেগে রোয়েছে, সকাল থেকে কিছু খায়নি মুকখানা শুকিয়ে গিয়েছে, রোদে কালী কোরে দিয়েছে। মাতাদিয়ে ঘাম বেরুচ্চে দেখে শচীদেবীর প্রাণের ভেতর কেটে যায়। তাড়াতাড়ি কোরে নিয়ে কোলে আঁচল দিয়ে মুকের ঘাম মুছিয়ে কোলে কোরে বাড়ী নিয়ে আসেন। বাড়ী এসে বেশ কোরে সব গা ধুইয়ে খাবার খেতে দেন। খাওয়া হোলে নিমাইকে বেশ কোরে সাজিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেন। নিমাই আবার সেই সব খালা কোরতে দিয়ে ধুলো মাটী মেকে যে সেই কোরে থাকে। শচীদেবী দেকে বোকে খুন হন।

এক একদিন নিমাই তার মার সঙ্গে ভারি মজা করে। সকাল থেকে নিমাই কিছু খায়নি, শচীদেবী খুঁজতে এসে, নিমাইয়ের শুকনো মুখ দেকে মনে আরও দুঃখ হোলো 'তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে' চল খোন কিছু পেয়েছে, খেয়ে আসবে চল, বোলে হাত বাড়িয়ে যেমন ধোরতে গেলেন, নিমাই অমনি একটু সোরে গ্যালো, আর ধোরতে পারলেন না। নিমাই সোরে গ্যালো দেকে শচীদেবী আর একটু এগিয়ে 'বাপ আমার, বড্ড খিদে পেয়েছে খোন বাড়ী চল' বোলে যেমন হাত বাড়িয়ে ধোরতে গেলেন নিমাই অমনি একটু পেচিয়ে গ্যালো আর ধোরতে পারলেন না। শচীদেবী আবার এগিয়ে গিয়ে 'খোন আমার, তোর কি একটু কিদে হয় না, মুক দেকি মুকখানা শুকিয়ে গিয়েছে। চল তোমার জন্যে খাবার আছে' বোলে যেমন হাত বাড়িয়ে ধোরতে গেলেন নিমাই অমনি আবার পেচিয়ে গ্যালো। এমনি কোরে শচীদেবী কতবার ধোরতে গেলেন, নিমাই কিছুতেই ধরা দিলো না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা কোরেও যখন ধোরতে পারলেন না, মনের ভেতর ভারি দুঃখ হোতে লাগলো। ছেলে এত খালা পর্য্যন্ত কিছু খায়নি, সোনার বরণখানি শুকিয়ে এতটুকু হোয়ে গিয়েছে, কিছুতেই ধোরতেও পারলেন না—মায়ের প্রাণে কি আসে তা সয়? কাঁদতে আরম্ভ কোরলেন—চোক দিয়ে জল পোড়তে লাগলো। মার চোক থেকে জল পোড়চে দেকে নিমাই হাসতে হাসতে ছুটে এসে মার গলা জোড়িয়ে বোসলে। শচীদেবীর সব দুঃখ দূরে গ্যালো। তখনই কোলে তুলে নিয়ে আঁচল দিয়ে মুক মুছিয়ে দিলেন। বোল্লেন, 'বাপ আমার, না খেয়ে কি থাকতে আছে? আজকেকি কোন্ ছেলেটা এতক্ষণ না খেয়ে রোয়েছে? খোন আমার, চল খাইয়ে দিই সে। এই রকম কত কথা বোলতে বোলতে নিমাইকে বাড়ি নিয়ে এলেন।

নিমায়ের কথা গুলো ভারি মিষ্টি। সে যখন কথা বলে, শুনতে বড্ড মিষ্টি লাগে—কাণে যেন অমৃত ঢেলে দ্যায়। চারদিক থেকে কত লোক এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের কথা শুনতে থাকে। নিমাইয়ের সঙ্গে কারো আকা হোলে তার দু পাঁচটা কথা না শুনে কেও যেতে চায় না। এক দিন শচীদেবী মনে কোরলেন, খানিকটে বোসে বোসে নিমায়ের কথা শোনা যাক্। এই ভেবে নিমাইকে নিয়ে এসে বোল্লেন, হাঁ বাপ নিমাই! আজ কি খালা কোরেছো খোন, সব গুলো ভো? নিমাই কায়দা কোরে বুঝতে পেরেছে যে, মা আজ আমার কথা শুনবার জন্যে এমন কোরচে। মায়ের মনের ভাব বুঝে নিমাই দুষ্টামি কোরতে লাগলো—কথা কোইলো না—মুকে হাত দিয়ে মুক ঢেকে থাকলো। নিমাই মুকে হাত দিয়ে চুপ কোরে থাকলো দেকে শচীদেবী আবার বোল্লেন, আজ বলরামদের বাড়ী গেছলে, সেখানে কি খেকেচো সব বলো তো খোন। নিমাই কোন কথা কোইলো না মুকে হাত দিয়ে মুক বুজে থাকলো। শচীদেবী নিমাইকে কথা কওয়াবার জন্যে এই রকম নানা ছল কোরে বোলতে লাগলেন। নিমাই একটী কথাও বোল্লে না, মুকে হাত দিয়ে মুক বন্ধ কোরে রোইলো। নিমাইকে চুপ কোরে থাকতে দেকে শচীদেবী বোল্লেন, তুই এখন আমার সঙ্গে কথা কোচ্চিসনে, এর পর শেষকালে তো আমাকে একমুটো ভাতও দিবিনে।' এ কথা শুনেও নিমাই কোন কথা

কোইলো না, মুকে হাত দিয়ে চুপকোরে দাঁড়িয়ে থাকলো। এবারও নিমাইকে চুপ কোরে থাকতে দেকে শচীদেবী বোল্লেন, তুই আমার সঙ্গে কতা কোবি নে? আজ বেশ আমি মোরে যাবো, তুই মা বা কোরে পরে পরে বাড়াল, এতেও নিমাই কোন কতা বোল্লে না, মুকে হাত দিয়ে মুক বুঁজে থাকলো। তখন শচীদেবী বোল্লেন হাঁরে নিমে তুকাকি এত কোরে বোল্লাম তুই মুকে হাতদিয়ে চুপ কোরে থাকলি, একটী কতাও বোল্লিনে যে? এবার নিমাই মুকে হাত দিয়ে ঢেকে ঢেকেই বোল্লে, "শুনতে পাইনি।" শচীদেবী তখন একটু চেঁচিয়ে বোল্লেন কি ব্যালা কোইচিস বল্?

নি। আমি কিছু শুনতে পাচ্চিনে।

শচীদেবী এবার খুব চেঁচিয়ে বোল্লেন, কোইচিস বল্?

নি। মা আমি একটুও শুনতে পাচ্চিনে।

এবার শচীদেবীর মনে রাগ হোলো, বোল্লেন, দাঁড়া তো, তোর কেবল নইমি? বোলে একখানা ছড়ি হাতে নিয়ে নিমাইকে মারতে যাবেন। মা মারতে আসচে দেকে নিমাই দৌড় দোলো। শচীদেবী পেছনে পেছনে গেলেন বটে, কিন্তু নিমাই একটা আঁস্তাকুড়ে গিয়ে দাঁড়ালো দেকে, আর এগুতে পাল্লেন না। তখন নিরুপায় হোয়ে শচীদেবী বোল্লেন, মাকে ছলনা দিয়ে তোর কি হবে বল, তোর মনে কি একটু দয়ামায়া নেই? এই কতা শুনে নিমাই দৌড়িয়ে এসে দুহাত দিয়ে মার হাত দুখানা ধোরে কোলে তোড়লো। (ক্রমশঃ)

রাজসাহী বৈষ্ণব সভা।

(একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী)

বিগত ৬ই জুলাই তারিখের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত—

হরিনাম প্রচারের সদুদ্দেশ্যে একশত দিনে শ্রীভগবানের নাম লইয়া এই "রাজসাহী বৈষ্ণব সভার" প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা জীবমাত্রের হৃদয়ে হরিভক্তির বীজ উপ্ত করাইবার জন্য, নাম কীর্ত্তন দ্বারা পতিতজনকে উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্য এবং ক্রমশঃ লোকের মতি গতি বৈষ্ণবধর্ম্মের দিকে ফিরাইবার জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা। প্রতি একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ভক্তদিগের বাড়ীতে সভার অধিবেশন হইয়া নাম প্রচারিত হইয়া থাকে। আবশ্যক বাসরেও অন্য তিথিতেও সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা উহার প্রতি অধিবেশনের প্রধানতম অঙ্গ। ভগবদ্বিষয়ক উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠের দ্বারাও কোন কোন সভ্য সভার গৌরব বর্দ্ধিত করেন।

আলোচ্য বর্ষেও উক্ত প্রথানুযায়ী কার্য্য হইয়াছে এবং সভ্যগণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভক্তের বাড়ী অধিবেশন হইয়া তাঁহাদের সভার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে একবার বিশেষ অধিবেশন ও হইয়াছে।

সভার অন্যতম উদ্যোক্তা গৌরভক্তপ্রাণ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রামগোপাল পাঁড়ে ও রামাইকা রায় প্রমুখ ভক্তগণ প্রায় প্রত্যহই নগরকীর্ত্তন দ্বারা নগরকে হরিনামে মুখরিত করিয়া থাকেন।

সভার সভাপতি ও নেতৃস্বরূপ নূতন গৃহের ভিত্তিমূলপ্রতিষ্ঠাতা গৌরভক্তপ্রাণ মোহান্ত মহারাজ ললিত মোহন মৈত্র মহোদয়ের তিরোধানে সভা নিয়তিশয় ক্ষতিগ্রস্তা ও পৃষ্ঠপোষকহীনা হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ভক্তবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্র এম, এ, মহাশয়কে সভাপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার স্বধামগত পিতৃদেবের ন্যায় সভাকে উত্তরোত্তর উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

অন্যতম সভ্য প্রবীণভক্ত সাধক প্রবর হাজরা মহাশয়কে হারাইয়া সভা বিশেষ মর্ম্মাহতা হইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের স্নেহ ভালবাসা হইতে সভা যেন বঞ্চিতা না হন ইহাই প্রার্থনা।

সভার কৃতপূর্ব্ব সম্পাদক গবেষণচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের

অভাবে সভা একজন প্রধানতম উদ্যোক্তা, চিন্তেষী ও পৃষ্ঠ-পোষকহীনা হইয়াছেন।

সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক আচার্য্য পূর্ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় আর ইহজগতে নাই!

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ ও চাউল সংগ্রহ করতঃ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে আলোচ্যবর্ষেও নগর সংকীর্ত্তন, বাসিকব্যাপী কথকতা, বক্তৃতা ও মহোৎসব ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহুভক্ত চাউল, তরকারী পাতা ইত্যাদি দান করিয়া মহোৎসবের সাহায্য করিয়াছেন।

সভার গত বর্ষের তহবিলে ৬৩৸৵১৫ মজুত ছিল। আলোচ্য বর্ষে সকলসমেত ৩৫৫।১৫ আদায় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে মোট ৩৩৬৸৫ ব্যয়িত হইয়াছে তন্মধ্যে ২৫৸৫ গৃহনির্ম্মাণ বিভাগে দেওয়া হইয়াছে। ৮৫৸৫ মজুত আছে।

সমালোচ্য বর্ষে গৃহনির্ম্মাণ বিভাগে সাধারণ তহবিল হইতে ২৫৸৫ লওয়া হইয়াছে ও এই বিভাগে আদায়ী ১১৩।৫ মোট ১৯২।১০ মধ্যে ১৮১৸১৫ ব্যয়িত হইয়া ১০৸১৫ এই বিভাগে মজুত আছে।

আশ্রম স্থানের অভাবে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। শ্রীভগবান আমাদের শক্তিসম্পন্ন করুন—আমরা যেন আশ্রম গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করতঃ কার্য্যের সুবিধা ও সভাকে সুপ্রতিষ্ঠিতা করিতে সক্ষম হই।

স্থানীয় ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটে আমরা বিশেষ ঋণী। বৈষ্ণব সভার বার্ষিক অধিবেশন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদের নিকট হইতে স্থান গ্রহণ, বিছানা ও আলোকাদি লওয়া এবং পত্রাদি বিনা মূল্যে ছাপনে প্রভৃতি কার্য্যে আমরা তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছি কিন্তু তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে সানন্দে আমাদের সর্ব্ববিধ সাহায্য করিয়া ধর্ম্মানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিত করিতেছি। ধর্ম্মসভার অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীমান্ আশুতোষ ঘোষ চৌধুরীও আমাদের বার্ষিক অধিবেশনে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলী।

১। পণ্ডিত শিবদাস কাব্যতীর্থ—আচার্য্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্র এম, এ—সভাপতি। শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী এম, এ, বি, এল। ৪। শ্রীযুক্ত মধুসূদনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকিল। ৫। শ্রীযুক্ত রায় ভবানীনাথ নন্দী বাহাদুর—সহকারী সভাপতিত্রয়। ৬। শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত মৈত্র। ৭। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোপাল দত্ত—সম্পাদক দ্বয়। ৮। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি রায় প্রত্নতত্ত্ববিশারদ, বেদরত্ন, বিদ্যাভূষণ—সহযোগী সম্পাদক। ৯। শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী। ১০। শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ সরকার কবিরাজ। ১১। শ্রীযুক্ত হামাইকা রায় ব্যবসায়ী—সহঃসম্পাদক ত্রয়। ১২। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ নাথ ঘোষ বি, এল ১৩। শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ পাল মোক্তার—পাঠক দ্বয়। ১৪। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গোস্বামী—কোষরক্ষক ১৫। শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিলাল ঘোষ কবিরাজ—হিসাব পরীক্ষক।

শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

(২য় সংখ্যা)

গত ১৫ই জুলাই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহিদলের সহিত নবদ্বীপের চারিটী জাতিগোসাই কারাবরণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

যাঁহারা দেশের সমস্তবিষয়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ধর্ম্মের ভার লন, সন্ন্যাসীই হউন, আর গৃহস্থই হউন, তাঁহাদের বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রাণ হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মপ্রাণ বলিতে গেলেই তাঁহারা উন্নত চরিত্র, নির্লোভ প্রভৃতি সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট হইবেন, ইহা প্রত্যেকেই আশা করেন।

যাঁহারা শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করেন তাঁহাদের বা তাঁহাদের অবলম্বনগণের উপর হিন্দুজাতির প্রগাঢ় বিশ্বাস। সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে সাধু, মহান্ত, গোস্বামী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে দেখা যায় ও তাঁহারা বহুস্থলে লোকের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন। যদি তাঁহারা যথার্থই সাধু, (মহাপুরুষ বা গোস্বামী 'অভিধেয়') হ'ন, তাহা

হইলে তাঁহারা যথাযথি ধারা সন্ধানের
এ বিষয়ে কাহারও মতবিরোধ নাই।

ওঁহাদের মধ্যে দাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানবিভূষিত না হইয়াও আপনাদিগকে ঐ সকল উপাধিমণ্ডিত করিয়া জনসমাজে পরিচিত করিতেছেন, তাঁহারা প্রতারক নহেন। শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য সাধারণের প্রদত্ত অর্থ সমস্ত বিগ্রহসেবায় নিয়োজিত না করিয়া অংশবিশেষ স্ব স্ব ইন্দ্রিয় সেবায় ঢালিয়া প্রয়োগ করেন তাঁহাদের আচরণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ঘৃণিত বলিয়া তাঁহাদের প্রতি-আকর্ষণের যোগ্যতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক, এমনই অন্ধ যে তাঁহারা ইহাদের যোগ্যতার অভাব দেখেন না, মনে করেন যে, ইঁহাদের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার সহায়তা করিতে পারিলেই বুঝি তাঁহাদের ধর্ম্ম হইবে। এই জন্য এই সেবন কতৃক উপলক্ষের বহুরূপে পরিণত শ্রীমন্দিরে প্রাঙ্গণদ্বারে, উঠানে, মন্দির-পার্শ্বের শিলায়, মন্দিরের বাহির দেওয়ার প্রবেশের কি, দর্শনী, পেষে আসল (পূজের দুইটাকুর বোধ হয় একজন) ঠাকুরের কি প্রভৃতি বাবদে অর্থ কতপ্রকারে দিয়া লোভীর সেবা করেন।

প্রকাশ যে, তারকেশ্বরের মহান্ত এই শ্রেণীর, কালে বা আরও ভীষণ। তাঁহার ভোগে চারিদিকে থরহরিকম্প ছুটিত। সুন্দরী রমণীর সতীত্ব লইয়া তাঁহার হাত হইতে ফিরিয়া আসা নাকি অসম্ভব ছিল। দেশের লোক নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া ঘুমাইতে ছিলেন ও দলে দলে গিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। এ পূজা তাঁহারা সকলেই দিয়া থাকেন। কিন্তু আজ যেন তাঁহাদের কে চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে, আর তীর্থস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর। উদ্দেশ্য খুব ভাল। তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ তাহারই ফল।

যে চারিটী অভি-গোসাইএর কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম আমাদের নিকট পরিচিত নয়, মনে হয় তাঁহারা আড়াধী-বংশের পরিচিত কয়েকটী নব্য যুবক। ইঁহারা সত্যাগ্রহ করিয়া জন-সাধারণের ধিক্কারভাগী হইয়াছেন।

কিন্তু এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সাধারণ ভদ্রাভদ্র অনেকে যেমন সত্যাগ্রহ করিয়া তীর্থসংস্কারে আত্মসমর্পণ কারাবরণে করিয়াছেন, ইঁহারাও কি সেই সাধু-প্রবৃত্তি-প্রণোদিত? পাঠকপাঠিকাগণ কি ইহার কোন সদুত্তর স্থির করিবেন? কোন কোন পূর্ব্বকথিত প্রকারের ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি—যিনি ভারত, তারকেশ্বর ব্যাপারে সকলে মাতিতেছে বলিয়া উহাতে সহানুভূতিযুক্ত—বিষয়টী সম্যক্ বুঝেন নাই বলিয়া মনে একটা সন্দেহের রেখা টানিতেছেন যে "গৌড়ীয়" এমন সাধুকার্য্যে উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন কেন?

"গৌড়ীয়" নবদ্বীপের বিগ্রহসেবাব্যবসায়িগণকে একটু ভাল করিয়া জানেন বলিয়াই তাঁহার এই সন্দেহ। এই জন্যেই পূর্ব্বে তীর্থ ও বিগ্রহসেবার যে ব্যভিচার সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, বিগ্রহব্যবসায়িগণ যথেষ্টভাবে তাহার জন্য দায়ী—বিগ্রহ সেবার অর্থ বাজেয়াপ্ত করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তোষণ, ইন্দ্রিয়-তোষণের সহায়ভূত স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি বহুজনগণের ইন্দ্রিয়-তোষণ—এ গুলির জন্য ইঁহারা সকলেই দায়ী, যদিও স্ত্রীঘটিত দুরাচারের কোন কোন স্থলে না থাকাই সম্ভবপর। সুতরাং নবদ্বীপের বিগ্রহসেবা গুলির সংস্কার একান্ত আবশ্যক। এসম্বন্ধে "গৌড়ীয়" বর্ত্তমান বর্ষের ৪৪শ সংখ্যায় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

পাছে মহাবীরদল এই ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র নবদ্বীপেও স্থাপন করেন, এই আশঙ্কায় বিগ্রহরক্ষক ব্যবসায়িগণ মহাবীরদলের সহানুভূতি পাইবার জন্য রাজ-পুতানার "মৈ তুঝা হোঁ" দেবীর কৃপায়ারা রাজ্যরক্ষা জন্য রাজার প্রাণপ্রতিম পুত্রের বলিদানের ন্যায় চারি যুবককে জেলে উৎসর্গ করেন নাই ত'? নচেৎ যখের কাজ থাকিতে তাহা দূর না করিয়াই চারিটী যুবক একই দিনে একযোগে এক ব্যাপারে তারকেশ্বরের সংস্কারের জন্য এত ব্যস্ত কেন হইলেন—ইহা প্রত্যেক মস্তিষ্ক ব্যক্তিরই প্রশ্ন, "গৌড়ীয়ের" এই প্রশ্নে কোন ও বিশেষত্ব নাই।

———•

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৭ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ২রা আগষ্ট ১৯২৪ | ৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্দ্ধমান জিলায় কালনা মহকুমায় পল্লীসমূহের এক খানি সাময়িক পত্র আছে। তাহার নাম 'পল্লীবাসী'। পরলোকগত কালনা পল্লীর অধিবাসী স্বর্গী বাবু তাঁহার বিশেষত্ব স্থাপনে ঐ কাগজখানি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি তাঁহার পুত্র ওয়ারিশসূত্রে ঐ পত্রের সম্পাদক। পূর্ণবাবুর বিদ্যানুযায়ী কাগজখানি সাধারণতঃ ব্রহ্মবিরোধবাদ ও বৈষ্ণবাচারপরের উপর অজস্র কটাক্ষপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইত।

সেই পল্লীর গ্রামবার্ত্তাবহ কাগজখানিতে সম্প্রতি দেহুড় গ্রামের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় বৈষ্ণব ব্যবস্থায় সহস্রবপ্রার্থী হইয়া বিক্রমপুর নিবাসী পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন (গোস্বামী) মহাশয়ের উত্তর পাঠ করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় পরবিদ্যায় কুশল কিনা আমরা এখনও সে সংবাদ পাই নাই।

মুখুকর্ত্তি বলেন, তাহাতে আপনে হস্তাক্ষর সাময়েরো-হৃদয়েরেন: শিক্ষাকরো বাকরণ নিকট: চক্ষে জোতি ধরিছি। অথ পরা হয়া তরুকরধিগমাতে। বৈষ্ণব-ব্যবস্থাপকপত্রে নবীন পণ্ডিত মহাশয়কে আমরা অপরা-বিদ্যাধীতী বলিয়া মনে করি না। তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রে শ্রদ্ধা না থাকিলে তিনিই বা ব্রহ্মচারী মহাশয়ে বৈষ্ণব-ব্যবস্থার উত্তর দিতে অগ্রসর হইবেন কেন?

দেহুড় পাটবাড়ীর শ্রামসুন্দর মহান্ত মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ, ১৪ই জৈষ্ঠে পল্লীবাসীতে উক্ত নবীন পণ্ডিত মহাশয়ের এরূপ উক্তি লিখিত আছে। "ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর খৃষ্টবৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে বাধ্য হইবেন। ইহা শাস্ত্র ও সদাচার বটে। খৃষ্টবৈষ্ণবগণ স্বরূপানুরূপ অপরোক্ষ অবশ্য পালন করিবেন। আশ্রমধর্ম্মে অপরোক্ষানি

ব্যবহার না করিলে তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। অশৌচীর অন্নভোজন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

পরমার্থ রক্ষিত হইয়া কপটবিদ্যাগ্রস্ত আর্ত্তাচার প্রবল রাখিয়া যাঁহারা গৃহিবৈষ্ণবাখ্যায় পরিচিত তাঁহাদিগকে শাস্ত্র ও সদাচার বৈষ্ণব বলার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষী গৃহব্রত বলিয়া জানেন। গৃহব্রতকে কখনই কেহ গৃহিবৈষ্ণব বলেন না। হরিব্রত গৃহস্থই গৃহিবৈষ্ণব আর গৃহব্রত বৈষ্ণব-ব্রুব যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত হওয়ায় অনাহ্নেয়। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডেই কৃষ্ণাভক্তের যোগ্যতা।

অদীক্ষিত অবৈষ্ণবের দীক্ষাবিধানের অভাব হইতেই দিব্যজ্ঞানলাভের অভাব। তাদৃশ অভাবে অবস্থিত লোহিৎ-সঙ্গজ শৌক্রবিধানে বর্ণনিরূপণের পরিবর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ। যাহাদের ভাগবতী দীক্ষা হয় না তাহাদিগকেই অধোক্ষজসেবাবিমুখগণ কর্ম্মকাণ্ডীয়ব্যবস্থাক্রমে দীক্ষিত বলিয়া সংজ্ঞা দেন। এরূপ সংজ্ঞাপ্রদানে কাষ্ঠের সিংহের পশুরাজত্ব ও পটের বিড়ালের ইঁদুর শিকারের ন্যায় হাস্যাস্পদ।

বর্ণাশ্রম দ্বিবিধ—আসুর ও দৈব। আসুর বর্ণাশ্রমে বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত হইলেও গৃহিবৈষ্ণবকে লঙ্ঘপ্রেতযোনি জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিলেও বর্ণাশ্রম রক্ষিত হয় এরূপ ধারণাপুষ্ট। দৈব বর্ণাশ্রমে অব্যভিচারিণী বিষ্ণুভক্তিই প্রবলা। সেখানে অন্যদেবতার উপাসনা নাই। ব্রহ্ম-বিদ্বেষিগণের প্রেতযোগ্যতা স্বীকৃত হয় না। গৃহিবৈষ্ণব যেখানেই যে অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবন লাভ করুন্ না বা না করুন্ তাঁহাদিগের কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রেতযোনি লাভ করিতে হয় না অথবা প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইবার ব্যবস্থাভুক্ত হইতে হয় না। তাঁহারা যে কোনও অবস্থায় বিষ্ণুপ্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন।

গৃহব্রত অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে গৃহবৈষ্ণবব্রুব বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহাদিগের বৈষ্ণবব্রুবস্মার্ত্তনিবেশ অশৌচা-দিতে বাধা করাইবে কিন্তু হরিব্রত বৈষ্ণবদাসগণকে অশৌচাদিতে নিপতিত করিতে কোন দেবতা বা শাস্ত্র সমর্থ হন না। আসুর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপকগণ গৃহব্রতকে গৃহিবৈষ্ণব বলিয়া কপটতাবশে সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক পরক্ষণেই তাহাদিগের অদীক্ষিত অবস্থায় জাতিবর্ণত্ব তাহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেন। সুতরাং গৃহিবৈষ্ণব প্রভৃতি সংজ্ঞাপ্রদান কার্য্য তাদৃশব্যক্তির বর্ণোত্তরপত্বেরই সাহায্য করে মাত্র।

যদি হরিব্রত বৈষ্ণবাচার্য্য গৃহিবৈষ্ণবকে গুরু বলিয়া বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে গুরুকে প্রেতযোনি লাভ করাইবার জন্য তাঁহার শোক হইতে পারিত। গৃহি-বৈষ্ণবের কোন শোকের উদয় হয় না। যাহার যেরূপ শোকের পরিমাণ তাহারই তাদৃশ মূঢ়তা বর্ত্তমান। সগুণ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণব্রুবগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণবব্রুব মনে করিয়া যে শোকাদির বশবর্ত্তী হন তাহা পরা-বিদ্যাশাস্ত্রে অস্বীকৃত।

আজকালকার গোলেহরিবোল দিবার দিনে ব্যবহারীয় বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী গৃহব্রত মূঢ়তাবসন্দগ্ধ জনগণ আপনাদিগকে গৃহব্রত অবৈষ্ণব বলিবার পরিবর্ত্তে গৃহি-বৈষ্ণবব্রুব বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহারা মেকী বস্তুকে আসল বলিবার পক্ষপাতী। দৈব বর্ণাশ্রমীকে আসুর-বর্ণাশ্রমী ভ্রমে কর্ম্মকাণ্ডগুলিতে ফলকামিগণের অবৈধ চেষ্টা।

লঙ্ঘপ্রেতত্বের কর্ম্মিগণের প্রেতযোগ্যতা গৃহিবৈষ্ণবের স্কন্ধে চাপান কার্য্য জীবে দয়ার অভাবেরই পরিচায়ক। সুতরাং কর্ম্মিগণ শাস্ত্রবিরোধী বিচার অবলম্বন করিয়া গৃহিবৈষ্ণবের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তদনুসারে তাঁহারাই প্রায়শ্চিত্তার্হ। সমদর্শনবিচারহিত ব্যক্তি

আত্মপতন পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে অবজ্ঞাপূর্বক ভজনা না করিয়া এবং গৃহিবৈষ্ণবকে গুরুজ্ঞানবর্জিত হইয়া কপটপদ্ধতি অনুসারেই অধঃপতিত ও প্রাণচিন্তাই হন।

তাঁহাদের বিচারানুমোদিত প্রেতশ্রাদ্ধে সম্পর্কিত বস্তুস্পর্শে স্নানস্বরূপাদি প্রায়শ্চিত্তই গৃহিবৈষ্ণবের বিহিত।

শ্রীসম্প্রদায় প্রবর্তক বৈষ্ণবগুরু শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন—বিষ্ণুভক্তিরহিত কর্ম্মজড় নাস্তিক ব্যবসায়ীগণের স্পর্শে সবস্ত্র স্নানই বিহিত। বৈষ্ণবস্মৃতি বিধানজ্ঞগণও তদনুসারে বিষ্ণুভক্তিরহিত বৈষ্ণবাচার্য্যক্রবগণের কুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সজ্ঞোদকে পবিত্র হইবেন। তৎসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণববিদ্বেষী আচারকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রশ্রয় দেন, তাঁহারা কখনই গৃহিবৈষ্ণব পদ বাচ্য হইতে পারেন না। নবীন পণ্ডিত মহাশয় একটু বৈষ্ণবস্মৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে আমরা সুখী হইব। নতুবা হিন্দু হইয়া কাহার নিকট হিন্দুত্ব পরব নাই শুনিয়া হিন্দুপক্ষ হইতে বিরত হইব না।

দেখিতে দেখিতে আবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব সমাগত-প্রায়। ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণের আবির্ভাব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে মাসব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আগামী ২৯শে শ্রাবণ হইতে উৎসব আরম্ভ হইবে। ২৯শে শ্রাবণ ঝুলন-পূর্ণিমা ও শ্রীবলদেবের প্রকটোৎসব। তৎপরদিবস গৌড়ীয়গণের পরমসেব্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-মহোৎসব।

ঐকান্তিক সেবোন্মুখ ভক্তগণের হৃদয়ে সচ্চিদ্বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীবলদেব ও স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী সহ নিত্য নবনবায়মান সেবাগ্রহণ করিবার জন্য প্রকাশশীল। তথাপি সময় সময় সেই ভক্তহৃদয়ধন স্বতন্ত্র পুরুষ ভক্তগণকে অন্যভাবে কৃপা করিবার জন্য ছৌমলীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তখন অন্যস্থানে ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্যসিদ্ধবৈশিষ্ট্যের সহিত প্রকাশিত হন। অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ভগবানের নিখুঁত উক্তিতেই "চিন্তামণি ভূমি কল্পতরুময় বন-'রত্নাগার,' চিন্ময় সঙ্গী, চিন্ময়ী লীলা একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকটিত থাকিতে পারেন।

যিনি শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন অপ্রাকৃত রসনিপুণ ভক্তগণের কৃপা লাভ করিয়া দিব্যচক্ষু পাইয়াছেন, একমাত্র তিনিই প্রেমবিভাবিত ভক্তিনেত্রে শ্রীভগবানের ছৌমলীলা বা ছৌমলীলার গূঢ় তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। সূর্য্যপ্রকাশ সূর্য্য মাধ্যাহ্নিক গগনে প্রকাশিত থাকিলেও যেরূপ পেচকগণ সূর্য্যকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, তদ্রূপ কুতার্কিক অভক্তগণ শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও অলৌকিকলীলাকে মায়িক ও প্রাকৃত মনে করিয়া থাকেন। ভগবানের ইচ্ছার অনুরূপ এইরূপ নিত্যকালই বিমোহিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসব্যাপিউৎসবকালের মধ্যে কয়েকজন প্রধান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের আবির্ভাব। একজন রাগানুগা-ভক্তির আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। দ্বিতীয় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূলভিত্তিস্বরূপ বেদান্তাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী। তৃতীয় বর্ত্তমান যুগে রূপানুগা শুদ্ধভক্তি প্রচারের একমাত্র মূলপুরুষ, ও বর্ত্তমান যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসঙ্ঘের একমাত্র পুনঃসংস্থাপক আচার্য্যপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

উৎসবকালে প্রত্যহ প্রাতঃকালে গ্রন্থ হইতে ঐ সকল ভক্তগণের ও শ্রীভগবানের জীবনচরিত আলোচিত হইবে। আচারবান্, সদ্গুরুপাদাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ প্রত্যহ ঐ সকল আদর্শ জীবনচরিতের সম্মুখে বসিয়া শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। সেই কীর্ত্তনমূলে কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশার কোনও নিমন্ত্রণ নাই। আছে কেবল জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ—

"যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাহিরে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনঃপুনি এই মাগি পাঞে মোর সঙ্গ॥

* * *

তাবত তুমিহ তৈল করহ প্রকট।
যত সাধক কর করি পর-উপকার॥

যদি কেহ নিত্যকল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীহরিকথাই পরম ঔষধ। হরিনাম পীযূষ পান করিয়া কত জীব অমর হইয়াছেন! আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা হরিকথামৃত-পিপাসু। শ্রীনারদ হরিগুণগানে মত্ত! পরমহংস শ্রীশুকদেব আত্মারাম হইয়াও হরিকথাকীর্ত্তনে উৎসাহান্বিত! পরীক্ষিৎ মহারাজ মৃত্যুর সাতদিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পুত্র কলত্রের স্পৃহা—এমন কি আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য উৎকর্ণ! পরীক্ষিৎ মহারাজ জীবনরাশি অন্তমিত হওয়ার সাতদিবস বাকী আছে জানিয়াই সতর্ক হইয়াছিলেন কিন্তু আমাদের ত সাতদিনেরও ভরসা নাই। যম এই মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে। যমের নিকট বালক, বৃদ্ধ, মূর্খ বা জ্ঞানী, ধনিত্র বিচার নাই। সুতরাং যদি আমরা প্রকৃত বুদ্ধিমান্ হই, তবে কি আমাদের কালবিলম্ব করা উচিত? আর কতকাল আমাদের কোলে বসিয়া ভাবিতে থাকিব "বলত্ বলত্ বলি যাই" অর্থাৎ আস্তে আস্তে হইবে এমন কিছুকাল বিলাসাস করা যাক্, বা কিছুকাল গৃহকর্ম্ম, পিতামাতাস্ত্রীপুত্রাদি কুটম্বভরণকার্য্যে নিযুক্ত থাকা যাক্। সময় হইলে সব হইবে। বৃদ্ধ বয়সে চশমা চোখে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পড়া যাইবে—

"ভাগবতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥"

কিন্তু সাবধান্! নিকটে ঐ সর্ব্বনাশকারী যম! দিন যাইতেছে, বয়স বাড়িতেছে, বসিয়া ভাবিতেছি, আজ এই পাইলাম, কাল আরও পাইব। আজ দশমহাব্রের মালিক, কাল পঞ্চদশ মহাব্রের মালিক হইব, আজ বি, এ, উপাধিধারী, আগামীবার এম, এ, পাশ করিব। আজ ব্যাকরণতীর্থ, দুদিন পরে মহামহোপাধ্যায় হইব। ওহে জীবনপথযাত্রী, একি ভাবিতেছ! জাননা কি প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিপলে আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি! জাননা কি সূর্য্যদেব প্রত্যহ আমাদের আয়ু হরণ করিতেছেন! আর কতকাল মায়ার কোলে ঘুমাইয়া থাকিবে! ঐ শুন গুরুজনগণ আমাদের জন্য প্রত্যহ কি সুধাধারা আনিয়া বিনামূল্যে প্রতি ঘরে ঘরে যাচ্ঞা করিতেছেন।

"এনিছি ঔষধি যাহা নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥"

আমরা পুত্রকন্যার বিবাহে কত সময়, কত ধন, কত শক্তি, উৎসাহে বৃথা ব্যয় করি, আর আমরা কি কিছুকাল ভগবান ও ভক্তের চরিত্র আলোচনার জন্য বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিকথাশ্রবণে ও তাঁহারা আমাদের জন্য যে উৎসব প্রকট করিয়াছেন তাহাতে যোগদান করিবার অবসর করিয়া নিতে পারিব না? সুধীমণ্ডলি, ভক্তমণ্ডলি, বিশ্বের যে কোনও জীব যেখানে আছেন, চলিয়া আসুন, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করুন, উদ্বুদ্ধ হউন্। জাগরিত হউন্, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের—নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের চরণরজে অভিষিক্ত হউন্, হরিনাম মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হউন্, বিদ্যাজ্ঞান লাভ করুন্, প্রাকৃত বুদ্ধি ত্যাগ করুন্। অপ্রাকৃত নেত্রে অবলোকন করুন্, দেখিবেন চতুর্দ্দিক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়! তখন ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইবে, মৎসরতা ঔদ্ধত্যতা, কপটতা, জীবহিংসনপ্রবৃত্তি সূর্য্যোদয়ে নীহারবিনাশের ন্যায় একেবারে বিলুপ্ত হইবে, হৃদয় কেবল বিরাজ করিবে কৃষ্ণপ্রেমানন্দ আর মদনমোহনের সেবক ও সেবিকা! নিজকেও তখনও সেবোপকরণজ্ঞানে সেবকগণের দাসানুদাস হইতে প্রবলা লালসা জাগিবে হৃদয়ে। তখনই সত্য সত্য কৃপাদৃষ্টি সুনীচ হইতে পারিবেন, তখনই চিদাত্মার আবির্ভূত চিন্ময় নাম বিশ্বের মুক্তা

করিতে থাকিবে। মাধুরদে নিতোর চইয়া অশ্রুপুলকাদি বিকারের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবেন—

"প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয় প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজরূপগুণ,
চিত্ত চুরি দায় কৃষ্ণ পাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে যোরে যায় লঞা,
দেখায় যোরে স্বরূপ-বিলাস।
যোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া
এহোঁ মোর করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধ রসময়।
নামের বালাই যত, সব লয়ে হই চ্যুত
তবে মোরে সুখের উদয়॥

আত্মঘাতী বাতীত এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি এইরূপ অবস্থার লালসা না করেন? সুতরাং বিশ্ববাসীর নিকট পুনঃপুনঃ সাদরে আমাদের এই প্রার্থনা, কেহই এই সুযোগ হারাইবেন না। বালকা 'ঘরে বসিয়া সাধু সঙ্গের' পক্ষপাতী তাহারাও এই উৎসবে যোগদান করিলে অনেক দিব্য আলোক পাইতে পারিবেন। 'চাম জান্তা হায়'—বলিয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের পায় নিজে কুঠারাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করিবার প্রয়াস যেন আমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়। স্বার্থের সংসর্গব্যক্তিগণের কথায় যেন আমরা সত্যানুসন্ধিৎসা হইতে বিরত না হই। জগতে শুদ্ধা ভক্তি বড়ই বিরল। প্রকৃতিজনের নিকট শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিবার চেষ্টা আত্মবঞ্চনা মাত্র। অতএব হে সুকৃতিবান্ সুধীমণ্ডলি, আপনারা ঐ উৎসবে সবান্ধবে যোগদান করিয়া আত্মতত্ত্বালোচনার সুযোগ লাভ করুন, ইহাই আমাদের সবিনয় কাতর প্রার্থনা।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিশাখাপত্তনম্ হইতে রায় বি, কেশটপাটিবাহু সাহেবের বি, এল্, উকিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট মহোদয়ের প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, "বঙ্গপ্রদেশের পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ বি, এ, গত ইংরেজী ১৭ই জুলাই হইতে ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত বিশাখাপত্তনের টাউন হলে "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

নিম্নস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, উক্ত স্বামীজী মাদ্রাজনিবাসী বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট শ্রীগৌরসুন্দরপ্রচারিত জীবের নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন, অভিধেয় শুদ্ধভক্তি ও জীবের পরমপ্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেমার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণব বার্ত্তাবহ ও গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ইংরেজী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত ভক্তি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। শুদ্ধ গৌরাঙ্গসেবা-নিষ্ঠ, আচারবান প্রচারকবরের সুযুক্তিপূর্ণ সংসিদ্ধান্ত-ভরপুর স্থানীয় বিদ্বৎসমাজ এক নূতন দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। স্থানীয় বিদ্বন্মণ্ডলী প্রচারকবরের ত্যাগের আদর্শ ও সিদ্ধান্তনিপুণতায় মুগ্ধ হইয়া মাদ্রাজে প্রচারে যাহাতে অতি সত্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত বিমল শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের একটী কেন্দ্র সংস্থাপিত হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচারকগণ শীঘ্রই সেখানে শুভ বিজয় করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবরাজ সভা ও গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীবিনয় বিদ্যাবত্ন, এম, এ, বি, এল, কবিভূষণ মহোদয় বোম্বাই টাউন হলে সম্ভ্রান্ত বিদ্বন্মণ্ডলীর সমীপে "জীবে দয়া" ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ভবনে অনুরুদ্ধ হইয়া "শ্রীমদ্ভাগবত" ও "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ পাঠ দ্বারা শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্ত সকলের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা শীঘ্রই শ্রীপুরে প্রচার করিতে যাইবেন।

বোকা, তুমি খাবে কি ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শুক্রাচার্য শিষ্য বলিকে বলিতে লাগিলেন "মূর্খ, তুমি কে বুঝিতে পারিতেছ না, এই বামন প্রকৃত বামন নহে। ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু। ইনি একপদে পৃথিবী আক্রমণ করিবেন, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ গ্রাস করিবেন, এইরূপ বিশাল দেহ স্বর্গ ও মর্ত্য ভূমির মধ্যবর্তী সমস্ত গগনমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজ করিবে। সুতরাং তুমি ইঁহার তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান দিবে কি করিয়া ? প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া, তাহা রক্ষা করিতে না পারিলে নরকগমন হয়, তাহা তুমি জান কি ? তোমার এই অবিমৃষ্যকারী নরকবাস দর্শন করিয়া আমি বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছি, ওহে মূর্খ ! নিজের ঐহিকার্জ্জনের ও সংসারসমৃদ্ধির উপায় বিনষ্ট করিয়া, অনেকদোষ দুষ্ট হইলে, তাহা প্রশংসার্হ নহে। বুদ্ধিমান্ পুরুষই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, পূজাদি কর্ম করিয়া থাকেন। যিনি ধর্ম, যশঃ, অর্থ, কাম এবং স্বজন এই পাঁচের জন্য আপনার সম্পত্তি ব্যয় করেন, তিনিই ইহলোক সুখলাভ করিয়া থাকেন।

"তুমি আমার শিষ্য। খেয়ে, ও কৃপায় পাত্র। তোমার অবিমৃষ্যকারিতায় ও অদূরদর্শীতায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি এবং তোমার জন্যই চিন্তাকুল হইয়াছি, যাহা হউক, আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার বিপদের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার এই বিপদে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে, তোমার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া কি প্রকারে তাহা রক্ষা করিবে, এজন্য ভাবিতে হইবে না। এই দুর্ভাবনা পরিত্যাগ কর। 'বহু চ' শ্রুতিতে 'সত্য' ও মিথ্যা' সম্বন্ধে যে উক্তি ও বিচার আছে, তাহা শ্রবণ কর।"

শুক্রাচার্য্য দৈত্যকুলের গুরু। পুরুষানুক্রমে তিনি গুরুরূপে দৈত্যপুরীতে বাস করিয়া দৈত্যকুলের কল্যাণ চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই কল্যাণকামনার মূলে বিষয়-ঈশ্বরপ্রেম, দান, পূজা, প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসন। বাহিরে শিষ্যের মঙ্গলপ্রেষ্ঠা চিত্ত-কামনা, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি, কিন্তু ঐ সকল চেষ্টার মূলে কামনা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। এই স্বার্থপূরণে যখনই বাধা পড়ে, তখনই গুরুর গুরুত্বের লোপ পায়, লঘুত্ব আসিয়া সেই স্থান পূরণ করে। গুরু তখন শিষ্যের হিতকামনার পরিবর্তে অহিতকামনা করেন।

সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, বিশ্বগুরু, বিশ্বপ্রেষ্ঠ যিনি, যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় ঘটে, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাঁহাকে তাঁহার বস্তু নিবেদন করাই জীবের স্বাভাবিক ও সহজ ধর্ম বা বৃত্তি, শ্রীভগবানের ভোগের বস্তুকে জীব স্বীয় ভোগ্য বস্তুজ্ঞানে ভোগ করিতে যাইয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছে মাত্র। সৌভাগ্যোদয়ে জীবের যখন সুবুদ্ধি বা সুমতি হয়, তখন সে শ্রীভগবানের সেবায় যথাসর্ব্বস্ব বিনিয়োগ করে। তাঁহার বস্তু তাঁহার সেবায় নিবেদিত হইয়াছে, ইহা দর্শন করে। এই দর্শনের ফলে, জীব ভোগবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ-পূর্বক সংক্ষেপিয়ে শ্রীভগবৎসেবাপরায়ণ হইয়া জীবনযাপন করে। জীব তখন অগাধ ঐশ্বর্য্যে থাকিয়া বিলাসপ্রভা-সম্ভারে পরিবেষ্টিত হইয়াও অকিঞ্চন হয়। তিনি নিজের স্বরূপ দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ন্যায় সুনীচ আর কেহ নাই। তিনি তখন বৃক্ষ অপেক্ষাও ত্যাগশীল ও সহিষ্ণু ও মানদাতা হন এবং নিজকে সর্ব্বদা মান-হীনবোধে জীবমাত্রকেই সম্মান প্রদান করেন। জীব তখন ঘরোদ্বেরের চিন্তায় ব্যাকুল না হইয়া বলেন—

"যাথনি মারবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকারা ॥"

'সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দান করলে, তোমার সংসার চলিবে কেমন করিয়া' এইরূপ দুর্ভাবনা তখন দূরে থাকুক, তখন তিনি দুঃখে কাঁদিয়া বলেন—

"দারাপুত্র নিজ দেহ কুটুম্বপালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব।
কন্যাপুত্রবিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥

এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু, সংসার আমার॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে করি আমি সে ত সত্য নয়

জীবের যখন এই ভাবের উদয় হয়, তখন শুক্রাচার্য্যের ন্যায় ভোগোন্মত্ত ঐশ্বর্য্যপর ও তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণের নিকট ব্রাহ্মণের পরমার্থ উপদেশ সেই জীব কিভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা সকলেই অনুমেয়। শুক্রাচার্য্য মুখে বলিতেছেন "এই বামনাকার ব্রাহ্মণকুমার স্বয়ং বিষ্ণু সাক্ষাৎ উপস্থিত। কিন্তু বিষ্ণুদর্শনে যে চারিটী বস্তুর সম্পূর্ণ ত্যাগ প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে। তিনি নিজের দেহটীকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, দৈত্যকুলের অর্থে ধনী, নিজের অহঙ্কারকে পণ্ডিত, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সৌষ্ঠবসম্পন্ন বোধে মায়া দর্শনে ব্যস্ত। মায়াবেষ্টিত এই চুলি পড়িয়া কি করিয়া বিষ্ণু দর্শন করা যায়? শুক্রাচার্য্য এই ভ্রমে পতিত হইয়া তাদাত্ম্য, সুকৃতি বলির গুরোদয়ের মাহাত্ম্য ও ছলনার বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় ভ্রান্ত দর্শনে জগৎদর্শন করিয়া এবং অবিষ্ণু দর্শনকে বিষ্ণুদর্শন ভাবিয়া "সত্য" ও "মিথ্যা" সম্বন্ধে অভিনব যুক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"হাঁ" বলিয়া স্বীকার করিয়া যাহা বলা যায়; তাহার নাম "সত্য"। আর "না" বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহা অনৃত বা "মিথ্যা"। কিন্তু মিথ্যা না বলিলে, সত্য সিদ্ধ হয় না। সেরূপ বৃক্ষের পুষ্প ও ফল সত্য'। বৃক্ষের জীবনে পুষ্প ও ফলের জীবন নির্ভর করে। সুতরাং যদি বৃক্ষই জীবিত না রহিল, তবে পুষ্প ও ফল কি করিয়া জীবিত থাকিবে? সত্যরূপ পুষ্পফলকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেহবৃক্ষকে সঞ্জীবিত রাখ। যদি বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়, তাহা হইলে, তাহা অল্পকাল মধ্যে শুকাইয়া যাইবে এবং ভূমিতে পতিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

জন্মমৃত্যু রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যেমন জল চঞ্চল হইলে জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষাদির চঞ্চলের ন্যায় দেখা যায় বা যেমন চক্ষুর্য্য ঘূর্ণিত হইলে ভূমণ্ডলও ঘূর্ণিতেছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সুখদুঃখ বা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধিধর্ম্ম চিদাভাসে মনে প্রতিভাসিত হয়। কামনাসক্ত ব্যক্তির বিষয়ানুভব এবং স্বপ্নাবস্থার দৃষ্ট বিষয়সমূহ যেমন অলীক শুদ্ধজীবের বিষয়ভোগ ও সংসারবন্ধও সেইরূপ মিথ্যা।

যদি কেহ বলেন যে কল্পিত বিষয়ের নিবৃত্তির জন্য প্রয়াস করার আবশ্যকতা কি—তদুত্তর এই যে, যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা বিষয়ধ্যানকারী ব্যক্তির স্বপ্নকালে নানাবিধ অর্থাগম বা স্বর্গসংশনজনিত কষ্টে সুখদুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ শুদ্ধজীবের পক্ষে সংসার সম্বন্ধ মিথ্যা ও ভ্রমমাত্র হইলেও ভ্রমপ্রযুক্ত মনবুদ্ধিঅহঙ্কারাত্মক লিঙ্গশরীরের সংসারসম্ভূত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। অতএব জীবের বিষয়ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। সেবা ব্যতীত বিষয় হইতে পরিত্রাণ নাই। মায়াবাদিগণ বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে মনে করিয়াও বিষয়ী; যেহেতু তাহারা পরম বিষয় শ্রীভগবানের আশ্রিত নহেন। তাহারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম, তাঁহার নিত্য সেবা, নিত্য নাম, ধাম, লীলা সকলকেও জাগতিক বিষয়ের সহিত সমান মনে করিয়া প্রাকৃত বিষয়ের ব্যতিরেকভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহারা জগতের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হন আবার নিত্যবিষয় শ্রীকৃষ্ণচরণ হইতেও চিরতরে বঞ্চিত। কল্পিগণ স্বর্গাদি নশ্বর বস্তুকে বিষয় মনে করিয়া মৈথী মায়ায় বিমোহিত। সুতরাং ভগবদ্ভক্তই জন্ম মৃত্যুর পর পারে যাইয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতে সমর্থ। অতএব নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি—

"কিংস্যোহবমানিতোহস্মাভিঃ প্রলম্ভোহস্মদ্বিচেষ্টিতৈঃ।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা কৃত্যা বা [illegible]
নিষ্ঠীতো মূত্রিতো বাদ্ভিরবদ্ধৈরবিকল্পিতঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞায়ঃ কৃতঃ পাপো [illegible]"

অসাধু কৃষ্ণভক্ত এর কর্তৃক আক্ষিপ্ত, অবমানিত, উপহসিত, দোষারোপ দূষিত, তাড়িত, বন্ধনে রক্ষিত জীবিকা হইতে ভ্রংশিত, নিষ্ঠীবন দ্বারা ব্যাপীকৃত, মূত্রদ্বারা আর্দ্রীকৃত, পাদাঘাতাদি হইতে বিচ্যুত ইত্যাদি বহুবিধ কষ্টে পতিত হইয়াও ভগবৎপ্রেরিত বুদ্ধিযোগ দ্বারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া আত্মার উদ্ধার সাধন করিবেন। যিনি হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত তিনিই আত্মঘাতী। যিনি কনক কামিনী বা প্রতিষ্ঠার জন্য মিছা হরিকীর্ত্তনের ভাণ করেন তিনি আত্মঘাতী। কিন্তু যিনি নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের চরণরজে অভিষিক্ত হইয়া নিয়ত সেবোন্মুখ জিহ্বা দ্বারা হরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন তিনিই জন্মমৃত্যুরহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন এমন কি অজিত ভগবানও তাঁহার নিকট জিত হন।

কলুর বলদ।

(অক্ষজ ও অধোক্ষজ)

'ভূত' কালিদাসের 'ভূত' বাড়ীর অপর পার্শ্বে অধোক্ষজদাসের বাড়ী। অক্ষজদাস তাহার সহাধ্যায়ী, কলেজে একসঙ্গে বি, এ, পড়ে। আজ দুই বন্ধুতে বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, এমন সময় কালীদাস বাড়ীর ভিতরে গোলমাল শুনিতে পাইল। দুই বন্ধু উৎকর্ণ হইয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য শুনিতে লাগিল।

"কামিনি! তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে, তোমার পতি কালিদাস মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, তবুও তুমি আমার (নটবর গোস্বামীর) কথা অবিশ্বাস করিয়া সেই ভূতের জন্য অস্থির হইতেছ! ছিঃ! তোমার কি এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও নাই, কালিদাস তোমার অনিষ্ট ছিল, মরিয়া গিয়াছে, আমি তোমার মিষ্ট পালক, রক্ষক ও বান্ধব। বিশেষতঃ গুরুদেব ও ভগবান্ অতিরিক্ত বস্তু। সুতরাং ভগবান্ তোমার নিত্যপতি হইলে, আমার সহিত তোমার নিত্য সম্বন্ধ কি তাহাও এখনে ভুলিয়া গেলে? স্থির হও আমার রন্ধনের আয়োজন কর। আর আমার গত বৎসরের প্রণামী, পূজার দুই জোড়া কাপড় ইত্যাদি যাহা যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা বাহির কর। আমার ক্ষুধায় আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।

কামিনী নীরব অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন, প্রভুর কথায় যেন কর্ণপাত করিতেছিলেন না। নিস্তার এই ভাব দর্শনে প্রভুর কোপানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অমনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন হতভাগিনি! তোমার দুর্গতির একশেষ হইবে। নিত্য বান্ধবকে উপেক্ষা করিয়া একটা অনিত্য নিষ্ঠুর বান্ধবের জন্য অস্থ হইয়াছিস্। আমার প্রাপ্য দিবি কি না বল্। আর ওজর আপত্তির দরকার নাই। আমার প্রণামী ৩৫৲ টাকা ও দুই জোড়া কাপড় শীঘ্র ফেল্। আমি বিদায় হই।"

প্রভুর চীৎকারে ও কোপানলের তাপে কামিনীর লুপ্তসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি একটু লজ্জিতা হইয়া ব্যস্ততার সহিত প্রভুর নিকট গমনপূর্ব্বক করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমি অবলা, বুদ্ধিহীনা তাহাতে বিপদ্গ্রস্তা। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। ক্রোধ সংবরণ করুন। আপনি কি দেখিতেছেন না, আপনার কি বিপদ্ সমুপস্থিত। আমার স্বামী যাইবার কালে একটী পয়সাও আমার হাতে দিয়া যান নাই, সুতরাং আমি কি করিয়া আপনার সন্তোষ বিধান করি! এই মাত্র আপনি বলিতেছেন, আপনি আমার বান্ধব, রক্ষক। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতেছি আপনি শত্রুর অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ও কঠোর! আপনি কি প্রণামীর জন্যই এখানে আসিয়াছেন! যদি তাহাই হয়, তবে, আমায় ক্ষমা করুন, আমি উহা দিতে অসমর্থা। আর পাইব কি, তাহার সন্ধান নাই,

আপনাকে অত টাকা দিব কি করিয়া" এই বলিয়া কামিনী অধোবদনে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

কামিনীর এতাদৃশ আচরণে প্রভু আর রোষবহ্নিকে সংবরণ করিতে পারিলেন না, আরক্তলোচনে উপবীত হস্তে ধারণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তোর কতদূর আস্পর্দ্ধা! আমাকে জানিস্ না—আমি নটবর। কালিদাসটা ত গেছেই, আজই তোর 'মণি' (মনোমোহিনী কন্যা) বক্ষ বদন করিয়া মরিবে। শীঘ্র আমার টাকা দেন্। কাপড় দিয়ে আয়, নতুবা তোর হাতের সোনার বালা বন্ধক দিয়া এক ব্যবস্থা কর্। আমি তোর ওজর আপত্তি শুনিব না, টাকা না লইয়া আমি উঠিব না আর অন্নজলও গ্রহণ করিব না।"

অক্রূর ও অধোক্ষজ কাণ পাতিয়া নটবর প্রভুর অভিনয় শুনিয়া অধোক্ষজ বলিল ভাই "অক্রূর! এ কি শুনিলাম? তোমার সেই নটবর গোস্বামীর কণ্ঠ এই কি? ইহাই কি তাঁহার গোস্বামিত্ব, প্রভুত্ব! তুমি না এই মাত্র ইহার অত প্রশংসা করিতেছিলে! তোমাদের গুরু-শিষ্যে কি এই সম্বন্ধ! গুরু কি শিষ্য হইতে এই ভাবে প্রভুত্বের বা গুরুত্বের কর আদায় করে? তাই আমি তোমাদের 'শিষ্যত্ব' ও 'গুরুত্ব' কিছুই বুঝি—না। মোট কথা এমন নিষ্ঠুরতা বা জুলুম কাবুলিওয়ালাও করে কি না জানি না। বেচারা কালিদাস হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া গিয়াছে! আর তাহার পত্নীও কন্যা চিন্তায় কাতরা। কোন সংস্থান নাই, বেচারা প্রত্যহ আফিস হইতে কিছু আনিত, তা'তে সংসার চলিত। তা'র উপর এত জুলুম। কোথায় তাঁহাদের বিপদে সমবেদনা জানাইবে, সান্ত্বনা দিবে, রক্ষা করিবে না প্রাণ করিবার উপক্রম! ছিঃ ভাই আমি তোমাদের এই সকল ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণা করি তা তুমি যাই বল না কেন!"

অক্রূরহাস—ওকি! অধ! ও কি বল! চুপ্ চুপ্। ও কথা মুখেও আনিও না, সাক্ষাৎ প্রভুসন্তান। ওরে বাপরে নটবর প্রভু! তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, প্রভুর দোষ কখন প্রভুর কাছে বিচার! প্রভুর বুদ্ধি না হইলে সংসার চলিবে কেমনে। তাঁহাকে বাড়ীতে নিয়া ঠাকুরসেবা চলিবে কি করিয়া! প্রভু শিষ্যের জন্য জীবন পণ করে আর শিষ্য তাঁহার প্রাণ দিতে না কালিদাসের স্ত্রীর কি আস্পর্দ্ধা! প্রভুর মুখের উপর কথা! এই কি শিষ্যের কর্ত্তব্য! প্রভুর সন্তোষবিধান করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। হাতে টাকা নাই, হাতের বালা দু'গাছা খুলিয়া দিলেই ত' হয়। "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" সর্ব্বস্ব গুরুদেবকে দান করিবে। অধ! তুমি কি শাস্ত্রের এই বচন জাননা! শুধু দয়া ও ভাব লইয়া বিচার করিতেছ! প্রভুসন্তানদের সম্বন্ধে ভাব অভাব কিছুই দেখিতে নাই; দেখিলে অপরাধ হয়। শিষ্যের অমঙ্গল হয়।"

অধোক্ষজ স্থিরভাবে বন্ধুর কথা ও যুক্তিগুলি শুনিয়া ধীরভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, যদি বিরক্ত না হও, তবে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রভু কে? প্রভুসন্তান কাহাকে বল? 'প্রভু'ত্ব-হীন হইলেও কি 'প্রভু' হইবেন? 'প্রভুত্বে'র পরিচয় ও লক্ষণ কি?—এই কথার উত্তর বিচারপূর্ব্বক শুনিতে ইচ্ছা করি। পায়ের তোরে কিংবা ধন চাইয়া বুঝাইলে, ভাই, আমি শুনিতে নারাজ। বেশ বিচার ও যুক্তি দ্বারা এই কথার উত্তর আমাকে দিতে পার ত দাও, আমি শুনি। নতুবা তোমার ঐ প্রকার মেয়েলি কথা আমি আদৌ পছন্দ করি না।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহোদয়েষু,—

যথাবিহিতসম্মান পুরঃসর নিবেদনম্—

কাঁকুড়ের মাঠের মেঁকী প্রাচীন মায়াপুর সৃষ্টির ঘৃণিত বিষয় প্রকাশ দ্বারা মূলাবান্ গৌড়ীয় পত্রের স্তম্ভ কলঙ্কিত করিয়া নিজকে অধিকতর ঘৃণিত জনে করিয়া চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে হঠাৎ বিগত ১০শে চৈত্রের ৩৩শ সংখ্যক গৌড়ীয় স্তম্ভে

কতকগুলি প্রশ্নের ও একটী "কম্পিত বিজ্ঞাপনের" কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আবার সেই মেঁকী নবপ্রাচীনমায়াপুর-সৃজনকারিগণের অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা মনে পুনঃ জাগরিত হইয়া উঠিল। একটা কবিতে বলে,—"একবার নাক কাটিলে ঘর বাড়ীর বাহির দিয়া, আর সাতবার নাক কাটিলে আইসে বাড়ীর ভিতর দিয়া।" বেদুঈন বাদুর্নিদেরও তাই; কত প্রকারেই না ধর্ম্ম ও তীর্থসংস্কার হইল, নদীয়া নগর সংস্কার হইল, বিলির মেমোরিয়াল, বলরামবেরা, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপল্লী বসান, বিশুদ্ধ আদর্শ ঠাকুরবাড়ী ও সেবাদি প্রকাশ, নানা রাজা, মহারাজা ও জমিদারের নামে দীঘি, সরোবর ও কূপ খনন, গৌরাঙ্গবাজার পত্তন, বেল ও ষ্টীমার চলন, বিশুদ্ধ বিগ্রহস্থাপন এবং তাঁহার সৈনিক সেবার জন্য অনেক নামজাদা ভক্ত মহিলার দ্বারা ৫০/ বিঘা ফসলী জমি সমর্পণ প্রকাশ হইল; পরে তাহার পরলোক প্রাপ্তিতে ভক্ত কীর্ত্তিমান স্বামীর দ্বারা উক্ত জমি পুনরায় প্রায় ১৫০৲ টাকায় বিনিময়ে মাড়োয়ারী দ্বারা গোশালা স্থাপন ও তাহার ম্যানেজারী করণ, অনাথ-আশ্রম-স্থাপন, স্বদেশস্থ অনাথ বালবিধবা ও আকুমারিগণের চিন্ময়-ভূমিপ্রাপ্তিচ্ছলে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব সংগ্রহ, ডাকাতী মোকর্দ্দমা স্থাপন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন, সভায় জমি বন্দোবস্তচ্ছলে বহু লোকের অর্থ আত্মসাৎ করণ, প্রভৃতি কত প্রকারের ব্যবসাই না হইল? সোনারচাঁদদের এততেও সাধ মিটিল না, এখন আবার শেষকালে বিধবা-বিবাহ আরম্ভ হইল? বলে,—সকল করলো যবনী, এখন বাকী একাদশী; তাই কলির রঙ্গ দেখে শুনে, বড়ই হাসি পায় মনে। কলি-চেলার করাল গ্রাসে, বিধবাগণ পড়ছে ফাঁসে। আল চিন্ময়ের বিজ্ঞাপনে, বিধবাগণে আনছে টেনে। বাদুর্নিদের কীর্ত্তিবলে, সকলপ্রাণে গরল গলে। আগে যদি "এই" চেষ্টা হত, ০ ০ ০ মা কি দেখে যেত? বুড়োকালে কামের দায়ে, প্রেমের ছলে পড়ে পায়ে। রকম দেখে বাঁচিনা প্রাণে!!

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীমণীন্দ্রভঞ্জন মিত্র; নবদ্বীপ।

প্রতিবাদ।

গত ৭ই আষাঢ়ের "শ্রীগৌড়ীয়" পত্রে 'বৈষ্ণব-দাসানুদাস" শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডুর লিখিত প্রেরিত পত্রখানি শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডুর লিখিত বলিয়া আমাদের কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন "পরচর্চ্চা ও পরনিন্দার মত পাপ আর নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন "মঙ্গলের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে। পরনিন্দকের গতি কভু নাহি ভালে।" অন্যত্র—"হৈল মজপে প্রভু অনুগ্রহ করে। নিন্দক বেদান্তি যদি তথাপি সংহারে।" প্রকৃত শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের সেবকগণের মুখে নিন্দাবাদ একেবারেই নাই। "নিন্দা নাই নিত্যানন্দ সেবকের মুখে। অহর্নিশ নিত্যানন্দ বস গায় সুখে।" গৌরভক্তগণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ কথায় দিবা-নিশি মত্ত থাকেন। পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা করিবার তাঁহাদের অবসর নাই। যাঁহারা ভজন করেন না, তাঁহারাই পরনিন্দা করেন।" অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ন্যায় সাধু প্রকৃতির ভক্তের নিন্দা করিতে যাঁহাদের প্রবৃত্তি তাঁহারা নিশ্চয়ই ভজনহীন। তাঁহাদিগকে আমরা বৈষ্ণব-অপরাধী বলিয়া মনে করি। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—"এইযুগে সর্ব্বলোক করিব উদ্ধার। ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব নিন্দক দুরাচার।"

পূজনীয় ব্রহ্মচারী মহাশয় জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া বহুবৎসর ধরিয়া বহু পত্রিকায় আলোচনা করিয়া ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রিয় সিবা বলিয়া রামহরি দাসকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কেহ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না, অধিকন্তু উপকারীর সর্ব্বনাশ করিয়া কৃতঘ্নতা পাশ হইতে মুক্ত হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

যাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীগোপাল, গোপীনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ তাঁহাদের বংশের কেহ নাম্ন নিলক্ষ্য পাবণ করেন না, কে বলে? স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র

ব্রহ্মচারী, অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কি মালা তিলক ধারণ করিতেন না? তবে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের বংশের ছেলেরা বর্ত্তমান সময়ের মালা তিলকধারী ভণ্ড বৈষ্ণব বেশধারীর আচার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া লোক দেখাইয়া মালা তিলক ধারণ করিয়া বেড়ান না। কৃষ্ণ-সেবার সেবা ও ইষ্টমন্ত্র জপের সময় ধারণ করেন, ইহাতে যদি তাঁহাদিগকে কেহ বৈষ্ণবাচারবর্জ্জিত বলেন বলুন, তাহাতে তাঁহারা দুঃখিত নহেন। তাঁহারা সকল প্রকার কপটতার বিরোধী, সেই জন্য অনেক সময় অনেক ভণ্ডের সহিত তাঁহাদের মতের মিল হয় না, এই তাঁহাদের কণ্ঠগত দোষই লোক আর গুণই লোক। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্য ব্রাহ্মণের জন্যই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য বিবেচনায় ব্রহ্মচারিবংশধরগণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি সংজ্ঞাভিন্ন ব্যবহৃত করিয়া থাকেন। বহুকাল হইতে ব্রহ্মচারীবংশ বেলুড় গ্রামের সভাপণ্ডিতের সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, সেই জন্য তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল ভদ্র পরিবারের পর্ব্বকর্ম্মেই যোগ দিতে হয়। অথচ উপায়ে জীবিকা কর্জ্জন অপেক্ষা ব্রাহ্মণোচিত হীন যাজনাদি দ্বারা জীবিকা কর্জ্জন তাঁহারা সম্মানজনক বোধ করেন। শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডু কুলপুরোহিতের ব্রহ্মচারী বংশধর-গণ পুরোহিত বটেন কি না? গ্রামের যজমানের মৃতপূর্ব্ব পুরোহিত বংশের ব্রহ্মচারী বংশধরগণ পুরোহিত বটেন কিনা? মহাত্মমহাশয়দিগের বাড়ীতে কিছুদিন পূর্ব্বে যে সকল ক্রিয়া কলাপ হইয়াছে (অর্থাৎ বিবাহ, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি) তাহা ব্রহ্মচারিবংশধরগণ দ্বারা করাইয়া লওয়া হইয়াছে কিনা? এখনও অনেক অন্য শক্তিমন্ত্রউপাসক বেলুড় গ্রামের মজুমদার বংশের ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক তাঁহারা তাঁহাদের বিবাহ, পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম করান কিনা? শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডুদের দৈনিক শ্রীশ্রীযোগাদ্যাপূজায় ছাগবলি হয় কিনা? জামালপুরের বুড়াবাজের নিকট এই বৎসর "বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগ" শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডু মানসিক করিয়া ছাগ পশু বলিদান দিয়া আসিয়াছেন কিনা এবং "সাবাস প্রসাদ" বলিয়া সেই মাংস ভোজন করিয়াছেন কিনা? পরম বৈষ্ণব রামহরির বংশধরগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ মৎস্যাদি ভোজন করেন কিনা? তাঁহারা নিজের পুষ্করিণীতে রীতিমত পোনা ফেলাইয়া মৎস্যের আবাদ করেন কি না? বেলুড়ের মহান্ত সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই হিন্দুর অপাঙ্‌ক্তেয় শুদ্রিতরকারীর চাষ আবাদ করেন কি না? স্ত্রী পুত্রাদির সন্তোষের জন্য সাধারণ গৃহীর ন্যায় তাঁহারা পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন কি না? এই সকল কার্য্য কি কুলদেবতার সেবার জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিতে হইবে? শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডুর দৈনিক শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার সন্ধি পূজায় বিনুর অনিবেদিত নৈবেদ্যাদি দ্বারা শ্রীগুরু-গুরুর পাদপদ্ম পূজিয়া যাম-রবির বংশধর মহান্তগণ লাভের প্রয়াস করেন কি না? সন্ধিপূজায় কোন দেবীর কখন বলদা জীবা মুক্তকেশা মূর্ত্তির পূজা তান্ত্রিক বিধানানুসারে হইয়া থাকে। উক্ত পূজায় নিবেদিত দ্রব্যাদি কি ভক্তিভক্তিবিলাস হইতে বৈষ্ণবের গ্রাহ্য? "ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি বৈষ্ণব অন্যবর্ণকে সামান্য ক্ষত্রিয়জ্ঞানে দেখিতে গিয়া অপেক্ষা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন।" কে বলিতেছে যে চণ্ডালকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই? তবে অম্বরীষ মহা-রাজের সঙ্গে কি শুকক্রব্যগণের তুলনা করা মহা অপরাধ নহে? সদাচারসম্পন্ন মহান্ত শিষ্যগণের গুরু-শাস্তিও কি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনায় হইয়া থাকে নাকি?

ওরূপ তপশ্চর্য্যাপ্রসূত বংশপরম্পরাক্রমে ঋষিগণের স্ত্রী-গ্রহণে ঋষির নষ্ট হয় না। একথা বেদবিহিত, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণবের পক্ষে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি এবং প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা বৈষ্ণবতার ঘাতকস্বরূপ।

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "শ্রীগৌড়ীয়" পত্রে আপনারা বৈষ্ণবের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই লক্ষণানুসারে বিচার করিলে বেলুড়ের মহান্তসন্তান-গণকে কোন মতেই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিতে পারা যায় না, কারণ কামিনী কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা তাঁহাদের ষোল আনা রহিয়াছে। আপনারা লিখিয়াছেন মহাপ্রভুর কথিত বৈষ্ণবের নির্দ্দেশ এই যে—

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেইত বৈষ্ণব তাঁহার করহ সম্মান॥
২। কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥
৩। যাঁহারে দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

অতএব বৈষ্ণব নামপরায়ণ।

মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব না হইয়া যাহারা গাঁজা ধুমপানাদিতে ব্যস্ত শ্রীসভী তাহাদের মুখেও ত খুব নাম (?) শুনিতে পাওয়া যায়। তবে কি তাহারাও বৈষ্ণব?

* * *

ঐসকল ব্যক্তিতে এই লক্ষণের একটীও দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের মুখোচ্চারিত নামাক্ষর গুলি নাম নহে। নামাপরাধ মাত্র। ধাক্ক হইতে ভিতরে লম্বা থাকিবে। খাইলে পুষ্টি তুষ্টি হইবে, শ্যামাগাছ রেখিলে ধান্ত। মত হইলেও তাহার দ্বারা পাকের উপকার পাওয়া যায় না।

অন্য কথায় বৈষ্ণবের সংজ্ঞা—

"কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যাঁরে, সেইত বৈষ্ণব।"

আমরাও এই মতাবলম্বী, সুতরাং যেখানে এই সবের অভাব বেশি অথচ হরি-অন্তরবাহিরময়, অচ্যুত গোত্র বর্ণাশ্রমের অতীত প্রবৃত্তি লম্বা চৌড়া বক্তৃতার ভণ্ডামী ও সঙ্কট বৈরাগ্যের বাহুল্য উপলব্ধি করি, সেই স্থানেই তাহার সহিত সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

শিশির বাবু বলিয়াছেন অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা প্রতিষ্ঠালাভাশায় যে নামটী প্রকাশিত হয় তাহা প্রকৃত নামকীর্ত্তন নহে তাহা প্রতিবিম্ব নামাভাস মাত্র। আমাদের গ্রামের মহাশয়ের সংকীর্ত্তনযজ্ঞ কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়; তাহা না হইলে বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীবলাই চাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসবের সময় হরিনামসংকীর্ত্তনের বেদীর নিকট ঘোল জলতাল না রাখিয়া তাঁহার জন্য বেখাইবার জন্য সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দখানা লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ চলিতে লাগিল।

শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর সম্বন্ধে প্রেরিত পত্রে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিজে কোন কথা এক্ষণে বলিতে ইচ্ছা করি না। এসম্বন্ধে নিখেদকদের মতামত প্রকাশিত হইলে আমাদের বক্তব্য আমরা প্রকাশ করিব। তবে পাতুলের শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামীর বেনামীতে আমাদের গ্রামের মহাশয়ের লিখিত কোন কথার উত্তর দিতে আমরা ঘৃণা বোধ করি, কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এপর্য্যন্ত তাঁহারাই আমাদিগকে ভারতী প্রভুর ভ্রাতৃবংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন না করায় আমরা তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করায় তাঁহারা বিদ্বেষবশে পাগলের ন্যায় যাহা তাহা বলিয়া বেড়াইতেছেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীপাদ কেশব ভারতীপ্রভুর ভ্রাতৃবংশসম্ভূত
শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারী, সাং মেদুড়।

উপরিলিখিত পত্রে পত্রপ্রেরক ব্যক্তিগতভাবে মেদুড়ের মহান্তবংশকে নানাপ্রকারে আক্রমণ করিয়াছেন এবং তৎসহ পরলোকগত অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রশংসাবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রকার ব্যক্তিগত আক্রমণ, নিন্দা ও প্রশংসা শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশানুসারেও গর্হণীয়। আমরা এইরূপ পরস্পরের নিন্দাবাদ আর গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করিতে নারাজ। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া উপরিলিখিত পত্রখানি অনেক ছাঁটকাট বাদ দিয়া লেখকের সন্তোষের জন্যই এবং ভবিষ্যতে তিনি আর ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ না করেন বলিয়াই ও অযথা নিন্দাবাদ ও ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা না করেন উদ্দেশেই উহা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রোক্ত প্রস্তাবনীয় উত্তর মহান্তসম্পাদকগণ আর না দিলেই ভাল হয়। মেদুড়ের

ব্রহ্মচারিবংশ শুনিয়া সুখী হইবেন যে সার্ব্বভৌমিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ-সমাজতির দ্বিতীয় সংখ্যা ১৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কেশবজীবনী ও তাঁহার বংশাবলী সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ই ৪৩৬ গৌরাব্দপ্রকটাব্দীতাকে ত্রিবিক্রম মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রলেখক পরলোকগত যোগেন্দ্র বাবুর পুত্র কিনা আমরা অবগত নহি। শ্রীধামের পুত্র অধিকাচরণ এই পত্রলেখকের খুল্লতাত কিনা তাহাও আমরা সঠিক জানি না। তবে আনন্দচন্দ্রের পুত্র মহেশ-চন্দ্র ও শ্রীধাম প্রাচুরের উহা জানিতে পারিলাম।

শিশিরবাবু অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় যে নামকরণের কথা প্রতিবিধনামাভাস মাত্র লিখিয়াছেন তাহা মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সহিত তুলনা করিতে গিয়া শিশিরবাবুকে ঐরূপভাবে অথবা আক্রমণ করা পত্রলেখকের ভাল হয় নাই। কেন না, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "গৌরাঙ্গ-সমাজ" নাম দিয়া রসিকবাবুকে সম্পাদক করাইয়া তিনি স্বয়ংই ঐ প্রকার নামযজ্ঞের আয়োজন করাইতেছিলেন এই কথা বোধ হয় লেখক অবগত নহেন। রসিকবাবুকে ও শিশিরবাবুকে প্রতিবিধনামাভাসদোষে দুষ্ট বলা কতদূর সঙ্গত তাহাই বিবেচ্য। পূর্ব্ব কল্পের বিবাহ ইন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশ্য যে জাঁকজমক দেখাইয়া বাহাদুরি করা হয়, তাহার পরিবর্ত্তে শিশিরবাবু, রসিকবাবু অথবা মহাপ্রভুবংশধরগণ যে জাঁকজমক করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করেন, তাহা কি প্রকারে নিন্দনীয় হয় আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবঠাকুরের আবির্ভাবমহোৎসবে জাঁকজমক হইবে না এবং জড়ীয় ইন্দ্রিয় তর্পণেচ্ছা জাঁকজমকগুলি আবদ্ধ থাকিবে এরূপ বিচার মায়াবাদীর। বিশেষতঃ ব্রহ্মচারিবংশের মেদুড়ের বাড়ীতে গোপীনাথ, রাধিকা, বালগোপাল জগন্নাথ, শালগ্রামপুঞ্জ, শিবদুর্গা প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পঞ্চোপাসনার বিচার যে বংশে প্রবল, সে বংশকে কখনই বৈষ্ণবীয়ীকাদন্ত বংশ বলা যাইতে পারে না। নির্ব্বিশেষবাদীর অনুসরণেই আমরা পঞ্চোপাসনা সংশ্লিষ্ট। বৈষ্ণব-বিধান তাহা হইতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিকূল। মেদুড়ের ব্রহ্মচারিবংশ গোপীনাথের বংশ বলিয়া আপনাদিগের বংশধারা প্রকাশ করেন। সেই গোপীনাথ শ্রীমন্দির শুদ্ধভাবে এবং অনুগত শিষ্য। সুতরাং শ্রীমন্দির বিরুদ্ধে পত্রলেখকের ঐ প্রলাপ তাহা আমাদের মনে হয় না। মহাপ্রভুর গোপীনাথের সংঘে ব্রহ্মচারিবংশের বৈষ্ণববিরোধী ব্যাপার দেখিয়া সম্প্রতি সঙ্গত্যাগ করিয়াছেন জানা যায়। পঞ্চদেবতার উপাসক ব্রহ্মচারিবংশ মহাপ্রভুগণের সঙ্গত্যাগ তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিচারের প্রতিকূলে যাইবে বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন না। পঞ্চোপাসকগণ সমন্বয়বাদী। বৈষ্ণবগণ ঐকান্তিক। বৈষ্ণববিশ্বাস হইতেই দুঃসঙ্গপরিত্যাগের বিধান। অতএব পঞ্চোপাসকসম্প্রদায় দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গকে একপর্য্যায়ে গণনা করেন বলিয়া বৈষ্ণবগণই তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকার্য্যে ভীত হইয়া খুলনাবাসী কয়েকটী পঞ্চোপাসক একবার ক্রোধান্বিত হইয়া প্রকাশ করেন যে, পরমার্থিগণকে তাহারা নেশা করিবার হুঁকা বন্ধ করিবেন এবং জীবিতোদ্ধরকালে তাহাদিগের তাক্তশরীর স্কন্ধে করিয়া আস্ফোটিয়া করিয়া শ্রেতশ্রাদ্ধ করাইবেন না। এই ভাস্তজনক নির্ব্বুদ্ধিতার অভিনয় করাইবার পর তাহারাই বুঝিলেন যে বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত-ব্যক্তি তাহাদের ন্যায় সুপারি, পান, তামাক, অহিফেন মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য কালে ব্যবহার করেন না। যাহারা তামস নেশাখোর, তাহাদিগের দুঃসঙ্গ পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং নেশাখোরের হুঁকা কাড়িয়া লইবার জন্য বৈষ্ণব-গণের সম্বন্ধে কোনও প্রয়াস করিতে হয় না। পঞ্চোপাসকগণ মনে করিতেন যে বৈষ্ণবগণ তাহাদের ন্যায় তামাকাদি ধূমপান করেন। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের ভীমালিঙ্গনের ন্যায় তাহাদের সে চেষ্টা সফলতা লাভ করে নাই। বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠবিজয়ে তাঁহাদের অপ্রাকৃত চিদানন্দময় বিলাসভূমি প্রপঞ্চাগত শরীর অলৌকিক পাপপুণ্যাশ্রিত কর্ম্মীর স্পর্শে অপবিত্র করাইবার বিধান নাই জানিয়া এবং বৈষ্ণবের প্রেতযোনি লাভ প্রভৃতি বিচার অসঙ্গত বুঝিতে পারিয়া হিংসাপরায়ণ অবৈষ্ণবগণ তাহাদের দুরভিসন্ধির উচ্ছিষ্ট কখনও করেন নাই। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব সদাচারগ্রহণ করিলে ধূতক্রীড়াপরায়ণ যোষিৎসঙ্গী মাংসভক্ষ্যের পক্ষপাতী, জীবশুক্রশোণিতভোজী, দ্রব্যাদি-অর্থ সংগ্রহকারী জনগণের দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই

পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহারা পরিণত বৈষ্ণবাচার্যকে তাঁহাদের কল্পিত সামাজিক ব্যবহার দ্বারা আক্রমণ করিতে পারেন না।

অন্বয়ীয় পরাম্নায়ী গুরুগণকে গুরুক্রব বলা সঙ্গত নহে। বৈষ্ণবের অমিত তেজ। তাঁহারা অন্বয়ীদের ন্যায় তৃণাদপিসুনীচ হইয়া ব্রাহ্মণক্রবগণকে নিজের দৈন্য প্রকাশে সুশিক্ষা প্রদান করেন। যাহারা বৈষ্ণবসদাচার তুলসী মালিকা ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি কালোপযোগী করিয়া গ্রহণ ও পরিচার করেন তাহারা "হরিবৈষ্ণব চিহ্নানাম্" দাম্ভিকতা অবহেলা করায় গুরুক্রব সংজ্ঞা লাভ করিবার উপযোগী। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ করেন তাঁহারা সাধনভক্তিই পালন করিয়া থাকেন। তর্কপন্থী অদ্রৌঢ়মার্গাবলম্বিগণ অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ"—এইরূপ মতপোষণকারী। সুতরাং মধ্যে মধ্যে কপটকালীন মালাতিলকাদি ধারণ তাহাদিগেরই উপযোগী। বৈষ্ণবের বিচারে ঐরূপ অনুষ্ঠান ভাক্তামাত্র। বৈষ্ণব-বিচারে উহা ঠিকাদারে ভাড়াটীয়ার বিচার বা অদীক্ষিত অবৈষ্ণবের বিচার।

অবৈষ্ণবসমাজের অন্তরালে বাস করিয়া যদি কোনও নিষ্কপট বৈষ্ণব বংশে বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্মের ব্যাঘাতকারী কোনও অনুষ্ঠান অদ্যাপি থাকে, তাহা মহান্তরাল ছাড়িয়া দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। নিত্যানন্দশাখায় কৃষ্ণদাস নবনীহোড়বংশীয় কায়স্থক্রব আচার্যবংশ আজও ব্রাহ্মণসদাচারে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অবৈষ্ণবসমাজের অন্তরালে বাস করিতে গিয়া পঞ্চোপাসক পুরোহিত স্বীকার করায় রামহরি বংশের পূর্ব্বসদাচার ও দীক্ষাবিধানের সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কি ছোড়বংশীয়গণের সদাচার পুনঃ সংস্থাপিত করিতে পারেন না? উহারাও ত নিত্যানন্দ-শাখা সন্তান, ছোড়বংশীয়গণও নিত্যানন্দ-শাখা সন্তান। সামাজিক অধিকার উভয়েরই অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, এই দুর্দ্দিনে অবৈষ্ণব 'অন্যো অধো' মালাতিলকধারী-সম্প্রদায় মহান্তবংশকে তাহাদের ন্যায় বৈষ্ণব মনে করিতেন না। বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনমানসে যাঁহারা বিকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশ্বাস গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছেন তাঁহাদের হৃদয়ে ঐশীশক্তি নূনাধিক বলবতী হইয়াছে, জানিতে হইবে। পত্রলেখক ভাবতী গোস্বামী মহারাজের ব্রাহ্মবংশসম্ভূত। সুতরাং তাঁহাদের কুলে যে সকল অবৈষ্ণবের অসদাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিলেই শ্রীগুরুদেব যদি ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য গোপীনাথকুশবহ বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শাখাসন্তানে পরিগণিত হইতে পারেন। শুনা যায়, সেই পরিচয়ে তাঁহারা পূর্ব্বে গৌরবান্বিত ছিলেন এবং রামহরির গুরুব্রাহ্মণবংশ বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন। কিন্তু তাদৃশ ভাব তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার চান কেন? আমরা মনস্বিনী মাতৃকে সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। তিনি বৈষ্ণব-সদাচার ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বৈভব আলোচনা করিলে আর এরূপ প্রতিবাদ-পত্র লিখিয়া গৌড়ীয়ের কলেবর ভারগ্রস্ত করিতেন না।

গৌঃ সঃ।

প্রচার প্রসঙ্গ:

১০ই শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীপাদ ভাবতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত বিদ্যানন্দ মহাশয় প্রমুখ ভক্তগণ যশোহরের স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্ত কালীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যায় সুবিস্তৃত হাট চাঁচলীতে বহু ব্যক্তিকে জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ করেন।

পরদিন রবিবার শ্রীহরিবাসরে প্রাতঃকালে সংকীর্ত্তন মুখে যশোহর নগর পরিক্রমা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী মহাশয়ের প্রাঙ্গণে স্থানীয় প্রবিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সহ কৃতবিদ্য ও পদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথা হইতে কয়েকজন ভদ্রলোকসহ নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে হাট চাঁচলীতে

উপস্থিত হন। সেখানে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন ও সমবেত সকলকে কীর্ত্তনানন্দে মুগ্ধ করেন।

গত সোমবার দ্বিপ্রহরে যশোহরে স্বধামগত সুবিখ্যাত রায় বাহাদুর দত্ত বাহাদুরের ভবনে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় রায় বহুনাথ মজুমদার বাহাদুরের ভবনে কীর্ত্তন করেন এবং রাত্রি ৮টা হইতে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র এম এ, বি এল মহাশয়ের গৃহে কীর্ত্তন ও হরিকথা হইয়াছিল।

যশোহরের প্রায় সকল ভদ্র লোকই স্থানীয়ের ওজস্বিনী ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ সমূহ এবং বিদ্যারত্ন মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা ও সুললিত কণ্ঠে সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের সেই ভাব স্থায়ী হইবে।

পরদিবস মঙ্গলবার প্রচারকগণের অবস্থিতি কেন্দ্র স্থানীয় সন্ন্যাসী আশ্রমে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলা স্থানীয়ের নামগর্ভ হরি কথার উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

যশোহর নগরের প্রচার কার্য্যে ভাগবতরত্ন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল, ভিক্তক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ দাসাধিকারী, স্থানীয় জমীদার অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকপদবন্ত, সহযোগিনী যশোহর পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন প্রশস্ত হৃদয় হরিসঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।

স্থানীয় সেটেলমেণ্ট অফিসের শ্রীযুক্ত কুসুমবন্ধু গোস্বামী প্রমুখ কর্ম্মচারিগণ নগর সংকীর্ত্তনে যোগদান করায় প্রচারক গণের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, হরিকথা শ্রবণে তাঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভক্তসঙ্গলাভ জন্য তাঁহাদের সহিত মায়াপুর গমন করিয়াছেন।

জাগতিক প্রসঙ্গ।

জর্জ মেডিক্যাল কলেজ।—কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থ পুরাতন মিটিকলেজ গৃহে **জর্জ মেডিক্যাল কলেজ** নামক হোমিওপ্যাথি নামক কলেজ এবং ৩৯নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে কলেজ আলিদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কলেজ ১৯১৪ সালে স্থাপিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজিষ্টী কৃত। সম্প্রতি আমেরিকা ও জার্ম্মানীর ৬টী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এই কলেজ সংশ্লিষ্ট বা affiliated হইয়াছে, তাই এখন হইতে এই কলেজের ছাত্রেরা এই কলেজে পড়িয়াই আমেরিকা ও জার্ম্মানী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারিবে এবং কৃতকার্য্য ছাত্রগণ উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষণে বিভূষিত হইবে। এদেশের চিকিৎসাবিদ্যার্থিগণ যবে বসিয়া জার্ম্মানী ও আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভে সমর্থ হইবেন তাহাদিগের পক্ষে উহা অপেক্ষা সুযোগ আর কি হইতে পারে? বলা বাহুল্য যে প্রিন্সিপাল আর সেন গুপ্ত M. D. (U. S. A. & Germany) মহোদয়ের প্রাণপণে চেষ্টা ও বিশেষ উদ্যোগে বর্ত্তমানে এই কলেজ সর্ব্ব-প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা এইরূপ অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি।

ভ্রমশোধন।

গৌড়ীয় বর্ত্তমান সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠার বামস্তম্ভে ২৩শ পংক্তিতে অনবধানতা বশতঃ "সপ্তাহ" স্থলে "দিবস" মুদ্রিত হইয়াছে। ৯ই ভাদ্র শ্রীজন্মাষ্টমী।

ভারতীয়।

শ্রীযুত কৃপেন্দ্রনাথ বসু—আমরা শুনিয়া খুব দুঃখিত হইলাম যে, শ্রীযুত কৃপেন্দ্র নাথ বসুর পীড়ার অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছেন। চিকিৎসার বিশেষ কোন ফল দেখা যাইতেছে না। ডাঃ নীলরতন সরকার এবং সত্যাশরণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহার স্থানে দরীয়ার মহারাজ বাহাদুর কার্য্যকরী সভার সভ্য হইলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন—কলিকাতা কর্পোরেশনের গত সপ্তাহের বুধবারের সভায় শ্রীযুত প্রবুদ্ধলাল সিংহ প্রস্তাব করেন, বড়বাজারের উন্নতিসাধনের জন্য ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে অনুরোধ করা হউক। ডাক্তার বি, সি, ঘোষ ইহার সমর্থন করিয়া বলেন, বড়বাজার কেবল কলিকাতার নহে, উহা সমগ্র ভারতবর্ষেরই ভীতিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, ঐ স্থান হইতে অসংখ্য যক্ষ্মা-রোগী দেশ দেশান্তরে, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতনা প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিয়া উক্ত বিষম ব্যাধির বীজ ছড়াইয়া দিতেছে। মিষ্টার উড্‌হেড ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বড়বাজারের অধিবাসিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইয়াছিল, উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বে পশ্চিমে দুইটী রাস্তা খোলা হইবে। এই রাস্তা দুইটীর জন্যই ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সমগ্র বড়বাজারের পরিমাণ ৯০ একর উহার সমস্ত অংশের সংস্কার সাধন করিতে হইলে সাড়ে চার কোটি টাকার প্রয়োজন। আর তাহা ছাড়া ব্যবসায়, বাণিজ্যেরও বিষম বিপর্য্যয় ঘটিবে। অবশেষে এই বিষয়টীর বিবেচনার ভার ওয়ার্কস্ কমিটির হাতে অর্পণ করা হইবে, স্থির হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস পাল স্মৃতি-সভা—গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট হলে পরলোকগত রায় কৃষ্ণদাস পালের চত্বারিংশৎ বাৎসরিক স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মন্ত্রী মিঃ ফজলল হক্ এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করিতে উঠিলে সমবেত জনতা বাধা প্রদান করিতে থাকে। কিন্তু সভাপতি মহাশয় এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদিগের অনুরোধে তাহারা চুপ করে। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয় নিজেও একটী বক্তৃতা দিয়া পরলোকগত কৃষ্ণদাস পালের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ভারতের শিশু মৃত্যু—সেদিন ওভালটুন হলে বক্তৃতা দিবার সময় ডাঃ রামদাস মুখোপাধ্যায় বলেন যে, শিশুদিগকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ খাওয়াইবার ফলে এবং পেটেণ্ট ঔষধ খাওয়াইবার ফলে ভারতবর্ষের শিশু-মৃত্যু বাড়িয়া গিয়াছে। যাহাতে জননীদিগের স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং সাধারণ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান তাহাদের হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

দেশবন্ধুর বিলাত গমন—সহযোগী ইংলিশম্যান সংবাদ পাইয়াছেন যে, দেশবন্ধু দাস ডুমরাও মোকদ্দমায় আপিলের জন্য বিলাত যাইবেন। পাঠকগণের স্মরণ আছে পাটনা হাইকোর্টে এই মোকদ্দমা চালাইতে চালাইতে বঙ্গ-গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উহধামে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিচারপতি পেজ—গত সপ্তাহে কলিকাতা হাইকোর্টে কাউন্সিলে মন্ত্রীর বেতন প্রস্তাবের মোকদ্দমা কালে বিচারপতি পেজ ক্রোধের সহিত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে কোর্ট ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। এই ব্যাপার লইয়া হাইকোর্টে হুলস্থুল হইতেছে। বিচারপতির বিরুদ্ধে নাকি স্বয়ং রাজার নিকট দরখাস্ত গিয়াছে। ইতিমধ্যে তিনি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড—গত রবিবার সকাল বেলায় বোম্বাই সহরের শেখ আমাল ষ্ট্রীটে একটী কাঁচের বাসনের দোকানে আগুন লাগিয়া যায়। জোর বাতাস থাকায় ফায়ার ব্রিগেডকে এক ঘণ্টার অধিককাল পরিশ্রম করিয়া আগুন নিভাইতে হইয়াছিল। অন্যূন ৫০,০০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ।

গৌড়ীয়

দ্বিতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৮শে শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ১৩ই আগষ্ট ১৯২৪ | ২০শ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ।

"জিনবাণী" নামক একটী নবপ্রকাশিত সাময়িক অবৈদিক পত্রদ্বারা প্রকাশ যে, নিয়ামিয়াসী বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ জিনবাণী সম্পাদকের সহিত শ্রাবণের প্রারম্ভেই বাঙ্গালা ও আসামের নানাস্থানে "অহিংসা" প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন।

ইতঃপূর্ব্বে উক্ত পত্রে নিয়ামিত ভজন প্রচারের জন্য বেতনগ্রাহী প্রচারকের আবশ্যক বলিয়া একটী বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার সেই বিজ্ঞাপনটী পত্রিকা স্তম্ভে কেন প্রকাশিত হয় নাই তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

তবে আমরা পূর্ব্বাচার্য্য ও প্রেরিতপ্রচারকগণের নিকট ও আচরণ হইতে জানিতে পারিয়াছি বেতনগ্রাহী কখনও প্রচারক পদ বাচ্য হইতে পারেন না। জিনবাণী "সম্বন্ধে আমাদের] আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। কারণ ঐ পত্র সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বহির্ভূত। তবে ঐ পত্রদ্বয়ে যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পক্ষে নিয়ামিয়াসী বৈষ্ণব পণ্ডিত বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণব জগতের বিচারের দিক হইতে বিশেষ আপত্তি আছে।

সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা জিনবাণী সম্পাদক লেখকের নিকট বিশেষ দোষাবহ নহে একথা স্বীকার্য্য কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচরণ বৈষ্ণবোচিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ই বিচার্য্য।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য শাস্ত্রের পারদর্শিতা লইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী পাদের ষট্‌সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা গ্রন্থ সর্ব্বসম্বাদিনীর অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শ্রীজীবপাদের কথায় বিশ্বাস

প্রভৃতি থাকিত বা শ্রীজীবের সংসিদ্ধান্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি এইরূপ আত্মহিংসা-বহুল প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তিনি যদি ঐ সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই জানিতেন যে উহাতে আদি জিন বা শ্রীগুরুদেব ব্যতীতকেও পাষণ্ড ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ঐ ধর্ম্ম, অহিংসা, বৈরাগ্য তপস্যা, তিতিক্ষা সাধুসেবাদি যতই সদনুষ্ঠানময়ী আচরণের কথা উল্লেখ থাকুক না শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবাবতরক্ত কুত্তো যদ্যপ্যনা মনোবৃত্তেনাদতি বাবতো বহিঃ অর্থাৎ হরিতে অভক্ত মনোধর্ম্মযুক্ত জনের সদনুষ্ঠান কোথায়? এই বিচারে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগকল্পে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতেন।

তিনি না "বৈষ্ণব পণ্ডিত (?) বৈষ্ণবগ্রন্থের লেখক ও সঙ্কলন কর্ত্তা? তিনি কি কখনও কাত্যায়ন সংহিতা বচন পাঠ করেন নাই?

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন গৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসম্বাসবৈশসম্।

অর্থাৎ বরং কাহারও পিঞ্জরাবদ্ধ হইতে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হয় তাহাও ভাল তথাপি কৃষ্ণচিন্তা বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে।

পণ্ডিত মহাশয় হয়ত উত্তরে বলিবেন যে তিনি কাহারও সঙ্গ করিবার জন্য ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হন নাই, কেবল অহিংসা ধর্ম্মপ্রচারকল্পে তিনি এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন কারণ বৈষ্ণবধর্ম্মেরও অহিংসা প্রচারের কথা আছে।

তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র বলিবেন যে বৈষ্ণবগণ কখনও আরোহপন্থী নহেন। তাঁহারা অবরোহ-পন্থী। তাঁহারা অকৃত্রিম জ্ঞানোত্থ মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অহিংসাধর্ম্ম প্রচার করেন না। ঐরূপ অহিংসাধর্ম্ম প্রচারের মূলে অকৃত্রিমত্ব কদাচ সম্ভবপর নহে। উহার দ্বারা আত্ম-হিংসা ধর্ম্মই প্রচারিত হয়। যেখানে নিত্য ভগবদ্ভক্তি ও নিত্য ভগবানের শরণাগতির কথা নাই তাহা পাষণ্ড মত মাত্র। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিজগুণে হিংসাশূন্যও সংযত। তাঁহাদের ঐ সকল সদ্গুণ কৃত্রিমপথে বাহির হইতে উপার্জ্জন করিতে হয় না। আগে অহিংসা যাজন করিতে করিতে পরে ভক্ত হইব এইরূপ চেষ্টা আরোহবাদী নাস্তিকের চেষ্টা। শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মপ্রচারে ত্রুটী যেরূপ জীবহিংসাপদবাচ্য পাষণ্ড মত প্রচার বা উহাকে প্রশ্রয় দেওয়াও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর জীব-হিংসা স্থানীয়।

কেবল কি নিরামিষ ভক্ষণ করিলেই অহিংসা ধর্ম্ম পালন করা হইল? শাস্ত্র বলেন—

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।

বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম, ওষধি বৃক্ষাদি সকলেই চেতনযুক্ত জীব। সুতরাং যিনি নিরামিষাশী বলিয়া অভিমান করেন তিনিও জীবহিংসক।

বৈষ্ণবগণ নিরামিষাশী বা আমিষভোজী নহেন। নিজের প্রীত্যর্থে নিজের দেহপুষ্টির জন্য যাহা কিছু গৃহীত হইবে তাহার দ্বারাই জীবহিংসা হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে এইরূপ কত অসংখ্য জীবহত্যা হইতেছে। জগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি একটী জীবও হিংসা করিব না বলিতে পারেন? প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি পদ বিক্ষেপে অসংখ্য জীবকুল নষ্ট হইতেছে।

বৈষ্ণবগণ বলেন যে ঐরূপ জীবহিংসা বা অহিংসা লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া সময় যাপন করা বৃথা। জীব মাত্রই ভগবানের নিত্যদাস। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ নিজে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অপরকে, যাহাতে সর্ব্ব-জীবগণ সেবায় নিযুক্ত হয় সেইরূপ চেষ্টান্বিত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রসম্মোদিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদগ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবোদ্দেশে জীবন ধারণ আবশ্যক। মৎস্যমাংসাদি অসেব্য ভগবানের নিবেদনযোগ্য বস্তু হইতে পারে না। উহা তামসিক আসুর প্রকৃতি জনগণের খাদ্য। নিরামিষ বা সাত্ত্বিকভোজী যদি ভগবৎ প্রসাদ বুদ্ধিতে গৃহীত না হয় তাহাতেও যদি লোকের ভাত ডাল বৃদ্ধি থাকে তবে তাহার দ্বারাও জীবহিংসা হইয়া পড়ে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদি এই বৈষ্ণব সংসিদ্ধান্তে অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজকে একজন আরোহ-বাদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া এইরূপ আরোহপন্থায় নিরামিষ-ভোজন প্রচারে ব্রতী হইতেন না। মনো-ধর্ম্মজীবিগণে সকলই সম্ভব। তিনি যাবে পরচর্চ্চক প্রেমশূন্য নায়ক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কাগজের সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় উহার রচিত গৌড়-সমাজ ন্যূনাধিক ছাড়িয়া-ছিলেন কিন্তু সাধের শুদ্ধ শ্মশ্রু পুনরায় ধারণ করেন নাই।

মনোধর্ম্মী জগৎ প্রাকৃত পাণ্ডিত্যপ্রতিভা, আভিজাত্য প্রাচীনত্ব প্রভৃতির দ্বারা মুগ্ধ হয় এবং গতানুগতিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিলকে তাল করিয়া ফেলে, নিজেরা বঞ্চিত হয় ও অপরকে বঞ্চনা করেন। জগতের বিচারে সেকেস্পিয়র বড়, নেপোলিয়ন বড়, জৈমিনী ও পরাশর খুব বড়। কিন্তু ভাগবতের বিচারে তাহাদের মূল্য অতি অল্প, এমন কি কিছুই নহে। শুদ্ধবৈষ্ণব বড়ই বিরল। জগৎ বৈষ্ণবত্বের অভিলাষী মনোধর্ম্মী বৈষ্ণব নামে প্রচলিত ব্যক্তির সংখ্যায় পরিপূর্ণ। কোলাহল-প্রিয় ও বহির্ম্মুখ জীবগণ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধভক্তের চুনগোলা পান করিয়া বঞ্চিত হইতেছেন।

পরমার্থ-শিক্ষামন্দির শ্রীভক্তিবিনোদ আসন—শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরীগোস্বামী মহারাজের ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা-পাঠ্যের অধ্যাপনা ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী ফাল্গুন-পূর্ণিমা গৌর-জন্মোৎসবের পর ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এবৎসরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থই ধার্য্য আছে।

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য গ্রন্থ)

২। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত সৎক্রিয়া-সারদীপিকা (বৈষ্ণবস্মৃতি-প্রবন্ধ গ্রন্থ)

৩। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত। (মধ্য)

৪। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীকৃত ভক্তিরত্নাকর (মধ্য)

৫। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম (দার্শনিকগ্রন্থ)

প্রধান অধ্যাপক—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ।

সহকারী অধ্যাপকমণ্ডলী—

১। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তি-শাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, পঞ্চরাত্রাচার্য্য।

২। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, কবিভূষণ, এম, এ, বি, এল।

৩। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ (ভক্তিশাস্ত্রী, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তভূষণ, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, মহামহোপদেশক, বি এ)

৪। শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ (ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, পঞ্চরাত্রাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য।)

এতদ্ব্যতীত গৌড়ীয় মঠে ভক্তিশাস্ত্র, বেদান্ত, সম্প্রদায়বৈভব ও পঞ্চরাত্র উপাধি পরীক্ষার পাঠক শ্রেণী খোলা হইবে। গৃহস্থ ব্রহ্মচারী ব্যতীত সাধারণ লোকেও ভক্তিশাস্ত্রাশ্রিত হইলে বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারেন। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক আচার্য্যাশ্রিত

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কোতরঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় সজ্জনগণের জন্য এখন হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ অদ্যকার মাস্তরার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা মাস্তরায় এই প্রথম প্রচারিত হইল। এখন তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শীক্ষাগুরু শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর জন্মভূমি 'তালখড়ি' গ্রামে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীপ্রভুর ভ্রাতৃবংশাবতংস, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আমন্ত্রণ-ক্রমে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। কালের কুটীল গতিতে পরমবিরক্ত নিষ্কিঞ্চন পরমহংস শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতৃবংশাবতংসগণের মধ্যে বৈষ্ণব সদাচারের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই স্মার্ত্তনামীয় ভট্টাচার্য্যের প্রভাবে অভিভূত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যগণ তান্ত্রিকগণ আসিয়া তালখড়িতে বাস করিতেছেন এবং যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদগণের শুদ্ধ ভাগবতকথা সমস্ত প্রচার হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ উৎসাহান্বিত। তিনি উক্তস্থানে শ্রীভগবানের কৃপাভিক্ষা করিয়া নিষ্কপটচিত্তে বদ্ধপরিকর হইয়া বাগ্-বাহুল্য পরিহার করিয়া পরিব্রাজকের ন্যায় সরলা ভাষায় হরিকথা প্রচার-কীর্ত্তন করিতেছেন। লোকনাথ প্রভুর প্রকট ভূমিতে পুনরায় যাহাতে শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তিত হইতে পারে তজ্জন্য তিনি শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের প্রমুখাৎ হরিকথা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী বিশেষ পরিতৃপ্ত হইতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গঞ্জামে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা দুইই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ।

টেলিগ্রাম—"গৌড়ীয়া" ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,
গুরুগঙ্গায় ডাকঘর; কলিকাতা।
টেলিফোন—২৫৩২ বড়বাজার।
তারিখ—২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩১।

বিপুলসম্মানপুরঃসরনিবেদনম্—

আগামী ২৯শে শ্রাবণ ইং ১৪ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৫ঠা ভাদ্র ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার বার্ষিক অধিবেশন ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়া সভার সাফল্য সম্পাদিত করিবেন; এতদর্থ উৎসবের আলেখ্য সমুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীপ্রমথনাথ সেনশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিভূষিত)।
শ্রীমধুসূদন সেনশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়, ভাগবতরত্ন)।
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল্, ভক্তিশাস্ত্রী)।
শ্রীরাধাগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ,)।
শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন,
আচার্য্যত্রিক)।
বিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ।
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

উৎসব তালিকা।

বৃহস্পতি ২১শে শ্রাবণ ৬ই আগষ্ট শ্রীবলদেব জন্মোৎসব। শুক্রবার ৬ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব। শনিবার ৭ই ভাদ্র ২৩শে আগষ্ট শ্রীনন্দোৎসব। বুধবার ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীরাধিকার আবির্ভাব। রবিবার ২২শে ভাদ্র ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীললিতা-সপ্তমী। শনিবার ২৮শে ভাদ্র ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব। বুধবার ২৫শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীজীবগোস্বামীর তিরোৎসব। বৃহস্পতিবার ২৬শে ভাদ্র ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসব সাধারণ মহোৎসব। শুক্রবার ২৭শে ভাদ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর অনন্ত-চতুর্দ্দশী। শনিবার ২৮শে ভাদ্র ১৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও উৎসব-সমাপ্তি।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

উষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠি।

পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান।

অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা।

প্রদোষে—হরিকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

বৈষ্ণবুদ্যোগে ও উপযুক্ত দেবকে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

মনোধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"কেবলয়া অনয়া, নিষ্ফল।" অর্থাৎ যে কেবল এই জগতে যে কতপ্রকার বিচিত্র মনোধর্ম্মযুক্ত বাক্য ও মতই প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মনের ধর্ম্মই অনিশ্চয়, চঞ্চলতা, ভাসা, পড়া। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। তাহার এবং ব্যক্তির কত সময় কত প্রকার মনের অবস্থা। এই ভিন্ন ভিন্ন রুচি বা মনোধর্ম্ম অনুসারে এক এক ব্যক্তি এক একটী কার্য্য বা বস্তুকে পরম আদর্শ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। এইরূপ মনোধর্ম্মকৃত বিচারপ্রসূত কল্পনা হইতে ধর্ম্মজগতের নানা মত ও নানা পথের সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইতে থাকিবে। এমন কি অনেক সময় ঐ সকল মনোধর্ম্মযুক্ত মতাবলম্বিগণ নিজনিজকে মনোধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কারণ সকলেই চায় প্রতিষ্ঠা, সকলেই চায় সংখ্যাবৃদ্ধি। সেজন্যই পৃথিবীর সেবকীনভাবেই একটী আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়। কিন্তু নাহার সত্তা, 'নবস্তুকৃতক সত্তা, পরম সত্তা, প্রোজ্ঝিতকৈতব নিগুণসেব সাধুগণের আশ্রয়ে মনোধর্ম্মের সেলামও নাই। উহাই সনাতনধর্ম্ম, বৈষ্ণব বা আত্মার ধর্ম্ম। উচ্ছৃঙ্খল মনোধর্ম্মী ঐ আত্মধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামী বলিলে আত্মধর্ম্মের তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

বর্ণাশ্রমবতাং পুংসাং স্বধর্ম্মো মদুপাসনম্।
বার্ত্তা বিচিত্রা শালীনযাযাবরশতানি চ॥
তথা প্রকৃতি সর্গাণাং চিত্রত্বাদ্ধর্ম্মনৈপুণম্।
একং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যতে নৃণাম্।
পাষণ্ডিনোঽ বেদবাহ্যাঃ সাধবস্তদতরোঽ পরে॥
মন্মায়া-মোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥
ধর্ম্মমেকে যশস্যন্তে কাম সত্যং নৃণাং পরম্।
অন্যে সন্তি স্বার্থা বা ঐশ্বর্য্যাদ্যাশ-তাদৃশম্॥
কেচিদ্ যজ্ঞতপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।
আদ্যন্তবন্ত এবেষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ তুচ্ছপিণ্ডাঃ॥

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥
শ্রমোঽধ্যয়ানং তপ আদিকং পুমান্
বিরিঞ্চ্যতামেতি বৃথাহ্যধোক্ষজে।
ন তদ্ধি সত্যেষু তুরীয়মীশ্বরে
নিষ্ঠাং বিধত্তে যদসৌ স্বয়ং ভয়ম্॥
ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

ভগবান কহিলেন, 'হে উদ্ধব একমাত্র ভক্তিই আত্মধর্ম। অন্য সকলই মনোধর্ম-আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা-রূপ কৈতবপরিপূর্ণ। ঐ সকল ধর্ম ভুক্তিমুক্তিকামী প্রাণিগণ কর্তৃক স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে প্রাধান্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে। ঐ সকল পুণ্যস্থানীয় আপাতরমণীয় কর্ম থেকে থাকিলেও তাহা নিত্য অথও পরিপূর্ণ আনন্দ-দানে অসমর্থ। যাহাকে আমার অনুমোদিত বিশেষ গোপনীয় আত্মধর্মের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা কালে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, অনন্তর আমি সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। ব্রহ্মা মনু ও সপ্ত ব্রহ্মর্ষিকে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্তৃক, দেবতা, মনুষ্য, দৈত্য, দানবের মধ্যে ঐ কথার প্রচার হয়। কিন্তু ইহারা মনোধর্মের দ্বারা ঐ সকল শুনিতে গিয়া প্রবৃত্তি অনুসারে এক একটী মত সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। যদি বল এইরূপ মতভেদ কি প্রকারে সম্ভব? মনোধর্ম অবলম্বিত হইলে মতভেদ হইবেই যেমন যদিও কোন ব্যক্তি বলেন যে, সূর্য অস্তগত হইলেন, তাহা হইলে ঐ বাক্য শ্রবণে সম্পট ব্যক্তি পরদারাহরণের ও তস্কর পরধনাপহরণের কাল উপস্থিত বোধ করেন এবং সাধুগণ সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করেন তদ্রূপ এক ব্যক্তি বক্তা হইলেও মনোধর্মযুক্ত জীব স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে এক বাক্যেরই পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বেদের ঐ সকল কথা মনোধর্মের সাহায্যে বুঝিতে গিয়াই অদ্বৈতবাদ, দ্বিতবাদ, নিরীশ্বর-কর্মবাদ, নির্বাণসুখবাদ, সংঘেবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, নাস্তিকবাদ প্রভৃতি বহু বহু বিচিত্র মতের উদয় হইয়াছে। কাহারও বা উপদেশপরম্পরা দ্বারা মতভেদ হইয়াছে, কেহ বা অতি অল্পপ্রকৃতিহেতু বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ড মত কল্পনা করিয়াছেন। যেমন সন্ধ্যাকাল শুক্ল ও কৃষ্ণ হইলেও উভয়বর্তী, এরণ্ড, বিল্ব, কপিত্থ, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি স্ব স্ব মূল দ্বারা ঐ গন্ধাজল গ্রহণ করিয়া বিষদ বিরুদ্ধ ফল সৃষ্টি করে, তদ্রূপ মনোধর্মিগণও বেদার্থের কদর্থ করিয়া থাকেন। ভগবানের মায়ায় দ্বারা মোহিত পুরুষগণ কল্প ও অভিরুচি অনুসারে ভেদো ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কর্মমীমাংসকগণ ধর্মকে, কাণাদগণ কর্তব্য বলকে, বাৎস্যায়ন প্রভৃতিরা কামকে, যোগশাস্ত্র-কারগণ সত্ত্ব, শব্দ ও ফলকে, দৃষ্টান্তবাদী দণ্ডনীতিকর্তারা ঐশ্বর্যকে, লোকায়তিকেরা ভোগ ভোজনাদিকে, কেহ যজ্ঞ, তপস্যা, দানকে এবং কেহ ব্রত, নিয়ম যমাদিসমূহকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করেন। এই সকল পুরুষার্থের প্রাপ্য ফল স্বরূপ লোক সকল অনিত্য, নশ্বর-কর্মনির্মিত দুঃখোৎপাদক, মোহময়, ক্ষুদ্র, মন্দ ও শোক-ব্যাপ্ত। অতএব পরমাপত্তিস্বরূপা ভক্তিই বেদের তাৎপর্য। তাহাই আত্মধর্ম বা জৈববন্ধ। যাঁহারা ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে নিরপেক্ষ হইয়া নিত্য পরিপূর্ণ আনন্দের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই অকিঞ্চন ও শান্ত। ভুক্তিমুক্তিকামিগণ সকলই অশান্ত। কারণ তাহাদের ভগবানে আত্মসমর্পণ নাই।

শ্রুতি বলেন, আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্মমেধা, পাণ্ডিত্য, বা তর্ক পন্থায় দ্বারা লাভ হয় না। একমাত্র নিত্যভগবানের শরণা-গত জনের হৃদয়ে তাহা অবতরণ করেন। ভগবানের শরণাগত জনই একমাত্র মনোধর্মের কুহক হইতে নির্মুক্ত। অপরাপর লোক নিজদিগকে যতই মেধাবী, পণ্ডিত, আভিজাত্যসম্পন্ন, বা ভগবানকে জানিয়া ফেলিয়াছি' বা ভগবান আমাদের বিচার, তর্ক, বা যুক্তির মধ্যে আবদ্ধ—মনে করুন না কেন তাহারা সকলেই মনোধর্মী। বৈতরাজ্যে মনের দ্বারা 'এই ভাল' 'এই মন্দ' দ্বারা কিছু সিদ্ধান্ত করা যাক সকলই ভ্রমযুক্ত মনোধর্ম। কুটৈকপরম সাধুজন বাঞ্ছিত জগতের সমস্ত লোকই মনোধর্মের বশীভূত। যদি কোনও সুকৃত ব্যক্তি ঐ সকল কুটৈকপরম হরিজনের চরণে কায়মনোবাক্যে যথা সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সর্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয়তা স্বীকার করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তবে দিব্য-

জ্ঞানোন্মেষক যন্ত্রপ্রভাবে তাহার মনোধর্ম্ম বিদূরিত হইতে পারে। মনোধর্ম্মিগণ চিচ্ছক্তের সমন্বয়প্রয়াসী, তাহারা ভগবান্ ও মায়াকে এক করিয়া ফেলেন। তাহারা বলেন, মায়ার নামান্তরই ভগবান্। ভোগী ও ত্যাগী, আস্তিক ও নাস্তিক কামী ও নিষ্কাম, উভয়েই ধার্ম্মিক। যেই কৃষ্ণ সেই কালী (মহামায়া) মনোধর্ম্মিগণ নীতিবাদী, সেবাবাদী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, প্রাকৃত বস্তুর ন্যূনাধিক্য বিচার লইয়া ব্যস্ত। ভগবদ্বস্তুকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে পরিদর্শনকারী। তাহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহকে কাঠ পাথর জ্ঞান করেন, ভক্তে জাতিবুদ্ধি করেন, শ্রীচরণামৃতে জল বুদ্ধি করেন, মহাপ্রসাদে তাত ভাত বুদ্ধি করেন। তাহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সাহায্যে প্রাকৃত অভিধানিক ভোগময় জড় শব্দোচ্চারণকে নামোচ্চারণ বলিয়া থাকেন। তাহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত ভগবল্লীলাদি স্মরণাদি করিতে সমুৎসুক। তাহারা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ও কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির পার্থক্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাহারা মূর্খতা বা অন্ধবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা, ভণ্ডোভাবকে কৃপাপ্রাপ্তি সুনীচভাব, ভাবপ্রবণতাকে হৃদয়বিকার, কপটতাকে বৈষ্ণবতা বলিয়া জ্ঞান করেন। মনোধর্ম্মিগণ প্রাকৃত বহির্ম্মুখ ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিকের গবেষণাবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভগবৎসম্বন্ধি বস্তুর জন্মকর্ম্মানুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত। এক কথায়, তাহারা কেহ বঞ্চক, কেহ বা বঞ্চিত। তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। তাহারা নিজদিগকে যতই বুদ্ধিমান মনে করুন না কেন, তাহারা দৈবীমায়াবিমোহিত।

পরতত্ত্ব।

শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া তত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ শব্দে অভিহিত করেন। ধর্ম্মকর্ত্তার ধর্ম্মনির্ণয়ে অন্ধ তর্কবন্ধন নাম গ্রহ। কেবল-জ্ঞানে চালিত হইয়া উপনিষদ্ চিন্তার ফলে তত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম-নামে গাহিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মদর্শনে সৎ এবং আনন্দ বৃত্তির অভাবহেতু সেব্য-সেবক ভাব অস্ফুট। তত্ত্ববস্তুর ব্রহ্মস্বরূপ-দ্রষ্টৃগণ জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতার ত্রিপুটি ভেদাভেদ-অনুভূতি করিতে অক্ষম। সৎ ও চিৎ এই দুইয়ের আশ্রয়ে যোগিগণ তত্ত্ববস্তুকে পরমাত্মানামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহারাও আনন্দ-বৃত্তির আশ্রয়ের অভাবহেতু অদ্বয়জ্ঞানময় তত্ত্ববস্তুকে বিলাসহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনের আশ্রয়ে বস্তুনিরূপণে ভক্তগণ তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্য-লাভ করেন এবং পরিশেষে তাঁহারই নিত্যকাল সেবা করেন। দ্রষ্টৃবর্গের দর্শনের-ভেদ বিচারে একই পূর্ণ তত্ত্ববস্তু অসমগ্র, আংশিক এবং পূর্ণভাবে প্রকাশিত হন। উদাহরণ স্থলে দেখান যাইতে পারে যে, চন্দ্র একটী বস্তু। তিন ব্যক্তি চন্দ্রবিষয়ক পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান লাভ করিলেন। প্রথম ব্যক্তি কেবল চক্ষুঃ সাহায্যে বাহু আকার ও রং দেখিয়া চন্দ্রবিষয়ক এক-প্রকার জ্ঞান সংগ্রহ করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি চক্ষু এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে চন্দ্রবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া নাসা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া জিহ্বাতে প্রদান করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা আস্বাদন করিয়া প্রথম দুই ব্যক্তির চন্দ্রবিষয়ক জ্ঞানা-পেক্ষা অধিক অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেন। ইহারই অপর নাম "বিজ্ঞান"। প্রথম ব্যক্তির জ্ঞানাপেক্ষা দ্বিতীয় ব্যক্তির জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জ্ঞানাপেক্ষা তৃতীয় ব্যক্তির জ্ঞানে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হয়। প্রথম ব্যক্তির জ্ঞানে অসমগ্রভাব এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জ্ঞানে আংশিক ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তৃতীয় ব্যক্তির দর্শনে এবম্বিধ কোন ন্যূনতা দেখা যাইতেছে না। একই অদ্বয় বস্তু ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন তিন প্রকার দর্শকের নিকট তিন প্রকারে দৃষ্ট হন। এই প্রকার ভেদ অদ্বয়-জ্ঞান ভগবানে নাই, কেবল মাত্র দ্রষ্টৃবর্গের দর্শনের প্রকার-ভেদ। অদ্বয়জ্ঞানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎস্বরূপ অবস্থিত। বাস্তবপক্ষে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেবল চিতের আশ্রয়ে তত্ত্ববস্তুকে

ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিয়া সৎ এবং চিৎ-আশ্রয়ে পরমাত্ম-দর্শনে বৈশিষ্ট্য দেখিয়া নিজেদের দর্শনের অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করেন। সৎ এবং চিৎ-আশ্রয়ে যোগিগণ আনন্দাশ্রয়ে অতিরিক্ত পরতত্ত্বকে পরমাত্ম-দর্শন করিয়া নিজেদের দর্শনের আংশিকতা প্রতিপন্ন করেন। বৈষ্ণবগণ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনের আশ্রয়ে পরতত্ত্বকে স্বয়ংরূপরূপে দর্শন করেন। এই দর্শনই পরতত্ত্বের সম্যগ্ বা পূর্ণ দর্শন। ব্রাহ্মণ ও যোগিগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ মনে করায় তাঁহাদের পূর্ণ দর্শনে ব্যাঘাত জন্মে। যখন ইঁহারা বৈষ্ণবের আনুগত্যে থাকিয়া তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন, তখন ইঁহারাও তাঁহাকে স্বয়ংরূপরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাই তাঁহাদের দর্শনের পরিপূর্ণতা-সাধনের পথ। ব্রহ্মজ্ঞ এবং যোগিগণের বিজ্ঞান সমন্বিত দর্শনের অভাব। বিজ্ঞান সমন্বিত দর্শনই ভাগবতদর্শন। উপনিষৎ-কথিত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দসম্পন্ন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গ-জ্যোতিঃ। নির্ভেদবাদী অনন্তশক্তি সম্পন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিবার জন্য বড় ব্যস্ত। সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্যে তাঁহারা ভ্রম ও অসত্য জ্ঞান করেন। আগন্তুক বৈচিত্র্যে ঐ প্রকার ভ্রম দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন, যে স্থানে বৈচিত্র্য, সেই স্থানেই নশ্বরতা,—এই ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সৃষ্ট জগতের যাবতীয় দর্শনের উপর নিজের কাল্পনিক চিদ্বৈচিত্র্য-বিলাসময় ভগবানকে নিঃশক্তিক এবং চিদ্বৈচিত্র্য হীন কোন একটি নিরঞ্জন নিরাকার নির্বিশেষ ভাবমাত্র ধারণা করেন। এই প্রকার বিচারকগণ চিৎ ও অচিতের সমন্বয়বাদী। ইঁহারা অচিতের বৈচিত্র্যকে চিতের বৈচিত্র্যের সমদর্শনে ব্যস্ত। অচিতের বৈচিত্র্য যখন নশ্বরতা অবস্থিত এবং নশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বারা দেখিতে পান, তখন চিদ্বৈচিত্র্যেরও অচিদ্ধর্মানুগত্য আছে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া চিদ্বিলাসের ঘাড়ে নশ্বরতা চাপাইতে ধাবমান হন। এই প্রকার দর্শনের সম্বল কেবলমাত্র জড় জগতের অভিজ্ঞতা। জড় জগতের অভিজ্ঞতা লইয়া অতীত বস্তু নির্ণয়ের চেষ্টা ভিত্তির পরিচায়ক। অধোক্ষজ বস্তুকে দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অধোক্ষজ বস্তুর উপাসকের নিকট আনুগত্য আবশ্যক। এই অধোক্ষজ জ্ঞানই পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। ঔপাধিবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। পরতত্ত্ব বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকেই লক্ষ্য করে। আত্মার নিত্যবৃত্তি আনুগত্যের অভাবে বাদবিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া জড় জগদ্বিষয়ক বৈত ও ভেদ জ্ঞান প্রবল হয়। ইহাই অধোক্ষজ হরি বিমুখতা বা ভিত্তিয়াভিনিবেশ।

নিতাই।

(চপলী বাসাট হইতে

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম ও বংশ পরিচয়।

"বঙ্গ-মাঝকুলে এক চন্দ্রোদয়ে,
ছাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘমাসি, শুক্লত্রয়োদশী,
জনমিলা হলধর॥
ছাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে॥
পাকিপুর নাম, মনে হরষিত,
কারু কিছু নাহি জানে।
অন্তরে জানিলা; বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হইল প্রসন্ন,
আনন্দ সাগরে ভাসে।
এ হীন পামর, (কি'রে) হইবে উদ্ধার,
বহে হীন কৃষ্ণদাসে॥"

১৪০১ খৃঃ। পক্ষের মাঘমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, শ্রীনিত্যানন্দ দেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত মৌড়েশ্বর থানার অধীন একচাকা গ্রামে ব্রহ্মণ্যদেব হাড়াই পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম পদ্মাবতী। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাদিগকেই পিতামাতা বলিয়া প্রকটে আবির্ভূত হন।

পূর্ব্ব রেলওয়ের মল্লারপুর ষ্টেশনে নামিয়া একচাকা গ্রামে যাওয়া যায়। এক সময়ে এই গ্রাম বড়ই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এক্ষণে তাহার অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম বক্রেশ্বর। এখানে বক্রেশ্বর নামে এক শিব আছেন। পুরাকালে পাণ্ডবগণ কিছুদিন এই একচক্রা নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময় এই স্থানে ভীম কর্ত্তৃক বকরাক্ষস বধ হয়। এই গ্রামে একচক্রেশ্বর নামে এক শিব আছেন তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে।

পূর্ব্বে এই গ্রামে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির বাসস্থান ছিল। কিম্বদন্তি এইরূপ, একদা এই গ্রামের জনৈক জ্যোতিষিক গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে একচাকার বংশনাশের অত্যল্প রহিল, পরে তাহার কথা যে সত্য হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্য পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বংশমধ্যে যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে এই স্থানে উল্লেখ করা গেল। কেহ বলেন তিনি বৈদিক বিপ্রবংশোদ্ভূত, আবার কেহ বলেন তাঁহার পিতামহ মুকুন্দরায় রাঢ়ীয় পুরাকালীন মুনিঋষির ন্যায় ব্রতপরায়ণ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি বহুজন যাজন অধ্যাপনাদি কার্য্য করিতেন। তাঁহাদের খ্যাতি ওঝা এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের গাঁই মুকুন্দরায় বন্দ্যঘাটি। হাড়োর পিতার নাম ভাবান্ এবং খুল্লতাতের নাম কমলাকর। ভগবান্ ও কমলাকরের পিতা আড়ো। আড়োর জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোপী এবং কনিষ্ঠ গদ। উহাদের পিতার নাম ভাবাপতি। ভাবাপতির ভ্রাতা প্রজাপতি ওঁহাদের পিতার নাম পণ্ডিত। আপন নির্ম্মল চরিত্র ও ধন গৌরবে একচক্রা ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে মহাজনপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান্ বোধ হয় মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করেন না। তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। এক নিদারুণ মনঃকষ্টে নিয়ত তিনি পীড়িত থাকিতেন। তাঁহার সন্তান হইয়া বাঁচিত না। ইহাই তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ।

একদা রজনীযোগে বিপ্রবর স্বপ্ন দেখিলেন, জনৈক দিব্যকান্তি মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন—"বৎস! মনোবেদনা দূর কর, অচিরে তোমার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। এবং তোমার পৌত্র কর্ত্তৃক বংশগরিমা উজ্জ্বলীকৃত হইবে।" ব্রাহ্মণ আনন্দে সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার এক পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে সন্তান হইয়া বাঁচে নাই তাই ছেলেটীকে তিনি শিবের নিকট অর্পণ করিয়া দিয়া তাহিলাছলে নাম রাখিলেন "হাড়াই"। হাড়াই এর ভাল নাম যে বসুকুল ছিল তাহা আমরা নিম্নোক্ত শ্লোকে জানিতে পারি। যথা—কোন গ্রন্থে—

তত্রা পদ্মাবতীশ্রীমদ্মুকুন্দো দ্বিজসত্তমো
নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরাবতুলশ্রিয়ৌ॥

হাড়াই ক্রমশঃ বড় হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। পিতা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পুত্রের বিবাহ দিলেন। হাড়াই পণ্ডিতের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী, উহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যথাকালে পিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে তিনি বেশ সমারোহের সহিত তাঁহাদের শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সচ্চরিত্রতার যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

হাড়াই পণ্ডিতের পত্নী, দেবী পদ্মাবতী দেবদ্বিজ ভক্তিমতী ও একান্ত পতিপরায়ণা ছিলেন। তাঁহারা যে অতীব প্রীতির সহিত বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন তাহা আমরা নিম্নোক্ত শ্লোকে জানিতে পারি।

অনন্যবৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তিতৎ পরা।
পরম বৈষ্ণবী তাঁর পত্নী পতিব্রতা॥
সে দোঁহার চরিত কহিতে সাধ্য নয়।
জগতের মাতা পিতা যেন জান হয়॥

সকলের হৃদয়ে বেড়ি অতি দুরাশা।
কত শত বিঘ্ন আসে কত যায়।

এইরূপে অতীব সুখে দিনযামিনী কাল ক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু একটী দুঃখ সর্ব্বদা তাঁহাদের মনে জাগিতেছে। তাঁহারা অপুত্রক। এ পর্য্যন্ত কোন সন্তান সন্ততি গর্ভে ধারণ করে নাই।

একদা রাত্রে শচীদেবী স্বপ্ন দেখিলেন জনৈক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে বৎসে! তুমি পবিত্রচিত্তে কর, তোমাদের বহু পুণ্যফলে ভগবান্ পাপীদের পরিত্রাণের জন্য তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। শচীদেবী এই স্বপ্ন দেখিয়া বড়ই আনন্দিতা হইলেন।

কিছুদিন পরে শচীদেবী অন্তর্বত্নী হইলেন। এই সংবাদ আমাদের নিতাইচাঁদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে গ্রামের অমঙ্গল দূর হইয়া গ্রামের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আহ্বানে ও ভজনে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্যই ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্য্যকে "গৌর আনা গোঁসাই" বলিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দও তদ্রূপ অদ্বৈতের আহ্বানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কিবা এক চক্রা পুরে, হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে,
অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রায়॥
অতি সুকোমল তনু, যেন নবনীত জনু
শোভায় ভুবন বিমোহিত।
চক্ষুদুটি নিরখিতে, উন্মাদে না ধরে চিত্তে,
পদ্মাবতী হাড়াই পাগল॥
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে, শঙ্খরে আনন্দ-সুরে,
ত্রিলোক ভরিয়া গেল ধ্বনি।
নাচে পশু উর্দ্ধবাহু কাঁদে তরু দিয়া কহে,
আসিবে আসিবে গুণমণি॥
বন্ধ্যা আদি যেবা ছিল, ঘরে পুত্রবিধান,
জয় জয় ধ্বনি অনিবার।
সকল কিরণ ঘর, ঘরে বাস্ত পত পত,
নব পুর সুখের পাথার॥

শুভ মহা-মহোৎসব, পুরের বনিতা সব,
করে যত দেয়া নাহি দিতে।
কত না যৌতুক লঞা, লোক সব আসে ধাঞা,
মহোচ্চ গৃহে গাবেশিতে॥
ধন্য বাঢ় ধন্য আর, ধন্য সে নক্ষত্র বার,
ধন্য মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশী।
নরহরি করে ভাল, ধন্য ধন্য কলিকাল,
প্রকটে হইল চারিশশি॥

নিতাই চাঁদ ভূমিষ্ঠ হইলে বাড়ীতে ঘন ঘন উলুধ্বনি হইতে লাগিল। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া শচী দম্পতির আনন্দের আর সীমা নাই। ছেলে সূতিকা-গৃহ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে। সকলে বলিল এমন ভুবনমোহন শিশু তাঁহারা আর কখন দেখেন নাই। গ্রামের কুলললনাগণ অনিমিষ নয়নে সে রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। সে চাঁদ মুখ দেখিয়া সকলের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

আগে জন্মিলা নিতাই চাঁদ।
পাতিলা আসিয়া করুণা ফাঁদ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায়।
সভারে সকল নয়নে চায়
দেখিয়া সে, ঘরে আসিতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ান ঝুরে॥
দেখি সবে মনে বিচার করে।
এই কোন মহাপুরুষ হরে॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবার পড়য়ে বাধ॥
মনে করি ইহার বিয়ায় করি।
নয়ানে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য হৈল ইহার মাতা।
এ হেন বালক দিল বিধাতা॥
এত কহি কাক নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বহিয়া॥
কাক স্তন বাঢ় ছত্ত করে।
কেহ বাদ্য তারে করিতে কোড়ে॥

এ দব বিষয়ে রমণীগণে।
বিধাতার আশা করয়ে মনে ॥

শিশুনাটার সবদিকেই পূর্ণিমার শশীকলার ন্যায় লাবণ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বালকের আকৃতি অতি সুন্দর, কান্তি কাঁচা সোনার মত। সেইরূপ যিনি দেখিলে নয়ন আর ফিরাইতে পারিতেন না। আহা! এমন রূপ মানুষের হয় না। ছেলেটী যেন সকলেরই নয়নমণি হইয়াছে। একবার দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে পারা যায় না। রমণীরা দেখিলে একেবারে কোলে তুলিয়া লইতেন।

শিশু ক্রমশঃ আধুআধো ভাষে কথা কহিতে শিখিলেন। সে দৃশ্য বড়ই মনোরম। শিশু মিতাইকে চামাতুড়ি দিয়া আঙ্গিনার দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে লাগিলে রমণীরা তাহাকে কোলে লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেন। ছেলেটীকে বক্ষে লইলে হৃদয়ে যেন তাহাদের এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইত।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয়।

ভাইস চ্যান্সেলর—নৃপেন্দ্র বাবুর পীড়ার উপশম হয় নাই, কোনও দিন একটু ভাল, কোনও দিন মন্দ। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট আর কতদিন তাঁর মুখ চাহিয়া থাকিবেন? তাঁহার ছুটীর পরেই গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদে হাই কোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় গ্রীভস্ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি কয়েকটী সাধারণের কার্য্যে যোগদান করিয়া পূর্ব্ব হইতে লোকপ্রীতি সংগ্রহ করিয়াছেন, এক্ষণে ভাইস চ্যান্সেলরত্বেও অক্ষম হইবেন না আশা করি। তবে যে পদ দিয়াছেন, তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে সম্প্রতি কেহ পারিবেন বলিয়া আমাদের আশা নাই। আমরা পরলোকপ্রাপ্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া এ কথা বলিলাম।

মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাজ—ব্রাহ্ম সমাজের নেতা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাজ **শ্রীল শ্রীযুক্ত** কৌণিশচন্দ্র রায় বাহাদুর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কাশীকণ্ঠী সভার মেম্বিনিউ মেম্বরের পদ সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমরা এত শীঘ্র আশা করি নাই যে, মহারাজ বাহাদুর পঞ্চাশৎ বর্ষীয় সমাজপতির সম্বর্দ্ধনা দ্বারা দেশের স্থানীয় সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। মহারাজ বাহাদুর আধুনিককালের গবর্ণমেণ্টের কৃপায় হঠাৎ রাজা নহেন। ইহার বহুসম্মানিত পূর্ব্বপুরুষগণ সম্রাট আকবর সাহের সময় হইতে মহারাজপদবীভূষিত, এবং অন্ধ্রদেশেশ্বর বলিয়া সুপরিচিত। আজ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহাদেরই বংশধরকে রাজকার্য্য পরিচালনে সহায় করিয়া লইয়া প্রজা সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। আশা করি মহারাজ বাহাদুর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিবেন।

ভাগলপুরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—গত ২৭শে জুলাই ভাগলপুরে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। পুলিসের চেষ্টায় ঘটনা শেষ পর্য্যন্ত গড়ায় নাই। যে রাস্তায় মুজাগঞ্জ মসজিদ আছে, সেই রাস্তা দিয়া হিন্দুদের একটী সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হওয়ার কথা ছিল। গত মাসে ঐ রাস্তা দিয়া সঙ্কীর্ত্তনের দল যাইবার সময় কয়েকজন মুসলমান তাহাদিগকে গান করিতে নিষেধ করে; কিন্তু হিন্দুরা গান বন্ধ করেন নাই। ইহাতে হিন্দুরা যাহাতে ঐ পথে আর গান গাহিয়া যাইতে না পারে, সেই জন্য মুসলমানেরা আয়োজন করিতে থাকে এবং মসজিদের ভিতর প্রায় তিন শত লাঠি সংগ্রহ করিয়া রাখে, পুলিশ খবর পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করে। হিন্দুরাও ঐ পথ দিয়া যান নাই। হিন্দু-মুসলমানে মেলন হইতেছে ভাল।

স্যর সুরেন্দ্রনাথের নামে মামলা—"বেঙ্গলী"তে বিজ্ঞাপন বাহির না করিবার দরুণ পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ সেনের পুত্রগণ স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে মতিপুরের দাবীতে যে নালিশ করিয়াছিলেন

উহার নাম বৃন্দাবতিনাথ মাহিন হইয়াছে। ওইল শিয়ার্স্ লন সাব সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ১১৫০০৲ টাকা এক মামলার খরচের ডিক্রী দিয়াছেন।

উচ্চ কর্ম্মচারীর বিদায় বিল—ভারতের উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীদের বিদায় সম্পর্কিত বিল ইতঃপূর্ব্বে কমন্স ও লর্ড সভায় গৃহীত হইয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রাজাও এই আইনে সম্মতি দান করিয়াছেন।

ছত্রিশ হাজার টাকা তছরিল তছরূপ—কলিকাতা ফ্রি নেভিগেশন কোম্পানীর ক্যাশিয়ার মণিলাল দাস এবং উক্ত কোম্পানীর আর্ম্মানিয়াট ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার কেদারলাল নাগ একযোগে ৩৬০০০৲ টাকা তছরিল তছরূপ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। আগামী ৮ই আগষ্ট মামলার শুনানীর দিন পড়িয়াছে। আসামীদ্বয় জামিনে খালাস পাইয়াছে।

ডাইকোষে স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু—ডাইকোষে বন্যার প্রকোপ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাসা জলমগ্ন থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকগণ সত্যাগ্রহ করিয়াছে। সত্যাগ্রহ আশ্রমে বহু বন্যাপীড়িত লোককে খাওয়ান হইতেছে। রাঘব নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবক একজন লোককে রক্ষা করিতে গিয়া ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

যতেন ঘোষের আপীল—রাধাবাজারের দোকানের ম্যানেজার যতেন ঘোষের ফাঁসীর আদেশ দেন। যতেন প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করেন। প্রিভিকাউন্সিল তাহার আপীল ডিসমিস করিয়াছেন।

তিলক স্মৃতি—গত সপ্তাহের শুক্রবারে সমগ্রদেশ লোকমান্য তিলকের চতুর্থবার্ষিকী স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। সেদিন দেশব্যাপী সভাসমিতি হইয়াছিল। কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে নেতৃবর্গ তিলক মহারাজের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। গুণিলোকের সম্মান সর্ব্বদেশ সমান।

ভীষণ বন্যা—দক্ষিণ ভারতে (ত্রিচিনপল্লী, মদীমুর প্রভৃতি স্থানে) ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসী দুই বৎসর পূর্ব্বের বন্যার ক্ষের এখনও সামলাইতে পারেন নাই, এমন সময়ে দক্ষিণ ভারতের বন্যায় চারিদিক হাহাকার ছুটিয়াছে। চাঁদপুর অঞ্চলের শেষ বন্যা হইয়াছে শুনা যাইতেছে। আজকাল এত বন্যা হইতেছে কেন?

বৈদেশিক।

কৃষিয়ার সমরায়োজন—'টাইমস' পত্রের বিশ্বাসিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, কৃষিয়া আজকাল বিপুল সমরায়োজনে ব্যস্ত হইয়াছে। বহু জার্ম্মাণ সামরিক বিশেষজ্ঞ কৃষিয়ায় আসিয়া বলশেভিক সৈন্যদিগকে শিক্ষা-দান করিতেছেন। বাহির হইতেও অনেক সময়-সরঞ্জাম কৃষিয়ায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। গত কয়েক-মাসের মধ্যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ইতালী, ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ডের কাছ হইতে ৭ শতের উপর এরোপ্লেন, ২৫টী সাবমেরিন, বহু মাইকেল এবং মেসিনগান ক্রয় করিয়াছেন।

ফরাসী ও রুষের সম্পর্ক—'টাইমস' পত্রের লণ্ডন-স্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ফরাসী ও রুষ গবর্ণমেণ্টের পরস্পরকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য শীঘ্রই একটী বৈঠক বসিতেছে। এই সম্পর্কে আজকাল প্যারি ও মস্কোর মধ্যে খুব তার আদান প্রদান চলিতেছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কৃষিয়াকে জানাইয়াছেন যে, ফরাসী, কৃষিয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়া স্বীকার করিয়া লইবে, তবে প্রতিদানে ফরাসীও কৃষিয়ার নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে।

জার্ম্মাণী ও কৃষিয়া—গত মে মাসে বার্লিনস্থ কৃষিয়ার ব্যবসাদারদিগের ডেলিগেশন অফিসে একদল জার্ম্মাণ চড়াও হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া কৃষিয়া এবং জার্ম্মাণীতে মন কষাকষি চলিতেছিল; সম্প্রতি উহার মিটমাট হইয়া গিয়াছে।